ओउम्

আর্য জ্যোতি

শঙ্কা সমাধান এবং খণ্ডন - মণ্ডন বিশেষ সংখ্যা - ভাগ ১

৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা | জানুয়ারী - জুন '২৪

২০৮০-৮১ বিক্রমাব্দ,১৪৩০-৩১ বঙ্গাব্দ (পৌষ - জ্যৈষ্ঠ)

স্বাধ্যায়

স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ

অগ্নিবীর

সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক

আর্য জ্যোতি

খণ্ডন-মণ্ডন

শঙ্কা সমাধান

সূচিপত্র

১। অনধিকারীর শাস্ত্রচর্চা ও শাস্ত্রানুবাদ বিভ্রান্তি - ১

২। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সমীক্ষা - ৪

৩। মহর্ষি দয়ানন্দ ও নাস্তিকতার পরিভাষা - ১৪

৪। মুণ্ডকোপনিষদে চাঁদ থেকে মেঘ হওয়ার সমীক্ষা - ১৭

৫। বেদার্থকর্তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় ও ঐতিহাসিক পদ খণ্ডন - ২০

৬। বৃত্র, বিশ্বকর্মা, সরণ্যু, মিত্রাবরুণ, বসিষ্ঠ, উর্বশী পদ সমীক্ষা - ২৩

৭। ত্রিত, নোধা, লোধা, কুৎস, সুপর্ণ, ভগ, সরমা, নাভাক পদ সমীক্ষা - ৩১

৮। বেদে কি নারীদের বুদ্ধি কম বলা হয়েছে [ঋ০ ৮.৩৩.১৭] - ৩৫

৯। সোম অর্থ শাস্ত্রীয় বিবেচনায় - ৩৭

১০। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম কী? সনাতন ধর্ম বুদ্ধের মতে কতটা প্রাচীন - ৪১

১১। নাস্তিক বুদ্ধের অজ্ঞান বনাম বৈদিক বিজ্ঞান - ৪৮

১২। জাতি-বর্ণবাদী বুদ্ধ - ৪৯

১৩। ব্রহ্মা সরস্বতী প্রসঙ্গ - ৫৩

১৪। ঋগ্বেদে জগন্নাথ বিগ্রহ খণ্ডন - ৬০

১৫। ব্রাহ্মসমাজ সমালোচনা - ৬২

১৬। বেদার্থ ও নিরুক্ত -৬৪

১৭। বেদার্থ প্রক্রিয়া

ঐতিহাসিক - ৭০

ভাষাবিজ্ঞান - ৮০

আধিদৈবিক - ৮৪

নিরুক্ত ও দেবতাবাদ - ৮৭

ত্রিবিধ ও চতুর্বিধ প্রক্রিয়া - ৯৫

১৮। শ্রুতি সংজ্ঞা বিচার -১০৩

১৯। বেদমন্ত্রের বিনিয়োগ - ১০৫

২০। বেদ ও মুনি-ঋষিদের পরম্পরা - ১২৯

২১। গীতার উত্তরায়ণ - দক্ষিণায়নে মোক্ষলাভ বিচার - ১৪১

২২। অথর্ববেদ ও পুরাণ শব্দ - ১৪৪

২৩। রামকৃষ্ণ কথামৃত ও মহর্ষি দয়ানন্দ রহস্য - ১৫৩

২৪। পুরুষসূক্তের সহস্র হাত - চোখ আসলে কার - ১৬০

২৫। নিরুক্তে দেবতার আকার - ১৬৯

২৬। নদীসূক্ত ও ইতিহাস বেদে অন্বেষণ খণ্ডন - ১৯৪

২৭। বেদ মন্ত্রের দেবতা নিয়ে পৌরাণিক আক্ষেপ নিবারণ - ২০৫

২৮। প্রাচীন আচার্যদের অনুসারে দর্শন তালিকা - ২১১

২৯। মহর্ষি দয়ানন্দ ও পণ্ডিতা রমাবাঈ - ২১৫

৩০। সত্যার্থ প্রকাশ বিমর্শ -

ধাত্রী ও দুগ্ধপান - ২৪০

সূর্যাদি লোকে প্রজা রহস্য - ২৪৫

৩১। মহাভাষ্য ও এর সংস্কার - ২৪৮

৩২। অষ্টাধ্যায়ী ও অর্চা শব্দ - ২৫১

৩৩। মহাভাষ্য ও অষ্টাধ্যায়ীতে প্রতিমাপূজা খণ্ডন - ২৫৩

৩৪। পারদ সংহিতা ও রসালিঙ্গ খণ্ডন - ২৫৭

৩৫। ঋগ্বেদ ৬.৪৭.১৮ রূপং রূপং মন্ত্রে সাকারবাদ খণ্ডন - ২৬০ ৩৬। গুরু নানক ও বেদনিন্দা - ২৬৬

৩৭। করপাত্রীর বেদে রাম, দশরথ ও রাবণ প্রাপ্তি খণ্ডন্ন- ২৬৯

৩৮। সত্যার্থ প্রকাশ কেন মন্দিরে ব্যভিচার হয় বলা হলো - ২৭৭

৩৯। কল্পসূত্র ও প্রতিমাপূজা - ২৯৫

৪০। বরুণ ও সাকার ঈশ্বর বেদে প্রাপ্তি - ৩০৮

৪১। রুদ্রাধ্যায় ব্যাখ্যা - ৩১৯

৪২। বেদে বরাহ অবতার খণ্ডন - ৩৩৬

৪৩। বেদে বামন অবতার খণ্ডন - ৩৪৩

৪৪। ন তস্য প্রতিমা অস্তি - এখানে প্রতিমা অর্থ কী - ৩৫৯

৪৫। পুত্র অর্থাৎ ছেলে নাকি সন্তান - ৩৬৮

৪৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও অতিথির জন্য ছাগ-বৃষ হত্যার খণ্ডন - ৩৭৫

৪৭। ঋগ্বেদে যম - নচিকেতার কাহিনী খণ্ডন - ৩৮১

৪৮। ঋগ্বেদে কৃষ্ণাসুর খণ্ডন - ৩৮৫

৪৯। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রতিমাপূজা মীমাংসা - ৩৯৯

৫০। কামসূত্র কী মহর্ষি বাৎস্যায়ন রচিত - ৪৪০

অনধিকারীর শাস্ত্রচর্চা ও শাস্ত্রানুবাদ বিভ্রান্তি

বেদ ও বৈদিক শাস্ত্রানুবাদ একটি কঠিন বিষয়। আমাদের পূজ্য আচার্যগণ তাদের প্রজ্ঞাবলে বেদের ও অন্যাদি শাস্ত্রের অনুবাদ ও পর্যালোচনা করেছেন। মধ্যকালে বেদের যে অনর্থ করা হয়েছিলো তার যথোপযুক্ত প্রতিবাদ ও খণ্ডন করেছেন। অধুনা সময়ে স্বাধ্যায়তপহীন কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল বিমতালম্বীরা সামান্য কিছু পুস্তক তাও অনুবাদমাত্র অধ্যয়ন করে বেদের অর্থ করতে ও আর্য বিদ্বানদের নিন্দা করতে অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে । বালচাপল্য ভেবে আমরা তা উপেক্ষা করলেও অনেক পাঠকই অনুরোধ করেন তাদের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পরিসীমা কত ক্ষুদ্র তা তুলে ধরতে। আমরা আজ সেটি নিয়েই আলোচনা করবো।

· বেদের অনুবাদ বা ভাষ্যে নিরুক্ত একমাত্র সহায়ক নয় বরং বলা যায় মুখ্য সহায়ক । মুখ্য ও একমাত্রের মধ্যে অনেক বড় ব্যবধান বিদ্যমান। আমরা যখন 'নৈরুক্তিক প্রণালী' কথাটি ব্যবহার করি তার মানে কেবল এই নয় নিরুক্তই ব্যবহার করা হয়েছে । বরং তার তাৎপর্য যে নিরুক্ত ও নিরুক্তের শৈলীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । বেদের সব শব্দের অর্থ নিরুক্তে নেই । আবার ব্রাহ্মণের অনেক নির্বচন সরাসরি নিরুক্তে গৃহীত হয়েছে। এভাবেই বেদের যোগরূঢ় শব্দগুলো নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ, ব্যাকরণ দ্বারাও অর্থ বিশ্লেষণ ও অধ্যাহার সম্ভব।

· একইভাবে অষ্টাধ্যায়ী শব্দের নির্বচন ও প্রয়োগ কৌশল নিয়েও আলোচনা করে । উণাদিকোষের মাধ্যমে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে সেই অর্থ ব্যবহার করা যায় যা কিনা নিরুক্ত বা ব্রাহ্মণে নেই । এটিই বেদার্থ শৈলী । পূজ্য পণ্ডিত চন্দ্রমণি বিদ্যালংকার তার বেদার্থবিধিতে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । অষ্টাধ্যায়ীতে নানা শব্দ রয়েছে, একই শব্দ রয়েছে কল্পসূত্রসহ অন্যাদি গ্রন্থেও । আমি যদি উদাহরণ থেকে কেবল শব্দ গ্রহণ করি তা হবে আমার জন্য মূর্খের ন্যায় কর্ম । একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে -

· নিরুক্তে বৃত্র শব্দটি মৌলিকরূপে বৃত্রঃ ও বৃত্রম্ রূপে নানা জায়গায় পাওয়া যায় । নিরুক্ত ২।১।১৬।১০ অনুযায়ী বৃত্র = মেঘ, ত্বাষ্ট্র অসুর । এখন যাদের সক্ষমতা একমাত্র অমরেশ্বর ঠাকুরের পদার্থ কিংবা Reading মাত্র তাদের বেদ বিশ্লেষণ উপহাসজনক নয় কি ? ওখানে একটিবারেও বলা হয়নি নিরুক্তে যে অর্থ আছে সেটিই একমাত্র অর্থ । অষ্টাধ্যায়ীতে উদাহরণ দেওয়া বৃত্র শব্দ কিংবা গৃহ্যসূত্রে যেখানে বৃত্র শব্দের উল্লেখ ভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তাকে কী বুদ্ধিমান বলা যাবে ? কেননা না অষ্টাধ্যায়ীতে সেটির অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে না গৃহ্যসূত্রে সেই শব্দটি নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । গৃহ্যসূত্র প্রায়োগিক বিধিবিধানমাত্র ।

এখন আর্যভাষ্য আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে বৃত্র = পাপ/পাপপ্রবৃত্তি করে থাকে । স্বাভাবিকরূপেই স্বাধ্যায়হীন ক্ষুদ্রমস্তিষ্কাধিকারীরা বলবে নিরুক্তে তো এই অর্থ নেই। অথচ শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।১।৫।৭ স্পষ্টভাবেই 'পাপ্মা বৈ

বৃত্রঃ' বলে আমাদের সমর্থন করেছেন । নিরুক্ত যেমন বৃত্র শব্দের অর্থ মেঘ প্রদর্শন করে তার ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন ' 'বৃত্রো বৃণোতেঃ.... য়দবৃণোৎ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে' নিরু০ ২।১৭ ' এখানে মূলে আছে অবৃ্ণোৎ = আচ্ছাদিত করাই বৃত্রের বৃত্রত্ব । দুর্গাচার্য তার টীকাতে এটাকে আবার লিখেছেন 'বিজ্ঞায়তে ব্রাহ্মণেঽপি' = ব্রাহ্মণগ্রন্থেও জানা যায়। অথচ কিছু মূর্খ যাদের যোগ্যতা অনুবাদ অব্দি তারা দেখা যায় এখানে আধিদৈবিক বা অনুবাদকের অর্থ নিয়েই উচ্ছ্বসিত ! কি নিদারুণ পরিহাস !

·আরেকটি উদাহরণ দেখি । ঋগ্বেদ ১০।২৭।১৭তে মন্ত্রে বীরা শব্দটি আছে । পদপাঠে এর স্বরূপ আমরা 'বীরাঃ' বহুবচনে পাই । নিরুক্তে (১.৩) বীরঃ শব্দটি দিয়ে সুবীরাঃ অর্থাৎ একবচন উল্লেখ করে বহুবচনের ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু অনধ্যায়ের ফলে অনেকেই একবচনের বা বহুবচনের উল্লেখ দেখে আর্যভাষ্যকার যদি ভিন্ন বিচনে একই ব্যুৎপত্তি নিয়ে ব্যাখ্যা করেন তবে তার প্রতি প্রশ্ন তোলে। এটিই স্বাধ্যায় না করার ফল । নিরুক্তে উক্তস্থলে ঋগ্বেদ ১।১১।২১ বা ২।১৬।৯ ব্যাখ্যাত হচ্ছে সুবীরাঃ পদ প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। নিরুক্ত এখানে উনবিংশপাদে অমিত্র ও বীরয়তি=কম্পিত করা উল্লেখ করেছেন । বিংশ ও একবিংশ পদে গত্যার্থক ও বীর্ ধাতুর উল্লেখ করেছেন যেখানে ধাতুজ অর্থ হবে বিক্রমশালী । শতপথ ব্রাহ্মণ ১২।৮।১।২২ বীরাঃ অর্থাৎ বহুবচনে ১০ প্রাণকে নির্দেশ করেছে, এই অর্থ কী নিরুক্ত বিরুদ্ধ ? বিরুদ্ধ হলে বিরুদ্ধতার প্রমাণে আদেশ প্রয়োজন । না এটি প্রসঙ্গ বিরোধ করে না প্রমাণ বিরোধ ।

·একই মন্ত্রে অক্ষাঃ অর্থ নিরুক্ত ৫।৩ অমরেশ্বর ঠাকুরের অনুবাদ অনুযায়ী ব্যাপ্ত করা ও ক্ষরিত হওয়া লেখা হয়েছে। আবার নিরুক্তেই ৩।১৬ অক্ষান্ = কিতব করেছে । অর্থাৎ নিরুক্ত নিজেই একটি অর্থই গৃহীত হবে কখনোই বলে দেয়নি।

এই সামান্য তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম ব্যক্তি যদি অষ্টাধ্যায়ী, বৃহদ্দেবতা কেন সমগ্র ভাষ্য থেকেও বৃত্রকে কেবল মেঘ বা অসুর কিংবা মেষ, বৃষভ ইত্যাদি কেবল পশুবাচক স্থান ও মন্ত্রসমূহ গ্রহণ করে তাকে একদেশী পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ ব্যতীত আর কী বলা যাবে ?

▫একইভাবে দেব শব্দের অর্থ গোপথ ব্রাহ্মণে (১।২।১০) চোখ, মন ও বাণীও আছে, জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে (৩।৪।৮) বায়ু ও শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১।৪।৯) যশ ও শ্রী দেব বলে [মূর্খাদিরা প্রচলিত বঙ্গানুবাদ পড়ে অবশ্য এটার বিরোধ করবে, অশিক্ষিতের বহুদোষ] অর্থ বিদ্যমান, তা কী নিরুক্তে অনুপস্থিত বলে অসিদ্ধ ?

·নিরুক্তে মাধ্যমিক দেব অগ্নি হলেও শতপথ ব্রাহ্মণে (৬।৩।৩।২১) আমরা যজমানকেও অগ্নি সংজ্ঞা পাই, একই ব্রাহ্মণে মৃত্যু (১৪।৩।২।১০), মন (১০।১।২।৩), প্রাণ (৯।৫।১।৬৮), গায়ত্রী (৬।৬।২।৭) এমনকি ব্রহ্মকেও (কৌ০ ব্রা০ ৯।১।৫) অগ্নি বলা হয়েছে । যাদের জ্ঞান সীমিত তারা নিরুক্তের ব্যুৎপত্তির ভাব না বুঝে কেবল

আধিদৈবিক কিংবা যাজ্ঞিক ক্রিয়ার বিধান থেকে লৌকিক অর্থ অথবা বৃহদ্দেবতাদির ন্যায় অপ্রামাণিক গ্রন্থ থেকে অগ্নিকে কেবল একার্থক দেখানোর বৃথা চেষ্টা করবে।

•ঋতম্ বা ঋত শব্দ নিঘণ্টু ১।১২তে জল ও ৩।১০তে সত্যের পর্যায়বাচী হিসেবে উল্লেখিত । এখন কোথায় কোন অর্থ হবে তা অবশ্যই প্রকরণ অনুযায়ী হবে । অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্ত ১০।৪১।১ ঋতস্য অর্থ করেছেন ঋত দেবতা বা ঋতস্য দেবতা । অথচ ঋত+অস্য = ঋত+এর [অস্য = এর] বাদ দিয়ে দেবতা শব্দ কোথা থেকে এলো ? এই বিষয়ে অনধ্যায়ীগণ নীরব । অন্যদিকে ঋত অর্থ অগ্নি (তৈ০ ২।১।১১।১), চোখ (ঐ০ ২।৪০), মন (জৈ০ উ০ ৩।৩৬।৫), ব্রহ্ম (শ০ ৪।১।৪।১০), ওম্ (জৈ০ উ০ ৩।৩৬।৫) ইত্যাদি হয় । ঋত শব্দের মূল ধাতু ঋ যা গত্যার্থক । গতির ৩ অর্থ - জ্ঞান, গমন, প্রাপ্তি।

•একইভাবে 'গো' শব্দের অর্থ নিঘণ্টু পৃথিবী (১।১), রশ্মি (১।৫), বাক্ (১।১১), স্তোতা (৩।১৬) এবং পদনামে (১।৪) উল্লেখিত। নিরুক্ত ২।১৩ অনুযায়ী আদিত্য ও দ্যৌ-ও গোবাচক। নিরুক্ত ১১।৪২ গো পদের অর্থ মাধ্যমিক বাণী, ঘর্ম্মধুক্ করে। নিরুক্ত ৪।১ অনেকার্থক বলে সংকলিত করে। এভাবে প্রায় ১৪টি অর্থ নিরুক্তেই আমরা পাচ্ছি। নিরুক্তকার ১২।৭ 'গাবো গমনাৎ' লিখে গৌ এর প্রবৃত্তি ও ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত প্রদর্শন করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে লোক (৬।১।২।৩৪), অন্ন (৭।৫।২।১৯), যজ্ঞ (৩।৯।৮।৩), প্রাণ (৪।৩।৪।২৫), ইন্দ্রিয় (৫।৪।৩।১০) ইত্যাদি অর্থ গো শব্দের রয়েছে। অমরকোষের ন্যায় লৌকিক অভিধানেও (৩।নানার্থবর্গ।৩০) তীর, স্বর্গ, বজ্র, দিক, চোখ, জল পাওয়া যায় । তারানাথ তর্কবাচস্পতি তার 'বাচস্পত্যাভিধান'-এ ২২টি অর্থ দেখিয়েছেন। কিন্তু যে মূর্খ সে চিরকালই কেবল পশু অর্থই নেবে ।

•আর শেষে থাকলো অধ্যাহার আর পূর্ব অনুবৃত্তি । যস্য বা সঃ এসবে ঈশ্বর বা বিশেষণ যুক্ত থাকলেও স্বাধ্যায়হীনরা তা বোঝে না বরং বলে এখানে বিশেষণ বা উল্লেখ কীভাবে এলো । তাদের প্রিয় অমরেশ্বর ঠাকুর যস্য = যে বৃষাকপি (১০।৩৯), পৃথিবি = হে মাধ্যমিকদেবতে পৃথিবি (১০।৩৭) কিংবা আদুরে = হে যজ্ঞসমাদরকারী যজমায়ান (৬।৩১) লিখেছে সেভাবেই এখানেও এসেছে । ভাষ্যকারের আশয় ও ভাষ্য প্রণালী না বুঝলে এহেন আক্ষেপ অস্বাভাবিক নয় ।

তাই কেবলমাত্র অভিধান বা প্রমাণাদি প্রদর্শন করে যত্রতত্র ভ্রান্তিময় অনুবাদ করলেই তা যথাযথ হয় না বরং পূর্বাচার্য, প্রকরণানুকূল ও প্রমাণাদি একত্রেই অর্থ প্রকাশক হয়। যদি আমি আমার অর্থ যা ইচ্ছা করে তা পরস্পরবিরোধীরূপে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেবল একার্থক সমস্ত শব্দ গ্রহণ করি তবে তা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তাতে আমি যতই প্রমাণ বা তথ্যসূত্র প্রদর্শন করিনা কেন । এভাবে বেদভাষ্য কদর্থকারী, তাদের পুরাতন ও নব্য সমর্থক সকলের অপদাবি নস্যাৎ করা হলো । বেদভাষ্যের অপূর্বতা জ্ঞাত না হওয়ায় ও সম্যক ধারণা না থাকায় তাদের কোনবিধ বক্তব্যই গৃহীত হবে না ।

'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র - কতটুকু প্রামাণিক ?

আমাদের চারবেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত কোথাও আমরা হরেকৃষ্ণের উল্লেখ পাই না। চারযুগে চার মহামন্ত্রের উল্লেখও পাইনা। তাহলে এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এলো কোথা থেকে? আজকে আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কতোটা ভ্রান্ত ও অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করবো ।

১। **কলিসন্তরণ উপনিষদ** হরে কৃষ্ণের পক্ষে প্রধান প্রমাণ। কেননা এর নাম মুক্তিকোপনিষদের ১০৮টি উপনিষদের তালিকায় আছে। তাই একে শ্রুতি প্রমাণ হিসেবে বৈষ্ণবরা উপস্থাপন করেন। অথচ মজার বিষয় এখানে হরে কৃষ্ণ উল্টোভাবে আছে -

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

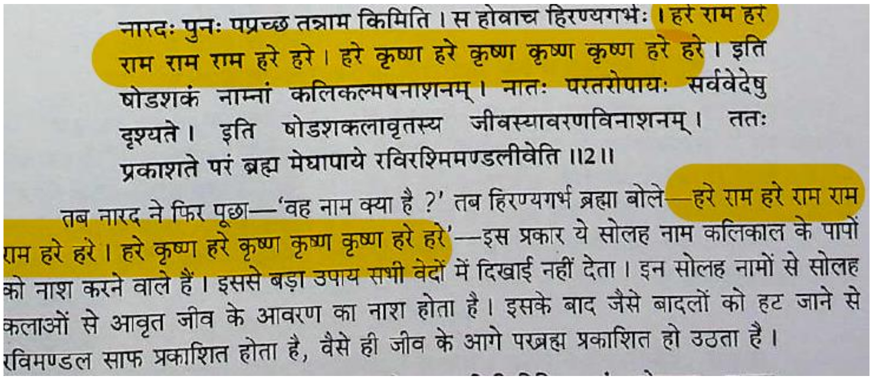
नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति । स होवाच हिरण्यगर्भः । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनम् । नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते । इति षोडशकलावृतस्य जीवस्यावरणविनाशनम् । ततः प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति ॥2॥

तब नारद ने फिर पूछा—'वह नाम क्या है ?' तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बोले—हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे'—इस प्रकार ये सोलह नाम कलिकाल के पापों को नाश करने वाले हैं। इससे बड़ा उपाय सभी वेदों में दिखाई नहीं देता। इन सोलह नामों से सोलह कलाओं से आवृत जीव के आवरण का नाश होता है। इसके बाद जैसे बादलों को हट जाने से रविमण्डल साफ प्रकाशित होता है, वैसे ही जीव के आगे परब्रह्म प्रकाशित हो उठता है।

বৈষ্ণবরা তাহলে শ্রুতি বাক্যকে সঠিকভাবে কেন প্রচার না করে উলটো প্রচার করেন? মন্ত্র বিকৃতির [আদৌ যা মন্ত্রই না] অধিকার তাদের কে দিলো ? বৈষ্ণবদের দেওয়া ছবিতেও দেখুন উল্টোভাবেই দেওয়া –

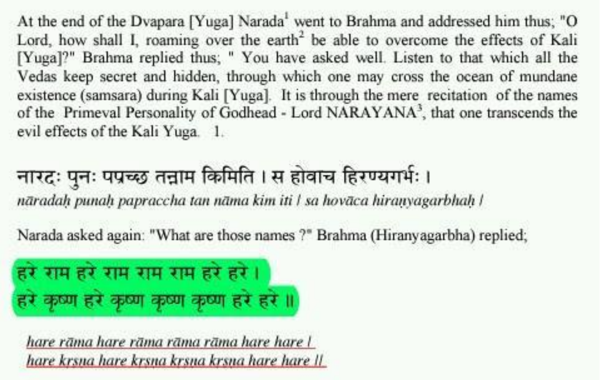
At the end of the Dvapara [Yuga] Narada[1] went to Brahma and addressed him thus; "O Lord, how shall I, roaming over the earth[2] be able to overcome the effects of Kali [Yuga]?" Brahma replied thus; " You have asked well. Listen to that which all the Vedas keep secret and hidden, through which one may cross the ocean of mundane existence (samsara) during Kali [Yuga]. It is through the mere recitation of the names of the Primeval Personality of Godhead - Lord NARAYANA[3], that one transcends the evil effects of the Kali Yuga. 1.

नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति । स होवाच हिरण्यगर्भः ।

nāradaḥ punaḥ papraccha tan nāma kim iti | sa hovāca hiraṇyagarbhaḥ |

Narada asked again: "What are those names ?" Brahma (Hiranyagarbha) replied;

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare |
hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare ||

আরো মজার ব্যাপার যদি ১০৮ উপনিষদের লিস্ট আপনাদের নিকট প্রামাণিক হয় তবে চৈতন্য উপনিষদ, পুরুষবোধিনী উপনিষদকে কেন মানছেন? এগুলোর নাম তো ১০৮টি উপনিষদের তালিকায় নেই

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষৎ

● মূল ঃ অথ পিপ্‌পলাদঃ সমিৎপাণির্ভগবন্তং ব্রহ্মাণমুপসন্নো ভগবন্ মে শুভং কিমত্র চক্ষস্বেতি।।১।।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণামৃতং নাম ভাষ্যম্

পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নত্বা চৈতন্যরসবিগ্রহম্।
চৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্যং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।।

অনাদ্যথর্ব্ববেদান্তর্গতৈষা সর্ব্বানন্দময়ী শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ বহির্ম্মুখজনানাং মায়ান্ধীভূতনয়নাগোচরত্বাদেতাবন্ন প্রকাশমগমৎ। ততঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রেঽবতীর্ণে বিশুদ্ধভক্তানাং প্রযত্নেনাসৌ প্রচারিতা। ছন্নঃ কলাবিতি (ভাঃ ৭।৯।৩৮) ভাগবতন্যায়ানুসারেণ কলিযুগোপাস্যভগবচ্চৈতন্য দেববিষয়ে শাস্ত্রাণ্যপি ছন্নরূপাণীতি দুর্ভাগ্যবশাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানমূঢ়ানামত্র ন বিশ্বাসো ভবতীতি ন চিত্রম্।

ভাষ্যম্

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। অথেতি—অনেকশাস্ত্রালোচনানেকোপাসনানন্তরং পিপ্পলাদো মুনিঃ স্বশ্রেয়ো বিবিদিষণ্ স্বগুরুমুপাগত্য চতুর্ম্মুখং সমিৎপাণিঃ পপ্রচ্ছ কেন মম শ্রেয়ঃ স্যাদিতি।।১।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

অনন্তর পিপ্পলাদ 'হে ভগবান! এ জগতে আমার শ্রেয়ঃ কি, বলুন'—এই প্রশ্ন লইয়া স্বীয় পিতা ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।।১।।

● মূল ঃ স হোবাচ! ভুয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শশ্বৎ রমস্ব মনো বশেতি।।২।।

ভাষ্যম্

চতুর্ম্মুখস্তমুবাচ। সম্বৎসরং ব্যাপ্য পুনরপি তপসা যোগাভ্যাসেন ব্রহ্মচর্য্যেণ

আবার ১০৮ উপনিষদের তালিকায় অদ্বৈতবাদপরক উপনিষদ আছে যা সরাসরি অদ্বৈতবাদ নির্দেশ করে সেগুলোকে কী স্বীকার করেন? স্বীকার করলে দ্বৈতবাদ শ্রুতি সমর্থন করে কীভাবে? আর স্বীকার যদি না করেন তবে ১০৮টাই উপনিষদ আসল তত্ত্ব প্রকাশক বা প্রামাণিক এই দাবিই ভ্রান্ত ফলে আপনার কলিসন্তরন উপনিষদও ভ্রান্ত।

২। এরপরে রাধাতন্ত্রে [১।২৯] হরেকৃষ্ণের উল্লেখ আমরা পাই । রাধাতন্ত্র কী বৈষ্ণবরা সম্পূর্ণ মানে ? তাহলে দেখুন রাধাতন্ত্রে ঠিক এর পরেই ৩২নং শ্লোকে বলা হয়েছে –

হরিনাম্নো মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ ।
গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা ।
মহাবিদ্যা সুসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
এতন্মন্ত্রং সুত শ্রেষ্ঠ প্রথমং শৃণুয়া ন্নরঃ ।। ৩২ ।।
শ্রুত্বাদ্বিজ মুখাৎ পুত্র দক্ষ কর্ণে তপোধন ।
আদৌ চ্ছন্দস্ততো মন্ত্রং শ্রুত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।
দ্বাদশাভ্যন্তরে শ্রুত্বা কর্ণশুদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ ।৩৩।

ভাষা ।

হরিনাম মন্ত্রের বাসুদেব ঋষি গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবতা পুরুষার্থ সাধনে ইহার নিয়োগ হয় । হে সুতশ্রেষ্ঠ ! প্রথমতঃ এই মন্ত্র শ্রবণ করিবে ।। ৩২ ।।

এখানে বলা হয়েছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নাকি গায়ত্রী ছন্দ । আমরা সবাই জানি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে [?]৩২ অক্ষর আছে । বেদাঙ্গের মধ্যে ছন্দে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । **পিঙ্গল ছন্দসূত্র ৩.৩** এ বলা হয়েছে গায়ত্রীর এক পাদে ৮টি অক্ষর থাকে ।

गायत्र्या वसवः ॥ 3 ॥

शब्दार्थ- ('पादः' की अनुवृत्ति होगी) **गायत्र्याः पादः** - गायत्री छन्द के एक पाद में, **वसवः**- 8 अक्षर होते हैं । यहाँ पर 8 अक्षर के लिए 'वसवः' शब्द है ।

अर्थ- गायत्री छन्द के एक पाद में 8 अक्षर (वसु) होते हैं ।

Meaning. (Here the word *pāda* is taken from the previous formula). One part of a *gāyatrī* metre consists of 8 syllables.

গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপাদ । এখানে ৮*৩= ২৪ অক্ষর থাকে । পিঙ্গল ছন্দসূত্রে এই ২৪ অক্ষরের গায়ত্রীর আরেকটি ভেদ আছে যাতে চার পাদে ৬টি করে অক্ষর থাকে, এতেও ২৪টি অক্ষরই হয়। দেখুন **পিঙ্গল ছন্দসূত্র ৩.৮** –

आद्यं चतुष्पाद् ऋतुभिः ॥ 8 ॥

शब्दार्थ- **आद्यम्**- प्रथम छन्द अर्थात् गायत्री कहीं-कहीं, **ऋतुभिः** - 6 अक्षरों से युक्त होकर, **चतुष्पाद्**- चार पाद वाली होती है । ऋतु शब्द संख्या 6 के लिए है ।

अर्थ- प्रथम अर्थात् गायत्री छन्द का प्रत्येक पाद कहीं-कहीं 6 अक्षरों वाला होता है और उसमें चार पाद होते हैं ।

Meaning. The first one (i.e. *gāyatrī* metre) sometimes contains six syllables in each part and has four parts.

टिप्पणी- ऋतु शब्द 6 संख्या के लिए । 6 ऋतुएं होती हैं - वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद् , हेमन्त और शिशिर ।

चतुष्पाद् गायत्री का उदाहरण Example of *gāyatrī* with 4 parts- (चारों पाद में 6 वर्ण)

অনেকে বলতে পারেন এখানে তো গায়ত্রীরও নানা প্রকার আছে। তাঁদের জন্য গায়ত্রীর সব প্রকারের অক্ষর সংখ্যা দেওয়া হলো –

গায়ত্র্যাদি সপ্তক		
গায়ত্রীর প্রকার	পাদ- বিবরণ	অক্ষর-সংখ্যা
১. গায়ত্রী	৮+৮+৮	২৪
২. পাদনিচৃৎ	৭+৭+৭	২১
৩. অতিপাদনিচৃৎ	৬+৮+৭	২১
৪. নাগী	৯+৯+৬	২৪
৫. বারাহী	৬+৯+৯	২৪
৬. প্রতিষ্ঠা	৮+৭+৬	২১
৭. যবমধ্যা	৭+১০+৭	২৪
৮. বর্ধমানা	৬+৭+৮	২১
৯. ভুরিগ্	৮+১০+৭	২৫
১০. চতুষ্পাদ্	৬+৬+৬+৬	২৪
১১. ত্রিপাদ্ বিরাড়[৯]	১১+১১+১১	৩৩
১২. পদপঙ্ক্তি	৫+৫+৫+৫+৫	২৫
১৩. দ্বিপাদ্ বিরাড্	১২+৮	২০

Activate Windo
Go to Settings to act

এখানে ৩২ অক্ষরের গায়ত্রী ছন্দের কোন প্রমাণ নেই। অতঃ এই রাধাতন্ত্রও যে বৈদিক শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও মূর্খের রচনা প্রমাণিত।

৩। **ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তরখণ্ড ৬।৫৫**

মজার বিষয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এই তথাকথিত উত্তরখণ্ড গৌড়ীয় ব্যতীত কেউ মানে না। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মূল অনুবাদে কোন খণ্ডের উল্লেখ নেই ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এই মূলভাগেও শেষে এই পুরাণ সম্পূর্ণ এমনই আছে , অবশিষ্ট বা কোন উত্তরখণ্ডের কোন কথাই নেই ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ১ম অধ্যায় অনুক্রমণিকা তাতেও এই উত্তরভাগের কোন উল্লেখ বা কোন বিষয়েরই নাম নেই ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী হিন্দি ও ইংরেজি যত অনুবাদ আছে তাতেও এই রাধাহৃদয় খণ্ড বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কোন অস্তিত্বই নেই ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এই উত্তরখণ্ড তথা রাধাহৃদয় খণ্ড যে বানোয়াট তার প্রমাণ এটি নিজেই দিচ্ছে । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড অধ্যায় ৪৯.৩৮ অনুযায়ী রাধার স্বামীর নাম "রায়াণ বৈশ্য" আর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এই রাধাহৃদয় খণ্ড ১৫.৪৬ অনুযায়ী নাম "আয়ান" ।

পরে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে বৃষভানু স্বীয় কন্যা রাধিকাকে নব-যৌবনা দেখিয়া রায়াণ বৈশ্যের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সম্বন্ধ স্থির হইলে শ্রীমতী স্বীয় দেহে ছায়া মাত্র সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

পৃষ্টঃ সর্ব্বমশেষেণ তানাচক্ষ্যৌ তদাশুচা।
দহ্যমানো দিবারাত্রৌ আয়ানো গোপবালকান্ ॥ ৪৬

---

২২৮ রাধাহৃদয়

সেই সকল গোপবালক কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া অতন্দ্রিত দিবা রাত্রি শোকে দহ্যমান আয়ান আপনার সম্প্রতি প্রাপ্তাবস্থার বিবরণ ঐ সকল সমবয়স্ক গোপবালকদিগকে বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন ॥ ৪৬

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই মিথ্যা গ্রন্থ লিখেছে সে নিজেদের পুরাণব সম্পর্কেও জানে না এবং প্রচলিত কাহিনী যা জানে তাঁর সাথে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখেছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তরখণ্ড ৬.৫৭ - দেখুন, শ্রুতি লিখে আবার বেদ লিখেছে অর্থাৎ দুটো যে এক তাও জানে না রচয়িতা, পাশাপাশি শ্রুতি - স্মৃতি - বেদাঙ্গে কোথায় হরেকৃষ্ণ আছে ?

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসাগমমতেষ্ব চ।
মীমাংসাবেদ বেদান্ত বেদাঙ্গেষু সমীরিতম্॥ ৫৭

৮২ রাধাহৃদয়

সর্ব্ব শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ ইতিহাস আগম, আর মীমাংসা বেদবেদান্ত এবং বেদাঙ্গাদি সর্ব্ব শাস্ত্রমতে ইহাই কথিত হইয়াছে॥ ৫৭

এখন যদি বলেন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হারিয়ে গিয়েছে, বিকৃত ইত্যাদি তাহলে আপনার এই প্রমাণেরও কোন মূল্য নেই । এটাই প্রমাণিত হয় যে বঙ্গীয় কোন বৈষ্ণবই এই উত্তরখণ্ড রচনা করেছে ।

৪। এরপর বৈষ্ণবরা কিছু মহাভারত, পুরাণাদির বাক্য আনে যা নিম্নরূপ । আমরা সরাসরি তারা যেভাবে লিখেছে সেটাই ব্যবহার করলাম -

- **বৃহন্নারদীয় পুরাণে (৩/৮/১২৬) বলা হয়েছে–**

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।

অর্থ– হরিনাম হরিনাম হরিনাম কেবল, কলিযুগে ইহা বিনা গতি নাই নাই নাই ।

একে তো রেফারেন্স ভুল, প্রথম বাক্যও ভুল , হবে অধ্যায় ৩৮ আর শ্লোক ১২৬ । আর এখানে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের কথা আছে ?

তস্মাৎসমস্তলোকানাং হিতমেব ময়োচ্যতে। হরিনামপরান্মর্ত্ত্যান্ ন কলির্বাধতে ক্বচিৎ ॥১২৫
হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্ । কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ১২৬

সমুদয় লোকের হিতজনক, তাহাই বলিতেছি। যে সকল মানব হরিনামামৃতপানে আসক্ত, কলি তাহাদিগের কিছুই করিতে পারে না। সত্য সত্য হরিনামই আমার জীবন এবং কলিকালে হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই। মুনিবর সনৎকুমার, মহাত্মা নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ সম্যক্ প্রবোধিত হইয়া সত্য সত্যই পরম শান্তি লাভ করিলেন; অতএব হে

- **চৈতন্য ভাগবত আদি ১৪তম অধ্যায়-**

"কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন |

চারিযুগে চারি ধর্ম-জীবের কারোণ ||

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার |

আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ||

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে |

তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ||

শুন,মিশ্র,কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ |

যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহাভাগ্য ||

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া |

কুটিনাটি পরিহারি একান্ত হইয়া ||

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল |

হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল ||

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে |

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ||

এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র |

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ||

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে |

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে ||

চৈতন্যভাগবত তো গৌড়ীয়দের নিজেদের গ্রন্থ, তাদের গ্রন্থও এখন বৈদিক শাস্ত্র ? কি পরিহাস!

মহাভারতে (শান্তিপর্ব ২০৪/৭৭) ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছেন—

"ভজস্বৈনং বিশালাক্ষং জপন্ কৃষ্ণেতি সত্তম ।।"

অর্থাৎ—তুমি কৃষ্ণনাম জপ করিতে থাকিয়া এই বিশালনয়ন কৃষ্ণের সেবা করো।

আমার ধ্যানে নিবত অন্যান্য ভক্তদিগকেও আমি এই দিব্য জ্ঞান দিয়া থাকি; তাহার বলেই তাঁহাবা আমাব লোকে গমন কবিয়া থাকেন।' এই কথা বলিয়া কৃষ্ণরূপী ভগবান্ নাবায়ণ নন্দগোপেব গৃহে গমন কবিলেন' ॥৭৬॥

ভীষ্ম বলিলেন—'সাধুশ্রেষ্ঠ বাজা! এই আমি তোমাব নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-তত্ত্ব বলিলাম। তুমি কৃষ্ণনাম জপ কবিতে থাকিয়া এই বিশালনয়ন কৃষ্ণের সেবা কর ॥৭৭॥

এখানেও হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের উল্লেখ নেই, গীতা ১০।৩৫ স্পষ্টভাবে গায়ত্রীকে বিভূতি বলেছে। কলিযগে বেদ বাদ দিয়ে গীতাকে মানবেন শুধু, তাহলে গীতার গায়ত্রীর বেলাতে মানেন না কেন ? আপনার প্রভুপাদকেই দেখুন –

সংস্কৃত ভাষায় কবিতাকে ছন্দোবদ্ধ করার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। ছন্দ ও মাত্রা আধুনিক কবিতার মতো খামখেয়ালীভাবে লেখা হয় না। সুসংবদ্ধ কবিতার মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যা সুযোগ্য ব্রাহ্মণেরা গেয়ে থাকেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, তাই তা হচ্ছে ভগবানের প্রতীক। অধ্যাত্মমার্গে বিশেষভাবে উন্নত মানুষদের জন্যই গায়ত্রী মন্ত্র এবং কেউ যদি এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন, তবে তিনি ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারেন। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হলে, প্রথমে জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির গুণ অর্জন করা প্রয়োজন। বৈদিক সভ্যতায় গায়ত্রী মন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁকে ব্রহ্মের শব্দ অবতার বলে গণ্য করা হয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন এর প্রবর্তক এবং এই মন্ত্র গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তাঁর থেকে নেমে এসেছে।

শ্রীভগবান গীতায় (৯/১৪) বলেছেন—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।

নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।

“তাঁহারা (সাত্ত্বিকী প্রকৃতি-প্রাপ্ত মহাত্মগণ) যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ভক্তিপূর্বক সর্বদা আযমার কীর্তন এবং বন্দনা করিয়া নিত্য সমাহিত চিত্তে আমার উপাসনা করেন ।”

[এখানেও ১৬ নাম ৩২ অক্ষরের উল্লেখ নেই]

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫২) বলা হয়েছে,

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ |

দ্বাপরে পরিচার্যায়াং কলৌ তদ্ধ রিকীর্ত্নাৎ ||

~ সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে যজন করে, এবং দ্বাপর যুগে অর্চন-আদি করে যে ফল লাভ হত, কলিকালে কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ' কীর্তনে সেই ফল লাভ হয়।

শ্লোক ৫২

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ৫২ ॥

কৃতে—সত্যযুগে; **যৎ**—যা; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করা থেকে; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ত্রেতায়াম্**—ত্রেতাযুগে; **যজতঃ**—পূজা থেকে; **মখৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **পরিচর্যায়াম্**—শ্রীকৃষ্ণের চরণের আরাধনা করে; **কলৌ**—কলিযুগে; **তৎ**—ঠিক সেই ফল (লাভ করা যায়); **হরি কীর্তনাৎ**—শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা।

অনুবাদ

সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের চরণ পরিচর্যার মাধ্যমে যা কিছু ফল লাভ হয়, কলিযুগে শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।

পৌরাণিক বৈষ্ণবদের ভণ্ডামির চূড়ান্ত নমুনা, এখানে কোথাও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' মূল শ্লোকে লেখা আছে? **নেই**। এরা হয় নিজেরা মূর্খ নাহলে সবাইকে মূর্খ বানানোর মিশনে নেমেছে। গৌড়ীয় মঠ ও গীতাপ্রেসের অনুবাদ দেখুন –

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।। ৫২।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
যুগানুবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

অন্বয়ঃ—কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ (বিষ্ণু-ধ্যানপরায়ণস্য জনস্য) যৎ (ফলং ভবতি) ত্রেতায়াং মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) যজতঃ (বিষ্ণুমারাধয়তো যৎ ফলং ভবতি) দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং (শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনে যৎ ফলং ভবতি) কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ (শ্রীহরের্নামগ্রহণাদেব) তৎ (সর্ব্বং ফলং ভবতি)।। ৫২।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।।

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ ৫২

মুক্তি ও পরমাত্মা লাভ॥ ৫১ ॥
যা সত্যযুগে শ্রীভগবানের ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় বিশাল যজ্ঞদ্বারা তাঁর আরাধনায় যুক্ত থেকে এবং দ্বাপরে বিধিপূর্বক তাঁর সেবা ও পূজা করে অর্জন করা যায় তা কলিযুগে কেবল শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তনেই লাভ হয়ে যায়॥ ৫২ ॥

- **বিষ্ণুপুরাণেও(৬/২/১৭)** এর সত্যতা প্রতিপন্য করে বলা হয়েছে -

ধ্যায়ন কৃতে যজন যোজ্ঞৈস্ত্রেতায়াম দ্বাপরে অর্চয়ন |

যদাপ্লোতি তদাপ্লোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবং ||

~ এই কলিযুগে ধ্যান, যজ্ঞ বা মন্দিরে অর্চনার কোনো প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র" কীর্তন করার ফলে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি অর্জন করা যায়।

পূর্বের কথা এখানেও প্রযোজ্য, মূল শ্লোকে কোথাও " হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র" উল্লেখ নেই।

এখানে কোথাও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের উল্লেখ নেই বা ষোল নাম ৩২ অক্ষরের উল্লেখ নেই। এখানে হরির নাম, কীর্তন বা এসবই আছে। এখন শাস্ত্রে তো ওঙ্কারকেও ব্রহ্ম বলা হয়েছে, গায়ত্রীকেও ব্রহ্ম বলা হয়েছে অসংখ্যবার। আপনারা এই প্রমাণগুলোর অনুবাদে জোর করে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' ঢুকিয়ে দিয়ে আর কত সাধারণ স্বাধ্যায়হীন অজ্ঞ সনাতনীদের বোকা বানাবেন ? গৌড়ীয়দের শ্রীনামতত্ত্ব, নামাভাস, নামাপরাধসহ যত বই পাবেন সব বইতেই একই কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। যেখানেই বিষ্ণু বা কৃষ্ণ নাম কিংবা কীর্তনের উল্লেখ সেখানেই কৌশলে এরা 'হরেকৃষ্ণ' বলা হয়েছে তা দেখানোর কূটকৌশল অবলম্বন করে। তা এতো বড় মহামন্ত্র কেন এর উল্লেখ আমরা অন্যাদি শাস্ত্রে দেখি না ? কেন কোন বৈদিক শাস্ত্র যা প্রাচীন এমনকি রামায়ণ মহাভারতেও গায়ত্রীর উল্লেখ থাকলেও এর উল্লেখ নেই ?

উত্তর একটাই,

এই তত্ত্ব ও বাক্য ভ্রান্ত। মুক্তিপ্রদায়ক তো নয়ই বরং ভ্রান্তিময়।

ঋষিবর শ্রীমদ্দয়ানন্দের সাহিত্যে নাস্তিকের পরিভাষা

🔁ঋষি দয়ানন্দের সাহিত্যে 'নাস্তিক্য'র পরিভাষা নিম্নরূপ-
নাস্তিক্য অর্থাৎ বেদ ও ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা।
-স০ প্র০ ৯ম। ২৩০/৩১
🔁এই দৃষ্টিতে মনুবাক্য 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ [মনু০ ২। ১১]' এর আধারে ঋষিবর নাস্তিক এর নিম্নরূপ সংজ্ঞায়ন প্রস্তুত করেছেন-
১। যে ব্যক্তি বেদ, আপ্ত পুরুষরচিত বেদানুকূল শাস্ত্রসমূহের অবমাননা করে, সেই বেদনিন্দুক নাস্তিক।
-স০ প্র০ ৩য়। ৪৩/২৫)
২। বেদের নিন্দক (অর্থাৎ যে বেদের নিন্দা করে) এবং বেদ মানে না, সে নাস্তিক।
-স০ প্র০ ৩য়। ৬২/১৮
৩। যিনি বেদের নিন্দা করেন তাকে নাস্তিক বলে।
-স০ প্র০ ১০ম। ২৩৫/২৮
এই তিন সংজ্ঞায়নে একটি সাধারণ শব্দ রয়েছে 'নিন্দা'। নিন্দা শব্দের অর্থ ঋষি করেছেন-
"গুণে দোষারোপ করা এবং দোষে গুণারোপ করাকে 'নিন্দা' বলে।"
... অর্থাৎ মিথ্যাভাষণের নাম নিন্দা।
-স০ প্র০ ৪র্থ। ৮২/৩০

✅অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বেদের নামে কুৎসা রটায় অর্থাৎ বেদবিহিত শুভকর্মকে অশুভ এবং বেদনিন্দিত মন্দকর্মকে শুভ হিসেবে মানে, প্রচার করে এরূপ ব্যক্তিকে এখানে নাস্তিক বলে বোঝানো হয়েছে। কেবল বেদ মানে না বা বেদোক্ত কর্ম করেনা এমন ব্যক্তিদের নাস্তিক হিসেবে সম্বোধন করা হয়নি। অর্থাৎ যারা বেদের কোনকিছুই স্বীকার না করে ব্যর্থ দোষারোপ করছে , তারাই নাস্তিক। অপরপক্ষে, কোন ব্যক্তি বেদকে স্বীকার না করেও বেদোক্ত কর্ম যেমন সত্য বলা, ব্যভিচার না করা ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে করছেন তবে সে নাস্তিক নয়।

🔁এরপর ঋষি আরো সংজ্ঞায়ন করছেন-

৪। যে মনুষ্যগণ তাঁকে (পরমেশ্বরকে) জানেনা, মানেনা, তাঁর ধ্যান করে না তারা নাস্তিক।
- স০ প্র০ ৭ম। ১৪৬/১৫
৫। যেসব গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ, সেসব গ্রন্থকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করাকে নাস্তিক হওয়া বলে জানো।
-স০ প্র০ ১১শ। ২৮৬/২৫
৬। যেসকল ব্যক্তি বেদের নিন্দা অর্থাৎ অপমান করে, [বেদ] ত্যাগ করে, [বেদ] বিরুদ্ধ আচরণ করে তাকে নাস্তিক বলে।

-স০ প্র০ ১১শ। ২৮৬/৩২

৭। যারা বেদ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে না, বেদের বিরুদ্ধে পোপলীলা প্রচলিত করে, তারাই নাস্তিক।

-স০ প্র০ ১১শ। ৩১২/১০

✅এই সংজ্ঞায়ণসমূহ দ্বারা আমরা নিম্নোক্ত অপগুণযুক্ত মানুষকে ঋষি দয়ানন্দের পরিভাষায় 'নাস্তিক' বলতে পারি-

১. যে ব্যক্তি বেদের নামে কুৎসা রটায় অর্থাৎ বেদবিহিত শুভকর্মকে অশুভ এবং বেদনিন্দিত মন্দকর্মকে শুভ হিসেবে মানে, প্রচার করে এরূপ ব্যক্তি।
২. যে মনুষ্যগণ পরমেশ্বরকে জানেনা, মানেনা, তাঁর ধ্যান করে না।
৩. বেদবিরুদ্ধ গ্রন্থকে প্রমাণ হিসেবে মান্য করা, সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা ব্যাক্তি।
৪. যে বেদের নিন্দা অর্থাৎ অপমান করে।
৫. যে বেদ ত্যাগ করে।
৬. যে বেদবিরুদ্ধ আচরণ করে।
৭. যারা বেদ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে না (যেমন- মদ্যপান করা, মিথ্যাভাষণ করা, ব্যভিচার করা, কাউকে অকারণে হিংসা করা, ইত্যাদি)।
৮. বেদের বিরুদ্ধে পোপলীলা প্রচলিত করে।

ঋষি দয়ানন্দের ভাষ্যমতে এই ৮ অপগুণযুক্ত ব্যক্তি নাস্তিক। এবার আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি নাস্তিক? না আস্তিক?

🔁নাস্তিকের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে সবার এ বিষয়টি মনে রাখা আবশ্যক যে, কেউ বেদকে অবিশ্বাস করলেই তাকে নাস্তিক বলা যাবে না। বেদের সাথে তার প্রত্যক্ষ বিরোধিতাও থাকতে হবে, তাকে বেদবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে হবে, বেদের নামে গুণে দোষারোপ, দোষে গুণারোপের মতো ধূর্ত কর্মে লিপ্ত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রেই তাকে নাস্তিক বলা যাবে।

কোন ব্যক্তি বেদে বিশ্বাস না রেখে যদি বৈদিক মানদণ্ডে সঠিক কাজ করেন, নৈতিক আচরণ করেন তবে সে ব্যক্তিকে নাস্তিক বলা মূর্খামি। যেমন ঋষি দয়ানন্দ সত্যার্থ প্রকাশের ১৪ সমুল্লাসে উল্লেখ করেছেন-

১। "...কেবল খ্রীষ্টান এবং মুসলমানেরাই খুদার নির্দেশ অনুসারে চলেন? তাহাদের মধ্যে পাপী কি কেহই নাই? তাঁহারা কি অধার্মিক হইলেও মুক্তি পাইবেন? অন্যেরা কি ধার্মিক হইয়াও মুক্তি পাইবেন না? যদি তাহাই হয়, তবে কি ঈশ্বরের অজ্ঞতা ও অন্যায় প্রকাশ পায় না?
যাহারা মুসলমান মত মানে না, তাহাদিগকে কাফের বলা কি "একতরফা ডিক্রী" নহে? যদি পরমেশ্বর তাহাদের কর্ণ এবং অন্তঃকরণ শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করায়, তাহারা পাপ করে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ নাই, দোষ খুদার। সুতরাং তাহাদের সুখ-দুঃখ এবং পাপপুণ্য হইতে পারে না। যাঁহারা স্বাধীনভাবে পাপপুণ্য কিছুই করে না, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার কারণ কী?"

- স০ প্র০। ১৪শ। সমীক্ষা- ৫

২।"... যে মত সহস্র সহস্র কোটি কোটি লোকের ধর্মবিশ্বাসকে মিথ্যা এবং নিজেকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করে, সে মতের ন্যায় মিথ্যা অপর কোন মত হইতে পারে? কোন মত-বিশ্বাসীদের মধ্যে সকলেই ভাল, কিংবা সকলেই মন্দ হইতে পারে না। এইরূপ এক তরফা ডিক্রী দেওয়া নিত্যন্ত মুখোচিত কার্য।... "
- স০ প্র০। ১৪শ। সমীক্ষা- ৭৫

৩। "যাহারা কুরাণ, পয়গম্বর, কুরাণের খুদা, সপ্তম আকাশ এবং নমাজ প্রভৃতি বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে কাফির এবং নরকগামী বলা পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা কি কখনও সম্ভব যে, কুরাণ-বিশ্বাসীমাত্রেই ভাল, অন্যমত-মতান্তর বিশ্বাসী মাত্রেই মন্দ?..."
- স০ প্র০। ১৪শ। সমীক্ষা- ১০৪

✅পরিশেষে, আর্যসমাজের মান্যতা যেহেতু ঋষি ব্রহ্মা থেকে শুরু হয়ে ঋষি দয়ানন্দে এসে শেষ হয় সুতরাং ঋষি দয়ানন্দের সিদ্ধান্তই আর্যসমাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অতএব, আর্যভাষ্য বা অন্য সাহিত্যেও নাস্তিকের উপরোক্ত পরিভাষাই যথার্থ বলে গৃহীত হবে। অপরাপর যেকোন ব্যক্তিগত স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সব আর্ষসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে। কেবল ঋষি দয়ানন্দ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির মত মান্য করতে আর্যগণ বাধ্য নন।

💠সন্দর্ভ- √১৪শ সমুল্লাসের উধৃতি সাধারণ সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

√সকল পৃষ্ঠাসংখ্যা, বৈদিক পুস্তকালয় প্রকাশিত সত্যার্থ প্রকাশ ৪১তম আবৃত্তি অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।
"বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত ধর্মের নিন্দা করা ধূর্তদের কর্ম।" - ঋষি দয়ানন্দ ভগবদ্পাদ্
আর্ষসিদ্ধান্তম্ সদা সর্বত্র বিজয়তে🔥

মুণ্ডকোপনিষদ্ ২.২.১ কি চাঁদ থেকে মেঘ তৈরি হওয়ার কথা বলে ?

অপপ্রচারকারীরা মুণ্ডকোপনিষদ (২.১.৪-৫) এর শঙ্করভাষ্য তুলে ধরে বলেছে - চাঁদ থেকে কিভাবে মেঘ উৎপন্ন হয় ❓এটা তো বৈজ্ঞানিক ভুল❗

1️⃣প্রথমত, আমরা যদি মুণ্ডক উপনিষদের
মুণ্ডক-২, খণ্ড-১, শ্লোক-৪ দেখি তাহলে দেখবো সেখানে পরমাত্মার বিরাট স্বরূপের বর্ণনা রয়েছে।

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য়ৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ||৪||
পদার্থ: (অস্য) এই পরমাত্মার (অগ্নিঃ) দ্যুলোকরূপ অগ্নি (মূর্ধা) মস্তক (চন্দ্রসূর্য়ৌ) চন্দ্র ও সূর্য (চক্ষুষী) চক্ষু (দিশঃ) সমস্ত দিক (শ্রোত্রে) শ্রোত্র (বেদাঃ,বিবৃতাঃ) প্রসিদ্ধ ঋগাদি চতুর্বেদ (বাক্) বাণী (চ) এবং (বায়ুঃ) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত বায়ু (প্রাণঃ) প্রাণ (বিশ্বম্) নিখিল জগৎ (হৃদয়ম্) হৃদয়-স্থানীয় (পৃথিবী) পৃথিবী (পদ্ভ্যাম) পাদ-স্থানীয় (এষঃ হি) ইনিই (সর্বভূতান্তরাত্মা) সর্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মা ।।৪।।

🔰**ব্যাখ্যা:** এখানে পরমেশ্বরের বিরাট স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্রুতিতে অগ্ন্যাদি অলঙ্কাররূপ শব্দ দ্বারা পরমাত্মার মস্তকাদি অবয়বের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা ঔপচারিক অর্থে। নিরাকার ব্রহ্মের মহত্ত্ব বর্ণনার জন্যই উপনিষৎকার ঋষি এই ঔপচারিক রীতি অবলম্বন করেছেন।

🔵এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি বেদব্যাস "রূপোপান্ন্যাসাচ্চ;" [ব্র০সূ০ ১।২।২৩] সূত্র রচনা করেছেন যার তাৎপর্য হচ্ছে এই অগ্ন্যাদি অবয়ব আরোপিত আলঙ্কারিক বর্ণনামাত্র, বাস্তবিক নয়।

🔵এই আলঙ্কারিক বর্ণনা যে আক্ষরিক অর্থে নয় অর্থাৎ চন্দ্র,সূর্য প্রভৃতি যে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম-সত্তা বা ঈশ্বরত্ব প্রকাশকারী নয় তার সাক্ষ্য আমরা স্বয়ং উপনিষদেরই অন্যত্র পাই,

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকংনেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। ....
[শ্বেতাশ্বতর - ৬|১৪]
অর্থাৎ, সেই পরমব্রহ্মকে চন্দ্র,সূর্যাদি তারকা, বিদ্যুৎ , অগ্নি কোনোকিছুই প্রকাশ করতে পারে না।

✅সুতরাং, এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় এইসকল আলঙ্কারিক বর্ণনা ঔপচারিক অর্থে গৃহীত, মুখ্য বা আক্ষরিক অর্থে নয়।

2যাইহোক, এরপর আমরা যদি পঞ্চম শ্লোকে যাই, তাহলে দেখবো এবার উপনিষৎকার উক্ত অক্ষর ব্রহ্ম থেকে পঞ্চাগ্নি দ্বারা প্রজার উৎপত্তি বর্ণনা করছেন-

তস্মাদাগ্নিঃ সমিধো য়স্য সূর্য়ঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি য়োষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ||৫||
পদার্থ: (তস্মাৎ) সেই পরমাত্মা থেকে (অগ্নিঃ) দ্যুলোকরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয় (য়স্য,সূর্য়) সূর্য যার (সমিধঃ) ইন্ধন-স্থানীয় (সোমাৎ) যজ্ঞে আহুত হবি থেকে (পর্জন্য) [জলরূপ] মেঘ উৎপন্ন হয়, মেঘের বর্ষণ দ্বারা (পৃথিব্যাম্) পৃথিবীতে (ওষধয়ঃ) অন্নাদি ওষধি [শস্যাদি] উৎপন্ন হয়, ওষধি ভক্ষণ দ্বারা (রেতঃ) বীর্য উৎপন্ন হয় এবং এই বীর্যকে (পুমান্) পুরুষ
(য়োষিতায়াম) স্ত্রীতে (সিঞ্চতি) সিঞ্চন করে।
[এভাবে] (বহ্বীঃ, প্রজাঃ) বহুবিধ প্রজা [মনুষ্যাদি প্রাণিগণ] (পুরুষাৎ) পূর্ণ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়।

🔰**ব্যাখ্যা:** এই শ্রুতিতে অক্ষররূপ পরমাত্মা থেকে প্রজাসৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে । সর্বপ্রথম সেই পরমাত্মা থেকে দ্যুলোকরূপ প্রথম অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে আহুত হবি (হবনীয় দ্রব্য) থেকে মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্নি উৎপন্ন হয়। আর মেঘের বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীরূপ তৃতীয় অগ্নিতে ওষধি সমূহ (অন্নাদি খাদ্যশস্য জন্মে)
[যজ্ঞের দ্বারা পরিবেশে মেঘ উৎপন্ন হয়ে বৃষ্টি হওয়ার এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার সকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির রেফারেন্স

❒ This data for a period of 39 years (from 1981 to 2019) clearly indicates that Yajna gives more rainfall and the quality ---
[REFERENCE : Venkata R Chaganti, "Yajna a Solution to Air Pollution", JIRSE (2020) Volume 8, Issue 1. pages (1-11).

♦যজ্ঞ ও বৃষ্টি প্রভাব -
IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 7 Issue 2, February 2020। [Venkata Chaganti] -
https://drive.google.com/file/d/1ZGtAn1g33kgdZ_tFFd9Y-TVnJNsTtW2X/view?usp=sharing

❒ The Yajna fire generally is between 200 to 1000 degrees Celsius and above. At this temperature generally all materials (eatables, and herbs etc.) are vaporized and the molecules or atoms or ions or nanoparticles rise high into the atmosphere. These

molecules have high kinetic energy and travel long distances and climb great heights as the density of these vapors are lesser than the surrounding air. These minute particles have the capacity to interact with the atmospheric gases/particles and cause reduction in the pollution. For example, Sulphur dioxide can be removed using Carbon (Sappok and Walker)".
[REFERENCE : R.J. Sappok, P.L. Walker Jr, Journal of Air Pollution Control Association, 16th March 2012.]

]
সেই অন্নাদি ওষধি ভক্ষণের ফলে পুরুষরূপ চতুর্থ অগ্নিতে বীর্য উৎপন্ন হয়। পুরুষরূপ চতুর্থাগ্নি দ্বারা স্ত্রীরূপ পঞ্চমাগ্নিতে বীর্য সিঞ্চন করায় অনেক প্রকার প্রজা (মনুষ্যাদি প্রাণিগণ) উৎপন্ন হয়।

👉ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড পর্যন্ত "দ্যুলোক অগ্নি, পার্জন্য অগ্নি, পৃথিবী অগ্নি, পুরুষ অগ্নি, স্ত্রী অগ্নি - এই পঞ্চাগ্নির বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়, যার ক্রমানুসারে এই শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা থেকে বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন হয় যার প্রমাণ শতপথ ব্রাহ্মণেও [১৪।৪।২।২৫] রয়েছে যে -"ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত" অর্থাৎ সেই পরমাত্মার বিশেষ সামর্থ দ্বারা প্রারম্ভে বহু মনুষ্য উৎপন্ন হয়েছে।

🟧আর এখানে মুখ্য আলোচ্য হলো এই শ্লোকে সোমাৎ পদ চন্দ্র অর্থ প্রকাশ করে না বরং শ্লোকের বিষয়বস্তু অনুসারে যজ্ঞের হবিকে নির্দেশ করে। এর প্রমাণ :

🔵শতপথ ব্রাহ্মণ
[৩।৫।৩।২] এ বলা হয়েছে - "হবির্বৈ দেবানাং সোমঃ" অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশ্যে আহুত হবিকে এখানে সোম বলা হয়েছে। অর্থাৎ যজ্ঞে প্রদত্ত হবি তথা অগ্নিহোত্র থেকেই মেঘ উৎপন্ন হয় চাঁদ থেকে নয়।

🔵গীতাতেও [৩।১৪] বলা হয়েছে—
"য়জ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো" অর্থাৎ যজ্ঞ থেকে মেঘ উৎপন্ন হয় যা থেকে বৃষ্টি হয়।

🔵মনুস্মৃতিতে [৩।৭৬] ভগবান মনু এই বিষয়ে বলেছেন—
"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যদগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।।"
অর্থাৎ, অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি পদার্থের আহুতি রসরূপে সূর্যরশ্মির আকর্ষণে মেঘে পরিণত হয় এবং তা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয় ।

🔵যজুর্বেদ-১।১৬ তে যজ্ঞকে "বর্ষবৃদ্ধম" অর্থাৎ বর্ষা বৃদ্ধিকারী বলা হয়েছে।
🔵শতপথ ব্রাহ্মণে [৫।৩।৫।১৭] পুরো বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে -
"অগ্নের্বৈ ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্ বৃষ্টিঃ"
অর্থাৎ, যজ্ঞের অগ্নি থেকে ধূম তথা ধোঁয়া, ধূম থেকে মেঘ, অতঃপর মেঘ থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

- সুতরাং, শাঙ্করভাষ্য অবলম্বনে চাঁদ থেকে মেঘ উৎপন্ন হওয়ার শ্লোক-সম্পর্ক বহির্ভূত অপদাবি খণ্ডন করা হলো।

বেদার্থ কর্তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় এবং ঐতিহাসিক পদ খণ্ডন

যাস্কাচার্য নিরুক্তের নির্মাণ স্বররচিত নিঘণ্টুর ব্যাখ্যার জন্য করেছেন । নিরুক্ত (৭/২২) " বৈশ্বানর " বিষয়ে নিজ আচার্যের মত প্রদর্শিত করতে গিয়ে যাস্ক বলেছেন - **তৎকৌ বৈশ্বানর : মধ্যম ইত্যাচার্যা "**। কিন্তু স্বয়ং যাস্কের মত এর সম্পূর্ণ বিপরীত তথা বৈশ্বানর পৃথিবী স্থানীয় অগ্নির নাম। নিঘন্টু (৫/১) তে পৃথিবী স্থানীয় দেবতা পঠিত হয়।

নিরুক্ত (৭/১৩) এতে কিছু আচার্যের সম্বন্ধে লিখেছেন দেবতার নামের মধ্যে তার বিশেষণকেও সংগ্রহ করে দেওয়া হয়। কিন্তু যাস্ক সেই বিশেষণ বাচক নামকে সংগ্রহ করেন নি। তিনি উল্লেখ করেন —

" যত্তু সংবিজ্ঞানভুতং স্যাত প্রধানস্তুতি:, তৎসমাম্লে "
যেসব এরূপ সংজ্ঞাবাচক নাম আছে যার প্রধান রূপে স্তুতি করা হয়েছে, আমি সেইসবের সংগ্রহ করে থাকি।

নিঘণ্টুতে সংগ্রহ এমন হয়েছে এরূপ মূখ্য নামের, কোন বিশেষণ বাচক নামের পরিগণন উক্ত সংগ্রহে করা হয় নি।
এসব প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে নিঘন্টুও সেই প্রকার যাস্কের রচনা যেরূপ নিরুক্ত। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ যাস্ক আচার্য পরম্পরা মাধ্যমে পেয়েছেন। এর অন্তিম সংস্করণ যাস্ক দ্বারা করা হয়েছে। এই সম্পাদনের পাত্র নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত উভয়।

কিন্তু নিঘন্টু পঠিত শব্দের নির্বচন করতে গিয়ে আচার্য প্রকরণবসত অন্য সব বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। বেদ পাঠ করতে সে সময়ে কতটুকু রূচি তথা উৎসাহ ছিল তা এই কথাতেই স্পষ্ট হয় যে সেই সময় বেদের অর্থ করার জন্য অনেক সম্প্রদায় ছিলেন। যদিও তাদের মধ্যে অনেক বিষয়ের মধ্যে মতভেদও ছিল।

যাস্ক সেই সব মতভেদ কে স্থান অনুযায়ী নির্দেশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ : নিরুক্তের মতানুসারে সব " নাম " আখ্যান দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ব্যাকরণ দ্বারা প্রমাণিত নয়। (নিরুক্ত ১/১১) এর সম্মতিতে কিছু " নাম " এমনো আছে যার রচনা আখ্যানের মধ্যে পড়ে না তথা স্বতন্ত্র। এই মতভেদের অতিরিক্ত নিরুক্ত থেকে ব্যাকরণের অসহমতি এক মন্ত্রের অর্থের মধ্যেও দেখানো হয়েছে। " চত্বারি বাকপরিমিতা পদানি " (ঋ০ ১/১৬৪/৪৫) তে " চত্বারি পদানি " অর্থ যেখানে নিরুক্তে ঋক যজু সাম এবং ব্যবহারিক ভাষা করা হয়। সেখানে ব্যাকরণে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত করে থাকেন ।

" আর্ষ " মত অনুযায়ী এই পদ ওঙ্কার তিন মহাব্যাহতি (ও ৩ ম) বোঝায় । যাজ্ঞিক পক্ষের অনুসারে এই পদ মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ তথা ব্যবহারিক ভাষা হয়। আত্ম - প্রবাদ সম্প্রদায়ের মতে পশু, বাদ্য, মৃগ, আত্মা (মনুষ্যের) বচন বুঝায়। আরো কিছু আচার্যের মতানুসারে –
যেসবের সম্পর্ক কোন বিশেষ সম্প্রদায় বিশেষের সাথে দেখা যায় না তা - সাপ, পাখি, এবং ছোট ছোট পশুদের ব্যবহারিক উচ্চারিত শব্দ। (নিরুক্ত ৯/১৩) এর অতিরিক্ত একটি মত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যা যাস্কের বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। এখানে তার উল্লেখ করার প্রয়োজনিয়তা তথা আবশ্যকতা নেই বলে মনে করছি।

আরো একটি মন্ত্র অর্থ সম্বন্ধে নিরুক্তের পরিব্রাজক গণ মতবিরোধ দেখিয়েছেন। **" বহুপ্রজা নির্ঋতিমাবিবেশ " (ঋ০ ১/১৬৪/৩২)** এর অভিপ্রায় পরিব্রাজকগণের মতানুসারে অধিক সন্তান জন্মানো দুঃখের আরম্ভক হয়ে থাকে এবং নিরুক্তের মতে " নিঋতি " এর অর্থ পৃথিবী হয় যার মধ্যে " বহুপ্রজা " বাদল " আবিবেশ " প্রবিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ এই বাক্য দ্বারা উনার বিচার অনুসারে বর্ষকর্ম = বৃষ্টি = বিবক্ষিত হয়। (নিরুক্ত: ২/১)

বাণীদের মধ্যে ভেদের বিষয়ে অনেক পক্ষের উল্লেখ করতে গিয়ে উপরে যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের মত উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত পক্ষের আরো কিছু বিচার নিরুক্তে প্রদর্শিত করা হয়েছে। যথা –

" একদা প্রনিধা " (ঋ০ ৮/৭৭/৪) তে ' সরাংশি ত্রিংশত ' এর অভিপ্রায় যাজ্ঞিকের মতানুসারে ' ত্রিংকশত উকথ - পাত্রাণি '। যেখানে নিরুক্তকার এখানে ' ত্রিংশত অপরপক্ষস্য অহোরাত্রা ; ত্রিংশত পূর্বপক্ষস্য " মানেন। (নিরুক্ত : ৫/১০)

যে মন্ত্রের দেবতা দেখানো হয় নি, যাজ্ঞিক সেই মন্ত্রের দেবতা যজ্ঞ অথবা যজ্ঞাঙ্গ এর দেবতা মানেন, তথা তার অভাবে প্রজাপতিকে। নিরুক্তের মতে সেই মন্ত্র " নারাশংস " হয়। (নিরুক্ত : ৭/৪)

নারাশংসের অর্থ হচ্ছে –

" যেন নরা: প্রশস্যন্তে স নারাশংসো মন্ত্র " (নিরুক্ত : ৯/৯)
যে মন্ত্র দ্বারা পুরুষের স্তুতি করা হয় সেই মন্ত্রকে নারাশংস বলা হয়।

(৩) " অনুপতি " এবং " রাকা " যাজ্ঞিকের মতে পৌর্ণমাসিয়াঁ হয় এবং নিরুক্তের মতে দেবপত্নি (নিরুক্ত : ১১ / ২৯)
(৪) যদিও " সিনীবালী " এবং " কুহু " যাজ্ঞিকের মতে অমাবস্যা এবং নিরুক্তের পক্ষানুযায়ী দেবপত্নি (নিরুক্ত : ১১/৩১)
(৫) যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে " গৌ ধর্মধুক " হয়। যেখানে নিরুক্তের অনুসারে মাধ্যমিক বাক্ অর্থাৎ বিদ্যুৎ স্ফোটন মেনে থাকেন। (নিরুক্ত : ১১/৩৮)
(৬) এরূপ অবস্থা " ধেনু " শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (নিরুক্ত : ১১/৪০)
যাজ্ঞিকদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিচার
(৭) পূর্ব যাজ্ঞিকদের মধ্যে প্রদর্শিত করা হয়েছে। যাস্কের বিচারে বৈশ্বানর পার্থিব অগ্নির একপ্রকার নাম। উক্ত বিচার ধারায় যাস্ক তাঁর নিজ আচার্যদের মতে অসহমত। পূর্বযাজ্ঞিক পক্ষান্তর বৈশ্বানর অর্থে আদিত্য। (নিরুক্ত : ৭/২২) এবং যাস্কের আচার্যের মতে মধ্যম দেবতা তথা বায়ু বা ইন্দ্র। (নিরুক্ত : ৭/২২ দ্রষ্টব্য)

তিনি উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ৭ (সাতটি) সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। যথা - (১) নিরুক্ত ল(২) ব্যাকরণ (৩) আর্ষ (৪) যাজ্ঞিক (৫) আত্ম - প্রবাদ (৬) পরিব্রাজক (৭) পূর্ব যাজ্ঞিক।

এর মধ্যে কিছু মাত্র সম্প্রদায় নিরুক্তের সাথে কম-বেশ বিরোধীতা করে। নিরুক্তে সেই সব সম্প্রদায়ের যেখানে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেই সবগুলোকে মাত্র সংকেত করে দেওয়া হয়েছে। যদিও নিরুক্তে উক্ত ৭ সম্প্রদায়ের অপেক্ষা অধিক বিচার (৮) আখ্যান সময় তথা (৯) ঐতিহাসিক দ্বারা করা মন্ত্রের অর্থের উপর বিচার করা হয়েছে। উক্ত দুই পক্ষকে মিলিয়ে মন্ত্রার্থকর্তাদের সর্বমোট ৯ (নয়) সম্প্রদায় তথা পক্ষ হয়।

" আখ্যান সময় " নিয়ে পৃথক আলোচনা করার আবশ্যকতা আছে। এবিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানা যাবে। এবং ঐতিহাসিক পক্ষ নিরুক্ত পক্ষের সাথে প্রায় সব নিরুক্তের মধ্যে গভির আলোচনার বস্তু। এই সম্বন্ধে সব স্থলে পরবর্তীতে বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

নিরুক্ত এর সাথে মিল আছে এমন এক পক্ষ (১০) নিদান। এই পক্ষের উল্লেখ নিরুক্তে দুইবার পাওয়া যায় যথা — নিরুক্ত (৬/১০), যেখানে ' স্যাল ' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিদান মতানুসারে " আসত্র সংযোগেন "। দ্বিতীয় পাওয়া যায় নিরুক্ত (৭/১২) । যেখানে সাম শব্দের নির্বচন " ঋচাং সমং মেনে নিদানা "। এবিষয়ে আরো বলেন। যদি এই পক্ষ নিরুক্ত পক্ষের ভিন্ন তথা বিপরীত হয় ত বেদার্থ কর্তার সংখ্যা নয় এর জায়গায় দশ হয়ে যাবে ।

যাস্ক তার নিজ পক্ষ তথা বিপক্ষ অনেক আচার্যের ব্যক্তিগত মত উদ্ধৃত করেছেন । এর মধ্যে কিছু কিছু আচার্য নিরুক্তে প্রতিত হয় । যথা - আগ্রায়ণ, ঔপমন্যব, ঔর্ণবাভ, ক্রৌষ্টুকি, গালব, চর্মশিরা, তৈটীকি, শতবলাক্ষ,

শাকপুণি, শাকপুণি পুত্র - স্থৌলাষ্ঠীবি। কিছু এরকম শব্দ আছে যা শাকপুণি অগ্নি অর্থ গ্রহণ করেছেন। কাত্থক্য তা যজ্ঞ তথা যজ্ঞের উপকরণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। যাস্ক আরো দুটি শব্দের অর্থ দাব্যাপৃথিবী তথা অহোরাত্র করেছেন । পড়ন্ত কাত্থক্য তা শস্য এবং সমা (অন্ন এবং বর্ষ) মানেন।
এতে এটা অনেকটাই উপলব্ধ করা যায় যে সম্ভবত কাত্থক্য যাজ্ঞিক ধারার লোক ছিলেন। এছাড়াও ঔদুম্বরায়ণ, গার্গ্য, বার্ষ্যায়ণি তথা পদকার শাকল্যের মন্ত্রকেও যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। শাকটায়ন, গার্গ্য তথা শাকল্য ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

এই সব সম্প্রদায় সাধারণত বেদ মন্ত্রের শৈলীর বিভিন্ন অর্থ প্রতিস্থাপন করেন। নিরুক্তে আরেকটি পক্ষ কৌৎসের বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সাধারণত বেদ মন্ত্রের কোন অর্থ স্বীকার করেন না (নিরুক্ত : ১/২৩)। তার মতকে খণ্ডন করতে গিয়ে যাস্ক বলেন —

" স্থাণুরয়ং ভারহার কিলাভুদধীত্য বেদং ন বিজ্ঞানাতি যোSর্থম "(নিরুক্ত : ১/১৮)
এই হল স্থাণু, এই হল ভারহার। যারা বেদ পড়েও কিন্তু তার অর্থ সম্পর্কে সঠিক ভাবে অবগত নন।

এতে প্রতীত হয় যে কৌৎস বেদের বিরোধ নয় বরং বেদের অর্থ করার বিরোধী । তিনি বেদ মন্ত্র পাঠ মাত্রই পুণ্য এরূপ ধারণা রাখতেন। তার মতে " বেদ পড়েও বেদ মন্ত্রের অর্থ না জানা " - যাস্কের উক্ত শব্দের অর্থের ভিন্ন অর্থ স্থাপন করা কোন যুক্তির মধ্যে পড়ে না।
কৌৎস তার মতের উপক্রম এবলেই উপস্থাপন করেছেন যে যদি নিরুক্তের উদ্দেশ্য বেদের অর্থের সঠিক জ্ঞান প্রদান করা, তাহলে নিরুক্তের নির্মাণ অনর্থক (নিরুক্ত : ১/১৩)। এতে এটাও প্রমাণ হয় যে কৌৎস বেদ মন্ত্রের অর্থ স্থাপন করার বিপক্ষে ছিলেন, পুরো বেদের বিরোধী কদাপি ছিলেন না ।

বৃত্র, বিশ্বকর্মা, সরণ্যু, মিত্রবরুণ বসিষ্ঠ তথা উর্বশী পদের ঐতিহাসিক আক্ষেপ নিবারণ

বৃত্রের ইতিহাস

নিরুক্তের প্রসিদ্ধ " তৎকো বৃত্রঃ " স্থলে যেখানে ঐতিহাসিক পক্ষের সাথে নিরুক্ত পক্ষের স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। এছাড়াও নিরুক্তকার ঐতিহাসিক পক্ষের উদ্ভব নিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাবপ্রকাশ করা প্রতীত হয়। এবিষয়ে নিরুক্তকার বলেন —
" তৎকো বৃত্রঃ ? মেঘ ইতি নিরুক্তাঃ, ত্বাষ্টোSসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ । অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি। অহিবত্তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাশ্চ। বিবৃদ্ধয়া শরীরস্য নিবারয়াঞ্চকার। তস্মিন্ হতে প্রসস্যন্দির আপঃ। "(২/১৬)

বৃত্র কে ? নিরুক্তের মতে মেঘ। ঐতিহাসিকদের মতে ত্বষ্টার পুত্র অসুর বিশেষ।

নিরুক্ত এবং ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিকোণের মধ্যে যে মতভেদ আছে তা একটি উদাহরণ দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে গেল। যা ঐতিহাসিকের মতে কোন ব্যক্তির নাম, সেটা নিরুক্তের মতে সামান্য সংজ্ঞা । যার এখনো বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যৎ এও থাকবে। নিরুক্তের দৃষ্টিতে মন্ত্র নিত্য হয়। সেখানে অনিত্য ঘটনার বর্ণন থাকা অসম্ভব। ঐতিহাসিক পক্ষ কি করে বিকশিত হয় এ বিষয়ে নিরুক্তকার বলেন —

জল (মেঘ) তথা জ্যোতি (বজ্র) এর সংঘাতে বর্ষা হয়। (এখানে সংঘর্ষ তথা গর্জন আদি ক্রিয়াও হয়)। এর বর্ণন আলঙ্কারিক ভাষায় যুদ্ধের কাহিনী মত বর্ণন করা হয়েছে। মন্ত্রের বর্ণন তথা ব্রাহ্মণের অর্থবাদের প্রকরণে ' অহি ' শব্দ পাওয়া যায়।

" অহি " শব্দ নিঘণ্টুতে মেঘ নামে পঠিত হয়। এছাড়া এর দ্বিতীয় অর্থ সাপ হয় । এবিষয়ে যাস্ক বলেন —

" তদভিবাদিন্যেষর্গ ভবতি "। ২/১৭
" দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ। অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদুবার।। " ১ (ঋ০ ১/৩২/১১)
দাসপত্নীঃ দাসাধিপত্ন্য। দাসো দস্যতেঃ। উপদাসয়তি কর্মাণি। অহিগোপা আতিষ্টন্নাহিতা গুসাঃ। অহিঃ অয়নাত্, এতি অন্তরিক্ষে। অয়মপীতরোऽহিরেতস্মাদেব। নির্হ্রসিতোপসর্গঃ। আহন্তীতি। নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ। পণির্বণিগ ভবতি। পণিঃ পণনাত্। বণিক পণ্যং নেনেক্তিং অপাং বিলমপিহিতং যদাসীত্। বিলং ভরং ভবতি বিভর্তেঃ। বৃত্রং জঘ্নিবান অপববার তত্। বৃত্রো বৃণোতের্বা, বর্ততের্বা, বর্ধতের্বা। যদবৃণোত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। যদবর্ত্তত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। যদবর্ধত তদ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে "।
অর্থাৎ - জলধারা কর্মনাশক অহির আধিপত্যের মধ্যে এসে আটকে ছিল। (ইন্দ্র) বৃত্রকে মেরে জলধারার আটকে যাওয়া রাস্তা খুলে দেন।

দাসঃ কর্মকরঃ শ্রান্ত উপক্ষীণশক্তিঃ, তং বীতশ্রমব্যাবৃত্তি - করণেন পালয়ন্তীতি দাসপত্ন্যঃ। অথবা দাসো মেঘঃ, তস্য পালয়িত্র্যঃ, তাভিহিং মেঘো ভবতি, তৎকৃতং তস্য মেঘত্বমিত্যর্থঃ। অহিগোপাঃ - অহিমেঘো গোপায়িতা যাসাং তাঃ। অতিষ্টন তিষ্টন্তি, তেন নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব বণিজেব বিক্রয়ার্থে বীথ্যাদৌ গাবঃ, তাসামপাং নির্গমবিলমপিহিতং ঘট্টিতং যদাসীত্, বৃত্রং মেঘং জঘন্বান্, অপ তদুবার অপাবৃতবান্ তদিন্দ্রঃ। (স্কন্দস্বামী)
অর্থাৎ - দাসপত্নী = দাস অথবা কাজ করেন যে, পরিশ্রান্ত তথা যার শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। তার সব দূর্বলতা দূর করে পালনকারী পরমেশ্বর।। অথবা দাস নাম মেঘ অর্থে হয় এবং তার রক্ষাকারী (জল)। তাঁর থেকেই ত মেঘ তৌরি হয় তথা তাঁর থেকেই মেঘের মেঘত্ব আসে। অহিগোপাঃ = অহি মেঘের নাম হয়। সে যার রক্ষক এরূপ জল মেঘ দ্বারা আটকে থাকে, যেরূপ গোরু বিক্রেতা বাজারে গোরুকে বিক্রি করার জন্য গোরুকে বেধে রাখে। সেই জলের নির্গম স্থল বন্ধ হয়ে ছিল। ইন্দ্র বৃত্রকে মেরে সেই বাধা স্থানের রাস্তা খুলে দেন।

উক্ত রসময় ঘটনা বেদে আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বর্ণন শৈলীর নাম, আমরা পূর্বে দেখেছি তাহল আখ্যান। আখ্যানে " অহি " শব্দ পাওয়া যায়। ঋষিদের প্রীতির জন্য এখানে শব্দে অতিতকাল ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যক্তিবাচক কথান্তরে রূপ দেওয়া হয়েছে। বেদের উক্ত শৈলীকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আরো বিস্তারিত করেছে। তথা বেদে মূল বর্ণন করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পরবর্তীতে অর্থবাদ করা হয়েছে। সেখানে বৃত্রের বিষয়ে বলা হয়েছে — যদবৃণোত, যদবর্ত্তত, যদবর্ধত = সে ঢুকল ; এটা বর্তমান পদ হয়। সে বড় হয়, " তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বম " এভাবেই সে বৃত্র হয়েছে। এসব নির্বচন ভূতবাচক হয়। ঐতিহাসিক পক্ষগণ এর থেকেও আরো একধাপ উপড়ে যায়। তারা এই বর্ণনকে " উপমার্থ " তথা আলঙ্কারিক না মেনে বাস্তবিক অর্থে শব্দার্থ করে। মন্ত্রে তথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অহি বলতে আলঙ্কারিক অর্থই প্রকাশ পেত। ইতিহাস আদিতে তা অসুর বিশেষ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক পক্ষগণের উদ্ভবের ইতিহাস এরূপ ভাবেই উল্লেখিত পাওয়া যায়। নিরুক্তকার ব্রাহ্মণের ভূতকালবাচক অর্থ ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে —

" যদবৃণোত্ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রস্বমিতি, যদবর্ত্তত তদ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি, যদবর্ধত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি। "

নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন —

" বৃত্রো বৃণোতেবা বর্ত্ততের্বা, বর্ধতের্বা। "

আদিকাল থেকেই ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। সে থেকে নিত্য মন্ত্রে অনিত্য ঘটনার প্রবেশ ঘটে। নিরুক্তকার তাই নির্বচন করেছেন, এবং মন্ত্রের অর্থের আশয় বদলে পুনরায় ত্রিকালস্থ নিত্য করেছেন।

বিশ্বকর্মা

" বিশ্বকর্মা " শব্দের অর্থ নিরুক্ত ১০/২৫ সূর্য = আত্মা করে পরবর্তীতে লিখেন—

" তত্রেতিহাসমাচক্ষতে। বিশ্বকর্মা ভৌবনঃ সর্বমেধে সর্বাণি ভুতানি জুহবাঞ্চকার। তদভিবাদিন্যেষর্গ ভবতি"
" য হমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষ্টির্হোতা ন্যসীদত পিতা নঃ। স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ " ১ । (ঋ০ ১০/৮১/১)।

স্কন্দস্বামী উক্ত মন্ত্রের আধিদৈবিক অর্থ এই প্রকারে করেন —

" য ইমা বিশ্বা। যো বিশ্বকর্মা মধ্যম ইমানি সর্বাণি ভূবনানি। ভুবনমিত্যুদকনাম উসকাণু বৃষ্টিলক্ষণানি জুহ্বত প্রক্ষিপত। ঋষিদ্রষ্টা লোকপালত্বাত্ কৃতাকৃতস্য লক্ষণঃ। হোতা আহ্বাতা মেঘানাম। আহ্বাতব্যো বা। ন্যসীদত নিষণ্ণোSতরিক্ষে। পিতা পিতৃস্থানীয়ঃ পালয়িতা বা নোSস্মাকম্। স আশিষা জনস্য প্রার্থনপ্যা দ্রবিণং সস্যলক্ষণং ধনমিচ্ছন্। প্রথমচ্ছত্ উৎকৃষ্টং ছাদয়িত্বা মেঘৈরন্তরিক্ষস্যৌদকৈর্বা ভুমেঃ। অবরান্ বৃষ্টিস্থানাদর্বাগ্বর্তিনঃ প্রদেশানন্তরিক্ষদেশাংশ্চ। আবিবেশ বৃষ্ট্যা ব্যাসবানিত্যর্থঃ।

সেই পালক, দ্রষ্টা তথা মেঘের আহ্বান কর্তা, অন্তরিক্ষে স্থিত বিদ্যুৎ জলকে অর্থাৎ বৃষ্টিকে বর্ষণ করেন। সেই সব লোকের প্রার্থনা দ্বারা প্রেরিত হয়ে আকাশকে মেঘ তথা জলের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে তিনি পৃথিবী এবং আকাশকে বর্ষণ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন।

আধ্যাত্মিক পক্ষ এরূপ প্রকার হয় —

" যো বিশ্বকর্মা ক্ষেত্রজঃ প্রলয়কালে ইমানি সর্বাণি ভুতজাতানি প্রক্ষিপন। কব্ ? আত্মনি। কুত এতন ? " ব্রহ্ম বৈ স্বয়ম্ভু তপোSতব্যত তদৈক্ষত ন বৈ তপস্যান্ত্যমস্তি (নান্যমস্মি) হন্তাহং ভুতেষাত্মানং জুহবানি ভুতানি চাত্মনি " ইতি শ্রুবেঃ সর্বভুতান্যাত্মনি প্রলয়ং নয়ন্ত্রিত্যর্থঃ। ঋষিদ্রষ্টা বিশ্বস্য। হোতা চাত্মনি সর্বভুতানি। ন্যসীদত্ নিষণ্ণঃ প্রলীন আত্মনাপি প্রাণিন কারণাত্মনাবস্থিত ইত্যর্থঃ । পিতা উৎপাদয়িতা নোSস্মাকম্। স আশিষা আশীঃ শব্দেনাত্রাশীঃ ফলত্বাদতীতায়াং সৃষ্টৌ যৎকৃতং কর্মানুপভুক্তফলং তদুচ্যতে। হেতৌ তৃতীয়া। তেন হেতুনা। ফলভোগার্থমিত্যর্থঃ। দ্রবিণং ধনং পুনঃ সৃষ্টিরূপমিচ্ছন্। উৎকৃষ্ট ছাদয়িতা সর্বস্য। বিকারৈরবরান্ অর্বাগ্বর্তিনঃ। বর্তমানাং সৃষ্টৌ যেSপিহিতাস্তানিত্যর্থঃ। আবিবেশ স্বত উৎপাদনেন ব্যাসবানিত্যর্থঃ।

তিনি আমাদের পিতা, সর্বদ্রষ্টা, প্রলয় কালের সময় সর্বভূতকে নিজের মধ্যে ধারণকারী পরমেশ্বর। তিনি সর্বচ্ছাদক (প্রাণীদের মধ্যে) পূর্বজন্মের কৃত কর্মের ফলের ফলদাতা তথা সৃষ্টিকৃত ধনের কামনা করি এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে জীবাত্মায় অবস্থিত সেই স্বয়ম্ভু।

এবিষয়ে ঐতিহাসিকগণ বলেন — ভূবনের পূত্র বিশ্বকর্মা যর্বমেধ যজ্ঞ সব বস্তুকে আহুতি দেওয়া হয়েছে। এতে অন্তত নিজেকেও আহুতি দেয়। এই কথান্তর বলার জন্য এই ঋচা —

যে তত্ত্বদ্রষ্টা যজমান হয়ে এই সমস্ত ভুতজাতকে (যজ্ঞে) আহুতি দিয়ে থাকে। সে আমাদের পিতা (আমাদের হৃদমাঝে) বিরাজিত থাকে। সেই বিরাট আত্মা আমাদের শুভ সংকল্প দ্বারা (অন্যদের জন্য) ধনধান্য কামনা করে নিজের থেকে ছোট বস্তুতেও প্রবেশ করে থাকেন।

" তস্যোত্তরা ভুয়সে নির্বচন্নল্ললনায় " —একে আরো স্পষ্ট করার জন্য এখানে আরো কিছু মন্ত্র উদ্ধৃতি করা হবে" —

" বিশ্বকর্মন হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমূত দ্যাম্। মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাক মধবা সুরিরস্তু।। " ১ (ঋ০ ১০/৮১/৬) ।

হে যজমান ! পৃথিবী তথা দ্যুলোক উভয়কে নিজ ভোগ এবং তার আকাঙ্ক্ষা কে যজ্ঞে হবি হিসেবে প্রদান কর। দ্বিতীয়ত, এটা দেখে অন্যান্যরাও যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। এই যজ্ঞের দ্বারা যেন আমাদের আত্মা সচেতন হয়।

উক্ত মন্ত্রে ' বিশ্বকর্মা ' পদের অর্থ আত্মা এবং পরমাত্মা উভয় পক্ষেই হয়ে থাকে। বিশ্বকর্মা অর্থাৎ সেই আত্মা হয় যে সম্পূর্ণ যজ্ঞের কাজ করে থাকে। তার শরীরের প্রতিটি অণু যেন যজ্ঞে অর্পণ করে। তাকেই ঋষি বলে থাকে। অনেকের জন্য তিনিই বাস্তবে পিতা স্বরূপ। তাঁর হৃদয় থেকে সর্বদা সর্বভূতের জন্য আশীর্বাদ নির্গত হয়। সে

সর্বদা সবার মঙ্গলকামনা কারী। সে তাঁর থেকেও ছোট ব্যক্তিদের সম মর্যাদায় আচরণ করে। সে তাঁর নিজের জন্য কিছুই করার ইচ্ছুক নয়। অন্যের সাধন করাই তার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। যদিও ঈশ্বর দ্বারা এহেন বৃত্তি স্বাভাবিক মানা হয় ; সর্বকর্তার কর্মশক্তির সাধন শক্তি রূপে সেই পরমেশ্বর স্বয়ং সব কার্যের কর্মনাশক হোন। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ঐ কর্মযজ্ঞের ফল। দ্যুলোক এবং এই পৃথিবী উভয় সেই যজ্ঞের সামগ্রী। আত্মার হবির কারণে এই যজ্ঞ চেতন যজ্ঞ হয়ে থাকে । এখন সেই আত্মা জীব বিশেষের হোক বা পরমেশ্বর নিজেই। সেই আত্মার উত্তম কর্মের মধ্যেই এই যজ্ঞের যশ লুকিয়ে আছে। এমন উত্তম আত্মত্যাগ দ্বারা কৃত যজ্ঞের ফলে স্বয়ং বিরোধীরাও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। আর যারা প্রতিপক্ষ নয় তাদের বিষয়ে ত প্রশ্নই উঠে না। সাধারণ মনুষ্য নিজেকে পরমেশ্বর কিংবা ঋষির সম মর্যাদাশালী দাবী করতে চায়। ঋষি বলেন — আমি সর্বদা প্রভুর প্রতি সমর্পিত থাকি। সুতরাং ঋষি এই বিশ্বকর্ম সূক্ত সাক্ষাৎকার করেন মাত্র। সেখানে আগত ভুবনের " আহুতি " পদ নিয়েই যত সমস্যা। ঋষি তার নাম উক্ত সূক্তে মাধ্যমে " বিশ্বকর্মা ভৌবন " রেখে দেন। ইতিহাসকারক গণ তা কোন পুরুষ বিশেষ ভৌতিক অগ্নিতে প্রবেশ করা মনে করে থাকেন । যা তাদের অজ্ঞানতার প্রতিফলন ছিল। " সর্বমেঘ " - সর্বস্ব ত্যাগ করা বোঝায়। আত্মার আহুতি দ্বারা সমস্ত জীবনকে অন্যের হিতের জন্য করে দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য।

আধিদৈবিক অর্থে তা সূর্যের গতি বোঝায়। সে এই বিশ্বযজ্ঞে পৃথিবী তথা অন্য গ্রহ উপগ্রহকে আহুতি দিয়েও সন্তুষ্ট হতে পাড়তেছে না। বিরোধীরা নিজের সর্বত্র বিশাল অগ্নি কুণ্ডে ' স্বাহা ' বলে আহুতি দিচ্ছে ।

সরণ্যু

ঐতিহাসিক পক্ষের আরো একটি জনপ্রিয় ইতিহাস হল বেদের " সরণ্যু " সম্পর্কে। এবিষয়ে যাস্ক তার নিরুক্তের এবিষয়ে ১২/১০ এ লিখেন —

" তেত্রেতিহাসমাচক্ষতে — ত্বাষ্টী মরণ্যূর্বিবস্বত আদিত্যাদ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার । সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধাযাশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব। স বিবস্বানাদিত্য আশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভুব। ততোSশ্বিনৌ জজ্ঞাতে, সবর্ণায়াং মনুঃ। "

এবিষয়ে ইতিহাসকারগণ বলেন — ত্বষ্টার পুত্রী সরণ্যু বিবস্বান্ আদিত্য থেকে দুই যমজ সন্তান - যম এবং যমী জন্ম দেন। সে তার স্ত্রী সবর্ণা, আরেক স্ত্রীকে নিজ স্থানে রেখে তথা ঘোড়ার রূপ ধারণ করে দৌড়ে চলে যায়। বিবস্বন আদিত্যও ঘোড়ার রূপ ধারণ করে তার অনুসরণ করেন এবং সংগম করে। এরদ্বারা সবর্ণা দ্বারা অশ্বী তথা মনুর জন্ম হয়।

" তদবিভাদিন্যেষর্গ ভবতি "

এবিষয়ে কথা উক্ত ঋকে পাওয়া যায় —

" ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি। যমস্য মাতা পর্যুহ্মমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ "। (ঋ০ ১০/১৭/১)

ত্বষ্টা পুত্রীকে বিবাহ করেন — এটা শুনে সম্পূর্ণ ভূতজাতী একত্রিত হয়ে যায়। যমের মাতা মহান বিবস্বানের স্ত্রী বিবাহ হইতে না হইতে মারা জান।

নিরুক্তকার মন্ত্রের উক্ত ঐতিহাসিক অর্থ করে পরবর্তীতে নিজের মত পোষণ করেন।

" রাত্রিরাদিত্যস্য (জায়া) আদিত্যোদয়েSন্তর্ধীযতে "

আদিত্যের স্ত্রী রাত্রি আদিত্যের উদয় হতে না হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এতে জানা যায় যে নিরুক্তকারের মতে সরণ্যু রাত্রির অপরনাম হয়। উপরে বলা হয়েছে : সরণ্যু = সরণাত। সরণ্যু = গতিশীল (রাত্রি) । বেদোক্ত আখ্যান কেবল রূপক কাহিনী বর্ণন করে। রাত্রি ত্বষ্টার পুত্রী হয় । ত্বষ্টা অগ্নি হয়, যে রাতের দেবতা। সে তার কন্যার বিবাহ উদীয়মান (বিবস্বান) সূর্যের সাথে দিতেছে। এই সমাচারে সারা বিশ্বে খুশির আলোড়ন বয়ে যায়।

নৈরুক্তপক্ষে ত্বস্যামৃচি ত্বষ্টা মধ্যমস্তমোভাগস্তস্য দুহিতাঃ উষাঃ । তেন রাত্রিরূপেণ স্বৈরুদয়ে (সূর্যোদয়ে) জন্যমানত্বাত্তস্যা বহনং প্রাপণমনুপ্রবেশ আদিত্যে তং স মধ্যমস্ত্বষ্টা রাত্রিরুপ আত্মাপগমনেন করোতি। এতেন কারণেনেদং সর্ব ভুতজাতং সমেতি সংগচ্ছতে স্বৈঃ কর্মভিঃ সম্বধ্যতে। ডদিতায়াং ক্ষুপসি অপৈতীদানীং তপ উদেত্যাদিত্য ইত্যেবং মন্যমানাঃ সর্বপ্রাণিন স্বকর্মাণি কর্তু প্রারভন্ত ইত্যর্থঃ। সাপি,যম আদিত্যস্তস্য মাতা সাহচর্যাদ্রহরণাদ্বা মাতৃভুতাঃ। তং প্রতি পর্যুহ্মমানা চ ন কেবলং মাতৃতুতা। কিম্ নহি ? মহো মহতো বিবস্বতোSভিগমনসামান্যাজায়াভুতা। বিশ্বরূপেণ ননাশ নশ্যতি। ওদ্যত্যাদিত্যে ত্নীয়তে তদাত্মকৈবেত্যর্থঃ। অভিসমাগচ্ছতীতি স্বৈঃ কর্মভিরিতি বাক্যশেষঃ রাত্রিরা - দিত্যস্যেতি চ রাত্রিশব্দেন রাত্রেরেকদেশত্বাদুষাঃ এবোচ্যতে সম্বন্ধত্বাত্। সা চ দেবধর্মেণাদিত্যস্য মাতা। (স্কন্দস্বামী : ১২/১১) ।

নিরুক্ত পক্ষে উক্ত ঋকের ' ত্বষ্টা ' মধ্য লোকের তপো ভাগের নাম হয়। উষা তার মেয়ে হয়। সূর্যের উদয় হতেই উষা রাত্রি রূপ ত্বষ্টা দ্বারা উৎপন্ন হয়। ত্বষ্টা তার বোন এর অনুপ্রবেশ আদিত্যে করে দেয়। এরদ্বারা সর্ব প্রাণীজগত নিজ নিজ কার্য করতে শুরু করে।....... যমও আদিত্য অর্থে হয়। সে তার মা হয় — সহচর্যের এই রস হরণের কারণ। সে কেবল মা ই নয়, স্ত্রীও হয়।...... নষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ হল, তার সাথে একীভূত হয়ে তাতেই লীন হয়ে যাওয়া।....... রাত্রির অভিপ্রায় রাত্রির একটি অংশ উষা হয়। সে দেব - ধর্ম আদিত্যের মাতা।

মিত্রবরুণ বশিষ্ঠ তথা উর্বশী

নিরুক্ত ৫/১৩ তে উর্বশী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবিষয়ে নিরুক্তকার বলেন —

" তস্যা দর্শানান্মিত্রাবরুণয়ো রেতশ্চস্কন্দ। তদভিবাদিন্যেষর্গ ভবতি "

" উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন মনসোSধি জাতঃ। দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত ‖ " (ঋ০ ৭/৩৩/১১)

অর্থাৎ তাঁর (উর্বশী) দর্শন দ্বারা মিত্র এবং বরুণের বীর্য স্থলিত হয়ে যায়। এখানে উক্ত ঋকের ইতিহাস বাচক অর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে

আচার্য যাস্ক উক্ত মন্ত্রের দুই/তিন শব্দের অর্থ নিম্নরূপ করেছেন -

" উত= অপি। দ্রপ্স = সম্ভৃতঃ, প্সানীয়ো ভবতি। বিশ্বে = সর্বে। পুষ্করম্ = অন্তরিক্ষম, (হৃদয়কমলম্)। "

উর্বশী শব্দের অর্থ দূর্গাচার্য এবং স্কন্দস্বামী উভয় বিদ্যুৎ করেছেন। পূর্বের মন্ত্রেও বিদ্যুৎ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

" বিদ্যুতো জ্যোতিঃ পরি সঞ্জিহানং মিত্রাবরুণা যদপশ্যতাং ত্বা। তত্তে জন্মোতৈকং বসিষ্ঠাগস্ত্যো যত্ত্বা বিশা আজভার। "

আধিদৈবিক পক্ষে স্কন্দ স্বামী নিম্নপ্রকার অর্থ করেছেন -

নিত্যপক্ষে তু উর্বশী বিদ্যুদ্ বশিষ্ঠোऽপ্যাচ্ছাদিত উদকসঙ্ঘাতঃ। বসুনিমিত্তত্বাদ্বা বসুমত্তমঃ। মিত্রাবরুণাবপি বায়াদিত্যৌ বিশ্বে দেবা রশ্ময়ঃ। একবাক্যতায়ৈ চ যত্তচ্ছব্দাধ্যাহারঃ কর্তব্যঃ। তেনায়মর্থঃ। যত্ পূর্ব তাবত্ পৃথিব্যাং ভবঃ পার্থিব। উত অপ্যসি মৈত্রাবরুণো মিত্রাবরুণাভ্যাং বায়াদিত্যাভ্যামাকৃষ্টঃ সন্ তৎসম্বন্ধান্মৈত্রাবরুণো মিত্রাবরুণসম্বন্ধীত্যর্থঃ। হে বসিষ্ঠ আচ্ছাদয়িতৃতম বসুনিমিত্তত্বাদ্বা বসুমত্তম উদকসঙ্ঘাত উর্বশ্যা উর্বন্তরিক্ষব্যাপিন্যা বিদ্যুৎঃ। অধি ধাত্বর্থত্বানুবাদী জাত উৎপন্নঃ । হে ব্রহ্মন্ পরিবৃদ্ধ উপচারাদ্বা ব্রহ্মণোऽন্যস্য হেতুভূত ! মনসঃ নিমিত্তলক্ষণা চৈষা পঞ্চমী মনসোবসম্বন্ধাত্ সঙ্কল্পো লক্ষ্যতে। স মিত্রাবরুণবপ্রাণাং সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাদিত্যর্থঃ। দ্রপ্সং সংমিতং ভক্ষয়িতব্যম্ চোদকসঙ্ঘাত স্কত্রং মুক্তং ব্রহ্মণা দৈব্যেত দিবি ভবেনাদিত্যেন বিশ্বে দেবা রশ্ময়ো মধ্যমায়া....... প্রাবৃষি পুষ্করেऽন্তরিক্ষে ত্বাং ধারিতবন্ত।

নিত্যপক্ষে উর্বশী শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ হয়। বসিষ্ঠ এর অর্থ জল সমূহ হয়ে থাকে। ধন ধনাদি তথা ঐশ্বর্যের কারণ হওয়ার দরুন জল সমূহ কে বসিষ্ঠ বলা হয়। মিত্র এবং বরুণের দ্বারা অভিপ্রায় বায়ু তথা আদিত্যের হয়ে থাকে, এবং " বিশ্বেদেবাঃ " সূর্যের কিরণকে বলে। যত্ এবং তত্ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এই অর্থ পাই — " প্রথমে পৃথিবীতে থাকা কালীন পার্থিব জল মিত্র এবং বরুণ অর্থাৎ বায়ু এবং আদিত্য এক হয়ে যাওয়ার দরুন মিত্রাবরুণ বলা বলা হয়ে থাকে " । অর্থাৎ হে বসিষ্ঠ ! অর্থাৎ পূর্ণ আচ্ছাদন কারী (বস + আচ্ছাদনে) ধান্যাদ্যৈশ্বর্য এর কারণে ' বসুমত্তম ' বলা বিদ্যুৎ দ্বারা উৎপন্ন মহান জল সমূহ। আকাশে স্থিত সূর্যের রশ্মি দ্বারা পশ্চিম আকাশে তুমার উপর জল স্বরূপ বৃষ্টি বর্ষিত করে সে বর্ষাঋতু ধারণ করে।

সেই বিদ্যুৎ এর আলো কে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে মিত্র এবং বরুণ উভয় যা দেখেছেন। হে বসিষ্ঠ ! এটাও তোমার এক জন্মেরি রূপ ছিল যা অগস্ত্য তুমাকে প্রজাদের কাছে নিয়ে যায়।

এর পূর্বে " বহি উতাপি..... " ইত্যাদি মন্ত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। যার শব্দার্থ নিম্নপ্রকারঃ —

হে ব্রহ্মবেত্তা বসিষ্ঠ ! তুমি উর্বশীর মন থেকে উৎপত্তি হয়েছ এবং মিত্রাবরুণ এর থেকেও সেরূপ । সেই দিব্য ব্রহ্ম দ্বারা পরিত্যাগ করা ছোট খাটো অংশকেও সব দেবতাগণ হৃদয় সহিত গ্রহণ করেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১২/৮/২/২৩ এতে " মনো মিত্রাবরুণঃ " = মন মৈত্রাবরুণ হয়। কৌষীতকি ১৮/১৩ " গোসংস্তবৌ বৈ মিত্রাবরুণৈ " অর্থাৎ বাণী এবং স্তুতি, মিত্র এবং বরুণ হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪/৪/৩/১৩ এখানে " মনোऽন্তরিক্ষলোকঃ " এই পাঠ পাওয়া যায়। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ১৯/৩/৮ " বসিষ্ঠস্য জনিত্রে (সামনী) ভবতঃ = বসিষ্ঠকে জন্মদানকারী দুই সন্ধিবিশেষ দ্বারা হয়। শতপথ ১৪/৯/২/২ " বাগ্বৈ বসিষ্ঠা = বসিষ্ঠ অর্থ বাণী হয় "। এবং ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ ৫/২৩ " বাক বৈ মনশ্চ দেবানাং মিথুনম্ " = বাণী এবং মন উভয় দেবতার অঙ্গ।

উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আধারে আমরা বসিষ্ঠ কে মন, মিত্র বরুণকে ক্রমশঃ বাণী এবং জ্ঞান, স্তুতি অর্থ ভক্তি অর্থ নির্ধারণ করে থাকে। মনকে উর্বশীর পুত্র তার চঞ্চলতার জন্য বলে থাকে। প্রথমে তাকে বিদ্যুৎ জ্যোতি : অর্থাৎ বজ্রের আলোড়ন বলা হত, অতঃপর উর্বশীর মন থেকে সৃষ্টি - তাও বলা হয়। এছাড়াও প্রথমে বজ্রের তেজ তথা তার মনের অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ বলা হত। মিত্র এবং বরুণের সাহচর্য অন্য শব্দ দ্বারা তার জ্ঞান এবং ভক্তির প্রদান যা অগস্ত্য (গুরু) এবং কুম্ভের (গর্ভ) মধ্যে হয়েছিল। এটাও ত তার আরো একটি জন্ম স্বরূপ । দেবতারা তাকে পুষ্কর অর্থাৎ হৃদয়ে (কমল) রেখেছেন। এবিষয়ে বলা হয়েছে আছে —

" ততো জাতমৃষিমাহুর্বসিষ্ঠম্। "
এই জন্মের পশ্চাৎ বসিষ্ঠকে ঋষি বলতে থাকেন।

মিত্র এবং বরুণ অর্থাৎ জ্ঞান এবং ভক্তি দ্বারা মনে করে রেতঃ = তেজকে ধারণকরে বসিষ্ঠ মান = মাপ - তুলা পূর্ণ পুরুষকে হয়েছেন। এবিষয়ে স্বয়ং বেদে উল্লেখ আছে —

" উকথভৃতং সামভৃত বিভর্তি গ্রাবাণং বিভ্রৎপ্র বদাত্যগ্রে। " (ঋ০ ৭/৩৩/১৪)।
বাণী দ্বারা তথা সাম দ্বারা সংগৃহীত তেজকে ধারণ করা (বসিষ্ঠ) পড়ে গিয়ে জ্ঞান উপদেশ করেন।
পূর্ণ শিক্ষা তাকেই বলে যেখানে বুদ্ধি এবং ভাবনাকে উভয়কে একসাথে বিকাশ হয়ে থাকে।

এছাড়াও বসিষ্ঠ শব্দের অর্থ সংস্কারবিমুখ মন অর্থেও বুঝায়। হৃদয় অর্থে তার অন্তরিক্ষ বা আকাশ হয়। আর সেখানেই দেবতাদের মন থাকে। এছাড়াও সে উর্বশী হৃদয়ের তরঙ্গ হয়। আচার্যের কৃপায় তার দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। যাতে বেদে " উত " = অপি = এবিষয়ে বারংবার বিস্তারিত ভাবে স্পষ্ট করা হয়। মিত্র এবং বরুণের তেজ, জ্ঞান তথা শ্রদ্ধা দ্বারা প্রাপ্ত শক্তি হয়। বেদে মিত্র এবং বরুণ বিদ্যুৎ এর প্রকাশলে বলে থাকে, কিন্তু সেখানে " জ্যোতি " " ত্বা " বিশেষণ হয়, অর্থাৎ স্বয়ং বসিষ্ঠের চঞ্চলতার কারণকে বজ্রের চমকানো বলা হয়েছে। এর পূর্বে উক্থ তথা সাম্ — ব্রাহ্মণের গ্রন্থের দ্বারা গরু তথা স্তব — আজকালকার ভাষায় জ্ঞান তথা ভক্তি তথা মিত্র বরুণ স্বরূপ রেতসঃ অর্থাৎ শিক্ষা রূপি যজ্ঞ [রেতো বা অত্র যজ্ঞঃ শ০ ৭/৩/২/৯] দ্বারা তার দ্বিতীয় জন্ম হয়। ইতিহাসকার গণের মতে উর্বশী দর্শনমাত্র বরুণের বীর্য দ্বারা বসিষ্ঠের জন্ম হয়। যা তাদের ইচ্ছা/অনিচ্ছাকৃত ভুল।

ওতম্ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

বেদে ত্রিত,নোধা,লোধা,কুৎস,সুপর্ণ,ভগ,সরমা, নাভাক অর্থ কী ?

আমরা সনাতন বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন পদের অর্থ নির্ণয়ে বিভিন্ন সময় ব্যত্যয় ঘটাই। বিশেষকরে বেদ শব্দার্থ নির্ণয়ে সায়ণাদি ভাষ্যকার গণের বিভিন্ন পদের ঐতিহাসিক অর্থ প্রয়োগ করা এর অন্যতম কারণ। উক্ত লিখনিতে আমরা সেইসব নির্দিষ্ট কিছু ইতিহাস পক্ষের অর্থ নির্ণয় করব নিরুক্তাদি গ্রন্থের সাহায্যে।

ত্রিত শব্দের অর্থ

একই প্রকার ত্রিত ঋ০ ১/১০৫ সূক্তের ঋষি হোন। এবং তা উক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে মূল প্রশ্ন হল, মন্ত্রে পাওয়া ঋষিগণের পূর্ব থেকেই কি বেদে উক্ত নাম সমূহ পাওয়া যেত ? বা পঠিত হত ? নাকি পরবর্তীতে সংযুক্ত হয়েছে। পরবর্তীতে সংযুক্ত হলে মন্ত্র ঋষিপুক্ত হয়ে যায় । এবং যদি প্রথম থেকেই পঠিত হয়ে থাকে তাহলে নিত্য মন্ত্রের অনিত্যতা দর্শিত হয়ে যায়। ত্রিত সম্পর্কে যাস্ক বলেন —

" ত্রিতং কুপেऽবহিতমেতন্মুক্তং প্রতিবভৌ " (৪/৬) ।
অর্থাৎ : কূপে পড়া ত্রিত কাছে উক্ত সূক্তের দর্শন হয়। ' ত্রিত ' শব্দের পঠন উক্ত সূক্তে হওয়ার পড়েও যাস্কের মত ত্রিতের উক্ত সূক্তের ভান হয়েছে মাত্র। সে সূক্তের প্রণেতা নয়, দ্রষ্টা মাত্র। এরূপ অবস্থায় নিত্য সূক্তের অনিত্য নাম আসার দরুন বাধিত হয় না ?

আমরা পূর্বে যাস্কের মত দেখেছি। নিরুক্তকারের মতে মনুষ্যের জ্ঞান অনিত্য হয়। উক্ত অনিত্যতা কাটানোর উপায়ও মন্ত্র দ্বারা করা হয়েছে। এর জন্য যাস্ক প্রশ্ন তুলেন ; যথায় বেদমন্ত্র নিত্য হওয়া উচিত সেখানে নিত্য বেদে অনিত্য নাম কেনো পাঠ করা হল ? যাস্কের সঙ্গতির নিবারণ এক প্রকারেই করা যাবে। তাহল যদি ' ত্রিত ' শব্দ অনিত্য মানাই না হয় ! আচার্য স্বয়ং উক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করেছেন -

" ত্রিতস্তীর্ণতমো মেধবা বভুব" (৪/৬)
অর্থাৎ : ত্রিত অত্যন্ত মেধাবী বোঝায়।

স্বয়ং বেদেই পাওয়া যায়। যথা -
" ত্রিতঃ কুপেऽবহিতো দেবান হবত উতয়ে " (ঋ০ ১/১০৫/১) ।
(সংসারে) তথা কুপে সাবধান হয়ে যাওয়া ' ত্রিত ' = মেধাবী পুরুষ রক্ষার জন্য দেবতাদের আহ্বান করেন।

নিরুক্ত ৪/৬ — নিত্যপক্ষে ত্রিতি নাম শুকলশব্দলক্ষণঃ কর্ম পাশৌস্ত্রিঃ স্বর্গ-নরকমর্ত্যেষু বদ্ধঃ কশ্চিত্ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। কর্মজ্ঞানসমুচ্চয়াভাবাদপবর্গমনবাপ্লুবন্ নরকে ঘটিযন্ত্রঘটিতসংসারে বম্ভ্রম্যমাণঃ পরিদেবযাঞ্চক্রে। (স্কন্দস্বামী)

অর্থাৎ : নিত্য পক্ষে ত্রিত অর্থাৎ শুক্ল (পূণ্য) শব্দ দ্বারা জানা — স্বর্গ, নরক বা মর্ত লোকে তিন ৩ প্রকারের তথা বদ্ধ ক্ষেত্রজ=আত্মা, কর্ম এবং জ্ঞান একত্রিত না হওয়ার দরুণ মোক্ষ প্রাপ্ত না হয়ে নরকে - ঘটীচক্র রূপে সংসারে যত্রতত্র ভটক বিলাপ করে থাকে।

♂️কুৎস ও কারু শব্দের অর্থ ♂️

নিরুক্তকার এরূপ প্রকারেই " কুৎস " তথা " কারু " শব্দের অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন —

(১) " ঋষিঃ কুৎসো ভবতি। কর্ত্তা স্তোমানামিত্যৌপমন্যবঃ। " (৩/১১) "

কুৎস এর অর্থ ঋষি হয়ে থাকে । কৃ = কু + ষ্টুঞ = ৎস। তিনি স্তোমো এর কর্তা হোন - এরূপ ঔপমন্যব এর মত।

(২) " কারুরহমস্মি কর্ত্তা স্তোমানাম্ " (৬/৬)

এখানে ' কর্তা ' শব্দের অর্থ আবিষ্কার কর্তা বা সাক্ষাৎকর্তা করা উচিত। ইতি পূর্বে আমরা ঔপমন্যবের মত দ্বারা ঋষি শব্দের অর্থ ' স্তোমান ' দেখিয়েছি। এখন তার দ্বারাই কৃত নির্বচন " কর্তা স্তোমানাম্ " এর অর্থ স্তোমোর রচয়িতা করা কদাপি সংগত হবে না। কর্তা শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকর্তা বা আবিষ্কার কর্তা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত ।

♂️সুপর্ণ শব্দের অর্থ♂️

" একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমা বিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবং বি চষ্টে। তং পাকেন মনসাSপশ্যমন্তিতস্তং মাতারেল্লহি স ও রেল্লহি মাতরম ১ ‖ "(ঋ০ ১০/১১৪/৪)

নিরুক্তকারের মতে সুপর্ণ (পাখি) এর অভিপ্রায় ইন্দ্র তথা বজ্র অর্থে হয় । উপরুক্ত মন্ত্রের অর্থ নিম্নরূপ -
এক পাখি ছিল। সে সমুদ্র তথা আকাশে প্রবেশ করে যায়। পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে অবলক্ষন করে। তা আমি আমার সরল মনে আশ্চর্য হয়ে দেখেছি।

এখানের নিরুক্তকার লিখেছেন —

একঃ সহায়বান্। অসহায়ো যঃ সর্বকার্যেশু সহায়ান্তরং নাপেক্ষত ইত্যর্থঃ। কোSসৌ ? সুপর্ণো মধ্যমস্থানঃ। স সমুদ্রমন্তরিক্ষনামৈতত্। তদাবিবেশ আবিশাতি। আবিশ্য চ সঃ স এব ইদং বিশ্বং সর্বম। কি পুনস্তত ? ভুবনং ভুতজাতং বিচষ্টে পশ্যতিকর্মাযম। অভিপশ্যত্যনুগ্রাক্ষতয়া। তমেনমেবংরূপ পাকেন মনসা পরিপক্কেন মনসাSহমপশ্যং দুরস্থমপি সন্তমন্তিতোSন্তিকে সত্রিধৌ। তং চ মাতা নির্মাত্রী ওদকানাং মাধ্যমিকা বাক্। রেল্লহি লিহ আস্বাদন ইত্যস্য রূপম। আস্বাদনেন অত্রৌপজীবনমাত্রং লক্ষ্যতে। বৃষ্টিপ্রদানকর্মণি সাহায্যেনো - পজীবতীত্যর্থঃ স ও রেল্লহি মাতরম্। ও ইতি পদপূরণঃ। স মাতরং তামেব মাধ্যমিকাং বাচমুপজীবতি নান্যত কিঞ্চিত্।

অর্থাৎ - মধ্যমস্থানে বিদ্যুৎ, যার কারো সহায়তা অপেক্ষা নেই। অন্তরিক্ষে প্রবেশ করে এই ভুলোকের ভূতজাতকে দেখে। উক্ত সেই দুরস্তকে আমি পরিপক্ক মনের সমীপে দেখি। জলের মাতা মাধ্যমিক কড়ক উক্ত সেই বিদ্যুৎকে আশ্রয় দেন এবং সেই বিদ্যুৎ মাধ্যমিক কড়কের আশ্রয় নেয়।
এখানে বলতে অর্থদ্রষ্টা ঋষির আখ্যানের মাধ্যমে মন্ত্রবিষয়ে ব্যাখ্যায় অর্থ উপলব্ধি তুলনা মূলক সহজ হয়।
এখানেও নিরুক্তকার নিরুক্ত : ১০/ ১২ এতে অর্থ এর উদ্ধৃতি স্বরূপ বর্ণনা করে থাকেন। মন্ত্রাংশের শেষ ভাগের পুনরায় অর্থ করি তথা –

সে (সুপর্ণ) তার নিজ মা কে চুম্বন করতেছে এবং তাঁর মা তাকে চুম্বন করতেছে।
মন্ত্রে বজ্র চমকানো এবং কড়ককে চুম্বনের অত্যন্ত সুন্দর আলঙ্কারিক অর্থ করা হয়েছে।

♂সরমা শব্দের অর্থ ♂

১১/২৫ " সরমা " সম্বন্ধে পাঠ মধ্যম বাক্ অর্থাৎ বজ্রের কড়ক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সরমা এর সংবাদ ঋ০ ১০/১০৮/১ এতে পাওয়া যায়। উক্ত মন্ত্রের অর্থ নিরুক্তকার এরূপ অর্থে করেছেন যথা -
" দেবশুনীন্দ্রেণ প্রহিতা পণিভিরসুরৈঃ সমুদে। ইত্যাখ্যানম্ "।
অর্থাৎ - ইন্দ্রের পাঠানো কুকুরী (সরমা) এর পণি - জাতি অসুরের দ্বারা সংবাদ পাওয়া তা আখ্যান মাত্র।
বজ্রের কড়ককে কুতিয়া এর ভাজ স্বরূপ এরূপ বর্ণন স্পষ্টত আখ্যান তথা অলঙ্কার মাত্র। আখ্যান - সময় তথা ঐতিহাসিক পক্ষ এই অলঙ্কার অর্থের পরিবর্তে বাস্তবিক অর্থ তথা সত্যিকারের কুতিয়া অর্থে কল্পনা করে।
সামাজিক পক্ষান্তরে ' সরমা ' রাজদূত অর্থাৎ রাজাজ্ঞা বলে অভিহিত হয়। আলঙ্করিক অর্থে তারা রাক্ষসদের থেকে ধন কেড়ে নিয়ে দেবতাদের ফিরিয়ে দেয়।

আকাশে জমে থাকা পানি বজ্রের কড়ক (তথা শব্দ) এর পড়েই বর্ষণ রূপে ভূমিষ্ট হয়। যা দেবতাদের ধন ছিল যা কৃপন বাদল - বৃত্র তথা মেঘ জমা করে রেখেছিল।

♂লোধা তথা নোধা শব্দের অর্থ ♂

এই প্রকরণে পঠিত " প্রস্কণ্ব " শব্দের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ঐতিহাসিক পক্ষগণের মত বিবেচনা করা হবে।
" নোধা ঋষির্ভবতি নবনং দধাতি। "(৪/১৬)।
" ঋষির্নদো ভবতি নদতেঃ স্তুতিকর্মণঃ " (৫/২)।
অর্থাৎ নোধা একজন ঋষি হোন । কারণ তিনি স্তুতিকে ধারণ করেন। ' তদ ' একজন ঋষি হোন। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি স্তুত্যর্থক ' নদ ' ধাতু দ্বারা হয়। উক্ত স্থলে নোধা তথা নদ কে ঋষি বিশেষ মানা স্পষ্টত ভুল হয় কারণ নিরুক্তের উক্ত প্রকরণে বর্তমানকালীন " ভবতি " ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যা বর্ণিত নাম গুলোকে সামান্য অর্থে হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। যাস্কের যেখানে ইতিহাস পক্ষ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে সে সর্বদা " বভুব " আদি ভূতবাচক ক্রিয়ার প্রয়োগ করেন। এবং যেখানে বিশুদ্ধ নিরুক্ত অনুযায়ী অর্থ করে সামান্য বাচক অর্থ দেখানো

হয়, সেখানে সর্বদা " ভবতি " এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। যাস্কের উক্ত শৈলী সম্বন্ধে নিরুক্তের কোন সাধারণ পাঠক পর্যন্ত অপরিচিত হওয়ার কথা নয়।

লোধং নয়ন্তি পশুং মন্যমানাঃ। (ঋ০ ৩/৫৩/২৩)

বেদের উক্ত মন্ত্রের অর্থ যাস্ক নিরুক্তে এরূপ করেন। যথা : -

" ন লুব্ধমৃষিং নয়ন্তি পশুং মন্যমানাংঃ "(৪/১৪) ।

লুব্ধ ঋষিকে পশু মনে করে (সৈনিকদের বেহুশ করে) নিয়ে যান নি।

এখানে ' লোধ ' এর অর্থ আচার্য লুব্ধ করেছেন, অর্থাৎ স্তুতিলুব্ধঃ, তপোলুব্ধ। এই শব্দ যাস্কের মতে ঋষিদের মত পর্যায় হয়। যদি কোন নাম - বিশেষ অভিপ্রায়ে হত তাহলে লোধের স্থানে লুব্ধের প্রয়োগ করা হত না। তাছাড়া বেদে লোধ নামক কোন ঋষির নামও পাওয়া যায় না। তার জন্য ' লোধ ' শব্দও যাস্কের দৃষ্টিতে সামান্য বাচক নাম প্রতীত হয়। কোন বিশেষ ঋষির নাম নয়।

♂নাভাক শব্দের অর্থ ♂

নিরুক্ত ১০/৫ এ " নাভাক " শব্দ সম্বন্ধে নিরুক্তকার লিখেছেন —

" ঋষির্নাভাকো বভুব "

নাভাক এক ঋষি হোন।

যাস্ক উক্ত শব্দের নির্বচন করতেন না, কারণ স্বয়ং বেদে বলা হয়েছে " নভন্তামন্যকে সমে "। এর অর্থ যাস্ক এরূপ করেছেন। —

" মা ভুবত্রন্যকে সর্বে, যে তো দ্বিষন্তি দুর্ধিয়ঃ, পাপধিয়ঃ, পাপসঙ্কল্পাঃ। "

বিদ্বেষ করা লোক যেন না থাকে। দুষ্ট পাপ-বুদ্ধি, পাপ-সঙ্কল্প সম্পন্ন লোক যারা থাকলে শুভ বুদ্ধির উদয় হয় না, তাদেরকেই নাভাক বলে।

যাস্ক আরো বলেন —

" এষ এব ভবতি "

অর্থাৎ : তিনিই (পরমেশ্বর) সর্বদা থাকেন।

বেদের " নাভাক " শব্দের অর্থ স্বয়ং বেদে করা হয়েছে। আর সেই অর্থকেই যাস্ক বিস্তৃত করেন। ঐতিহাসিকদের মতানুসারে সে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ হয়ে থাকে। বেদে তা " ঋষি " অর্থে পাওয়া যায়। ঋষি তাকেই বলে যার উপস্থিতিতে দুরাচারীদের সেখানে থাকা অসম্ভব হয়ে যায়।

♂ভগ শব্দের অর্থ ♂

নিরুক্ত ১২/১৪ " ভগ " সম্বন্ধে সূর্যের উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত বলা হয়েছে।

" অন্ধো ভগ ইত্যাহুরনুৎসৃসো ন দৃশ্যতে প্রাশিত্রমস্যাক্ষিণী নির্জঘানেতি চ ব্রাহ্মণম্ "

ভগ অন্ধ ছিল। অপ্রকাশিত হওয়ার দরুন সে দেখত না কিছু। ব্রাহ্মণ গণ বলেন — প্রাশিত্র তার চুখ ফুটিয়ে দেয়।

নিরুক্তকার মত ঐতিহাসিক পক্ষ থেকে কতটুকু পার্থক্য রাখে তা উক্ত ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়। যাস্কের মতে তা সূর্য হয় যা এখনো উদিত হয় নি। আলঙ্কারিক অর্থ অনুযায়ী সূর্যের প্রাকঃ চোখ ফোটার সময়ের অবস্থা। কিন্তু ঐতিহাসিক পক্ষের মতে সে এক দেবতা যার চোখ ফুটেছে ।

সমাপ্তম্

ওওম্ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

বেদে কি নারীদের বুদ্ধি কম বলা হয়েছে ? ঋগ্বেদ ৮।৩৩।১৭ বিশ্লেষণ

বেদে কি নারীদের বুদ্ধি কম বলা হয়েছে ❓ঋগ্বেদ ৮।৩৩।১৭ বিশ্লেষণ

✅আলোচ্য বেদমন্ত্রটি হচ্ছে -

ইন্দ্রশ্চিদ্ঘা তদব্রবীৎস্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ ।
উতো অহ ক্রতুং রঘুম্ ॥
ঋগ্বেদ ৮।৩৩।১৭

👉সায়ণভাষ্যে বলা হয়েছে -

“ইন্দ্রশ্চিদ্ধ ইন্দ্রঃ খলু “তদব্রবীৎ । “স্ত্রিয়াঃ “মনঃ চিত্তম্ “অশাস্যং পুরুষেণাশিষ্যং শাসিতুমশক্যং প্রবলত্বাদিতি । "উতো অপি চ স্ত্রিয়াঃ “ক্রতুং প্রজ্ঞাং "রঘুং লঘুমাহ ॥

👉শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় (অক্ষয় লাইব্রেরী) অনুবাদ করেছেন -

ইন্দ্রই তাহা বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর মন দুঃশাস্য, স্ত্রীর ক্রতু লঘু ।

আসুন এবার মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য পর্যবেক্ষণ করি -

🟢পণ্ডিত হরিশরণ সিদ্ধান্তালঙ্কার -(ইন্দ্রঃ) প্রভু (চিৎ ঘা) নিশ্চিতভাবেই (তদ্ অব্রবীৎ) এই প্রবচন করেন যে (স্ত্রিয়াঃ) স্ত্রীর (মনঃ) মন (অশাস্যম্) শাসনযোগ্য নয়(উত) এবং (উ) নিশ্চিতচাবে প্রভুই এই স্ত্রীর (ক্রতুম্)প্রজ্ঞাকে (রঘুম্ অহ) গতিশীল ক্রিয়াত্মকই [অব্রবীৎ=বলেছেন] ।

অর্থাৎ স্ত্রীর মনের উপর পতির শাসন করা উচিত নয় । পতির মানসিকতাকে মৃত করা উচিত না । এতে সন্তানও উত্তম হয় না । পত্নীর বুদ্ধি ক্রিয়াত্মক ও গতিশীল । প্রতি সমস্যারই কোন না কোন সমাধান উদ্ভাবন করে ।

🔶পণ্ডিত জয়দেব শর্মা আধিভৌতিরূপে ইন্দ্র = বিদ্বান দ্বারা প্রবচনকৃতরূপে ব্যাখ্যা করেছেন । পাশাপাশি মতামত দিয়েছেন -

উত্তম উপদেশ ও গুণের গৃহীতা শিক্ষিতা স্ত্রীর চিত্ত বিশেষ শাসনের অপেক্ষা করে না এবং তার কর্ম সামর্থ্যও অত্যন্ত কুশল হয় ।

🔷ড. তুলসীরাম শর্মা ইন্দ্রকে আধিভৌতিক ব্যাখ্যায় পতির অজ্ঞানতারূপ চিন্তাধারায় স্ত্রীর বুদ্ধি লঘু হিসেবে রেখেও বলেছেন এটা ' it is less than half the truth ' অর্থাৎ স্বামীর এটা ভুল মন্তব্য হবে এবং পরবর্তী অর্থাৎ ১৮ নম্বর মন্ত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমান গুরুত্ব সংসারে প্রদর্শন করেছেন । কিন্তু সায়ণাচার্য নারীর প্রতি হীন দৃষ্টির কারণে এহেন ব্যাখ্যা করতেও অসমর্থ ছিলেন ।

🔰মূলত মন্ত্রে 'রঘু' শব্দটিকে সায়ণাচার্য বিভ্রান্তিবশত 'লঘু' হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । ফলশ্রুতিতে অনুবাদকরাও স্ত্রীর প্রতি এমন অবমাননাকর সিদ্ধান্ত লিখেছেন যা কিনা বেদের সামগ্রিক শিক্ষা ও আদর্শ বিরোধী ।

রঘু অর্থ কুশল । যদ্যপি উণাদি কোষে বলা হয়েছে স্ত্যায়তের্ড্রট্। উ০ ৪।১৬৬। ইতি স্ত্যৈ শব্দসঙ্ঘাতয়োঃ-ড্রট্। লোপো ব্যোর্বলি। পা০ ৬।১।৬৬। ইতি যলোপঃ। টিত্বাৎ ঙীপ্। ইতি স্ত্রী সংহতিঃ। স্ত্রীপুংসাভ্যাং নঞ্স্নঞৌ ভবনাৎ। পা০ ৪।১।৮৭। তস্মৈ হিতম্। পা০ ৫।১।৫। ইতি হিতার্থে নঞ্।

কিন্তু অষ্টাধ্যায়ী ৮।২।১৮ অনুযায়ী ল'তে পরিণত হলেও ঋগ্বেদ ১।১৪০।৪ 'রঘুদ্রুবঃ' বা 'রঘুষ্যদঃ' পদে তা হয়নি ।

আলোচ্য মন্ত্রেও সায়ণ প্রসঙ্গ ও অর্থ বিবেচনা না করে এই হঠকারী ভাষ্য করায় মূল তাৎপর্য বিকৃত হয়েছে । তাই আমাদের উচিত সঠিক অর্থ গ্রহণ করা ও বিকৃত ভাষ্য বর্জন করা ।

ওম্ তৎ সৎ

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে এবং মহর্ষি দয়ানন্দ জীর বেদ ভাষ্যে সোম শব্দের বিবিধ প্রকার অর্থ

- **ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে**

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে সোম এর অনেক অর্থের বর্ণনা রয়েছে । এখানে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক অর্থ ছাড়াও আধিদৈবিক অর্থেরও বর্ণনা রয়েছে ।

যেমন - " সত্যং বৈ শ্রীর্জ্যোতিঃ সোমঃ । " [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৫/১/২/১০ ; ৫/১/৫,২৮] এখানে সোম এর অর্থ " জ্যোতি " নির্দেশ করা হয়েছে । " শ্রীবৈ সোমঃ " । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৪/১/৩/৯] এখানে সোম দ্বারা শ্রী অর্থাৎ, ঐশ্বর্য অথবা শোভা অর্থ নির্দেশ করছে ।

" রাজা বৈ সোমঃ " । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ১৪/১/৩/১২] এখানে সোম এর অর্থ রাজা বর্ণনা করা হয়েছে ; কেননা, সোম শব্দ " ষু প্রসবৈশ্বর্য়য়োঃ " দ্বারা গঠিত হয়েছে । তার ঐশ্বর্য আদি অর্থ গ্রহণ করে রাজপরক অর্থ দর্শিত করা হয়েছে ।
" সোমো হি প্রজাপতিঃ । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৫/১/৫/২৬] " সোমো বৈ প্রজাপতিঃ " ইত্যাদি উক্তি অনুসারে প্রজাগণের স্বামী পরমেশ্বরকে নির্দেশ করে সোম শব্দের প্রয়োগ হয়েছে ।

' য়ো ' বৈ বিষ্ণুঃ সোমঃ সঃ । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৩/৩/৪/১] অর্থাৎ, বিষ্ণু — সর্বব্যাপক পরমেশ্বরকেই সোম নামে সম্বোধন করা হয়ে থাকে । " য়োSয়ং বায়ুঃ পবত এষ সোমঃ " ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ. ৭/৩/১/১] এখানে সোমের অর্থ বায়ু । " সোমো বৈ চতুর্হোতা "
[তৈত্তিরীয়. ২/৩/১/১] এর অর্থ চতুর্বেদ দ্বারা যজ্ঞকারী ব্রহ্মাকেও সোম বলা হয় ।
" এষ বৈ য়জমানো য়ৎ সোমঃ " [তৈত্তিরীয়. ১/৩/৩/৫] এর অর্থ যজমানকেও সোম বলা হয় । " বর্চঃ সোমঃ " । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৫/২/৫/১] এখানে বর্চ-কে সোম বলা হয়েছে । " ক্ষত্রং সোমঃ " । [ঐত. ২/৩৮ ।। কৌষিতকী. ৭/১০/৯/৫] " ক্ষত্রং বৈ সোমঃ " । এর অর্থ ক্ষাত্র শক্তিকেও সোম বলা হয় ।
" য়শো বৈ সোমঃ " । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৪/২/৪/৯] " য়শো বৈ সোমো রাজা "
[ঐতরেয়. ১/১৩] " সোমো বৈ য়শঃ " ।

[তৈত্তিরীয়. ২/২/৮/৮] ইত্যাদি বচন অনুসারে যশ প্রাপ্ত করার জন্য সোম শব্দের প্রয়োগ হয়েছে । " রেতঃ সোমঃ " । [কৌষীতকী. ১৩/৭ ।। তৈত্তিরীয়. ২/৭/৪/১ ।। শতপথ. ৩/৩/২/১ ।। ৩/৩/৪/২৮] ইত্যাদি

প্রমাণানুসারে সোম শব্দের অর্থ বীর্য-কেও নির্দেশ করা হয়েছে এবং এজন্য বীর্যবান ব্রহ্মচারী বা স্নাতকদের জন্য বিশেষ রূপে আধিভৌতিক দৃষ্টি দ্বারা সোম শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে । " প্রাণঃ সোমঃ " [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৭/৩/১/২] " প্রাণো হি সোমঃ । [তাণ্ডব্য. ৯/৯/১/৫] ইত্যাদি বচন অনুসারে প্রাণের জন্যও সোম শব্দের প্রয়োগ বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে । " রসঃ সোমঃ " । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৭/৩/১,৩] তদ্ য়ৎ তদমৃতং সোমঃ সঃ । ইত্যাদি বচন অনুসারে জ্ঞানময় ভক্তিরস বা ভক্তি অমৃতের জন্যও সোম শব্দের উল্লেখ বেদে করা রয়েছে । ঋগ্বেদ: ১/৮৪/৪ নং এবং সামবেদ ৯৪৯ নং মন্ত্রে এই বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে ––" ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমত্যং মদম্ ।।

অর্থাৎ, হে (ইন্দ্র) জীবাত্মন্ ! তুমি (ইমম্) এই (সুতম্) অভ্যাস বৈরাগ্যাদি দ্বারা উৎপাদিত (জ্যেষ্ঠম্) সবচেয়ে বড় (অমত্যে) অমর, কখনও নষ্ট হয় না আধ্যাত্মিক (মদম্) মস্তকারী জ্ঞানময় ভক্তিরসকে (পিব) পান করো ।

" সোমঃ পয়ঃ " । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ১২/৭/৩/১৩] তথা " আপঃ সোমঃ সুতঃ " । [শতপথ ব্রাহ্মণ. ৭/১/১/২১] আদি অনুসারে সোম শব্দ বেদে দুগ্ধ অথবা জলের জন্যও প্রয়োগ হয়েছে । " সোমো বৈ দধি " [কৌষিতকী. ৮/৯] এখানে দধি অর্থে সোম শব্দের প্রয়োগ হয়েছে । " অন্নং সোমঃ " । [কৌষিতকী. ৯/৬ ।। শতপথ ব্রাহ্মণ. ৩/৩/৪/২৮ ।। তাণ্ডব্য. ৬/৬/১] আদি বচন অনুসারে উত্তম অন্নের জন্যও সোম শব্দের প্রয়োগ হয়েছে । তৈত্তরীয়. ১/৩/৩/২-এ সোমকে দেবগণের পরম অন্ন বলা হয়েছে ।
[এতদ্ বৈ দবানাং পরমমন্ত্রং য়ৎ সোমঃ]

সোমকে কৌষীতকী ১৩/৭ -এ " এতদ্ বৈ পরমমন্নাদ্যং য়ৎ সামঃ " হিসেবে বর্ণিত হয়েছে । শতপথ ব্রাহ্মণ. ১১/৫/৬/৬-এ সাম মন্ত্রগুলোকে দেবগণের সোমাহুতি বলা হয়েছে ; [সোমাহুতয়া হ বা এতা দবানাং য়ৎ সামানি ।] " অথ সোমায় বনস্পতয়ে " [শতপথ. ৫/৩/৩/৪] " সাম বোরুধাং পতে " । [তৈত্তরীয় ৩/১১/৪/১] " ওষধা হি সামো রাজা " [ঐতরেয়. ৩/৪০] " সোম ওষধীনাম্ অধিরাজঃ " । [গোপথ. উ. ১/১৭] " সোমো বৈ রাজাষধীনাম্ । [কৌষিতকী ৪/১২ ।। তৈত্তিরীয়. ৩/৭/১৭/১] ইত্যাদি অনুসারে সোম ঔষধীগণের অথবা বনস্পতিগণের রাজা ।

অনেক প্রকার রোগ নিবারণ এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য এর সেবন করা হয়ে থাকে ।

স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ং
তীব্রঃ কিলায়ং রসবাঁ উতায়ম্ ।
উতো ন্বস্য পপিবাংসমিন্দ্রং
ন কশ্চন সহত আহবেষু ।।
-- ঋগ্বেদ: ৬/৪৭/১ ।। অথর্ববেদ: ১৮/১/৪৮
এই মন্ত্রে সোমলতার রসকে বাসরূপে বর্ণনা করা হয়েছে — এই সোম রস সুস্বাদু, মধুর, তীব্র এবং রসযুক্ত । এটা পান করার ফলে ইন্দ্র-রাজা-সেনাপতি আদিকে যুদ্ধে কেউই পরাস্ত করতে পারবে না ।

এ ছাড়াও " সোমো বৈ ব্রাহ্মণঃ " । [তাণ্ড্য. ২৩/১৬/৪] " সৌম্যো হি ব্রাহ্মণঃ " । [তৈত্তি. ২/৭/৩/১] " পুমান্ বৈ সোমঃ " । [তৈত্তি. ১/৩/৩/১] ইত্যাদি অনুসারে প্রধানতয়া শান্ত স্বভাবী ব্রাহ্মণ এবং সামান্যতম কিছু স্থানে অন্য পুরুষের জন্যও সোম শব্দের প্রয়োগ বেদ-এ রয়েছে ।

সোমো বধুয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা ।
সূর্যাং য়ৎ পত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাৎ ।।
-- ঋগ্বেদ: ১০/৮৫/৯ ।।
ইত্যাদি মন্ত্রে সোম দ্বারা বীর্যবান পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে ।

- **মহর্ষির দয়ানন্দ কৃত বেদ ভাষ্যে সোমের বিবিধ প্রকার অর্থ**

মহর্ষি দয়ানন্দ জী তাঁর বেদ ভাষ্যে বেদ এবং ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি অনুসারে সোম এর বিবিধ প্রকার অর্থ করেছেন ; যা স্পষ্ট নির্দেশ করে মহর্ষি দয়ানন্দ জী আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দৃষ্টিতে সোম শব্দের অনেকার্থ মেনেছেন ।

আধ্যাত্মিক অর্থ

১. পরমেশ্বরঃ - সকলজগতঃ প্রসবিতা -- যজু: ৭/২৫, সৃষ্টিক্রমেণ সর্বপদার্থাভিষবকর্তা শান্তঃ
-- ঋগ্বেদ: ১/৮৯/৩
সোমঃ = পরমেশ্বরঃ -- যজু: ৪/২০
২. বীরসাদিকঃ -- ঋগ্বেদ: ১/৪৭/৩
৩. যোগেশ্বর্যবৃন্দঃ -- যজু: ৭/৯
৪. শরীরাত্মবলম্ -- যজু: ৩৪/২১

আধিভৌতিক অর্থ

১. প্রেরকো বিদ্বান্ -- ঋগ্বেদ: ৬/৩৮/৪
ধর্মপ্রেরকঃ -- ঋগ্বেদ: ১/১১১/৯
২. মৃদুগুণবর্ধকঃ -- যজু: ৮/১
৩. ঐশ্বর্যমিচ্ছুঃ -- যজু: ৯/৩১
৪. শুভগুণপ্রসিদ্ধঃ -- যজু: ১০/১৮
ঐশ্বর্যবান, সত্যাচারে প্রেরকঃ
--যজু:৩৪/২১
৫. উত্তমরসসম্পাদকঃ, পদার্থবিদ্যাস্বীকারকঃ ঐশ্বর্যযুক্তং রাজ্যং বা -- যজু: ৪/২৪
৬. প্রসস্তগুণঃ শিষ্যঃ -- যজু: ৭/১৪

৭. সর্বসুখপ্রাপকঃ সভাধ্যক্ষঃ -
--ঋগ্বেদ:১/৩৪/৭
৮. সর্বসুহৎ সৌহার্দপ্রদো বা
-- ঋগ্বেদ: ১/৯১/৮
সৌভ্যগুণসম্পন্নো রাজা -- যজু: ৭/২১
৯. ঐশ্বর্যগুণবিশিষ্টো গৃহাশ্রমঃ -- যজু:৮/৪৯

🔶🔶আধিদৈবিক অর্থ 🔶🔶

১. সোমলতাদিসমুহরসঃ -- ঋগ্বেদ: ১/১৮/৪
সর্বরোগনাশকো বলপুষ্টিবুদ্ধিবর্ধক উত্তমোধ্যভিষবঃ --ঋগ্বেদ: ১/২৮/৯
২. ঐশ্বর্যপ্রদঃ পদার্থসমূহঃ
-- ঋগ্বেদ:১/৮০/২
৩. জলম্ -- ঋগ্বেদ: ৫/৩৪/৩
৪. অনেক প্রকার সুখকে উৎপন্নকারী পবন
-- ঋগ্বেদ: -- ১/৯৪/৫
৫. মহৌষধিবিশিষ্টমন্নম্ -- ঋগ্বেদ: ৩/৪০/৫
৬. সূয়ন্তে যস্মিন্ স সংসারঃ
-- ঋগ্বেদ: ৩/৪৭/৩
৭. ওষধিজন্যো ঘৃতদুগ্ধাদিরসঃ
-- ঋগ্বেদ: ৩/৪৭/৪
৮. চন্দ্রঃ -- ঋগ্বেদ: ৩/৬১/২

নমস্কার

গৌতমবুদ্ধের ধর্ম কী ছিলো ?
বুদ্ধের মতে সনাতনধর্ম কতটা প্রাচীন?

🔶গৌতমবুদ্ধ কোন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও বুদ্ধের মতে সনাতনধর্ম কতটা প্রাচীন?
- হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা মুসলিম আমরা সকলেই খুবই ভালোভাবে জানি গৌতমবুদ্ধ হিন্দু ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এবং সনাতনধর্ম ভারত তথা সারাবিশ্বেরই প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাস। পরবর্তীকালে ভারতে সনাতন ধর্মদর্শন হতে পৃথক হয়ে জৈন, চার্বাক, বৌদ্ধ, অজীবিক, অজ্ঞান প্রভৃতি দর্শনের উদ্ভব হয়েছে। সনাতনধর্মের মহান পরমতসহিষ্ণুতার কারণেই এইসমস্ত মতবাদ ভারতের বুকে বিকশিত হতে পেরেছে এবং সারা ভারতজুড়েই একসময় বেশ শক্তিশালী প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে কালের বিবর্তনে আজ এগুলোর কিছু ভারত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত আবার কিছু অত্যন্ত সংখ্যালঘু হয়ে বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রাচীনতম দর্শন হয়েও সনাতনধর্ম আজও ভারত তথা পৃথিবীর বুকে স্বমহিমায় দাড়িয়ে আছে।

তবে আজকাল কিছু অহেতুক হিন্দুবিদ্বেষ পোষণকারী মিথ্যাচারীদের বিভিন্ন হাস্যকর অপপ্রচার বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তারা প্রচার করছে, সনাতনধর্ম কেবল ৪০০-৫০০ বছরের পুরনো ধর্ম, বুদ্ধ কোনো হিন্দু পরিবারে জন্মায়নি, বুদ্ধের সময়কালে সনাতনধর্মের কোনো অস্তিত্ব ছিল না ইত্যাদি। এইসব মিথ্যাচারীরা মূলত বাংলাদেশের চট্টগ্রামে বসবাসরত বড়ুয়া থেরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু অংশ যারা ভারতের আম্বেদকর অনুগামী নবযানী বৌদ্ধদের দ্বারা ব্রেনওয়াশড।

এতটা নির্বোধদের এইসব শিশুশুলভ কথাবার্তার খন্ডন করতে যাওয়া আমরা নিজেদেরই অপমান বলে বোধ করি। তথাপি এই লেখার উদ্দেশ্য সনাতনধর্ম বহির্ভূত নাস্তিক বৌদ্ধমতেও সনাতনধর্মের সুপ্রাচীন পরম্পরার প্রমাণ কতটা সবিস্তারে বর্ণিত তা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা। তাই এই লেখার সমস্ত প্রমাণই আমরা বৌদ্ধশাস্ত্র হতে উপস্থাপন করব ও যথাসম্ভব সেগুলোর ছবি কমেন্টে যুক্ত করার চেষ্টা করব।
প্রথমেই গৌতমবুদ্ধ কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেইবিষয়ে আসা যাক। গৌতমবুদ্ধ হিন্দু ক্ষত্রিয়বর্ণে জন্মগ্রহণ করেননি তাহলে তিনি কোন ধর্মে জন্মেছেন? এই প্রশ্ন করা হলে তারা শ্রমণধর্ম বা কখনো কখনো শ্রামণ্যধর্ম নাম দিয়ে নতুন একটা ধর্মের অবতারণা করে থাকে। অর্থাৎ তাদের মস্তিষ্কে নবযানীরা হিন্দুবিদ্বেষ এতটাই ভরে দিয়েছে যে তাদের মান্যতা হলো বুদ্ধ মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, কথিত শ্রমণ ইত্যাদি যেই ধর্মেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন কিন্তু হিন্দু হয়ে জন্মেছেন এইটা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না। তাদের এই নতুন শ্রমণধর্ম নামক প্রোপাগান্ডাও এই লেখায় খন্ডন করা হবে কিন্তু আগে আমরা বুদ্ধ কোন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা আলোচনা করি। দীর্ঘনিকায়, মহাবর্গ, মহাপদানসূত্র, ৪-৬ এ গৌতমবুদ্ধ তাঁর ও পূর্বকালীন কিছু বুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন,

“এখন হতে একনবতি কল্পে ভগবান বিপশ্যি, একত্রিংশ কল্পে ভগবান বিশ্বভূ ও ভগবান শিখী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বর্তমান কল্পে ভগবান ককুসন্ধ, ভগবান কোণাগমন, ভগবান কশ্যপ ও আমি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ রূপে জগতে আবির্ভূত হয়েছি। বিপশ্যি, বিশ্বভূ ও শিখী তাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন ও ক্ষত্রিয় হয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। কাকুসন্ধ, কোণাগমন ও কশ্যপ তাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এক্ষণে আমি জাতিতে ক্ষত্রিয় হয়ে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হয়েছি। বিপশ্যি, বিশ্বভূ ও শিখী তাঁরা কৌন্ডিণ্য গোত্রীয়। কাকুসন্ধ, কোণাগমন ও কশ্যপ তাঁরা কশ্যপ গোত্রীয়। হে ভিক্ষুগণ! এক্ষণে আমি গৌতম গোত্রীয়। “

গৌতমবুদ্ধ কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেইবিষয়ে আশা করি আর কোনো প্রমাণ উপস্থাপনের দরকার নেই। গৌতমবুদ্ধ এই সূত্রসহ আরো অসংখ্য স্থানেই তাঁর ক্ষত্রিয়বর্ণে জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু এই সূত্রে গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর পূর্বকালীন বুদ্ধদের গোত্র পর্যন্ত উল্লেখ করে গিয়েছেন। বর্ণব্যবস্থা ও গোত্রব্যবস্থা উভয়ই সনাতনধর্মের অবিচ্ছেদ্য ও অনন্য অংশ। বুদ্ধগণের এই উল্লেখিত গোত্রগুলো এখনো হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান। শুধু তাই নয় জাতিবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলে মান্য হলেও গৌতমবুদ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণে জন্মগ্রহণের অহংকারে সর্বত্র ক্ষত্রিয়কেই সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যেমন দীর্ঘনিকায়ের অম্বট্ ঠসূত্রে ব্রাহ্মণবর্ণকে চারবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করা অম্বট নামক ব্রাহ্মণকে গৌতমবুদ্ধ প্রথমে তার বংশপরিচয় নিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তাকে নিরুত্তর করেন ও সবশেষে বুদ্ধ বলেন,

“ নারী কিংবা পুরুষ উভয় দিক হতেই ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হীন।....যখন ক্ষত্রিয় চরম অধঃপতন প্রাপ্ত হয় তখনও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হীন। “

এছাড়া জাতকনিদানে গৌতমবুদ্ধ তার জন্ম বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন যে বুদ্ধগণ কদাপি বৈশ্য বা শূদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করেন না, বিশ্ববিশ্রুত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কুলেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আর বর্তমান জগতে ক্ষত্রিয়কুলই শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি ক্ষত্রিয়কুলেই জন্মগ্রহণ করেছেন। ত্রিপিটক মতে গৌতমবুদ্ধের পূর্বে আরো ২৭ জন বুদ্ধ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রথমেই উল্লেখ করা সূত্রে আপনারা গৌতমবুদ্ধসহ মোট সাতজন বুদ্ধের কথা পড়েছেন। খুদ্দকনিকায়ের বুদ্ধবংশে গৌতমবুদ্ধ এই ব্যতিত আরো ২১ জন বুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধবংশের বর্ণনা থেকেও দেখা যায় এই বাকি ২১ জন বুদ্ধের প্রত্যেকেও ক্ষত্রিয় কিংবা ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ত্রিপিটকবর্ণিত ২৮ বুদ্ধের কেউই হিন্দু পরিবারের বাইরে জন্মগ্রহণই করেনি। এছাড়া শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক শিশু সিদ্ধার্থের নামকরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করার কাহিনীত নির্লজ্জ ফেসবুক ভান্তেগুলো ভালোভাবেই অবগত আছেন। জাতকনিদানের অবিদূর নিদানে বর্ণিত হচ্ছে গৌতমবুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পঞ্চমদিনে শুদ্ধোদন ১০৮ জন ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তার নামকরণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁদের মধ্যে বামদ্বিজ, ধ্বজ, মন্ত্রী, কোন্ডণ্য, লক্ষণ, সুষাম, সুদান্ত, ভোজ এই আটজন ছয় বেদাঙ্গে পারদর্শী প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন ব্রাহ্মণ শিশু গৌতমকে দেখে বলেন যে এইপ্রকার লক্ষণসম্পন্ন কুমার যদি সংসারে অবস্থান করে তাহলে

চক্রবর্তী রাজা হবেন আর যদি গৃহত্যাগ করে প্রব্যজ্যা গ্রহণ করেন তাহলে বুদ্ধ হবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কোন্ডণ্য শিশু গৌতমের সর্বোত্তম লক্ষণগুলো অবলোকন করে বলেন যে এই কুমার সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কোনো হেতুই তিনি দেখছেন না, ইনি নিশ্চয়ই আসক্তিশূন্য বুদ্ধ হবেন। কাল্পনিক শ্রমণধর্মের অনুসারী হলে শুদ্ধোদন কি তার পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানাতেন? অতএব এতগুলো প্রমাণ উপস্থাপনের পর অত্যন্ত বেহায়া না হলে ফেসবুক ভান্তেগুলো আর গৌতমবুদ্ধের ধর্ম নিয়ে মিথ্যাচার করবে না।

ত্রিপিটকে কেবল "ব্রাহ্মণ" নামেই কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ব্রাহ্মণের নামে অসংখ্য সূত্র, বর্গ, সংযুক্ত ইত্যাদি অংশ বিদ্যমান। সারা ত্রিপিটকেই গৌতমবুদ্ধের সাথে অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণের ধর্মালোচনার ঘটনা বর্ণিত আছে। যেমন উদাহারণ হিসেবে দীর্ঘনিকায়ে সোণদন্ড সূত্রে বর্ণিত হচ্ছে গৌতমবুদ্ধ চম্পা নামক নগরে আগমন করলে সেই নগরের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সোণদন্ডের সাথে তাঁর ধর্মালোচনা হয় এবং সোণদন্ড পরবর্তীতে গৌতমবুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সোণদন্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে সেই সূত্রে বলা হচ্ছে,

" মহানুভব সোণদন্ড অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, ব্যাকরণবিদ, পদকর্তা, তর্কবিদ্যা নিপুণ।"

এখানে বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণশাস্ত্র, পঞ্চমবেদ ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারত, দর্শন ইত্যাদি হিন্দুশাস্ত্রের কথা স্পষ্টতই উল্লেখ আছে। এছাড়া সংযুক্তনিকায়, ব্রাহ্মণ সংযুক্তের সুন্দরিক সুত্তে বুদ্ধ বলছেন,

" যিঁনি সত্যের দ্বারা দান্ত, দমসমন্বিত, বেদান্তের শেষ সীমায় উপনীত, ব্রহ্মচর্যের পরম ব্রতী তাঁকেই যজ্ঞসম্পাদনকারীর আহ্বান করা বিধেয়।"

এখানে বেদান্ত বা উপনিষদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এভাবে ত্রিপিটকের অগণিত স্থানেই বেদসহ অন্যান্য অনেক হিন্দুশাস্ত্রের কথা উল্লেখ আছে। এছাড়া গৌতমবুদ্ধকে যে বেদবিরোধী বলা হয় তাও মিথ্যা। হ্যাঁ, বুদ্ধ বেদকে ঋষিদের দ্বারা রচিত বলে মেনেছেন ও বুদ্ধের দর্শন নিঃসন্দেহে অবৈদিক দর্শন কিন্তু তিনি সরাসরি বেদের অবমাননা করেছেন এরকম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যেখানে বুদ্ধ বেদকে পথনির্দেশক বলে মানছেন যেমন - সুত্তনিপাত ৩২৪, ৩৩১, ৩৩২, ১০৬৪, ১০৬৫ ইত্যাদি।

ত্রিপিটকে সংস্কৃত ভাষারও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যেমন বিনয়পিটক, চূলবর্গ, ক্ষুদ্র বিষয় অধ্যায়, ২৮৫ তে বর্ণিত হচ্ছে বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে যমেল ও কেকুটা নামক দুইজন মিষ্টভাষী ও মিষ্টি স্বরবিশিষ্ট ব্রাহ্মণজাতির ভিক্ষু ছিল। তারা লক্ষ করছিল যে বুদ্ধের সংঘে থাকা বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ভিক্ষুগণ নিজ নিজ ভাষায় বুদ্ধের বাণীগুলোকে দূষিত করছিল। তাই সেই দুইজন ব্রাহ্মণজাতীয় ভিক্ষু চাইল যে তারা ছন্দে আরোপিত সংস্কৃত ভাষায়

বুদ্ধের বাণীগুলো পরিবর্তিত করবে। কিন্তু তখন বুদ্ধ কঠোরভাবে সংস্কৃত ভাষায় তার বাণীগুলোকে পরিবর্তন করতে নিষেধ করেন ও একে দুক্কট অপরাধ বলে অভিহিত করেন। তখন যদি বুদ্ধ এর বিরোধ না করতেন তাহলে আজকে ত্রিপিটকও সংস্কৃত ভাষাতেই বিদ্যমান হত।

ত্রিপিটকের অসংখ্য স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথাও স্পষ্টভাবেই বর্ণিত আছে। যেমন দীর্ঘনিকায়, শিলাখন্ডবর্গের কূটদন্ত সূত্রে বর্ণিত হচ্ছে, ব্রাহ্মণ কূটদন্ত এরূপ শুনেছেন যে শ্রমণ গৌতম যজ্ঞের ত্রিবিধ সম্পদ, ষোড়শ উপকরণ বিষয়ে জানেন। কূটদন্ত মহাযজ্ঞ করবেন কিন্তু যজ্ঞের সেইসমস্ত বিষয় তিনি জানেন না। অতঃপর তা অবগত হওয়ার জন্য কূটদন্ত বুদ্ধের কাছে গেলে বুদ্ধ তাকে অনেক পূর্বকালের মহাবিজিত নামক এক সম্রাটের করা মহাযজ্ঞের বৃত্তান্ত বলার মধ্য দিয়ে সেই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন এবং সবশেষে গৌতমবুদ্ধ বলেন যে সেইসময় তিনি সেই মহাযজ্ঞের যাজক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব সনাতন বৈদিক যাগযজ্ঞ কতটা প্রাচীন তা এখান থেকে নিশ্চয়ই বৌদ্ধদের কাছে স্পষ্ট। এছাড়া মধ্যমনিকায়ে বুদ্ধ বলছেন,

" অগ্নিহোত্র যজ্ঞে মুখ্য, সাবিত্রী ছন্দে প্রধান...., নক্ষত্রের মুখ্য চন্দ্র (শৈলসূত্র, ৪০০)।"

এইটা পড়ে সকলেই বুঝতে পারছেন গৌতমবুদ্ধের বাণীতে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও পবিত্র গায়ত্রী(সাবিত্রী) মন্ত্রের কথাত উঠে এসেছেই সাথে গীতার শ্লোকও এখানে স্পষ্টতই উদ্ধৃত হয়েছে। গীতা যে ত্রিপিটক রচনার পূর্ব হতেই বিখ্যাত ছিল তার প্রমাণ এইটি। এখন যদি কোনো অতি বুদ্ধিমান ফেসবুক ভান্তে দাবি করে যে গীতা থেকে ত্রিপিটক নয় বরং ত্রিপিটক থেকে গীতা এগুলো নিয়েছে তাহলে সেই ভান্তেকে আমার আহ্বান নক্ষত্রের মুখ্য চন্দ্র এই কথার তাৎপর্য ও সাবিত্রী ছন্দ বা মন্ত্র কী এই প্রশ্নের উত্তর বৌদ্ধ শাস্ত্র হতে উপস্থাপন করুন। দ্বিতীয়ত বৌদ্ধশাস্ত্রে হিন্দুদের অগ্নিহোত্র - যাগযজ্ঞ কিংবা পবিত্রতম গায়ত্রী মন্ত্রের কথা আসবে কেন? এছাড়া সুত্তনিপাত ৪৬০ এ আরো স্পষ্টভাবে তিনপদ চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্র বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। সাবিত্রী তিন পদ চব্বিশ অক্ষর এর মানেও ফেসবুক ভান্তেদের বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করছি।

উপরন্তু বুদ্ধের সংলাপে বৈদিক ঋষি পরম্পরার প্রাচীনত্বও উঠে এসেছে। যেমন দীর্ঘনিকায়, শিলাখন্ডবর্গের অম্বটসূত্রে বুদ্ধ তাঁর শাক্যবংশের পূর্বপুরুষ রাজা ওক্কাকের দিশি নামক এক দাসীর পুত্র কহ্নায়ণের কথা বর্ণনা করছেন যিনি দাসীপুত্র হয়েও মহর্ষি হয়েছিলেন ও দক্ষিণ জনপদে গিয়ে ব্রক্ষমন্ত্রের অধ্যয়ন করেছিলেন। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে বর্ণব্যবস্থা প্রাচীনভারতে গুণ-কর্মনুসারেই ছিল, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা সত্যকাম জাবালের কথা পায় যিনি একজন পিতৃপরিয়হীন ও পতিতার সন্তান হয়েও ব্রক্ষজ্ঞান লাভ করেছিলেন ও ধীরে ধীরেই এই যোগ্যতাভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা বেদবিরুদ্ধ জন্মভিত্তিক ব্যবস্থাতে রূপ নিয়েছে। এছাড়া মধ্যম নিকায়, ব্রাহ্মণবর্গ, বাসিষ্ঠ সূত্রে দুইজন ব্রাহ্মণের কথা বর্ণিত হচ্ছে যারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে এই নিয়ে যে কোনো ব্যক্তি কি ব্রাহ্মণ জন্মনুসারে হয় নাকি কর্মনুসারে? অর্থাৎ বুদ্ধকালীন ভারতেও ব্রাহ্মণদের কিছু অংশে গুণ-কর্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থার প্রতি মান্যতা ছিল। সে যাই হোক বলছিলাম বুদ্ধের সংলাপে প্রাচীন ঋষিপরম্পরার কথা । মধ্যমনিকায়, ব্রাহ্মণবর্গের চন্কী সূত্রে কাপতিক নামক ত্রিবেদজ্ঞ তরুণ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে বলছেন,

" ব্রাহ্মণদের প্রাচীন এই মন্ত্রপদ(বেদ) শ্রুতি পরম্পরায় আগত, এর প্রতি ব্রাহ্মণগণ পূর্ণ নিষ্ঠাবান। ব্রাহ্মণদের মতে এইটিই সত্য, অন্যসব মিথ্যা। এই বিষয়ে প্রভু গৌতম কী বলেন? "

অতঃপর গৌতমবুদ্ধ কাপতিকের উক্ত মতের খণ্ডন করতে গিয়ে একপর্যায়ে বলছেন,

" অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের যেই সকল পূর্বজ ঋষিগণ যাঁরা মন্ত্রের কর্তা, মন্ত্রের প্রবক্তা, এই প্রাচীন মন্ত্রপদ যাঁদের দ্বারা গীত, আধুনিক ব্রাহ্মণরা তারই অনুগান করে, তদনুভাষণ করে, ভাষণের পর পুনর্ভাষণ করে, অধ্যয়নের পর অধ্যয়ন করে। "

বৈদিক দর্শনে মন্ত্রপদ তথা বেদকে অপৌরষেয় (কোনো মনুষ্যকৃত নয়) বলে মানা হয়েছে(গীতা৩|১৫)। কিন্তু বুদ্ধ বেদকে প্রাচীন ঋষিকৃত বলে মেনেছেন। সেইটা তার নিজস্ব মত। এইবিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে এই সূত্রে স্পষ্টতই লক্ষ করা যাচ্ছে যে বুদ্ধের সেই সময়কালে অর্থাৎ ২৫০০ বছর পূর্বের ওই কথোপকথনেও বেদকে প্রাচীন বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। উপরন্তু গৌতমবুদ্ধ বিভিন্ন বৈদিক ঋষিদের নাম উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাঁদের তৎকালীন ব্রাহ্মণদেরও পূর্বজ ও প্রাচীন বলছেন। অতএব বুদ্ধের বাণীতে বৈদিক তথা ঋষি পরম্পরার প্রাচীনত্ব স্বীকৃত। প্রায় একইরকম বর্ণনা দীর্ঘনিকায়ের অম্বটসূত্রেও বিদ্যমান। সেই সূত্রে ব্রাহ্মণ অম্বটকে বুদ্ধ আরো বলছেন যে ঋষিদের সেই মন্ত্র কেবল অধ্যয়ন করলেই (তাঁদের জীবনাচরণ অনুসরণ না করে) কেউ ঋষি বা ঋষিমার্গের অনুগামী মাত্রও হবে না। সেই প্রাচীন ঋষিগণ কীরূপ ছিলেন তা গৌতমবুদ্ধ বর্ণনা করছেন সুত্তনিপাত চূলবগ্গ, ব্রাহ্মণ ধার্মিক সূত্রে। সেখানেও পূর্বকালীন ঋষিদেরকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করা হচ্ছে।

এইবার সরাসরি বুদ্ধের মতে সনাতনধর্ম ঠিক কতটা প্রাচীন তা দেখা যাক। ত্রিপিটকে গৌতমবুদ্ধ বলছেন চার সহস্র লক্ষ মহাকল্পেরও অনেক পূর্বে তিনি সুমেধ নামক ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলেন। তিনি ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব চার বেদের বিদ্বান ছিলেন (বুদ্ধবংশ, দীপঙ্কর বুদ্ধবংশ, ১-৫)।

এখানে কল্প শব্দটাও বেশিরভাগ বৌদ্ধের কাছেই অজানা হওয়ার কথা। কেননা এইসমস্ত শব্দ হিন্দুদর্শন হতেই নেওয়া ও বৌদ্ধমতে এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা না থাকাই স্বাভাবিক। সনাতনধর্মে জগতকে একটি চক্রের মতো দেখা হয় যা বারবার সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছে। প্রতিটা জগত সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যবর্তী সময়কে এক কল্প বলে। এবং বুদ্ধ ত্রিপিটকে সনাতন পরম্পরাকে চার সহস্র লক্ষ মহাকল্পেরও অধিক প্রাচীন বলছেন। অতএব সনাতনধর্ম যে সত্যিই সনাতন তথা চিরন্তন, চিরস্থায়ী, নিত্য ধর্ম তা কোনো বৌদ্ধেরই অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগ রইল না।

এবার শ্রমণ বা শ্রমণধর্ম-শ্রামণ্যধর্ম নামক তাদের নতুন প্রোপাগান্ডা খন্ডন করা যাক। প্রথমত শ্রমণ শব্দটাইত কোনো পালি শব্দ নয়, এইটা সংস্কৃত শব্দ। পালিতে এইটা "সমণ" হয়ে যাবে। এবং শ্রমণ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখও পাওয়া যায় বৈদিক শাস্ত্রেই (ঋগ্বেদ১০|৯৪|১১, বৃহদারণ্যক ৪|৩|২২, তৈত্তিরীয় আরণ্যক২|৭ ইত্যাদি)। সংস্কৃত এই শ্রমণ শব্দের একদম আক্ষরিক অর্থ যিনি শ্রম করেন। যেমন উক্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শ্রমণ শব্দটি

ঋষিদের বিশেষণরূপে এসেছে। পরবর্তীতে কঠোর শ্রম বা সাধনায় জীবন অতিবাহিত কারী সন্ন্যাসীদের জন্য শ্রমণ শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়। আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে কঠোর জীবনযাপন বৈদিক ভারতে জৈন প্রভৃতি দর্শনের উৎপত্তির অনেক পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে উৎপন্ন জৈন-অজীবিক দর্শনেও অত্যন্ত কঠোর সাধনা তথা শ্রমণ জীবনধারাতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আরো পরবর্তীতে উৎপন্ন বৌদ্ধমতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের ততটা কঠোর জীবনধারা না থাকলেও তারাও নিজেদের ভিক্ষুদের জন্য শ্রমণ শব্দটির ব্যবহার করে। এবং আধুনিককালে পাশ্চাত্য গবেষকগণ বৈদিক ধর্ম হতে পৃথক কিন্তু শ্রমণ জীবনধারাতে অনুপ্রাণিত করা জৈন, অজীবিক ও বৌদ্ধ এই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলোকে একসাথে Sramana Traditions বা শ্রমণ পরম্পরা বলে অভিহিত করেছেন। তাই শ্রমণ পরম্পরা কোনো ঐতিহাসিক একক Religion নয় বরং যেভাবে Abrahamic Religions বলতে ইহুদি, ইসলাম, খ্রিষ্টিয়ানিটি এই তিন রিলিজিয়নকে বোঝানো হয় তেমনি Sramana traditions বলতে বৌদ্ধ, জৈন, অজীবিক এই তিন ভারতীয় দর্শনকে বোঝানো হয়েছে। বৌদ্ধদের অপপ্রচারগুলো এতটাই হাস্যকর যে তারা আধুনিককালে ব্যবহৃত এই "শ্রমণ পরম্পরা" term টিকে ঐতিহাসিক একক ধর্ম বলে দাবি করার চেষ্টা করছে। অথচ ইতিহাস থেকে দেখা যায় বৌদ্ধ, জৈন, অজীবিক এই তিনটি দর্শন একে অন্যের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী ও খন্ডনকারী ছিল। তারা একজোট হয়ে কখনো একক কোনো রিলিজিয়ন তৈরি করেছিল এরূপ কোনো প্রমাণ কোনোভাবেই পাওয়া যায় না। উপরন্তু ত্রিপিটকের আলোচনাগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে তাতে শ্রমণ শব্দটির উল্লেখ যতবার পাওয়া যায় তার সাথে প্রায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণ শব্দটি যুক্ত থাকে। যেমন,

"তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান, দাতা, উদার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি অবারিতদ্বার(দীর্ঘ, কূটদন্ত সূত্র, অশ্বপরিখারা ৯)", " শীলবান ধার্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যা অপরিপক্ক তার পরিপক্কতা সাধনে প্রয়াসী হন না, তাঁরা জ্ঞানী। তাঁদের আয়ু যতই বৃদ্ধি পায় ততই তা অধিকতর পুণ্যপ্রসূ হয়, বহুজনের হিত ও সুখসাধক হয়। (দীর্ঘনিকায়, পায়াসি সুত্তন্ত, ১৩) ", " অতীতে যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যা প্রিয়ধর্মী, মধুরধর্মী তাকে অনিত্য, দুঃখময়, অনাত্ম বলে দেখেছেন তাঁরা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছেন আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ একে নিত্য, সুখময়, আত্মারূপে দেখেছেন তাঁরা তৃষ্ণাকে বর্ধিত করেছেন। (সুংযুক্ত নিকায়, সম্মস সূত্র) ", " কোনো স্বামী যদি প্রাণিহত্যা করে,......শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয় এবং তাঁর স্ত্রীও যদি অনুরূপ হয় তাহলে তাকে অসুরের সাথে অসুরীর মিলন বলে।(অঙ্গুত্তর ৪,২য় পঞ্চাশক,পুণ্যফল বর্গ পঠমসংবাসসুত্তং), "যেই ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান ও অনুদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে দান করে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য যাচকদিগকে দাড়িয়ে অভিবাদন করে...... সেই ব্যক্তি জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ হয়ে ত্রিদিবগত হয়।(সুংযুক্ত, ৩য় বর্গ, পুগ্গল সুত্ত)", "অপর সকল পৃথক শ্রমণ - ব্রাহ্মণগণকেও জিজ্ঞেস করে দেখ এই সংসারে সত্য, সংযম, ত্যাগ, ক্ষান্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোনো ধর্ম আছে কিনা।(সুত্তনিপাত ১৯১)"

শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নিয়ে ত্রিপিটকে এরূপ অগণিত বর্ণনা আছে যা লক্ষ করলে কিছু বিষয় খুবই পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমত বুদ্ধকালীন ভারতে বা বুদ্ধের দৃষ্টিতে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয়ই সমানভাবে সম্মানীয় ছিল ও তারা যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি আলাদা রিলিজিয়ন প্রভৃতি বৌদ্ধদের নানা মিথ্যাচার সহজেই খন্ডন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত বর্ণনাগুলো হতে প্রতীত হয় যে তৎকালীন সময়ে সকল প্রকার সন্ন্যাসী - তপস্বীদের জন্যই শ্রমণ শব্দটির ব্যবহার হত। তৃতীয়ত বুদ্ধকালীন ভারতে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মার্গের অনুগামী ও প্রচারক, কেবল তাদের

জীবনধারা ভিন্ন, সহজ ভাষায় একজন কঠোর জীবনধারা ও আরেকজন স্বাভাবিক ধর্মবিহিত জীবনধারা অবলম্বন করছে। উপরন্ত বুদ্ধ শ্রমণের সংজ্ঞা দিতে গিয়েও পর্যন্ত একইসাথে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা দিচ্ছেন। যেমন দীর্ঘনিকায়, মহাসীহনাদ ৩৯৭ এ বলছেন,

" শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা সম্পদের যদি অভাব হয়ে তাহলে সে শ্রামণ্য হতেত দূরেই, ব্রাহ্মণ্য হতেও দূরে। হে কশ্যপ! যখন শত্রুতাহীন, দ্বেষহীন, মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন......তখনই তিনি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত হন। " অথচ ত্রিপিটকের অগণিত স্থানে ব্রাহ্মণ শব্দটির আলাদা করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। যেমন খুদ্দকনিকায়ের উদানে হুংহুঙ্ক সূত্রে বুদ্ধ বলছেন, " ব্রাহ্মণ যিনি নিষ্পাপ, মান-ক্রোধহীন, বিরাগী, সংযতচিত্ত, নির্বাণগত, বিদ্বেষ-মোহ ত্যাগী..... ধর্মত তাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। "

ব্রাহ্মণের এরূপ সংজ্ঞা হিন্দুশাস্ত্রেও অসংখ্য স্থানে বিদ্যমান ও এই ব্রাহ্মণ বলতে নিঃসন্দেহে বর্তমানকালের নামের শেষে চক্রবর্তী - ব্যানার্জী লাগানো বামুনদের বোঝাচ্ছেনা। এখানে স্পষ্ট যে হিন্দু বা বৌদ্ধ উভয় মতে গুণ ও কর্মনুসারেই ব্রাহ্মণত্ব তথা বর্ণব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে ব্রাহ্মণের স্বরূপ ত্রিপিটকের অগণিত স্থান যেমন, (উদান, ব্রাহ্মণসূত্র),(সুংযুক্ত, ব্রাহ্মণ সংযুক্ত, অগ্নিকসুত্ত),(মধ্যম, ব্রাহ্মণবর্গ, বাসিট্ঠ সূত্র), (ধম্মপদ, ব্রাহ্মণবগ্গ, ৯,১৪,২৫,৪০) ইত্যাদিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। অতএব ব্রাহ্মণ শব্দটি ত্রিপিটকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট তথা সমগ্র ত্রিপিটকে ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ যতবার আছে শ্রমণ(সমণ) শব্দটির উল্লেখ সেই তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। তাই মিথ্যাচারী বৌদ্ধদের শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শব্দ নিয়ে সকলপ্রকার মিথ্যাচার যেকেউ সামান্য পরিমাণ ত্রিপিটক পড়লেও সহজেই বুঝতে পারবে।

সারা ত্রিপিটক জুড়েই এরূপ সনাতনধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের এতবার উল্লেখ পাওয়া যায় যে মিথ্যাচারী বৌদ্ধরা সেগুলোকে যদি ত্রিপিটক থেকে বাদ দেওয়াও শুরু করে তাহলে ত্রিপিটক নামক কোনোকিছুর অস্তিত্বই থাকবে না পৃথিবীতে। এই লেখায় তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশই তুলে ধরা হয়েছে, এই একই টপিকে আরো অসংখ্য পর্ব লেখা সম্ভব।

© মনুর্ভব - Manurbhava

নাস্তিক বুদ্ধের অজ্ঞান বনাম বৈদিক ঈশ্বরীয় বিজ্ঞান

খালি কলসি বাজে বেশি - এই প্রবাদের উপযুক্ত উদাহারণ হলো সারাদিন ফেসবুকে লাফানো কিছুসংখ্যক বৌদ্ধরা। সনাতনধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম, অন্ধবিশ্বাসের ধর্ম। আর পৃথিবীর একমাত্র বিজ্ঞানময় ধর্ম হলো বৌদ্ধধর্ম। এরা কোনোদিন নিজেদের ধর্মগ্রন্থের দুপাতাও পড়ে দেখেনি, হিন্দু শাস্ত্রত অনেক দূরের কথা। এদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো কিছু ফেসবুক ভান্তেদের পোস্ট আর ভারতের নবযানী বৌদ্ধরা। অথছ থেরবাদী বৌদ্ধদের প্রধাণ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক কিছুটাও অধ্যয়ন করলে যেকেউ লক্ষ করবে তাতে বিজ্ঞানের ছিটেফোঁটাত নেই, বরং সর্বত্র অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা ও বুদ্ধের নানা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের গালগল্পে পূর্ণ। এতটা ঠাকুরমার ঝুলি আব্রাহামিক ধর্মগ্রন্থগুলোতেও দেখা যায় না।

যেমন ত্রিপিটকের সুত্তনিপাত, উরগ বর্গ, ধনিয় সূত্রে বুদ্ধ কীভাবে যাদুটোনা করে বৃষ্টিপাত ঘটাতেন তা বর্ণিত হচ্ছে। এবং আরো বর্ণিত হচ্ছে যে বুদ্ধের সেই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করে গোপালক ধনিয় ও তার স্ত্রী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। যা আপনারা পোস্টে যুক্ত করা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন। একটু পড়ে দেখুন কিছুর সাথে মিল পাচ্ছেন কিনা?

পৃথিবীর সব মানবনির্মিত রিলিজিয়নগুলোতেই মানুষের মন ভুলানোর একই পদ্ধতি। যখন আপনি নিজের দর্শনকে যুক্তি-তর্কের আলোকে defend করে লড়াই করতে পারবেন না তখন আপনাকে এরকমই নানা রূপকথার গল্প বানিয়ে মানুষের মন ভুলাতে হবে। যা বুদ্ধের মতো পৃথিবীর সব fraud রাই অনুসরণ করে গিয়েছে।

অন্যদিকে যদি আপনি উপনিষদ্, ব্রাহ্মণাদি বৈদিক শাস্ত্র পড়েন কোথাও দেখবেন না ঋষিগণ এরূপ কোনো অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে মানুষের মন ভুলিয়েছেন। সর্বত্র দেখবেন তাঁরা মহান সনাতনধর্মদর্শন তথা ব্রহ্মতত্ত্ব আদি নিয়ে আলোচনা করে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে গিয়েছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে convince করেছেন সেই মহান সনাতনদর্শন দিয়ে, কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে না।

সে যাই হোক বৌদ্ধধর্মে বৃষ্টিপাতের মহান বিজ্ঞান আমরা সকলেই পড়লাম। এবার চলুন ঈশ্বরীয় শাশ্বত জ্ঞান বেদ থেকে দেখি বৃষ্টিপাত কেন হয়?

★उदी॑रयत मरुतः समुद्रतस्त्वे॒षो अ॒र्को नभ॒ उत्पा॑तयाथ। म॑हऋष॒भस्य॒ नद॑तो॒ नभ॑स्वतो वा॒श्रा आप॑ः पृथि॒वीं त॑र्पयन्तु ॥
[অথর্ববেদ ৪|১৫|৫]

(मरुत:) হে বায়ু! (अर्कः= अर्कस्य) সূর্যের (त्वेषः= त्वेषेण) কিরণ দ্বারা (नभः) জলকে (समुद्रतः) সমুদ্র হতে (उदीरयत) উত্তোলন করো (उत् पातयाथ) ও উপরের দিকে নিয়ে যাও। (मह ऋषभस्य) বিশাল, গমনশীল , (नदतः) গর্জনরত, (नभस्वतः) আকাশে বিস্তৃত মেঘমালার (वाश्राः) শব্দায়মান (आपः) জলধারা (पृथिवीम्) পৃথিবীকে (तर्पयन्तु) তৃপ্ত করুক ॥

এখানে আর কোনো বর্ণনা যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। পানিচক্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই এখানে বর্ণিত। বেদের এরূপ অগণিত মন্ত্রে ও অন্যান্য অনেক হিন্দুশাস্ত্রেও পানিচক্রের স্পষ্ট বর্ণনা আছে। তাই বৈদিক দর্শনে কোনো fraud নাস্তিকের যাদুটোনাতে বৃষ্টিপাত হয়না। বরং বৃষ্টিপাত হয় মহান ঈশ্বরেরই সৃষ্টি করা পানিচক্রের মধ্য দিয়ে এবং সেই বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই মহিমা ব্যক্ত হয় [অথ০ ১১|২|২৪]

সনাতন বৈদিক ধর্মের জয় হোক, ভ্রান্ত নাস্তিক্যবাদের বিনাশ হোক 🙏
© মনুর্ভব - Manurbhava

জাতিবাদী ও বর্ণবাদী বুদ্ধ

ভারতের মার্ক্সবাদী আম্বেদকরের অনুগামী নবযানী বৌদ্ধদের পাল্লায় পড়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা তাদের আসল শত্রুদেরকে ভুলে কোনো কারণ ছাড়াই সনাতন বৈদিক ধর্ম ও হিন্দুদের নিয়ে নানারকম মিথ্যাচার করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। যা সকলেই লক্ষ্য করছেন।

বৌদ্ধদেরকে হিন্দুরা নিজেদের থেকে কখনোই আলাদা মনে করেনি। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের অনুসারী হয়েও উদার হিন্দুরা অত্যন্ত নবীন এই বৌদ্ধমতকেও একই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অংশ বলেই মনে করে। সাধারণ হিন্দুরাত এতটাই সরল ও উদার যে নাস্তিক বুদ্ধকে তারা স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার রূপে পর্যন্ত মেনে নিয়েছে। কিন্তু পরিণামে বৌদ্ধরা কী দিয়েছে? সেই সরল হিন্দুদেরকে তারা প্রতিনিয়ত পেছন থেকে ছুরি মেরে গিয়েছে এবং এখনো মারছে। এই নাস্তিক্যবাদী দুর্বল বৌদ্ধমত নিয়ে আমাদের কখনোই কোনো আগ্রহ ছিল না। তবে আজকাল তাদের মাত্রাতিরিক্ত মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করে কয়েকদিন তাদের ধর্মগ্রন্থ সামান্য কিছু অধ্যয়ন করলাম। এবং এই সামান্য অধ্যয়নেই প্রত্যক্ষ করলাম যে থেরবাদী বৌদ্ধদের প্রধাণ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে অধিকাংশই বুদ্ধের নানা গালগল্প ও নানা স্ববিরোধী কথায় পরিপূর্ণ। এত খারাপ অবস্থা আব্রাহামিক ধর্মগ্রন্থগুলোতেও আমি দেখিনি। তার কিছু উদাহারণও আজকে ও পরবর্তীতে আমাদের পেজে দেখতে পাবেন। এবং চিন্তা করলাম যে যাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থেরই এত বেহাল দশা তারা কীভাবে বেদ-গীতার মতো গ্রন্থের উপর ভর করে দাড়ানো হিন্দুদের পেছনে লাগতে আসে! এবং বুঝতে পারলাম এদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কোনোটাই অধ্যয়ন নেই। এই বেকারগুলো সারাদিন শুধু ওই নবযানী বৌদ্ধদের ভিডিও মুখস্থ করে আর ফেসবুকে এসে উগলে দেয়।

আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি পৃথিবীর সকল হিন্দুর প্রধাণ ধর্মগ্রন্থ যেমন বেদ, মুসলিমদের কোরান, খ্রিষ্টানদের বাইবেল বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেভাবে আপনি বলতে পারবেন না। কেননা থেরবাদী বৌদ্ধদের প্রধাণ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক, বজ্রযানী বৌদ্ধদের বৌদ্ধ তন্ত্র, মহাযানী বৌদ্ধদের মহাযান সূত্র, নবযানী বৌদ্ধদের আম্বেদকরের লেখা Buddha and His Dharma ই হলো প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এভাবে বৌদ্ধদের আরো অসংখ্য সম্প্রদায়ই রয়েছে। চিন্তা করুন কতটা Baseless একটা রিলিজিয়ন যাদের প্রধাণ ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত নির্দিষ্ট নেই তারা সনাতনধর্মকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখছে। উপরন্তু এই সমস্ত বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযানীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ)। তবে বাংলাদেশের বর্তমান সকল বৌদ্ধরাই হলো থেরবাদী বৌদ্ধ। যদিও বাঙালি বৌদ্ধ বা বড়ুয়ারা পূর্বে মহাযানের অনুসারী ছিল, পরবর্তীতে তারা ১৯ শতকের দিকে থেরাবাদে কনভার্ট হয়। মূলত এই বাঙালি বৌদ্ধ বা বড়ুয়ারাই সনাতনধর্ম নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতে বসে নবযানীদের ভিডিও মুখস্থ করে নানারকম অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাই আমরা মূলত ওই থেরাবাদী বৌদ্ধদেরই প্রধাণ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং হিন্দুশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নের পর যতটুকু সময় থাকবে আমরা এই ত্রিপিটক অধ্যয়ন করব। ও একে একে আমাদের পেজে এই ত্রিপিটকের আসল স্বরূপ উন্মোচন করে যাব।

সে যাই হোক। শুরুতেই অনেক কথা বলে ফেললাম। এখন মূল আলোচনাতে যায়। সনাতনধর্ম জাতিবাদী ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম। বুদ্ধ এসে হিন্দুদের সব জাতপাত ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, বুদ্ধ কোনো উঁচু-নীচু জাতি মানত না, বুদ্ধ ছিল সাম্যবাদী ..... ব্লা ব্লা। এগুলো বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নানা মিথ্যাচার। এরকম অগণিত মিথ্যাচার দিয়েই ওই দুর্বল বৌদ্ধমতকে ওরা টিকিয়ে রেখেছে।

প্রথমত বুদ্ধ হিন্দুদের বর্ণবিভাগের বিরোধ করেছেন বা খন্ডন করেছেন এরূপ কোনো প্রমাণ কোথাও মিলে না বা তিনি কোথাও বলেনি যে ব্রাহ্মণ - শূদ্র বলে কিছু হয় না। বরং তিনি অসংখ্য স্থানেই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উল্লেখ করছেন এবং এই বর্ণবিভাগকে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন। হ্যাঁ, কিছু স্থলে প্রমাণ মিলে যে তিনি কর্মানুযায়ীই বর্ণবিভাগ মেনেছেন যেমনটা প্রামাণ্য সকল হিন্দুশাস্ত্রেই মানা হয়েছে। তবে তিনি বর্ণের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদও মেনেছেন, কিন্তু সমাজে ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ বলে মান্য হলেও তিনি ক্ষত্রিয়দেরই বর্ণের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছেন হয়ত ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণের অহংকারে। এর অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ ত্রিপিটকে আছে তবে আজকে শুধু অঙ্গুত্তর নিকায়ের একটি সূত্রে উঠে আসা জাতিবাদী ও বর্ণবাদী বুদ্ধের স্বরূপ সকলের কাছে উন্মোচন করব।

সূত্রপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায় ৪, তমোতমসুত্তং এ বুদ্ধ মানবজতিকে চারটি প্রকারে বিভক্ত করেছেন। প্রথম হলো তম তমপরায়ণ অর্থাৎ যারা অন্ধকারে আছে এবং সেই অন্ধকার হতে আরো অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে, তম জ্যোতিঃপরায়ণ অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাচ্ছে, জ্যোতি তমপরায়ণ অর্থাৎ আলো থেকে অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে, জ্যোতি জ্যোতিঃপরায়ণ আলো থেকে আলোর দিকে যাচ্ছে।

এখন কারা অন্ধকারে আছে এবং আরো অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে? বুদ্ধ বলছেন, যারা নীচু কুল বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু নীচু জাতি কোনগুলো? বুদ্ধ বলছেন, চন্ডালকুল, বেনকুল অর্থাৎ যারা বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে, নিষাদকুল, চর্মকারকুল অর্থাৎ চামার বা মুচি, ঝাড়ুদারকুল, দরিদ্রকুল। মূল

পালি সূত্রে “নেসাদকুলে“ শব্দটি আছে বা নিষাদকুলের কথা বলা হচ্ছে, অনুবাদক এখানে ব্যাধ অর্থ নিয়েছেন। কিন্তু আপনারা জানেন যে এইটা নিষাদ শব্দের সামগ্রিক অর্থ নয়। নিষাদ বলতে বিভিন্ন বনচারী জাতি বা যেই আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে তাদেরকেই বোঝানো হয়। এছাড়া মৎস্যজীবী, ব্যাধ এদেরকেও নিষাদ বলা হয়ে থাকে।অর্থাৎ এই জাতিবাদী বুদ্ধ বনে নিবাস করা বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়কেও নীচজাতি বলেছেন। অথচ বাংলাদেশের সরলমনা বেশিরভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ই যেমন চাকমা, মারমা, রাখাইন ইত্যাদি এই জাতিবাদী বুদ্ধের অনুসারী। বিষয়টা খুবই দুঃখের। মিথ্যাচারী ও প্রতারক বৌদ্ধভিক্ষুরা বিভিন্ন পাহাড়ে গিয়ে সরলমনা আদিবাসী গোষ্ঠীদেরকে এই জাতিবাদী ভ্রান্ত বৌদ্ধমতে কনভার্ট করেছে। তাই যেই আদিবাসীরা এই নাস্তিক জাতিবাদী বুদ্ধকে এতদিন অনুসরণ করে এসেছেন তাদের উচিত এখনই এই ভ্রান্ত নাস্তিক্যবাদকে ত্যাগ করা।

আরো লক্ষণীয় বিষয় বুদ্ধের উল্লেখিত সেই নীচু জাতিদের তালিকায় সর্বশেষ “ দলিদে “ শব্দটি আছে অর্থাৎ এখানে দলিতদের কথা বলছে, অনুবাদক যদিও এর অর্থ দরিদ্র করেছেন। অতএব আম্বেদকরের মতো ওই কথিত দলিত নেতা যারা এই জাতিবাদের রাজনীতি করে তাদের জন্যও এইটা জ্ঞাতব্য যে সনাতনধর্মে কোথাও দলিতদের বা কাউকেই নীচুজাতি বলেনি। সনাতনশাস্ত্রে দলিত বলতে কোনো শব্দই নেই। দলিতদের নীচুজাতি বানিয়েছে তাদের ওই নাস্তিক বুদ্ধ।

উপরন্তু যারা কথিত এইসমস্ত নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে বুদ্ধ আরো বলছেন, তারা দুর্বর্ণ, দুর্দর্শনীয়, কদাকার ইত্যাদি। চিন্তা করুন এই ধরণের ঘৃণ্য বর্ণবাদী কথা পৃথিবীর আর কোনো ধর্মগ্রন্থে আছে বলে মনে হয়না। যেখানে সনাতনধর্মে পৃথিবীর প্রতিটা জীবেই আত্মাকে দর্শন করতে শেখায় [যজু ৪০|৬], সমগ্র বিশ্বকে ঈশ্বরে স্থিত এক নীড় সমান বলে [যজু ৩২|৮]। সেখানে বর্ণবাদী বুদ্ধ সেই ধর্মস্থান ভারতে বসে এরূপ ঘৃণ্য বর্ণবাদ প্রচার করে গিয়েছে। বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখের।

উপরন্তু বুদ্ধ জ্যোতি তমঃপরায়ণ, জ্যোতি জ্যোতিঃপরায়ণের বর্ণনা করছেন। জ্যোতি অর্থাৎ যারা আলোর মধ্যে আছেন। কারা আলোর মধ্যে আছে? যারা উঁচু কুল বা জাতিতে জন্ম নেয়। কিন্তু উঁচু জাতি কোনগুলো? ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, গৃহপতিকুল, ভোগ-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি সম্পন্ন পরিবার। এখানে গৃহপতি বলতে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে বৈশ্যদেরকে বুঝিয়েছে। তাহলে বুদ্ধের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এনারাই হলো উচ্চকুল বা উঁচু জাতি। উপরন্তু এইসমস্ত উঁচু কুলে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদের বিষয়ে বুদ্ধ বলছেন, তারা অতি সুশ্রী, সুদর্শন, মনোহর ও উৎকৃষ্ট বর্ণ বা গায়ের রং বিশিষ্ট হয়। তবে এরূপ জ্যোতির মধ্যে নিবাস করেও যারা খারাপ কাজ করে তারা নরকে পতিত হয় অর্থাৎ অন্ধকারের দিকে যায় ও ভালো কাজ করলে স্বর্গ বা আরো আলোর দিকে যায়।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের এই কথাগুলোর মতোই প্রায় অনুরূপ কথা বুদ্ধ সংযুক্ত নিকায়ের কোশল সংযুক্তের ৩য় বর্গের পুগ্গল সুত্তেও বলছেন এবং সেই সুত্তে বুদ্ধ এই চন্ডাল, আদিবাসী, মুচি, দলিত প্রভৃতিকে শুধু নীচুজাতি বানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাদেরকে রক্তমলের সাথে পর্যন্ত তুলনা করেছেন। কী জঘন্য রুচি!

এবার আসি সেইসকল সাধারণ বৌদ্ধদের কাছে যারা ওইসকল fraud মিথ্যাচারী বৌদ্ধভিক্ষুদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সনাতনধর্মকে জাতিবাদী ধর্ম বলে মনে করে। প্রথমত সনাতনধর্মই একমাত্র ধর্ম যা শিখিয়েছে " মনুর্ভব "(ঋক্ ১০|৫৩|৬) অর্থাৎ মানুষ হও, বেদের যেই বিখ্যাত উক্তিতেই আমরা আমাদের পেজের নামটি রেখেছি। যেই ধর্ম সবার আগে মানুষ হতে শিখিয়েছে সেই ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভাজন শেখায় এমন দাবি অত্যন্ত হাস্যকর। বেদের বিখ্যাত উক্তি, অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস... কেউ বড় নয়, কেউ ছোটো নয়, কেউ মধ্যম নয়। সকলেই উন্নতিলাভের নিমিত্ত প্রযত্ন করে যাচ্ছে (ঋক্ ৫|৫৯|৬,৫|৬০|৫)। বেদের বিখ্যাত সংগঠনসুক্ত শিখিয়েছে সকলকে একসঙ্গে চলার, বলেছে সকলের একতার কথা (ঋক্ ১০|১৯১|২-৪)। তাহলে সনাতনধর্মে উঁচু-নীচু ভেদ, বৈষম্য কোথায় পেল তারা? শুধু মানুষ কেন সনাতনধর্মত সকল জীবের মধ্যে সমানতা দেখতে শিখিয়েছে (যজু ৪০|৭), সমস্ত জীবকে বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছে (যজু ৩৬|১৮)। উপরন্তু যেকোনো সমাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হতে হয়। কাউকে জ্ঞান নিয়ে চর্চা করতে হয় যেমন- আচার্য,শিক্ষক,গবেষক, কাউকে বাহুবল দিয়ে সমাজের রক্ষা করতে হয়, সমাজে আইনবিধান করতে হয় যেমন-আর্মি,পুলিশ,শাসক , কাউকে ব্যবসা-কৃষিকাজে কিংবা কাউকে সেবাধর্মী-শ্রমজীবী কাজে নিয়োজিত হতে হয়। বর্ণবিভাজনত এটাই।

পরমেশ্বরই সমাজকে পরিচালনার নিমিত্ত মানুষের মধ্যে এরূপ ভিন্ন গুণ ও কর্ম সৃষ্টি করেছেন। যারা জ্ঞান নিয়ে চর্চা করে তারাই ব্রাহ্মণ, যারা বাহুবল দিয়ে সমাজকে রক্ষা করছে তারা ক্ষত্রিয়, যারা ব্যবসা-কৃষিকাজ করছে তারা বৈশ্য, যারা শ্রম দিয়ে সমাজকে সেবা করছে তারা শূদ্র। সমাজে যদি সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ হওয়ার গুণ থাকত বা সকলেই শূদ্র হত তাহলে কি সমাজ চলত? তাই সমাজকে পরিচালনার নিমিত্তই পৃথক গুণ-কর্মনুসারে ঈশ্বর সমাজে এই পৃথক পৃথক পেশা, কর্ম বা বর্ণ রচনা করেছেন (গীতা ৪|১৩, ঋক্ ৯|১১২|১)। একই কথাইত বুদ্ধও বলছেন, কর্মনুসারেই মানুষ ব্রাহ্মণ ও কর্মনুসারেই বৃষল হয়, জন্মনুসারে নয় (সুত্তনিপাত, বৃষল সূত্র ১৩৬,১৪২)।

তাহলে সনাতনধর্মে জাতিভেদ কোথায়? বেদের কোন মন্ত্রে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ উঁচু জাতি বা শূদ্র নীচু জাতি? হ্যাঁ, অনেক পরবর্তী কালে রচিত বিভিন্ন পুরাণ-গৌণস্মৃতিতে এরূপ জাতিভেদের কিছু উল্লেখ আছে। কিন্তু সনাতনধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ, বেদবিরোধী কোনো বাক্য কীভাবে সনাতনধর্মের বলে গণ্য হবে? ওইসব fraud বৌদ্ধভিক্ষুদের মুরোদ হয় না কেন বেদের একটা মন্ত্রতে অন্তত জাতিভেদ দেখানোর? তবে দুঃখের বিষয় যে, সনাতনধর্মের প্রবর্তিত এই অপূর্ব বর্ণবিভাজন ধীরে ধীরে জাতিভেদে রূপ নিয়েছে সমাজের নীচু মানসিকতার কারণে ।

আপনি হিন্দু হন বা মুসলিম বা বৌদ্ধ স্বাভাবিক যে আপনি দেশের প্রধাণমন্ত্রী বা অনেক বিত্তশালী কোনো ব্যবসায়ীকে আর আরেকজন মুচি বা ঝাড়ুদারকে সমান চোখে দেখবেন না। যেমনটা বুদ্ধও দেখেননি। সমাজের সেই নীচু মানসিকতার কারণেই এই বর্ণব্যবস্থা জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা হয়ে গেছে উচ্চকুল আর মুচি, ঝাড়ুদার প্রভৃতি শূদ্রবর্ণের মানুষরা হয়ে গিয়েছে নীচুকুল, যেমনটা বুদ্ধের বাণীতেও আমরা পাচ্ছি। কিন্তু সেই দোষত সমাজের তথা বুদ্ধের মতো জাতিবাদী-বর্ণবাদী ব্যক্তিদের। এর দায় সনাতনধর্মের উপর চাপানো হবে কেন? সনাতনধর্মকে গালি দেওয়া হবে কেন? সনাতনধর্মকে নিয়ে মিথ্যাচার করা হবে কেন? যেখানে সনাতনধর্ম বুদ্ধের মতো জাতিবাদীদের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবেই বলছে, যারা জ্ঞানী তারা ব্রাহ্মণ, চন্ডাল, গো, হস্তী,

কুকুর অর্থাৎ সকল জীবেই সমদর্শী হয় (গীতা ৫|১৮)। তাই বৌদ্ধদের প্রতি যৌক্তিক আহ্বান এই জাতিবাদী fraud নাস্তিকের মতকে ত্যাগ করে পুনরায় মানবতা ও সাম্যের সনাতন বৈদিক ধর্মে ফিরে আসুন।

© মনুর্ভব - Manurbhava

ব্রহ্মা সরস্বতী নিয়ে অপপ্রচারের জবাব

যখনই আমরা " সরস্বতী " নিয়ে কথা বলতে চাই তখনি আমাদের মাথায় ব্রহ্মার সাথে সরস্বতী সম্পর্কের কথা মনে হয়। পুরাণের লিখিত তথ্য অনুযায়ী ব্রহ্মা সরস্বতীর পুত্রী তথাপি স্ত্রীও বটে। তার সাথে রয়েছে কিছু অশ্লীল গল্পসমগ্র। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে এনিয়ে রয়েছে ভিন্ন বর্ণন। সেবিষয়ে অত্র লেখনীতে আলোকপাত করা হল।

💢ব্রহ্মা এবং সরস্বতী💢

সরস্বতী নাম নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ব্রহ্ম অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। সরস্বতী শব্দের অর্থ নিরুক্ত আদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থে সরস্বতী নাম বাণী অর্থে পাওয়া যায় —

শ্লোকঃ । ধারা । ইলা । গৌঃ গৌরী গান্ধবী । গভীরা গম্ভীরা । মন্দ্রা । মন্দ্রাজনী । বাশী । বাণী । বাণীচী বাণঃ । পবিঃ ভারতী ধমনিঃ । নালীঃ মেলিঃ । মেনা সূর্যা । সরস্বতী নিবিৎ । স্বাহা । বন্ধুঃ । উপব্দিঃ । মায়ুঃ কাকুৎ । জিহ্বা । ঘোষঃ । স্বরঃ । শব্দঃ । স্বনঃ । ঋক্ । হোত্রা । গীঃ । গাথা । গণঃ । ধেনা । গ্নাঃ । বিপা । ননা । কশা । ধিষণা । নৌঃ । অক্ষরম্ । মহী । অদিতিঃ । শচী । বাক্ । অনুষ্টুপ্ ধেনুঃ বল্গুঃ । গল্দা । সরঃ । সুপর্ণী । বেকুরা—ইতি সপ্তপঞ্চাশদ্ বানামানি ।। [নিঘণ্টু: ১/১১।]

অর্থাৎ : এখানে ৫৭ টি নাম বাণী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরমধ্যে সরস্বতী, ইলা, ভারতী আদি নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

এটি বৈদিক কোষ নিঘণ্টুর প্রমাণ। এখন আমরা লৌকিক কোষের প্রমাণ দেখব -

ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ বাণী সরস্বতী। ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বংচঃ ॥ [অমরকোষ : প্রথম কাণ্ড০ ৬/১]

বেদে উক্ত সরস্বতী শব্দ নদী এবং বাণী উভয় অর্থে বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু আজকাল তা দেবী ' বীণাপুস্তকধারিণী ' মানা হয়ে থাকে বসন্তপঞ্চমী আদি তিথিতে তাঁর পূজা হয়ে থাকে। তথাপি এরূপ পূজা বৈদিক কালে কোব প্রচলন ছিল না। এরূপ কতিপয় বেদ মন্ত্র উদ্ধৃত করা হল :

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতি। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী।

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি। [১/৩/১০-১২]

অর্থাৎ : (বাজেভিঃ) গানের বিবিধ প্রকারের যেসব গ্রাম - মূর্ছনা আদি ক্রিয়াস্বরূপ গতি আছে, তাকে বাঁজ বলে থাকে। সেই গতির সাথে (সরস্বতী) সরস বাণী, অর্থাৎ পরম পবিত্র বেদবাণী এবং তৎসদৃশ্য অন্য বাণী (নঃ) সেইখানের লোকের অন্তঃকরণকে (পাবকা) পবিত্র করতে থাকে । এরূপ কোন ব্যক্তি আপনি (বাজিনীবতী) যেসব সাধারণ প্রশস্ত বিবিধ তান, স্বর আদি গতি দ্বারা যুক্ত হয়ে পুনঃ (ধিয়াবসুঃ) যে শীঘ্র বুদ্ধিতে বাস করে থাকে। এরূপ বাণী সমূহ (যজ্ঞম্) যজনীয় পরমাত্মা অথবা যজ্ঞের (বষ্টু) কামনা করে থাকেন।

(সূনৃতানাম্) সত্য প্রিয় বাক্যকে (চোদয়িত্রী) প্রেরণা করে থাকা (সুমতীনাম্) সেই শুভ বুদ্ধি যুক্ত পুরুষ (চেতন্তী) চেতনাযুক্ত (সরস্বতী) বাণী, সেই (যজ্ঞম্) যজনীয় পরমাত্মাকে অথবা বিবিধ যজ্ঞকে (দধে) ধারণ করে থাকেন।

(সরস্বতী) পূর্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট বাণী (কেতুনা) নিজ কর্ম দ্বারা (মহঃ) বহু (অর্ণঃ) আনন্দময় রসকে জগতে (প্রচেতয়তি) উৎপন্ন করে থাকে। অর্থা সেই পবিত্র বাণী দ্বারা কেবল মাত্র নিজের উপকার হয় না বরং জগতে সর্বত্র আনন্দ লাভ হয় এবং সেই বাণী তখন (বিশ্বা) নিখিল (ধিয়ঃ) কর্মকে (বিরাজতি) প্রভাবিত করে থাকে। যথা বাণী শুদ্ধ হয় তখন নিখিল কর্মও শুদ্ধ হয়ে থাকে।

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ। [ঋ০ ১/১৩/৮]

অর্থাৎ : (ইলা + সরস্বতী + মহী) ইলা সরস্বতী এবং মহী - তা তিন প্রকারের বাণীর নাম হয়ে থাকে। উক্ত প্রকারভেদ সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রতীত হয়ে থাকে । সেই (তিস্ত্র+দেবীঃ) তিন প্রকারের দেদীপ্যমান বাণী (ময়োভুবঃ) সুখ উৎপন্ন করে থাকে এবং (অস্ত্রিধঃ) সরস হয়। উক্ত তিন প্রকারের বাণী (বর্হি) আমার হৃদয় স্বরূপ আসনে (সীদন্তু) বিরাজমান হোন।

আরো পড়ুন -

বেদ ও সরস্বতী

💢সরস্বতী এবং তিন দেবী💢

শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী। ইলা সরস্বতী মহী বর্হিঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ। ॥ [ঋ০ ১/১৪২/৭]

অর্থাৎ : (মরুৎসু + দেবেষু) অনেক প্রকারের বায়ু দেবের মধ্য দিয়ে (অর্পিতা) সমর্পিত হও। এখানে মরুৎ শব্দ বিবিধ প্রকারের গানের ষডজ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পংচম, ধৈবত, নিষাদ্ — উক্ত সাত স্বর এবং গ্রাম, মূর্চ্ছনা আদি গতিকে গ্রহণ করো। যখন বাণী সেই স্বর রূপ দেবতার মধ্যে অর্পিত হোন তখন (শুচিঃ) পবিত্র এবং (হোত্রা) হোম নিষ্পাদক অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন যোগ্য হয়ে থাকেন। উক্ত প্রকারে (ভারতী+ইলা+সরস্বতী) ভরতী ইলা সরস্বতী তিন প্রকারের (মহী) বাণী (বর্হিঃ) হৃদয়রূপ আসনে (সীদন্তু) বসেন। সেই তিন (যজ্ঞিয়াঃ) ঈশ্বর সম্বন্ধী বা যজ্ঞ সম্বন্ধীয় হয়ে থাকেন।

দ্রষ্টব্য — এ বিষয়ে সায়ণাচার্য দ্যুস্থান বাণীর নাম ভারতী, পার্থিব বাণীর নাম ইলা, মাধ্যমিক বাণীর নাম সরস্বতী বলে উল্লেখ করেন। এখানে মহী শব্দ তিনি বিশেষণ মেনেছেন।

ভারতীলে সরস্বতী বঃ সর্বা উপব্রুবে। তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে ॥ [ঋ০ ১/১৮৮/৮]

অর্থাৎ : (ভারতী + ইলে + সরস্বতী) হে ভারতী , হে ইলা, হে সরস্বতী, (য়া ব সর্বা) আমরা যারা আপনাদের সবাইকে (উপব্রুবে) ভোগ করে থাকি, (তাঃ) আপনি (নঃ) সেই আমাদের (শ্রিয়ে) কল্যাণের জন্য (চোদয়ত) প্রেরণা করেন অর্থাৎ আমাদের শুভ কর্মে প্রেরণাদান করেন।

আদিত্যৈর্নো ভারতী বষ্টু যজ্ঞ সরস্বতী সহ রুদ্রৈর্ন আবীত। ইডোপহুতা বসুভিঃ সজোষা যজ্ঞং নো দেবীরমৃতেষু ধত্ত ॥ [যজু০ ২৯/৮]

অর্থাৎ : (ভারতী) ভারতী বাণী (আদিত্যৈঃ) আদিত্যের সাথে (নঃ + যজ্ঞম) আমাদের যজ্ঞকে (বষ্টু) কামনা করে থাকে । (সরস্বতী) সরস্বতী বাণী (রুদ্রৈঃ) রুদ্রের সাথে (নঃ) আমাদের যজ্ঞকে (আবীত) রক্ষা করো। (উপহুতা) সম্যকভাবে (ইডা) ইলা বাণী (বসুভিঃ) বসুর সাথে (সজোষাঃ) প্রীতি দ্বারা যুক্ত হও। (ন+যজ্ঞম) আমাদের যজ্ঞকে (অমৃতেষু) বায়ু আদি অমর দেবের মধ্যে (ধত্ত) স্থাপিত করো।

হোতা যক্ষত্ তিস্রো দেবীর্ণ ভেষজং ত্রয়স্ত্রিধাতবোऽ পস ইডা সরস্বতী ভারতী মহীঃ। ইন্দ্রপত্নীর্হবিষ্মতীর্ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ ॥ [যজু০ ২৮/৮]

যথা : উক্ত মন্ত্রের ভাব পূর্বক্রম। এখানে ইডা সরস্বতী ভারতীকে ' ইন্দ্রপত্নী ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের পালন করেন যে তাকে ইন্দ্রপতি বলা হয়। মহিধর বলেন " ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রস্য পত্ন্যঃ পালয়িত্র্যঃ " পত্নী শব্দের অর্থ পালয়িত্রী হয়।

পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্। তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধুদকম্ ॥ [ঋ০ ৯/৬৭/৩২]

অর্থাৎ : যে বানীর মধ্যে (ঋষিভিঃ) ঋষি গণ (রসম্) পরমাত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানরূপ রসকে (সংভৃতম্) পূর্ণ করেন , তাকে (পাবমানীঃ) অন্তঃকরণে পবিত্র করা বাণী (যঃ) যে জ্ঞানী জন (অধ্যেতি) পড়েন তথা বিচার করেন (তস্মৈ) সেই অধ্যেতাদের মধ্যে (সরস্বতী) বাণী (ক্ষীরম্) এবং (সর্পিঃ) ঘৃত ও (মধুদকম্) মধুরস (দুহে) দিয়ে থাকে।

প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্ত্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পুঃ। প্র বাবধানা রথ্যেব য়াতি বিশ্বা অপো মহিনা সিন্ধুরন্যাঃ ॥ [ঋ০ ৭/৯৫/১]

অর্থাৎ : (এষা) এই (সরস্বতী) সরস্বতী নদী (ধায়সা) তীক্ষ্ণ (ক্ষোদসা) জলপ্রবাহের সাথে (প্র+সস্ত্রে) ক্ষিপ্রতার সহিত চলমান (আয়সী+পূঃ) লৌহ নির্মিত নগরীর সমান (ধরুণম্) আমাদের রক্ষাকারী। (সিন্ধুঃ) প্রবল বেগে প্রবাহিত সরস্বতী (মহিনা) নিজ মহিমায় অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ধারার দ্বারা (অন্যাঃ+অপঃ) অন্যান্য নদীকে (বাবধানা) বাধিত করে থাকে (রথ্যা+ইব) সারথির মত (প্রয়াতি)যেয়ে থাকে।

পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশোऽভবন্ সরিত্। [যজু০ ৩৪/১১]

অর্থাৎ : (সস্রোতসঃ) সমান স্তুতিকারী (পঞ্চ + নদ্যঃ) পাঁচ নদী (সরস্বতীম্+অপি যন্তি) সরস্বতীর মধ্যে মিলে থাকে। (তু) নিশ্চয় (সা+উ+সরস্বতী) সেই সরস্বতী (পঞ্চধা) পাঁচে মিলে (দেশে) দেশের মধ্যে (সরিত+অভবত্) নদী হয়ে থাকে।

দ্রষ্টব্য : এখানে পঞ্চ শব্দ উপলক্ষণ মাত্র। যখন একাধিক নদী একটি নদিতে এসে মিশে যায় তখন সেই নদী এক মহানদীতে পরিণত হয়। এখানে উক্ত ঋক বাণী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয়ে মিশে মহানদী হয়ে যাওয়া বুঝিয়েছে।

💢সরস্বতী এবং অমরকোষ আদি💢

যেখানে অমরকোষে শিব এর সাথে পার্বতী তথা বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মীর বর্ণন করা হয়েছে। সেখানে অমরসিংহ তার এই নব্য শব্দার্থ গ্রন্থে সরস্বতীকে ব্রহ্মার শক্তিরূপ মানেন নি। যার ফলে প্রতীত হয় যে সেই সময়েও সরস্বতী ব্রহ্মার অজাচার সম্পর্কে তেমন প্রচারিত হয় নি। পুরাণের মধ্যে কোথাও কোথাও সরস্বতী বিষ্ণু পত্নী বলে উল্লেখ করেছে। এছাড়াও নানা সম্পর্কের কথা শুনা যায়, যাতে এবিষয়ে ভ্রান্তি আরো দৃড় হয় বটে।

লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্যা হরেরপি। প্রেম্ণা সমাস্তাস্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ ॥ [দে:ভা০ ৯/৬/১৭]

দেবীভাগবতে সাবিত্রী ব্রহ্মার প্রিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্ররূপা সাবিত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া। [দে : ভা০ ৯/১/৪০]

মনু সংহিতায় সরস্বতী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুজি লিখেন —

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত প্রচক্ষতে ॥ [মনু০ ২/১৭]

এছাড়াও ব্রাহ্মণগ্রন্থে সরস্বতী নদীর কূলের বর্ণন অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। সেই নদীর কূলের ধারে ঋষিগণ প্রায়ঃ নিবাস করে থাকতেন। ঈশ্বরের করুণ দশায় আজ সেই সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব খুজে পাওয়া দুষ্কর। এনিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সরস্বতী নদী ঋষিগণের অতি পবিত্র স্থান ছিল।

💢ব্রহ্মা তথা তাঁর আবাস্থল💢

যেরূপ বিষ্ণু মহাদেব আদিদের নির্দিষ্ট বাসস্থান এর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মার ক্ষেত্রে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে পুরাণে ব্রহ্মার পদ্ম /কমল ফুলে আবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সম্বন্ধেও নানান মতানৈক্য রয়েছে। অমরকোষে কমলের নানান অর্থ পাওয়া যায়। যথা —

বিসপ্রসুনরাজীবঃ পুষ্করাংথোরুহাণি চ। [অমর০ প্রথম কাণ্ডম্ ১০/৪১]

অর্থাৎ : বিস, প্রসুন্, রাজীব, পুষ্কর এবং অম্ভোরুহ আদি অনেক নাম অর্থ কমল হয়ে থাকে।

তাছাড়া পুষ্কর শব্দের নাম আকাশ=অন্তরিক্ষের হয়ে থাকে। যথাঃ

অম্বরম্। বিয়ত্। ব্যোম্। বর্হিঃ। ধন্ব। অন্তরিক্ষম্। আকাশম্। আপ্। পৃথিবী। ভূঃ। স্বয়ম্ভু। অধ্বা। পুষ্করম্। সাগরঃ। সমুদ্রঃ। অধ্বরম্। ইতি ষোডশান্তরিক্ষনামানি ॥ [নি০ ১/৩]।

এছাড়াও বেদমন্ত্রে পুষ্কর শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। —

উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মণ্ মনসোধি জাতঃ। দ্রপ্সং স্কত্রং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বেদেবা পুস্করে ত্বাদদন্তঃ ॥ [ঋ০ ৭/৩৩/১১]।

উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যাস্কাচার্য " পুস্করমন্তরিক্ষং পোষতি ভূতানি " পুস্কর শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ করেন। তাই এখানে ব্রহ্মার আবাস্থল পুষ্কর অর্থাৎ বায়ু হয়। বায়ুতে তথা অন্তরিক্ষে ব্রহ্মার আবাস্থল।

💢ব্রহ্মা নামক ঋষি 💢

তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপত্য উবাচ। প্রজাপতির্মনবে। মনুঃ প্রজাভ্যঃ [ছা০ উ০ ৩/১১/৪]

তুর কাবষেয়ঃ। প্রজাপতির্ব্রহ্মণঃ। [বৃ০ উ০ ৬/৫/৫]

ব্রহ্মা উক্ত জ্ঞান প্রজাপতিকে দেন। প্রজাপতি মনুকে। মনু প্রজাকে। এর দ্বারা প্রতীত হয় যে ব্রহ্মা নিশ্চয় কোন মনুষ্য রূপ প্রসিদ্ধ ঋষি।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব কর্ত্তা ভুবনস্য গোসা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। [মুণ্ডক উপ০ ১/১/১]।

এখানে বিদ্বান ব্রহ্মা ঋষির প্রশংসা মাত্র আছে । নিঃসন্দেহে বিদ্বান লোক নিজ বিদ্যা দ্বারা পুরো জগতের কর্তা তথা অভ্যন্তরীণে পরিপূর্ণ থাকেন। এছাড়া উপনিষদে আরো উল্লেখ পাওয়া যায়।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুবৈ শরণমহং প্রপদ্যে। [শ্বেতা০ ৬/১৮]

অর্থাৎ : এখানে ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ সৃষ্টির আদিতে যেসব শুদ্ধ পবিত্র আত্মা থাকেন, তাদেরকেও ভগবান বেদের জ্ঞান প্রদান করেন।

উপসংহার : এর দ্বারা এটাই প্রতীত হয় যে সরস্বতী সাথে ব্রহ্মার যে পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায় তা সমূলে মিথ্যা। এছাড়াও বৈদিক শব্দভাণ্ডার সহ পৌরাণিক উভয় ক্ষেত্রে শব্দার্থের ভিন্নতা লক্ষিত হয়। তাই ব্রহ্মা সরস্বতী অজাচারের রূচক কাহিনী যে কতবড় নোংরা মিথ্যাচার তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

আরো পড়ুন -

প্রজাপতি ও ঊষা - অশ্লীলতা নাকি প্রাকৃতিক বর্ণনা মাত্র

ওতম্ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক

ঋগ্বেদে কি জগন্নাথ প্রতিমার কথা আছে ?

বেদে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীয় উপাস্য বা প্রবর্তক খুঁজে পাওয়া বিচিত্র নয় । তার উপর যদি কোন বিকৃতভাষ্যের অপ্রাসঙ্গিক সমর্থন থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তেমনই ইদানীং প্রচারিত হচ্ছে ঋগ্বেদে পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহের কথা বিদ্যমান । আলোচ্য মন্ত্রটি হচ্ছে -

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্ ।
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৫৫.৩

সায়ণভাষ্যঃ "অদঃ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানম্ "অপূরুষং নির্মাত্রা পুরুষেণ রহিতং "যদ্দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতাশরীরং "সিন্ধোঃ "পারে সমুদ্রতীরে "প্লবতে জলস্যোপরি বর্ততে "তৎ দারু হে "দুর্হণো দুঃখেন হননীয় কেনাপি হন্তুমশক্য হে স্তোতঃ "আ "রভস্ব আলম্বস্ব । উপাস্স্বেত্যর্থঃ । "তেন দারুময়েণ দেবেনোপাস্যমানেন "পরস্তরম্ অতিশয়েন তরণীয়মুৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং লোকং "গচ্ছ । অপর আহ । হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয়ে দুষ্টহনুযুক্তে বা হে অলক্ষ্মি সিন্ধোঃ পারে সমুদ্রতীরপ্রান্তেঽপূরুষং পুরুষৈর্জনৈর্বিয়ুক্তমদোঽস্মত্তো দূরে দেশে বর্তমানং যদ্দারু দারুময়ী নৌঃ প্লবতে তদ্দারু আ রভস্ব পরিগৃহাণ । গৃহীত্বা চ তেন দারুণা পরস্তরমতিশয়েন তরণীয়ং ব্রহ্মণস্পতিনা প্রেরিতা সতী দ্বীপান্তরং গচ্ছ ॥

সায়ণ এখানে প্রথমে জগন্নাথ প্রতিমার বর্ণনা করেছে এবং তারপর " অপর আহ " বলে প্রকরণানুকূল ভাষ্য করেছে । যারা এখানে কেবল প্রথম পক্ষই প্রদর্শন করে তারা মূলত ছলের আশ্রয় নিয়েছে । জগন্নাথপরক অর্থ এজন্য গ্রহণযোগ্য না -

১. কাষ্ঠময়ী বিগ্রহ জগন্নাথ মন্দিরে বেদের পরেই প্রতিষ্ঠিত । তাই বেদে ঐতিহাসিক কিছু থাকা নিত্যতা বিরুদ্ধ ।

২. যদি কেউ পূর্ব যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলেন মন্ত্রে এই মন্দির নেই কেবল কাষ্ঠময় বিগ্রহের উল্লেখ আছে তবে তাঁদের নিকট প্রশ্ন এই মন্ত্রের বাকি ৪ মন্ত্রের এই ছিটেফোঁটা নিদর্শন কেন নেই ? কেবল একটি মন্ত্রের বৈকল্পিক সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাই কেন প্রচার করার উৎকট বাসনা ?

৩. সায়ণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনুবাদ করেও কেন অনেকে এই অংশ অনুবাদে প্রদান করেননি ?

রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুবাদ -

ঐ একখানি কাষ্ঠ সমুদ্র তীয়ের নিকটে ভাসিতেছে, উহার পুরুষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেহ নাই; হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মি! উহার উপর আরোহণ পূর্বক সমুদ্রের অপর পারে গমন কর।

স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক -

পদার্থঃ (সিন্ধোঃ পারে) সমুদ্রপারের নিমিত্ত (যৎ-অদঃ) যে সেই (অপূরুষং দারু) পুরুষরহিত কাষ্ঠময় নৌকারূপ (প্লবতে) প্লবমান হয় (দুর্হণো) হে দুর্হননীয় অহিংস্য বিদ্বন্ ! (তৎ-আ রভস্ব) তা অবলম্বন করে -তাতে আরোহণ করে (তেন-পরস্তরং গচ্ছ) তার দ্বারা অতি দূর দেশে অন্ন আননয়নের জন্য যাও ॥৩॥**ভাবার্থভাষাঃ** - যখন স্বীয় দেশে দুর্ভিক্ষ-আপত্তি সংঘটিত হবে, তখন দূরদেশে হতে অন্ন আনয়নের জন্য সমুদ্র অতিক্রমকারী যন্ত্রচালিত নৌকা-জাহাজ দ্বারা অন্ন আনা উচিত ॥৩॥

ড. তুলসীরাম শর্মা -

O man destroyer of want and deprivation, see that unmanned wooden boat that floats on water to cross the flood, take to that and sail to the other side (to fight out this want through enterprise and initiative).

কিছু আর্যভাষ্যে দুর্ভিক্ষ -আপত্তির উল্লেখ থাকাতে কতিপয় আপত্তি করে । মজার বিষয় সায়ণভাষ্যেই ২য় মন্ত্রে দুর্ভিক্ষ আছে -

যালক্ষ্মীঃ "সর্বা সর্বাণি "ভ্রূণানি গর্ভজাতানি সর্বাসামোষধীনামঙ্কুরাণি যা দুর্ভিক্ষাধিদেবতা = সেই অলক্ষ্মী সর্বজাতীয় ভ্রূণকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ বৃক্ষলতা শস্যাদির অঙ্কুর নষ্ট করিয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে)

একইভাবে (অপূরুষং দারু) = নৌকা এটিও তাঁদের অতিপ্রিয় সায়ণভাষ্যেই আছে ৩য় মন্ত্রে -

যদ্দারু দারুময়ী নৌঃ প্লবতে তদ্দারু আ রভস্ব পরিগৃহাণ

অতঃ আর্যসমাজের ভাষ্যই একমাত্র প্রসঙ্গানুকূল বলে যথার্থ ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্রাহ্মসমাজ সমালোচনা

সত্যার্থ প্রকাশের ১১শ সমুল্লাসে রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ ও আত্মারাম পাণ্ডুরাঙ নির্মিত প্রার্থনা সমাজ বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর সুস্পষ্ট মতামত পরিলক্ষিত হয় । একজন আদর্শ সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি ভালো ও মন্দ উভয় দিকেরই আলোচনা করেছেন । প্রশ্নোত্তর শৈলীতে আমরা দেখতে পাই -

প্রশ্ন - ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ ভাল কিনা ?
উত্তর - কোনও কোনও বিষয়ে ভাল, আবার বহু বিষয়ে মন্দ।

প্রশ্ন - ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের নিয়ম অতি উত্তম।
উত্তর - নিয়ম সর্বাংশে উত্তম নহে; কেননা বেদবিদ্যাহীন ব্যক্তিদের কল্পনা সর্বথা সত্য কীরূপে হইতে পারে? ব্রাহ্ম সমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ অল্পসংখ্যক লোককে খৃষ্টান মতের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে, পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজাও কতক পরিমাণে দূর করিয়াছে এবং তাহাদিগকে অন্যান্য জাল গ্রন্থের কবল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে। এসকল ভাল কথা। কিন্তু —

(১) ইহাদের মধ্যে স্বদেশ-ভক্তি নিতান্ত অল্প। ইহারা খৃষ্টান আচার বহুপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন; পান ভোজন এবং বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্তন করিয়াছেন।

(২) স্বদেশের প্রশংসা অথবা পূর্বপুরুষদের গৌরব করা তো দূরে থাকুক, তৎস্থলে শতমুখে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তৃতার ইংরেজ প্রভৃতি খৃষ্টানদের পেট ভরিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রহ্মাদি মহর্ষিদের নামটুকুও মুখে আনেন না। প্রত্যুত তাঁহারা এমনও বলিয়া থাকেন যে, এই সংসারে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ ব্যতীত অপর কেহ বিদ্বান্ হয় নাই; আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ চিরকাল মূর্খ ছিলেন এবং তাঁহাদের কখনও উন্নতি হয় নাই।

(৩) ব্রাহ্মগণ বেদাদির প্রশংসা করা ত দূরে থাকুক, নিন্দা করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যে রচিত পুস্তকে সাধুদের গণনায় 'ঈশা', 'মুসা', 'মহম্মদ', 'নানক', এবং 'চৈতন্য' লিখিত আছে। কোন ঋষি-মহর্ষির নামও নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, ইহারা যাঁহাদের নাম লিখিয়াছেন, ইহারা তাঁহাদেরই মতানুযায়ী। একবার ভাবিয়া দেখুন উক্ত সমাজের সভ্যগণ যদিও আর্য্যাবর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশেরই অন্ন-জল গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি মাতাপিতা, পিতামহের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজী ও প্রার্থনা সমাজীরা এতদ্দেশীয় সংস্কৃত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইয়াও নিজেদের বিদ্বান বলিয়া প্রকাশ করেন, ইংরাজী ভাষা পড়িয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া রাতারাতি একটা মত প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া মানব সমাজের স্থায়ী ও বৃদ্ধিকর কার্য্য করা কীভাবে সম্ভব হইতে পারে ?

(৪) ইংরেজ, যবন এবং অন্ত্যজ প্রভৃতির সহিতও ইঁহারা পানভোজন সম্পর্কে কোন ভেদাভেদ রাখেন না। ইঁহারা সম্ভবতঃ ইহাই বুঝিয়াছেন যে, সকলের সহিত পানভোজন করিলেই এবং জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিলেই তাঁহাদের এবং তাঁহাদের দেশের উন্নতি হইবে। কিন্তু ও সকল কার্য্য দ্বারা উন্নতি তো হয়ই না, বরং বিপরীত বিকারই ঘটিয়া থাকে।

- 💯আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাহের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে । যথাক্রমে -

● ব্রাহ্মসমাজ একটি সংস্কারবাদী আন্দোলন বিশেষ করে সমাজসংস্কার আন্দোলন, নতুনতত্ব গঠনে প্রয়াস করে। কিন্তু তাদের মানদণ্ড অনেকটাই পাশ্চাত্যদের সাথে মিল রেখে করা ।
আর্য সমাজ হলো সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ এর আন্দোলন, বৈদিক সভ্যতায় মনোনিবেশ করে (Back To The Vedas)।
● ব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য ধর্ম যেমন যেমন ইসলাম, খ্রিস্টধর্মকে সনাতন ধর্মের সমান বলে বিবেচনা করে মূলত তারা সর্বধর্ম সমন্বয়-ঐক্যতাই বিশ্বাসী।
আর আর্য সমাজ কেবল সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অধিকারী, সত্য সনাতন কে স্বতন্ত্রভাবে প্রচার করে।
● ব্রাহ্মসমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে এর অনেক পদ্ধতিবাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আর আর্য সমাজ কেবল ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দেয় এবং প্রচার করে।
★মূলত ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য বাইরে/পশ্চিমের দিজে তাকিয়ে ছিলেন। সমাজসংস্কার এর জন্য নতুনতত্ব বয়ে আনতে চেয়েছেন।
কিন্তু আর্যসমাজ ভিন্ন। আর্য সমাজ প্রমাণ করতে চেষ্টা করে আধুনিকতা কেবল বৈদিক সভ্যতার সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান এবং তা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করেন। আর্যসমাজ বিশ্বাস করে বৈদিক সংস্কৃতি পশ্চিমা সংস্কৃতির তুলনায় প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর। সমস্যাটি হলো বর্ণ ও কুসংস্কারের মতো আদিম ধারণা নিয়ে।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদার্থ এবং নিরুক্তশাস্ত্র

নিরুক্ত অর্থনির্বচন শাস্ত্র

নিরুক্তের সহিত বেদার্থের অত্যন্ত নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান, কেননা নিরুক্ত=নির্বচন শাস্ত্র, যা অর্থ এর আধারে প্রবৃত্ত হয়েছে, শব্দের আধার ব্যাকরণ শাস্ত্র , যা পৃথক এবং মুখ্য বেদাঙ্গ । যদি নিরুক্ত শাস্ত্র শব্দের আধারেই নির্বচন করতো, তাহলে এই শাস্ত্রের পৃথক্ বেদাঙ্গের কীরূপ আবশ্যকতা ছিলো । অতএব নিরুক্ত শাস্ত্র শব্দের অবলম্বনে নয়, বরং **অর্থের আশ্রয়ে নির্বচন বিদ্যা প্রতিপাদক শাস্ত্র** ।

আরেকভাবে বলা যায় ব্যাকরণ শাস্ত্র শব্দনির্বচন, নিরুক্ত অর্থনির্বচন শাস্ত্র । দুইটি শাস্ত্রের এই ভেদ-ই প্রতিপাদন করে ।

এ বিষয়ে আরও অধিক প্রমাণ দর্শানো হলো --

(ক) নিরুক্ত টীকাকার দুর্গাচার্য লিখেছেন --

“*য়স্মাৎ স্বতন্ত্রমেবেদং অর্থনির্বচনং, ব্যাকরণং তু লক্ষণপ্রধানম্*” ।।

[দুর্গাচার্য কৃত নিরুক্ত টীকা. ১।১৫]

অর্থাৎ– নিরুক্ত স্বতন্ত্র বিদ্যাস্থান, নির্বচনশাস্ত্র । ব্যাকরণ শাস্ত্র লক্ষণপ্রধান= শব্দপ্রধান ॥

(খ) প্রপঞ্চ হৃদয় —

“*তান্যবয়বপ্রত্যবয়ববিভাগপূর্বকং স্বরবর্ণংমাত্রাদিভেদেনার্থনির্বচনায় নির্বচনানি*' ।।

[ষড়ঙ্গ প্রকরণ পৃষ্ঠা সংখ্যা. ২৯ ত্রিবেন্দ্রম সংস্করণ]

অর্থাৎ – অবয়ব-প্রত্যবয়ব এর বিভাগপূর্বক স্বর-বর্ণ এবং মাত্রাদি ভেদ দ্বারা অর্থের নির্বচন্যে জন্য নিরুক্তশাস্ত্র নির্বচন বিদ্যা ।

(গ) অন্নংভট্ট ভাষিক সূত্র --

"*নির্বচনং নাম অর্থস্যান্বাখ্যানম্*' ।।

[ভাষিক সূত্র ৩।৬ এর ব্যাখ্যায়]

নির্বচন শব্দের মুখ্যার্থ বা পর্যায় 'অন্বাখ্যান' শব্দ ।

(ঘ) নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক প্রদর্শিত প্রমাণ––

"*তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্বচনায়*" । উক্ত পঙ্‌ক্তি নিরুক্ত শাস্ত্রের কয়েক স্থলে বিদ্যমান । নিরুক্তকার মন্ত্রার্থ করার সময় বলেন – পূর্ব প্রদর্শিত অর্থকে অধিক স্পষ্টতা দর্শানোর জন্য উত্তরা (পরবর্তী) ঋচা (মন্ত্র) উপস্থিত করা হয় । অর্থকে লক্ষ্য করে মহর্ষি যাস্ক ভিন্ন নির্বচন দর্শিয়েছেন, যা স্পষ্ট ।

(ঙ)

"*তানি চেৎ সমানকর্মাণি সমাননির্বচনানি, নানাকর্মাণি চেন্নানানির্বচনানি, যথার্থং নির্বক্তব্যানি*' ।।

[**নিরুক্ত. ২ । ৭**]

অর্থাৎ–যদি শব্দ সমানার্থক হয়, তাহলে শব্দের নির্বচনও সমান হবে, যদি ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট হয়, তাহলে নির্বচনও ভিন্ন হবে । অর্থকে অনুসরণ করেই নির্বচন করা আবশ্যক । এখানে সমানকর্মাণি এর অর্থ সমানার্থানি ।

এ কারণে নিরুক্তকার উক্ত প্রকরণের প্রারম্ভে *'অথ নির্বচনম্'* পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করে *'অর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত'* তথা *'যথার্থং বিভক্ত্যোঃ সন্নময়েৎ'* এই বচনদ্বয় উল্লেখ করেছেন ।

অর্থাৎ যেসব স্থলে প্রকৃতিপ্রত্যয় বোধগম্য হয় না, অর্থ সঠিক নয়, সেসব স্থলে অর্থ অনুসারে নির্বচন করা আবশ্যক এবং এরূপভাবে উপর্যুক্ত স্থিতিতে অর্থানুসারে বিভক্তি এর পরিবর্তন করাও উচিত ।

নিরুক্ত শাস্ত্রে বেদার্থ সিদ্ধান্ত

(১) "*পুরুষবিদ্যাঽনিত্যত্বাৎ কর্মসম্পত্তির্মন্ত্রো বেদে*" [**নিরুক্ত. ১।২**], "*নিয়তবাচোয়ুক্তয়ো নিয়তানুপূর্ব্যা ভবন্তি*" [**নিরুক্ত. ১।১৫**] তথা "*ঋষিদর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শত্যৌপমন্যবঃ*" [**নিরুক্ত. ২।১১**]

এই বচনসমূহ অনুসারে নিরুক্ত শাস্ত্র **বেদকে অপৌরুষেয় এবং নিত্য মানে** ।

(২) নিরুক্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিটি মন্ত্রার্থের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক তথা আধিযাজ্ঞিক এই তিন প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

প্রাচীন ভাষ্যকার আচার্য স্কন্দস্বামী লিখেছেন –

"*সর্বদর্শনেষু চ সর্বে মন্ত্রা য়োজনীয়াঃ । কুতঃ ? স্বয়মেব ভাষ্যকারেণ সর্বমন্ত্রাণাং ত্রিপ্রকারস্য বিপয়স্য প্রদর্শনায় 'অর্থং বাচঃ পুষ্পফলমাহ* [**নিরুক্ত. ১।২০**] *ইতি য়জ্ঞাদীনাং পুষ্পফলত্বেন প্রতিজ্ঞানাৎ*" ॥

[**স্কন্দস্বামী কৃত নিরুক্ত টীকা. ৭।৫ ; ভাগ: ৩য়**]

এ কারণে যেসব ভাষ্যে ত্রিবিধ প্রক্রিয়ায় অর্থ অনুপস্থিত, নিরুক্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সর্বথা অগ্রহণযোগ্য ।

(৩) “*অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতে*" [**নিরুক্ত. ১ । ১৫**]

অর্থাৎ নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্কের সিদ্ধান্ত অনুসারে বেদ-মন্ত্রের গহীন নিরুক্ত বা নির্বাচনবিদ্যা বিনা বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া সর্বথা অসম্ভব । অতঃ নির্বচন এর আধারে মন্ত্রের যথার্থ অর্থের বোধগম্য হওয়া অতি আবশ্যক ।

বিবিধ নির্বচন মন্ত্রগত পদসমূহ ব্যাপক অর্থের দ্যোতক । নিরুক্ত থেকে ভিন্ন নির্বচনও হওয়া সম্ভব, এই বিষয় নিরক্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট বিদিত হয় যে, নিরুক্ত শাস্ত্রের সমস্ত নির্বচন তত্ত্বদ্ (অবগত সংস্কার তথা অনবগতসংস্কার) পদসমূহের যথার্থ অর্থকে উদ্দেশ্য করেই প্রতিপালন করা হয়েছে ; বেদার্থের যথার্থ তথা গহীন জ্ঞান বোধগম্যের জন্য অত্যন্ত সহায়কপূর্ণ ।

(৪) "*নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ*" । [**নিরুক্ত. ১ । ১২**]

অর্থাৎ বেদ এর **প্রতিটি পদই যৌগিক, প্রকৃতি-প্রত্যয় সংযোগে মন্ত্রের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে** ।

বেদার্থের গহিন জ্ঞান বোধগম্যের জন্য দর্শানো উক্ত সিদ্ধান্ত সমগ্র বেদের যথার্থ স্বরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য পরম সহায়ক এবং বেদ মন্ত্রের গম্ভীর বা ব্যাপক অর্থের জন্য পরম পোষক । এতদ্ব্যতীত বেদ এর ব্যাপক অর্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়াও কদাপি অসম্ভব ।

এই সিদ্ধান্তের যথার্থ স্বরূপ বোধগম্যের জন্য বিবিধ প্রকরণের বিস্তৃত হৃদয়গ্রাহী সমাধানও দর্শানো হয়েছে । নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক *'ইদমপীবরচ্ছির এতস্মাদেব'* [**নিরুক্ত ৪ । ১৩**] ইত্যাদি বচন দ্বারা লৌকিক শব্দেরও ব্যাপক অর্থের প্রদর্শন এই যৌগিকবাদের আশ্রয়েই করেছেন ।

' সব নাম ধাতুজ ' নিরুক্ত শাস্ত্রের এই মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তথা ব্যাকরণ এবং নির্বচন-বিদ্যা তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অজ্ঞাত পাশ্চাত্য তথাকথিত গবেষক এবং তার অনুগামী ভাব-পুত্রগণ বেদ মন্ত্রের যথার্থ অর্থ বোধগম্যে সর্বথা অসমর্থই থাকবে ।

(৫) "*বহ্বর্থা অপি ধাতবো ভবন্তি*"

[মহাভাষ্য. ১।৩।১]

এই বচন আর্ষ পরম্পরার মহান বৈয়াকরণ মহাভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলির ; যা মহর্ষির পাণিনি প্রণীত ধাতুপাঠ দ্বারা ও সিদ্ধ হয় । আর্ষ পরম্পরা এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে ধাতুসমূহের অনেকার্থত্ব বিদ্যমান ।

নিরুক্ত শাস্ত্রেও ধাতুসমূহের অনেকার্থতা সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে । যথাঃ

(ক) 'মৃড সুখনে' 'মৃড হিংসায়াম্' (তুদা.), 'মৃড সুখে চ' (ক্রথা.) এই বচন ধাতুপাঠে বিদ্যমান । নিরুক্তে উক্ত ধাতু দ্বারা ‘মৃডতির্দানকর্মা' [**১০।১৫**], 'মৃডয়তিরুপদয়াকর্মা, পূজাকর্মা বা' [**১০।১৬**] ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে দর্শানো হয়েছে ।

(খ) ধাতুপাঠে ‘বিধ বিধানে' (তুদা.) পদ বিদ্যমান , নিরুক্তে [**১০।২৩**] 'বিঘতির্দানকর্মা' পদ বিদ্যমান ।

(গ) ধাতুপাঠে 'রিফ কত্তথনয়ুদনিন্দাহিংসাদানেষু, রিহ ইত্যেকে (তুদা.) পদ বিদ্যমান, নিরুক্তে [**১০।৩৯**] 'রিহন্তি লিহন্তি স্তবন্তি বর্ধয়ন্তি পূজয়ন্তীতি' পঙ্‌ক্তি বিদ্যমান ।

(ঘ) ধাতুপাঠে 'তক্ষ তনূকরণে' (ভা্), 'তক্ষ ত্যচনে' (ভা্) বিদ্যমান । নিরুক্তে [**৪।১৯**] 'তক্ষতি' পদ 'করোতিকর্মা' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে ।

এমন অনেক প্রমাণ দর্শানো যাবে । **বেদমন্ত্রের সব ধাতুর অনেকার্থক বেদার্থের পরম ব্যাপকত্ব বোধক প্রদর্শন করে । এই গহীন তত্ত্ব গম্ভীরভাবে বোধগম্য হওয়া বিনা বেদ মন্ত্রের যথার্থ দর্শন কদাপি অসম্ভব** ।

(৬) নিরুক্ত শাস্ত্র বেদে অনিত্য অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাস মানে না । "উপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি" [**নিরুক্ত.২।১৬**], তথা "ঋষের্দ্দষ্টার্থস্য প্রোতির্ভবত্যাখ্যানসংযুক্তা [**নিরুক্ত.১০।৪৬**] মন্ত্রার্থদ্রষ্টা ঋষিগণ আখ্যান রূপে ব্যক্ত করার প্রীতি করেছেন, বেদে কোনও অনিত্য ইতিহাস নেই । ঔপচারিক বা আলঙ্কারিক বেদে বিদ্যমান, এরূপ সিদ্ধান্ত নিরুক্তের ।

(ক) স্কন্দস্বামী কৃত টীকায় (২য় ভাগ) উপস্থিত — "*এবমাখ্যানস্বরূপাণাং মন্ত্রাণাং য়জমানে নিত্যেষু চ পদার্থেষু য়োজনা কর্ত্তব্যা । এষ শাস্ত্রে সিদ্ধান্তঃ । ..... ঔপচারিকো মন্ত্রেষ্বায়ানসময়ঃ । পরমার্থেন নিত্যপক্ষ ইতি সিদ্ধম্* ॥ "

অর্থাৎ এরূপভাবে যে-যে মন্ত্রে আখ্যান, ইতিহাসের বর্ণন বিদ্যমান, সেই সব মন্ত্র যজমানপরক, অথবা নিত্য পদার্থের সহিত যোজনা করা উচিত । এটিই নিরুক্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রসমূহে ইতিহাস, আখ্যান এর সিদ্ধান্ত ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ, বস্তুতঃ নিত্যপক্ষই মন্ত্রের বিষয় ।

(খ) নিরুক্তসমুচ্চয় —

"*ঔপচারিকোঽয়ং মন্ত্রেষ্বাখ্যানসময়ো নিত্যত্ববিরোধাৎ ।*

পরমার্থেন তু নিত্যপক্ষ এবেতি নৈরুক্তানাং সিদ্ধান্তঃ" ।

অর্থাৎ, মন্ত্রে ইতিহাস ঔপচারিক (গৌণ), কেননা লৌকিক ইতিহাস মানলে বেদ এর নিত্যত্বে বিরোধ দোষ আসবে। পরমার্থ দ্বারা নিত্যপক্ষ সঠিক, ইহাই নৈরুক্তগণের সিদ্ধান্ত ।

(গ) **নিরুক্ত. ১০।২৭** এর দুর্গাচার্য কৃত টীকা —

“*ইতিবৃত্তং পরকৃত্যর্থবাদরূপেণ য়ঃ কশ্চিদ্ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিকো বার্থ আখ্যায়তে দিষ্টয়ুদিতাবভাসনার্থং স ইতিহাস ইত্যুচ্যতে । স পুনরয়মিতিহাসঃ সর্বপ্রকারো হি নিত্যমবিবক্ষিতস্বার্থঃ, তদর্থপ্রতিপত্তৃণামুপদেশপরত্বাৎ* ॥ "

অর্থাৎ "কোনো বর্ণন আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক অর্থ-জ্ঞানের প্রকাশের জন্য প্রসিদ্ধ করা হয়, তাকে ইতিহাস বলে । সুতরাং সর্ব প্রকার ইতিহাস নিঃসংশয় নিত্য তথা অবিবক্ষিতস্বার্থ হয়ে থাকে, অর্থাৎ মুখ্যতয়া দৃষ্টিতে ইতিহাস অর্থকে বলা হয় না, কেননা ইহা কেবল সেই যথার্থ অর্থকে অবগত হওয়ার জন্য উপদেশের দৃষ্টিতে হয়ে থাকে (প্রকৃতপক্ষে ইহা কোনও লৌকিক ইতিহাস নয়) ।

উপর্যুক্ত ত্রয়ী প্রমাণ দ্বারা ইতিহাস বিষয়ে নিরুক্তের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, নিরুক্তের মূলভূত সিদ্ধান্ত বেদের অপৌরুষেয়ত্ব তথা নিত্যত্ব স্বীকার করে এবং বেদে কোনো প্রকার ইতিহাস সর্বথা অবিদ্যমান । এই সিদ্ধান্ত মহর্ষি দয়ানন্দ জীর ভাষ্যে যথাবৎরূপে সর্বত্র বিদ্যমান ।

(৭) নিরুক্ত অর্থের কারণ বিভক্তি বা স্বরকে মানে ।

'অর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত' [**নিরুক্ত. ২।১**]

'য়থার্থং বিভক্তোঃ সন্নময়েৎ' [**নিরুক্ত. ২।১**], *'কথমনুদাত্তপ্রকৃতি নাম স্যাৎ, দৃষ্টব্যয়ং তু ভবতি'* [**নিরুক্ত. ১।৮]** ইত্যাদি বচনে স্পষ্ট বিভক্তি তথা স্বর এর ব্যত্যয় স্বীকার করা হয়েছে । অর্থের প্রধানতা নিরুক্তের সিদ্ধান্ত । বেদার্থ জ্ঞানের গম্ভীরতা কতটা গহিন, তা উক্ত উপযুক্ত বচনসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বোধগম্য হয় ।

(৮) নিরুক্ত পদপাঠ এর সাথে অর্থকে যুক্ত করা স্বীকার করে না, মাসকৃৎ এবং মা সকৃৎ [**নিরুক্ত. ৫ ।২১]** আদি দুই প্রকারের পদবিভাগ উপরোক্ত বচন সিদ্ধ করে ।

উক্ত ৭ এবং ৮ নম্বর সিদ্ধান্ত একমাত্র মহর্ষি দয়ানন্দ জীর ভাষ্যে সর্বত্র অত্যন্ত উত্তম রীতিতে উপলব্ধ ।

(৯) 'অর্থ' এর প্রধানতার কারণ নিরুক্ত মন্ত্রার্থে ব্যত্যয়কে স্পষ্ট স্বীকার করা হয়েছে । *'য়থার্থ বিভক্তোঃ সন্নময়েৎ'* [**নিরুক্ত ২।১**] অর্থাৎ-অর্থের অনুকূল বিভক্তি পরিবর্তন করা আবশ্যক । তথা **নিরুক্ত. ৬।১** বচনে "আশুশুক্ষণিঃ" পদকে প্রথমান্ত হওয়ায় নিরুক্তকার “পঞ্চম্যর্থে বা প্রথমা” এই বচন উল্লেখ করে শুধু মনসা বাচা-ই নয়, বরং কর্মণা ব্যত্যয়কেও স্বীকার করেছে ।

ব্যত্যয় এর প্রয়োগ তখনই করা আবশ্যক, যখন বেদ এর গম্ভীর অর্থের মার্গে বিভক্তি বা বচনের বাধা উপস্থিত হবে । এইজন্যই নিরুক্তকার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'অর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত' । **ব্যত্যয় এর সিদ্ধান্ত দয়ানন্দ-ভাষ্যের এক মহান্ ভূষণ** ।

(১০) মন্ত্রে উল্লেখিত পদকেই দেবতা নয়, বরং মন্ত্রে উল্লেখিত পদের অর্থকেও দেবতা মানা হয় ; ইহাই নিরুক্তের সিদ্ধান্ত ।

দ্রষ্টব্য**. নিরুক্ত. ৯। ১১** নং শ্লোকে 'বনস্পতি' পদের অর্থ 'রথ'-কে দেবতা বলা হয়েছে । নিরুক্তের সিদ্ধান্ত, কেবল লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন দেখেই দেবতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া কদাপি অসম্ভব । দ্রষ্টব্য**. নিরুক্ত.১।১৭** ॥

"*এক এব আত্মা বহুধা স্তুয়তে*" **[নিরুক্ত.৭।৪]** বচন দ্বারা নিরুক্তকার ব্রহ্মকে বেদ এর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় মেনেছেন । 'অগ্নি', 'বায়ু' আদি সব তাঁর গুণভেদ নাম ।

(১১) নিরুক্ত শাস্ত্র বিনিয়োগকে অর্থানুসারী দর্শিয়েছে । মন্ত্রের যে যথার্থ অর্থ হবে, তদনুসারই মন্ত্রের বিনিয়োগ হবে, অন্যথা বিনিয়োগ অগ্রহণযোগ্য হবে । দ্রষ্টব্য. **নিরুক্ত.১।১৬** ॥

এই উপর্যুক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা বেদার্থ সম্বন্ধে নিরুক্তের মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ অতি সংক্ষেপে নির্দেশমাত্র দেওয়া হয়েছে । **এই সিদ্ধান্ত সমূহের বিস্তৃত তথা মহত্ত্বপূর্ণ নিদর্শন শুধুমাত্র মহর্ষি দয়ানন্দ জীর ভাষ্যেই সর্বত্র উপলব্ধ** ।

মহর্ষি দয়ানন্দ জী ঋগ্বেদভাষ্যের নমুনা অঙ্কের প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যের অন্তে বর্ণনা করেছেন —

" *কশ্চিদ্ ব্রূয়াৎ – সায়ণাচার্যাদিভির্নিরুক্তাদিপ্রামাণ্যয়ুক্তং ভাষ্যং বিহিতং কথং দোষবদিতি ? অত্রোচ্যতে– নিরুক্তাদিবচনানি তু লিখিতানি, পরন্তু তানি তদ্বচনাদ্ বিরুধ্যন্ত এব*" (পৃষ্ঠা. ৬) ॥

একমাত্র দয়ানন্দভাষ্যই উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের অবলম্বনে করা হয়েছে । নিরুক্ত শাস্ত্রে বর্ণিত বেদার্থ জ্ঞানের পরম সত্য সিদ্ধান্ত কেবল দয়ানন্দভাষ্যেই সম্পূর্ণতা বিদ্যমান । এর বিপরীতে সকল তথাকথিত ভাষ্য ঈশ্বর প্রদত্ত আর্ষ-পরম্পরা বিরুদ্ধ, অবৈদিক এবং সর্বথা অমান্য ।

নিরুক্ত শাস্ত্র এবং অনেকবাদ

নিরুক্ত শাস্ত্রের বিবিধ স্থলে অনেকবাদ এর বর্ণনা বিদ্যমান ।

নিম্নে দর্শানো হলো –

ক. আধ্যাত্মম্ → ১০-১২টি স্থলে

খ. আধিদৈবতম্ → ১০-১২টি স্থলে

গ. আখ্যান সময় → ১৯টি স্থলে

ঘ. ঐতিহাসিকাঃ → ১৯টি স্থলে

ঙ. নৈদানাঃ

চ. নৈরুক্ত পক্ষ → ২০টি স্থলে

ছ. পরিব্রাজক মত → ১টি স্থলে

জ. পূর্বে যাজ্ঞিকাঃ → ১টি স্থলে

ঝ. যাজ্ঞিকঃ → ৮টি স্থলে

বেদার্থ এর দুর্বোধ্য জ্ঞান তথা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিত পরিমাণও জ্ঞান না থাকায় অনার্য, যবনরা সর্বত্র নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকে প্রতিনিয়ত ।

পরমাত্মা প্রদত্ত আর্ষজ্ঞান তথা গুরুপরম্পরায় গহিন স্বাধ্যায় বিনা যথার্থজ্ঞান সমগ্র আয়ুতে কিঞ্চিতও প্রাপ্ত কস্মিনকালেও অসম্ভব ।

আর্ষ পরম্পরার আপ্ত ঋষিগণের সিদ্ধান্ত তথা বৈদিক বাঙ্‌ময়ের স্তম্ভ মহর্ষি পাণিনি-পতঞ্জলি-যাস্ক সদৃশ আপ্ত মহর্ষিগণের পরম সত্য সিদ্ধান্তের কিঞ্চিতও অনুধাবন করতে সর্বদা অসমর্থ থাকিবে এসব অনার্য,ম্লেচ্ছগণ ।

" **অলমতিবিস্তরেণ বিদ্বদ্বর্য্যেষু** "

—— বিদুষাং বশংবদঃ

ঐতিহাসিক-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ

যে সময়ে বেদার্থের আধিদৈবিক তথা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ লোপ হতে থাকে , সেই সময়ে বেদার্থের একটি নব্য প্রক্রিয়ার উদয় হয় । নাম – ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উদ্ভবের কারণ

যখন রজগুণ এবং তমগুণ বৃদ্ধির কারণে মনুষ্য জাতির জ্ঞানের সাধুত্ব লোপ পেতে থাকে , তারা বেদ এর আধিদৈবিক তথা আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্বের বোধগম্যে অসমর্থ হতে থাকে, তখন ঋষিগণ মন্ত্রগত গূঢ় তত্ত্বকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করানোর জন্য মন্ত্রগত পদসমূহের আশ্রয়ে তদ্বিষয়ক আখ্যায়িকাসমূহ এর রচনা করতে থাকে ।

মহর্ষি যাস্ক উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন নিরুক্তে দুইবার দর্শিয়েছেন -

"*ঋষেদৃংষ্টার্থস্য প্রীতির্ভবত্যাখ্যানসংযুক্তা*"

(১০।১০, ৪৬)

অর্থাৎ - অর্থের সাক্ষাৎ কর্তা ঋষির প্রীতি হয়, যখন তার সাথে আখ্যান সংযুক্ত হয় ।

এই প্রকারে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া উদ্ভবের মূল আধার 'আধিদৈবিক' তথা 'আধ্যাত্মিক' প্রক্রিয়াই ।

ইতিহাস শব্দের অর্থ

ইতিহাস শব্দের মূল অর্থ ' ইতি + হ্ + আস' অর্থাৎ এমনই ছিলো । এরূপ অর্থযুক্ত ইতিহাস শব্দ ভূতকালের সত্য ঘটনা বর্ণন করে । পরন্তু গৌণী বৃত্তির মাধ্যমে উক্ত ইতিহাস শব্দের ব্যবহার সেইসব কাল্পনিক পশু-পক্ষীদের আখ্যায়িকাসমূহর জন্যও প্রযুক্ত হয়ে থাকে, যার বর্ণন *'অথাপ্যুদাহরন্তীমম্ ইতিহাসং পুরাতনম্'* এরূপ বচন উল্লেখ করে ভূতকালিক ঘটনার রূপে বর্ণন করা হয়ে থাকে । এমন কাল্পনিক কাহিনীর জন্য ইতিহাস শব্দের প্রয়োগ রামায়ণ, মহাভারত আদি গ্রন্থে অনেক উপলব্ধ । এজন্য কোনও গ্রন্থে ইতিহাস পদ উপলব্ধ হওয়া মাত্র তা ভূতকালের বাস্তবিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ তথা বিবেচনা করা কদাপি উচিত নয় । সর্বপ্রথম বিচার্য করা আবশ্যক, কোনো স্থলে ইতিহাস পদ থাকলে সে স্থলে ইতিহাস শব্দ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয়েছে নাকি গৌণার্থে । অর্থাৎ সত্য ঘটনার জন্য প্রযুক্ত হয়েছে নাকি কাল্পনিক বর্ণনের জন্য হয়েছে ।

বেদ এবং ইতিহাস

সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃত বাঙ্ময়, হোক তা বৈদিক অথবা দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক বা লৌকিক, সব পক্ষই এক স্বরে বেদকে অপৌরুষেয় অথবা মহাভূত-নিঃশ্বসিত [1] মানে । পরন্তু এসব গ্রন্থেই বেদার্থ সম্বন্ধী ইতিহাস আখ্যান আদি পদসমূহের অসকৃৎ নির্দেশ উপলব্ধ ।

নিরক্ত শাস্ত্রের বিবিধ স্থলে মন্ত্রার্থ দর্শানোর পূর্বে "*তত্রেতিহাসমাচক্ষতে*" পদের প্রয়োগ উপলব্ধ । [2] ভগবান্ বেদ ব্যাস স্পষ্টতঃ বলেছেন –

'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ'

[আদিপর্ব]

একারণে বিচারণীয় যে, বেদার্থ বিষয়ক 'ইতিহাস' পদের বৈদিক স্বরূপ তথা প্রকৃত অর্থ কী ?

যাস্কীয় নিরুক্ত শাস্ত্রে 'ইতিহাস' এবং 'আখ্যান' এই দুইটি পদের একার্থে প্রয়োগ উপলব্ধ । নিরুক্তের গম্ভীর অনুশীলনের মাধ্যমে বিদিত হয়, নিরুক্তে প্রযুক্ত 'ইতিহাস' এবং 'আখ্যান' পদ বাস্তবিক (সত্য) ইতিহাস বাচক নয় ।

নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক *'ত্বষ্টা দুহিত্রে'* **[ঋগ্বেদ. ১০।১৭।১]** মন্ত্রের উপক্রমে *'তত্রেতিহাসমাচক্ষতে'* পদের উল্লেখ করে মন্ত্রার্থের উপসংহার "*মহতো জায়া বিবস্বতো ননাশ, রাত্রিরাদিত্যস্য, আদিত্যোদয়ে অন্তর্ধীয়তে*" পদসমূহ দ্বারা দর্শিয়েছেন ।

এ দ্বারা স্পষ্ট যে, উক্ত স্থলগুলোতে মহর্ষি যাস্ক দ্বারা প্রযুক্ত ইতিহাস পদ কোনও বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা বাচক নয়, বরং মন্ত্র-প্রতিপাদিত অহোরাত্র-বিজ্ঞানের সুগমতা এর ব্যাখ্যা করার নিমিত্তে মন্ত্রার্থ দ্বারা পূর্বে বর্ণিত কাল্পনিক আখ্যায়িকা বোধক । অন্যথা উপক্রম এবং উপসংহারে একবাক্যতা গঠিত হতো না । **[দ্রষ্টব্য - নিরুক্ত. ১২।১০, ১১]**

মহর্ষি যাস্ক মন্ত্রার্থের পূর্বে এই প্রকার কাল্পনিক ইতিহাস বা আখ্যায়িকা বর্ণনার প্রয়োজন দুইটি স্থলে এরূপভাবে স্পষ্ট করেছেন,

'ঋষেদৃষ্টার্থস্য প্রীতির্ভবত্যাখ্যানসংযুক্তা ।'

[নিরুক্ত. ১০।১০,৪৫]

অর্থাৎ মন্ত্রার্থ-দ্রষ্টা ঋষির স্বদৃষ্ট মন্ত্রার্থকে বোধগম্য করানোর জন্য সেটিকে কাব্যযুক্ত বর্ণনা দ্বারা সংযুক্ত করে বিবৃত করতে প্রীতি হয় । এই-ই অভিপ্রায় নিরুক্ত টীকাকার দুর্গ ইতিহাস শব্দের অর্থ নিরূপণ করার সময় এই প্রকারে বর্ণনা করেছেন –

"য়ঃ কশ্চিদাধ্যাত্মিক শ্রাধিদৈবিক আধিভৌতিকো বার্থ প্রাখ্যায়তে দিষ্ট্য দিতার্যাবভাসনার্থং স ইতিহাস ইত্যুচ্যতে।"

[নিরুক্ত টীকা. ১০।২৬]

অর্থাৎ যে-কোনো আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক অথবা আধিভৌতিক অর্থ ভাগ্যক্রমে বুদ্ধিতে প্রকট হয়, তা প্রকট করার নিমিত্তে যে কথন (কাব্যযুক্ত বর্ণনা) করা হয়, তাকে "ইতিহাস" বলা হয়।

মনুষ্যের সহজাত প্রবৃত্তি যে, যখন তার কোনো বিষয়ে অভূতপূর্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন আরেকজনের নিকট প্রকাশ করার জন্য তার ইন্দ্রিয়ে এক প্রকার ব্যাকুলতার উদ্ভব হয়। যতক্ষণ সেই মনুষ্যের প্রাপ্ত অভূতপূর্ব জ্ঞান অপরের প্রতি সে প্রকাশ করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ইন্দ্রিয় শান্ত হয় না । মনুষ্যের এরূপ সহজাত প্রবৃত্তির ন্যায় যখন কোনো ঋষির কোনো মন্ত্রের অপূর্ব অর্থ প্রতিভাত হয়, তখন তিনি সেই অর্থ প্রকট করার জন্য অতিশয় আকুল হয়ে পড়েন । এই বিজ্ঞান যত অতিশয় গূঢ় হয়, তা সরাসরি শব্দে ব্যক্ত করা মাত্র অপর সেই সাধারণ ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব, অতঃ সর্ব সাধারণ মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য সেই দৃষ্ট অর্থে বুদ্ধিগ্রাহ্যের জন্য বিবিধ প্রকরণ সংযোজিত করা হয় অর্থাৎ আখ্যায়িকারূপ প্রদান করে বর্ণনা করার স্পৃহা হয়ে থাকে ।

এই ভাব দ্বারাই ভগবান্ বেদব্যাসও *'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ'* বাক্যে *'সমুপবৃংহয়েৎ'* পদের নির্দেশ করেছেন । অর্থাৎ বেদ এর গূঢ় অভিপ্রায়কে হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য বেদার্থানুকূল কোন আখ্যায়িকার আশ্রয়ণ নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক এবং সেই বেদার্থানুকূল আখ্যায়িকার কল্পনা বিনা পুরাতন ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব এবং এই তত্ত্ব বিনা মন্ত্রার্থে রোচকতা তথা সরলতা আসে না । অতঃ বেদার্থের গূঢ় তত্ত্ব বোধগম্যের জন্য পুরাতন ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া অতি আবশ্যক ।

বেদে এমন অনেক বর্ণন উপলব্ধ, যা আর্ষ-পরম্পরা জ্ঞান সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট ঐতিহাসিক অর্থাৎ লৌকিক ইতিহাস সম্বন্ধী প্রতীত হবে, পরন্তু বাস্তবে এসব বর্ণন কোনও ভাবেই ঐতিহাসিকরূপ অর্থাৎ লৌকিক ইতিহাসের ন্যায় নয় ।

যেমন বেদ-এ বর্ণিত 'ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধ' ।

মহর্ষি যাস্ক নিরুক্ত শাস্ত্রে (২।১৬) ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধ প্রতিপাদক একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন –

"*অপাং জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে, তত্রোপমার্থেন যুদ্ধ বর্ণা ভবন্তি।*"

অর্থাৎ মেঘস্থ জলের সহিত বিদ্যুতের সম্বন্ধ হওয়ায় বৃষ্টি হয়, বেদে এতদ্বিষয়ক ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধের যেসব বর্ণন বিদ্যমান, তা সব **উপমারূপ-এ** অর্থাৎ **ইন্দ্র** নাম **বিদ্যুৎ** এবং **বৃত্রের** নাম **মেঘ**-বাচক । বিদ্যুতের সহিত মেঘের সংঘর্ষ হওয়ায় তা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং বৃষ্টি হয়ে থাকে ।

তৎপশ্চাৎ মহর্ষি যাস্ক উক্ত সিদ্ধান্তকে স্পষ্ট করার জন্য বর্ণনা করেছেন –

"*অহিবত্তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাশ্চ । বিবৃদ্ধয়া শরীরস্য স্রোতাংসি নিবারয়াঞ্চকার । তস্মিন্ হতে প্রসস্যন্দির প্রাপঃ । তদভিবাদিন্যেষর্ভবতি দাসপত্নীরহিগোপা....*"

অর্থাৎ ইন্দ্র-বৃত্র এর বর্ণনা মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে অহি=মেঘ এর ন্যায় বিদ্যমান । অহি (মেঘ) শরীরকে বৃদ্ধি করে জলের স্রোতকে গতিরোধ করে দেয় । তা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে=নষ্ট হওয়ার পর জল গড়িয়ে পড়ে।

এই '*অহিবত্তু খলু....তস্মিন্ হতে প্রসস্যন্দির আপঃ*' বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরবর্তী '*দাসপত্নীরহিগোপাঃ*' ঋচায়।

এই প্রসঙ্গ দ্বারা অতীব স্পষ্ট যে, মহর্ষি যাস্কের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্র প্রতিপাদিত ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধ বস্তুতঃ ঐতিহাসিক (লৌকিক ইতিহাস) ঘটনা নয়, বরং এই জগতে সদা ঘটিত হওয়া বর্ষার ঘটনা । যুদ্ধের বর্ণন '**ঔপমিক**' ।

আরও বিস্তারিত জানতে –

https://www.agniveerbangla.org/2019/01/blog-post_23.html?m=1

মন্ত্রসমূহে ইতিহাসের কল্পনার একটি উদাহরণ

বেদ মন্ত্রে কোনো প্রকার ইতিহাস (লৌকিক) এর বিন্দুমাত্র উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও উত্তরকালীন অবৈদিক তথাকথিত ভাষ্যকারগণ প্ররোচনার জন্য কীরূপ ইতিহাসের কল্পনা করেছিলেন, তার একটি বিস্পষ্ট উদাহরণ দর্শানো হলো —

ঋগ্বেদ. ৮।৩।২১ নং মন্ত্রের মন্ত্রাংশ – "*পাকস্থামা কৌরয়াণঃ*" । এখানে 'কৌরয়াণ' পদ বিবেচনীয় । নিঘণ্টু এর প্রবক্তা এই মন্ত্রকে 'কৌরয়াণ' পদের অনবগত সংস্কার অর্থে (প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ সম্বন্ধে সরলতা জ্ঞান যার নেই) বিবেচনা করে নিঘণ্টু এর চতুর্থ অধ্যায়ে দর্শানো হয়েছে ।[3] মহর্ষি যাস্ক এই অনবগত সংস্কার পদ "কৃতয়ান" অর্থে করেছেন । [4] অর্থাৎ যিনি শত্রুর উপর আধিপত্য রাখেন এমন ব্যক্তি । এ দ্বারা স্পষ্ট যে, নিরুক্তকার যাস্ক "কৌরয়াণ" পদের অর্থ 'কুরয়াণস্যাপত্যম্' পদের পক্ষে দর্শান নাই । কেননা মন্ত্রের উক্ত পদের ব্যাখ্যায় 'কুরয়াণস্যাপত্যম্' অর্থ মানলে 'কৌরয়াণ' পদ অন্য ঔপগব আদি অপত্য-প্রত্যয়ান্তের ন্যায় বিস্পষ্ট

অপত্যার্থ এর বোধক হবে, অনবগত সংস্কার থাকবে না । অস্তু, নিঘণ্টু এবং নিরুক্তের পাঠ দ্বারা স্পষ্ট যে, এই দুইটি শাস্ত্রের প্রণেতাগণ 'কৌরয়াণ' পদ ঐতিহাসিক (লৌকিক) ব্যক্তিপরক 'কুরয়াণস্যাপত্যম্' পদবাচক অর্থ দর্শান নাই । আরেকটি বিষয়, তাঁদের প্রবচনকাল পর্যন্ত মন্ত্রের উক্ত পদের ঐতিহাসিক(লৌকিক) অর্থ করা হতো না ।

নিরুক্তের পশ্চাদ্‌বর্তী আচার্য শৌনক বৃহদ্দেবতায় (৬।৪২) দর্শিয়েছেন -

'পাকস্থাম্নস্তু ভোজস্য চতুর্ভির্য়মিতি স্তুতম্ ।'

অর্থাৎ ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল, ৩য় সূক্ত, মন্ত্র সংখ্যা ২১-২৪ পর্যন্ত এর দেবতা 'পাকস্থামা ভোজ' এর দানস্তুতি ।

আচার্য শৌনক 'পাকস্থামা' পদকে ব্যক্তিপরক দর্শিয়েছেন, পরন্তু 'কৌরয়াণ' পদের কোনো ব্যাখ্যা করেন নাই । সম্ভবতঃ, তিনি মহর্ষি যাস্ক কৃত 'কৃতয়ান' পদের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন । অতএব মন্ত্রের 'কৌরয়াণঃ' পদে অপত্যার্থ এর কিঞ্চিৎ নিদর্শনও নেই । যদি 'কৌরয়াণঃ' পদের অর্থ অপত্যপ্রত্যয়ান্ত এর পক্ষে হতো, তাহলে তিনি স্পষ্ট দর্শাতেন, এই মন্ত্রসমূহে 'কুরয়াণ এর পুত্র পাকস্থামাকে দিয়ে দান বর্ণন' ।

শৌনকের এরূপ ইতিহাস কল্পনায় অবশিষ্ট অংশের পূর্তি শৌনক এর শিষ্য [5] কাত্যায়ন করেন । তিনি লিখেছেন –

'অন্ত্যাঃ কৌরয়াণস্য পাকস্থাম্নো দানস্তুতিঃ' ।

[ঋক সর্বানুক্রমণী]

অর্থাৎ - অন্ত্য এর চারটি ঋচা -- কুরয়াণ এর পুত্র পাকস্থামা নামক রাজার দানস্তুতিসমূহ ।

এই বিবেচনা দ্বারা স্পষ্ট যে, নিঘণ্টু তথা নিরুক্ত এর প্রবক্তা মহর্ষি যাস্কের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'পাকস্থামা কৌরয়াণঃ' মন্ত্রে কোনো পদ ব্যক্তিবিশেষ বাচক নয়, পরন্তু যাস্কের উত্তরবর্তী বৃহদ্‌দেবতাকার শৌনক 'পাকস্থামা' পদকে ব্যক্তিবিশেষ বাচকের পক্ষে দর্শিয়েছেন । শৌনকের উত্তরবর্তী কাত্যায়ন পাকস্থামা পদের সহিত 'কৌরয়াণ' পদকেও অপত্যার্থবাচক পক্ষে দর্শিয়ে মূল প্রকরণটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রকরণ করে দিয়েছেন এবং তৎপশ্চাৎ অধুনাকালে অবৈদিক অর্বাচীন ভাষ্যকারগণ এই মন্ত্রসমূহে কোনো কুরয়াণ এর পুত্র পাকস্থামা নামক রাজাকে অর্পিত দান স্তুতি মেধাতিথি কাণ্ব করেছেন ।

কৌরয়াণ পদ বস্তুতঃ অপ্রত্যপ্রত্যয়ান্ত নয়

নিঘণ্টুতে 'কৌরয়াণ' পদের সহিত 'তৌরয়াণ' 'অহ্রয়াণ' এবং 'হরয়াণ' এই তিনটি অনবগত সংস্কারপদ এর উল্লেখ রয়েছে । এই চারটি পদের 'য়ান' উত্তরপদ সমান এবং চারটি পদেই **বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর বিদ্যমান** । [6] এজন্যে মহর্ষি যাস্ক এই চারটি পদের অর্থ ক্রমশঃ 'কৃতয়ান' 'তূর্ণয়ান' 'অহ্রীতয়ান' এবং 'হরমাণয়ান' করেছেন । যদি কথঞ্চিৎ কৌরয়াণ পদ অপত্যার্থ এর পক্ষে ধরাও হয় তবুও তা অগ্রহণযোগ্য, কেননা কৌরয়াণ

এর সর্বথা সমান 'তৌরয়াণ' পদ যে মন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে, [7] সেই মন্ত্রে অপত্যার্থ (তুরয়াণ এর পুত্র) এর কথঞ্চিৎ ও উপপন্ন হওয়া সর্বথা অসম্ভব ।

কৌরয়াণ এবং তৌরয়াণ পদ উপলব্ধ সমগ্র বৈদিক বাঙ্‌ময়ে একই স্থলে প্রযুক্ত, অতঃ স্থানভেদেও অর্থভেদ ধারণার উপপন্ন হওয়া অসম্ভব ।

এ দ্বারা স্পষ্ট বিদিত হয় যে, 'কৌরয়াণ' পদের মূল অর্থ 'কুরয়াণ এর অপত্য' নয় । এই কপোলকল্পিত অর্থের প্রয়োগ প্ররোচনার জন্য পরবর্তীকালে করা হয়েছে।

এই প্রকারে স্পষ্ট যে, প্রারম্ভিক কালে বেদার্থের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূলে কোনও বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সম্বন্ধ কদাপি ছিলো না । শনৈঃ শনৈঃ এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন হয়েছে । বেদার্থ বোধগম্যের জন্য উদ্ভাবিত সর্বথা কাল্পনিক আখ্যানসমূহে লৌকিক ঐতিহ্য বিশেষরূপে সংমিশ্রণ হতে থাকে । উপলব্ধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রেও এমন অনেক নিদর্শন উপলব্ধ, যা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় সেই কালেও অনেক বিদ্বান বেদের অর্থ লৌকিক ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহর আধারে করেছেন।

নিরুক্তে উল্লেখিত *'তত্রেতিহাসমাচক্ষতে'* পদের প্রয়োগ যেরূপ শৈলীতে উপলব্ধ, এ দ্বারাও ধারণা করা যায় নিরুক্তের প্রবচনকালেও এই কাল্পনিকবাদের প্রয়োগ প্রচলিত ছিলো । বিশেষরূপে মহর্ষি জৈমিনি এবং মহর্ষি যাস্ক সামান্যরূপে এই কাল্পনিক ঐতিহাসিকবাদ এর খণ্ডন করেছেন । **[দ্রষ্টব্য. পূর্বমীমাংসা. ১।১।২৭-৩২ তথা নিরুক্ত. ২।১৬॥]**

শতপথ ব্রাহ্মণের একটি স্থলেও বেদে বর্ণিত দেব-অসুর সংগ্রাম এবং অসুরের পরাজয়কে লৌকিক ঐতিহাসিক দেবাসুর সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিপাদন করা হয়েছে ।

" *তস্মাদাহুর্নৈতদস্তি য়দ্দৈবাসুরং য়দিদমন্বাখ্যানে ত্বদুদ্যতে ইতিহাসে ত্বৎ ।*"

[শতপথ. ১১।১।৬।৯]

অর্থাৎ উপরে প্রতিপাদিত দেব-অসুর এবং তাদের বৃত্ত সেটি নয়, যা অন্বাখ্যানে বর্ণনা করা হয়ে থাকে বা ইতিহাসমূলক(লৌকিক) কাহিনী ।

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রেও এমন কিছু প্রাচীন সংকেত উপলব্ধ হয়ে থাকে, যার আধারে বলা যায় বেদ মন্ত্রের যেসব পদ উত্তরকালে ব্যক্তিবিশেষ বাচক পক্ষে গ্রহণ হয়, সেসব পদ বৈদিক কালে ব্যক্তিবিশেষবাচক পক্ষে কদাপি গ্রহণ হতো না বা বর্ণিত হতো না ।

যথা–

১. যজু. ১৩।৫৪ নং মন্ত্রে শ্রূয়মাণ 'বসিষ্ঠ' পদের ব্যাখ্যানে – **"প্রাণো বৈ বসিষ্ঠঃ"** [শতপথ. ৮।১।১।৬]

২. **যজু. ১৩।৫৬** নং মন্ত্রে অয়মাণ 'জমদগ্নি' পদের ব্যাখ্যান – **"চক্ষুর্বৈ জমদগ্নির্ঋষির্যদেনেন জগৎ পশ্যতি, অথো মনুতে"** [শতপথ. ৮।১।২।৩]

৩. **যজু. ১৩।৫৭** নং মন্ত্রে শ্রূয়মাণ 'বিশ্বামিত্র' পদের ব্যাখ্যানে – **"শ্রাত্রং বৈ বিশ্বামিত্র ঋষির্যদেনেন সর্বতঃ শৃণোতি, য়দস্মৈ সর্বতো মিত্রং ভবতি"** [শতপথ.৮।১।২।৩]

অর্থাৎ যজুর্বেদের এই মন্ত্রসমূহে প্রযুক্ত বসিষ্ঠ, জমদগ্নি এবং বিশ্বামিত্র পদ ক্রমশঃ প্রাণ, চক্ষু এবং শ্রোত্রবাচক । [৪]

যদ্যপি মহর্ষি যাস্ক, জৈমিনি এবং যাজ্ঞবল্ক্য বেদ-এ লৌকিক ইতিহাস দর্শানোর বিষয়ে প্রতিবাদ করেছেন, তথাপি উত্তরকালে অবৈদিকতার প্রভাবে লৌকিক ইতিহাস বাচক অর্থের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে হয়েছে । অতএব যেই প্রকারে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরাভূত হয়ে দুর্গ, স্কন্দ আদি নৈরুক্তগণ নিরুক্তান্তর্গত মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ানুসারে দর্শিয়েছেন , সেই প্রকারে এই লৌকিক ইতিহাসবাদ দ্বারা পরাভূত হয়ে উক্ত নিরুক্ত-টীকাকারগণ সিদ্ধান্তরূপে ঐতিহ্যবাদ এর খণ্ডন করেও বিবিধ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এই লৌকিক ইতিহাসবাদ দর্শিয়েছেন । একই দশা যাজ্ঞিকপ্রক্রিয়ানুগামী স্কন্দ, বেঙ্কট মাধব, ভট্টভাস্কর এবং সায়ণ আদি বেদ ভাষ্যকারগণের । তারাও পদে পদে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার উল্লঙ্ঘন করে মন্ত্রের ঐতিহাসিক (লৌকিক) ব্যাখ্যা করেছে । সায়ণ তার স্বীয় ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকায় লৌকিক ইতিহাসের খণ্ডন দর্শিয়েছে, পরন্তু বেদভাষ্যে প্রায়ঃ সর্বত্র স্থলেই লৌকিক ইতিহাসবাচক অর্থ করেছে । যা তার স্পষ্ট দ্বিচারিতার প্রকাশ ।

যেই প্রকারে উত্তরকালে বেদার্থের অন্য প্রক্রিয়ার অবৈদিক কপোলকল্পিতমূলক ব্যাখ্যা দর্শানো হয়েছে , সেই একই দশা এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও হয়েছে । মন্ত্রসমূহের শাব্দিক সমানতাকে গ্রহণ করে বেদে বিভিন্ন মনুষ্যবাচক চরিত্রের দর্শানো হয়েছে, এবং নামমাত্র সমানতা দ্বারা অনেক কাল্পনিক ইতিহাসমূলক অর্থ করা হয়েছে । এরূপ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'মন্ত্ররামায়ণ' এবং 'মন্ত্রভাগবত' গ্রন্থ ।

পাশ্চাত্য তথাকথিত গবেষকগণ বেদকে পৌরুষেয় গ্রন্থ মেনে অনেক প্রাচীন ভৌগোলিক তথা মানবীয় ইতিহাস দর্শিয়েছে। প্রাচীন কালে বেদ-এ বাস্তবিক ইতিহাসের মান্যতা দেওয়া ব্যক্তিগণও এই বিষয়ে এতোটা প্রয়াস করে নাই, কেননা সেই সময়ে সত্য ইতিহাসবাদও প্রাচীন কাল্পনিক ইতিহাসবাদের এক পরিবর্তিত রূপ ছিলো । যদি তখন সত্য ইতিহাসবাদের প্রবলতা বিদ্যমান থাকতো, যতটা অধুনাকালে দৃশ্যমান, তাহলে বেদ এর অপৌরুষেয়বাদের খণ্ডনে বৌদ্ধ এবং জৈনগণ উক্ত ইতিহাসবাদকে বিশেষরূপে আশ্রয়ণ করতো । পরন্তু বৌদ্ধ এবং জৈনদের দার্শনিক গ্রন্থসমূহে এই বাদের উপযোগ সেই সাধারণরূপেই করা হয়েছে, যেই-রূপে মহর্ষি জৈমিনি এই বাদকে পূর্বপক্ষে নির্দেশ করেছেন ।

শাখাগত ঐতিহাসিক পদসমূহের সামান্য অর্থ করার শৈলী

বেদের সমস্ত শাখা বেদের রূপান্তর । বর্তমানে উপলব্ধ শাখাসমূহের তুলনাত্মক অধ্যয়ন করলে প্রতীত হয়, এসব শাখার রূপান্তরীকরণে দুইটি প্রধান কারণ ছিলো । ১. অপ্রসিদ্ধার্থ পদের স্থানে প্রসিদ্ধার্থ পদের নির্দেশ করে অর্থ বোধ করানো এবং ২. যাজ্ঞিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিবিধ সুবিধা বিন্যাস করা ।

এসব শাখার বিভিন্ন মন্ত্রের সাদৃশ্যের মাধ্যমে এটিও স্পষ্ট যে, মন্ত্রের বিবিধ স্থানে সামান্যার্থবাচক শব্দের স্থানে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া আদির সুগমতার জন্য ব্যক্তি, জাতি, দেশ বিশেষ বাচক শব্দেরও প্রয়োগ হয়েছে ।

এই স্থলে একটি মন্ত্রের উপলব্ধ শাখার পাঠান্তর দর্শানো আবশ্যক –

'এষ বোঽমী রাজা' (৯।৪০) ➡**মাধ্যন্দিন**

'এষ বঃ কুরবো রাজৈষ পঞ্চালা রাজা' (১১।১১) ➡**কাণ্ব**

'এষ বো ভরতা রাজা' (১।৮।১০) ➡**তৈত্তিরীয়**

'এষ তে জনতে রাজা' (১৫।৭) ➡**কাঠক**

'এষ তে জনতে রাজা' (২।৬।৯) ➡**মৈত্রায়ণী**

এই পাঠসমূহ লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বিদিত হয় যে, **মাধ্যন্দিনী সংহিতার পাঠ সর্ব প্রাচীন** । উক্ত সংহিতার পাঠে **সর্বনাম 'অমী'** পদের উল্লেখ রয়েছে, উক্ত পদটির সাথে কোনও জাতি বা দেশবিশেষের সম্বন্ধ নেই ।

অপর সংহিতাগুলোতে 'কুরবঃ ' 'ভরতাঃ' 'পঞ্চালাঃ' আদি জাতিবিশেষ বাচক পদ । এই পদসমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যে দেশে যে শাখার বিশেষ প্রচার ছিলো, সেসব দেশের নিবাসীদের সম্বোধন করে অভিষিক্ত রাজার নির্দেশ করা হয়েছে ।

কাঠক এবং মৈত্রায়ণী শাখায় যদ্যপি জাতিবিশেষ বাচক পদের প্রয়োগ হয় নাই, তথাপি 'জনতে' পদ নির্দেশ দ্বারা স্পষ্ট নির্দেশ করে, উক্ত দেশগুলোতে বাস্তবিকরূপে কোনো ব্যক্তি বিশেষ আজন্ম রাজা হতেন না অর্থাৎ প্রজাতন্ত্ররাজ্য [9] ছিলো, 'জনতা'-কেই সম্বোধন করা হয়েছে ।

এরূপ বিশিষ্ট পদসমূহের অর্থও প্রাচীন আচার্যগণ সামান্যই দর্শাতেন অর্থাৎ যেমন 'এষ বোঽমী রাজা' মন্ত্র রাজ্যাভিষেক-এ উচ্চারণ করার সময় 'এষ' পদের প্রারম্ভে অভিষিক্ত রাজবিশেষ এর নাম উচ্চারণ করা হতো (এষ যুধিষ্ঠিরো বো ভরতা রাজা) এবং তা নামবিশেষ মন্ত্রের অবয়ব হতো না । এরূপভাবে 'অমী' সর্বনামপদের স্থানে প্রযুক্ত 'কুরবঃ' 'ভরতাঃ' 'পঞ্চালাঃ' আদি পদও সেই মন্ত্রের অবয়ব নয়। রাজার নাম প্রতি রাজ্যাভিষেকে পরিবর্তন হতো, পরন্তু জাতি চিরস্থায়ী হয় । অতঃ শাখাকারগণ রাজনাম-স্থানাপন্ন 'এষ' সর্বনাম পদ হিসেবে রেখেছেন, পরন্তু 'অমী' এর স্থানে 'পঞ্চালাঃ' আদি জাতিবাচক পদ রাখেন । এ দ্বারা স্পষ্ট যে, যেমন 'এষ যুধিষ্ঠিরো বো ভরতা

রাজা' বাক্যে যুধিষ্ঠির ব্যক্তিবিশেষের সহিত মন্ত্রার্থের কোনো সম্বন্ধ নেই, তদ্রূপ 'কুরবঃ, ভরতাঃ, পঞ্চালাঃ' পদের মন্ত্রার্থ এর সহিত কোনও সম্বন্ধ নেই । অতঃ হতে পারে যে, এই পদসমূহকে উপলক্ষণার্থ মেনে এর সামান্য অর্থ দর্শানো হয়েছে অথবা এসব পদের ধাত্বর্থকে গ্রহণ করে পদগুলোকে সামান্যার্থ বাচক হিসেবে দর্শানো হয়েছে, উক্ত দুইটি মার্গ হওয়া সম্ভব ।

বৈদিক পরম্পরা আচার্যগণ শাখাসমূহকে রূপান্তরিত হওয়া মন্ত্রের ঐতিহাসিক জাতি, ব্যক্তি এবং দেশপরক নামের ধাত্বর্থ এর আধারে সামান্যার্থ প্রয়োগের সিদ্ধান্তের পক্ষে । একারণে বৈদিক আচার্যগণ মন্ত্রসমূহের পাঠান্তর হওয়ার পরও তাতে অর্থভেদ স্বীকার করেন নাই ।

ভগবান্ পতঞ্জলি স্পষ্ট দর্শিয়েছেন –

'*য়দ্যপ্যর্থো নিত্যো য়া ত্বসৌ বর্ণানুপূর্বী সানিত্যা । তদ্ভেদাচ্চৈতদ্ ভবতি কাঠকং, কালাপকং, পৈপ্পলাদকম্ ইতি*' ।

অর্থাৎ ছন্দসমূহ= শাখাসমূহের বর্ণানুপূর্বী ভেদ হওয়ার পরও অর্থ নিত্য অর্থাৎ একই, অর্থে ভেদ অবিদ্যমান । কেবল বর্ণানুপূর্বীর ভেদ হওয়ার জন্যই এসব শাখায় মোদকং পৈপ্পলাদকম্ আদি শব্দের ব্যবহার হয়েছে ।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন বায়ুপুরাণে এরূপ দর্শানো হয়েছে –

'*সর্বাস্তা হি চতুষ্পাদাঃ সর্বাশ্চৈকার্থবাচিকাঃ।*

পাঠান্তরে পৃথক্ ভূতা বেদশাখা য়থা তথা ॥'

[**বায়ু পুরাণ; ৬১তম অধ্যায়**]

অর্থাৎ সেই চতুষ্পাদ্ এক পুরাণেরই প্রবচন ভেদে অনেক সংহিতার রচনা হয়, তাতে পাঠান্তর অতিরিক্ত কোনও ভেদ নেই, সব সংহিতার একই অর্থ ছিলো, যেমনভাবে বেদ এর শাখাসমূহে পাঠান্তর থাকার পরও অর্থ একই ।

এই বিষয়ে একই অধ্যায়ে পুনঃ বলা হয়েছে –

'*প্রাজাপত্যা শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাস্ত্বিমে স্মৃতাঃ* ।

[**বায়ু পুরাণ; ৬১তম অধ্যায়**]

অর্থাৎ প্রজাপতির মাধ্যমে প্রাপ্ত শ্রুতির পাঠ নিত্য । শাখাভেদে বিভিন্ন পাঠ সেই প্রাজাপত্য নিত্য শ্রুতি এর বিকল্প= পাঠান্তর মাত্র ।

এই বিবেচনার মাধ্যমে স্পষ্ট যে, শাখাসমূহের বিভিন্ন পাঠান্তর এর অর্থ সমান । এই দৃষ্টিতে শাখা মন্ত্রসমূহের যেখানে-যেখানে ঐতিহাসিক নাম এসেছে, মন্ত্রার্থ দৃষ্টিতে উক্ত নাম সমূহের তাৎপর্যও সামান্যই গ্রহণ হবে, অন্যথা 'কুরবঃ, ভরতাঃ পঞ্চালাঃ পদের এক অর্থ কীভাবে সম্ভব ? যদি একার্থের উপপত্তি এর জন্য এসব পদের ধাত্বর্থ

অনুসারে অর্থ দর্শানো হয়, তাহলে তা মনুষ্যসামান্য বাচক হয়ে যাবে । এর অভিপ্রায় এটি নয় যে, শাখা-মন্ত্রসমূহে পাঠান্তররূপে প্রযুক্ত ঐতিহাসিক পদসমূহে কোনও গুরুত্ব নেই । ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব অত্যাধিক, পরন্তু বেদার্থ দৃষ্টিতে এই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা জাতিবাচক পদসমূহের বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব নেই ।

উত্তরকালে যখন শাখাসমূহ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং উপনিষদ এই সব গ্রন্থকে বেদরূপে মানতে থাকে এবং এসব গ্রন্থকেও অপৌরুষেয় বা মহাভূত নিঃশ্বসিতরূপে গ্রহণ হতে থাকে, তখন শাখা-মন্ত্রসমূহে পাঠান্তররূপে উল্লেখিত ঐতিহাসিক পদসমূহের ন্যায় ব্রাহ্মণ ভাগে শ্রুত ঐতিহাসিক পদসমূহেরও সামান্য অর্থ দর্শানো হতে থাকে।

মীমাংসা দর্শনের ব্যাখ্যাতা শবর স্বামী আদি 'ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত' (তৈ. সং. ৭।২।১০।২) ইত্যাদি পদের এই প্রকার অর্থ দর্শিয়েছেন । [10] অর্থাৎ যে সিদ্ধান্ত প্রাচীনকালে কেবল শাখা-মন্ত্রসমূহের বিশিষ্ট পদের অর্থ দর্শানোর পক্ষে সম্মতিদান করা হতো, এর অতিদেশ তারা ব্রাহ্মণ বচনেও করেছেন, যা কেবল অনুচিতই নয়, বরং যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার ইতিহাসেরও বিরুদ্ধ ।

প্রমাণসূত্র

1. শতপথ ব্রাহ্মণ. ১৪।৫।৪।১০

2. নিরুক্ত. ২।১০, ২৪ ইত্যাদি

3. নিরুক্ত. ৪।১

4. নিরুক্ত. ৫।১৫

5. ননু একো হি শৌনকাচার্য়শিষ্যো ভগবান কাত্যায়নঃ; কথং বহুবচনম্ । **[ঋকসর্বানুক্রমণী. টীকা. ষড়্গুরুশিষ্য]**

6. নিরুক্ত ৫।১৫ 'তৌরয়াণ' পদের যে নিগম উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেখানে তৌরয়াণ পদ পূর্বপদ অন্তোদাত্ত উপলব্ধ হয় । পরন্তু নিঘণ্টুতে 'তৌরয়াণ' পদ পূর্বপদাদ্যুদাত্ত পক্ষে পঠিত হয়েছে এবং দুর্গ-টীকার পাঠে সর্বত্র পূর্বপদ আদ্যুদাত্ত বাচকই উপলব্ধ। অতঃ নিশ্চয়ই মূল নিরুক্তের মন্ত্র পাঠে স্বর এর অশুদ্ধি হয়েছে । কৌরয়াণ পদও পূর্বপদাদ্যুদাত্ত বাচক । এ দ্বারা তৌরয়াণ পদের পূর্বপদাদ্যুদাত্ত স্বরের পুষ্টি হয় ।

7. *জাতং য়ত্ত্বা পরি দেবা অভূষন্মহে ভরায় পুরুহূত বিশ্বে । স তৌরয়াণ উপ য়াহি য়জ্ঞ মরুদ্ভিরিন্দ্র সখিভিঃ সজোষাঃ ।*

[দুর্গ-টীকা ৬।১৫ -এ উদ্ধৃত]

8. তুলনা – বৃহদারণ্যক. ২।২।৪ নং শ্লোকে ইন্দ্রিয়সমূহের জন্য প্রযুক্ত গৌতম, ভারদ্বাজ আদি পদের সহিত ।

9. কাঠক এবং মৈত্রায়ণী এর পাঠ দ্বারা স্পষ্ট যে, আর্যাবর্তে অতি প্রাচীনকালেই প্রজাতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়েছিলো এবং প্রচলন ছিলো ।

10. মীমাংসা-ভাষ্য. ১।১।৩১

— বিদুষাং বশংবদঃ

ভাষাবিজ্ঞান-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ

বেদার্থের একটি অন্যতম মহত্ত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া "**ভাষাবিজ্ঞান**" । এই প্রক্রিয়া অনুসারে বেদ এর বিবিধ সন্দিগ্ধ পদসমূহের কা অর্থ করার জন্য বিভিন্ন দেশের ভাষার শাব্দিক, আর্থিক এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধী সাম্যতার মুখ্য আধাররূপে স্বীকার করা হয়েছে ।

যদ্যপি এই প্রক্রিয়ার উদ্ভব বিংশ (২০) বিক্রম শতাব্দী মানা হয়, পরন্তু উক্ত প্রক্রিয়া এতদ্দেশীয় বিদ্বানগণের জন্য নবীন নয়, যা অনুপদই ব্যক্ত হয়ে যাবে । তবে মধ্যযুগে যখন ভারতীয় ভাষা পরিবার থেকে ভিন্ন ম্লেচ্ছভাষায় অধ্যয়নাধ্যাপনের প্রতি ধার্মিক প্রতিবন্ধকতা নিযুক্ত করা হয়, [1] তখন এই প্রক্রিয়া লুপ্ত হয়ে যায় ।

অধুনা-কালে যাহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলা হয়, এর তিনটি অঙ্গ – উচ্চারণ, শব্দের স্বরূপ এবং শব্দের অর্থ । **বৈদিক মনীষিগণ ভাষাশাস্ত্রের উক্ত তিন অঙ্গের নিরূপণের জন্য ক্রমশঃ শিক্ষা, ব্যাকরণ এবং নিরুক্ত শাস্ত্রের অন্বাখ্যান করেছেন** । নিরুক্ত শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন বৈদিক শব্দের নিঃসন্দিগ্ধ অর্থের [2] জ্ঞান বোধগম্য করানো । অপর শব্দে, অমুক অর্থের প্রয়োগ কেনো হয়েছে, এর উপপত্তি দর্শানোই নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব । [3] শব্দসমূহের বর্ণানুপূর্বী সমান হওয়ার পরও অর্থে মহদ্ অন্তর বিদ্যমান, এ কারণে শব্দের বিবিধ অর্থসমূহের মূল কারণসমূহ ব্যক্ত করার জন্যই নিরুক্ত শাস্ত্রে একটি শব্দের অনেক ধাতুর নির্দেশ দ্বারা অর্থের উপপাদন দর্শানো হয়েছে । [4]

যাস্কীয় নিরুক্তের 'অথ নির্বচনম্' প্রকরণ (২।১৪) এর তুলনা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মের সাথে করলে অত্যন্ত স্পষ্ট বিদিত হয় যে, মহর্ষি যাস্ক না কেবল অধুনাতন ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম আশ্রয়ণ করেছেন, যা বিংশ (২০) বিক্রম শতাব্দীতে প্রসারিত হয়েছে এমনটা মানা হয় ; বরং ধ্বনিবিকার তত্ত্বের বিষয়ে এমন নিয়মের বিশদ বিবরণ দর্শিয়েছেন, যা আধুনিক তথাকথিত ভাষাশাস্ত্রীদের এখনও পর্যন্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় নাই তথা ভবিষ্যতেও হওয়া অসম্ভব, কিন্তু ভাষায় ধ্বনিবিকার স্পষ্ট পরিলক্ষিত [5] । আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলন করলে অতি স্পষ্ট বিদিত হয়, মহর্ষি যাস্কের ভাষাবিজ্ঞান= নির্বচন-শাস্ত্রের নিয়ম অধিক ব্যাপক এবং পূর্ণ ।

অর্বাচীন এবং প্রাচীন ভাষাবিজ্ঞানে একটি মৌলিক ভেদ বিদ্যমান । আধুনিক তথাকথিত ভাষাবিজ্ঞানবাদী অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ কোন সময়েও সমগ্র মানব জাতির এক ভাষা বিদ্যমান ছিলো এমনটা স্বীকার করে না । তারা আধুনিক সমস্ত ভাষাকে ভারতীয়, ইউরোপীয়, সেমিটিক, হৈমটিক আদি অনেক বিভাগে বিভক্ত করে ভাষার মূলভূত বিভিন্ন ভাষার কল্পনা করে থাকে । আর্যাবর্তের প্রাচীন ভাষাতত্ত্ববিদগণের মত, সমস্ত মানব জাতির মূল এক । এক স্থান থেকেই সমগ্র বিশ্বে মানব জাতির বিস্তার হয়েছে । এ কারণে সমগ্র মানব জাতির আদি মূল ভাষা একই এবং

তা হলো **"প্রাজাপত্যা দেবী বাক্"** অর্থাৎ **সংস্কৃত ভাষা** । এই দেবী বাক্-এ রাজসিক, তামসিক পদার্থের অতিসেবন তথা দেশকালের পরিবর্তনের কারণে জিহ্বাশক্তিতে বিকলতার উদ্ভব হয় তথা বর্ণোচ্চারণ শাস্ত্রের উপর বিশেষ ধ্যান না দেওয়ার দরুন ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়ে "ম্লেচ্ছ" ভাষার উৎপত্তি হয় । ম্লেচ্ছ শব্দের মূল অর্থ অব্যক্তোচ্চারণকেই বুঝায়- "*ম্লেচ্ছ অব্যক্তে শব্দে*" । এই অব্যক্তোচ্চারণের কারণে অব্যক্তোচ্চারণকারীও ম্লেচ্ছে পরিণত হয় ।

অতএব ভারতীয় বাঙ্ময়ের সর্বাতিপ্রাচীন গ্রন্থ মনুস্মৃতিতে ভাষার কেবল দুইটি বিভাগই দর্শানো হয়েছে —**'আর্যবাক্'** এবং **'ম্লেচ্ছবাক্'** ।[6] এই দৃষ্টিতে সমগ্র সংসারের ভাষা প্রাজাপত্যা দেবী বাক্ এর অপভ্রংশ=ম্লেচ্ছ=ম্লিষ্ট উচ্চারণ দ্বারা উদ্ভব হয়েছে ।

অতঃ সব ভাষাতেই শাব্দিক, আর্থিক এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধী নিয়মসমূহের কিছু সাম্যতা হওয়া অবশ্যম্ভাবী । পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছ তথাকথিত ভাষাবিজ্ঞানবিৎ যেসব সেমেটিক ভাষাসমূহের মূল ভারতয়োরোপীয় ভাষাসমূহের মূল থেকে পৃথক্ মানে, তাদের মধ্যে আরবী ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সাথে এক এমন সমানতা পাওয়া যায় যা ভারতয়োরোপীয় ভাষা পরিবারের কোনো ভাষাতে উপলব্ধ হয় না। সেই সমানতা হচ্ছে একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন — এই তিন বচনের সংস্কৃত থেকে বিকৃত প্রাকৃত তথা আধুনিক প্রান্তীয় ভাষাসমূহ থেকেও দ্বিবচন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর অতিরিক্ত আরবী এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলোর মধ্যেও বেশকিছু সমানতা আছে। এই সমানতাগুলোর কারণে মানতে হবে যে সেমেটিক পরিবারের আরবী ভাষা এবং ভারতয়োরোপীয় পরিবারের সংস্কৃত ভাষার পরম্পরার সাথে কিছু না কিছু সম্বন্ধ অবশ্যই আছে।

অতঃ বৈদিক পরম্পরার বিদ্বান্গণ সপ্তদ্বীপা বসুমতীর মূল ভাষা সংস্কৃতই মেনেছেন, [7] এজন্য স্বদেশে প্রচলিত বৈদিক শব্দের অর্থ করার জন্য ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধ অর্থসমূহেরও স্বীকার করা হত । এই দৃষ্টিতে মহর্ষি জৈমিনি তাঁর মীমাংসা শাস্ত্রে " **ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধার্থপ্রামাণ্য**" নামক এক অধিকরণ প্রণয়ন করেছেন । [8] মহর্ষি যাস্কও নিরুক্তের "**অথনির্বচনম্**" (নির্বচন-নিয়ম প্রদর্শক) প্রকরণে (২।১-৪) স্বদেশে অব্যবহৃত কিন্তু দেশান্তরে প্রসিদ্ধ ধাতুসমূহের স্বদেশীয় শব্দের নির্বচন করার বিধান করেছেন

যথা -

"*অথাপি প্রকৃতয় এবৈকেষু ভাষন্তে, বিকৃতয় একেষু । শবতির্গতিকর্মা কম্বোজেষ্বেব ভাষ্যতে, বিকারমস্যার্যেষু ভাষন্তে শব ইতি......* " (২।২)

ইস বিবেচনা দ্বারা স্পষ্ট যে, বৈদিক আচার্যগণ বর্তমান ভাষাবিজ্ঞানের মূলভূত সিদ্ধান্তকে বেদার্থে উপযোগ করার সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন । শুধু এই নয়, বরং **সমগ্র বিশ্বের মূল ভাষা একমাত্র প্রাজাপত্যা দেবী বাক্ সংস্কৃত মানার কারণে এর শব্দার্থ সাম্যতার ক্ষেত্র অধুনাতন তথাকথিত ভাষাবিজ্ঞানবাদিগণ অপেক্ষা অতিশয় বিস্তৃত ছিলো,** কেননা আধুনিক তথাকথিত ভাষা-বিজ্ঞানবাদীদের ন্যায় সংস্কৃতভাষাকে সেমিটিক আদি অন্য তথাকথিত পরিবারের

ভাষার সাথে কোনও প্রকার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ মানা হতো না । পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছ তথাকথিত ভাষাবিজ্ঞানবাদিগণ অনেক নিরাধার কল্পনার কারণে ভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ অতীব বিকৃত করে দিয়েছে । এই কারণে যেখানে এই ভাষা বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা বেদার্থে সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, সেখানে এসব ম্লেচ্ছদের কপোলকল্পিত দুরুপযোগের দরুন বেদার্থের হানি হচ্ছে । শ্রেষ্ঠ পর্যায় 'আর্য' শব্দ লিথোনিয়ন ভাষার আধারে [8] 'কৃষক' অর্থ করা, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" [9] 'কস্মৈ' পদের প্রশ্নার্থক বিন্যাস করা,[10] "উষো বাজেন বাজিনী' (ঋগ্বেদ. ৩।৬১।১) The Goddess of Dawn having flet horses[11] অর্থ করা এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ তথা কপলোকল্পিত সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ।

বেদার্থের অন্য প্রক্রিয়াসমূহ

বেদার্থের কয়েকটি অন্য প্রক্রিয়ার নির্দেশ যাস্কীয় নিরুক্তে উপলব্ধ ।

যথা –

১. আখ্যানসময়ঃ (৭।৭)

২. নৈদানাঃ (৭।১২)

৩. নৈরুক্তাঃ (বহুত্র)

৪. পরিব্রাজকাঃ (২।৮)

এর মধ্যে 'আখ্যানসময়ঃ' ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, 'পরিব্রাজকাঃ' অধ্যাত্মপ্রক্রিয়ায় অন্তর্ভাব হয়ে থাকে । 'নৈদানাঃ' এবং 'নৈরুক্তাঃ' এই দুইটি নির্বাচন প্রধান । (উভয় প্রক্রিয়ায় সাধারণ অন্তর বিদ্যমান)। এই প্রক্রিয়া বেদার্থে মূল-ভূত স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নয় । শব্দ-নির্বচন দ্বারা এই প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ আধিযাজ্ঞিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক আদি সমস্ত প্রক্রিয়ার সহিত ।

বেদার্থ প্রক্রিয়া দুটিই (২)

যদ্যপি মহর্ষি যাস্ক তাঁর নিরক্ত শাস্ত্রে '*বাচং শুশ্রুবাং ভবত্যফলামপুষ্পাম্*' মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় '*য়াজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাৎ বা*' বচন উল্লেখ করে বেদার্থের তিনটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন, পরন্তু যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া উত্তরকালীন হ ওয়ায় বেদ এর দৃষ্টিতে 'আধিদৈবিক' এবং 'আধ্যাত্মিক' এই দুটি প্রক্রিয়াই বেদার্থের বিশেষত্ব । যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব 'অধিদৈবত সৃষ্টিযজ্ঞ' এর বোধগম্যের জন্য হয়েছে । এই প্রকারে অন্য প্রক্রিয়াও উত্তরকালীন কল্পিত ।

প্রমাণসূত্র

1. '*ন বদেদ্ য়াবনী ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি*' । বিস্তারিত দ্রষ্টব্য. মহর্ষি দয়ানন্দ জী সরস্বতী প্রণীত সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থ ।

2. 'অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যযো ন বিদ্যতে' । [**নিরুক্ত ১|১৫**]

3. যথা- 'পাদ' শব্দের প্রয়োগ মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদি কা পা, মৃত্তিকায় মনুষ্য আদি পায়ের চিহ্ন [দ্রষ্টব্য - *'সোমক্রয়িণ্যাঃ সপ্তমং পদং গৃহ্লাতি'* মীমাংসা, শাবর কৃত ভাষ্য. **৪।১।২৫** নং সূত্রে উদ্ধৃত], চতুর্থভাগ এবং ভাগমাত্র [মীমাংসা দর্শনের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম অধ্যায়ে ৮ পাদ] অর্থে প্রযুক্ত হয় । এই বিভিন্ন অর্থের দরুন নিরুক্তকার এই প্রকার দর্শিয়েছেন - '*পাদঃ পদ্যতেঃ, তন্নিধানাৎ পদম্, পশুপাদপ্রকৃতিঃ প্রভাগপাদঃ, প্রভামপাদসামান্যাদিত রাণি পদানি* ।

4. যথা - *অথাপ্যাদ্যন্তব্যাপত্তির্ভবতি — ওঘঃ মেঘঃ নাধঃ গাধঃ বধূঃ মধুঃ ইতি* [**নিরুক্ত ২।১,২**] । এখানে সব উদাহরণে মহর্ষি যাস্ক **'হ'** কে **'ঘ'** এবং **'ধ'** হবে এরূপ বর্ণনা করেছেন ।

মহর্ষি যাস্কে বর্তমান ব্যাখ্যানুসারে এই শব্দসমূহ ক্রমশঃ উহ, মিহ, ণহ=নহ, গাহূ, বহ, মহ ধাতু দ্বারা গঠিত হয়েছে । নৈরুক্তগণের মতানুসারে ঋগ্বেদ. ১।১১।৩ নং মন্ত্রে ঘনবাচী 'মঘ' শব্দের নিরুক্তি 'মংহ' ধাতু দ্বারা দর্শানো হয়েছে - "*স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘম্*" ।

তথাকথিত পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানবাদী 'হ' এর স্থলে বর্গীয় দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণের ব্যাপত্তি (পরিবর্তন) স্বীকার করে নাই ।

(দ্রষ্টব্য. মঙ্গলদেব কৃত ভাষা-বিজ্ঞান)

আর্য বিদ্বানগণ পাশ্চাত্যদের এই ভ্রান্তিপূর্ণ মিথ্যাচার সপ্রমাণ খণ্ডন করেছেন ।

5. '*ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য বাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ*' । **১০।৪৫**

6. সপ্তদ্বীপা বসুমতী ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারো বেদা....... আদি প্রকরণ ।

[মহাভাষ্য. ১।১ প্রথমাহ্নিক]

7. অধ্যায়. ১ পাদ. ৩ অধিকরণ. ১০ । এর অপর নাম **'পিকনেমাধিকরণ'**

8. লিথোনিয়ন ভাষায় 'ঋ' (অর্থাৎ অর্) কৃষ্যর্থে প্রযুক্ত হয় ।

9. ঋগ্বেদ. ১০।১২১ -এ অসকৃৎ ॥

10. ভাণ্ডারকর অভিনন্দন গ্রন্থ, পুনা, ১৯১৭ সন

11. বাসুদেবশরণ অগ্রবাল কৃত 'উরুজ্যোতি' গ্রন্থ ।

— বিদুষাং বশংবদঃ

আধিদৈবিক-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ

মহর্ষি যাস্কের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ 'পুষ্প-স্থানীয়' এবং আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ 'ফল-স্থানীয়' ।[1] এ দ্বারা স্পষ্ট হয় যাজ্ঞিক বেদার্থ অপেক্ষা আধিদৈবিক বেদার্থ প্রধান । যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার সহিত আধিদৈবিক প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে ।

যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার পূর্বে বেদার্থের ত্রিবিধ প্রক্রিয়া

আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থের অভিপ্রায় বোধগম্যের পূর্বে 'দেব' শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক । যখন যজ্ঞের প্রকল্পনা অবিদ্যমান ছিলো, তখন বেদার্থের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তথা আধ্যাত্মিক এই তিন প্রক্রিয়া বিদ্যমান ছিলো । সেই সময়ে বেদার্থের আধিদৈবিক প্রক্রিয়া এবং যজ্ঞপ্রকল্পনার সাথে অনন্তর-কালের আধিদৈবিক প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত পার্থক্য বিদ্যমান ।

প্রাগযজ্ঞপ্রকল্পনা-কালে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ 'দ্যু' এবং 'পৃথিবী' এই দুইটি বিভাগে ভাগ করা হতো । একেই তাৎস্থ্য উপাধি দ্বারা 'দেব' এবং 'ভূত' বলা হতো । [2] তদনুসারে সমস্ত পার্থিব পদার্থের বর্ণন আধিভৌতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ ছিলো এবং পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বভাগ পর্যন্ত সমস্ত পদার্থের বর্ণন ছিলো আধিদৈবিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ । সেই সময়ে 'দেব' শব্দের অর্থ '*দেবো দ্যুস্থানো ভবতি*' বুদ্ধিগ্রাহ্য হতো । উত্তর-কালে যজ্ঞপ্রকল্পনার সাথে সাথে নব্য দেবতাবাদ এরও উদয় হয় এবং দেব শব্দের প্রাচীন অর্থ 'দেবো দ্যুস্থানো ভবতি' বচনের সহিত ''*দানাদ্বা দ্যোতনাদ্বা*'' [3] অংশ সংযোজিত হয় । তদনুসার অগ্নি, জল, বায়ু, নদী, পর্বত, বৃক্ষ, ওষধি, বনস্পতি আদি পদার্থের গণনাও দেব শব্দে করা হয়েছে । কেননা মনুষ্য এসব পদার্থের মাধ্যমে কোন না কোনভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে থাকে ।

অতঃ প্রাগযাজ্ঞিক কালে আধিভৌতিক প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থের বহুতর অংশ নব্য পরিবৃংহিত আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থের অন্তর্গত হয়ে যায় এবং আধিভৌতিক প্রক্রিয়ার স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। পরন্তু যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার উদ্ভবের কারণে আধিভৌতিক বেদার্থ প্রক্রিয়া লুপ্ত হওয়ার পরও বেদার্থপ্রক্রিয়ার **'ত্রিবিধত্ব'** প্রতিষ্ঠিত থাকে ।

প্রারম্ভে আধিদৈবিক প্রক্রিয়ার অভিপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডের কোন ক্রিয়া বা পদার্থের বর্ণন করা বুদ্ধিগ্রাহ্য হতো । এর আভাস নিরুক্ত [4] এবং ব্রাহ্মণ [5] শাস্ত্রে যত্র-তত্র বিদ্যমান । উত্তর-কালে আধিদৈবিক প্রক্রিয়ায় **'অধিষ্ঠাতৃবাদ'** এর অভ্যুদয় হয়। তদনুসার অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, ওষধি, বনস্পতি আদি সমস্ত পদার্থে চেতনস্বরূপ দেব-বিশেষ এর কল্পনা করা হয় । সেই সময়ে আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থের প্রয়োজন অগ্নি, বায়ু, সূর্য আদি দেব এর

মাধ্যমে স্ব-অভিলষিত পদার্থসমূহের প্রাপ্তির জন্য এসবের প্রার্থনা করা সীমাবদ্ধ মাত্র থাকে । [6] অপর শব্দে, অত্যুৎকৃষ্ট বিজ্ঞান দ্বারা যুক্ত মন্ত্রসমূহের স্থিতি চারণ ভাট আদির স্তুতি-বচনসমূহের সমান পরিণত হয় । এই কারণে প্রাচীন কালে বেদ এর আধিদৈবিক প্রক্রিয়া অনুসারে যে বৈজ্ঞানিক অর্থ করা হতো, তা উত্তরকালে শনৈঃ-শনৈঃ লুপ্ত হয়ে যায় ।

দেবতার স্বরূপ কীরূপ প্রকারে পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তনে কী কী 'বাদ' এর উদ্ভব হয়েছে, এর সংক্ষিপ্ত নিদর্শন মহর্ষি যাস্ক 'দৈবতমীমাংসা' প্রকরণে (নিরুক্ত. অধ্যায়. ৭) দর্শিয়েছেন ।

আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থের বিস্তৃত বোধগম্যের জন্য বর্তমান সময়ে একমাত্র সহায়ক শাস্ত্র **যাস্কীয় নিরুক্ত** । তবে, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে, বিশেষত শতপথ ব্রাহ্মণে এই প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে কিছু নির্দশন যত্র-তত্র উপলব্ধ ।

নৈরুক্ত-প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে একটি ভ্রান্তি

যাস্কীয় নিরুক্তে মন্ত্রসমূহের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা উপলব্ধ হওয়ায় লোকে নৈরুক্ত-প্রক্রিয়ার অভিপ্রায় আধিদৈবিক প্রক্রিয়াই বুঝতো, পরন্তু এটি অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ।

বস্তুতঃ নিরুক্ত শাস্ত্র 'শব্দ নির্বচন' এর পর্যায় । [7] এই নির্বচনও 'অর্থ-নির্বচন' , শব্দ-নির্বচন নয় । [8] তদনুসার নির্বচন এর প্রধানতা দিয়ে যে মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা করা হোক, তা যাজ্ঞিক হোক, আধিদৈবিক হোক, অথবা হোক আধ্যাত্মিক ; সমস্ত ব্যাখ্যা নিরুক্ত-প্রক্রিয়ানুসারী বোধগম্য হবে । যাস্কীয় নিরুক্তের 'দৈবত প্রকরণ' দ্বারা বিদিত হয় যে, কিছু প্রাচীন নিরুক্তকার যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ানুসারেও মন্ত্র-ব্যাখ্যা করতেন । [9]

এই প্রকারে নিরুক্তের পরিশিষ্ট প্রকরণ দ্বারা বিদিত হয় যে, কতিপয় নিরুক্ত গ্রন্থ আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার নিরীক্ষণেও রচিত হয়েছে । [10] অতঃ নৈরুক্ত প্রক্রিয়ার অর্থ কেবল আধিদৈবিক প্রক্রিয়া অবহিত হওয়া ভ্রান্তিপূর্ণ । [11]

আধিদৈবিক-প্রক্রিয়ার উপর যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার প্রভুত্ব

ভারতযুদ্ধকাল পর্যন্ত বেদার্থের আধিদৈবিক প্রক্রিয়া যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া থেকে অভিভূত হওয়াও কথঞ্চিৎ জীবিত রয়েছে । অতঃপর যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া উক্ত প্রক্রিয়াকে সর্বথা সমাপ্ত করে দেয় ।

যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার প্রভাব এতোটাই হয়েছিলো যে, যাস্কীয় নিরুক্ত 'আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী' হওয়ার পরও দুর্গ এবং স্কন্দ নিরুক্তান্তর্গত মন্ত্রসমূহে যাজ্ঞিক-বিনিয়োগসমূহ উদ্ধৃত করে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ানুসারে ব্যাখ্যাও করেছে । একই ভাব নিরুক্ত-সমুচ্চয়কার আচার্য বররুচি দর্শিয়েছেন ।

এতো কিছু হওয়ার পরও বররুচি, দুর্গ এবং স্কন্দের ব্যাখ্যায়ও **'বিশুদ্ধ আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী' বেদার্থের আভাস বিবিধ প্রকরণে উপলব্ধ** ।

এই প্রকারে যাস্কীয় নিরুক্ত, এর ব্যাখ্যাসমূহ তথা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে যত্র-তত্র উল্লেখিত '*ইত্যধিদৈবতম্*' আদি পদের সংকেতের আধারে বেদমন্ত্রের আধিদৈবিক-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে থাকে । এতে প্রাচীন যজ্ঞ-প্রক্রিয়া দ্বারা অতিশয় সহায়তা প্রাপ্ত সম্ভব । বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান তথা জ্যোতিষ বিজ্ঞানের মাধ্যমেও পর্যাপ্ত সহায়তা প্রাপ্ত সম্ভব ।

— বিদুষাং বশংবদঃ

প্রমাণ সূত্র

1. 'অর্থং বাচঃ (বেদবাণ্যাঃ) পুষ্পফলমাহ – য়াজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে ।' [**নিরুক্ত. ১।২০**]

2. 'দেবো দ্যু স্থানো ভবতীতি বা' [**নিরুক্ত. ৭।১৫**]

'অয়ং বৈ (পৃথিবী) লোকো ভূতম্ ।' [**তৈ. ব্রা. ৩।৮।১৮।৫**]

3. নিরুক্ত. ৭।১৫

4. নিরুক্ত. ৩।১২ – 'য়ত্রা সুপর্ণা' মন্ত্রের ব্যাখ্যা

5. ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের অনেকত্র

6. 'য়ৎকাম ঋষির্য়স্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রয়ুঙ্‌ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি ।' [**নিরুক্ত ৭।১**]

7. 'বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য়য়শ্চ দ্বৌ চাপরী বর্ণবিকারনাশৌ ।

ঘ্রাতোস্তদর্থাতি শয়েন য়োগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্' ।।

[দ্রষ্টব্য. কাশিকা. ৬।৩।১৯]

8. ব্যাকরণ শব্দ-নিবচনশাস্ত্র অর্থাৎ শব্দ-ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র এবং নিরুক্ত অর্থ-নির্বচন অর্থাৎ শব্দ-প্রবৃত্তিনিমিত্তবোধক শাস্ত্র ।

এরূপ ভেদ সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞাত পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছগণ এবং তাদের ভাবপুত্র তথাকথিত ভারতীয় গবেষকগণ মহর্ষি যাস্কের নির্বচনসমূহকে অধিকতর অশুদ্ধ মূর্খতাপূর্ণ এবং নিরর্থক বলার দুঃসাহস করেছে ।

দ্রষ্টব্য. সিদ্ধেশ্বরবর্মা কৃত 'এটোমোলোজি অব যাস্ক' তথা রাজবাড়ে সম্পাদিত নিরুক্ত (পুনা সংস্করণ) এর ভূমিকা ।

9. য়দ্দৈবতঃ স য়জ্ঞো বা য়জ্ঞাঙ্গ তদ্দেবতা ভবন্তি [**নিরুক্ত. ৭।৪**] । অথোতাভিধানৈ: সংযুজ্য হবিশ্চোদয়তি – ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্নে, ইন্দ্রায় বৃত্রতুরে, ইন্দ্রায়াংহোমুচে, তানপ্যেকে সমামনন্তি [**নিরুক্ত ৭।১৩**] ।

ইন্দ্র থেকে বৃত্রহা ইন্দ্র, বৃত্রতুর ইন্দ্র, অহোমুক, ইন্দ্রকে পৃথক মেনে এই বিশেষণযুক্ত পদসমূহ নিঘুণ্ট-এ পরিগণনা করা যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া অনুসারেই উপপন্ন হয় । কেননা যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্ট দেবতা পৃথক্-পৃথক্ মানা হয়ে থাকে ।

দ্রষ্টব্য. *'তস্মাদ্ দেবতান্তরমিন্দ্রান্মহেন্দ্রঃ'* [**শাবরভাষ্যকৃত মীমাংসা ভাষ্য. ২।১।১৬**]

10. নিরুক্ত এর ১৩ এবং ১৪তম অধ্যায়দ্বয়ে **আধ্যাত্মিক অর্থের প্রধানতা বিদ্যমান** । অধ্যাত্ম-স্তুতিসমূহের প্রাচীন সংজ্ঞা 'অতিস্তুতি' । অতিস্তুতিরূপে ব্যাখ্যাকারী নৈরুক্তও দেবতাপ্রকরণে 'অগ্নি' এরই প্রথম নির্দেশ করেছে **(অধ্যায়.১৩, খণ্ড. ১)** । ১৪তম অধ্যায়ে স্পষ্টতয়া বর্ণিত হয়েছে - *'অথাত্মনো মহতঃ প্রথমং ভূতনামধেয়াননুক্রমিষ্যামঃ'* **(খণ্ড. ২৩)** ; *'অথৈতং মহান্তমাত্মানমেতানি সূক্তানি, এতা ঋচোঽনুপ্রবদন্তি'* **(খণ্ড. ২৪)** ; তুলনা - *'অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্যগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ'* [**শতপথ ব্রাহ্মণ. ১৪|৫|৪|১০**]

11. নিরুক্তের টীকাকার দুর্গ-স্কন্দ-মহেশ্বর আদি তথা নিরুক্তসমুচ্চয়কার বররুচি নৈরুক্ত প্রক্রিয়ার অভিপ্রায় কেবল আধিদৈবিক প্রক্রিয়াই বুঝেছেন ।

যে স্থলেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিরোধে নৈরুক্ত প্রক্রিয়ানুসারী অর্থ দর্শানো হয়েছে, সেসব স্থলে সর্বত্র আধিদৈবিক অর্থই উপস্থিত করা হয়েছে । সম্ভবতঃ এই ভ্রমের কারণে যাস্কীয় নিরুক্ত 'আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী'-ই হবে ।

নিরুক্ত এবং দেবতাবাদ

এটা সর্ববিদিত যে, মহর্ষি যাস্ককৃত নিরুক্ত নির্বচন শাস্ত্র । বেদের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং " ব্যাকরণস্য কাৎস্ন্য " অর্থাৎ, ব্যাকরণ শাস্ত্রের পূরক । যেখানে ব্যাকরণের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ শব্দ প্রধান ব্যুৎপত্তি করা হয়, সেখানে নিরুক্ত শাস্ত্র অর্থপ্রধান ব্যুৎপত্তিসমূহ দর্শিয়ে থাকে । ব্যাকরণ এবং নিরুক্তের সমন্বয় বেদার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তথা প্রভাব রাখে । বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ভালোভাবেই জ্ঞাত যে, সৃষ্টির আদিতে কোনো ব্যাকরণের অস্তিত্ব ছিলো না । শক্তি এবং বুদ্ধি ক্রমান্বয়ে হ্রাস হতে থাকে বৈদিক পরম্পরার ঋষিগণ বেদাঙ্গের রচনা করেন । বেদের শব্দ নিত্্য, ঋষিগণ তাঁদের অতি উচ্চ তপ, সাধনার মাধ্যমে প্রকৃতি প্রত্যয়ের মনোবল দ্বারা বেদের শব্দের অর্থসমূহ দর্শানোর প্রয়াস করেছেন । ধাতুর স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে । তার মূল অর্থের নির্ধারণ বেদের আধারে করা হয়েছে । একই সাথে বৈদিক-লৌকিক শব্দসমূহের ব্যবস্থাও ঋষিগণ করেন । বৈদিক পরম্পরা থেকে বিচ্যুত অবৈদিক, মূর্খ, নির্বোধগণ ইদানিং মহর্ষি যাস্ক এবং তাঁর নিরুক্ত নিয়ে সম্পূর্ণ বানোয়াট, ভিত্তিহীন মিথ্যাচার করছে । যা তাদের কপোলকল্পিত ধারণা । সম্পূর্ণটাই অজ্ঞানতা পরিচয় ।

যাস্কের পূর্বে দেবতাবাদ

মহর্ষি যাস্কের পূর্বে দেবতাবাদ এর স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ তথা আরণ্যক শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থলে বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় । এর বাস্তবিক স্বরূপ কেমন ছিলো, এ সম্বন্ধে বিশদ বিবেচনা করা আবশ্যক । বর্তমানে সার্বিক বিবেচনায় এতটুকুই বলা যায়, যাস্কের সময়কালে " অধিযজ্ঞ " প্রক্রিয়ারও প্রচলন ছিলো । এর স্বরূপ যেমনই হোক না কেনো এই বিষয় পৃথক্ বিবেচনার যোগ্য । অথর্ববেদ সহ চার বেদেও যত্র-তত্র যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা রয়েছে, এর স্বরূপ নিশ্চয়ই ভিন্ন এবং বিবেচনীয় ।

যাস্ককৃত দেবতাবাদের স্বরূপ

মহর্ষি যাস্কের নিরুক্ত তিন কাণ্ডে বিভক্ত । নৈঘণ্টুক কাণ্ডের প্রতিপাদিত্য বিষয় " সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ " বেদে প্রযুক্ত বিশিষ্ট অপ্রসিদ্ধ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা । নৈগম কাণ্ডের প্রতিপাদিত্য বিষয় অর্থের আধার অর্থাৎ, প্রকরণানুসারে শব্দের অর্থ দর্শানো । দৈবতকাণ্ডে দেবতাবাচী শব্দসমূহের নিরূপণ করা হয়েছে । নির্বচন শাস্ত্র হওয়ার দরূণ তিনটি কাণ্ডেই মহর্ষি যাস্ক নির্বচন দ্বারা সমস্ত শব্দের অর্থ দর্শিয়েছেন । নির্বচন দ্বারা অর্থ দর্শানোর স্পষ্ট তাৎপর্য এই যে, বৈদিক শব্দকে যেনো লোকবৎ রূঢ়ি অর্থে প্রয়োগ তথা গ্রহণ না করা হয়, বরং প্রকৃতি প্রত্যয় বা ভিন্ন ধাত্বর্থের আধারে যৌগিক, অর্থাৎ সেই গুণসমূহের কারণ ততু তদ্ অর্থবাচক নির্দেশ করছে তা সম্বন্ধে বিস্তারপূর্বক জ্ঞাত হওয়া যায় । দৈবত কাণ্ডে নির্বচন দ্বারা যে অর্থ দর্শানো তথা নিরুক্তের প্রথমাধ্যায়ে " নামান্যাখ্যাতজানি " শব্দের উল্লেখ রয়েছে । এ দ্বারা স্পষ্ট যে, মহর্ষি যাস্ক সব শব্দকে আখতজ মেনেছেন ।

মহর্ষি যাস্ক দেবতার লক্ষণ বর্ণনা করেন –

" যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছনস্তুতিং প্রযুক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি । "

(নিরুক্ত. ৭/১)

কামনাকারী ঋষিগণ যে দেবতায় পদার্থের বল, কর্ম চেয়ে স্তুতি প্রযুক্ত করেন, সেই মন্ত্র সেই দেবতারই হয়।

অর্থাৎ, মন্ত্রসমূহ যে পদার্থ বা দেবতার উপর প্রযুক্ত হয়ে স্তুত (আলোচিত) হয়, সেই পদার্থই বা দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা হন।

সর্বানুক্রমণীকারও " য়া তেনোচ্যতে সা দেবতা " বাক্য দ্বারা একই অর্থ ব্যক্ত করেছেন । দৈবতকাণ্ডে প্রধান স্তুতিকর্তা দেবতাগণের নিরূপণ করা হয়েছে, এমনটা মহর্ষি যাস্ক এই কাণ্ডের প্রারম্ভেই বর্ণনা করেছেন । বৃহদ্দেবতাকার শৌনকেরও একই বিচার ।

কল্পিত যজুঃসর্বানুক্রমণী

বাস্তবে যজুর্বেদ সর্বানুক্রমণী যা কাত্যায়নকৃত নামে প্রসিদ্ধ তা আসলে অবৈদিক উবটাদি ভাষ্যকারগণের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে । এর পক্ষে মুখ্য প্রমাণ যে, উবট তার ভাষ্যসহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় দেবতানির্ণয় বিষয়ে এই গ্রন্থের মান্যতা তথা কোনোরূপ উদ্ধৃত দেয় নাই । উক্ত গ্রন্থের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে নাই তার কোনো

লেখায় তথা গ্রন্থে । দ্বিতীয় প্রমাণ, যজুঃ সর্বানুক্রমণীর প্রথম মন্ত্রেই শাখাকেও দেবতা মানা হয়েছে ; যা সর্বতোভাবে কপোলকল্পিত ভ্রান্ত, অবৈদিক বচন । কেননা, " শাখা " ছেদনাদিতে উক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগের উল্লেখ রয়েছে । পরন্তু সেই মন্ত্রের দেবতা নয় ।

শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণন হয়েছে –

" য়স্যৈ হবির্দীয়তে সা দেবতা "

অর্থাৎ, যাকে উদ্দেশ্য করে হবিঃ প্রদান করা হবে, তাকে দেবতা বলা হয় । শ্রৌতপ্রক্রিয়া আয়ত্তকারী বিদ্বান স্পষ্টভাবেই জানেন যে, " শাখা "-কে হবিঃ প্রদান করা হয় না, বরং মন্ত্রের উক্ত অংশ উচ্চারণ পূর্বক শাখা ছেদনাদি ক্রিয়া করা হয়ে থাকে ।

মহষি যাস্কের সিদ্ধান্ত –

" ইতীমানি সপ্তবিংশতি দৈবতানামধেয়ান্যনুক্রান্তানি । সূক্তমাঞ্জি হবির্ভাঞ্জি । তেষামেতান্যহবির্ভাঞ্জি বেনোSসুনীতি ঋর্ত ইন্দুঃ ।। "

(নিরুক্ত: ১০/৪২)

অর্থাৎ, বেন-অসুনীতি ঋত-ইন্দু এসব বাদে দেবতা হবির্ভাক্ হয়ে থাকে । যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ায় হবির্ভাক্ দেবতাবাচক, এমনটা নিরুক্তকারগণ ভাসিত করেছেন । শতপথের উপর্যুক্ত বচন তো সর্বথা স্পষ্ট ।

নিরুক্তের মুখ্য দেবতা " আত্মা "

নিরুক্তের দৈবত কাণ্ড (৭/৪) মহর্ষি যাস্ক বর্ণনা। করেছেন –

" মহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে । একস্যাত্মনোSন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি " ।।

অর্থাৎ, দেবতার পরম ঐশ্বর্যশালী হওয়ায় এক আত্মাকেই বিবিধ প্রকারে স্তুতি করা হয় । অন্য [সব] দেবতা এক আত্মারই প্রত্যঙ্গ (অবয়ব ভূত বা অন্তর্ভূত) ।।

মহর্ষি যাস্ক মুখ্য দেবতা হিসেবে একমাত্র আত্মাকেই সর্বত্র দর্শিয়েছেন এবং মেনেছেন । অগ্নি, বায়ু, সূর্য, মিত্র, বরুণ, রুদ্র আদি সমস্ত দেবতাই এক আত্মার ভিন্ন-ভিন্ন বিভূতি (শক্তি) । মহর্ষি যাস্ক দেবতাবাদ বিষয়ে কী ধারণা রাখতেন তা তাঁর নিরুক্তের সর্বত্র স্থলে এবং পূর্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বিদিত হয় । এ দ্বারাও সিদ্ধ হয়ে যে, এই উপর্যুক্ত শব্দ যেখানে প্রধানের বিবক্ষায় বিশেষ, সেখানে গৌণের বিবক্ষায় বিশেষণবাচীও । কেননা, এর নির্বচন বরাবর উপলব্ধ ।

বেদের বিবিধ মন্ত্রেও এমন বিশেষণবাচী উপলব্ধ ।

" উর্বী পৃথিবী " (ঋগ্বেদ. ৬/৪৭/২০ ; ১/১৮৫/৭) , " য়েয়ং পৃথিবী দাধার " (ঋগ্বেদ. ১০/৬০/৯) , " অঘ্ন্যায়া ধেনোঃ " (ঋগ্বেদ. ৪/১/৬) , " গাবো ধেনবঃ " (ঋগ্বেদ. ৬/৪৫/২৮) এই মন্ত্র সমূহের মধ্যে " উর্বী পৃথিবী " তথা " পৃথিবী মহী " মন্ত্রদ্বয় পৃথিবীর নাম নির্দেশ করছে । " গৌ এবং ধেনু " এই দুটি গোনাম ।

উপর্যুক্ত বেদ মন্ত্রে দুটির নাম প্রযুক্ত হওয়ার কোনোরূপ প্রয়োজন নাই, মন্ত্রসমূহে নাম বিশেষ বিশেষণ রূপে অবস্থান করছে, নতুবা বেদ মন্ত্রে পুনরুক্ত দোষে তুষ্ট হবে ।

বিশেষণ বিনা নির্বচন গঠন অসম্ভব ।

অতঃ উক্ত স্থলে বিশেষ বিশেষণ ভাব অনিবার্য ।

দৈবতকাণ্ড বিচার

নিরুক্তে দেবতাশব্দের স্বরূপ পূর্বে দর্শানো হয়েছে । এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিরুক্তের তিনটি মহত্ত্ব একে অপরের থেকে পৃথক । দৈবতকাণ্ডে মহর্ষি যাস্ক যদ্যপি প্রায়ঃ যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ান্তর্গত দেবতাবাচী শব্দের বিবেচন করেছেন । তথাপি প্রারম্ভেই মহর্ষি যাস্ক " এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে " বচন উল্লেখ করে মুখ্য দেবতা " এক আত্মাই " অন্য দেবতা এর অঙ্গস্বরূপ, এটাই স্পষ্ট প্রতিপাদন করেছেন । যাজ্ঞিক দেবতাগণকে মনুষ্যগণ ভিন্ন অর্থে না গ্রহণ করে, এজন্য মহর্ষি যাস্ক দৈবতকাণ্ডের রচনা করেন ।

এ কাণ্ডে তিনি মুখ্্য আধিদৈবিক প্রক্রিয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন –

" তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ, অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ । তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যাং অপি বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি, অপি বা কর্মপৃথবাদ্যথা হোতাধ্বয়ুব্রহ্মোদ্গাতেত্যপ্যেকস্য সতঃ । "

নৈরুক্তো'র মতানুসারে তিনটি স্বত্তাই দেবতা, অগ্নি পৃথিবীস্থানী, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থানী এবং সূর্য দ্যুস্থানী ।

ত্রিবিধ স্থানীর বিচার আধিদৈবিক পক্ষে । আধ্যাত্মিক পক্ষে এক আত্মাই সর্বা দেবতা । আধিযাজ্ঞিক পক্ষেও দেবতা এক আত্মারই অবয়বভূত । আধিদৈবিক পক্ষে সব তিনের ভিতরই (অন্তর্ভূত) এমনটা মহর্ষি যাস্ক প্রতিপালন করেছেন ।

নিরুক্ত এবং ঋক্ সর্বানুক্রমণীতে দেবতা ভেদ

এ স্থলে এই বিষয় বিচার্য আবশ্যক যে, সর্বানুক্রমণী বৃহদ্দেবতায় উল্লেখিত দেবতাগণ নিরুক্তে বর্ণিত হয়েছে নাকি হয় নাই । একইসাথে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের সব দেবতা সর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতায় উল্লেখ আছে কি নাই ।

পরন্তু এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নিরুক্তে প্রতিপাদিত দেবতাবাচী শব্দ সর্বানুক্রমণী বৃহদ্দেবতায় প্রায়ঃ উপলব্ধ । আরও বলা যায় যে, বৃহদ্দেবতায় উল্লেখিত প্রায়ঃ সমস্ত দেবতা নিরুক্তে উল্লেখ রয়েছে, যদ্যপি কিছু ভেদ বিদ্যমান ।

নিরুক্ত এবং সর্বানুক্রমণী বৃহদ্দেবতায় যে যে স্থলে ভেদ বিদ্যমান, তা দর্শানো হল –

ঋগ্বেদ নিরুক্তের দেবতা সর্বানু. দেবতা

1. ১/৫০/৬৭ বরুণঃ (১২/২২) সূর্য

2. ৬/৪৯/৮ পূষা (১২/১৮) বিশ্বেদেবাঃ

3. ১১০/৮৫/২০ সূর্যঃ (১২/৭) আশীঃপ্রায়ঃ

4. ৫/৫৬/৮ রোদসী (১১/৫০) মরুতঃ

5. ৫/৪১/১৯,২০ ইলা (১১/৪৮) বিশ্বেদেবাঃ

6. ১/১৬৪/৪২ গৌরী (১১/৪০) বিশ্বেদেবাঃ

7. ১০/১১ ইন্দ্রাণী (১১/৩৭) ইন্দ্রঃ

8. ১০/১৪/৬ পিতরঃ ; অর্থবাণঃ (১১/১৯)

বশিষ্ঠপুত্র ইন্দ্রোবা

9. ৫/৫৭/১ রুদ্রাঃ (১১/১৫) মরুতঃ

(সর্বসূক্তস্য)

10. ১০/৬৭/৩ বিধাতা (১১/১২) সোমঃ ;

বরুণঃ ; বৃহস্পতিঃ আদি

11. ৭/১৭/১ ধাতা অগ্নি

12. ১০/১১৪/৩ সুপর্ণঃ (১০/৪৬)

বিশ্বেদেবাঃ (সূক্তস্য)

13. ৪/২৩/৮ ঋতঃ (১০/৪১) ইন্দ্র ঋতং বা

14. ১/৫৫/১৯ ত্বষ্টা (১০/৩৪) বিশ্বেদেবাঃ

(সূক্তস্য)

15. ৬/৩৭/৬ বায়ুঃ (১০/১) ইন্দ্রঃ

16. ১/২২/১২ অগ্নায়ী (৯/৩৪)

ইন্দ্রাণী-বরুণানী-অগ্নায়ী

17. ১/১৮৭/১ পিতুঃ (৯/২৪) অন্নং

18. ১০/১০২/৯ দ্রুঘণঃ (৯/২৩) দ্রুঘণ

ইন্দ্রো বা

19. ৬/৭৫/৬ অভীশবঃ (৯/২৬)

সারথী= পূর্বার্দ্ধস্য, রথঃ= উত্তরার্দ্ধস্য

20. ১/১২৬/১ নারাশংসঃ (৮/৬)

স্বনয়ো ভাবয়ব্যঃ

ঋক্ সর্বানুক্রমণী তথা বৃহদ্দেবতায় দেবতার ভেদ

সর্বানুক্রমণী তথা বৃহদ্দেবতায়ও দেবতা প্রকরণে পরস্পর ভেদ বিদ্যমান ।

তদ্যথা – ঋগ্বেদ. ১/৫০ নং সূক্তের দেবতা সর্বানুক্রমণীতে সূর্য, অপরদিকে বৃহদ্দেবতায় বরুণ । ঋগ্বেদ. ২/৩০/৮ নং মন্ত্রের দেবতা সর্বানুক্রমণীতে সরস্বতী, বৃহদ্দেবতায় বাক্ । ঋগ্বেদ. ৪/৪/২ নং মন্ত্রের দেবতা সর্বানুক্রমণীতে রুদ্র তথা বৃহদ্দেবতায় অগ্নিঃ । ঋগ্বেদ. ৫/৫৬/৮ নং মন্ত্রের দেবতা সর্বানুক্রমণীতে মরুতঃ, বৃহদ্দেবতায় রোদসী । ঋগ্বেদ. ২/৩৩/১১ নং মন্ত্রের দেবতা ক্রমশঃ রুদ্র এবং মৃগ । ঋগ্বেদ. ২/৩৩/৬ নং মন্ত্রের দেবতা ক্রমশঃ ইন্দ্র এবং বিশ্বামিত্র তথা ৭ নং মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র এবং নদ্যঃ । ঋগ্বেদ. ৫/৫৭/১ নং মন্ত্রের দেবতা ক্রমশঃ মরুতঃ এবং রুদ্রাঃ ।

দেবতাবাদে এটা অবশ্যই বিচারণীয় যে, সর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ, তাই না ।

দৈবতকাণ্ডের কিছু বিশেষ শব্দ

নিরুক্ত ৭/১৪ থেকে ৮/২১ পর্যন্ত মহর্ষি যাস্ক পৃথিবীস্থানী দেবতার নিরুপণ করেছেন । ৯ম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত " পৃথিব্যায়তনানি " এর ১০/১ থেকে ১১/১২ পর্যন্ত মধ্যমস্থানী দেবতার প্রতিপাদন করেছেন । ১১তম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত মধ্যমস্থানী দেবগণ তথা দেব-স্ত্রীগণের বর্ণন উপলব্ধ । ১২ তম অধ্যায়ে দ্যুস্থানী দেবতা তথা দেবগণ আদির নিরুপণ করেছেন ।

এর মধ্যে পৃথিবী এবং ত্বষ্টা এই দুটি দেবতাবাচী শব্দের নিরুপণ পৃথিবী স্থানী, অন্তরিক্ষ স্থানী তথা দ্যুস্থানী উক্ত তিন স্থানী দেবতায় নিরুক্তকার দর্শিয়েছেন । এই দুটি অতিরিক্ত আরও চারটি দেবতাবাচী শব্দের প্রতিপাদন ভিন্ন-ভিন্ন দুটি স্থানী দেবতায় দর্শানো হয়েছে ।

যেমন -

বরুণ — নিরুক্ত. ১০/৪-এ মধ্যমস্থানী, ১২/২২-এ দ্যুস্থানী দেবতা ।

যমঃ — নিরুক্ত. ১০/২০-এ মধ্যমস্থানী, ১২/২৯-এ দ্যুস্থানী দেবতা ।

সবিতা — নিরুক্ত. ১০/৩২-এ মধ্যমস্থানী, ১২/১৩-এ দ্যুস্থানী দেবতা ।

উষাঃ — নিরুক্ত. ১১/৪৭-এ মধ্যমস্থানী দেবগণ, ১২/৬-এ দ্যুস্থানী দেবতা ।

এখানে, এই বিষয় বিশেষ বিচারণীয় যে, " বরুণ " যদি মধ্যমস্থানী বায়ু বা বিদ্যুৎ হয় তাহলে দ্যুস্থানী দেবতাতেও তা বিদ্যুৎ বা বায়ুই, অথবা আগ্নেয় বা অন্য কিছু ।

এই অবস্থায় মধ্যমস্থানী এবং দ্যুস্থানী উপর্যুক্ত সব বরুণ, যম, সবিতা, উষার স্বরূপে ভেদ থাকা আবশ্যক ।

একইসাথে ত্বষ্টা এবং পৃথিবী তিনটি স্থানী । এই দুটির পরস্পর ভেদ কী ? পৃথিবী দ্যুস্থানী কেনো ? এটাও বিচার্য বিষয় । যদি বলা হয় দ্যুস্থানী অধিক আগ্নেয়, গৌণ পার্থিব, সেটাও নয় । কেননা, মহর্ষি যাস্ক দৈবত কাণ্ডের প্রারম্ভে বর্ণনা করেছেন – " তদ্যানি নামানি প্রাধান্যস্ততীনাং দেবতানাং তদ্দৈবতমিত্যাচক্ষতে " । দৈবতকাণ্ডে প্রধান দেবতা বাণী পদসমূহেরই নিরুপণ করা হয়েছে ।

অন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নির্বচনের আধারে উক্ত শব্দ পৃথিবী-স্থানী হয় তো, শেষ দুটি শব্দ বিশেষণ বাচী হওয়া আবশ্যক, এমনটাই মধ্যস্থানী এবং দ্যুস্থানীতেও বোধগম্য আবশ্যক । মহর্ষি যাস্ক একারণে উক্ত শব্দসমূহের নির্বচন করেছেন । নির্বচন করার ফলে এটাই সিদ্ধ হয় যে, এই শব্দ বিশেষণবাচীও এবং বিশেষ্যবাচীও । ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে এরূপ অনেক শব্দের অর্থ তথা নির্বচনের আধারেও উক্ত শব্দসমূহ বিশেষণ বিশেষ্য ভাবই নির্দেশ করছে । উক্ত দেবতাবাচী শব্দসমূহের সমন্বয় এই প্রকারে খুব ভালোভাবেই যুক্তিযুক্ত অর্থ প্রদর্শন করে । পূর্বে দর্শানো হয়েছে যে, " পৃথিবী " আদি শব্দও বিশেষণবাচী, কেননা বেদমন্ত্রে উর্বী পৃথিবী দুটি একার্থক পৃথিবীবাচী শব্দ হওয়ায় সিদ্ধ হয় যে, পৃথিবী-উর্বী, ত্বষ্টা-যমঃ আদি শব্দ কোথাও বিশেষ্য, কোথাও বিশেষণ পদ নির্দেশ করছে ।

ত্বষ্টা শব্দের বিচার

পূর্বে দর্শানো হয়েছে যে, " ত্বষ্টা " দেবতাবাচী শব্দ এবং তা পৃথিবী-স্থানী, মধ্যম-স্থানী তথা দ্যুস্থানী এই তিন প্রকারে দেবতাবাচী শব্দে মহর্ষি যাস্ক দর্শিয়েছেন । নিশ্চয়ই উক্ত তিনটি স্থানে " ত্বষ্টা " এর ভিন্ন অর্থ তথা স্বরূপ

উল্লেখ করা অনিবার্য । ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে এই শব্দের অনেক অর্থ দর্শানো হয়েছে, যা নির্বচন শাস্ত্রের আধারেই বর্ণিত হয়েছে । বেদেও ত্বষ্টা শব্দের বিবিধ অর্থ উপলব্ধ ।

যেমন — ঐতরেয় ব্রাহ্মণ. ৬/১০ নং শ্লোকে " ইন্দ্রো বৈ ত্বষ্টা " বচনের উল্লেখ রয়েছে, ঋগ্বেদ. ১/৩২/২ নং মন্ত্রে ত্বষ্টাকে ইন্দ্র অর্থে নির্দেশ করছে ।

ত্বষ্টা —

1. অগ্নিঃ (ঋগ্বেদ. ২/১/৫)

2. মাতা-পিতা (ঋগ্বেদ. ১০/৬৪/১০)

3. বাণীপতিঃ (ঋগ্বেদ. ১০/৬৬/৩)

4. বিশ্বেদেবাঃ (৬/৪৫/১৯)

5. সুদত্রঃ (৭/৩৪/২২)

ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু (ঋগ্বেদ. ১০/১৮৪/১) ; (অথর্ববেদ. ৫/২৫/৫) , ত্বষ্টা বৈ পশুনাং রূপাণাং বিক্রেতা (তাণ্ডব্য. ৯/১৯/৩), ত্বষ্টারমগ্রিং (ঋগ্বেদ. ১/১৩/১০), ত্বষ্টারমগ্রজাং গোপাং (ঋগ্বেদ. ৯/৫/৯), ত্বষ্টারং হোতারং (ঋগ্বেদ. ১০/১১০/৯), ত্বষ্টুর্জামাতরং বায়ুং (ঋগ্বেদ. ৮/২৬/২২), ত্বষ্টা জবং দধাতু (যজু. ৯/৮), ইন্দ্রায় ত্বষ্টা দধদিন্দ্রিয়াণি (যজু. ২১/৫৫)

নির্বচনের আধারেই উক্ত শব্দসমূহ প্রকরণানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থের প্রদর্শন হচ্ছে । উপর্যুক্ত সব শব্দের নির্বচন এই প্রকারেই হওয়া আবশ্যক ।

নির্বচন শাস্ত্রের মহত্ত্ব

উপর্যুক্ত সমস্ত শব্দ, প্রকরণ নির্বচন শাস্ত্রেরই মহত্ত্ব বলা যায় । অন্যথা এসব শব্দের অর্থের সমন্বয় হওয়া অসম্ভব । এ কারণে মহর্ষি যাস্ক নিরুক্তের তিনটি কাণ্ডেই সর্বত্র একের পর নির্বচন দর্শিয়েছেন । তাই যৌগিকবাদের স্থাপনার মধ্যে প্রমুখ স্থান মহর্ষি যাস্ককৃত প্রসিদ্ধ শাস্ত্র নিরুক্তই, যার আধারে বেদ মন্ত্রের অর্থ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিযাজ্ঞিক আদি সব প্রক্রিয়ার মন্ত্রের অর্থ দর্শানো হয় ।

অতঃ নির্বচনের আধারে মহর্ষি যাস্ক দেবতাবাদ বিষয়ে যে তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন এবং " মহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে " বচন দ্বারা এক আত্মাকেই মুখ্য দেবতা মেনে তথা সর্বত্র প্রতিপাদন করে পৃথিবীস্থানী, মধ্যমস্থানী এবং দ্যুস্থানী দেবতা নিরূপণ করেছেন । এসবের সমন্বয় নির্বচনের আধারে হওয়া সম্ভব ।

এই যুগে এর পুনরুদ্ধারক একমাত্র মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী । যাঁর প্রতি সমগ্র সংসার কৃতজ্ঞ ।– বিদুষাং বশংবদঃ

নমস্কার

বেদার্থের ত্রিবিধ তথা চতুর্বিধ প্রক্রিয়া

বৈদিক পরম্পরার ঋষি-মুনিগণ, যাঁদের বেদসম্বন্ধী ব্যাখ্যানগ্রন্থ বর্তমানে উপলব্ধ, তাঁরা সকলেই তাঁদের স্ব-ব্যাখ্যান গ্রন্থে বেদার্থের ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার বিস্তার উল্লেখ করেছেন । এমনকি অবৈদিক স্কন্দস্বামী, বেঙ্কটমাধব এবং সায়ণ এদের বেদভাষ্যে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার আধিক্য থাকার পরও তাদের বেদ ভাষ্যের বিবিধ মন্ত্রে আধিদৈবিক তথা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ স্পষ্ট প্রতীয়মান ।

যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ অগ্নিহোত্র থেকে শুরু করে অশ্বমেধ পর্যন্ত যত যজ্ঞরূপ কর্মকাণ্ডে মন্ত্রসমূহ প্রযোজ্য তার সাপেক্ষে করা হয় । প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থের মধ্যে বেদের শাখা সমূহে, ব্রাহ্মণগ্রন্থে এবং কল্পসূত্রে বেদার্থের প্রধানরূপ হিসেবে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা বিদ্যমান ।

আধিদৈবিক প্রক্রিয়ার প্রধান বিষয়বস্তু বেদার্থের সৃষ্টি-উৎপত্তি স্থিতি এবং তদ্ভব পদার্থ সমূহের গুণ-ধর্ম-পরক বর্ণন করা তথা দর্শানো । উক্ত বেদার্থ প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ বিধায়ক গ্রন্থ বর্তমানে অনুপলব্ধ । শাখা সমূহে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে উক্ত প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ যত্র-তত্র বিদ্যমান । শুধুমাত্র মহর্ষি যাস্ক বিরচিত নিরুক্ত শাস্ত্রেই আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী মন্ত্রার্থ বিস্তারিতভাবে উপলব্ধ ।

আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার প্রধান বিষয়বস্তু শরীর-বিজ্ঞান আত্মবিজ্ঞান এবং পরমাত্মবিষয়ক বর্ণন করা তথা দর্শানো । উক্ত বেদার্থ প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ বিধায়ক গ্রন্থও বর্তমানে অনুপলব্ধ । শাখা সমূহ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং উপনিষদে উক্ত প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ যত্র-তত্র বিদ্যমান । মহর্ষি যাস্ক আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারে মন্ত্রার্থ করার সময়ে " ক্বচিৎ আথাধ্যাত্মম্ " উল্লেখ করে আধ্যাত্মপ্রক্রিয়ানুসারী মন্ত্রার্থ দর্শিয়েছেন ।

নিরুক্তের ১৩তম এবং ১৪তম অধ্যায়ে প্রাচীন নৈরুক্তোগণের মতানুসারে " অতিস্তুতি " নামে কয়েকটি মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ সংগৃহীত হয়েছে । যজুর্বেদ এর ভাষ্যকার অবৈদিক উব্বট ৩১তম অধ্যায়ে আচার্য শৌনককৃত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান সমূহ উদ্ধৃত করেছেন । পরন্ত উক্ত প্রক্রিয়ানুসারে বেদের সহস্র মন্ত্রের বিস্তার ব্যাখ্যান শুধুমাত্র মহর্ষি দয়ানন্দ জীর বেদভাষ্যেই উপলব্ধ ।

বেদার্থের চতুর্থ প্রক্রিয়া — ব্যাবহারিকার্থ প্রক্রিয়া

যদ্যপি উক্ত প্রক্রিয়ানুসারী মন্ত্রার্থের সংকেত প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থের যত্র-তত্র উপলব্ধ, তথাপি উক্ত প্রক্রিয়ানুসারে বেদভাষ্য করার শ্রেয় একমাত্র মহর্ষি দয়ানন্দ জী-ই প্রাপ্ত হয়েছেন ।

মধ্যবর্তী বিদ্বানগণের মতে বেদার্থ

যদ্যপি প্রাচীন বৈদিক পরম্পরা অনুসারে বেদার্থের উক্ত তিন প্রক্রিয়া সর্বমান্য, তথাপি মধ্যকালীন এবং বর্তমানকালীন অবৈদিক তথাকথিত বিদ্বানগণের মতানুসারে বেদ এর প্রাদুর্ভাব শুধুমাত্র যজ্ঞের নিমিত্তেই হয়েছে – বেদাঃ য়জ্ঞার্থ প্রবৃত্তাঃ, অর্থাৎ বেদার্থ এর ক্ষেত্র কর্মকাণ্ড পর্যন্তই সীমিত । অবৈদিক সায়ণ কাণ্ব সংহিতার ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত-এ বর্ণন করেছে –

তস্মিশ্চ বেদে দ্বৌ কাণ্ডৌ কর্মকাণ্ডো ব্রহ্মকাণ্ডশ্চ । বৃহদারণ্যকাখ্যো গ্রন্থো ব্রহ্মকাণ্ডঃ । তদ্ব্যতিরিক্তং শতপথব্রাহ্মণং সংহিতা চেতি অনয়োর্গ্রন্থয়োঃ । কর্মকাণ্ডত্বম্ । তত্র উভয়ত্রাধানাগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাদিকর্মণ এব প্রতিপাদ্যত্বাদ্ ইতি ।

অর্থাৎ, যজুর্বেদ এর দুটি কাণ্ড — কর্মকাণ্ড এবং ব্রহ্মকাণ্ড । বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ব্রহ্মকাণ্ড এবং শতপথ আর সংহিতাগ্রন্থে সর্বত্র কর্মকাণ্ড বিদ্যমান । এই দুটিতে আধান, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস আদি কর্মেরই বিধান বিদ্যমান । যদ্যপি সায়ণ এই উক্তি ব্যক্ত করেছে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়কে বেদ মেনে, তথাপি এ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সায়ণ ব্রহ্মকাণ্ডের প্রতিপাদন উপনিষদ্ এবং সংহিতাতে কর্মকাণ্ডের প্রতিপাদন স্বীকার করছে ।

এই বিষয়কেই কেন্দ্র করে অন্য সব বেদভাষ্যকারগণ তাদের ভাষ্যেও তা প্রতিপাদন করেছে ।

প্রসঙ্গক্রমে এটিরও সংকেত দেওয়া আবশ্যক যে, বেদের কর্মকাণ্ডের সাথে আত্যন্তিক সম্বন্ধ স্থাপনের এক ফল এটিও হয়েছে যে, কর্মকাণ্ডিদের মধ্যে এক সম্প্রদায় এমন উৎপন্ন হয়ে গেল, যারা মন্ত্রসমূহের কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগমাত্র দ্বারা অদৃষ্ট মানতে শুরু করলো এবং তারা মন্ত্রসমূহের অনর্থকত্ব স্বীকার করে নিলো।

মহর্ষি যাস্ক এই সম্প্রদায়কে যুক্তিপ্রমাণপূর্বক নিরাকরণ করে মন্ত্রসমূহের অর্থবত্ব দর্শিয়েছেন । এমনটাই প্রযন্ত আচার্য জৈমিনি তাঁর মীমাংসাশাস্ত্রে করেছেন ।

এই বিষয়টি উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, বেদকে কর্মকাণ্ড পর্যন্ত সীমিত রাখার কুফল মহাভারতকাল থেকেই বিভিন্ন বিদ্বানগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি উত্তরবর্তী বিভিন্ন তথাকথিত আচার্যগণ এই বিষয়টিকে ভয়াবহ পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছে ।

সহস্র বর্ষ পশ্চাৎ বেদকে কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ধার করার শ্রেয় মহর্ষি দয়ানন্দ জীর প্রাপ্ত হয় । তিনি প্রবল প্রমাণতার সহিত অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ তথা ঘোষণা দেন, বেদের কর্মকাণ্ডপরকের যে অর্থ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র, শ্রৌতসূত্র এবং পূর্ব

মীমাংসায় দর্শিত হয়েছে, এগুলোকে যথাবৎ স্বীকার করার পরও বেদের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত । বেদ সব সত্য বিদ্যার আকর গ্রন্থ । এই বিষয়ে বিস্তারপূর্বক জানার জন্য মহর্ষি দয়ানন্দকৃত ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা গ্রন্থ এবং ভ্রান্তিনিবারণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

বেদার্থের ত্রিবিধ প্রক্রিয়া বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনের পূর্বে বেদ এর আর্থিক ক্ষেত্র প্রাচীন ঋষিগণের মতানুসারে কতদূর বিস্তৃত তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা উচিত হবে ।

স্বায়ম্ভুব মহর্ষি মনুর বেদ বিষয়ক সিদ্ধান্ত –

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ সর্বং বেদাৎপ্রসিধ্যতি (মনু. ১২/৯৭)

বিভর্তি সর্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্ ।

তস্মাদেতৎপরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্ ॥ (১২/৯৯)

সেনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বং এব চ ।

সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ (১২/১০০)

এই বচনসমূহ দ্বারা স্পষ্ট যে, বেদে সেনাপতির কর্ম (যুদ্ধসঞ্চালন), দণ্ডবিধান, ন্যায়াধীশের কর্তব্য, চক্রবর্তী রাজ্যের পরিপালনের উপায়, ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যকালে দেশকালোপযোগী সমাজশাস্ত্রীয় বিধান সমূহের নির্দেশ । একমাত্র বেদই মনুষ্যগণের এমন এক সাধন, যাহাতে ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক সমস্ত আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি প্রাপ্তির পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্ত করার বিধান রয়েছে । একারণে মহর্ষি মনু সুস্পষ্ট ভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা দিয়েছেন – সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ (২/১৭) অর্থাৎ, বেদ সর্ববিধ জ্ঞানের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার ।

তৎপশ্চাৎ মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতে বর্ণন করেছেন –

য়ানীহাগমশাস্ত্রাণি য়াশ্চ কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ | তানি বেদ পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তানি য়থাক্রমম্ ॥

(মহাভারত. অনুশাসন. অধ্যায়. ১২২)

অর্থাৎ, যত প্রকারের বিদ্যা লোকে প্রসৃত হয়েছে, তার আগম (মূলভূত শাস্ত্র) যথাক্রমে বেদ থেকেই প্রসিদ্ধ হয়েছে এবং সমস্ত লৌকিক প্রবৃত্তির মূল বেদই ।

এই পরমতত্ত্ব পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য এরূপভাবে ব্যক্ত করেছেন –

ন হি বেদশাস্ত্রাদন্যত্তু কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং হি বিদ্যতে ।

নিঃসৃতং সর্বশাস্ত্রং তু বেদশাস্ত্রাৎ সনাতনাৎ ॥

মহর্ষি ব্যাসদেব এবং যাজ্ঞবল্ক্য সদৃশ মহর্ষির উক্ত বচন দ্বারা অতি স্পষ্ট যে, সর্ব বিদ্যার প্রাদুর্ভাব বেদ থেকেই হয়েছে । অর্থাৎ, বেদে সর্ব বিদ্যার বীজ বিদ্যমান ।

এই পরম তত্ত্বের পুষ্টি সমগ্র সংস্কৃত বাঙময় দ্বারাও হয় । সংস্কৃত ভাষায় বর্তমানে যত প্রকারের বিবিধ বিদ্যার প্রামাণিক গ্রন্থ উপলব্ধ ; সেসব গ্রন্থ সমূহে প্রতিপাদিত্য মূল বিষয় বা বিদ্যার পরম তত্ত্ব বেদেরই তা স্পষ্টভাবে স্বীকার তথা দর্শিত হয়েছে ।

বৈদিক পরম্পরায় কয়েকজন প্রসিদ্ধ আচার্যগণের মত –

১. আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবক্তা মহর্ষি সুশ্রুত বর্ণন করেছেন –
ইহ খল্বায়ুর্বেদো নাম য়দুপাঙ্গমথর্ববেদস্য (সূত্রস্থান. অধ্যায়. ১)
আর্য়ুবেদ এর মূল অথর্ববেদ ।

২. জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবক্তা আর্যভট্ট তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল বেদকে অভিহিত করেছেন ।

৩. পদার্থজ্ঞানের প্রতিপাদক মহর্ষি কণাদ পদার্থ ধর্মের মূল বেদ তা স্বীকার করেছেন ।
তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্ (বৈশেষিক দর্শন. ১/১/৩)
অর্থাৎ, অথাতো ধর্ম ব্যাখ্যাস্যামঃ এই প্রতিজ্ঞাসূত্র দ্বারা বৈশেষিকপ্রতিপাদ্য পদার্থ ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বেদে বিদ্যমান হওয়ায় এর প্রামাণ্য বেদানুকূল ।
মহর্ষি কণাদ বেদে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিপাদনের কেবল প্রতিজ্ঞাই করেন নাই, বরং স্বশাস্ত্রে বৈদিকং চ (৫/২/২০), বেদ লিঙ্গাচ্চ (৪/২/১১) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বৈশেষিকের মূল বেদ, তার প্রামাণ্য প্রতিপাদন করেছেন ।
যদি বিবিধ বিদ্যাসমূহের মূল বেদ না হতো, তাহলে বৈদিক পরম্পরার প্রসিদ্ধ ঋষি-মহর্ষিগণ তাঁদের স্ব-স্বশাস্ত্রের মূল স্রোত বেদে বিদ্যমান তা দর্শাতেন না ।
এখানে বিচার্য একটি বিষয় যে, যেমনভাবে মহর্ষি কণাদ সহস্র বর্ষ পূর্বে পদার্থবিজ্ঞানের মূল জ্ঞান বেদে বিদ্যমান মেনেছেন , তদ্রুপ বর্তমানে এই বিজ্ঞান যুগে বেদ দ্বারা সেই জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার সাহস মহর্ষি দয়ানন্দই করেছেন তথা অতি স্পষ্ট প্রবল প্রমাণতার সহিত প্রমাণ করেছেন ।
বেদের স্বরূপ বিষয়ে সংক্ষেপে দর্শানো হলো । এখন মূল বিষয় বেদার্থের ত্রিবিধ তথা চতুর্বিধ প্রক্রিয়া দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক ।
যে প্রক্রিয়া দ্বারা বেদ এর সর্ববিদ্যাময়ত্বের প্রকাশ হয়, সেই সব প্রক্রিয়াই বেদার্থের বাস্তবিক তথা বেদানুকূল প্রক্রিয়া । বিদ্যা অনন্ত হওয়ায় বেদার্থ প্রক্রিয়াও অনন্ত । পরন্ত বৈদিক পরম্পরার ঋষি-মুনিগণ অতি বিস্তৃত বেদার্থ প্রক্রিয়ার সংক্ষেপ যাজ্ঞিক, আধিদৈবিক তথা আধ্যাত্মিক এই তিন প্রক্রিয়ার রূপে স্বীকার করেছেন তথা দর্শিয়েছেন । এইসব প্রক্রিয়ার বর্ণনার পূর্বে যে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার বিষয় যজ্ঞ, তার বিষয়ে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল –
পৌরাণিক গোষ্ঠী এবং কিছু আর্য বিদ্বানের মতানুসারে অগ্নিহোত্র থেকে শুরু করে অশ্বমেধ পর্যন্ত যত যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ড বিদ্যমান, তার সাক্ষাৎ প্রতিপাদন বেদে উপলব্ধ ।
পরন্তু প্রসিদ্ধ শ্রৌতযজ্ঞ তার স্বরূপে স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয় এবং বেদের সহিত এ যজ্ঞের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই । এই যজ্ঞের প্রকল্পনা ঋষিগণ সৃষ্টিবিজ্ঞানকে বোধগম্য করানোর হেতু করেছিলেন । বেদে যে সব স্থলে যজ্ঞের বর্ণন বিদ্যমান, তা প্রধানরূপ সৃষ্টিরূপী যজ্ঞেরই ।পুরুষসূক্ত অথবা পুরুষাধ্যায় এর মন্ত্রসমূহ তা অতি স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করে । বৈদিক পরম্পরার প্রাচীন আচার্যগণও এমনরূপ ব্যাখ্যান করেছেন ।
যজ্ঞের বাস্তবিক স্বরূপকে এই প্রকারে অনুধাবন করা যায় – যেমনভাবে পুরাকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞানের জন্য নাটক হিসেবে লিখিত হত এবং নাট্যশালায় প্রস্তুত করা হয়, অথবা ভূগোল-আকাশ মণ্ডলের নকশা তার স্বরূপে বিশেষ মহত্ত্ব না রেখেও ভূগোল-আকাশ মণ্ডলের পরিজ্ঞানে সহায়ক হওয়ায় মহত্ত্বপূর্ণ হয়ে থাকে । তদ্রুপ একই স্থিতি শ্রৌতযজ্ঞের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অতঃ এ দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের বোধগম্য হয়ে থাকে । অতঃ

এটাও মহত্ত্বপূর্ণ করলাম হিসেবে বিবেচ্য । এ দ্বারা ঋষিগণ যোগবিদ্যার মাধ্যমে উপলব্ধ সৃষ্টি বিজ্ঞানের সমস্ত প্রকরণ প্রত্যক্ষবৎ জানানোর প্রযন্ত করেছেন ।

শ্রৌতযজ্ঞের প্রয়োজন সৃষ্টিযজ্ঞের তত্ত্বসমূহের পরিজ্ঞান করানো । এর নির্দেশ বেদ, বেদের শাখা সমূহে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিস্তর বর্ণন বিদ্যমান । এসব বর্ণন সমূহ একত্রে সঙ্কলন পূর্বক বৈদিক শ্রৌতযজ্ঞের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠাপন করা আবশ্যক ।

যেরূপভাবে সাধন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাপ্ত করা যায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপযোগিতা দ্বারা যে প্রকারে চক্ষুদ্বয়ের প্রকৃত আবরণ উন্মোচিত করা সম্ভবপর হয় না, তদ্রুপ আধিদৈবিক জগতের পরিজ্ঞানের প্রমুখ সাধন হওয়ার জন্যে ঋষিগণ এই তত্ত্বকেও সাধ্যের সমানই মহত্ত্ব দিয়েছেন । এই দৃষ্টিতে বেদার্থের ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার বর্ণন বৈদিক পরম্পরার ঋষি-মুনি-আচার্যগণ বিস্তরভাবে করেছেন ।

এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ দর্শানো প্রযোজ্য –

মহর্ষি যাস্ক " বাচং শুশ্রুবা অফলামপুষ্পাম্ " (১০/৭১/৪) এই ঋগমন্ত্রের ব্যাখ্যান করেছেন –

অর্থ বাচঃ পুষ্পফলমাহ – য়াজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা । (নিরুক্ত. ১/১৯)

অর্থাৎ, বেদের মন্ত্র বেদবাণীর পুষ্প এবং ফলের নির্দেশ করে । এই পুষ্প এবং ফল হলো ক্রমশঃ আধিযাজ্ঞিক এবং আধিদৈবিক বিজ্ঞান অথবা আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ।

এটা সর্বলোকবিদিত যে, প্রথমে পুষ্পের আগমন ঘটে, তৎপশ্চাৎ ফল । পুষ্প ফলের নিষ্পত্তিতে কারণ হয় । তদনুসার মহর্ষি যাস্কের সিদ্ধান্ত এই যে, যাজ্ঞিক অর্থের পরিজ্ঞান পুষ্পস্থানীয় এবং তা ফলস্থানীয় আধিদৈবিক বিজ্ঞানের কারণ । এই প্রকারে যখন মানব আধিদৈবিক জগতে বিজ্ঞাত হয়ে যায়, তাহলে সে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের কারণ হয় । অর্থাৎ, যাজ্ঞিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেটা আধিদৈবিক বিজ্ঞানের ফলস্থানীয় ছিলো, তা উত্তর আধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতি পুষ্পস্থানীয় হয়ে থাকে । এই ভিত্তিতে লোকে একটি প্রবাদের চর্চা হয় যে, য়দ্ ব্রহ্মাণ্ডে তৎপিণ্ডে । অর্থাৎ, যা কিছু ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান তা এই পিণ্ড মানে শরীরে বিদ্যমান ।

এ দ্বারা উক্ত তত্ত্ব অত্যন্ত বিস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শ্রৌতযজ্ঞের প্রক্রিয়া, রচনা এবং শরীর রচনায় অত্যন্ত সাদৃশ্য বিদ্যমান । এই তত্ত্বের নির্দেশ ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রবক্তা যাজ্ঞিক তত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যা করার সময় " অথাধিদৈবতম্ অথাধ্যাত্মম্ " উল্লেখ করে সৃষ্টি এবং শরীর সমন্ধী তত্ত্ব সমূহের সাদৃশ্য দর্শিয়েছেন ।

আফসোস ! মহর্ষি দয়ানন্দ জী অগ্নিহোত্র থেকে শুরু করে অশ্বমেধ পর্যন্ত যে শ্রৌতযজ্ঞ তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ সমূহে যত্র তত্র প্রতিপাদন করেছেন, বেদ এর শাখা সমূহ ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং শ্রৌতসূত্রে যার প্রবচন করে ; যার ব্যবস্থা করার জন্য মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব মীমাংসা শাস্ত্রের প্রণয়ন করেছেন । আর্য সমাজ বিগত শত বর্ষে এই বৈদিক শ্রৌতযজ্ঞের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে নাই । অস্তু !

এখন বেদার্থ আধিযাজ্ঞিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভেদ দ্বারা তিন প্রকারে হয়ে থাকে । এই বিষয়ে কতিপয় প্রাচীন আচার্য গণের বচন দর্শানো হলো —

১. শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র (১/১/১৮, ১৯) - এ বর্ণন হয়েছে –

ন শ্রুতমতীয়াৎ । অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিয়জ্ঞমিতি ত্রয়ম্ ।

মন্ত্রেষু ব্রাহ্মণে চৈব শ্রুতমিত্যভিধীয়তে ।।

অর্থাৎ, শ্রুত (শব্দশ্রবণমাত্র) দ্বারা গম্যমান অর্থের পরিত্যাগ অনুচিত । দেবসম্বন্ধী আত্মসম্বন্ধী এবং যজ্ঞসম্বন্ধী এই তিনটির অর্থ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে " শ্রুত " বলা হয় ।

২. মহাভাষ্যের টীকাকার ভর্তৃহরি (১/১/২৭) নং-এ ব্যাখ্যা করেন -
য়থা ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে (ঋগ্বেদ. ১/২২/১৭) ইত্যত্র এক এব বিষ্ণুশব্দোऽনেকশক্তিঃ সন্নধিদৈবতমধ্যাত্মমধিয়জ্ঞং চ আত্মনি নারায়ণে চষালে চ তয়া শকত্যা প্রবর্ততে ।
অর্থাৎ, " ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে " মন্ত্রে বিষ্ণু শব্দের অর্থ অধিদৈবত, আধ্যাত্ম এবং অধিযজ্ঞ পক্ষে ক্রমশঃ সূর্য, পরমাত্মা এবং চষাল অর্থ হয়ে থাকে ।

৩. নিরুক্ত ব্যাখ্যাকার স্কন্দ স্বামী ৩য় অধ্যায়ের ৫ম খণ্ডে ব্যাখ্যা করেছেন —
সর্বদর্শনেষু চ সর্বে মন্ত্রা যোজনীয়াঃ । কুত: ? ভাষ্যকারেণ সর্বমন্ত্রাণাং ত্রি প্রকারস্য বিষয়স্য প্রদর্শনায় অর্থ বাচঃ পুষ্পফলমাহ ইতি যজ্ঞাদীনাং পুষ্পফলত্বেন প্রতিজ্ঞানাৎ ।
অর্থাৎ, সব দর্শনে = অধিযজ্ঞ, অধিদৈবত, আধ্যাত্ম পক্ষে সব মন্ত্রের অর্থের যোজনা করা আবশ্যক । কেননা, ভাষ্যকার মহর্ষি যাস্ক তিন প্রকার বিষয়ে প্রদর্শনের জন্য " অর্থ বাচঃ পুষ্পফলমাহ " বচন দ্বারা যজ্ঞ আদিকে পুষ্পফলরূপ দ্বারা নিদর্শন করেছেন ।

৪. স্কন্দস্বামীর থেকে নিরুক্তের প্রাচীন ব্যাখ্যাকার দুর্গাচার্য বর্ণনা করেছেন —
অধ্যাত্মাধিদৈবতাধিয়জ্ঞাভিধায়িনাং মন্ত্রাণামর্থা বিজ্ঞায়ন্তে । (নিরুক্ত. টীকা. ১/১৮)
অর্থাৎ, আধ্যাত্ম, অধিদৈবত এবং অধিযজ্ঞ পক্ষে সম্বোধনকারী মন্ত্রসমূহের তিন প্রকার অর্থ হয়ে থাকে ।

৫. শতপথের ব্যাখ্যাতা হরিস্বামী প্রথম কাণ্ডের আরম্ভে লিখেন -
মন্ত্রা আধিয়াজ্ঞিকা ইষে ত্বাদয়ঃ, ত এব দেবতাপদত্বেনাধিদৈবিকাঃ, ত এবাত্মানমধিকৃতা আধ্যাত্মিকাঃ । ইশা বাস্যাদয়সত্বাধ্যাত্মিকা এব ।
অর্থাৎ, " ইবে ত্বা " আদি মন্ত্র অধিযজ্ঞবিষয়ক, এই মন্ত্রই দেবতাপরক অর্থের অভিধান করার পর আধিদৈবিক হয় এবং উহাই আত্মার প্রতি অধিকৃত হয়ে আধ্যাত্মিক পক্ষে অর্থ হয় । " ঈশা বাস্যম্ " আদি মন্ত্রের অর্থ আধ্যাত্মিক পক্ষেই হয়ে থাকে ।
উপরোক্ত প্রাচীন আচার্যগণের বচনানুসারে এটা স্পষ্ট যে, বেদ মন্ত্রের যজ্ঞ-দৈবত-আত্মবিষয়ক ত্রিবিধ অর্থ হয়ে থাকে ।

যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার প্রভাব

বেদার্থের উপর যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার এতোটাই অধিক প্রভাব পড়েছিলো যে, নিরুক্তকার যেসব মন্ত্রের ব্যাখ্যা আধিদৈবত প্রক্রিয়ানুসারী করেছেন, সেসব মন্ত্রের অর্থও স্কন্দাদি টীকাকারগণ জোরপূর্বক যজ্ঞপরক করেছেন ।

ত্রিবিধ অর্থের গৌণ-প্রাধান্যভাব

বেদার্থ ত্রিবিধ প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে, যা পূর্ব উদাহরণ সমূহ দ্বারা অতি স্পষ্ট । যতঃ যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া স্বয়ং সৃষ্টিযজ্ঞ অর্থাৎ, আধিদৈবিক জগতের ব্যাখ্যানার্থে প্রবৃত্ত, অতঃ অধিযজ্ঞ এবং অধিদৈবত পক্ষে অধিযজ্ঞবিষয়ক অর্থ গৌণ এবং অধিদৈবত অর্থ প্রধানভূত । এই দৃষ্টিতে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় অধিদৈবত এবং আধ্যাত্ম পক্ষই । অন্যভাবে বলা যায়, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় তৃণ থেকে শুরু করে ঈশ্বর পর্যন্ত সমগ্র পদার্থের জ্ঞান-বিজ্ঞান ।

আধিদৈবিক অর্থেরও পরিণতি আধ্যাত্ম পক্ষেই হয়ে থাকে, অতঃ এই দুই পক্ষের মধ্যে আধ্যাত্ম পক্ষই প্রধান । অত এব উপনিষদকার গণ বর্ণনা করেছেন –

সর্বে বেদা য়ৎপদমামনন্তি তপাংসি চ সর্বাণি য়দ্বদন্তি । য়দিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য চরন্তি তসে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোম্ ইত্যেতৎ ।।

অর্থাৎ, সমগ্র বেদ " ওওম্ " পদবাচ্য পরমাত্মারই বর্ণন করে । তাঁরই ব্যাখ্যান সব তপস্বীজন করে থাকে এবং তাঁকে প্রাপ্ত করার জন্যই ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করা হয় ।

উক্ত বচন মহর্ষি ব্যাসদেবও তাঁর পুত্র শুকদেবকে আধাত্ম্য শাস্ত্রের উপদেশ প্রদানের সময় ব্যক্ত করেছেন –

দশেদমৃক্সহস্রাণি নির্মথ্যামৃতমুদ্ধৃতম্ । নবনীতং য়থা দধ্নি কাষ্ঠেऽগ্নির্য়থা তথা ॥

অর্থাৎ, হে পুত্র ! আমি দশ সহস্র ঋচা মন্থন করে যে আধ্যাত্ম জ্ঞান উপলব্ধ করেছি, তা এটাই । যা বেদ এর প্রত্যেক মন্ত্রে সেই প্রকারেই নিহিত, যেমনভাবে দধিতে মাখন এবং কাষ্ঠে অগ্নি থাকে ।

এই মুখ্য তত্ত্বের কথন একটি ঋচায় এই প্রকারে বর্ণন রয়েছে –

ঋচো অক্ষরে প্রথমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।
য়স্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য় ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ।।
(ঋগ্বেদ: ১/১৬৪/৩৯)

অর্থাৎ, যে অবিনাশী পরম ধামে সমস্ত দেবগণ অবস্থান করে, যিনি সেই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাত, তিনি ঋগ্বেদ দ্বারা কি করবেন ? এবং যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই মুক্ত হয়ে সেই ব্রহ্মে বিরাজমান হন ।

বেদের এই আধ্যাত্মিক বিচার পরা বিদ্যা । উপনিষৎকারগণ " অথ পরা য়য়া তদক্ষরমধিগম্যতে " দ্বারা দৈবী বাক্ এর মাধ্যমে এই তাৎপর্যের দিকে সংকেত ব্যক্ত করেছেন । আধিদৈবিক বিজ্ঞান অপরা বিদ্যায় পরিগণিত হয় । কর্মকাণ্ডীয় বিজ্ঞান আধিদৈবিক বিজ্ঞানের বাহ্যস্বরূপ ।

চতুর্থ বেদার্থপ্রক্রিয়া

এ পর্যন্ত বেদের যতজন আচার্য হয়েছেন, তারা প্রায়ঃ স্বকালে প্রসিদ্ধ কোনো একটি পক্ষের বেদার্থ প্রক্রিয়ার আশ্রয়ণ করে বেদব্যাখ্যান লিখেছেন । মহর্ষি দয়ানন্দ এদের সকলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিলেন । " মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা " সুভাষিত অনুসারে তাঁর বেদার্থব্যাখ্যান সবচেয়ে, সর্বদিক দিয়ে ব্যতিক্রমমূলক ।

এই ব্যতিক্রমীর চারটি প্রধান কারণ –

১. যে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া আর্যাবর্তে সহস্র বর্ষ ধরে একাধিপত্য অবস্থান করছিলো, যার কারণে বেদ এক নির্জীব প্রেরণারহিত গ্রন্থে জায়গা করে নিয়েছিলো, এই মহাভ্রম মহর্ষি দয়ানন্দ পরিত্যাগ করে অত্যন্ত সাহসিক সত্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ।
উক্ত কথনের তাৎপর্য কেউ এটা না গ্রহণ করে যে, তিনি বেদের যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া বা কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন । তিনি যজ্ঞ আদি কর্মসমূহকে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মানতেন । তিনি ব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ানুসারে বেদ ব্যাখ্যানকে প্রামাণিক মানতেন । পরন্তু সেইসাথে তিনি ওই ব্যাখ্যানকে পুনরুক্তি করা পিষ্টপেষণবৎ দোষ মানতেন।
[দ্রষ্টব্যঃ – ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, প্রতিজ্ঞা বিষয়]

২. আধিদৈবিক প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ প্রায়ঃ লুপ্ত । এই পক্ষকে নিরুক্ত তথা ব্রাহ্মণশাস্ত্রের আধারে পুনঃ প্রকট করার সাহস করেছেন ।

৩. বেদের পরতত্ত্বের প্রতি সমাজে অনেকের মনে বিবিধ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো । তারা বেদে বহু দেব-দেবীর অস্তিত্ব এবং উপাসনা মানা শুরু করে । পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছও বেদের বিষয়ে এমন মিথ্যাচার প্রকাশ করতে থাকে । অতঃ মহর্ষি দয়ানন্দ এই প্রকার অবৈদিক, মিথ্যা আরোপ নিরাকরণে বিশেষ প্রযত্ন করেছেন তথা এসব ভ্রমকে প্রবলভাবে প্রমাণের সহিত খণ্ডন করেছেন । শতশঃ প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন বেদে সর্বত্র উপাস্যদেব এক পরমব্রহ্ম ।

৪. কর্মকাণ্ডীয় অর্থের প্রচলনের কারণে সমাজে এই ধারণার উৎপন্ন হয় যে, বেদের সহিত মানবজীবনের সাক্ষাৎ কোনো সম্বন্ধ নেই । এই ভ্রান্ত নিবারণে মহর্ষি দয়ানন্দ বেদের ব্যবহারিক অর্থ বিশেষরূপে প্রস্তুত করেছেন তথা দৃঢ় প্রমাণের সহিত তা দর্শিয়েছেন ।
তিনি তাঁর স্বরচিত ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা গ্রন্থের প্রতিজ্ঞা-বিষয়ে প্রাচীন বৈদিক পরম্পরাপ্রাপ্ত ত্রিবিধ অর্থের সাক্ষাৎ স্বীকার করে স্ব বেদভাষ্যের সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণন করেছেন –
" অথাSত্র য়স্য য়স্য মন্ত্রস্য পারমার্থিকব্যাবহারিকদ্বয়োরর্থয়োঃ শ্লেষালঙ্কারা-দিনা সপ্রমাণ: সম্ভবোSস্তি, তস্য দ্বৌ দ্বাবর্য়ৌ বিষাস্যেতে । "
অর্থাৎ, যে যে মন্ত্রের শ্লেষাদি অলঙ্কারসমূহ দ্বারা পারমার্থিক এবং ব্যাবহারিক ভিন্ন-ভিন্ন অর্থের সম্ভব হবে, সেখানে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ করবে । অন্যথা কেবল ব্যবহারিক অর্থের প্রয়োগ হবে।
এই প্রকারে মহর্ষি দয়ানন্দ বেদের পারমার্থিক অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক এবং ব্যাবহারিক অর্থের প্রয়োগ তাঁর স্ব বেদভাষ্যে বিশেষরূপে প্রযত্ন করেছেন ।
পূর্বে বিস্তারভাবে দর্শানো হয়েছে যে, বেদের ব্যাবহারিক অর্থাৎ মানবসমাজ দ্বারা সম্বদ্ধ অর্থসমূহের সংকেত প্রাচীন গ্রন্থে উপলব্ধ রয়েছে । পরন্তু এসবের প্রধানতা দিয়ে বেদ এর ব্যাবহারিক অর্থের উদ্‌ঘাটিত করার পরম শ্রেয় একমাত্র মহর্ষি দয়ানন্দ জী-ই করেছেন ।

এই ব্যবহারিক অর্থের মূলভিত্তি(মেরুদণ্ড) হচ্ছে অলঙ্কারসমূহের একত্রীকরণ। অন্য তথাকথিত বেদ ভাষ্যকারগণও তাদের ভাষ্যে যত্র-তত্র কিঞ্চিৎ অলঙ্কার প্রয়োগ করেছে । এটাও মহর্ষি দয়ানন্দ জীর বেদভাষ্যের অন্যতম বিশেষতা ।

মহর্ষি দয়ানন্দ দ্বারা সমাশ্রিত ব্যাবহারিকার্থ প্রক্রিয়া এমন একটি মহত্ত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যার অভ্যন্তরে ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার অন্তঃপুট অবস্থান করেও একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার স্থান গ্রহণ করতে সর্বোতভাবে সমর্থ ।

এই প্রকারে উপরোক্ত লেখ-এ বেদার্থ, তাঁর প্রক্রিয়া এবং মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা প্রমুখরূপে আশ্রিত ব্যাবহারিকার্থরূপ চতুর্থ প্রক্রিয়া নিরূপণ করা হয়েছে ।

বস্তুতঃ বেদার্থ প্রক্রিয়াসমূহ এতোটাই প্রগাঢ়তাপূর্ণ যে, এই বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বিস্তারপূর্বক লেখা সম্ভব ।

– বিদুষাং বশংবদঃ

নমস্কার

শ্রুতি-সংজ্ঞা-বিচার

শ্রুতি শব্দও বেদ শব্দের সমান বিবাদাস্পদ । এর সাথেই যেমনভাবে ব্রাহ্মণগ্রন্থের জন্য পারিভাষিকভাবে বেদ সংজ্ঞার বিধান উপলব্ধ রয়েছে, তেমনভাবে শ্রুতিসংজ্ঞার কোনো পারিভাষিক সংজ্ঞা উপলব্ধ নয় ।

শ্রুতি শব্দের অনেকার্থক

শ্রুতি শব্দ " শ্রু শ্রবণে " ধাতু থেকে ভাব কর্ম এবং করণ কারকে " স্ত্রিয়াং কিতন্ "
(অষ্টা: ৩/৩/৯৪) দ্বারা " কিতন্ " প্রত্যয় হয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে । তদনুসার " শ্রবণং শ্রুতিঃ " এর অর্থ -- " সুননা । শ্রুয়ত ইতি শ্রুতিঃ " এর অর্থ - যা কর্ণের মাধ্যমে শোনা যায়, অর্থাৎ - ধ্

বনি । " শ্রুয়তেনয়া সা শ্রুতিঃ " এর অর্থ -- যার দ্বারা অর্থকে শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ - জানা যায় ।

এই বুৎপত্তির অনুসারে শব্দ বাক্য বা গ্রন্থমাত্র অর্থ সাধারণত জানা যায় । পরন্তু বৈদিক বাঙ্ময়ে এই শব্দ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় ।

তদনুসার মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ বচন দুই ক্ষেত্রেই শ্রুতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

মনুস্মৃতিতে প্রযুক্ত নিম্ন প্রয়োগ দ্রষ্টব্য --

১. শ্রুতিদ্বৈধং তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্মাবুভৌ
স্মৃতৌ।
উদিতেহনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।

সর্বথা বর্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ।।
[২/১৫]
২. শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রস্তু বৈ
স্মৃতিঃ ।। [২/১০]
৩. শ্রুতীরথর্বাঙ্গিরসীঃ কুর্যাদিত্যবিচারয়ন্।।
[১১/৩৩]
৪. ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ
।। [২/১৩]
৫. বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রতীঃ।।
[৬/২৯]

মনুস্মৃতির এই উদাহরণ গুলোতে শ্রুতি শব্দ নিঃসন্দেহে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে । ৫নং প্রমাণে উপনিষদ সম্পর্কিত শ্রুতির নির্দেশ দিচ্ছে । উপনিষদের সমাবেশও ব্রাহ্মণ গ্রন্থেই হয়ে থাকে ।

৩নং প্রমাণে উদ্ধৃত অথর্বাঙ্গিরসী শ্রুতি অথর্ববেদের সাথে সম্পর্কিত । খুব সম্ভবত উক্ত প্রমাণে অথর্ববেদ-সম্বন্ধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরও গ্রহণ হতে পারে ।

মনুস্মৃতির প্রমাণের উপর বিচার করার সময় যে বিষয়টা লক্ষ্যণীয় যে, মনুস্মৃতি একটি ধর্মশাস্ত্র । ধর্মশাস্ত্র কল্পসূত্রের অন্তর্গত [কল্পসূত্রের তিনটি বিভাগ -- শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্র] ।

অতএব, মনুস্মৃতিতে উল্লেখিত বহুধা শ্রুত শ্রুতি শব্দ থেকে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ দুটোরই গ্রহণ হয় ।

পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রে

" শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যম্ অর্থবিপ্রকর্ষাত্ " (৩/৩/১৪) সূত্রে শ্রুতির উদাহরণ সমস্ত মীমাংসকগণ " এন্দ্রেয়া গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে " (মৈ.স. ৩/২/৪) এর উদাহরণ দিয়ে থাকেন, এবং " গার্হপত্যম্ " শব্দ শ্রবণকে শ্রুতি মানতেন । মীমাংসকদের মতানুসারে

" শ্রুতি " শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ শব্দ শ্রবণ হওয়ার পরও উপযুক্ত বিচার হলো, শ্রুতি শব্দের অর্থ

" শ্রুয়তে সম্বন্ধো যেন " যার মাধ্যমে সম্বন্ধবিশেষের পরিজ্ঞাত হয়, সেই ব্রাহ্মণ বাক্যকে শ্রুতি বলে । এই সম্বন্ধ হোক সেটা দ্রব্যদেবতা বা হোক সেটা মন্ত্র এবং কর্মের । এই প্রকারে শ্রুতি শব্দ বিনিয়োগের পর্যায় ।

কর্মকাণ্ডীয় শাখা-ব্রাহ্মণসূত্র গ্রন্থে বিনিয়োজক পদসমুদায়ে মন্ত্র হোক বা ব্রাহ্মণবচন সবই শ্রুতি বলা হয় । এই অর্থে এমন কিছু প্রমাণ উপস্থিত করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে " শ্রুতি " শব্দের অর্থ স্পষ্ট রয়েছে

যথা -

১. মাধ্যন্দিন সংহিতার ভাষ্যকার উব্বট

২৪ নং অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখেছেন --

" ইত উত্তরং শ্রুতিরূপা মন্ত্রা আশ্বমেধিকানাং পশুনাং দ্রব্যদেবতাসংবন্ধস্যাভিধায়িতঃ ।

অর্থাৎ - এখান থেকে শ্রুতিরুপ (শ্রুতিসমান) মন্ত্রের শুরু, যা অশ্বমেধের পশু দ্রব্য এবং দেবতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে ।

২. শুক্ল যজুর্বেদ এর পণ্ডিত এবং মহাযাজ্ঞিক পণ্ডিত শ্রীধরশাস্ত্রী বারে জী (নাসিক নিবাসী)

" ঋগ্যজুঃ পরিশিষ্ট " এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন --
ঋগ্যজুঃ পরিশিষ্ট - " দেব সবিতরিতি তিস্রঃ প্রাকপৈষেভ্যো ব্রাহ্মণপাঠেভ্যঃ " । [পৃষ্ঠা: ৮৮]
শ্রীধর শাস্ত্রীর টীকা - " প্রাকপৈষেভ্যো নিগদেভ্যো ব্রাহ্মণপাঠেভ্যঃ শ্রুতিরুপেভ্যো যজুষঃ প্রাক্ " ।
অর্থাৎ -- প্রৌষ-সঙ্গক নিগদ-সঙ্গক শ্রুতিরুপ ব্রাহ্মণপাঠের পূর্বে দেব সবিতঃ তিনটি ঋক বিদ্যমান ।
এই দুইটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণের " বিনিয়োজকং ব্রাহ্মণম্ " লক্ষণ যে মন্ত্রতে উল্লেখ হয়, সেই মন্ত্রকে ব্রাহ্মণ বা শ্রুতি শব্দে সম্বোধন করা হয় । এই প্রকারে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, যাজ্ঞিক গ্রন্থগুলোতে বেদ সঙ্গার সমান শ্রুতি সঙ্গার পরিভাষা না দেওয়ার পরও যাজ্ঞিকদের মতানুসারে শ্রুতি সঙ্গাও বিনিয়োজক বাক্যের পারিভাষিক সঙ্গাই নির্দেশ করে ।

শ্রুতি শব্দের প্রধান অর্থ গুরু-পরম্পরা দ্বারা নিয়মতঃ অধীয়মান মন্ত্রকেই বলা হয় । পরন্তু ব্যাখ্যেয়-ব্যাখ্যাসম্বন্ধরূপ লক্ষণ দ্বারা এর প্রয়োগ ব্রাহ্মণ বচন সমূহের জন্যও হয়ে থাকে ।

বেদ মন্ত্রের বিনিয়োগ

সৃষ্টির আদিতে পরমপিতা পরমাত্মা সমগ্র জীবের কল্যাণার্থে বেদ জ্ঞান ঋষিদের দ্বারা প্রদান করেছেন ; যার স্বরবর্ণানুপূর্বী নিত্য, এমনটা ঋষি-মুনিগণের সিদ্ধান্ত । মন্ত্রার্থ দ্রষ্টার নাম ঋষি। মন্ত্রের প্রতিপাদিত্য বিষয় দেবতা । মন্ত্রের অক্ষর গায়ত্রী-অনুষ্টুপ্ আদি ছন্দে নির্মিত এবং যে যে মন্ত্রের উচ্চারণ পূর্বক শ্রৌত বা গৃহ্য কর্মসমূহের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে সেই মন্ত্র সেই-সেই ক্রিয়াতে বিনিযুক্ত হয়, বা উক্ত মন্ত্রের সেই-সেই ক্রিয়ায় বিনিয়োগ রয়েছে । এটা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ।

এ দ্বারা এই বিষয় স্পষ্ট যে, ঋষি-দেবতা-ছন্দ এবং বিনিয়োগের প্রাদুর্ভাব পরবর্তীকালে হয়েছে । দ্বিতীয়ত, এই প্রকরণ ঋষিকৃত বা পুরুষকৃত, ঈশ্বরকৃত বা অপৌরেষয় নয় । ছন্দসমূহের নামকরণ বেদে উপলব্ধ পরন্তু গণনা ঋষিকৃত । এর মধ্যে বেদের অর্থের সাথে সরাসরি ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেবতাই, কেননা " য়া তেনোচ্যতে সা দেবতা " (সর্বানুক্রমণিকা) যে মন্ত্র দ্বারা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তার নাম দেবতা ; অর্থাৎ, মন্ত্র যাকে প্রতিপাদন করে তা দেবতা । সুতরাং অর্থের সহিত দেবতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে । কোন মন্ত্রের দ্রষ্টা কে, এ দ্বারা ইতিহাস সম্বন্ধী পর্যাপ্ত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব, সেই ইতিহাসে মন্ত্রসম্বন্ধী যদি কোনো গম্ভীর অর্থের নিরুপণ হয়, তো সেটাও কিছু না কিছু অর্থ অনুধাবনে সহায়ক হয়ে যাবে । কিন্তু এমন ইতিহাস ব্রাহ্মণ শাস্ত্রগুলোতেই নামমাত্র বুঝতে হবে ।

এই অবস্থায় মন্ত্রসমূহের ঋষি তাঁর প্রদত্ত অর্থকে বোধগম্যে বা অনুধাবনে সহায়ক নয় । ঋষি মন্ত্রার্থদ্রষ্টা হোক বা ঋষিকে কবিনিবদ্ধক্তা মানা হোক, তবুও অর্থ অনুধাবনে ভেদ হয় না, কিছু নির্দেশ পাওয়া যায় । এরূপ অবস্থায় দেবতা প্রকরণ বিদ্যমানে ঋষির আবশ্যকতা কতটুকু রয়েছে, এটাও একটি পৃথক বিচারণীয় বিষয় । ছন্দের উপযোগ প্রচুর বিদ্যমান । শ্রৌতপ্রক্রিয়ায় এর বৃহৎ মহত্ত্ব রয়েছে, কিন্তু বেদার্থে এই প্রকরণেরও সরাসরি কোনো সম্বন্ধ নেই ।

রইলো বিনিয়োগ । যা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে ।

- *বিনিয়োগ শব্দের অর্থ*

" বি " " নি " দুই উপসর্গপূর্বক " য়ুজির্ য়োগ " (রুধা) এই ধাতু দ্বারা কর্ম এবং ভাবে " বিনিয়ুজ্যত ইতি বিনিয়োগঃ " বিনিয়োজন বা বিনিয়োগঃ " , য়দ্বা " বিনিয়ুজ্যতেऽনেনেতি বিনিয়োগঃ " করণ কারকে ঘঞ্ প্রত্যয়ে এই শব্দ গঠিত হয় । এখানে ভাব এবং করণ অর্থ অধিক উপযুক্ত । বি (বিশেষতয়া) নি (নিশ্চয় দ্বারা) যোজনং (যুক্ত করা) = বিনিয়োগ বলা হয় । কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় সেই ক্রিয়ার প্রারম্ভে যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, যেমন: " শন্নো দেবী " ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক আচমন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, এই " শন্নো দেবী " উক্ত মন্ত্রের আচমণের বিনিয়োগ ; এমনটা বলা হয় ।

যদি বলা হয় যে, এই মন্ত্রের প্রয়োগ আচমনে হয়ে থাকে অথবা এই মন্ত্র আচমন ক্রিয়ায় প্রযুক্ত বা বিনিযুক্ত (Applied), তো বিষয়টা একই বুঝায় । Application of a Mantra " কোনো মন্ত্রকে কোনো ক্রিয়ায় প্রয়োগ করা " বিনিয়োগের সংজ্ঞা এটাই ।

সুতরাং যদি কোনো মন্ত্রের যে অর্থ, তার সাপেক্ষে প্রয়োগমূলক ক্রিয়ার সহিত কোনো বিঘ্ন না ঘটে যথার্থ প্রয়োগ হয় তাহলে সেই বিনিয়োগ সঠিক ।

যদি কোনো ব্যক্তি " শন্নো দেবী " এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ব্যায়াম করতে থাকে, তখন তা সেই মন্ত্রের প্রয়োগ প্রকরণ বিরুদ্ধ, সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ ভুল ।

বিনিয়োগের প্রাদুর্ভাব কখন ?

– যে সময় থেকে যজ্ঞ চলমান ।

– যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব কখন ?

এটা অত্যন্ত গম্ভীর বিচারের বিষয় । প্রথমে যজ্ঞ শব্দের উপর বিচার আবশ্যক । যদি অগ্নিতে আহুতি প্রদানের নাম ই যজ্ঞ হয়, তাহলে তো আরও কয়েকভাবে বিচার করতে হবে যে, দেবযজ্ঞ এর প্রাদুর্ভাব কখন, সৃষ্টির আদিতে কি পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রবৃত্তি ছিলো নাকি ছিলো না । বেদে কি এই বিষয়ে কিছু নেই । বিকাশবাদীদের মতানুসারে যখন আবশ্যকতা হয়েছিলো, তখন পঞ্চ মহাযজ্ঞ আদির প্রচলন হয় ।

এমনটা সর্বথা বেদ বিরুদ্ধ । কেননা, ব্রহ্মযজ্ঞ ঈশ্বরোপসনা মানবসৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই চলমান ।" অগ্নিমীডে পুরোহিতম " " ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা " এসব জ্ঞান তো প্রারম্ভেই প্রদান করা হয়েছে । জগত নিয়ন্তার উপাসনা তো সর্বপ্রথম মনুষ্যকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এতটুকুই নয় ।

" অগ্নিমীডে পুরোহিতং য়জ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ । হোতারং রত্নধাতমম্ ।।

ঋগ্বেদের এই সর্বপ্রথম মন্ত্রেই প্রকাশস্বরূপ অগ্নি পরমেশ্বরের উপাসনা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, এখানে ভৌতিক অগ্নিকেও নির্দেশ করা হয়েছে । তাঁকে যজ্ঞের দেব পুরোহিত, ঋত্বিক্ এবং হোতাও বলা হয়েছে । যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে তো প্রারম্ভেই বলা হয়েছে ।

য়জ্ঞেন য়জ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।

তে হ নাকম্ মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।। (যজু: ৩১/ ১৬)

য়স্মাদ্দতে ন সিধ্যতি য়জ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।

স ধীনাম য়োগমিন্বতি ।। (ঋগ্বেদ: ১/১৮/৭)

যজ্ঞের প্রারম্ভ পরবর্তীকালে হয়েছে, এটা সম্পূর্ণ বেদ বিরুদ্ধ এবং সর্বথা অমান্য । যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টির আদিতেই হয়েছে । এটাই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে উপলব্ধ এবং প্রামাণ্য, সত্য । অন্যভাবেও বলা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত যজ্ঞের পরম্পরা, যা পূর্ণ বৈদিক হওয়ার পক্ষে দৃঢ় ভ্রান্তপূর্ণ, মহাভারত যুদ্ধের পর পর প্রচলিত হয়েছে । হোক সে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লেখিত নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা শ্রৌত-গৃহ্যাদির প্রক্রিয়া । যখন কেবল অগ্নিতে আহুতি দেওয়াকেই যজ্ঞের স্বরূপ বোঝা হয়েছে, তখন এই রূঢ়ি-যজ্ঞ নিশ্চয়ই পরবর্তী কালের প্রচলন এবং রচনা ।

এমন স্থিতিতে মানা আবশ্যক যে, সৃষ্টির আদিতে বেদমন্ত্র দ্বারা অন্তর্যামী প্রভুর চিন্তন-আরাধনা-উপাসনা-ভক্তি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চিন্তন অবশ্যই বিদ্যমান ছিলো, যাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে । মূল বিষয় এটা যে, যে যে ঋষি যে যে মন্ত্রের অর্থদর্শন করেছেন, অর্থাৎ সেই সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা যে অর্থ দর্শন করেছেন, এর আধারে ঐ ঐ মন্ত্রের প্রয়োগ

বা বিনিয়োগও তাঁর জ্ঞাত এবং অপরকে বর্ণনা করতেন । নিশ্চয়ই মহাভারত কাল পর্যন্তও এরূপভাবে বেদ মন্ত্র দ্বারা কার্যসম্পন্ন হতো । এতে কোনোরূপ সন্দেহ নাই । সেই কার্যগুলোই সেসব মন্ত্রের বিনিয়োগ ছিলো । এটাই মানা সমুচিত ।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণগ্রন্থ, শ্রৌত তথা গৃহ্যসূত্র গুলোতে নির্দিষ্ট বিনিয়োগ নিশ্চিতরূপেই পরবর্তীকালের, এতে সন্দেহ নাই ।

তৃতীয় প্রকারের একটি বিনিয়োগ বিদ্যমান, যা উক্ত ব্রাহ্মণ, শ্রৌত আদি থেকে ভিন্ন । এর প্রচলন গৃহ্যকালের বিনিয়োগ দ্বারাই স্বল্প প্রারম্ভে হয় এবং একই সাথে এর প্রয়োগ বর্তমান কাল (পূর্ববর্তী শত বর্ষের পূর্বে) পর্যন্ত বেড়েই চলেছে । বিনিয়োগের প্রচলন কোন সময় থেকে বিদ্যমান, তা কয়েকভাবে ভাগ করা যায় । প্রথম সময়কাল সৃষ্টির আদি থেকে ব্রাহ্মণ-শ্রৌত আদি গ্রন্থ পর্যন্ত বলা যায় । দ্বিতীয় সময়কাল ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে শুরু করে এক-দুই শতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত । তৃতীয় সময়কাল এক-দুই শতাব্দী থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত । যজ্ঞেরও এই তিন ভিন্ন-ভিন্ন কাল বিদ্যমান ।

- *বিনিয়োগের বাস্তবিক স্বরূপ*

যদ্যপি বিনিয়োগ শব্দের অর্থ প্রদর্শনের সাথে উপরোক্ত প্রকরণে সংক্ষেপে বিনিয়োগের স্বরূপ সম্বন্ধে বর্ণনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো মন্ত্রকে কোনো ক্রিয়ায় বিনিযুক্ত (Applied) করাই সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ বলা হয় । অথবা কোনো মন্ত্রকে কোনো ক্রিয়ায় প্রয়োগ করাকে (Application of Mantra) বিনিয়োগ বলা হয় । বিনিয়োগের স্বরূপ এটাই । একে আরও বিস্তারপূর্বক ব্যক্ত যদি করা হয় তো এমনটা বুঝতে হবে যে, যদি একটি মন্ত্রের অর্থ উক্ত ক্রিয়ার সাথে ঠিক-ঠিক প্রয়োগ হয় বা সামঞ্জস্য হয়, অর্থাৎ যখন এই দুই প্রকরণের (মন্ত্র এবং ক্রিয়া) সমন্বয় হয়ে যায়, দুটি একই বিষয় প্রকাশ করছে, তখন সেই বিনিয়োগ সত্য, বেদানূকূল, বাস্তব, যুক্তিসম্মত, গ্রাহ্য । যদি মন্ত্র একটি অর্থ নির্দেশ করছে কিন্তু ক্রিয়া ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে তখন সেই মন্ত্রের সাপেক্ষে সেই বিনিয়োগ অসত্য, কৃত্রিম, প্রকরণ বহির্ভূত, বেদ বিরুদ্ধ, অগ্রাহ্য, অমান্য হবে ।

এটাই মৌলিক এবং মূল সিদ্ধান্ত, যার পক্ষে প্রচুর আর্ষ প্রমাণ বিদ্যমান —-

১. " এতদ্ বৈ য়জ্ঞস্য সমৃদ্ধং য়দ্ রূপসমৃদ্ধম্ । য়তকর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্যজুর্বাSভিবদতীতি চ ব্রাহ্মণম্ । " (নিরুক্ত. ১/১৬)

২.অত্র দুর্গাচার্যঃ (পৃষ্ঠা. ৭৪) — " ব্রাহ্মণমপি চ মন্ত্রাণামর্থবত্ত্বমেব দর্শয়তি । অনর্থকা হি সন্তঃ কথং কর্মাভিবদেয়ুঃ, কথং বাSনভিবদন্তঃ সমর্দ্ধয়েয়ুঃ ।

২. " এতদ্ বৈ য়জ্ঞস্য য়জুর্বাऽভিবদতি ।"

(গোপথ ব্রাহ্মণ. ২/২/৬)

৩.

ক. " এতদ্ বৈ য়জ্ঞস্য সমৃদ্ধং য়দ্ রূপসমৃদ্ধম্ " য়ৎকর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্যজুর্বাভিবদতি ।। " (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ. ১/৪/৯)

খ. ষড়্গুরুশিষ্যবৃত্তিঃ (পৃষ্ঠা. ৩১) " এষা সমৃদ্ধির্য়জ্ঞস্য যদ্দক্‌কর্ম প্রকাশয়েৎ ।"

এইসব স্থলে একই অর্থ প্রদর্শন করছে যে, যজ্ঞের সমৃদ্ধি (সম্পূর্ণতা) তখনই পায় যখন সেই কর্মের ঋচা বা যজুঃ ঠিক-ঠিক ভাবে প্রয়োগ হয় । যদি মন্ত্র সেই অর্থের প্রতিপাদন না করে তাহলে যজ্ঞের সম্পূর্ণতা অসম্ভব । এটাই বিনিয়োগের বাস্তবিক স্বরূপ । মন্ত্রের অর্থ এবং তা দ্বারা প্রয়োগকৃত ক্রিয়া একসূত্রে অবশ্যই থাকতে হবে ।

- *বিনিয়োগ এবং প্রাচীন তথা মধ্যকালীন গ্রন্থ*

বিনিয়োগ শব্দ বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লেখ নাই । সংহিতা গ্রন্থেও অনুপলব্ধ । নিম্নাঙ্কিত মন্ত্রসমূহে এই প্রকারে বিদ্যমান —-

১. বৃহদ্দেবতা —

ক. বিনিয়োগঞ্চ কর্মণাম্ । ৭/১১৩ ।।

খ. শক্তিপ্রকাশনেনৈষাং বিনিয়োগऽত্র কীর্ত্যতে । ৮/১০ ।।

অর্থাৎ, অর্থের সামর্থ্য হওয়ার দরূণ এই মন্ত্রের এই বিষয়ে বিনিয়োগ হয় ।

২. নিরুক্ত —

ক. ইত্যৃত্বিক্কর্মণাং বিনিয়োগমাচষ্টে । নিরুক্ত. ১/৮

এই বিষয়ে নিরুক্ত ৭/২০ তথা ১২/৪০ নং শ্লোকও দ্রষ্টব্য

খ. অত্রাচার্য়ঃ স্কন্দস্বামী — " বিনিয়োগঃ প্রতিনিয়মঃ । এক ঋত্বিগিদং কর্ম করোত্যন্য ইদমন্য ইদমিতি ঋচাং পোষমিতি য়থাবিধি কর্মণি প্রয়োগঃ........ (স্কন্দকৃত নিরুক্ত টীকা. ভাগ ১)

গ. ঋত্বিক্কর্মণাং বিনিয়োগমনর্চাऽऽচষ্টে ।

(দুর্গকৃত নিরুক্ত টীকা)

নিরুক্তের এই প্রকরণের অর্থ কেবল এতটুকুই যে, ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে...... ঋগ্বেদ. ৭/৭১/১১ এই মন্ত্র ঋত্বিজগণের কর্মের নিযুক্তি বা প্রতিনিয়ম (নিয়তি) বর্ণনা করেছে । স্কন্দ এবং দুর্গ'রও অভিপ্রায় এটা । মহর্ষি যাস্কের বচনানুসারে সিদ্ধ হয় যে, বেদ তাঁর স্বঅর্থ দ্বারা বিনায়োগের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে ।

৩. যজুঃসর্বানুক্রমণী –

ক. ইষেত্বা শাখাঽনুষ্টুপ্ । বিনিয়োগঃ কল্পকারোক্তঃ । পৃষ্ঠা. **১৩** (কাশী সংস্করণ)

খ. কাম্যনৈমিত্তিকাদিষু বিনিয়োগোঽস্য (পৃষ্ঠা. ৩০৯) অগ্নৌ বিনিয়োগঃ (পৃষ্ঠা. ৩০৭)

গ. দেবতা মন্ত্রবর্ণাদ্দগ্যজুষো বিনিয়োগতশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ । (পৃষ্ঠা. ৩১৯.)

ঘ. বেদিতব্য ইতি শেষঃ । অস্য মন্ত্রস্য । তস্মিন্ কর্মণি বিনিয়োগঃ । অনেন মন্ত্রেণেদং কর্ম কর্তব্যম্, অনেনেদমিত্যেবং বিধৌ মন্ত্রাণাং বিনিয়োগঃ কল্পকারোক্তং এবেহ বেদিতব্যং । কর্মানুষ্ঠানবেলায়াং মন্ত্রাণাং বিনিয়োগজ্ঞানমাবশ্যকম্ । তদজ্ঞানে দোষস্য প্রাগুক্তত্বাৎ । ....তত ইষে ত্বেত্যস্য শাখাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ ।

(যজুঃ সর্বানুক্রমণী. পৃষ্ঠা ১৪)

এখানে "" ইষে ত্বা "" এই মন্ত্রের শাখাছেদনে বিনিয়োগের নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে ।

৪. ঋকসর্বানুক্রমণী টীকা, ষড়গুরুশিষ্য, পৃষ্ঠা. ৫৭, ৫৮

স্মর্য়তে -

অবিদিত্বা ঋষিচ্ছন্দো দৈবতং য়োগমেব চ ।

য়োঽধ্যাপয়েদ্যজেদ্ বাঽপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ ।। ....

অন্যত্রাপ্যুক্তম্ —

স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগঽর্থ এব চ । মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদে ।।

উপরোক্ত শ্লোকগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যে মন্ত্রের যোগ বিনিয়োগ সম্বন্ধে না জেনে অধ্যয়ন করায় বা যজ্ঞ করায়, সে পাপী হিসেবে পরিগণিত হয় ইত্যাদি ।

ক. পৃষ্ঠা. ১০৩, ১১৬, ১৩২ -এ টীকাকার বিনিয়োগ শব্দ দ্বারা সূক্ত ব মন্ত্রের বিনিয়োগ দর্শিয়েছেন ।

৫. আচার্য স্কন্দ স্বামী ঋগ্বেদ. ১/১/১ নং মন্ত্রের ভাষ্যে বর্ণনা করেন –

তেষাং য়োऽর্থঃ, তেষাং কর্মণোऽঙ্গভূতত্বাৎ... তেষাং য়োऽর্থঃ স যদ্যপি কর্মণো নঙ্গভূতঃ, তথাপি তে তমেব প্রতিপাদ্যন্তঃ কর্মণোऽঙ্গত্বং প্রতিপদ্যন্তে, নোচ্চারণমাত্রেণ ।

এর অভিপ্রায় হলো, মন্ত্র তার অর্থের কারণই কোনো ক্রিয়ার অঙ্গভূত অর্থাৎ, তাতে সমন্বিত হতে পারে ।

৬. ঋগ্বেদ ১/১/১ নং মন্ত্রের বেঙ্কটমাধব ভাষ্য —-

" বিনিয়োপরিজ্ঞানাদ্ য়জুষামর্থনিশ্চয়ঃ ।

ইতিহাসৈর্ঋগর্থানাং বহুব্রাহ্মণদর্শিতৈঃ ।।

অর্থাৎ, বিনিয়োগজ্ঞান দ্বারা যজু মন্ত্রসমূহের অর্থ জানা যায় এবং ব্রাহ্মণ প্রদর্শিত ইতিহাস দ্বারা ঋগ্বেদ মন্ত্রের অর্থ জানা যায় ।

৭. ভট্টভাস্করকৃত তৈত্তিরীয় সংহিতা ভাষ্য পৃষ্ঠা. ৩ –

মন্ত্রবাচ্যোऽর্থো দেবতা, বিনিয়োজকং ব্রাহ্মণম্ । তত্রৈকৈব দেবতা, অগ্নি-বায়ু-সূর্যরূপেণ বিভক্তা সর্বত্র ব্যাখ্যাতব্যা । তাসাং বিভূতয়ঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যু স্থানস্থাঃ অন্যা দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ । তাশ্চ প্রতিমন্ত্রং লিঙ্গৈর্বিনিয়োগেন চ গম্যন্তে চ জ্ঞায়ন্তে চ ।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ বিনিয়োজক । ... দেবতা লিঙ্গ এবং বিনিয়োগ দ্বারা জানা সম্ভব ।

৮. তৈত্তিরীয় সংহিতার সায়ণকৃত ভাষ্য ভূমিকায় —

ক. য়দ্যপি মন্ত্রবিনিয়োগা ব্রাহ্মণেসর্বেऽপি নাম্নাতাঃ । তথাপি কল্পসূত্রকারৈর্ব্রহ্মিণান্তরপর্য়ালোচনয়া সর্বেऽভিহিতাঃ । অতো বৌধায়নাদিসূত্রোদ্ধরণাদিপূর্বকং ......

খ. সায়ণকৃত ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকা পৃষ্ঠা. ৫১ (কাশীসংস্করণ)

" অতঃ কল্পসূত্রং মন্ত্রবিনিয়োগেন ঋত্বনুষ্ঠানমুপদিশ্য উপকরোতি। তর্হি " প্রবোবাজা" ইত্যাদীনাং সামিধেনীনাম্ ঋচামেব বিনিয়োগমাশ্বলায়নো ব্রবীতু " নমঃ প্রবক্তে" ইত্যাদয়স্ত্বনাম্নাতাঃ কুতো বিনিযুজ্যন্তে (আশ্বলায়নসূত্র ১/২) ইতি চেৎ নায়ং দোষঃ, শাখান্তরসমাম্নাতানাং ব্রাহ্মণান্তরসিদ্ধস্য বিনিয়োগস্য গুণোপসংহারন্যায়েন অত্র বক্তব্যত্বাত্ সর্বশাখাপ্রত্যেকং কর্ম ইতি ন্যায়বিদঃ। তস্মাত্ শিক্ষেব কল্পোহপি অপেক্ষিতঃ।।"

অর্থাৎ, তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যের ভূমিকায় সায়ণ বলে, ব্রাহ্মণে সব মন্ত্রের বিনিয়োগ উপলব্ধ নয় । অতঃ ব্রাহ্মণান্তরের পর্যালোচনের মাধ্যমে অন্য মন্ত্র সমূহের বিনিয়োগ জানা আবশ্যক ইত্যাদি । ঋগ্বেদ ভাষ্যের ভূমিকায় সায়ণ লিখে, কল্পসূত্র দ্বারা মন্ত্রসমূহের বিনিয়োগ সম্বন্ধিত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে থাকে, যা ব্রাহ্মণান্তরে উদ্ধৃত বিধায় গ্রাহ্য ইত্যাদি ।

গ. কাণ্বসংহিতার সায়ণকৃত ভাষ্যভূমিকা পৃষ্ঠা. ১১৫ —

" অত্র বৌধায়ন উভয়োর্বাক্যয়োরেকমন্ত্রত্বমাশ্রিত্ব তত মন্ত্রচ্ছেদনে বিনিযুঙ্ ক্তে। তামাচ্ছিনত্তীষে ত্বোর্জে ত্বেতি। আপস্তম্বস্ত তদভিসন্ধায় মন্ত্রভেদপক্ষমপি কঞ্চিদাশ্রিত্য বিনিয়োগভেদমাহ.. ইষেত্বোর্জেত্বেতি তামাচ্ছিনত্ত্যূর্জেত্বেতি সংনমত্যানুমাষ্টি বেতি সন্নমতঃ সান্নায্যনামকং দধিরূপং হবিঃ কুর্বত ইত্যর্থঃ।

কাণ্বশিষ্যাস্ত মন্ত্রভেদং বিনিয়োগভেদং চাশ্রিত্যেত্তথমামনন্তি তামাচ্ছিনত্তীষেত্বেতি বৃষ্টয়ে তদাহ য়দিষে ত্বেত্যূর্জে ত্বেত্যনুমার্বি য়দ্দব্ট্যা ঊর্করসো জায়তে.... । "

অর্থাৎ, বৌধায়ন এখানে " ইষে ত্বা ঊর্জে ত্বা " একে একটি মন্ত্র মেনে শাখাছেদনে নিযুক্ত করেছেন এবং আপস্তম্ব একে দুটি ভিন্ন-ভিন্ন মন্ত্র মেনে " ইষে ত্বা " দ্বারা শাখাছেদন করা উচিত এবং " ঊর্জে ত্বা " দ্বারা যথার্থ অনুমান করা উচিত । সুতরাং, এখানে বিনিয়োগভেদ এবং মন্ত্রভেদ এর উল্লেখ রয়েছে । এই বচন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ।

এ ছাড়াও সায়ণকৃত ঋগ্বেদ ভাষ্য প্রত্যেক সূক্তের প্রারম্ভে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের আধারে তথা কোথাও-কোথাও লিঙ্গোক্ত বিনিয়োগের উল্লেখ বিদ্যমান । অর্থাৎ, সায়ণভাষ্যেও কোথাও গোপথ, কোথাও কোথাও অন্যাদি গ্রন্থ দ্বারা প্রায়ঃ সব সূক্তের প্রারম্ভেই বিনায়োগের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ।

উব্বট মহীধরকৃত যজুর্বেদ ভাষ্যেও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের আধারে বিনিয়োগ দর্শানো রয়েছে ।

- *পূর্বোক্ত বিনিয়োগ প্রকরণের বিবেচন*

১. উপর্যুক্ত এইসব প্রকরণে নিরুক্ত এবং বৃহদ্দেবতাই মুখ্যতয়া বিচার যোগ্য । বৃহদ্দেবতায় অনেক সাধারণ রীতিতে বিনিয়োগ নিরূপণ উপলব্ধ । কেবল এতটুকুই যে, মন্ত্র কর্মের বিনিয়োগকে বলা হয় তথা (৮/১০) নং মন্ত্র তার স্বঅর্থ দ্বারা উক্ত ক্রিয়ার অনুধাবনে সমর্থ থাকে, " শক্তিপ্রকাশনেনৈষাং " এর এই-ই অর্থ ।

নিরুক্ত ১/৮ নং শ্লোকে যে বিনিয়োগ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, এর অর্থ নিয়ত বা নিযুক্তি মাত্র । মন্ত্র তার পদসমূহের অর্থ স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, আমাকে যজ্ঞের ঋত্বিজগণের কর্ম বা পৃথক-পৃথক বিভাগে প্রয়োগ করো, কেননা তা সেটাই নির্দেশ করছে ।

নিরুক্ত ৭/২০ নং শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে – " তদেতদেকমেব জাতবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে । যত্তু কিঞ্চিদাগ্নেয়ং তজ্জাতবেদসানাং স্থানে যুজ্জতে " ।

অর্থাৎ - গায়ত্রী ছন্দযুক্ত যা একই তিন ঋচার সূক্ত জাতবেদাঃ দেবতাযুক্ত সমগ্র ঋগ্বেদে বিদ্যমান। যেটা অগ্নি দেবতার সূক্ত, সেটাই জাতবেদাঃ দেবতাযুক্ত প্রকরণের সহিত সম্বন্ধ । অর্থাৎ, অগ্নি এবং জাতবেদাঃ দুটি ভিন্ন-ভিন্ন দেবতা । এক দেবতাযুক্ত ঋচা অন্য দেবতাযুক্ত ক্রমে কিভাবে বিনিযুক্ত হতে পারে । অতঃ তার স্থানে অগ্নি দেবতাযুক্ত ঋচার সূক্ত প্রযুক্ত করা হয়ে থাকে ।

" তদেতদেকমেব বৈশ্বদেবং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে । যত্তু কিঞ্চিদ্ বহুদেবতং তদ্বৈশ্বদেবানাং স্থানে যুজ্যতে । য়দেব বিশ্বলিঙ্গমিতি শাকপুণিরনত্যন্তগতস্ত্বেষ উদ্দেশো ভবতি । " (নিরুক্ত ১২/৪০)

এরও অর্থ একই, কেবল জাতবেদাঃ এর স্থানে বৈশ্বদেব পদের উল্লেখ রয়েছে । সুতরাং, যেখানে বৈশ্বদেব দেবতা বিশিষ্ট সূক্ত বা মন্ত্রের প্রয়োজন হয়, সেখানে বহুদেবতা বিশিষ্ট সূক্ত বা মন্ত্রের বিনিয়োগ হবে ।

শাকপুণি এটাও মেনেছেন যে, যে সূক্ত বা মন্ত্রে বিশ্ব শব্দের পাঠ উপলব্ধ, সেটাও " বিশ্বেদেবাঃ " দেবতা বিশিষ্ট সূক্ত মেনে বিনিয়োগ আবশ্যক ।

নিরুক্তের এই দুইটি স্থলে এটা স্পষ্ট যে, মন্ত্র সমূহের বিনিয়োগ প্রণালী মহর্ষি যাস্কের সময়েও বিদ্যমান ছিলো । তথা তাতে অর্থের প্রধানতাই মুখ্য কারণ । অন্য দেবতা বিশিষ্ট মন্ত্রকে ভিন্ন দেবতা বিশিষ্ট মন্ত্রের স্থানের বিনিযুক্ত করা অনুচিত । বিনিয়োগ অর্থের প্রধানতা গ্রহণ পূর্বক সঠিক অর্থ নিরূপণ করা সম্ভব । বৃহদ্দেবতা এবং নিরুক্তের উপর্যুক্ত সব স্থলে এই বিষয়ই ব্যক্ত করা হয়েছে ।

২. বাকি রইল সর্বানুক্রমণীর উক্তি । যদ্যপি এর মূল ঋকসর্বানুক্রমণীতে বিনিয়োগ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নেই, তথাপি প্রারম্ভে ব্যক্ত হয়েছে —-

" নহ্যেতজজ্ঞানমৃতে শ্রৌতস্মার্ত্তকর্মপ্রসিদ্ধিঃ । মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণার্ষেয়ছন্দোবিদ্যাজনাধ্যাপনাম্যাং শ্রেয়োSধিগচ্ছনীতি ।

অর্থাৎ, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্মের প্রসিদ্ধি ঋষি দেবতা ছন্দঃ জ্ঞান বিনা অসম্ভব, ব্রাহ্মণ দ্বারা ঋষি দেবতা ছন্দের জ্ঞান কল্যাণের মাধ্যমে দেওয়া হয় । এতে ব্রাহ্মণের বিনিয়োজক (বিনিয়োগ) বলা হয়েছে । ঋকসর্বানুক্রমণীর টীকায় যেখানে যেখানে বিনিয়োগের উল্লেখ বিদ্যমান সেখানে সেখানে উক্ত সূক্ত বা মন্ত্রের বিনিয়োগ প্রদর্শন হয়েছে, আর কিছুই নয় ।

যজুঃ সর্বানুক্রমণীকার অতি স্পষ্ট শব্দে " বিনিয়োগ◌ঃ কল্পকারোক্তঃ " উল্লেখ করেছেন । পরন্তু আরম্ভের প্রথম মন্ত্রের বিনিয়োগ এবং দেবতা শাখা । অর্থাৎ, দেবতাও শাখা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং শাখাছেদনেই এই মন্ত্রের বিনিয়োগও দর্শিত হয়েছে, যা ঠিক নয় ।

কেননা, শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণনা হয়েছে –

" য়স্যৈ হবির্দীয়তে সা দেবতা " । অর্থাৎ, যার প্রতি হবি প্রদান করা হয়, তাকে দেবতা বলা হয় ।

শবর স্বামী কৃত মীমাংসা ভাষ্যে বর্ণন হয়েছে –

" য়স্যা বাচকং শব্দমুদ্দিশ্য স্মৃত্বা বা হবিস্তল্লক্ষ্যমিতি সঙ্কল্পঃ ক্রিয়তে সা দেবতা ভবতি " (মীমাংসা: ১০/৪/২৩ শবর ভাষ্য) এর অর্থও একই যে, যাকে লক্ষ্যপূর্বক হবি প্রদান করা হয়, তাকেই দেবতা বলা হয় ।

সুতরাং শাখার হবি প্রদান করা হয় না, যা প্রাচীন বৈদিক সম্প্রদায় বিশেষজ্ঞ স্পষ্টভাবেই জ্ঞাত ছিলেন, কেননা, " ইদং শাখায়ৈ স্বাহা, ইদং শাখায়ৈ ইদন্ন মম " এমনটা কোনো শ্রৌত-গৃহ্য-মীমাংসার বিদ্বান, বেদের বিদ্বান আজ পর্যন্ত মান্যতা দেন নাই, কোথাও উপলব্ধ নয় । আর এমনটা মানা সম্পূর্ণ অনুচিত । " শাখায় বিনিযুক্ত মন্ত্র বিদ্যমান " এমনটা মানলে তা সঠিক । শাখা দেবতা নয় । এই বিষয়ে নিরুক্ত ৭/4 এর দুর্গাচার্য এবং স্কন্দ স্বামীর টীকাও দ্রষ্টব্য। । দুইজনই " ইষে ত্বা " মন্ত্রের শাখায় বিনিযুক্ত মেনেছেন ।

যজুঃ সর্বানুক্রমণীতে উল্লেখিত পরবর্তী দুই উদাহরণ মন্ত্রবিশেষ বা কর্মবিশেষ এর বিনিয়োগই দর্শিয়েছে । যদিও তৃতীয় উদাহরণে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতার জ্ঞান মন্ত্রের বিনিয়োগ দ্বারাও হয়ে থাকে । কিন্তু প্রধানতয়া দেবতার জ্ঞান মন্ত্রের অর্থের উপর আশ্রিত । এটা ঠিক নয়, তা ব্যক্ত করেছেন যজুঃ সর্বানুক্রমণীর টীকাকার অনন্তদেব ।

এখানে এতটুকুই বলা শ্রেয় যে, সর্বানুক্রমণীকারক গণ বিনিয়োগ বিষয়ে কল্পকারকদেরই মত গ্রহণ পূর্বক তত্তৎ মন্ত্রের বিনিয়োগ বর্ণনা করেছেন ।

উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বেদ ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী, মাধব, ভট্টভাস্কর এবং সায়ণাদি বিনিয়োগ বিষয়ে একই মন্তব্য করেছেন যে, মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে জানা ব্যতীত মন্ত্রের অর্থ জানা অসম্ভব । স্কন্দ স্বামী বেদ মন্ত্রের অর্থকে কর্মের অঙ্গভূত মেনেছেন ; অর্থাৎ, যদি কোনো মন্ত্রের পদ বিনিয়ুজ্যমান ক্রিয়াকে সমর্থন না করে তাহলে তার বিনিয়োগ ঠিক নয় । ভট্টভাস্কর " বিনিয়োজকং ব্রাহ্মণম্ " শব্দটি উল্লেখ করে ব্রাহ্মণের প্রতিপাদিত্য বিষয়কে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন । সায়ণ সম্পূর্ণ বেদ তথা সংহিতা ভাষ্যের ভূমিকায় একটি স্পষ্ট বিষয় তুলে ধরছেন যে , ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সব প্রকারের বিনিয়োগ উল্লেখ নেই, দ্বিতীয়ত কল্পসূত্রকার গণ যে বিনিয়োগ দর্শিয়েছেন, তা তাঁদের স্ব স্ব শাখার ব্রাহ্মণ অতিরিক্ত অন্য শাখার নির্দিষ্ট বিনিয়োগের ভিত্তিতেই বর্ণনা হয়েছে । সায়ণের মতানুসারে কল্পসূত্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ এটাই যে।, তা মন্ত্রের বিনিয়োগকে বর্ণনা করে ।

শতপথ ব্রাহ্মণ যজুর্বেদ এর কেবল ১৮ অধ্যায় পর্যন্ত তত্তৎ মন্ত্রের বিনিয়োগ তত্তৎ ক্রিয়ায় বর্ণখিত হয়েছে । পরবর্তী অধ্যায়ের মন্ত্রের বিনিয়োগ নিয়ে কেনো বর্ণিত হয় নাই ? কি কারণে এরূপ হতে পারে ? এবং কেনোই বা ১৮ অধ্যায় পর্যন্ত মন্ত্রের অর্থের বর্ণনা হয়েছে । যখন "" অগ্নিচয়ন "" আদি ক্রিয়া বর্তমানে উপলব্ধ এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রকার সমগ্র বাজসনেয়ী সংহিতার সম্পূর্ণ মন্ত্রের বিনিয়োগ দর্শিয়েছেন তাহলে শতপথকার কি কারণে দর্শান নাই ?

মত এই যে, আঠারো অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায় গুলোর মন্ত্রের অর্থ উক্ত ক্রিয়া-কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং কল্পকার কাত্যায়ন আদি সেই সেই মন্ত্রের নির্দিষ্ট কর্মের বিনিয়োগ করেছেন ।

এখন মহর্ষি যাস্ক এবং মহর্ষি পতঞ্জলি আদি মহর্ষিগণ বিনিয়োগ সম্বন্ধে কিরূপ বর্ণনা করেছেন তা দর্শানো হচ্ছে ।

যাস্ক-পাণিনি-পতঞ্জলি এবং যজ্ঞ

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগ্রন্থ (সব নয়) যাস্ক-পাণিনি-পতঞ্জলির সময়কালের পূর্বে । ব্রাহ্মণ কালে যজ্ঞের স্বরূপ কেমন ছিলো, যা এক গম্ভীর বিচার্য বিষয় বটে । পুনরপি শতপথের বিবিধ স্থলে যজ্ঞের আধ্যাত্মিক স্বরূপের নির্দেশ উপলব্ধ । ' য়ৎ পিণ্ডে তদ্ ব্রহ্মাণ্ডে " যা পিণ্ডে তা ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান ।

মহর্ষি যাস্ক নিরুক্তের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কেবল দেবতা বিষয়ে বর্ণনা করেছেন । এতে (মাহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে একস্যাত্মনোऽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি । নিরুক্ত. ৭/৪) সেই সময়কাল পর্যন্ত দৈবত কাণ্ডের ব্যাখ্যাত ১৫১ দেবতাবাচী শব্দ এক আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে । কিন্তু নিরুক্তে এর পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করা হয়েছে । যা বহুদেবতাবাদের দ্যোতক । যাস্কের সময়ও বহুদেবতাবাদের সিদ্ধান্তের প্রচলন ছিলো । এ কারণে যাস্ক (নিরুক্ত. ৭/২০) জাতবেদ বিশিষ্ট একই গায়ত্র সূক্ত ঋগ্বেদে থাকার দরূণ আগ্নেয় (

অগ্নিদেবতা) সূক্তের বিনিয়োগ করা উচিত এমনটা বর্ণনা করেছেন, মহর্ষি যাস্কের বচনানুসারে তথা নিরুক্তের ১. য়ৎকাম ঋষির্য়স্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুর্তি প্রযুঙ্কতে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি (নিরুক্ত ৭/১) তথা (২) " অথাপি য়াজ্ঞে দৈবতেন বহবঃ প্রদেশা ভবন্তিঃ ; তদেতেনোপেক্ষিতব্যম্ । তে চেদ্ ব্রুয়ুর্লিঙ্গ জ্ঞাস্ম ইতি.... বায়ুলিঙ্গ .... চেন্দ্রলিঙ্গ চাগ্নেয়ে মন্ত্রে । (নিরুক্ত. ১/১৭) ইত্যাদি বিবিধ স্থল পর্যবেক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যাস্কের সময়কালে যজ্ঞের বিবিধ প্রকার বিস্তার বিদ্যমান ছিলো । যজ্ঞের জন্য দেবতার আবশ্যকতা রয়েছে এবং তা পৃথক-পৃথক অর্থাৎ, দেবতার পৃথক সত্তার সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিদ্যমান ছিলো, হোক সেটা একই আত্মার পৃথক-পৃথক অঙ্গ মানা ।

পাণিনী মুনি " সাস্য দেবতা " (অ. ৪/২/২৪) " তদর্থ বিকৃতেঃ প্রকৃতৌ " (অ. ৫/১/১২)

ইত্যাদি সূত্রের নির্দেশ দ্বারাও এটাই বোধগম্য হয় যে, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে তারই প্রমাণ নির্দেশ করছে । ভগবান পতঞ্জলিও যজ্ঞ বিষয়ে বেশ কিছু প্রকরণ বর্ণনা করেছেন । " বেদানধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি " পুরাকল্পে এমন ছিলো যে, বেদারম্ভ সংস্কারের পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতেন । বর্তমানে এমনটা দেখ যায় না । বেদ পড়েই যেনো-তেনো বচন দেওয়া হয় । এমনটা বর্ণন করা ।

মহাভাষ্যকার আরও বর্ণনা করেন যে, ব্যাকরণাধ্যয়ন এর মুখ্য ৫টি প্রয়োজনে (ঊহঃ তে চাবশ্যং য়জ্ঞগতেন পুরুষেণ য়থায়থং বিপরিণময়িতব্যাঃ) অসন্দেহতে " য়াজ্ঞিকাঃ পঠন্তি " স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে । পরবর্তীতে ১৩টি প্রয়োজনের প্রকরণেও মহাভাষ্যকার যজ্ঞেরই প্রসঙ্গ দর্শিয়েছেন ।

এ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যাস্ক, পাণিনি এবং পতঞ্জলির সময়কালে যজ্ঞের প্রচলন অত্যাধিক এবং প্রচুর বিস্তার বিদ্যমান ছিলো । সেই সময় যাস্ক দ্বারা দর্শানো উপর্যুক্ত দুটি প্রমাণ (নিরুক্ত ৭/২০ তথা ১২/৪০) অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ ।

বহুদেবতাবাদ দ্বারা বিনিয়োগের স্বরূপ পরিবর্তন, মীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনির মত

পূর্বের বিষয়ে যেটা দর্শানো হয়েছে যে, যাস্ক একাত্মদেবতাবাদ নিরূপণ করে বহুদেবতাবাদ প্রকরণ মেনেছেন । এই বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনি তাঁর মীমাংসা দর্শনের ৯/১/৪ তথা ১০/৪/২৩ দেবতাধিকরণে শব্দময়ী দেবতার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে নিরুপণ করেছেন । অর্থাৎ, মন্ত্রকেই (শব্দময়) দেবতা মেনেছেন এবং সাথে ইন্দ্র এবং মহেন্দ্রকে পৃথক-পৃথক মেনে বহুদেবতাবাদেরই প্রতিপাদন করেছেন । মীমাংসা শাস্ত্রের এই প্রকরণে বিগ্রহবতী (শরীরধারী) দেবতা সম্ভব নয়, এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রমাণ করা হয়েছে ।

" বিধিশব্দস্য ভাবঃ স্যাৎ তেন চোদনা "

(মীমাংসা. ১০/৪/২৩)

এই সূত্র দ্বারা শব্দময়ী দেবতার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রতিপাদন করা হয়েছে ।

মীমাংসা শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বিদ্বান তথা ভাষ্যকার শবরস্বামী বর্ণনা করেছেন –

" কা পুনরিয়ং দেবতা নাম দেবতামপ্যপকারিণ্যাং চোদিতায়াংশব্দস্যৈব যজ্ঞ সম্বন্ধঃ। শব্দ এব হবিষা সম্বধ্যতে তৎসম্বন্ধাদ্ অর্থোঽপি দেবতা ভবিষ্যতি। য়স্য হি শব্দো হবিষা তাদর্থ্যেন সম্বধ্যতে সা দেবতা। শব্দে কার্যস্যাসম্ভবাদ্ অর্থে কার্য বিজ্ঞায়তে। ইহ তু শব্দ এব কার্য সম্ভবতি।"

[মীমাংসা শবরভাষ্য ১০/৪/২৩ দেবতাধিকরণে]

এই বিষয়ে ভাট্টদীপিকার কর্ত্তা খণ্ডদেব বিগ্রহবতী দেবতার খণ্ডন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন –

" অতঃ কথমপি ন বিগ্রহাদিস্বীকারঃ। কিন্তু শব্দমাত্র দেবতা অর্থস্তু প্রাতিপদিকানুরোধাত্ চেতনোঽচেতনো বা কশ্চিত্ স্বীক্রিয়তে ন তু বিগ্রহাদিমান্। উপাসনাদো পরমধ্যানমাত্রমাহার্য তস্যেতি জৈমিনিমত- নিষ্কর্ষঃ। মম ত্বেবং বদতোঽপি বাণী দুষ্যতি ইতি হরিস্মরণমেব শরণম্। "

শবর তথা খণ্ডদেব দুইজন বিদ্বানের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দেবতাকে তাঁরা শব্দময়ী মেনেছেন এবং এটাই জৈমিনির মতো ।

খণ্ডনদেব ইনিয়ে-বিনিয়ে বর্ণনা করেছেন –

" এ কারণে দেবতা শরীরধারী (বিগ্রহবতী) হয়ে থাকে, এই বচন কোনো প্রকারেই স্বীকার করা অসম্ভব । দেবতা শব্দমাত্র । এটাই মানতে হবে । শব্দের প্রয়োগে অর্থের বোধ হয় । সুতরাং, প্রাতিপদিক অনুসারে চেতন বা অচেতন যে কোনো কিছুই মানা যায় । শরীরধারী মানা অসম্ভব । উপাসনাদিতে তাঁর ধ্যান (কোনোরূপ মূর্তি ছাড়াই) করা সম্ভব, যা জৈমিনি মুনির মত । এসব সত্য উদ্ধৃতিতে আমার পাপ বোধ হচ্ছে, এজন্য প্রভুর স্মরণই আমার শরণ ।"

বহুদেবতাবাদের সিদ্ধান্ত থেকে সৃষ্টি হওয়া বিবিধ প্রকার বিঘ্নকে জৈমিনি মুনি শব্দময়ী দেবতা হিসেবে বর্ণনা করে তা দূরীভূত করেছেন । বিগ্রহবতী দেবতার বিচার যাস্কের সময়কাল থেকে প্রচলন ছিলো, এমনটা দৈবত কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়েই স্পষ্ট প্রতীয়মান । পরন্তু দেবতা শরীরধারীও হওয়া সম্ভব (মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়) ; অশরীরধারী ও । অতএব নিরুক্তকার দেবতাকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন ।

মীমাংসা এবং বহুদেবতাবাদ

যেমনভাবে নিরুক্তকার কর্তৃক প্রতিপাদিত " মাহাভাগ্যাদ্দেবতাথা এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে " (নিরুক্ত. ৬/৪) এক আত্মার দেবতা মেনে ভিন্ন-ভিন্ন ১৫১টি দেবতার নিরুপণ যাস্ক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, সেই প্রকারে জৈমিনি মুনি শব্দময়ী দেবতা মেনেও ইন্দ্র এবং মহেন্দ্রকে পৃথক পৃথক দেবতা মেনেছেন । মীমাংসা. ২/১/১৬ নং সূত্রে " ইন্দ্রস্য নু বীর্য়াণি প্র বোচম্ " (ঋ. ১/২/২৬) এই মন্ত্রের উপর স্তুতশস্ত্রাধিকরণ (মীমাংসা. ২/১/১৩-২৯)সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী বর্ণনা করেছেন –

'ন চায়মিন্দ্রশব্দোঽভিহিতবৎ স্বার্থ তদ্ধিতার্থেন সম্বধ্যেত বিহিত বচ্চ পরার্থ মহত্ত্বেন সম্বদ্ধনূদ্যেত বিস্পষ্টশ্চায়মন্যোঽর্থো মহেন্দ্রো ভবতি.. তস্মাদ্ দেবতান্তরমিন্দ্রান্ মহেন্দ্রঃ ।...তথা বেদস্যাদিমত্তা দোষঃ প্রসজ্যেত । অতোঽন্য ইন্দ্রো মহেন্দ্রাৎ ।'

অর্থাৎ, ইন্দ্র থেকে মহেন্দ্র দেবতান্তর । মহান গুণযুক্ত ইন্দ্রই মহেন্দ্র হয়ে থাকে তা নয়, যা উপর্যুক্ত লেখের ভাব । যখন থেকে বিশেষণ-বিশিষ্ট দেবতাগণকে ভিন্ন দেবতা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়, তখন থেকে বিনিয়োগভেদও হ ওয়া শুরু হয় । এই বিষয় নিরুক্ত কালেও প্রচলন ছিলো । যখন মন্ত্রের অর্থের প্রধানতা না থাকে, তখন বিনিয়োগের প্রক্রিয়ার বিঘ্নতার উদ্ভব হয় । ইন্দ্র এবং মহেন্দ্রকে পৃথক হিসেবে মান্যতার প্রবৃত্তিও তখনই হয়েছে ।

মীমাংসা. ১০/৪/২৩ নং সূত্রের শবরভাষ্যে বর্ণনা হয়েছে –

'সন্তি চাগ্নেরভিধানানি অগ্নিঃ শুচিঃ পাবকঃ, ধূমকেতুঃ কৃশানু:, বৈশ্বানরঃ, শাণ্ডিল্য ইত্যেবমাদীনি । তত্র সন্দেহঃ । বাচিষু নিগমেষু কিং যেন কেন চিদগ্নেঃ শব্দেনাভিধানং কর্তব্যমুত বিধিশব্দেনাগ্নিশব্দসেনেতি । অগ্নিশব্দেন হবিষ: সম্বন্ধঃ | নাস্তি প্রসঙ্গঃ শুচ্যাদীনাং শব্দানা মিতি । তস্মান্ মন্ত্রত্বে বিধিশব্দ উপাদাতব্য ইতি ।উচ্যতে ন ত্বেবং শব্দ এব দেবতা প্রাপ্নোতি । অত্রোচ্যতে । নৈতদস্মাভিঃ পরিহর্ত্তব্যম্| নহী বমুচ্যমানমস্মৎপক্ষং বাধতে । সুতরাং শুচ্যাদীনামপ্রসঙ্গ ইতি ।'

অর্থাৎ, অগ্নি দেবতার আহুতি তার পর্যায়বাচী শুচি, পাবক, ধুমকেতু আদি দেবতাগণ দ্বারা প্রদান অনুচিত, কেননা অগ্নি এবং শুচি আদি ভিন্ন দেবতা ।

এখানে প্রশ্ন উঠে এই বিষয়ে যে, ইন্দ্র এবং মহেন্দ্রকে অথবা অগ্নি এবং শুচিকে পৃথক হিসেবে মান্যতা দেওয়া ইন্দ্র দেবতা বিশিষ্ট ঋচা দ্বারা অগ্নিসম্বন্ধী গার্হপত্যাগ্নির উপস্থান বিধান কিরূপ সম্ভব –

" এন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে " যা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সর্বত্র বিধান উপলব্ধ । মীমাংসা শাস্ত্রেও এই বিষয়ে বিবিধ ব্যাখ্যান উপলব্ধ । তাহলে ইন্দ্র দেবতা বিশিষ্ট ঋচা দ্বারা গার্হপত্যাগ্নির উপস্থান কিরূপ সম্ভব ? যখন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র তথা যাস্কের মতানুসারেও –

" য়ৎকর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্যজুর্বাভিবদতীতি " (নিরুক্ত. ১/১৬) দ্বারখ স্পষ্টভাবে মন্ত্রের পদ সমূহের যে সঠিক অর্থ রয়েছে, তা সেই ক্রিয়াতেই প্রয়োগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে । কাল্পনিক বিনিয়োগের প্রারম্ভ এখান থেকেই হয়েছে ।

এইসব গৌণী কল্পনা দ্বারাই করা হয়েছে । মূল অর্থের প্রাচীনতা নষ্ট হওয়ায় গৌণী বৃত্তির মাধ্যমে মন্ত্রের বিনিয়োগের প্রচলন শুরু হয় । বেদার্থে যজ্ঞের প্রধানতার থাকার ফলে এসব অনর্থ হয়েছে । না না ! যজ্ঞই বেদের অর্থ, যা পরবর্তীতে প্রধান ক্ষেত্রে প্রদান পেয়েছে । শতপথ ব্রাহ্মণ তথা অন্য ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সব মন্ত্রের বিনিয়োগ উপলব্ধ নয় কেনো ? শতপথে কেবল ১৮ অধ্যায়ের বিনিয়োগের বর্ণনা কেনো উপলব্ধ ? অন্য ব্রাহ্মণ শাস্ত্রেও বিনিয়োগ নিয়ে খুবই কম বর্ণনা বিদ্যমান । এসব প্রমাণ দ্বারা বিদিত হয় যে, যজ্ঞে যেসব মন্ত্রের প্রয়োগ বিদ্যমান, সে সব মন্ত্রের মূল অর্থানুসারে তার সাপেক্ষে সেই সেই ক্রিয়ায় বিনিযুক্ত হবে এবং যা হবে না তা

বিপক্ষে । এ কারণে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সব মন্ত্রের বিনিয়োগের বর্ণনা নাই । শ্রৌতকারগণও তাঁদের স্ব স্ব শাখার সব মন্ত্রের বিনিয়োগ দর্শান নাই । তবে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে যজুর্বেদ এর ১৮ অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায় গুলোরও বিনিয়োগ বর্ণিত হয়েছে । এ কারণ হতে পারে যে, বাচস্তোমপারিপ্লব, যেখানে সমস্ত মন্ত্র অর্থাৎ, মন্ত্রমাত্রের বিনিয়োগ কল্পনা করা উচিত, সূত্রকার এমনটা বুঝাতে চেয়েছেন ।

সব মন্ত্রসমূহের বিনিয়োগের এক নবীন মার্গ বের করা হয়েছে

যবে থেকে দেবতাবাদের স্বরূপ এমনটা হয়ে গিয়েছিলো যে, ইন্দ্র মহেন্দ্র দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা হিসেবে প্রচলন শুরু হয়েছে এবং মন্ত্রসমূহের বিনিয়োগ হওয়া আবশ্যক, এই ধারণার প্রচলন শুরু হয় তথা সমাজে স্বীকৃতি পায়, তখন থেকেই ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্রে যেসব মন্ত্রে বিনিয়োগ বিদ্যমান তা ব্যতীত অন্য সব মন্ত্রের সাপেক্ষেও কিছু একটা করা আবশ্যক, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় । এসব মন্ত্রেরও বিনিয়োগ আবশ্যক ।

তখন একটি মার্গের উদ্ভাবন হয়, যাকে বাচস্তোম পারিপ্লব বলা হয় —

১. সায়ণকৃত ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে –

য়ঃ স্বাধ্যায়মধীয়ীতৈকাপ্যৃচম য়জুঃ সাম বা তদ্ ব্রহ্ময়জ্ঞঃ' (তৈ. আর. ২|১০|৬) সোऽয়ং ব্রহ্ময়জ্ঞজয়ো অগ্নিমীডে

ইত্যমনায়ক্রমেণৈবানুষ্ঠেয়ঃ তথা সর্বা ঋচঃ সর্বাণি য়জুংষি সর্বাণি সামানি 'বাচস্তোমে পারিপ্লবং শংসতি' ইতি বিধীয়ন্তে তথা আশ্বিনে সম্পতস্যমানে সূর্যো নোদিয়াদপি সর্বা দাশাতয়ীরনুব্রুয়াৎ ইতি (আপ. শ্রৌতসূত্র ১৪/১/২) বিধীয়তে....। ত্রিঃ স্বাধ্যায়ং বেদমধীয়ীত (তৈ. আরণ্যক ২/১৬) ইতি প্রায়শ্চিত্তস্য বেদপারায়ণম্ বিহিতম্।

এখানে তৈ. আরণ্যকের প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞে সব মন্ত্রের বিনিয়োগ উল্লেখ করা হয়েছে তথা বাচস্তোমে " যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয় সম্পূর্ণ সংহিতার বিনিয়োগ হয়ে থাকে, প্রায়শ্চিত্তেও । এমনটা সায়ণের লেখ ।

২. শবরস্বামী কৃত মীমাংসা ভাষ্যের ২/১/২৩ নং সূত্রের আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৪ - ২৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রয়েছে –

" সর্বেষাং বাচস্তোমে সর্বা ঋচঃ সর্বাণি য়জুংষি সর্বাণি য়জুংষি সর্বাণি সামানি বাচস্তোমে পারিপ্লবং (অশ্বমেধে) শংসতি ইতি তথা য়স্যাশ্বিনে শস্যমানে সূর্যো নোদিয়াদপি সর্বা দাশতয়ীরনুব্রুয়াদিতি ।...'

এখানেও বাচস্তোমে সমস্ত ঋগ্বেদ, যজুঃ এবং সামের বিনায়োগ উপলব্ধ ।

এই বিষয় বেদের অর্থ পিছনে ফেলে মন্ত্র শুধু যজ্ঞের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমন ধারণার প্রচলন হয় । এই-ই বেদের প্রতি অনাস্থা উৎপন্ন করেছে । মূলত এর আরম্ভিক মূল কারণ ব্রাহ্মণগ্রন্থই, যখন অর্থকে গৌণ রূপে স্বীকার করে বিনিয়োগের প্রারম্ভ হয়েছে ।

ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতকারের পরস্পর বিরোধ

যখন " এন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে " সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত হয়, যেমনটা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন আরও একটি বিষমতা সৃষ্টি হয় । পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন দেবতার বিনিয়োগের মান্যতা দিলেও হানি হতো না । পরন্তু এরা একে অপরের কঠোরতম খণ্ডন করা শুরু করে।

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে যা সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষন যোগ্য –

১. শতপথ আদি ব্রাহ্মণে –

ক. তদু তথা ন কুর্য়াৎ

খ. তদ্বৈকে পৃষ্ঠা. ১৮।২৫।২৬।২৯।৩৫ (শতপথ. ১/৪/৪/৭) পর্যন্ত এক নাদ এর প্রচলন বিদ্যমান, যা সমস্ত ব্রাহ্মণে উপলব্ধ । এর অর্থ হল, যে ক্রিয়াসমূহ কোনো মন্ত্র দ্বারা তৈত্তিরীয় সংহিতা দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে । এই প্রকরণ শতপথকার স্পষ্ট খণ্ডন করেছেন, এটা এমনভাবে করা ঠিক নয়, আপনারা এমনভাবে করেন না । যেমনটা তিনি করেন । " তদু তথা ন কুর্য়াৎ " এই বাক্য শতপথে কেবল প্রথম কাণ্ডেই চার বার উপলব্ধ ।

" তদু তথা ন কুর্য্যাৎ " " তদ্বৈকে " শব্দগুলো অনেক বার উপলব্ধ । নিজ শাখা বাদে অপর শাখার ক্রিয়া খণ্ডন করার তাৎপর্য কি ? ভিন্ন শাখার ক্রিয়া ভিন্ন, তাহলে খণ্ডন কেনো ? শতপথকার আরও লিখেছেন - " তদু তথা ন ব্রূয়াৎ । মানুষং হ তে য়জ্ঞ কুর্বন্তি ব্যৃদ্ধং বৈ তদ্ য়জ্ঞস্য য়ন্মানুষং " (শতপথ আজমের সংস্করণ) অর্থাৎ, এমন না বলে যে এরূপ, সেই যজ্ঞে মানুষ (প্রয়োগ) করে । মানুষ কৃত যজ্ঞ নাশ করে থাকে ইত্যাদি ।

এই প্রকার পাঠ কেবল শতপথ ব্রাহ্মণেই অধিক সংখ্যক বিদ্যমান এবং অন্যাদি ব্রাহ্মণেও বহুত সংখ্যক বিদ্যমান । ব্রাহ্মণকে বেদ মান্যকারী এই বিষয়কে ত্রিকালেও কদাপি খণ্ডন করতে পারবে না । ভিন্ন-ভিন্ন শাখার প্রচলন হেতু এমন বিষয় উপলব্ধ, এসবে দেবতা এবং বিনিয়োগ আদির ভেদ হেতু এমনটা উপলব্ধ । এই ভেদ বাড়তে বাড়তে শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রের মধ্যেও প্রবেশ করেছে । একই মন্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন বিনিয়োগ প্রদর্শনে জানা যায় যে, এই বিনিয়োগ অর্থ বোধগম্যতার সাধক নয়, বরং বাধক-ই হচ্ছে। যখন বিনিয়োগ থেকে অর্থের প্রতীতি হয়ে থাকে, তবে কি শ্রৌতসূত্রকারগণ সেই সেই মন্ত্রের অর্থ পরস্পর বিরুদ্ধ-ই বুঝেছিলেন? এদের পরস্পর ভেদের কিছু উদাহরণ এখানে দর্শানোর প্রযত্ন করা হচ্ছে –

" চত্বারি শৃঙ্গা " এর বিনিয়োগ –

" চত্বারি শৃঙ্গা " (ঋগ্বেদ. ৪/৫৮/৩) এই মন্ত্রের বিনিয়োগ শ্রৌতসূত্রে এবং গৃহ্যসূত্রে উপলব্ধ –

১. নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক একে যজ্ঞপরক হিসেবে সূচিত করেছেন, তদ্যথা – চত্বারি শৃঙ্গেতি বেদা বা এতে ।.... ত্রিধা বদ্ধো মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈ.. মহান্ দেবো য়দ্যজ্ঞঃ (নিরুক্ত. ১৩/৭) । গোপথ ব্রাহ্মণেও এমন ব্যাখ্যান উপলব্ধ ।

২. মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক – চত্বারি শৃঙ্গা চত্বারি পদজাতানি দ্বেশীর্ষে দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্যশ্চ... সপ্ত বিভক্তয়ঃ.. মহান্ দেবঃ শব্দঃ ।

৩. বৌধায়নগৃহ্যসূত্র ৩/১৯/২ – ..... অগ্নিমুপসমাধায় সম্পরিস্তীর্য অগ্নিমুখাৎ কৃত্বা পক্বাঞ্জুহোতি ইতি পুরোনঙবাক্যামনুচ্য ... ।

৪. বৈখানসশ্রৌতসূত্র – চত্বারিশৃঙ্গেতি তিসৃভিস্তিস্রঃ শমীময়ীর্ঘৃতাক্তা সপ্রিধঃ ।। অগ্ন্যাধেয় প্রকরণের সমিদাধানে বিনিযুক্ত ।

৫. তৈ. আরণ্যক. ১০/১০/২ (পুনা সংস্করণ) –

চত্বারি শৃঙ্গা....শৃঙ্গা প্রণবস্য য়ান্যকারাবীনি দেবঃ পরমেশ্বরঃ মর্ত্যান্ মনুষ্যদেহান্ আবিশেশ সর্বতঃ প্রবিষ্টঃ স এব ইহ আনখাপ্রেম্যঃ ।

এটা এই মন্ত্রের পরমেশ্বরপরক ব্যাখ্যান । এর বিনিয়োগ উপাসনা প্রকরণে প্রযোজ্য ।

৬. ঋকসর্বানুক্রমণী –

ক. সৌয়ঁ বাপং বা গব্যং ঘৃতস্তুতির্বা । ঘৃতস্তুতি দেবতার উল্লেখ রয়েছে । অতঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ঘৃতস্তুতিরও বিধান রয়েছে ।

খ. বৃহদ্দেবতা –

আদিত্যং বা ব্রাহ্মণোক্তং প্রদিষ্টম্ অপাং স্তুতিং য়দি বা ঘৃতস্তুতিং । এখানেও ঘৃত বা জলের স্তুতি দেবতা বলা হয়েছে, অতঃ দুটিরই স্তুতি করা আবশ্যক ।

৭. সায়ণকৃত ঋগ্বেদ ভাষ্যে আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ৮/৬ তথা ৮/৯ নং সূত্রদ্বয়য়ের আধারে " ব্যূঢ়ে দশরাত্রে সপ্তমে অহনীদমেব সূক্তমাজ্যম্ " বর্ণিত হয়েছে ।

এই মন্ত্রের পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, গৃহ্য এবং শ্রৌতসূত্রে ভিন্ন-ভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি উপলব্ধ । নিরুক্ত এবং মহাভাষ্যেও ভিন্ন-ভিন্ন দেবতা এবং বিনিয়োগ উপলব্ধ । সর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতায়ও পরস্পর কিছু ভেদ বিদ্যমান । তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এই মন্ত্রের পরমেশ্বরের উপাসনা বোধক বিনিয়োগ বিদ্যমান ।

৮. কুমারিলভট্টকৃত তন্ত্রবার্তিক –

চত্বারিশৃঙ্গেতি রূপকদ্বারেণ য়াগস্তুতিঃ । কার্যকাল উৎসাহং করোতি । হৌত্রে ত্বয়ং বিপুবতি হোতুরাজ্যে বিনিযুক্তঃ । তস্য চাগ্নেয়ত্বাদহ্নশ্চাদিত্যদৈবতত্বসংস্তবাদাদিত্যরূপেণাগ্নিস্তুতিরূপং বর্ণ্যতে । তত্র চত্বারি শৃঙ্গেতি দিক্সয়ামানাং গ্রহণম্ । ত্রয়ো অস্য পাদা ইতি শীতোষ্ণবর্ষকালাঃ ।।

শন্নো দেবী (ঋগ্বেদ. ১০/১০/৪) এর বিনিয়োগ

১. সায়ণকৃত ঋগ্বেদভাষ্য – গতঃ সূক্তবিনিয়োগঃ ।

২. সায়ণকৃত অথর্ববেদভাষ্য (১/৬/১) – " আপো হি ষ্ঠা " ইতি সূক্তবৎ সর্বত্র বিনিয়োগোऽনুসন্ধেয়ঃ ।

৩. তৈ. ব্রাহ্মণ. ১/২/১/১ - ভট্টভাস্কর কৃত ভাষ্য – " অদ্ভিরবোক্ষসি শন্নোদেবীরিতি গায়ত্র্যা ।

৪. তৈ. ব্রাহ্মণ. ২/৫/৮/৫ প্রবর্গ্যস্যাভিষবপ্রকরণে ।

৫. তৈ. আরণ্যক ৪/৪২/৪ উপাসনাপ্রকরণে এব ।

৬. কৌশিকগৃহ্যসূত্রে ৯/৭ । শান্ত্যুদকপ্রারম্ভে সমাপ্তৌ চ শন্নো দেবী সাবিত্রী চ প্রয়োক্তব্যা ইত্যথর্বপদ্ধতিঃ ।

৭. আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ৫/৪/১ – শন্নো দেবী... ইত্যদ্ভিরবোক্ষ্য তস্মিন্নুদীচীনবংশং শরণং করোতি ।

৮. লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র. ৫/৩/১৩ –

ক. শন্নো দেবীরিত্যপ উপস্পৃশ্যানপেক্ষং প্রত্যাব্রজেয়ুঃ ।

খ. টীকাকরোऽগ্নিস্বামী – " শন্নো দেবীরিত্যেতয়র্চা অপ উপস্পৃষ্ট্বা মেন পথা গতাঃ তং পন্থানমনপেক্ষং প্রত্যাব্রজেয়ুঃ ।

৯. শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ৪/২১/১৯ – " শন্নো দেবীরভিষ্টয় ইত্যাদিকাভিশ্চতসৃভির্ঋগ্ভিরুরঃস্থলমভিমৃশেৎ ।

১০. হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র ১/৫/৭ – শন্নো দেবী.. স্রবন্তু নঃ ইতি মার্জয়েৎ ব্রহ্মচার্যুপনয়নে ইতি ।

এই সব স্থলে জল দ্বারা স্পর্শ মার্জনাদির সামান্য বিধান রয়েছে ।পরন্তু এই মন্ত্র ভিন্ন-ভিন্ন প্রকরণে বিনিযুক্ত হয়েছে । এই মন্ত্রে বিনিয়োগ ভেদ উপলব্ধ তা স্পষ্ট প্রতীয়মান । তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উপাসনা পক্ষে বিনিয়োগ বর্ণনা বিদ্যমান । লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে বর্ণন হয়েছে, আচমন পূর্বক যে মার্গে গমন করা হবে, সেই মার্গেই ফিরে আসতে হবে । শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে বর্ণন হয়েছে, বক্ষের উপর জল প্রোক্ষণে বিনিয়োগ । হিরণ্যকেশীতে যজ্ঞোপবীত বিষয়ে । এই বিবিধ বিনিয়োগ পরস্পর ভিন্ন নয় ?

দধিক্রাব্ণো অকারিষম্ এর বিনিয়োগ

দধিক্রাব্ণো অকারিষম্ (ঋগ্বেদ. ৪/৩৯/৬)

১. সায়ণকৃত ঋগ্বেদ ভাষ্য – " সূক্তবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ "

২. সায়ণকৃত অথর্ববেদ ভাষ্য – "সোমযোগে দধিক্রাব্ণ হত্যস্যা ঋচ আগ্নীধ্রীয়ে দধিভক্ষণে বিনিয়োগঃ " ।

৩. মহীধরকৃত যজুভাষ্য – মহিষীমুখাপ্য পুরুষা দধিকাব্ণ ইত্যাহুঃ ।

৪. আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র. ৬/১২/১২ ।।

ক. দধিক্রাব্ণো অকারিষমিত্যাগ্নীধ্রীয়ে দধিদ্রপ্সান্ ভক্ষয়ন্তি ।

খ. পবিত্রেষ্ট্যাऽনুবাক্যা – আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র. ২/১২/৫

৫. ভট্টভাস্কর কৃত তৈ.সংহিতা ভাষ্য –

ক.

" ত্রিহবিষ উত্তমস্য দধিক্রাব্ণে চরুমিত্যস্য পুরোऽনুবাক্যা দধিক্রাব্ণো ইত্যনুষ্টুপ্ "

(১/৫/১১/৪)

খ. " সর্বে সুরভিমতীমৃচং জপন্তি দধিক্রাব্ণ ইত্যনুষ্টুভা ।

৬. ক. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ. ৭/৩৩/১ –

" দধিক্রাব্ণো অকারিষভিত্যেতয়র্চা সস্বাহাকারস্যানুবষট্‌কৃতে..

খ. সায়ণভাষ্য – " দধিক্রাব্ণ ইত্যাদিনা দর্ভ পরিধীনামন্তঃ প্রক্ষিপেৎ ।

গ. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ. ৬/৩৬/৮ – " ইতি দাধিকীং শংসতি " ।

৭. শতপথ ব্রাহ্মণ. ১৩/২/৯/৯

দধিক্রাব্ণো অকারিষমিতি সুরভিমতীমৃচমন্ততোऽন্বাহুর্বাচমেব পুনতে । নৈভ্যঃ প্রাণা অপক্রামন্তি ।

৮. তৈ. ব্রাহ্মণ. ৩/৯/৭/৫ " দধিক্রাব্ণো অকারিষমিতি সুরভিমতীমৃচং বদন্তি । " সুরভীন্ প্রাণান্ আত্মনি স্থাপয়ন্তি ।

৯. গোপন ব্রাহ্মণ. ২/৬/১৬ – " অথ দাধিক্রীং শংসতি দধিক্রাব্ণো অকারিষমিতি ।

১০. পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ. ১/৬/১৭ –

" দধিক্রাবন্ এর স্তুতি আমি করেছি । যা বিজয়ী এবং তীব্র গতিবিশিষ্ট অশ্ব । তা আমাদের মুখকে সুরভিগন্ধ দ্বারা যুক্ত করে এবং আমাদের সুখ বৃদ্ধি করে ।

১১. লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র ২/৭/১০ –

ক. মাধ্যন্দিনেন স্তুত্বা সত্রেষু দধিঘর্মস্য ভক্ষয়েয়ুঃ সমুপহুয় দধিক্রাব্ণ ইতি ।

খ. অগ্নীস্বামীর টীকা – " মাধ্যন্দিনেন পবমানেন স্তুত্বা সত্রেষু দধিদেশস্যৈকদেশং ভক্ষয়েয়ুঃ সর্বে সমুপহূয় দধিক্রাব্ণ ইত্যেতয়র্চা ।

১২. লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র. ২/১১/২৩ –

ক. আগ্নীধ্রীয়ং গত্বা দধিভক্ষং ভক্ষয়েয়ুঃ । অসমুপহূয় দধিক্রাব্ণ ইতি ।

খ. অগ্নিস্বামী কৃত টীকা –

আগ্নীধ্রীয়ং পরিশ্রিতং গত্বা দধিভক্ষং ভক্ষয়েয়ুঃ । অসমুপহূয়...সমুপহ্বানপূর্বকাঃ । তস্য প্রতিষেধঃ.... ।

১৩. শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র. ১২/২৫/১ এর ভাষ্য –

আহননস্যানন্তরং দধিক্রাব্ণোऽকারিষমিত্যেকাং শংসেৎ ।

১৪. কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র. ১০/৮/৯ –

দধগক্রাব্ণ ইত্যাগ্নীধ্রে দধিভক্ষণম্ ।

১৫. গোভিল গৃহ্যসূত্র. ২/৬/১৬ –

দধ্নঃ প্রাশ্নন্তি দধিক্রাণ্ণোऽকারিষমিতি ।

১৬. শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র —

ক. দধিক্রাব্ণোऽকারিষমিতি জনি সম্পিবেয়াতাম্ ইতি । (১/১৭/১)

খ. হুতশেষাদ্ধবিঃ প্রাশ্নন্তি দধিক্রাব্ণোऽকারিষমিত্যেতয়া । (৪/৫/১০)

১৭. পারস্কর গৃহ্যসূত্র. ১/১০/১৬

দধিক্রাব্ণো ইতি জনি ভক্ষয়েয়ুঃ ।

লক্ষ্যণীয় বিষয়, পারস্কর গৃহ্যসূত্রের উপাকর্ম বিধিতে দধিভক্ষণ বিনিয়োগ বর্ণন হয়েছে ।

নিঃসন্দেহে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ শ্রৌত এবং গৃহ্যসূত্রে দধিভক্ষণ আদিতে বর্ণন করা হয়েছে, পরন্তু মন্ত্রে উল্লেখিত দধিক্রাবন্ এর অর্থ হলো অশ্ব, জনি নয় । এই মন্ত্রের বিনিয়োগ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, দধিভক্ষণ হওয়ার হলেও ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়ায় দধিভক্ষণ আদিতে বিনিযুক্ত বিদ্যমান । আশ্চর্যের বিষয় হলো, অশ্বমেধ প্রকরণেও দধিভক্ষণের বিনিয়োগ পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে । সমস্ত শ্রৌত এবং গৃহ্যসূত্রে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ পদ্ধতি সমগ্র ব্রাহ্মণ শাস্ত্র এবং নিরুক্তে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ নির্দেশ করছে ।

এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা শ্রৌত আদি গ্রন্থের কর্তার প্রতি অনাস্থা তৈরি হয় ।

গৃহ্যসূত্র এবং বিনিয়োগ

শ্রৌতসূত্র থাকার পরও গৃহ্যসূত্রের আবশ্যকতা কেনো হলো তা এক পৃথক্ বিচারণীয় বিষয় । এটা বলা যায় যে, যখন শ্রৌতে সর্বসাধারণের অনুমতি ছিলো না বা শিথিলতা হতে থাকে, তখন গর্ভাধান থেকে শুরু করে মৃতকসংস্কার পর্যন্ত সমগ্র সংস্কারাদি সর্বসাধারণের মাঝে বেদের সঞ্চার হতে থাকে । অথবা এমনও হতে পারে যে , প্রারম্ভকাল থেকেই মন্ত্র দ্বারা নামকরণাদি সংস্কার বিদ্যমান ছিলো । এসবের মূল তো বেদই, কিন্তু ব্যাখ্যান রূপে গ্রন্থ পরবর্তীতে রচিত হয়েছে । এটা অধিক মান্য যোগ্য । গৃহ্যসূত্র শ্রৌতসূত্রের পরবর্তীতে রচিত হয়েছে । গৃহ্যসূত্রে উপলব্ধ বিনিয়োগ পদ্ধতি পরস্পর ভিন্ন । কিছু প্রমাণ দর্শানো হলো —

গায়ত্রী মন্ত্র সম্বন্ধে গৃহ্যসূত্রে উপলব্ধ পরস্পর বিরোধী বিনিয়োগ পদ্ধতি –

১. " তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ " এই মন্ত্রের বিনিয়োগ পদ্ধতি বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে –

ক. তৎসবিতর্বরেণ্যম্ ইত্যেতাং পচ্ছোऽর্ধর্চশস্ততঃ সমস্তাম্ ।

এখানে বর্ণিত হয়েছে যজ্ঞোপবীত সংস্কারে ব্রহ্মচারীদের গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ প্রদানের বিনিযুক্ত ।

খ. অপরেণাগ্নিমুখৌ জায়াপতী প্রাদনীয়াতাম্ – " তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ "

গ. তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ইতি সদ্যঃ পাত্রমাদায় ব্রহ্মপাত্রেণ য়োজয়েৎ ।

২. কৌষীতকীগৃহ্যসূত্র. ১/৩/৮ –

তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ইত্যেতাং সপ্রণবাম্ অর্ধর্চশোऽনবানম্ ।

দ্বাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং প্রদক্ষিণমাচাল্যানামিকয়াঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠেন চ সংগৃহ্য প্রাশ্নাতি । ওম ভূস্ততসবিতুর্বরেণ্যম্ ।

বিবাহ প্রকরণের প্রাশনের পক্ষে বিনিযুক্ত ।

৩. আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র. ৮/১

বৈশ্বদেবে শস্ত্রে প্রতিপত্তৃচস্যৈতে এব প্রথমদ্বিতীয়ে । তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ইতি দ্বে আ বিশ্বদেবম্ । আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র. ৭/৬

উপরে কৌশিক গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত বিনিয়োগ পদ্ধতি অন্য সব গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত যজ্ঞোপবীতের পক্ষে বিনিয়োগ পদ্ধতির সাপেক্ষে তা পুরোপুরি ভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী । আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের বিনিয়োগ পদ্ধতি গৃহ্যসূত্র থেকে স্পষ্ট ভেদ লক্ষ্যণীয় ।

বেদ ভাষ্যকার এবং বিনিয়োগ

ইতিহাসে বিভিন্ন ভাষ্যকার তাদের স্ব মতের সাপেক্ষে বিবিধ শ্রৌতসূত্রের আধারে বিনিয়োগ দর্শিয়েছে । শ্রৌত সূত্রের বিষয়ে উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা এই বেদ ভাষ্যকারগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । পরন্তু এখানে আরও কিছু বিষয় বিচার্য বটে ।

১. সায়ণ তার ঋগ্বেদ ভাষ্যে প্রায়ঃ সব মন্ত্রের বিনিয়োগ দর্শানোর চেষ্টা করেছে, সে এটাই মেনেছে যে, প্রতিটি মন্ত্রের বিনিয়োগ আবশ্যক, যদি কোনো মন্ত্রের বিনিয়োগ ব্রাহ্মণ বা শ্রৌতে উপলব্ধ না থাকে তবুও সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ করতে হবে ।

এ কারণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আশ্বলায়নাদি শ্রৌতসূত্রকারগণ সম্পূর্ণ ঋগ্বেদকে চতুর্থাংশেরই বিনিয়োগ করে থাকবেন, অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ ঋগ্বেদের বিনিয়োগ তো নেই। যা আছে, সেটি কল্পিত। এ বিষয়ে সায়ণকৃত ঋগ্বেদভাষ্য দ্রষ্টব্য । ভাষ্যের প্রথম মণ্ডলের ৪৮টি সূক্তের বিনিয়োগ " লৈঙ্গিক " বা স্মার্ত্ত নামে উল্লেখ রয়েছে । ১৫, ১৮, ২০, ৪২ নং সূক্তে " বিনিয়োগস্তু স্মার্ত্তো দ্রষ্টব্যঃ " এমনটা উল্লেখ রয়েছে । ১, ২২, ৩৮, ৪০ নং সূক্তে " সূক্তবিনিয়োগো লৈঙ্গিক ঃ " উল্লেখ । ১ম মণ্ডলের ৬২ নং সূক্তে " গতঃ সামান্যবিনিয়োগঃ " " বিশেষবিনিয়োগস্তু লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ " । ১ম মণ্ডলের ৯২ তম সূক্তে আশ্বিন শস্ত্র পক্ষে বিনিয়োগ বিদ্যমান এবং এই সূক্ত অগ্নি দেবতা বিশিষ্ট । পরন্তু ৯ম মণ্ডলের ১৮ নং সূক্তের বিনিয়োগ সায়ণভাষ্যেও অনুপলব্ধ ।

দুর্গাচার্য তাঁর নিরুক্তটীকায় " অগ্নিমীডে " এই মন্ত্রের বিষয়ে " আশ্বিনে বিনিয়োগঃ " লিখেছেন । বিচার্য বিষয় এই যে, অশ্বিদেবতা বিশিষ্ট কর্মে অগ্নি দেবতা বিশিষ্ট মন্ত্র কেমনভাবে বিনিযুক্ত সম্ভব ?

কাল্পনিক বিনিয়োগের নির্বোধতা

উপরে বিস্তারিত ভাবে দর্শানো হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ-শ্রৌত-গৃহ্যাদি গ্রন্থে " দধিক্রাব্ণো অকারিষম্ মন্ত্রের বিনিয়োগ দধিভক্ষণাদি ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয়, পরন্ত মন্ত্রের " দধিক্রাবন্ " পদ অশ্ববাচী । দধির সাথে এই মন্ত্রের পদসমূহ এবং এই পদসমূহের অর্থের কোনোরূপ সম্বন্ধ নাই ।

সংস্কাররত্নমালা গ্রন্থে (পুনা থেকে প্রকাশিত) —

১. জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ ।

স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধু দুরিতাত্যগ্নিঃ ।। [ঋগ্বেদ. ১/৯৯/১)

এই মন্ত্রের বিনিয়োগ সংস্কাররত্নমালার প্রণয়ন কর্ত্তা বর্ণনা করেন, " দুর্গাপ্রোত্যর্থ বলিদানে বিনিয়োগঃ " ; " দুর্গাবাহনে বিনিয়োগঃ " । অর্থাৎ দুর্গা'র প্রসন্ন হেতু বলিদান করার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে । যা গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব কপোলকল্পিত, ভিত্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা । সমগ্র বেদে দুর্গা নামটি পর্যন্ত নাই ।

মন্ত্রে প্রযুক্ত " দুর্গাণি " শব্দের অর্থ সায়ণ পর্যন্ত করেছে, " বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি দুর্গাণি দুর্গমনানি ভোক্তুভাবশ্যকানি দুঃখানি " । দুঃখের দূরীভূত করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে । দুর্গাণির অর্থ দুর্গম স্থিতি ।

২. " শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে " মন্ত্রের বিষয়ে মন্ত্রার্থচন্দ্রোদয় গ্রন্থে লিখিত হয়েছে –

'শনির্দেবতা, শনিপূজনে, তৎপ্রীত্যর্থং তদীয়জপহোমাদৌ চ বিনিযুক্তঃ ।'

শন্নো দেবীর শনৈশ্চরের সাথে কোনো সম্বন্ধ কখনো হতে পারে ?

এই মন্ত্রের ব্রাহ্মণ শ্রৌত- গৃহ্যের প্রায় সব বিনিয়োগের অর্থ পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।এই মন্ত্রের সব ভাষ্যকারের বিনিয়োগ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

তারা কেউ কি ' শন্নো দেবী ' এর অর্থ বুঝতে পারেননি ? কেননা ইনাদের ঐ বিষয় মাথায় আসেনি মন্ত্রার্থচন্দ্রোদয়ে বর্ণিত বিনিয়োগ ব্যাখাকারীর মাথায় যা এসেছে !!! বাহ্ মহারাজ !

এই ' শন্নো দেবী'এবং শনৈশ্চরের ভেতর কি সম্বন্ধ রয়েছে ? নিকটের না হোক তবে দূরেরই কিছু,তো বলে দিতে পারতেন । এই ধৃষ্টতারও কোনো ঠিকানা রয়েছে !

'কয়া নশ্চিত্রা'কে রাহুর আবাহনে সংস্কাররত্নমালার পৃষ্ঠা. ১৩৬ এ লাগিয়েছেন। শন্নো দেবী.' কে শনৈশ্চরের বাহনে পৃ. ১৩৬ এ, 'অগ্নি দূতং' কে অগ্নিপূজনে পৃ. ১৪২তে, 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' কে 'গো- মূত্রপ্রক্ষেপে বিনিয়োগঃ' পৃ. ১৪৬ এ লাগিয়েছেন, 'আগো' কে সর্পের আবাহনে পৃষ্ঠা. ১৪৩, 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততা' কে 'ওষধিনিবপনে বিনিয়োগ:' পৃষ্ঠা. ১১৩ ।

শুধুই এই নয়, পাগড়ী পড়ায় এবং দন্তধাবনেও মন্ত্রের বিনিয়োগ বলেছেন। মন্ত্রার্থ চন্দ্রোদয় পৃ. ১৩ তে - 'ধূরসি ধূর্ব-দেবহূতমম্' ধূপনিবেদনে বিনিয়োগঃ । অর্থাৎ এই মন্ত্রের দ্বারা ধূপ জ্বালিয়ে পূজা করা। পৃ.২৯৪ এ - ' যুবা সুবাসা. ' এই মন্ত্রকে পাগড়ী পড়ার সাপেক্ষে বিনিযুক্ত করা হয়েছে ।

বর্তমানে কুসংস্কারী তথাকথিত বিনিয়োগ কারীদের স্বরূপ এই-ই । যার ফলে বেদে অনাস্থার উৎপন্ন হয় ।

বিনিয়োগ বিষয়ে বৈদিক সিদ্ধান্ত

বিদিত যে, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র " অগ্নিমীডে পুরোহিতম্ " এর বিনিয়োগ ঋকসর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতায় অনুপলব্ধ । স্কন্দ স্বামীও তাঁর ঋগ্বেদ ভাষ্য এবং নিরুক্তটীকায় উক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগ বিষয়ে কোনো বর্ণনা করেন নাই । তিনি তাঁর ঋগ্বেদ ভাষ্য এবং নিরুক্তটীকায় কোনো মন্ত্রের কোনোরূপ বিনিয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করেন নাই । বেঙ্কটভাষ্যেও বিনিয়োগের চিহ্ন নাই । তবে দুর্গাচার্য তাঁর নিরুক্ত টীকায় প্রায়ঃ সব মন্ত্রেরই বিনিয়োগ শ্রৌতসূত্রের আধারে দর্শিয়েছেন । ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের বিনিয়োগ " আশ্বিনে বিনিয়োগঃ " এমনটা বর্ণন হয়েছে । পরন্তু এই মন্ত্রের দেবতা অগ্নি এবং সমগ্র শ্রৌত-গৃহ্য আদি গ্রন্থে অগ্নি দেবতা বিশিষ্ট যজ্ঞাদি কর্মেই এই মন্ত্রের বিনিয়োগ বর্ণন উপলব্ধ । আশ্বিন (অশ্বিনৌ দেবতা বিশিষ্ট) কর্মে অগ্নি দেবতা বিশিষ্ট এই মন্ত্রের বিনিয়োগ কদাপি অসম্ভব ।

আমাদের কথা হচ্ছে যে সায়ণ বা তদনুবর্তী অনুসারীগণ বিনিয়োগের এই অর্থ বুঝে নিয়েছে যে, মন্ত্র সমূহের অন্য বিনিয়োগ হতেই পারে না,যা তাদের সর্বথা কপোলকল্পিত অবৈদিক ধারণা, মৌলিক ভুল। মূল মন্তব্য এই যে, যেমন মন্ত্রের দেবতা সর্বানুক্রমণী আদি থেকে ভিন্ন ,এই প্রকারে বেদমন্ত্রের বিনিয়োগও বিনিয়োগকারীর অধীন । যদি মন্ত্রের অর্থ উক্ত ক্রিয়ার সাথে সঙ্গত হতে পারে তাহলে ঐ মন্ত্রের বিনিয়োগও উক্ত ক্রিয়াতে অবশ্যই হবে। বিনিয়োগের অনেক উঁচু ও দৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে অবৈদিক সায়ণাদি বেদার্থের খুব সংকুচিত ও দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থা করেছে। যদি তা কিঞ্চিতও স্বীকার করা হয় তবে বেদের সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পবিত্র ভাবনা বা প্রাচীন পূজাভাব বা এর পবিত্র প্রামাণিকতার,এর দিব্য খ্যাতির অবুদ্ধিপূর্ণতার প্রদর্শন করে এবং বেদের প্রতি অনাস্থার জন্ম দেয়।

এটিই এই বিষয়ে প্রধান মন্তব্য ।

য়ৎ কর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্‌য়জুর্বাSভিবদতি ।

যে কর্মের সাপেক্ষে মন্ত্রের পদসমূহের অর্থ নির্দেশ করে অর্থাৎ, মন্ত্র যে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে বা মন্ত্রের অর্থ যে কর্মের সাপেক্ষে দর্শায়িত করে, তাতেই সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ আবশ্যক ।

যে পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের চর্চা তথা প্রচলন ছিলো ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগের স্বরূপ সঠিক ছিলো । ব্রাহ্মণ কালের পূর্ব সময়কাল পর্যন্ত এই স্বরূপই বিদ্যমান ছিলো । এ কারণে। মহর্ষি দয়ানন্দ জী আমাদের ব্রাহ্মণকালের পূর্বকালে নিয়ে গিয়েছেন । যেমন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পশুযাগ আদিকে মহর্ষি দয়ানন্দ জী বেদ বিরুদ্ধ হওয়ায় তা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক মেনেছেন এবং নিগূঢ়ভাবে খণ্ডন করেছেন । ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সাথে শ্রৌত সূত্র, গৃহ্যসূত্র আদি গ্রন্থে উপলব্ধ নির্দিষ্ট বিনিয়োগও (বেদ বিরুদ্ধ সমস্ত বিনিয়োগ) বেদ বিরুদ্ধ হওয়ার দরূণ তা কদাপি মান্য হয় এবং সর্বথা অপ্রামাণিক ।

মহর্ষি দয়ানন্দ জী এইসব মিথ্যা জ্ঞানরূপী গুহা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন এবং চিরন্তন, চির শাশ্বত সত্যের পথে এনেছেন । এ কারণে আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় ঋষি দয়ানন্দকে মানি এবং তাঁর জয়ধ্বনি করি ।

বেদ এবং ঋষি-মুনিগণের পরম্পরা

বেদ পরমপিতা পরমাত্মার জ্ঞান । বেদ কোনো মনুষ্যকৃত নহে, সর্বদা অপৌরুষেয় । নিত্য প্রভুর নিত্য প্রকাশ (জ্ঞান) ।

বেদ বলেছে –

তস্মাদ্যজ্ঞাতসর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ।

ছন্দাঁসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ।।

(যজু: ৩১/৭)

সেই সর্বপূজ্য, সর্বোপাস্য, পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর হতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ উৎপন্ন হয়েছে ; অর্থাৎ, সেই পরমেশ্বরই বেদের প্রকাশ করেছেন । এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ঋগ্-য়জুঃ-সাম এই তিন বেদে ছন্দ বিদ্যমান, তাহলে মন্ত্রে প্রযুক্ত " ছন্দাংসি " শব্দের অভিপ্রায় কি ? " ব্যর্থ সজ্ঞাপয়তি " এই নিয়মে " অথর্ব " এর গ্রহণ জ্ঞাপক দ্বারা প্রকাশ হয়, এমনটা নির্দেশ করে ।

য়স্মাদৃচো অপাতক্ষন্যজুর্য়স্মাদপাকষন্ ।

সামানি য়স্য লোমান্যথর্বাঙ্গিরসো মুখং স্কম্ভং তং ব্রুহি অতমঃ স্বিদেব সঃ ।।

(অথর্ব. ১০/৭/২০)

যে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর থেকে ঋগ্বেদের উৎপন্ন হয়েছে, যে পরব্রহ্ম থেকে যজুর্বেদের প্রাদুর্ভূত হয়েছ, সামবেদ যাঁর লোম-স্বরূপ এবং অথর্ববেদ যাঁর মুখ-স্বরূপ, অর্থাৎ যাঁর থেকে সামবেদ ও অথর্ববেদ প্রকাশিত হয়েছে ।

- সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কেমন ?

" বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রম্ " (ঋগ্বেদ. ১০/৭১/১) বেদবাণীই সৃষ্টির সর্বপ্রথম বাণী । সংসারের সমস্ত পদার্থের নামকর্মাদির বোধ বেদ জ্ঞান দ্বারাই হয়ে থাকে । তা শ্রেষ্ঠ সর্বোৎকৃষ্ট । সবার জন্য সমান পরিশ্রম-সাধ্য

এবং প্রভুর প্রেরণা দ্বারা ঋষিগণের হৃদয়ে নিহিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে । উক্ত সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে উল্লেখিত " য়জ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ " পদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, বেদ জ্ঞান সর্বপ্রথম ঋষিগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে, এরপর পরবর্তীতে সাধারণ মনুষ্য তা প্রাপ্ত করে । এই প্রকরণে উপকৃত দুটি মন্ত্র অতীব স্পষ্ট ভাবে বেদেই বেদ স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করছে । এই দুটি মন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, বেদ জ্ঞানের প্রকাশ তথা বাণীর প্রকাশ সেই পরম পিতা পরমেশ্বর হতে হয়েছে । চার বেদেরই বিভাগ জগদীশ্বর কর্তৃক হয়েছে তথা এই জ্ঞান ঋষিগণ দ্বারাই সাধারণ মনুষ্যদের হৃদয়ে বোধগম্য হয়েছে । উক্ত মন্ত্রে " অনু-অবিন্দন্ " পদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । " ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ " পদ দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে, এই (বেদ) জ্ঞান ঋষিগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়া জ্ঞান বা বাণী ; ঋষিগণের স্বরচিত জ্ঞান বা বাণী কদাপি নয় ।

তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া । বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিম্ ।।

(ঋগ্বেদ: ৮/৭৫/৬)

এই মন্ত্রে উল্লেখিত " বাচা বারূপনিত্যয়া " পদ দ্বারা বেদবাণীকে নিত্য বলা হয়েছে । সায়ণও এই পদের এমনই অর্থ করেছে — " নিত্যয়া উৎপত্তিরহিতয়া বাচা মন্ত্ররূপয়া সুষ্টুর্তি নূনমিদানীং চোদস্ব স্তুহি " অর্থাৎ, হে মহর্ষে ! উৎপত্তিরহিত মন্ত্ররূপ বেদবাণী দ্বারা স্তুতি করো ।

বেদ এর প্রমাণ দর্শানোর পর এখন দর্শানো প্রযোজ্য যে, বৈদিক পরম্পরায় ঋষি-মুনিগণের দৃষ্টিতে বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে —

শতপথ তথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

শতপথ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে বর্ণন হয়েছে —

ক. **এবম্ বা অরেSস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতভেতদ্ য়দ্ ঋগ্বেদো য়জুর্বেদঃ সামবেদোSথর্বাঙ্গিরসঃ** ।।

(শতপথ ব্রাহ্মণ. ১৪/৫/৪/১০)

অর্থাৎ, হে মৈত্রেয়ি ! সেই মহান পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর হতে চার বেদ নিঃশ্বাস স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে ।

শতপথে আরও বর্ণনা করা হয়েছে –

অগ্নেঋর্গ্বেদো বায়োর্য়জুর্বেদঃ সূর্য়াৎ সামবেদঃ । *(শতপথ ব্রাহ্মণ. ১১/৫/৮/৩)*

অর্থাৎ, (পরমাত্মার প্রেরণা দ্বারা) অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ এবং সূর্য থেকে সামবেদের প্রকট হয়েছে ।

খ. এরূপ বর্ণন *ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ২৫/৭ নং* শ্লোকেও বিদ্যমান ।

" ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত, য়জুর্বেদো বায়োঃ, সামবেদ আদিত্যাৎ "

নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক

ক. **পুরুষবিদ্যাऽনিত্যত্বাৎ কর্মসম্পত্তির্মন্ত্রো বেদে** । (*নিরুক্ত. ১/২*)

পুরুষ কৃত বিদ্যা অনিত্য হওয়ার দরুণ বেদই সম্পূর্ণ কর্মের বোধক ।

খ. **নিয়তবাচো য়ুক্তয়ো নিয়তানুপূর্ব্যা ভবন্তি** । (*নিরুক্ত. ১/১৬*)

বেদবাণী নিত্য তথা তাঁর আনুপূর্বীও নিত্্য ।

পাণিনি তথা পতঞ্জলি

বৈদিক পরম্পরার ইতিহাসে এই দুইজন আচার্য অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছেন । এই দুইজন আচার্যও বেদকে নিত্য মেনেছেন ।

পাণিনি মুনি " ছন্দোব্রাহ্মণানি চ তদ্‌বিষয়াণি " (অষ্টাধ্যায়ী. ৪/২/৬৬) সূত্রসহ আরো বিভিন্ন সূত্রে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র বেদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন । " কৃতে গ্রন্থে " (অষ্টাধ্যায়ী. ৪/৩/১১৬) এবং " তেন প্রোক্তম্ " (অষ্টাধ্যায়ী. ৪/৩/১০১) এই দুইটি সূত্রে কৃতি এবং প্রবচন এর ভেদ দর্শিয়েছেন ।

" তেন প্রোক্তম " সূত্রে ভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনি বর্ণনা করেছেন –

য়া ত্বসৌ বর্ণানুপূর্বী সাऽনিত্যা । তদ্‌ভেদাচ্চৈতদ্ ভবতি কাঠকং কালাপকং মৌদকং পৈপ্পলাদকমিতি । (অষ্টাধ্যায়ী. ৪/৩/১০১ ভাষ্য)

এখানে কঠ-কলাপ-পৈপ্পলাদাদি শাখা গ্রন্থের আনুপূর্বীকে মহাভাষ্যকার অনিত্য মেনেছেন । এদিকে বেদের আনুপূর্বী নিত্য মেনেছেন —

" স্বরো নিয়ত আম্নায়েऽস্যবামশব্দস্য ।

বর্ণানুপূর্বী খল্বপ্যাম্নায়ে নিয়তাস্যবামশব্দস্য ।। (মহাভাষ্য. ৫/২/৫৯)

আম্নায় অর্থাৎ বেদ এর আনুপূর্বী তথা স্বর সর্বদা নিত্য, বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে পাণিনি এবং পতঞ্জলির মত এটাই ।

বৈদিক পরম্পরার এই দুই মহান আচার্যের সিদ্ধান্ত দ্বারা বেদের নিত্যতা দেদীপ্যমান সূর্যের ন্যায় পুষ্ট হয় ।

মানবধর্মশাস্ত্র

বেদ বিষয়ে মহর্ষি মনুর সিদ্ধান্ত —

পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্। অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।।

(মনু: ১২/৯৪)

অনুবাদঃ পিতর, (দেব) দিব্যগুণ সম্পন্ন বিদ্বান ও মনুষ্যদের বেদ সনাতন চক্ষুস্বরূপ এবং বেদ অশক্য অর্থাৎ যাকে কোনো পুরুষ তৈরি করতে পারে না তথা অপৌরুষেয় আর বেদ অনন্ত সত্যবিদ্যার সহিত যুক্ত, এটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ।

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ সর্ব বেদাৎপ্রসিধ্যতি।।

(মনু: ১২/৯৭)

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণ ও এদের ব্যবস্থা, পৃথ্বী, আকাশ এবং দ্যুলোক অর্থাৎ সমস্ত ভূ-মন্ডলের লোক, গ্রহ আদি, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের পৃথক, পৃথক বিধান আর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব কালের বিদ্যা এই সমস্ত কিছু বেদ থেকেই প্রসিদ্ধ, প্রকট ও জ্ঞাত হয় অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যবস্থাসমূহের ও বিদ্যার জ্ঞান প্রকৃতভাবে বেদের দ্বারাই হয়।

বিভর্তি সর্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্। তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্।।

(মনু: ১২/৯৯)

অনুবাদঃ নিত্য বেদশাস্ত্র সকল প্রাণীদের জ্ঞান-বিদ্যা দান দ্বারা ধারণ-পোষণ করে। আর এটি মনুষ্যমাত্রের জন্য সুখ, উন্নতি, পুরুষার্থ আদির প্রাপ্তির সাধন। এর জন্য আমি বেদশাস্ত্রকে সর্বোত্তম মানি।

" ধর্ম জিজ্ঞাসামানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ " (মনু: ২/১৩) এই শ্লোকেও বেদকেই পরম প্রমাণ মেনেছেন মহর্ষি মনু ।

সেনাপত্যং চ রাজ্যং চ দন্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদাশাস্ত্রবিদর্হতি।।

(*মনু: ১২/১০০*)

অনুবাদঃ সেনা প্রবন্ধের কার্য এবং রাজ্যের প্রশাসনিক কার্য এবং দন্ডব্যবস্থা অর্থাৎ ন্যায়ব্যবস্থার কার্য আর প্রজাসকলের অধিপতি অর্থাৎ রাজা হবার কার্য, প্রভৃতি বিষয় সকলের, বেদশাস্ত্রের জ্ঞাতাই উত্তমভাবে করতে সমর্থ ও যোগ্য।

স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ । (*মনু: ২/৭*)

বেদে সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ, নিয়মের প্রতিপাদন করা হয়েছে, কেননা, বেদ সর্বজ্ঞানের স্রোত । সমস্ত বিদ্যা এবং বিজ্ঞান বেদে বিদ্যমান ।

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানি চিৎ ।তান্যর্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ ॥

(*মনু: ১২/৯৬*)

অনুবাদঃ অতএব বেদের মান্যতা থেকে ভিন্ন অথবা বেদের প্রতিকূলে যেসব স্মৃতিশাস্ত্র রয়েছে অর্থাৎ ধর্মীয় নিয়ম রয়েছে অথবা ভবিষ্যতে হবে সেসব কালক্রমে উৎপন্ন হবে এবং নষ্টও হয়ে যাবে, সেসব শাস্ত্র ও নিয়মের মানত্যা নিষ্ফল ও মিথ্যা ।

বেদ বিষয়ে কতোটা গম্ভীর মহত্ত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা মহর্ষি মনুর বিদ্যমান ছিলো তার কিয়দংশ উপরোক্ত শ্লোক গুলো দ্বারা দর্শানো হয়েছে ।

বেদ কার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন মহর্ষি মনু –

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্। দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুঃ সামলক্ষণম্।।

(*মনু: ১/২৩*)

অনুবাদঃ সেই পূজনীয় পরমাত্মা জগতে সকল ধর্ম, অর্থ,কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য অথবা জগতের সিদ্ধি অর্থাৎ জগতের সকল প্রকারের জ্ঞানের জন্য অগ্নি, বায়ু ও রবি নামক ঋষিদের মাধ্যমে ক্রমশঃ ঋগ্= জ্ঞান, যজুঃ= কর্ম, সাম= উপাসনা রূপ ত্রিবিধ জ্ঞানযুক্ত ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ নামক নিত্য বেদ সমূহের দোহন করে প্রকট করেন।

এই শ্লোকের *কুল্লূকভট্টকৃত টীকা* –

" বেদাপৌরুষেয়ত্বপক্ষ এব মনোরভিমতঃ । পূর্বকল্পে য়ে বেদাস্ত এব পরমাত্মমূর্ত্তের্ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞস্য স্মৃত্যারূঢাঃ । তানেব কল্পাদৌ অগ্নিবায়ুরবিভ্য আচকর্ষ.... "

অর্থাৎ, মহর্ষি মনু বেদকে অপৌরুষেয় মানতেন । উহা পূর্বকল্পে যেরূপ বিদ্যমান ছিলো, বর্তমানেও সেরূপ বিদ্যমান ।

মহাভারত

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুতসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ।

আদৌ বেদময়ো দিব্যা য়তঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ।।

(*মহাভারত: শান্তিপর্ব: অধ্যায়: ২৩২*)

সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ম্ভু পরমাত্মা থেকে যে বাণীর (বেদ) প্রকাশ হয়েছে, যার আদি বা অন্ত নেই, যা নিত্য তথা যার কোনো নাশ হয় না ; যা দিব্য, তা দ্বারাই সমগ্র সংসারের প্রবৃত্তিসমূহ চলে । উক্ত শ্লোকে উল্লেখিত " অনাদিনিধনা " পদ দ্বারা অক্রমারূঢ় জ্ঞান জ্ঞান নির্দেশ করছে ।

বৈদিক পরম্পরায় দর্শনকার ঋষিগণের দৃষ্টিতে বেদের স্বরূপ –

বৈশেষিক দর্শন

ক. **তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্** ।।

(*বৈ. দর্শন. ১/১/৩*)

বেদ ঈশ্বরোক্ত বচন হওয়ায় তাঁর প্রামাণিকতা সিদ্ধ ।

বেদ ঈশ্বরকৃত, বেদে সত্যবিদ্যা এবং পক্ষপাতরহিত ধর্মের সত্য স্বরূপ সম্বন্ধে প্রতিপাদন করা হয়েছে । চার বেদই নিত্য, সমগ্র মনুষ্যজাতির এটাই

মানা উচিত, কেননা ঈশ্বর নিত্য, তাঁর বচনও (বিদ্যা) নিত্য হওয়ায় তা প্রমাণ্য ; যা কণাদমুনির মত ।

উদয়নাচার্যও এই সূত্রে উল্লেখিত " তৎ " শব্দ দ্বারা ঈশ্বর পক্ষে বর্ণনা করেছেন যে, বেদ ঈশ্বরোক্ত হওয়ার দরুণ তা প্রমাণ, এ কারণে বেদপ্রমাণক ধর্ম নিরুপণের প্রতিজ্ঞা করায় কোনো দোষ নেই ।

খ. বৈশেষিক দর্শনের *টীকাকার শঙ্কর মিশ্র তাঁর স্বরচিত উপস্কারে বর্ণনা* করেছেন –

" তদ্বচনাদিতি । তদিত্যনুপক্রান্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরম্ পরামৃশতি, য়থা " তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাধাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ " (ন্যায়. ২/১/৫৬) ইতি গৌতমীয়সূত্রে তচ্ছব্দেনানুপক্রান্তোSপি বেদঃ পরখমৃশ্যতে । তথা চ তদ্‌বচনাৎ তেনেশ্বরেণ প্রণয়ানাদাম্নায়স্য বেদস্য প্রামাণ্যম্ " ।।

(*বৈশেষিক দর্শন. ১/১/৩. উপস্কার*)

অর্থাৎ, বৈশেষিক এর এই সূত্রের " তদ্ " পদ দ্বারা ঈশ্বরের গ্রহণ হয় । ঈশ্বরের বচন হওয়ার দরূণ বেদ স্বতঃপ্রমাণ ।

গ. উদয়নাচার্যকৃত কিরণাবলীতে উদ্ধৃত " তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্ " সূত্রের বিষয়ে " কিরণাবলীপ্রকাশে " বর্ণনা করেছেন – " তদ্‌বচনাদিতি । তেনেশ্বরেণ বচনাৎ প্রণয়নাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ ।

অর্থাৎ, তদ্বচন = ঈশ্বরের বচন বা কৃতি হওয়ার দরুণ বেদ প্রামাণ্য ।

ঘ. *প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীতে উদয়নাচার্য বর্ণনা* করেছেন –

" অবিচ্ছেদে তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যমিতি ব্যাকুপ্যেৎ । লোকসন্তত্যবিচ্ছেদে বেদসম্প্রদায়স্যখপ্যবিচ্ছেদাৎ । "

অর্থাৎ, যদি সৃষ্টির আরম্ভের মান্যতা না দেওয়া হয় তাহলে কণাদ মুনির বচন, " বেদ প্রামাণ্য কারণ তা ঈশ্বরোক্ত বচন " এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত হয় না । কেননা, যদি সৃষ্টির আরম্ভ এবং অন্ত না হয় তাহলে বেদেরও আরম্ভ এবং অন্ত হবে না । অতঃ সূত্রকারের মতানুযায়ী সৃষ্টির আরম্ভ বিদ্যমান এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে ঋষিগণের হৃদয়ে ঈশ্বর বেদ জ্ঞান প্রদান করেছেন ।

ন্যায় দর্শন

মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ ।।

(*ন্যায় দর্শন, ২/১/৬৭*)

মহর্ষি গৌতম বর্ণন করেছেন – আপ্তগণ দ্বারা সদা প্রামাণ্য স্বীকার করার দরূণ বেদের প্রামাণ্য মানা আবশ্যক । যেমন, মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদ এর প্রমাণত্ব স্বীকার করাই উচিত ।

ন্যায় ভাষ্যকার বর্ণনা করেছেন – " **য এবাপ্তা বেদার্থানাং দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ ত এবায়ুর্বেদপ্রভৃতীনাম্** । (*ন্যায় ভাষ্য, ২/১/৬৭*)

অর্থাৎ, আপ্তগণ (ঋষি) বেদের প্রবক্তা (প্রবচনকর্তা) তথা দ্রষ্টা । কর্ত্তা নয় ।

আরও বর্ণনা করেন – " **মন্বন্তরযুগান্তরেষু চাতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বম্ । আপ্তপ্রামাণ্যাচ্চ প্রামাণ্যং লৌকিকেষু শব্দেষু চৈতৎ সমানমিতি ।** "

অতীত বা অনাগত মন্বন্তর বা যুগ-যুগান্তরে বেদ জ্ঞান অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, অতঃ বেদ জ্ঞান নিত্য ।

সাংখ্য দর্শন

সাংখ্য শাস্ত্রের ৫ম অধ্যায়ে বেদের নিত্যত্ব তথা অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে একটি সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে –

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।।

(*সাংখ্য, ৫/৪৫*)

(পূর্ব পক্ষ) বেদে দেখিতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদাদি চারিবেদ উৎপন্ন হইয়াছে বেদের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে সে কারণে বেদ কার্য্যরূপ বলিয়া তাহা অনিত্য ও মনুষ্যকৃত মানাই উচিত।

পূর্বপক্ষ খণ্ডনে পরবর্তী সূত্রে বর্ণনা হয়েছে –

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ

(*সাংখ্য, ৫/৪৬*)

বেদের কর্ত্তা কোন মনুষ্য নহে। বেদ ঈশ্বরীয় অভ্রান্ত জ্ঞান।

জীবের জ্ঞান অভ্রান্ত নহে বলিয়া জীবে বেদপ্রণয়ন শক্তির অভাবই দেখিতে পাওয়া যায়।

একই বর্ণনা *বৌদ্ধমত বিধ্বংসক কুমারিল ভট্ট তাঁর স্বরচিত মীমাংসা ভাষ্যের ব্যাখ্যায় করেছেন –*

" কর্ত্তুঃ স্মরণাভাবাদপৌরুষেয়া বেদা ইতি । *(তন্ত্রবার্তিক)*

যদি এমনটা দাবি করা হয় যে, মুক্ত পুরুষ দ্বারা রচিত হয়েছে সেটাও যুক্তিসঙ্গত নহে ।

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ ।। *(সাংখ্য. ৫/৪৭)*

বদ্ধ ও মুক্ত কোন পুরুষেরই বেদ প্রণয়নের যোগ্যতা দেখা যায় না বলিয়া বেদ কোন মনুষ্যকৃত হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষ সূক্ষ্ম শরীর লইয়া মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মানন্দে অবস্থান করে, গোলকের অভাবে বাক্যের দ্বারা কিংবা লেখনীর দ্বারা কোন প্রকারেই বেদ প্রণয়ন করিতে পারে না এবং বদ্ধ জীব অজ্ঞ বলিয়া অভ্রান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদের কর্ত্তা হইতে পারে না। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ও স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরই বেদের কর্তা।

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ।।

(সাংখ্য. ৫/৫১)

ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তি বেদরূপে প্রকাশিত বলিয়া বেদ স্বতঃপ্রমাণ। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনিই বেদরূপে প্রকাশিত। ব্রহ্মাই বেদ। এই কারণ বেদ স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ উহার প্রমাণের জন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না । সূর্য যেমন সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আছে তদ্রুপ বেদ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বতঃ প্রকাশমান্ এবং সমস্ত বিদ্যার কারণ ও ভাণ্ডার

যোগ দর্শন

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।। *(যোগ. ১/২৪)*

শব্দার্থ – (ক্লেশ-কর্ম-বিপাক-আশয়ৈঃ) অবিদ্যা ইত্যাদি পাঁচটি ক্লেশ, শুভ-অশুভ এবং মিশ্রিত কর্ম, সুখ-দুঃখ রূপী ফল, সুখ-দুঃখ ভোগের সংস্কার; এই সকল হতে (অপরামৃষ্টঃ) সম্বন্ধ রহিত (পুরুষবিশেষঃ) জীব হতে ভিন্ন স্বভাব যুক্ত চেতন বিশেষ (ঈশ্বরঃ) ঈশ্বর।

সূত্রার্থ- অবিদ্যা ইত্যাদি পাঁচটি ক্লেশ, শুভ-অশুভ এবং মিশ্রিত কর্ম, সুখ দুঃখ রূপী ফল, সুখ-দুঃখ ভোগের সংস্কার; এই সকল হতে সম্বন্ধ রহিত এবং জীব হতে ভিন্ন স্বভাব যুক্ত চেতন বিশেষকে ঈশ্বর বলা হয়।

এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য –

" তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তম্ । শাস্ত্রং পুনঃ কিন্নিমিত্তম্ ? প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তম্ । এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োগরীশ্বরসত্বে বর্ত্তমানয়োরনাদিসম্বন্ধঃ । এতস্মাদেতদ্ ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত ইতি " ।

(*ব্যাসভাষ্য: ১/২৪*)

সেই উৎকর্ষের নিমিত্ত শাস্ত্র । শাস্ত্রের নিমিত্ত কোনটি ? প্রকৃষ্ট সত্ত্ব অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান শাস্ত্রের নিমিত্ত । ঈশ্বরের জ্ঞান সহিত শাস্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানের সমন্ধ অনাদি । এ কারণে তিনি সদা ঐশ্বর্যশালী তথা সদৈব মুক্ত ।

বাচস্পতি মিশ্রের বর্ণনাও উক্ত বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ –

" তথা চাম্যুদয়নিঃশ্রেয়সোপদেশপরোSপি বেদরাশিরীশ্চরপ্রণীতস্তদ্বুদ্ধিসত্ত্বপ্রকষদিব ভবিতুমর্হতি... ততিসদ্ধং প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তং শাস্ত্রমিতি "

লৌকিক এবং পরলৌকিক সুখ সাধনার উপদেশ প্রদানকারী ঈশ্বরের জ্ঞান বেদও তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে । .... এ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, বেদের নিমিত্ত ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানই ।

বেদান্ত দর্শন

শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ ।। (*বেদান্ত. ১/১/৩* **)**

ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ হওয়ার দরুণ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ তথা সর্বশক্তিমান ।

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বর্ণনা করে –

"মহৎ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদপিবৎ সবর্থবিদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণঃ ব্রহ্ম। নহীদৃণস্য শাস্ত্রস্যর্গ্বেদাদিলক্ষস্য সর্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি"।।

বেদান্ত: শঙ্কর ভাষ্য: (১/১/৩)

অর্থাৎ, অনেক বিদ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ, প্রদীপের সমান সমস্ত পদার্থের প্রকাশকর্ত্তা মহান ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ একমাত্র ব্রহ্মই । সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কার-ই বা সামর্থ্য রয়েছে এমন শাস্ত্র রচনার ?

অত এব চ নিত্যত্বম্ ।। (*বেদান্ত. ১/৩/২৯*)

পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর হতে বেদ প্রকাশ হওয়ায় তা নিত্য।

এই সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য –

" য়জ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্ (ঋগ্বেদ. ১০/৭১/৩) ইতি স্থিতামেব বচমনুবিন্নাং দর্শয়তি । বেদব্যাসশ্চৈবমেব স্মরতি –

য়ুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ ।

লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ংভুবা ।। ইতি " (মহাভারত)

অর্থাৎ, নিত্য বেদবাণী যা ঋষিগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তৎপশ্চাৎ সাধারণ মনুষ্যগণ প্রাপ্ত হয়েছে । মহর্ষি ব্যাসও মহাভারতে বর্ণনা করেছেন, বেদ স্বয়ম্ভু পরমাত্মা দ্বারা প্রকাশ হয়েছে ।

মীমাংসা দর্শন

জৈমিনি মুনিও তাঁর মীমাংসা শাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়স্থ প্রথম পাদের পঞ্চমাধিকরণে বেদ এর প্রামাণ্য সিদ্ধ করে ষষ্ঠাধিকরণে শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদন করার সময় বর্ণনা করেছেন –

নিতৃস্তু স্যাদ্ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ । (*মীমাংসা. ১/১/১৮*)

এই সূত্রে শব্দের নিত্যতা স্বীকার করা হয়েছে । যখন লৌকিক শব্দ পর্যন্ত নিত্য তখন বৈদিক শব্দ তো নিত্যই হবে ।

৮ম অধিকরণের বেদাপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে –

বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষ পুরুষাখ্যা ।

(*মীমাংসা. ১/১/২৭*)

মহর্ষি জৈমিনি এই সূত্রে পূর্বপক্ষের শঙ্কা উত্থাপিত করেন যে, বেদের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ অর্থাৎ সমাখ্যা (নাম) দেখা যায় (যেমন শাকলাদি), অতঃ বেদ অনিত্য ।

এই শঙ্কার সমাধান করেন —

উক্তং তু শব্দপূর্বত্বাৎ ।।

(*মীমাংসা. ১/১/২৯*)

এর ব্যাখ্যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । এখানে সমাখ্যামাত্রের পরিহার করে বর্ণনা করেন –

আখ্যা প্রবচনাৎ ।। (*মীমাংসা.১/১/৩০*)

আখ্যা (সমাখ্যা) প্রবচনের জন্য হয়েছে । পদপাঠাদির প্রবচন দ্বারাও এর সমাখ্যা পুরুষের সাথে সমন্ধ রয়েছে ।

এই বিষয়ে *মীমাংসা শাস্ত্রের প্রকাণ্ড আচার্য বৌদ্ধমত বিধ্বংসক কুমারিল ভট্টও বেদের নিত্যতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন । তিনি মীমাংসা ১/১/২৯ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় তন্ত্রবার্তিকে বর্ণনা করেছেন –*

"সর্বে হি যথৈব গুরুণাধীতং তথবাধিজিগাংসন্তে, ন পুনঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কশ্চিদপি প্রথমোऽধ্যেতা বেদানামস্তি, যঃ কর্তা স্যাৎ । তস্মাৎ কর্তৃস্মরণাভাবাদপৌরুষেয়া বেদা ইতি ভাবঃ । এবং চ পূর্বমেব বেদাপৌরুষেয়ত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ তদ্বিষয়ে পুনঃ প্রয়ত্নো ন করণীয় ইতি কেবলং সমাখ্যাদ্যবলম্বনেন কৃতস্যাক্ষেপস্য পরিহারো বক্তব্যোऽভিধীয়তে" ।

অর্থাৎ, অধ্যয়ন বিনা বেদ জ্ঞান প্রাপ্ত অসম্ভব । বেদ অপৌরুষেয় । এখানে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বসূত্র " বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষ পুরুষাখ্যা " (মীমাংসা. ১/১/২৭) সূত্রে যে পূর্বপক্ষ উত্থাপিত করা হয়েছে, তা কেবল সমাখ্যা (সংজ্ঞা, শাকলাদি নাম) নামকেই নির্দেশ করে শঙ্কা করা হয়েছে, এমনটা বুঝতে হবে । কেননা, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রথমেই দর্শানো হয়েছে । এ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, কুমারিল ভট্টও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব তথা নিত্যত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন ।

শাঙ্খ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ভাষ্য

কথং বেদস্য প্রমাণ্যম্ ? অপৌরুষেয়ত্বাৎ, অর্থপ্রত্যায়কত্বাৎ, বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ ।

(*আনর্ত্তীয় ভাষ্য*)

এই প্রকারে অন্য শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকারগণও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মেনেছেন ।

নিরুক্ত টীকাকার স্কন্দস্বামী, দুর্গাচার্য তথা ইতিহাস খ্যাত প্রসিদ্ধ বিদ্বান ভর্তৃহরি, উদয়নাচার্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, বাচস্পতিমিশ্রাদি সহ সমস্ত বিদ্বান বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার তথা নিত্য মেনেছেন । প্রায়ঃ সমস্ত শ্রৌত-গৃহ্য তথা ধর্মসূত্রকারগণ এবং এসব শাস্ত্রের টীকাকারগণও বেদের নিত্যতা দর্শিয়েছেন ।

গীতায় কি উত্তরায়ণ - দক্ষিণায়ন অনুযায়ী মোক্ষলাভের কথা রয়েছে ?

গীতার এই শ্লোকদুটো পড়লে আমাদের অনেকেরই মনে হয় যে মোক্ষ এবং পুনর্জন্ম বিষয় দু'টো হয়তো মৃত্যুর সময়কালের উপর নির্ভর করে, আমাদের কৃতকর্মের উপর নয়।

"ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্লপক্ষে এবং ছয়মাস উত্তরায়ণকালে দেহত্যাগ করলে ব্রহ্মকে লাভ করেন আর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষে বা ছয়মাস দক্ষিণায়নকালে দেহত্যাগ করলে পুণরায় জন্মগ্রহণ করেন।" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮/২৪-২৫)

· এমনকি মহাভারতেও আমরা দেখেছি মহামহিম ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে উত্তরায়ণের অপেক্ষা করছিলেন, কারণ মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণ হল প্রশস্ত সময়। কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী গতি যদি মৃত্যুর সময়ের উপরই নির্ভর করে তাহলে গীতার বাকী অধ্যায়সমূহের সকল শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে যায়। ঈশ্বরভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের কোনো গুরুত্বই রইল না। তাহলে এই উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নের সঠিক তাৎপর্য কি?

·আমরা গীতার সংশয় সমাধানের পূর্ববর্তী পর্বতেই জেনেছি যে গীতার ব্যাখ্যা করা উচিত বৈদিক শাস্ত্রের (বেদ, উপনিষদের) অনুসরণ করে, কারণ গীতা হল সকল উপনিষদের সারসংকলন। এবং অবাক বিষয় হল, এই উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন এর কথা উপনিষদগুলোতে বারবার এসেছে। ১১টি বৈদিক উপনিষদে ন্যূনতম ৫ বার এই তত্ত্ব রয়েছে, আরও থাকতে পারে। বেদ, বেদান্তসূত্র এবং নিরুক্তেও এই বিষয়ে বলা আছে। আর প্রশ্ন-উপনিষদ এই বিষয়ের বলতে গেলে প্রায় সমাধানই প্রদান করেছে। আমরা শুরুতেই দেখে নিই উপনিষদগুলো এই ব্যাপারে কি বলে—

·—"যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যাহারা অরণ্যে সত্যভাবে শ্রদ্ধার উপাসনা করেন (কিংবা শ্রদ্ধাকে সত্যরূপে উপাসনা করেন) তাঁহারা সকলেই অর্চিকে (জ্যোতিকে) লাভ করেন। অর্চি হইতে তাঁহারা দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে সূর্যের উত্তরায়ণের ছয় মাসে, মাসসমূহ হইতে দেবলাোকে, দেবলোক হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে বিদ্যুৎলাোকে যান। তখন এক অমানব পরুষ অসিয়া তাহাদের বিদ্যুৎলাোক হইতে ব্রহ্মলাোকে লইয়া যান। শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করিয়া তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে চিরকাল বাস করেন ; আর তাহাদের সংসারে ফিরিতে হয় না। একে বলা হয় দেবযান।
·আর যাহারা স্বর্গলাভের আশায় গ্রামে ইষ্টপূর্ত, দান ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা মত্যুর পর ধূমে গমন করে। ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের ছয়মাসে গমন করে। মাসসমূহ হইতে পিতৃলাোকে, পিতৃলাোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলাোকে গমন করে। যে পর্যন্ত কর্মক্ষয় না হয়, সে পর্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া যে পথে গিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া আসে (মানে পুনর্জন্ম লাভ করে)। একে বলা হয় পিতৃযান।"
(বৃহদারণ্যক-৬/২/১৫-১৬, ছান্দোগ্য- ৫/১০/১-৬, কৈষীতকি- ১/২, ছান্দোগ্য- ৪/১৫/৫, প্রশ্ন- ১/৯-১০, ঋগ্বেদ ১০/৮৮/১৫, নিরুক্ত ১৪/৯)

উপরের শ্লোকগুলি মোটামুটি অপরিবর্তিতভাবে সকল উপনিষদে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাহুল্য এড়াবার জন্য একবারই উল্লেখ করলাম। বেদে এবং নিরুক্তে একেই দেবযান এবং পিতৃযান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শ্লোকগুলো থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে এখানে দিন-রাত, শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন কোনো সময় নির্দেশ করছে না বরং বিভিন্ন পথ বা মার্গ নির্দেশ করছে। কিন্তু এইসকল মার্গের প্রকৃতি কেমন? তাদের বিশেষত্ব কি? এর উত্তর পাওয়া যায় প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই।

শিষ্য কবন্ধী যখন তার গুরু পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করলেন, "ভগবান, কোথা থেকে এই প্রাণীসকল জন্মলাভ করে?", তখন পিপ্পলাদ উত্তর দিলেন—

·"প্রজাপতি যখন প্রজা সৃষ্টি করার সংকল্প করলেন তখন তিনি নিজেকে দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশ করলেন। দ্বন্দ্বরূপ বলতে দুই বিপরীত তত্ত্বে প্রকাশিত হলেন, একটি হল প্রাণ এবং অপরটি হল রয়ি (বা জড় পদার্থ বা Matter)। এই দ্বন্দ্বাত্মক তত্ত্ব পূর্বে পরমাত্মাতেই অন্তর্ভুক্ত ছিল, সৃষ্টিকালে তাঁর থেকেই আবির্ভূত হল। এই প্রাণ এবং রয়ি (বা জড়) মিলেই এই সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে।" এইবার ঋষি পিপ্পলাদ সৃষ্টির ক্রম ব্যাখ্যা করবেন এবং সেখানে পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাণ ও রয়ির প্রকৃতি বর্ণনা করবেন। বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রাণকে জ্ঞান এবং রয়িকে অজ্ঞানতা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

· আদিত্যই (সূর্যই) প্রাণ, রয়িই চন্দ্র। সৃষ্টিতে আদিত্য ও চন্দ্ররূপে প্রাণ এবং রয়ির প্রথম প্রকাশ। আদিত্যই প্রাণের উৎস, সূর্য উদিত হলেই বিশ্বের সব কিছু প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সূর্য অস্ত গেলেই সমস্ত প্রাণী নিদ্রিত হয়।

•সৃষ্টির ক্রমে আদিত্য (সূর্য) ও চন্দ্র বৎসরে পরিণত হয়। এই বৎসরই প্রজাপতি/ঈশ্বর। সুতরাং বৎসরেও দ্বন্দ্বাত্মক ভাব থাকবে। তাহলে বৎসরে প্রাণ ও রয়ির স্বরূপ কি? বৎসরের দুটি অয়ন - দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণ সংবৎসরের প্রাণ অংশ আর দক্ষিণায়ন হল রয়ি অংশ। উত্তরায়ণ সূর্যের পথ। সূর্য প্রাণ, জ্যোতি ও জ্ঞানের প্রতীক। এই কারণে যারা ইহজীবনে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন ও নিষ্কাম কর্ম করেন তারা উত্তরায়নের পথে (প্রাণের পথে বা জ্ঞানের পথে) গমন করেন। এভাবে তারা মুক্তিলাভ করেন। আর দক্ষিণায়ন হল চন্দ্রলোকের পথ। চন্দ্রলোক অজ্ঞানের লোক। তাই যেসকল মানুষ ইহজীবনে আত্মজ্ঞান লাভের কোনো চেষ্টা না করে শুধু জাগতিক সকাম কর্ম করে স্বর্গলাভ করতে চান তারা দক্ষিণায়নের পথে (রয়ির পথে বা অজ্ঞানতার পথে) গমন করে। পুণ্যফল ভোগ করে তারা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন।
এই পয়েন্টেই আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছি, কিন্তু সৃষ্টির পরবর্তী ক্রমগুলো দেখলে আমাদের উত্তর আরো পরিষ্কার হবে।

•সৃষ্টির ক্রমানুসারে বৎসরব্যাপী প্রজাপতি মাসরূপে বিবর্তিত হন। কাজেই এই মাসও দ্বন্দ্বাত্মক বা বিপরীতাত্মক লক্ষণযুক্ত। এখানে প্রাণ ও রয়ির স্বরূপ কি? এক মাসে দুটি পক্ষ- শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ। এখানে শুক্লপক্ষই প্রাণরূপ আদিত্য আর কৃষ্ণপক্ষই রয়ি। শুক্লপক্ষ জ্ঞানের পথ, তাই প্রাণদর্শী পুরুষ যেসব কর্ম করেন তা শুক্লপক্ষে করেন অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে নিষ্কামরূপে সম্পাদন করেন। তারা শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষে যখনই যজ্ঞ/কর্ম করুক না কেন, তা শুক্লপক্ষে সম্পন্ন হয় (অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে নিষ্কামভাবে সম্পন্ন হয়)। এভাবে তারা মুক্তি লাভ করেন।
আর যারা অজ্ঞানী তারা যখনই কর্ম করুক না যেন তা কৃষ্ণপক্ষে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ তারা জাগতিক সকামকর্মে লিপ্ত হয়। এভাবে তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়।

•সৃষ্টির ক্রমানুসারে মাসরূপী ঈশ্বর অহোরাত্রি/দিনরাত্রিতে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই দিনরাত্রিও প্রজাপতি এবং এটাও দ্বন্দ্বাত্মক। এই দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য কি? দিনই প্রাণ এবং রাত্রিই রয়ি। ব্যাখ্যা পূর্ববৎ।

• সৃষ্টির ক্রমানুসারে সূর্য, চন্দ্র, বৎসর, মাস, দিনরাত্রির ক্রিয়া দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়। এই অন্নও প্রজাপতি। এই অন্ন থেকেই সৃষ্টির ক্রমানুসারে শুক্র উৎপন্ন হয়। শুক্রও প্রজাপতি সুতরাং দ্বন্দ্বাত্মক (পুরুষশুক্র হল প্রাণ, স্ত্রীশুক্র হল রয়ি)। এই শুক্র থেকেই ক্রমে প্রাণীসমূহ উৎপন্ন হয়।

ঋষি পিপ্পলাদ এভাবে তার শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিলেন (কিভাবে প্রাণীসমূহ সৃষ্টি হয়) এবং আমরাও আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম (উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন কি)।

•একবার সারমর্মটা উপলব্ধি করা যাক। সূর্য, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ সকলে একই অর্থবাচক— জ্ঞানের পথ, নিষ্কাম কর্মের পথ। আত্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই এই পথে গিয়ে ব্রহ্মকে লাভ করবেন। তাই গীতায় বলা হয়েছে " ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষে এবং উত্তরায়ণের ছয়মাস এই পথে গমন করে ব্রহ্মকে লাভ করেন।"

•আর চন্দ্র, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন সকলে একই অর্থজ্ঞাপক— অজ্ঞানতার পথ, জাগতিক সকাম কর্মের পথ। অজ্ঞানীরা এই পথে গমন করে বারবার জন্মমৃত্যুর পথে আবৃত হয়। তাই গীতায় বলা হয়েছে "ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই পথে গমন করে সাধারণ সাধকগণ চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে পুনরাবর্তন করেন।"

•গীতা বরাবরই আমাদেরকে নিষ্কাম বৈদিক কর্মের উপদেশ প্রদান করে। আমাদের কর্মই আমাদের গতিনির্ধায়ক। মৃত্যুর জন্য ভালো দিন মন্দ দিন বলে কিছু নেই। সৎভাবে ঈশ্বরের প্রদর্শিত পথে কর্ম করলে ইহজীবনে জীবন্মুক্তি এবং মৃত্যুর পর চিরমুক্তি লাভ হবে।

তথ্যসূত্র:

১. উপনিষদ সমগ্র, অতুল চন্দ্র সেন অনুদিত।
২. ঋগ্বেদ ভাষ্য, ড. তুলসিরাম শর্মা।
৩. শ্রীগীতা, জগদীশ চন্দ্র ঘোষ।
৪. Prasna Upanishad, Swami Sharvanand, R.K Math.

অথর্ববেদে পুরাণ বলতে কি বুঝানো হয়েছে ?

নমস্কার,
বর্তমানে অনেকে দাবী করে যে, বর্তমান সমাজে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদ সিদ্ধ এবং বেদে নাকি এদের উল্লেখ আছে। এজন্য তারা তিনটি দাবী করে–

১. বেদে পুরাণ শব্দটি দ্বারা অষ্টাদশ পুরাণকে বোঝায়,
২. বেদে পুরাণকে ঈশ্বর হতে উদ্ভুত বলা হয়েছে,
৩. উপনিষদে পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে।

আমাদের প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেছেন, অথর্ববেদের একাদশ (১১) কাণ্ডের ৭ম সূক্তের ২৪ তম মন্ত্রে, "পুরাণ" শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এই মন্ত্রটি দেখে অনেকে ধারণা করেন যে, এই মন্ত্রে অন্যান্য বেদের সাথে অষ্টাদশ পুরাণকেও ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ভুত বলা হয়েছে।
এই প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর দিতে হলে প্রথমে আমাদের ১ম প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে। তারপরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২য় প্রশ্নটির উত্তর এসে যাবে।

প্রথম পক্ষ দাবী করে যে, বেদে ব্যবহৃত পুরাণ শব্দটি দ্বারা বর্তমান সমাজে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণকেই বুঝায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে—ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ১৯০ তম সুক্ত অনুসারে, বেদের জ্ঞান নিত্য এবং বেদ প্রত্যেক কল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অপর দিকে পৌরাণিক মান্যতা অনুসারে, পরশর মুনি ও সত্যবতীর পুত্র, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব দ্বাপর যুগের শেষের দিকে পুরাণসমূহ রচনা করেন।

এই বিষয়ে মৎস্যপুরাণের ৫৩ অধ্যায়ের ৭০ শ্লোকের প্রথমার্ধে বলা হয়েছে, অষ্টাদশ পুরাণ সত্যবতী সুত অর্থাৎ ব্যাসদেব রচনা করেছেন–

অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুবৃংহিতম্।।

অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্।
লক্ষৈণেকেন যৎ প্রোক্তং বেদার্থপরিবৃংহিতম্
বাল্মীকিনা তু যৎ প্রোক্তং রামোপাখ্যান-
মুত্তমম্।
ব্রহ্মণাভিহিতং যচ্চ শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ ৭০

মাহাত্ম্যই বহুলরূপে বর্ণিত। সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়া তদুপবৃংহিত মহাভারত প্রণয়ন করেন।

আবার শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ১ম স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৪তম শ্লোকে বলেছে, চতুর্যুগের তৃতীয় যুগ অর্থাৎ দ্বাপরযুগে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে কলাবতার যোগী ব্যাসদেবের জন্ম হয়–

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয় যুগপর্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী ব্যাসব্যাং কলয়ো হরে।।

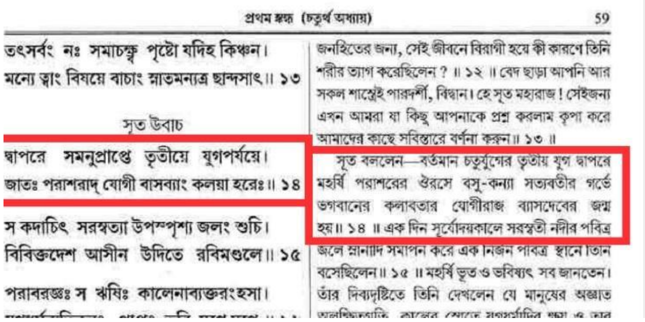

প্রথম স্কন্ধ (চতুর্থ অধ্যায়) 59

তৎসর্বং নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন।
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ॥ ১৩

সূত উবাচ

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥ ১৪

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচি।
বিবিক্তদেশ আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে॥ ১৫

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।

জনহিতের জন্য, সেই জীবনে বিরাগী হয়ে কী কারণে তিনি শরীর ত্যাগ করেছিলেন ? ॥ ১২ ॥ বেদ ছাড়া আপনি আর সকল শাস্ত্রেই পারদর্শী, বিদ্বান। হে সূত মহারাজ ! সেইজন্য এখন আমরা যা কিছু আপনাকে প্রশ্ন করলাম কৃপা করে আমাদের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করুন॥ ১৩ ॥

সূত বললেন—বর্তমান চতুর্যুগের তৃতীয় যুগ দ্বাপরে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে বসু-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে ভগবানের কলাবতার যোগীরাজ ব্যাসদেবের জন্ম হয়॥ ১৪ ॥ এক দিন সূর্যোদয়কালে সরস্বতী নদীর পবিত্র জলে স্নানাদি সমাপন করে এক নির্জন পবিত্র স্থানে তিনি বসেছিলেন॥ ১৫ ॥ মহর্ষি ভূত ও ভবিষ্যৎ সব জানতেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখলেন যে মানুষের অজ্ঞাত

তাহলে এখানে একটি বিষয় সকলে চিন্তা করুন, সৃষ্টির আদিতে যে গ্রন্থ ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত, সেই গ্রন্থে দ্বাপরের শেষে লেখা "পুরাণ" নামক গ্রন্থের নাম কিভাবে থাকবে??? আর যদি আপনারা বলেন বেদে ভবিষ্যৎবাণী বা ইতিহাস রয়েছে, সেটিও সম্ভব নয়। কারণ আমাদের দর্শন শাস্ত্র মতে বেদ নিত্য এবং এতে কোনো লৌকিক ইতিহাস নেই। আপনারা চাইলে "বেদের নিত্যতা" প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত ভিডিও বানানো হবে।

এবার আসি মূল বিষয়ে। অথর্ববেদের ১৫তম কাণ্ডের ৬ষ্ঠ সূক্তের ১১ ও ১২ তম মন্ত্রে "পুরাণ" শব্দটি নিয়ে তারা দাবী করে যে, এই স্থলে পুরাণ শব্দটি দ্বারা "পুরাণ" নামক গ্রন্থকে বুঝাচ্ছে।

তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্য চল।
ইতিহাসস্য চ বৈ পুরাণস্য চ গাথানং চ
নারশংসীনাং চ প্রিয় ধাম ভবতি য এবং বেদ।।
(অথর্ববেদ ১৫।৬।১১-১২)

কিন্তু মন্ত্রদ্বয় ভালো করে লক্ষ করলে দেখবেন, পুরাণ নামটির সাথে সাথে ইতিহাস, গাথা, নারাশংসী এসব শব্দও রয়েছে। যদি এখানে পুরাণ দ্বারা বর্তমান প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণকেই বুঝায়, তাহলে প্রশ্ন হল, এই মন্ত্রে "ইতিহাস, গাথা, নারাশংসী" এসব শব্দ দ্বারা কোন গ্রন্থকে বুঝাবে???

অনেকে বলবেন ইতিহাস দ্বারা মহাভারত ও রামায়ণকে বুঝাবে। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত অপেক্ষা বেদ বহু প্রাচীন ও মানব সৃষ্টির প্রারম্ভকালে প্রকাশিত, তাই রামায়ণ মহাভারতে বেদের নাম থাকলেও, বেদে এদের উল্লেখ থাকা অসম্ভব। যেহেতু পুরাণের সাথে ব্যবহৃত গাথা, নারাসংশী নামক আলাদাভাবে কোনো গ্রন্থ নেই, তাই সহজে অনুমান করা যায় যে, এই স্থলে "পুরাণ" শব্দটি দ্বারা আলাদা কোনো গ্রন্থকেই বোঝানো হয়নি।

তাহলে এবার প্রশ্ন আসতে পারে, এখানে পুরাণ দ্বারা কি বুঝাচ্ছে? এর উত্তরের জন্য আমাদেরকে বেদের শব্দ গুলোর ব্যাখ্যান গ্রন্থ, ষড় বেদাঙ্গের অন্যতম, মহর্ষি যাস্কাচার্য প্রণীত "নিরুক্ত" শাস্ত্র দেখতে হবে।

নিরুক্তের ৩য় অধ্যায়ের ১৯ তম খণ্ডে বলা হয়েছে,
"পুরাণামান্যুত্তারাণি ষট্। পুরাণং কসম্মাৎ? পুরা নবং ভবতি।"

অর্থাৎ *এই ছয়টি নাম পুরাণের। পুরাণ কিভাবে? যা আগে নবীন ছিলো, কিন্তু বর্তমানে নবীন নাই। এভাবেই পুরাণ।*

(२७) पुराणनामान्युत्तराणि षट् । पुराणं कस्मात् ? पुरा नवं भवति । (२८) नवनामान्युत्तराणि षडेव । नवं कस्मात् ? आनीतं भवति ॥ २ । १९ ॥

पुराणनामान्युत्तराणि षट्। पुराणं कस्मात्पुरा नवं भवति
अगले छः पुराने के नाम हैं। पुराण किस से ? पहले (कभी) नया होता है (अब नहीं) (पुरा+नव)

অর্থাৎ বেদে "পুরাণ" কোনো গ্রন্থবাচক শব্দ নয়, বরং এমন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করছে যা পূর্বে নবীন ছিলো, কিন্তু বর্তমানে নবীন না হওয়ায় প্রাচীন তথা পুরাতন। সেটি কোন প্রাচীন অবস্থা? সেটি হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থা। এই মহাবিশ্ব যখন অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত রূপে প্রকাশিত হচ্ছিলো, তখন সেটিই ছিলো একটি নবীন অবস্থা। কিন্তু পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি হওয়ার পর সেই ঘটনাটি আর নবীন থাকলো না। ফলে সেই সৃষ্টিতত্ত্বই হচ্ছে বেদে বর্ণিত "পুরাণ"।

এখন অনেকে আমাদের এই ব্যাখ্যার পক্ষে প্রমাণ চাইবেন। তাই প্রমাণ হিসেবে আমরা পৌরাণিকদের প্রিয় বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ২য় প্রপাঠক, ৯ম অনুবাকের ভাষ্যে সায়ণাচার্য "পুরাণ" এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"সৃষ্টাদিপ্রতিপাদকাননি পুরাণানি"।

অর্থাৎ *সৃষ্টি প্রতিপাদিত মন্ত্রকে "পুরাণ" বলে।*

माहरन्तेनायजन्त(१)। (२)यदृचोऽध्यगीषत ताः पयं आ-
हुतयो देवानामभवन्यद्यजूꣳषि घृताहुतयो यत्सामा-
नि सोमाहुतयो यदथर्वाङ्गिरसो मध्वाहुतयो यद्ब्रा-
ह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नारा-

मुनयः 'एतं' वक्ष्यमाणं, 'ब्रह्मयज्ञं', सर्वकामहेतुं 'अपश्यन्'
दृष्ट्वा च, 'तं' यज्ञं, 'आहरन्' अनुष्ठितवन्तः। 'तेन' यज्ञेन,
देवानपूजयन्त ॥

ब्रह्म वेदः तस्या*ध्ययनमेव सम्पादितं। न तु यज्ञत्वमिति
†मतिं वारयितुं तत्राहुतीः सम्पादयति। (२)"यदृचोऽध्यगीषत
० सायुज्यमृषयोऽगच्छन्"(२) इति। पादबद्धमन्त्राः 'ऋचः',
'ता अध्यगीषत' ये ते ऋषयोऽधीतवन्त इति यदस्ति ता अध्य-
यनक्रियाः, 'देवानां', क्षीरद्रव्याहुतयः 'अभवन्', तदाहुत्या
या तुष्टिः सा तेषामृगध्ययनेन सम्पन्ना। एतदन्यत्रापि योज्यं‡।
अथर्वभिरङ्गिरोभिश्च दृष्टा मन्त्राः 'अथर्वाङ्गिरसः'। 'ब्राह्म-
णानि' कर्मचोदना, वायव्यꣳ श्वेतमालभेतेत्यादयः। 'इति-
हासाः' महाभारतादयः§। देवा सुराः संयत्ता आसन
इत्यादयः। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नैवेह किञ्चनाग्र

शꣳसीर्मेदाहुतयो देवानामभवन्ताभिः क्षुधं पाप्मान-
मपाघ्नन्नपहतपाप्मानो देवाः स्वर्गं लोकमायन् ब्रह्म-
णः सायुज्यमृषयोऽगच्छन्(१) ॥ ९ ॥

इत्यादीनि सृष्ट्यादिप्रतिपादकानि* 'पुराणानि'। 'कल्पाः'
कल्पसूत्राणि प्रयोगप्रतिपादकानि। 'गाथाः' गायति चोदिता
मन्त्रविशेषाः, योऽस्य कौष्ठ्येत्यादयः। यमगाथाभिः परिगाय-
तीति विधानात्। 'नाराशंसीः' नाराशंस्यः, होता यक्षन्न-
राशंसमित्याद्याः। ब्राह्मणान्तपठितानामपि पुनरुक्तिः फला-
तिशयद्योतनार्थं। 'मेदाहुतयः' मांसाहुतयः, 'ताभिः' आहु-
तिभिः, देवाः क्षुद्रूपं 'पाप्मानं', विनाशितवन्तः। स्वाध्याय-
जन्यतृप्त्या† क्षुधं विस्मृतवन्तः ततः क्षुद्रूपपापरहिताः 'देवाः',
सुखमनुभवितुं 'स्वर्गं', गताः। 'ऋषयः' च पूर्वोक्ताः, अध्यय-
नेन ब्रह्मयज्ञेन जगत्कारणस्य 'ब्रह्मणः',§ 'सायुज्यं', प्राप्ताः।
ब्रह्मज्ञानोत्पादनद्वारा मुक्तिहेतुत्वं ब्रह्मयज्ञस्य युक्तं। अतएव
ज्ञानसाधनेषु प्राथम्येन वेदानुवचने वाजसनेयिनः समामन-
न्ति, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दा-
नेन न तपसा नाशकेनेति ॥

इति सायनाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे यजुरा-
रण्यके द्वितीयप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

সায়ণাচার্য আবারও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভাষ্যের ভূমিকায় লিখেছেন—

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীন্ন দৌরাসীৎ ইত্যাদিকং জগতঃ প্রাগনবস্থানমুপক্রম সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্ কল্পস্তু।"

অর্থাৎ *প্রথমে কিছুই ছিল না, দ্যৌ (দ্যুলোক) ছিল না, ইত্যাদি কথায় যেখানে জগতের প্রথম অসত্তা নির্দেশ করে, অতঃপর "কল্পের প্রারম্ভিক সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেই সকল সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিপাদক বাক্যই "পুরাণ" পদবাচ্য।*

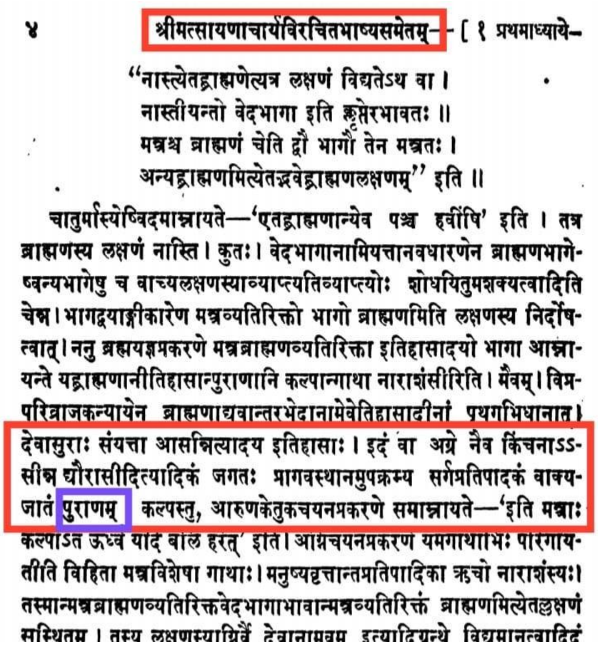

४ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्— [१ प्रथमाध्याये–

"नास्त्येतद्ब्राह्मणेत्यत्र लक्षणं विद्यतेऽथ वा ।
नास्तीयन्तो वेदभागा इति क्लृप्तेरभावतः ॥
मन्त्रश्च ब्राह्मणं चेति द्वौ भागौ तेन मन्त्रतः ।
अन्यद्ब्राह्मणमित्येतद्भवेद्ब्राह्मणलक्षणम्" इति ॥

चातुर्मास्येष्विदमाम्नायते—'एतद्ब्राह्मणान्येव पञ्च हवींषि' इति । तत्र ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति । कुतः । वेदभागानामियत्तानवधारणेन ब्राह्मणभागेष्वन्यभागेषु च वाच्यलक्षणस्याव्याप्त्यतिव्याप्त्योः शोधयितुमशक्यत्वादिति चेन्न । भागद्वयाङ्गीकारेण मन्त्रव्यतिरिक्तो भागो ब्राह्मणमिति लक्षणस्य निर्दोषत्वात् । ननु ब्रह्मयज्ञप्रकरणे मन्त्रब्राह्मणव्यतिरिक्ता इतिहासादयो भागा आम्नायन्ते यद्ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि कल्पान्गाथा नाराशंसीरिति । मैवम् । विप्रपरिव्राजकन्यायेन ब्राह्मणाद्यवान्तरभेदानामेवेतिहासादीनां पृथगभिधानात् । देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासाः । इदं वा अग्रे नैव किंचनाऽऽसीन्न द्यौरासीदित्यादिकं जगतः प्रागवस्थानमुपक्रम्य सर्गप्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणम् । कल्पस्तु, आरुणकेतुकचयनप्रकरणे समाम्नायते—'इति मन्त्राः कल्पोऽत ऊर्ध्वं यदि बलिं हरेत्' इति । अग्निचयनप्रकरणे यमगाथाभिः परिगायतीति विहिता मन्त्रविशेषा गाथाः । मनुष्यवृत्तान्तप्रतिपादिका ऋचो नाराशंस्यः । तस्मान्मन्त्रब्राह्मणव्यतिरिक्तवेदभागाभावान्मन्त्रव्यतिरिक्तं ब्राह्मणमित्येतल्लक्षणं सुस्थितम् । तस्य लक्षणस्याग्निर्वै देवानामवम इत्यादिग्रन्थे विद्यमानत्वादिदं

এখন যদি আপনারা বেদ হতে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের—

৭২ তম অদিতি সূক্ত,
৮১ ও ৮২ তম বিশ্বকর্মা সূক্ত,
৯০ তম পুরুষ সূক্ত,
১২১ তম হিরণ্যগর্ভ সূক্ত,
১২৯ তম নাসাদীয় সূক্ত,
১৯০ তম অঘমর্ষণ সূক্ত

ইত্যাদি সুক্ত পড়েন, তবে সেখানে সুন্দর বর্ণনা দেখতে পারবেন। অর্থাৎ উপর্যুক্ত প্রমাণ সমূহ থেকে সহজেই বোঝা যায়, বেদে মূলত সৃষ্টিতত্ত্বকে "পুরাণ" নামে অবিহিত করা হয়েছে।
এবার অথর্ববেদের উক্ত মন্ত্রগুলোর সঠিক অর্থ দেখে নেয়া যাক—

স বৃহতীং দিশমনুব্য চলন্ ।। ১০
তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্য চলন্ ।। ১১
ইতিহাসস্য চ বৈ পুরাণস্য চ গাথানং চ
নারশংসীনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য় এবং বেদ ।। ১২

(অথর্ববেদ ১৫। ৬। ১০-১২)

পদার্থঃ *(সঃ) সেই ব্রাত্য [ব্রত পরায়ণ পুরুষ] (বৃহতীং দিশং অনুব্যচলৎ) বৃহৎ দিশা অর্থাৎ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করে চলেন। (তম্) সেই বৃহৎ দিশার পথিক ব্রাত্যকে (ইতিহাসঃ) সৃষ্টি-উৎপত্তির নিত্য ইতিহাস (চ) তথা (পুরাণং) জগদুৎপত্তির প্রাচীন বর্ণনারূপ পুরাণ (চ) এবং (গাথাঃ) গাথা [কোন মহান দৃষ্টান্তরূপ কথাপ্রসঙ্গ] (চ) তথা (নারাশংসীঃ) নারাশংসী [কীর্তিমান মনুষ্যগণের প্রশংসনীয় কর্মসমূহের গুণ কথা] (অনুব্যচলন্) অনুকূলতা দ্বারা প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ এদের দ্বারা সেই ব্রাত্য, যথার্থরূপে বেদের ব্যাখ্যা করতে পারেন। (য়ঃ) যিনি এইপ্রকার (এবং) ইতিহাস, গাথা ইত্যাদির মহত্বকে (বেদ) জানতে পারেন, (সঃ) সেই ব্রাত্য (বৈ) নিশ্চিতরূপে (ইতিহাসস্য) ইতিহাসের (চ) তথা (পুরাণস্য) পুরাণের (চ) এবং (গাথানাং) গাথাসমূহের (চ) তথা (নারাশংসীনাং) নারাশংসীর (প্রিয়ং ধাম) প্রিয় ধাম (ভবতি) হয়। সেই ব্রত পরায়ণ পুরুষ, এগুলোর দ্বারা বেদসমূহের যথাবৎ ব্যাখ্যা করতে পারেন।*

ভাবার্থঃ *একজন ব্রাত্য বিদ্বান, "ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, এবং নারাশংসী" দ্বারা বেদবিদ্যার বর্ধন (ব্যাখ্যা) করার মাধ্যমে "বৃহৎ দিশায়" চলতে থাকেন—বৃদ্ধির (উন্নতির) পথে অগ্রসর হয়।*

আশাকরি প্রথম প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে গেছেন। এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে।

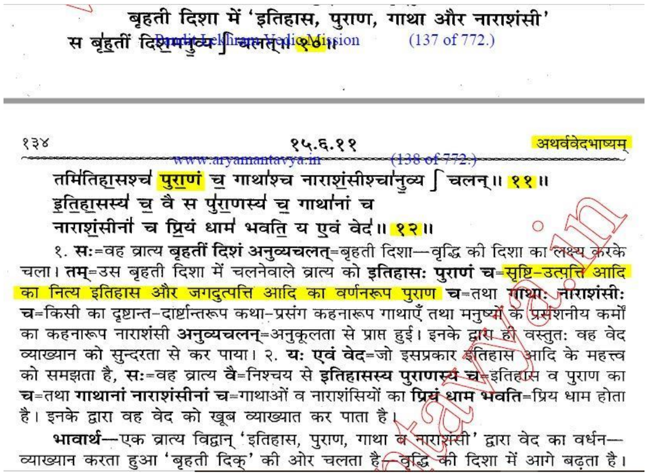

बृहती दिशा में 'इतिहास, पुराण, गाथा और नारांशसी'
स बृहतीं दिशमनुव्य चलन्॥ १०॥
Pandit Lekhram Vedic Mission (137 of 772.)

१३४ १५.६.११ अथर्ववेदभाष्यम्
www.aryamantavya.in (138 of 772.)

तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्य चलन्॥ ११॥
इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च
नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद॥ १२॥

१. **सः**=वह व्रात्य **बृहतीं दिशं अनुव्यचलत्**=बृहती दिशा—वृद्धि की दिशा का लक्ष्य करके चला। **तम्**=उस बृहती दिशा में चलनेवाले व्रात्य को **इतिहासः पुराणं च**=सृष्टि-उत्पत्ति आदि का नित्य इतिहास और जगदुत्पत्ति आदि का वर्णनरूप पुराण **च**=तथा **गाथाः नाराशंसीः च**=किसी का दृष्टान्त-दार्ष्टान्तरूप कथा-प्रसंग कहनारूप गाथाएँ तथा मनुष्यों के प्रशंसनीय कर्मों का कहनारूप नाराशंसी **अनुव्यचलन्**=अनुकूलता से प्राप्त हुईं। इनके द्वारा ही वस्तुतः वह वेद व्याख्यान को सुन्दरता से कर पाया। २. **यः एवं वेद**=जो इसप्रकार इतिहास आदि के महत्त्व को समझता है, **सः**=वह व्रात्य **वै**=निश्चय से **इतिहासस्य पुराणस्य च**=इतिहास व पुराण का **च**=तथा **गाथानां नाराशंसीनां च**=गाथाओं व नाराशंसियों का **प्रियं धाम भवति**=प्रिय धाम होता है। इनके द्वारा वह वेद को खूब व्याख्यात कर पाता है।

भावार्थ—एक व्रात्य विद्वान् 'इतिहास, पुराण, गाथा व नाराशंसी' द्वारा वेद का वर्धन—व्याख्यान करता हुआ 'बृहती दिक्' की ओर चलता है—वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता है।

অথর্ববেদের ১১ কাণ্ডের ৭ম সূক্তের ২৪ তম মন্ত্রটি দেখলে মনে হয় মন্ত্রটিতে ঋক, সাম, যজুর সাথে ছন্দ ও পুরাণকে "ঈশ্বর" হতে উদ্ভুত বলা হয়েছে।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥
(অথর্ববেদ ১১।৭।২৪)

কিন্তু এখানে মূলত পরমেশ্বর একটি সুন্দর শঙ্কার সমাধান দিয়েছেন। আমরা বেদের যে মন্ত্র গুলো দেখতে পাই– তার মধ্যে কোনোটি পদ্যরূপে ছন্দ বদ্ধ, কোনটি গানরূপে, আবার কোনোটি গদ্যরূপে। কোনোটি যজ্ঞে প্রযুক্ত হয়, আবার কোনোটি সৃষ্টি বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে– এই যে বেদ মন্ত্র গুলো কোনটি ছন্দবদ্ধ, আবার কোনটি গদ্যাকার, কোনোটি গানরূপে, কোনটি যজ্ঞে প্রযুক্ত হয়, আবার কোনটি সৃষ্টির নির্মাণ ও প্রলয়াদি প্রতিপাদক মন্ত্র। তবে কি পরমেশ্বরই এভাবে মন্ত্র গুলো প্রেরণ করেছেন? নাকি ঋষিগণ এগুলোকে এভাবে সাজিয়েছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর, মূলত এই মন্ত্রেই রয়েছে।

কারণ, মহর্ষি জৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শনের ২য় অধ্যায়ের, ১ম পাদের, ৩৫ থেকে ৩৭ সূত্র অনুসারে, "ঋক" দ্বারা এখানে পাদবদ্ধ পদ্য মন্ত্র, "সাম" দ্বারা গায়ন করার উপযোগী মন্ত্র এবং "যজুঃ" দ্বারা বাকি গদ্যাত্মক মন্ত্র বোঝায়।

তেষাং ঋগ্ য়ত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।৩৫
গীতিষু সামাখ্যা।৩৬
শেষে যজুঃ শব্দ।৩৭
(পূর্বমীমাংসা ২। ১। ৩৫-৩৭)

অর্থঃ *যেসব মন্ত্রের মধ্যে অর্থবশত পাদব্যবস্থা (পদ্যের ন্যায়) দেখা যায়, সেগুলোকে "ঋক" বলা হয়। যে মন্ত্র গায়ন করে উচ্চারণ করা হয়, সেগুলোকে "সাম" বলা হয়। এই দুই প্রাকার মন্ত্র ব্যতীত অবশিষ্ট সকল মন্ত্রই "যজুঃ" শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত ।*

तेषामृग् यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥३५॥

[तेषाम्] उन आम्नात मन्त्रों के मध्य [ऋक्] वे ऋक्=ऋचा हैं [यत्र] जहाँ [अर्थवशेन] अर्थ के अनुरोध से [पादव्यवस्था] पादों–चरणों की व्यवस्था देखी जाती है।

गीतिषु सामाख्या ॥३६॥

[गीतिषु] गान के साथ उच्चरित किए जानेवाले मन्त्रों में [सामाख्या] साम यह नाम होता है।

शेषे यजुःशब्दः ॥३७॥

[शेषे] ऋक् और साम-संज्ञक मन्त्रों से जो शेष=बचे रह जाते हैं, उनमें [यजुःशब्दः] यजुः शब्द का व्यवहार होता है।

আর উক্ত মন্ত্রে "ছন্দ" শব্দটি দ্বারা বেদে প্রযুক্ত অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুভ, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দকে নির্দেশ করে। আর "পুরাণ" শব্দটি দ্বারা, পবিত্র বেদে বর্ণিত "জগদুৎপত্তির প্রাচীন বৃত্তান্তকে" নির্দেশ করে। আর মন্ত্রে বলা হচ্ছে, এই সবকিছু এভাবে পরমেশ্বর থেকেই উদ্ভুত হয়েছে।

তাই অথর্ববেদের (১১।৭।২৪) মন্ত্রটির প্রকৃত অর্থটি হলো—

পাদবদ্ধ মন্ত্র, গীতবিশিষ্ট মন্ত্র, গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দ, যজ্ঞ প্রতিপাদক বা গদ্যাত্মক মন্ত্র সহ সৃষ্টি-প্রলয়াদি প্রতিপাদক মন্ত্র এবং আকাশে বর্তমান সূর্যের আকর্ষণে গতিমান সকল গ্রহাদি—এই সকলই উচ্ছিষ্যমান পরমেশ্বরে আশ্রিত বা পরমেশ্বর থেকে উদ্ভুত।

यच्चं प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः॥ २३॥
ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः॥ २४॥
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः॥ २५॥
आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः॥ २६॥
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः॥ २७॥

१. **यत् च**=जो भी प्राणिसमूह **प्राणेन प्राणति**=प्राणवायु से प्राणन-व्यापार करता है अथवा घ्राणेन्द्रिय से गन्धों को सूँघता है, **यत् च**=और जो प्राणिसमूह **चक्षुषा पश्यति**=आँख से रूप को देखता है **सर्वे**=वे सब प्राणी **उच्छिष्टात् जज्ञिरे**=उच्छिष्यमाण प्रभु से प्रादुर्भूत हुए हैं तथा **दिवि**=द्युलोक में स्थित **दिविश्रितः**=प्रकाशमय सूर्य के आकर्षण में श्रित **देवाः**=(दिव् गतौ) गतिमय लोक उस उच्छिष्ट प्रभु में ही आश्रित हैं। २. **ऋचः**=पादबद्ध मन्त्र, **सामानि**=गीतिविशिष्टमन्त्र, **छन्दांसि**=गायत्री आदि सातों छन्द, **यजुषा सह**=यज्ञ प्रतिपादक मन्त्रों के साथ **पुराणम्**=सृष्टि-निर्माण व प्रलयादि के प्रतिपादक मन्त्र ये सब उच्छिष्यमाण प्रभु में आश्रित हैं।

Pandit Lekhram Vedic Mission (176 of 608.)

সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, অথর্ববেদে বর্ণিত "পুরাণ" শব্দটি দ্বারা, বেদেরই এক ধরণের বিশেষ মন্ত্রের ইঙ্গিত করা হয়েছে, অন্য কোন গ্রন্থ বিশেষকে নয়। আর তা হল, আদি সৃষ্টির প্রাচীন বৃত্তান্ত বর্ণনাকারী বেদমন্ত্র।

রামকৃষ্ণ কথামৃত ও মহর্ষি দয়ানন্দ রহস্য

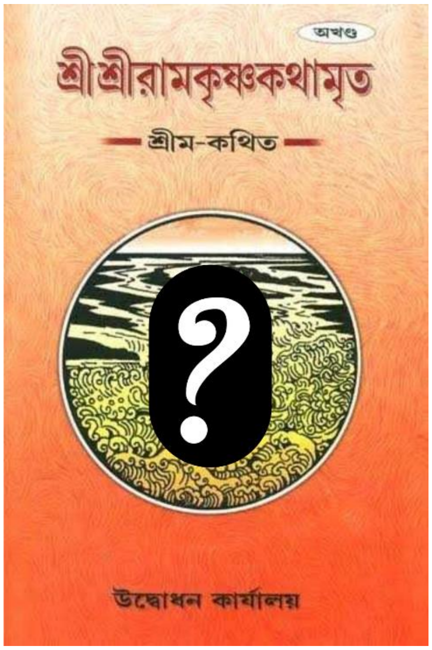

অতি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণ কথামৃত দ্বারা মহর্ষি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজীর জ্ঞানের ওপর প্রশ্ন তোলার দুঃসাহস কিছু অবোধ শিশুগণ করছেন । তাদের ন্যূন জ্ঞান দ্বারা তারা বিবিধ অপ্রামাণিক ও সাম্প্রদায়িক পুস্তক দ্বারা এহেন সিদ্ধান্ত প্রচার করে আত্মতুষ্টিতে ভোগে । কদাচিৎ তারা স্মরণ রাখে যে , যে পুস্তক নিজস্ব সম্প্রদায়ের তাতে অন্যদের হেয় করার ষড়যন্ত্র বা মিথ্যাচার থাকতেই পারে । উপযুক্ত প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে যা প্রমাণ করা সম্ভব । রামকৃষ্ণ মিশনের কথামৃতের যে অংশটি তারা তুলে ধরে তা নিম্নরূপ -

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর

গৃহস্থাশ্রমকথা-প্রসঙ্গে — নির্লিপ্ত সংসারী

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন — কিন্তু কোঁচড় পরিপূর্ণ হয়েছে, এত ভার বোধ হচ্ছে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

আধার, আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যতরকম সমস্যা উদয় হয়েছে, সব সমস্যা পূরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অবাক্ হয়েছেন। দয়ানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখিলেন, তখন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমরা এত বেদ-বেদান্ত কেবল পড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তাহার ফল দেখিতেছি; এঁকে দেখে প্রমাণ হল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান। [রামকৃষ্ণ কথামৃত - ১ম খণ্ড]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থাশ্রমকথাপ্রসঙ্গে।]

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন—কিন্তু কোঁচড় পরিপূর্ণ হ'য়েছে, এত ভার বোধ হচ্চে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার, আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্যা উদয় হ'য়েছে—সব সমস্যা পুরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অবাক্ হ'য়েছেন। দয়ানন্দ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও যখন তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখিলেন, তখন আক্ষেপ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা এত বেদ বেদান্ত কেবল প'ড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তাহার ফল দেখিতেছি; এঁকে দেখে প্রমাণ হ'ল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, আর এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান। আবার ইংরাজী পড়া কেশবচন্দ্র সেনাদি পণ্ডিতেরাও ঠাকুরকে দেখে অবাক্ হয়েছেন!—কি আশ্চর্য্য, নিরক্ষর ব্যক্তি এ সব কথা কিরূপে বল্‌ছেন! এ যে ঠিক যীশুখ্রীষ্টের মত কথা! গ্রাম্যভাষা! সেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝান—যাতে পুরুষ স্ত্রী ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু, Father (পিতা) Father (পিতা) করে পাগল হ'য়েছিলেন, ইনি মা মা ক'রে পাগল। শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে,—ঈশ্বর প্রেম 'কলসে কলসে ঢালে, তবু না ফুরায়।' ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইহারও জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাই কথাগুলির এত জোর। সংসারী লোক বল্লে তো এত জোর হয় না; কেন না, তারা ত্যাগী নয়, তাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস কই? কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন,—এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন ক'রে হ'ল! কি আশ্চর্য্য! কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই! সব ধর্ম্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই।

আজ মহিমাচরণের সহিত ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কোন ভক্ত ভাব্‌ছেন, 'ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ ক'র্‌তে বল্লেন্ না—বরং বল্‌ছেন, সংসার

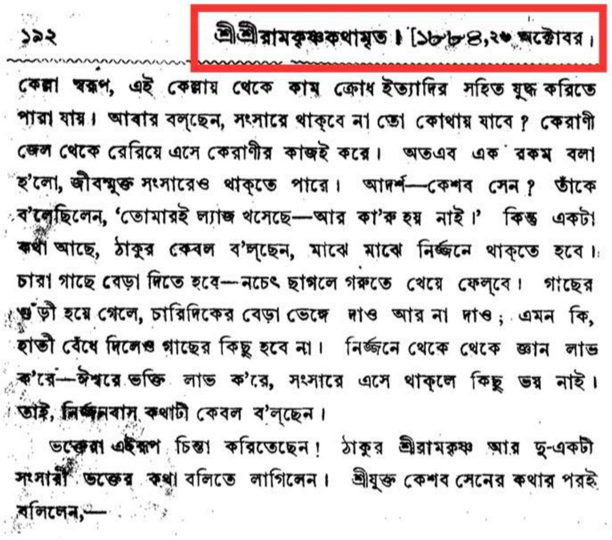

১৯২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [১৮৮৪,২৬ অক্টোবর।

কেল্লা স্বরূপ, এই কেল্লায় থেকে কাম ক্রোধ ইত্যাদির সহিত যুদ্ধ করিতে পারা যায়। আবার বল্‌ছেন, সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? কেরাণী জেল থেকে বেরিয়ে এসে কেরাণীর কাজই করে। অতএব এক রকম বলা হ'লো, জীবন্মুক্ত সংসারেও থাকতে পারে। আদর্শ—কেশব সেন? তাঁকে ব'লেছিলেন, 'তোমারই ল্যাজ খসেছে—আর কা'রু হয় নাই।' কিন্তু একটা কথা আছে, ঠাকুর কেবল ব'লছেন, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থাকতে হবে। চারা গাছে বেড়া দিতে হবে—নচেৎ ছাগলে গরুতে খেয়ে ফেল্‌বে। গাছের গুঁড়ী হয়ে গেলে, চারিদিকের বেড়া ভেঙ্গে দাও আর না দাও; এমন কি, হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হবে না। নির্জ্জনে থেকে থেকে জ্ঞান লাভ ক'রে—ঈশ্বরে ভক্তি লাভ ক'রে, সংসারে এসে থাকলে কিছু ভয় নাই। তাই, নির্জ্জনবাস কথাটী কেবল ব'ল্‌ছেন।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর দু-একটী সংসারী ভক্তের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের কথার পরই বলিলেন,—

এখান থেকে বিরোধীগণ যে বিষয়টি তুলে ধরেন তা হল , মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে নিজের অজ্ঞতার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন ।

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমরা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেই উপরের কন্টেক্সট অনুযায়ী কোথাও মহর্ষি নিজেকে অজ্ঞ বা নিজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেননি ।

- এবার আসি শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃতের ইতিহাস নিয়ে -

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (যিনি "শ্রীম" ছদ্মনামে কথামৃত রচনা করেন) ছিলেন কলকাতার রিপন কলেজের অধ্যাপক। ১৮৮২ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তার আলাপ হয়। রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে আকর্ষিত হয়ে মহেন্দ্রনাথ তার কথোপকথন ও কার্যকলাপের স্টেনোগ্রাফিক রেকর্ড রাখতে শুরু করেন নিজের ডায়েরিতে। এই রেকর্ডটিই পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নামক বইয়ের আকার নেয়। প্রথম দিকে মহেন্দ্রনাথ যখন ডায়েরি লিখতে শুরু করেছিলেন, তখন তার সেটি প্রকাশের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। রচনাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "বাড়ি ফেরার পর স্মৃতি থেকে সব কিছু লিখে রাখতাম। মাঝে মাঝে সারা রাতও জেগে থাকতে হত...মাঝে মাঝে টানা সাত দিন বসে থেকে লিখতে হত। গানগুলিকে স্মরণে আনতে হত, কোন ক্রমে সেগুলি গাওয়া হয়েছিল, সেগুলিও মনে করতে হত, সমাধি ও অন্যান্য সব ঘটনার কথা মনে করতে হত।"

[Tyagananda; Vrajaprana (২০১০)। Interpreting Ramakrishna: Kali's Child Revisited - http://www.interpretingramakrishna.com/toc.html - পৃষ্ঠা ৭-৮]

কথামৃত-এর প্রথম খণ্ড (১৯০২) প্রকাশের আগে আ লিফ ফ্রম দ্য গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৯৭) নামে একটি ছোট ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মৃত্যুর পর তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে মহেন্দ্রনাথ নিজের ডায়েরিটি প্রকাশের উদ্যোগ নেন। তিনি ভেবেছিলেন এর মাধ্যমে রামকৃষ্ণের চিন্তাভাবনার কথা সঠিকভাবে লোকসমক্ষে প্রচার করা যাবে। ডায়েরি প্রকাশের আগে তিনি সারদা দেবীর অনুমতিও নেন। ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে তাঁর ডায়েরির অংশবিশেষ বঙ্গদর্শন, উদ্‌বোধন, হিন্দু পত্রিকা, সাহিত্য পত্রিকা, জন্মভূমি প্রভৃতি প্রথম সারির সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথম চারটি খণ্ড যথাক্রমে ১৯০২, ১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। মহেন্দ্রনাথের অসুস্থতার জন্য পঞ্চম খণ্ডটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়। অবশেষে ১৯৩২ সালে পঞ্চম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ সালে মারা যাওয়ার আগে মহেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ছয় বা সাতটি খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশের পর তিনি গোটা বইটির বিষয়বস্তু কালানুক্রমিকভাবে সাজাবেন।

. অর্থাৎ, রামকৃষ্ণের সাথে শ্রীমের সাক্ষাৎ হয় ১৮৮২ সালে । এর আগে তিনি জানতেন না এবং কথামৃতে যা উল্লেখ আছে সবই সেই তারিখের ঘটনা । এই বিষয়ে আরো একটি প্রমাণ হল রামকৃষ্ণ কথামৃতে স্বয়ং গ্রন্থকারই স্বীকার করে বলেছেন -

▶' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চারি ভাগ প্রকাশিত হইল। শ্রীম-বা মাষ্টার বা M (a son of the Lord and servant) একই ব্যক্তি। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন অন্য ভক্তদিগের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই । গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাহার দৈনন্দিন কাহিনী Diary লিপিবদ্ধ ছিল। যেই দিনে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন সেই দিনেই সমস্ত স্মরণ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল । ' ◀

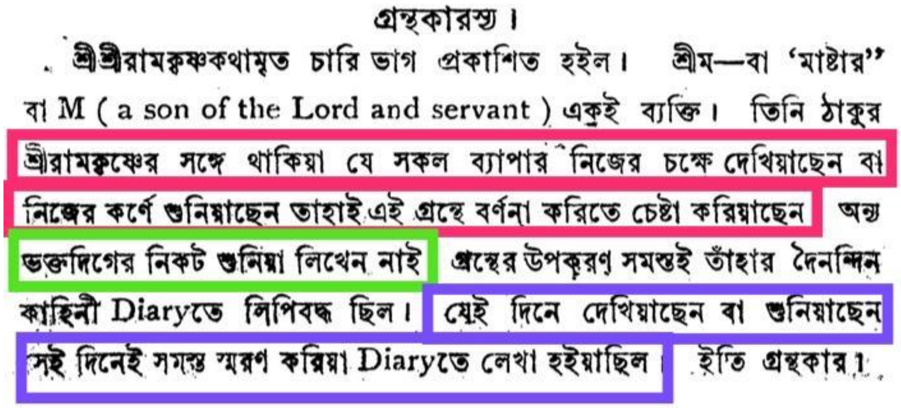

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চারি ভাগ প্রকাশিত হইল। শ্রীম—বা 'মাষ্টার' বা M (a son of the Lord and servant) একই ব্যক্তি। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন অন্য ভক্তদিগের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনী Diaryতে লিপিবদ্ধ ছিল। যেই দিনে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন সেই দিনেই সমস্ত স্মরণ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল। ইতি গ্রন্থকার।

অর্থাৎ , <u>১৮৮৪ সালের উক্ত ২৬ অক্টোবরের ঘটনাও তার সম্মুখেই হওয়ার কথা এবং এর পক্ষে স্বয়ং গ্রন্থাকার স্বীকার করছেন । এখানে উক্ত ঘটনা স্মৃতি বা শুনে লেখা তার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই ।</u>

এবার আসুন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর বঙ্গ তথা কলকাতা ভ্রমণ প্রসঙ্গে । মহর্ষির সকল জীবনী অনুযায়ী ***১৮৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় আসেন ও ১৮৭৩ সালের ১৬ই এপ্রিল কলকাতা ত্যাগ করেন ।***

দয়ানন্দ প্রসঙ্গ

১৬ ডিসেম্বর, ১৮৭২ কাশী শাস্ত্র-বিচারের বিজেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় পৌছিলেন। ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনে সন্ন্যাসীকে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বরাহনগর "নাইনান"বাগান বাড়ীতে তাহার আহার ও বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল।

[পাদটীকা- ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা, "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা। কাশী শাস্ত্রবিচারে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির বেদজ্ঞ পণ্ডিত, বহু বৈদিক সাহিত্যের প্রকাশক।তিনিও কাশী শাস্ত্রবিচারে উপস্থিত ছিলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি (বোম্বাই, ১৮৮৫) ছিলেন।]

১৭-২০ ডিসেম্বর, ১৮৭২। দয়ানন্দ সন্ন্যাসীর দর্শনের জন্য "নাইনানে" অসম্ভব লোকসমাগম। তাহার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইলাম না।

২১ ডিসেম্বর ১৮৭২। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। কেশবচন্দ্র সেনকেও দেখিলাম।

২২ ডিসেম্বর ১৮৭২। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ত্রিদিব ভট্টাচার্যের সঙ্গে সন্ন্যাসীর দর্শন করিলাম। যজ্ঞোপবীত, বর্ণভেদ, যজ্ঞ, আত্মা ও ষড়দর্শন সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। আত্মা তৃপ্ত হইল।

[পাদটীকা—দ্বিজেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং হেমেন্দ্রনাথ তাহার তৃতীয় পুত্র।]

দয়ানন্দ প্রসঙ্গ

১লা এপ্রিল ১৮৭৩, দয়ানন্দের বরাহনগরত্যাগ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হুগলীতে উপস্থিতি। বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডলের বাগানবাড়ীতে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র সহিত স্বামীজীর প্রশ্নোত্তর। রেভারেণ্ডের পরাজয়।

২-৫ এপ্রিল ১৮৭৩। বৃন্দাবনবাবুর গৃহে স্বামীজীর সংস্কৃতে বক্তৃতা। সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ভট্টপল্লীর পণ্ডিতেরা বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ।

৭-৮ এপ্রিল ১৮৭৩। ৮ই এপ্রিল ভট্টপল্লীর পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্নের (কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত) সহিত স্বামীজীর মূর্তিপূজা বিষয়ে শাস্ত্রবিচার। তারাচরণের পরাজয়।

৯-১২ এপ্রিল ১৮৭৩। মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হুগলীর বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর পরিভ্রমণ। : ১৩ এপ্রিল ১৮৭৩। স্বামীজীর বর্ধমানে উপস্থিতি। রাজা বনবিহারী কাপুর রাজবাড়ীতে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন।

১৪-১৫ এপ্রিল ১৮৭৩। বর্ধমান রাজবাড়ীতে স্বামীজীর উপদেশ। বহুলোকের সমাগম। রাজা বাহাদুরের ধর্মোপদেশ শুনিতে নিয়মিত যোগদান কিন্তু ঔদাসীন্য।

১৬ই এপ্রিল ১৮৭৩। স্বামীজীর বর্ধমান ত্যাগ ও ভাগলপুর অভিমুখে যাত্রা।

সমাপ্ত

राजधानी कलकत्ता में स्वामी जी का पधारना तथा अवस्थिति
(१६ दिसम्बर, सन् १८७२ से मार्च सन् १८७३ के अन्त तक)

स्वामी जी को कलकत्ता में बुलाने के लिए अधिक उद्योग श्री चन्द्रशेखर सेन बारिस्टर ऐट ला ने किया। पहले तो वह देवेन्द्रनाथ ठाकुर के पास गया। वह प्रबन्ध में असमर्थ थे और चाहते भी न थे। इसीलिए वह सौरेन्द्रमोहन जी के पास गया। उन्होने भी पहले कोई अनुराग नहीं दिखलाया परन्तु जब दूसरे दिन चन्द्रशेखर सेन हवड़ा स्टेशन से स्वामी जी को लेकर पहुँचे तब स्वामी जी को देख सौरेन्द्रमोहन जी बडे सत्कार से उन्हें अपने बाग में ले गये और वहां सब खानपान का प्रबन्ध कर दिया। एक गजानन विद्यार्थी मिर्जापुरी स्वामी जी के साथ था, जो मनु पढ़ता था।

जिस स्थान पर स्वामी जी ठहरे थे वह बारकपुर ट्रंकरोड के साथ टालागांव के समीप 'प्रमोद कानन' नाम का बाग है, जिसका दूसरा नाम 'निनयान' (नाईनान) भी है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध समाचार-पत्र 'इण्डियन मिरर' कलकत्ता के ३० दिसम्बर, सन् १८७२ के अंक में लिखा है कि 'एक बड़ा प्रबल मूर्ति भंजक हिन्दू अर्थात् पण्डित दयानन्द सरस्वती, जिसने अभी कुछ समय पहले बनारस के सर्वश्रेष्ठ पंडितों को एक सार्वजनिक शास्त्रार्थ में पराजित किया और अपने अन्य कार्यों से पूर्वी भारत में बड़ी प्रसिद्धि

আবার মহর্ষি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজী ৩০ অক্টোবর ১৮৮৩ (বয়স ৫৯) দেহত্যাগ করেন ।

कर बड़ी प्रसन्नता और हर्ष सहित गायत्री मन्त्र का पाठ करने लगे और गायत्री मन्त्र के पाठ के पश्चात् हर्ष और प्रफुल्लित चित्त सहित कुछ समय तक समाधियुक्त रह नयन खोल यों कहने लगे कि '**हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान् ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, आहा' ! तैने अच्छी लीला की।**' बस इतना कह स्वामी जी महाराज ने जो सीधे लेट रहे थे, स्वयं करवट ली और एक प्रकार से श्वास को रोक एक साथ ही बाहर निकाल दिया।" ('भारतमित्र' से)

उस समय सन्ध्या के ६ बजे थे और दीपावली का दिन था। विक्रम का संवत् १९४० और कार्तिक बदि अमावस तिथि थी। कृष्णपक्ष का अन्त और शुक्लपक्ष का आरम्भ था। ईसवी सन् १८८३ तारीख ३० अक्तूबर और दिन मंगल का था। संक्रांति के हिसाब से कार्तिक की १५ तारीख थी।

स्वामी जी की वसीयत के अनुसार शरीर-संस्कार—उन के परलोकगमन का समाचार सुनकर

१. यह "अहा" का शब्द उन्होंने ऐसा कहा था जैसे कि कोई व्यक्ति कई वर्षों से पिछड़े हुए प्यारे मित्र को मिलने पर प्रसन्नता प्रकट करता है और उस समय की दशा उन की प्रसन्नता की दशा थी और यही कारण है कि उन की इस विचित्र प्रसन्नता की दशा ने महान् विद्वान् पंडित गुरुदत्त को ईश्वरसत्ता का अत्यन्त ही प्रबल प्रत्यक्ष प्रमाण बिन बोले दे दिया। विदित रहे कि उस समय पडित गुरुदत्त जी एम० ए० चुपचाप खड़े हुए दत्तचित्त होकर उस दशा का अध्ययन कर रहे थे और योगसिद्धि का फल देख रहे थे। (आत्माराम)

তাহলে তার ১০ বছর পর ১৮৮4 সালে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে ওনার দেখা হয় কিভাবে ? ভূতের সাথে দেখা হয়েছিল কি ? যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম মতে সাধনা (?) করে জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখেছিলেন ?

পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম তথা জন্মগত বর্ণ নিয়ে আর ব্রাহ্মণ্যবাদের মান্যতার একটু সামান্য দৃষ্টান্ত দেখি -

শ্রীরামকৃষ্ণ — অদ্বৈতগোস্বামী বংশ, — আকরের গুণ আছেই!

"নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়। (ভক্তদের হাস্য) খারাপ আম হয় না। তবে মাটির গুণে একটু ছোট বড় হয়। আপনি কি বলেন?"

গোস্বামী (বিনীতভাবে) — আজ্ঞে, আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি যাই বল, — অন্য লোকে ছাড়বে কেন?

"ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক — তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র বলে সকলের পূজনীয়। (মাস্টারের প্রতি) শঙ্খচিলের কথাটি বল তো!"

*[রাঃকথামৃতঃ , চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা **১৯২** ; অখণ্ড সংস্করণ , পৃষ্ঠা ৫৫১, ৩য় প্রকাশ, ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী]।

মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথা কইতে কইতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করিলেন। বয়স আন্দাজ ত্রিশের মধ্যে। গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'আপনারা কি অদ্বৈতবংশ?' গোস্বামী—'আজ্ঞা হাঁ।'

ঠাকুর অদ্বৈতবংশ শুনিয়া গোস্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছেন।

[গোস্বামীবংশ ও ব্রাহ্মণ পূজনীয়। মহাপুরুষের বংশে জন্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। অদ্বৈতগোস্বামী বংশ,—আকরের গুণ আছেই!

"নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয় (ভক্তদের হাস্য)। খারাপ আম হয় না। তবে মাটীর গুণে একটু ছোট বড় হয়। আপনি কি বল?

---

১৯২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [1884, 19th September.

গোস্বামী (বিনীত ভাবে)। আজ্ঞা, আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি যাই বল;—অন্য লোকে ছাড়বে কেন?

"ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক—তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র, বোলে সকলের পূজনীয়। (মাষ্টারের প্রতি) শঙ্খচিলের কথাটি বলত!

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন—হাজার দোষ থাকুক। যখন গন্ধর্ব্ব কৌরবদের বন্দী করলে যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত করলেন। যে দুর্য্যোধন এত শত্রুতা করেছে, যার জন্য যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন।

"তা ছাড়া ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন।

অতঃ প্রমাণিত হয় যে উক্ত ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং সাম্প্রদায়িক মিথ্যাচার মাত্র । যারা এই প্রসঙ্গ তুলে শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজীকে হেয় করার চেষ্টা করে তারাও উক্ত মিথ্যাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত মাত্র ।

পুরুষসূক্তে উল্লেখিত পুরুষের যথার্থ স্বরূপ

সম্প্রতি ফেসবুকে একদল নব্য বেদ ব্যাখ্যাকারের আবির্ভাব হয়েছে। তারা বেদের মূল ভাবগত অর্থ বিশ্লেষণ করতে না পেরে বেদ মন্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদ প্রচার করে নিজেদের বেদ জ্ঞানী ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু তারা যে এভাবে বেদাঙ্গ অনুসরণ না করে বেদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টার মাধ্যকে বেদের অপব্যাখ্যা করছে সেটি তুলে ধরার জন্যই আজকের এই লেখা।

আজকে আমরা পুরুষ সূক্তে আলোকপাত করব। পুরুষ সূক্ত বেদের একটি বিখ্যাত সূক্ত। এই সূক্তে ১৬টি মন্ত্র রয়েছে। এই সূক্তটি ঋগ্বেদে, যজুর্বেদে, অথর্ববেদে পাওয়া যায়। এছাড়া সামবেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শতপথ ব্রাহ্মণ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদসহ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে পুরুষ সূক্তের কিছু মন্ত্র পাওয়া যায়। তবে পুরো পুরুষ সূক্ত নিয়ে কথা বলে সময় ও আলোচনা উভয়ই দীর্ঘায়িত না করে শুধু এর প্রথম মন্ত্রটি নিয়ে আলোচনা করে সেইসব বেদ অপব্যাখ্যাকারীদের মূর্খতা সকলের সামনে তুলে ধরা হবে।
পুরুষ সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি হলো—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ।।

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ এই মন্ত্রে 'ইহা স্বয়ং পুরুষেরই রূপ, কাল্পনিক বা রূপক জাতীয় কিছু না।'

দাবী খণ্ডনঃ

আপনাদের এই দাবী যথেষ্ট হাস্যকর এবং অজ্ঞানতামূলক। এই মন্ত্রে 'পুরুষ' শব্দটি দেখে আপনারা খুশিতে ঈশ্বরকে একজন পুরুষ (পুং) হিসেবে দাবী করছেন। এতে আপনাদের ব্যাকরণগত, নিরুক্তগত এবং বৈদিক গ্রন্থগত জ্ঞানহীনতা স্পষ্ট হয়। কারণ–

১. 'পুরুষ' শব্দটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণে দেখা যায় এটি 'পৃ' ধাতু দ্বারা গঠিত। পাণিনিয় ধাতুপাঠেদের 'চুরাদি' গণে এই ধাতুটির অর্থ লেখা 'পৃ পুরণে'। অর্থাৎ 'পৃ' ধাতুর অর্থ হলো 'পূর্ণ'। এর সাথে ***উণাদি (৪।৭৪)*** 'পুরঃ

কুষন্' সূত্র অনুসারে 'কুষন্' প্রত্যয়যোগে 'পুরুষ' শব্দটি গঠিত হয়। অর্থাৎ পুরুষ শব্দটির ধাত্বার্থক অর্থই হলো 'পূর্ণ'।

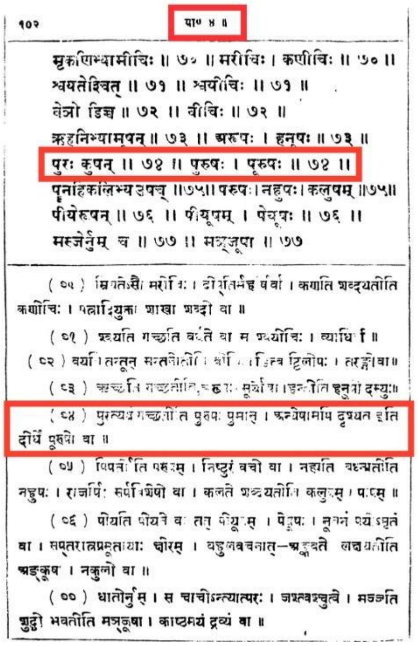
१०२ पा० ४ ॥

मृकणिभ्यामीचिः ॥ ७० ॥ मरीचिः । कणीचिः ॥ ७० ॥
श्वयतेश्चित् ॥ ७१ ॥ श्वयीचिः ॥ ७१ ॥
वेञो डिच्च ॥ ७२ ॥ वीचिः ॥ ७२ ॥
ऋहनिभ्यामुषन् ॥ ७३ ॥ अरुषः । हनूषः ॥ ७३ ॥
पुरः कुषन् ॥ ७४ ॥ पुरुषः । पूरुषः ॥ ७४ ॥
पृनहिकलिभ्य उषच् ॥ ७५ ॥ परुषः । नहुषः । कलुषम् ॥ ७५ ॥
पीयेरूषन् ॥ ७६ ॥ पीयूषम् । पेयूषः ॥ ७६ ॥
मस्जेर्नुम् च ॥ ७७ ॥ मञ्जूषा ॥ ७७

(७०) म्रियतेऽसौ मरीचिः । दीप्तिर्मेघ [illegible] । कणति शब्दयतीति कणीचिः । पत्रादियुक्ता शाखा शब्दो वा ॥
(७१) श्वयति गच्छति वर्धते वा स श्वयीचिः । व्याधिः ॥
(७२) वर्या । तन्तून् सन्तनोतीति [illegible] । डित्त्वं टिलोपः । तरङ्गो वा ॥
(७३) ऋच्छति गच्छतीति [illegible] सूर्यो वा । हन्तीति हनूषो दस्युः ॥
(७४) पुरत्यग्रे गच्छतीति पुरुषः पुमान् । अन्येषामपि दृश्यत इति दीर्घे पूरुषो वा ॥
(७५) पिपर्तीति परुषम् । निष्ठुरं वचो वा । नह्यति बध्नातीति नहुषः । राजर्षिः सर्पविशेषो वा । कलते शब्दयतीति कलुषम् । पापम् ॥
(७६) पीयति पीयते वा तत् पीयूषम् । पेयूषः । नूतनं पयोऽमृतं वा । सप्तरात्रप्रसूतायाः क्षीरम् । बहुलवचनात्—अङ्कूषते लक्षयतीति अङ्कूषः । नकुलो वा ॥
(७७) धातोर्नुम् । स चाचोऽन्त्यात्परः । जश्त्वश्चुत्वे । मज्जति शुद्धो भवतीति मञ्जूषा । काष्ठमयं द्रव्यं वा ॥

২. **নিরুক্তে (২।৩)** পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যায় যাস্কাচার্য এভাবে বলেছেন,
"পুরুষঃ পুরিষাদঃ পুরিশয়ঃ পূরতের্বা। পূরয়ত্যন্তরিত্যন্তঃ পুরুষমভিপ্রেত্য। 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিদ্। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্বম্' ইতি নিগমো ভবতি।"

অর্থাৎ *পুরিতে (ব্রহ্মাণ্ডে) বসার কারণে অথবা পুরিতে (ব্রহ্মাণ্ডে) শয়ন করার কারণে পুরুষ বলা হয়। অথবা এটি বৃদ্ধ্যর্থক পুরী ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়। অন্তঃপুরুষ পরমাত্মাকে পুরুষ এজন্য বলা হয় যে, তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের সত্তা দ্বারা পূর্ণ করে আছেন। এই বিষয়ে বলা হয়েছে 'যস্মাৎ পরং....পুরুষেণ সর্বম্'।*

এখানে নিরুক্তে পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে উদাহরণ স্বরূপ যাস্কাচার্য **তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০।১০।২৩** তথা **শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩।৯** মন্ত্রটি উল্লেখ করে প্রমাণ দেখিয়েছেন যে 'পুরুষ হলেন সর্বব্যাপী পরমেশ্বর'।

यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् , इति ।

यदुक्तं शुभया स्मृत्या संयुनक्त्विति तत्र स्मरणीयं तत्त्वमत्र निर्दिश्यते—**यस्माद्ब्रह्मतत्त्वात्परमुत्कृष्टमपरं** निकृष्टं वा वस्तु **किंचिदपि नास्ति । यस्माद्ब्रह्मतत्त्वादणीयोऽ**त्यल्पं वस्तु **नास्ति** । तथा **ज्यायोऽ**धिकमपि **कश्चि**त्किंचिदपि वस्तु नास्ति । परापरशब्दाभ्यां गुणोत्कर्षनिकर्षौ विवक्षितौ । ज्यायोणीयःशब्दाभ्यां परिमाणोत्कर्षापकर्षौ । सर्वप्रकारोत्कर्षापकर्षनिषेधेनाद्वितीयत्वं सिध्यति । यथा लोके **वृक्षो** गमनागमनरहित एकत्रैव **स्तब्धोऽ**वतिष्ठते तद्वदयमद्वितीय **एकः** परमेश्वरः **स्तब्धो** निर्विकारो **दिवि** द्योतनात्मके स्वप्रकाशस्वरूपे **तिष्ठति । तेन पुरुषेण पूर्णेन** चिदेकरसेन परमात्मना **सर्वमिदं** जगत्**पूर्णम्** । जगदाकारो नास्ति ब्रह्मतत्त्वमेवावस्थितमित्यर्थः ।

আপনাদের সুবিধার্থে মন্ত্রটির অনুবাদ দেওয়া হলো–

য়স্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ য়স্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োऽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।।

সরলার্থঃ *যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নেই, যাঁর থেকে সূক্ষ্ম ও মহান্ কেউ নেই, যিনি প্রকাশময় স্বরূপে বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে বিরাজমান, সেই এক ও অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিব্যাপ্ত।*

राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । राजा राजतेः । पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पूरयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य—"यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चिद् यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥" (तै० आरण्य० १० । १० । २३) इत्यपि निगमो भवति ॥

भा०—समासस्योदाहरणं दीयते—'राज्ञः पुरुषः' इति समासार्थः, 'राजपुरुषः' इति उत्तरपदप्रधानः षष्ठीतत्पुरुषः समासः, राजसम्बन्धी पुरुषोऽभिधेयः । स चैकपर्वकः समासः । "राजृ दीप्तौ" (भ्वादि०) ततः "कनिन् युवृषितक्षिराजि····" (उणा० १ । १५६) इति कनिन् प्रत्ययः । राजते प्रकाशते शासनगुणैः स राजा, पुरुषस्तु प्रसिद्ध एव, तथापि व्यापकनिरुक्तिः क्रियते पुरुषः पुरिषादः—पुरि शरीरे सीदति विशतीति पुरुषः 'पुरि' इत्युपपदे सद धातोः 'डः' प्रत्ययस्तत्र टिलोपः, उपपदस्य 'इकारस्थाने' 'उकारः', पुरुषः । यद्वा पुरि

पकारः, इकारस्योकारः पूर्ववदेव । पुरुषः पूरयतेः "पॄ पूरणे (चुरादि०) तथोणादौ "पुरः कुषन्" (उणा० ४ । ७४) यतः पूरयति, अन्तः—अन्तःस्थलं

मस्ति । पूरयतीत्यर्थं लक्ष्यीकृत्य "यस्मात्परं····" इति प्रमाणात् । अस्मिन् तस्यान्तर्यामिणः परमात्मनः पुरुषधर्मः पूरयितृत्वं दर्श्यते । यद् यस्मात् परं सर्वेभ्यः परं तत्तुल्यं परे वर्तमानं नास्ति, उक्तं यथा "त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः" (ऋ० १ । ५२ । १२) आकाशस्यापि पारे परमात्माऽस्ति । "तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः" (यजु० ४०।५) न च तस्मात्परं यद्वाऽपरं किञ्चिद्, अपरमवरं निकटं तत्सदृशं किमपि न निकटम्—उक्तं हि "य आत्मनि तिष्ठन्····" (शतपथे० १४।६।

६७ [अ० २ । पा० १ । खं० ३

७ । ३०) स्वात्मान्यपि विराजमानोऽस्ति यस्माच्चाणीयो ऽणुतरो ऽणोरणुरपि न कश्चिदस्ति परस्माज्ज्यायो ज्येष्ठतरो ज्येष्ठाज्ज्येष्ठोऽस्ति नित्यमुक्तस्वरूपे प्रकाशात्मके वृक्ष इवाचलो ध्रुवः सर्वस्य जडजङ्गमस्याधारभूत इवैकस्तेन पुरुषेण जगत् पूर्णमस्ति । इति त्वेकपर्वणः समासस्योदाहरणमासीत् । द्वितीयं विशिष्टं क्लिष्टमनेकपर्वणः समासस्योदाहरणं दीयतेऽनन्तरमेव ।

৩. বেদের ব্যাখ্যানরূপ যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখিত হয়েছে সেখানেও পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা এরূপে করা হয়েছে–

"ইমে বৈ লোকাঃ পূরয়মেব পুরুষো যোহয়ং পবতে সোহস্যাং পুরি শেতে তস্মাৎপুরুষঃ"
(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।৬।২।১)

অর্থাৎ *এই লোক (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) হলো পুর। এবং পুরুষ হচ্ছেন তিনি, যিনি বাহিত হন। তিনি এই পুরে ব্যাপকরূপে শয়ন করেন জন্য তিনি পুরুষ।*

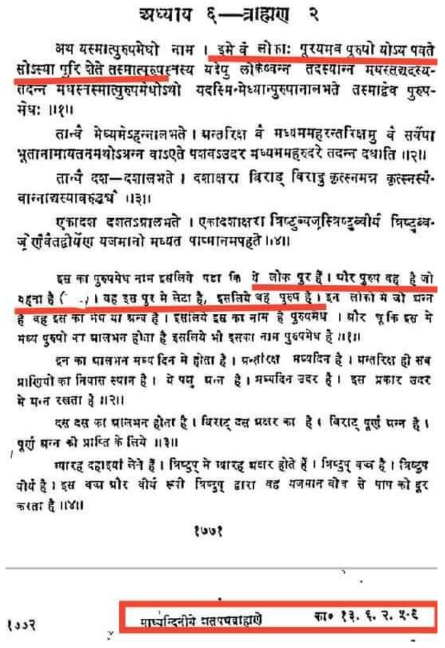
अध्याय ६—ब्राह्मण २

अथ यस्मात्पुरुषमेधो नाम । इमे वै लोकाः पूरयमेव पुरुषो योऽयं पवते सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात्पुरुषस्तस्य यदेषु लोकेष्वन्नं तदस्यान्नं मेधस्तद्यदस्यैतदन्नं मेधस्तस्मात्पुरुषमेधोऽथो यदस्मिन्मेध्यान्पुरुषानालभते तस्मादेव पुरुषमेधः ॥१॥

तान्वै मध्यमेऽहन्नालभते । अन्तरिक्षं वै मध्यममहरन्तरिक्षमु वै सर्वेषां भूतानामायतनमथोऽअन्नं वाऽएते पशवऽउदरं मध्यममहरुदरे तदन्नं दधाति ॥२॥

तान्वै दश—दशालभते । दशाक्षरा विराड् विराडु कृत्स्नमन्नं कृत्स्नस्यैवान्नाद्यस्यावरुद्ध्यै ॥३॥

एकादश दशतऽआलभते । एकादशाक्षरा त्रिष्टुब्वज्रस्त्रिष्टुब्वीर्यं त्रिष्टुब्वज्रेणैवैतद्वीर्येण यजमानो मध्यत पाप्मानमपहते ॥४॥

इस का पुरुषमेध नाम इसलिये पड़ा कि ये लोक पुर हैं। और पुरुष वह है जो बहता है ( )। वह इस पुर मे लेटा है, इसलिये वह पुरुष है। इन लोकों मे जो अन्न है वह इस का मेध या अन्न है। इसलिये इस का नाम है पुरुषमेध। और चूंकि इस मे मध्य पुरुषों का आलभन होता है इसलिये भी इसका नाम पुरुषमेध है ॥१॥

इन का आलभन मध्य दिन मे होता है। अन्तरिक्ष मध्यदिन है। अन्तरिक्ष ही सब प्राणियों का निवास स्थान है। ये पशु अन्न है। मध्यदिन उदर है। इस प्रकार उदर मे अन्न रखता है ॥२॥

दस दस का आलभन होता है। विराट् दस अक्षर का है। विराट् पूर्ण अन्न है। पूर्ण अन्न की प्राप्ति के लिये ॥३॥

ग्यारह दहाइयाँ लेते हैं। त्रिष्टुप् मे ग्यारह अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप् वज्र है। त्रिष्टुप वीर्य है। इस वज्र और वीर्य रूपी त्रिष्टुप् द्वारा वह यजमान बीच से पाप को दूर करता है ॥४॥

१७७१

१७७२ माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० १३. ६. २. ५-६

উপর্যুক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে বোঝা যাচ্ছে, এখানে পুরুষ কোনো পুং ব্যক্তি বিশেষ নয়। বরং সর্বব্যাপী পরমাত্মাকেই এখানে পুরুষ বলা হচ্ছে। তাই এই মন্ত্রে উল্লেখিত পুরুষের বর্ণনা যে রূপক তা এখানে স্পষ্ট।

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ আপনাদের এসব ব্যাখ্যা ভুল। এসব আমরা মানি না। আপনারা মিথ্যাচার করছেন......।

দাবী খণ্ডনঃ বাহ্ ভাই, বাহ্ ! এসব ব্যাখ্যা তো আমাদের নিজস্ব নয়। বরং আর্য ঋষিগণ এসব ব্যাখ্যা করে গেছেন। এসব না মানার কোনো উপায় নাই আপনাদের।

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ এসব ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ আমরা মানি না। আমাদের দাবী হলো 'এই পুরুষের বর্ণনা যে রূপক বা কাল্পনিক' তা কোথাও থেকে সরাসরি দেখান।

দাবী খণ্ডনঃ একটু ধৈর্য ধরুন মশাই। এত তাড়া কেন? নাকি অন্য কোনো বিষয়ে আবার অপব্যাখ্যা করতে দৌড় দিবেন জন্য তাড়ায় আছেন। আচ্ছা, যা হোক, এবার প্রমাণ দেখাচ্ছি।
ঋগ্বেদের এই সূক্তের ১১নং মন্ত্রের প্রথমাংশে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে–

"যৎপুরু॑ষং॒ ব্যদ॑ধুঃ কতি॒ধা ব্য॑কল্পয়ন্।
মুখং॒ কিম॑স্য॒ কৌ বা॒হূ কা উ॒রূ পাদা॑ উচ্যেতে॥"

এই মন্ত্রে দেখুন স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে, যখন পুরুষকে সংকল্পরূপ উৎপাদন করা হলো, তারপর পুরুষকে কতভাবে 'কল্পনা' করা হলো ***(ব্যকল্পয়ন্ = বি + অকল্পয়ন্)*** ? মুখ কি হলো, বাহু কি হলো, উরু এবং পাদকে কি বলা হলো?

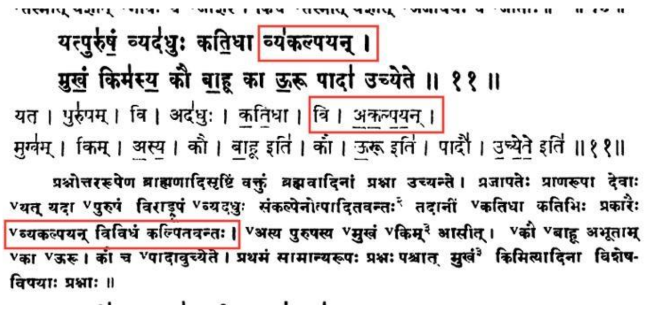
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥
यत । पुरुषम् । वि । अदधुः । कतिधा । वि । अकल्पयन् ।
मुखम् । किम् । अस्य । कौ । बाहू इति । कौ । ऊरू इति । पादौ । उच्येते इति ॥११॥

प्रश्नोत्तररूपेण ब्राह्मणादिसृष्टिं वक्तुं ब्रह्मवादिनां प्रश्ना उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राणरूपा देवाः ᵛयत् यदा ᵛपुरुषं विराड्रूपं ᵛव्यदधुः संकल्पेनोत्पादितवन्तः[2] तदानीं ᵛकतिधा कतिभिः प्रकारैः ᵛव्यकल्पयन् विविधं कल्पितवन्तः । ᵛअस्य पुरुषस्य ᵛमुखं ᵛकिम्[3] आसीत् । ᵛकौ ᵛबाहू अभूताम् ᵛका ᵛऊरू । कौ च ᵛपादावुच्येते । प्रथमं सामान्यरूपः प्रश्नः पश्चात् मुखं[3] किमित्यादिना विशेषविषयाः प्रश्नाः ॥

তাই এই মন্ত্রের মাধ্যমেই প্রমাণ হয় যে, সেই পূর্ণ পরমাত্মার যে মুখ, হাত, পা ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে সেগুলো মূলত কল্পনাকৃত, বাস্তব নয়।

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ এসব আপনাদের ভুল ব্যাখ্যা। আপনারা বেদের ভুল ব্যাখ্যাকারী। আর্যসমাজীরা ছাড়া এভাবে এই মন্ত্রে কেউ এভাবে এই পুরুষকে কল্পনা করার কথা বলে নাই।

দাবী খণ্ডনঃ তাই নাকি ! রমেশচন্দ্রের অনুবাদ পড়েই নিজেকে বড় পণ্ডিত ভাবছেন ? আপনাদের ভাবপিতা সায়ণাচার্য এই মন্ত্রের ভাষ্যে যা বলেছেন, সেটারই অনুবাদ করে উপরে দিয়েছি। বিশ্বাস না হলে নিজেই সায়ণভাষ্য দেখে নিন–

"প্রশ্নোত্তররূপেণ ব্রাহ্মণাদিসৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মবাদিনাং প্রশ্না উচ্যন্তে। প্রজাপতেঃ প্রাণরূপা দেবাঃ 'যৎ' যদা 'পুরুষং' বিরাড্রূপং 'ব্যদধুঃ' সংকল্পেনোৎপাদিতবন্তঃ তদানীং 'কতিধা' কতিভিঃ প্রকারৈঃ 'ব্যকল্পয়ন্' বিবিধং কল্পিতবন্তঃ। 'অস্য' পুরুষস্য 'মুখং' 'কিম্' আসীৎ। 'কৌ' 'বাহূ' অভূতাম্ 'কা' 'ঊরূ'। কৌ চ 'পাদাবুচ্যেতে'। প্রথমং সামান্যরূপঃ প্রশ্নঃ পশ্চাৎ মুখং কিমিত্যাদিনা বিশেষ বিষয়াঃ প্রশ্নাঃ॥"

म. १०. अ. ७. सू. ९०]　　अष्टमोऽष्टकः　　६१५

सहस्रऽशीर्षा । पुरुषः । सहस्रऽअक्षः । सहस्रऽपात् ।
सः । भूमिम् । विश्वतः । वृत्वा । अति । अतिष्ठत् । दशऽअङ्गुलम् ॥ १ ॥

सर्वप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः "पुरुषः" सोऽयं "सहस्रशीर्षा । सहस्रशब्दस्योपलक्षणत्वादनन्तैः शिरोभिर्युक्त इत्यर्थः । यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तःपातित्वात्तदीयान्येवेति सहस्रशीर्षत्वम् । एवं सहस्राक्षित्वं सहस्रपादत्वं च । "सः पुरुषः "भूमिं ब्रह्माण्डगोलकरूपां "विश्वतः सर्वतः "वृत्वा परिवेष्ट्य "दशाङ्गुलं दशाङ्गुलपरिमितं देशम् "अत्यतिष्ठत् अतिक्रम्य व्यवस्थितः । दशाङ्गुलमित्युपलक्षणम् । ब्रह्माण्डाद्बहिरपि सर्वतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः ॥

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ তাহলে যে এই মন্ত্রে 'সহস্র শীর্ষ, সহস্র চক্ষু, সহস্র পাদ' এসবের উল্লেখ আছে তার কী হবে? এগুলো তো সরাসরি ঈশ্বরের হাজার মাথা, চোখ, পা এসব নির্দেশ করছে।

দাবী খণ্ডনঃ প্রথমত আমরা পূর্বেই প্রমাণ করে এসেছি যে এখানে পুরুষ শব্দ দ্বারা সর্বব্যাপী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পূর্ণ পরমাত্মাকে বোঝাচ্ছে, কোনো পুং পুরুষকে বোঝাচ্ছে না। আবার এটিও দেখানো হয়েছে যে এই পুরুষের মাথা, পায়ের বর্ণনা বাস্তব নয়, কল্পনা করে নেওয়া। তাই এই স্থানে যে শীর্ষ, চক্ষু, পাদ শব্দগুলো রয়েছে এগুলো উপলক্ষণ মাত্র। কিসের উপলক্ষণ ? এখানে '*সহস্র' শব্দের অর্থ হলো 'বহু'*। **নিঘণ্টু ৩।১** এ উল্লেখ আছে '***সহস্র ইতি বহুনাম'***।

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

उरु । तुवि । पुरु । भूरि । शश्वत् । विश्वम् । परीणसा । व्यानशिः । शतम् । सहस्रम् । सलिलम् । कुविदिति बहोः [कुविदिति द्वादश बहुनामानि] ॥ १ ॥

ऋहत् । ह्रस्वः । निधृष्वः । मायुकः । प्रतिष्ठा । कृधु । वम्रकः । दभ्रम् । अर्भकः । क्षुल्लकः । अल्पकमिति ह्रस्वस्य [अल्प इत्येकादश ह्रस्वनामानि] ॥ २ ॥

এখানে 'শীর্ষ' দ্বারা সেই পরমাত্মার মাথা বোঝাচ্ছে না। বরং পরমাত্মা সর্বব্যাপী হওয়ায় পরমাত্মার মধ্যেই সকল প্রাণীর মস্তিষ্ক তথা দেহ অবস্থিত। তাই এখানে সেই পরমাত্মাকে সহস্রশীর্ষ বলা হয়। আবার এখানে চক্ষু শব্দ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ। অর্থাৎ পরমাত্মা সর্বপ্রকারের জ্ঞানযুক্ত। আর পাদ শব্দটি একই ভাবে কর্মেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ।

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ এসব অনুবাদ ভুল। এসব আর্যসমাজীদের ভুল ভাষ্য। এরকম ব্যাখ্যা আর্যসমাজ ছাড়া কেউ স্বীকার করে না। তাই আমরা এসব মানব না। আপনারা অপপ্রচারকারী....ব্লা ব্লা ব্লা।

দাবী খণ্ডনঃ হে হে। জানতাম আপনারা এটাই বলবেন। তাই আমি উপরে যে ব্যাখ্যাগুলো দিলাম সেগুলো কোনো আর্যসমাজী বেদভাষ্যকারের ব্যাখ্যা থেকে দেইনি। বরং আপনারা শুতে ও বসতে যাদের নাম জপ করেন, যাদেরকে নিজেদের ভাব পিতা হিসেবে স্বীকার করেন সেই সায়ণের **ঋগ্বেদ ১০।৯০।১** এর ভাষ্য ও মহীধরের **যজুর্বেদ ভাষ্যের ৩১।১** থেকে দিয়েছি। বিশ্বাস না হলে নিজেই দেখে নিন। সায়ণ বলেছেন–

"সর্বপ্রাণিসমষ্টিরূপো ব্রহ্মাণ্ডদেহো বিরাডাখ্যো যঃ পুরুষঃ সোঽয়ং সহস্রশীর্ষা। সহস্রশব্দস্যোপলক্ষণৎবদনন্তৈঃ শিরোভির্যুক্ত ইত্যর্থঃ। যানি সর্বপ্রাণিনাং শিরাংসি তানি সর্বাণি তদ্দেহান্তঃপাতিত্বাত্তদীয়ান্যেবেতি সহস্রশীর্ষত্বম্ । এবং সহস্রাক্ষিত্বং সহস্রপাদত্বং চ। 'সঃ' পুরুষঃ 'ভূমিং' ব্রহ্মাণ্ডগোলকরূপাং 'বিশ্বতঃ' সর্বতঃ 'বৃত্বা' পরিবেষ্ট্য 'দশাঙ্গুলং' দশাঙ্গুলপরিমিতং দেশম্ 'অত্যতিষ্ঠৎ' অতিক্রম্য ব্যবস্থিতঃ। দশাঙ্গুলমিত্যুপলক্ষণম্। ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরপি সর্বতো ব্যাপ্যাবস্থিত ইত্যর্থঃ॥"

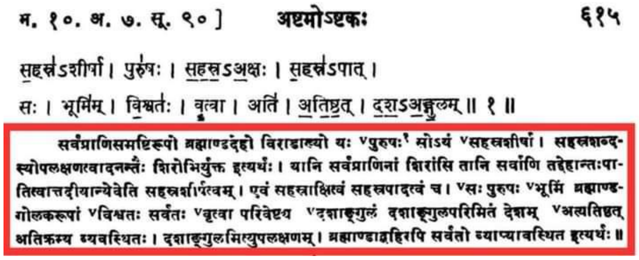
म. १०. अ. ७. सू. ९०] अष्टमोऽष्टकः ६१५

सहस्रऽशीर्षा । पुरुषः । सहस्रऽअक्षः । सहस्रऽपात् ।
सः । भूमिम् । विश्वतः । वृत्वा । अति । अतिष्ठत् । दशऽअङ्गुलम् ॥ १ ॥

सर्वप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः पुरुषः सोऽयं सहस्रशीर्षा। सहस्रशब्दस्योपलक्षणत्वादनन्तैः शिरोभिर्युक्त इत्यर्थः। यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तःपातित्वात्तदीयान्येवेति सहस्रशीर्षत्वम्। एवं सहस्राक्षित्वं सहस्रपादत्वं च। सः पुरुषः भूमिं ब्रह्माण्डगोलकरूपां विश्वतः सर्वतः वृत्वा परिवेष्ट्य दशाङ्गुलं दशाङ्गुलपरिमितं देशम् अत्यतिष्ठत् अतिक्रम्य व्यवस्थितः। दशाङ्गुलमित्युपलक्षणम्। ब्रह्माण्डाद्बहिरपि सर्वतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः॥

আর মহীধর বলেছেন–

"অব্যক্তমহদাদিবিলক্ষণশ্চেতনো যঃ পুরুষঃ 'পুরুষান পরং কিংচি'দিত্যাদিশ্রুতিষু প্রসিদ্ধঃ সর্বপ্রাণিসমষ্টিরূপো ব্রহ্মাণ্ডদেহো বিরাজাখ্যোঽস্তি। কীদৃশঃ। সহস্রশীর্ষা সহস্রশব্দো বহুলবাচী। সংখ্যাবাচকবে সহস্রাক্ষ ইতি বিরোধঃ স্যাৎ নেত্রসহস্রদ্বয়েন চ ভাব্যম্। ততঃ সহস্রমসংখ্যানি শীর্ষাণি শিরাংসি যস্য সঃ 'শীর্ষশ্ছন্দসি' (পা০ ৬।১।৬০) ইতি শিরঃশব্দস্য শীর্ষন্নাদেশঃ। শিরোগ্রহণং সর্বাবয়বোপলক্ষণম্। যানি সর্বপ্রাণিনাং শিরাংসি তানি সর্বাণি তদেহান্তঃপাতিবাৎ তস্যৈবেতি সহস্রশীর্ষবম্। এবমগ্রেঽপি। সহস্রাক্ষঃ সহস্রমক্ষীণি যস্য সঃ। অক্ষিগ্রহণং সর্বজ্ঞানেন্দ্রিয়োপলক্ষকম্। সহস্রপাৎ সহস্রং পাদা যস্য 'সংখ্যাসুপূর্বস্য' (পা০ ৫।৪।১৪০) ইতি পাদস্যান্ত্যলোপঃ। পাদগ্রহণং কর্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্। সঃ পুরুষো ভূমি ব্রহ্মাণ্ডলোকরূপাং সর্বতঃ তির্যক্ ঊর্ধ্বমধশ্চ স্পৃৎবা ব্যাপ্য। স্পৃণোতির্ব্যাপ্তিকর্মা। যদ্বা ভূমিশব্দো ভূতোপলক্ষকঃ। পঞ্চ ভূতানি ব্যাপ্য দশাঙ্গুলপরিমিতং দেশমধ্যতিষ্ঠৎ অতিক্রম্যাবস্থিতঃ। দশাঙ্গুলমিত্যুপলক্ষণম্। ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরপি সর্বতো ব্যাপ্যাবস্থিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা নাভেঃ সকাশাদ্দশাঙ্গু। লমতিক্রম্য হৃদি স্থিতঃ।।"

म० 'नियुक्तान्ब्रह्माभिष्टौति होतृवदनुवाकेन सहस्रशीर्षेति' (कात्या० २१ । १ । ११)। अस्यार्थः । नियुक्तान्ब्राह्मणमित्यादिपशून् सहस्रशीर्षेत्यनुवाकेन षोडशर्चेन ब्रह्मा स्तौति होतृवदिति त्रिः प्रथमां त्रिरुत्तमामित्याद्युक्तप्रकारेणेत्यर्थः । 'त्रैधातव्यन्ते समारोह्यात्मन्नग्नी सूर्यमुपस्थायाग्न्यः संभृत इत्यनुवाकेनानपेक्षमाणोऽरण्यं गत्वा न प्रत्यवेयाद् ग्रामे वाविवत्सन्नरण्योः' (का० २१ । १ । १७-१८)। त्रैधातवी उदवसानीयेष्टिः तदन्ते अयं ते योनिरित्यग्नी आत्मनि समारोह्य तदुष्माणमास्ये प्रवेश्याग्न्यः संभृत इति षडृचेनानुवाकेन सूर्यमुपस्थाय पश्चादपश्यन्वनं गत्वा ग्रामं नागच्छेत् । वानप्रस्थो भवेदित्यर्थः । यद्वा ग्रामे वस्तुमिच्छन् अरण्योरग्नी समारोप्यार्कोपस्थानानन्तरं ग्रामे गत्वा यज्ञान्कुर्यादिति सूत्रार्थः । अथ मन्त्रार्थः । नारायणपुरुषदृष्टा जगद्बीजपुरुषदेवत्याः षोडश ऋचः पञ्चदशानुष्टुभः षोडशी त्रिष्टुप् । ब्रह्मणे ब्राह्मणमित्याद्याः पुरुषमेधरूपस्य परमात्मनोऽवयवाः पूर्वाध्यायान्ते प्रोक्तास्तेषामवयवी पुरुषोऽत्र स्तूयते । अव्यक्तमहदादिविलक्षणश्चेतनो यः पुरुषः 'पुरुषान्न परं किंचि'दित्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धः सर्वप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराजाख्योऽस्ति । कीदृशः । सहस्रशीर्षा सहस्रशब्दो बहुत्ववाची । संख्यावाचकत्वे सहस्राक्ष इति विरोधः स्यात् नेत्रसहस्रद्वयेन च भाव्यम् । ततः सहस्रमसंख्यानि शीर्षाणि शिरांसि यस्य सः 'शीर्षंश्छन्दसि' (पा० ६ । १ । ६०) इति शिरःशब्दस्य शीर्षन्नादेशः । शिरोग्रहणं सर्वावयवोपलक्षणम् । यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि तानि

सर्वाणि तद्देहान्तःपातित्वात् तस्यैवेति सहस्रशीर्षत्वम् । एवमग्रेऽपि । सहस्राक्षः सहस्रमक्षीणि यस्य सः । अक्षिग्रहणं सर्वज्ञानेन्द्रियोपलक्षकम् । सहस्रपात् सहस्रं पादा यस्य 'संख्यासुपूर्वस्य' (पा० ५ । ४ । १४०) इति पादस्यान्त्यलोपः । पादग्रहणं कर्मेन्द्रियोपलक्षणम् । सः पुरुषो भूमिं ब्रह्माण्डलोकरूपां सर्वतः तिर्यक् ऊर्ध्वमधश्च स्पृत्वा व्याप्य । स्पृणोतिर्व्याप्तिकर्मा । यद्वा भूमिशब्दो भूतोपलक्षकः । पञ्च भूतानि व्याप्य दशाङ्गुलपरिमितं देशमध्यतिष्ठत् अतिक्रम्यावस्थितः । दशाङ्गुलमित्युपलक्षणम् । ब्रह्माण्डाद्बहिरपि सर्वतोव्याप्यावस्थित इत्यर्थः । यद्वा नाभेः सकाशाद्दशाङ्गुलमतिक्रम्य हृदि स्थितः । नाभित इति कुतो लभ्यते 'कतम आत्मे' त्युपक्रम्य 'सोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योति'रिति श्रुतेः विज्ञानात्मनो हृद्यवस्थानं कर्मफलोपभोगाय अन्तर्यामिणो नियन्तृत्वेन । तदुक्तम् 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्न्यो अभिचाकशीति' (मुण्ड० ३ । १ । १) इति । स पुरुषोऽत्र देवता । तथाच श्रुतिः 'इमे वै लोकाः पूरयमेव पूरुषो योऽयं पवते सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात्पुरुषः' (१३ । ६ । २ । १) इति ॥ १ ॥

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ যাই হোক না কেন। আমরা আমাদের বাপের কথাও মানবো না। কারণ 'সর্বপ্রাণীর শির তাঁর মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় তিনি সহস্রশীর্ষ' এটির বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই। যারা এটি দাবী করে তারা "শঠ, বাটপার"।

দাবী খণ্ডনঃ একটি প্রবাদ আছে 'মূর্খের অশেষ দোষ'। আপনাদের হয়েছে সেই অবস্থা। আপনারা নিজে শাস্ত্র না পড়ে এসেছেন নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দাবী করতে! শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়টি একটু দেখে আসুন। সেখানে এই 'সহস্রাশীর্ষ পুরুষঃ' মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমাদের উপরের ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করছে। নিজেই দেখে নিন। এখন নিশ্চয় উপনিষদকার ঋষিদের গালাগাল করে নিজেদের অভ্রতার পরিচয় দিবেন না।
http://back2thevedas.blogspot.com/2018/03/blog-post_75.html?m=0

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ আমাদের আক্ষরিক অনুবাদই ঠিক। এরকম ব্যাখ্যা যৌক্তিক নয়। আপনারা 'ঈশ্বরকে নিরাকার বলার মাধ্যমে মূলত ঈশ্বরকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলছেন। ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ হিসেবে প্রচার করছেন।'

দাবী খণ্ডনঃ নিরাকারের মাধ্যমে কখনো ঈশ্বরকে প্রতিবন্ধী (পাঠক মণ্ডলী এদের শব্দচয়ন কতটা জঘন্য সেটা লক্ষ করুন। ঈশ্বরকে 'প্রতিবন্ধী' বলার মতো ধৃষ্টতা এরা দেখাচ্ছে) হিসেবে তুলে ধরা হয় না। কারণ আমরা তাঁকে পূর্ণ হিসেবে মানি। আর যিনি পূর্ণ তিনি কখন হীন হন না। বরং আপনাদের অক্ষর টু অক্ষর অনুবাদ যথেষ্ট সমস্যা যুক্ত। কারণ এই অনুবাদের কারণেই ঈশ্বরকে আপনারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক হিসেবে তুলে ধরতে পারছেন না (আমরা কখনই ঈশ্বরের জন্য 'প্রতিবন্ধী' জাতীয় অপশব্দ ব্যবহার করতে চাই না)। কেননা আপনাদের অক্ষর টু অক্ষর অনুবাদ অনুসারে ''পুরুষ নামক ঈশ্বর হলেন হাজার মাথা বিশিষ্ট, হাজার চোখ বিশিষ্ট, হাজার পা বিশিষ্ট।" *এখন এখানে সকলে মনোযোগ দিন। যদি এটিই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ হতো তবে হাজার মাথা বিশিষ্ট পুরুষের চোখ হওয়া উচিত দুই হাজার আবার পাদও হওয়া উচিত দুই হাজার। সেই হিসেবে মন্ত্রটা হওয়া উচিত ছিলো 'সহস্রাশীর্ষা পুরুষঃ দ্বিসহস্রাক্ষঃ দ্বিসহস্রাপাৎ'।* আবার এই মন্ত্রে পুরুষের হাতের উল্লেখ নাই। তার মানে কি ঈশ্বর হস্তহীন ? আবার এই সূক্তের ৩য় মন্ত্রেই বলা হচ্ছে সেই পুরুষ চতুষ্পাদ। তাঁর একপাদে এই বিশ্বজগত প্রতিষ্ঠিত আর বাকি তিনপাদ প্রকাশময় অমৃতে অবস্থিত। দেখুন- "পাদো॑ঽস্য॒ বিশ্বা॑ ভূ॒তানি॑ ত্রি॒পাদ॑স্যা॒মৃতং॑ দি॒বি॥"
তাই পূর্বোক্ত মন্ত্রের সহস্রপাদ রূপক না হয়ে বাস্তব হলে আবার এই মন্ত্রে সহস্র পাদকে বাদ দিয়ে চতুষ্পাদের উল্লেখ থাকতো না। ফলে আপনাদের আক্ষরিক অনুবাদই অযৌক্তিক ও ভুল। এখানে মূলত ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতা ও মহিমা বোঝায়।

অপব্যাখ্যাকারীদের দাবীঃ না, মানে না। ইয়ে, ইয়ে। (মনে মনে- আসলে কি যে বলি। এদের এখন দুই চারটা গালি দিই। তারপর এরা গালির প্রত্যুত্তরে গালি দিলে এদের গালির স্ক্রিনশট নিয়ে এদের বিরুদ্ধে সাধারণ হিন্দুদের কাছে অপপ্রচার করতে হবে) আপনারা সাধারণ হিন্দুদের শত্রু, আপনারা মূর্খ, আপনারা মূর্তিপূজা মানেন না, আপনারা হিন্দু না। আপনারা ব্লা ব্লা ব্লা....

বি.দ্র. উক্ত মন্ত্রটির যথার্থ অনুবাদ নিচে পাঠকদের সুবিধার্থে দেওয়া হলো—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ।।

পদার্থঃ (পুরুষঃ) সমগ্র জগতে পূর্ণ পরমাত্মা (সহস্রশীর্ষা) অনন্ত জ্ঞানবান অথবা তাঁর মধ্যে অসংখ্য প্রাণীর শীর্ষ অবস্থিত, তিনি (সহস্রাক্ষঃ) সর্বদ্রষ্টা অথবা তাঁর মধ্যে অসংখ্য প্রাণীর চক্ষু অবস্থিত, তিনি (সহস্রপাৎ) সর্বত্র গতিবান অথবা তাঁর মধ্যে অসংখ্য প্রাণীর পাদ অবস্থিত। (সঃ) তিনি (ভূমিম্) বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে (বিশ্বতঃ) সব দিক থেকে (বৃত্বা) ব্যাপ্ত করে (দশাঙ্গুলম্) দশ আঙুল পরিমাণ স্থূল ও সূক্ষ্ম দশভূত যুক্ত জগকেও (অত্যতিষ্ঠৎ) অতিক্রম করে বর্তমান রয়েছেন।

সমাপ্ত

নিরুক্তে দেবতার আকার প্রসঙ্গে

বেদ ব্যাখ্যার জন্য নিরুক্ত একটি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করলে বেদোক্ত শব্দ গুলোর প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু কিছু ব্যক্তি নিরুক্তের ব্যাখ্যাপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত না হয়েই নিরুক্ত হতে আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে নানান রকম অপপ্রচার চালায়।

সম্প্রতি দেখতে পেলাম **নিরুক্ত ৭।৬** প্রচার করে দাবি করা হচ্ছে নিরুক্তকার যাস্ক দেবতাদের মানুষের ন্যায় শরীরধারী বলেছেন। অর্থাৎ সেই সব অপপ্রচারকারীদের মতে, নিরুক্ত অনুসারে বেদে "ইন্দ্র" বলতে দধীচী মুনির হাড় (বজ্র) ধারণকারী, ঐরাবত নামক হাতিসওয়ার একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে!

চলুন, তাদের মতটা কতটা যৌক্তিক তা নিরুক্ত থেকেই দেখে নেওয়া যাক। তবে মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

নিরুক্তের বিভিন্ন স্থানে যাস্কাচার্য বিভিন্ন পূর্ববর্তী নিরুক্তকারের মত তুলে ধরে কখনও তা সমর্থন করেছেন আবার কখনও তা খণ্ডন করেছেন। একই ভাবে তিনি বিভিন্ন স্থানে পূর্বপক্ষ হিসেবে ঐতিহাসিক, পরিব্রাজক প্রভৃতি মতও প্রদর্শন করেছেন। এখানে সকলের বোঝা উচিত যে এসব
মত তিনি শুধু পূর্বপক্ষ হিসেবে তুলে ধরেছেন এগুলোকে সিদ্ধান্ত হিসেবে নেননি। তাই কেউ যদি এই পূর্বপক্ষের মত গুলোকে যাস্কের সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রচার করে, তবে সেটি হবে তার চরম জ্ঞানহীনতার বহিঃপ্রকাশ।

এই বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিষ্কার করে নেওয়া যাক।

ঋগ্বেদের ১।৩২।১০ মন্ত্রে ***"বৃত্র"*** শব্দটি রয়েছে।

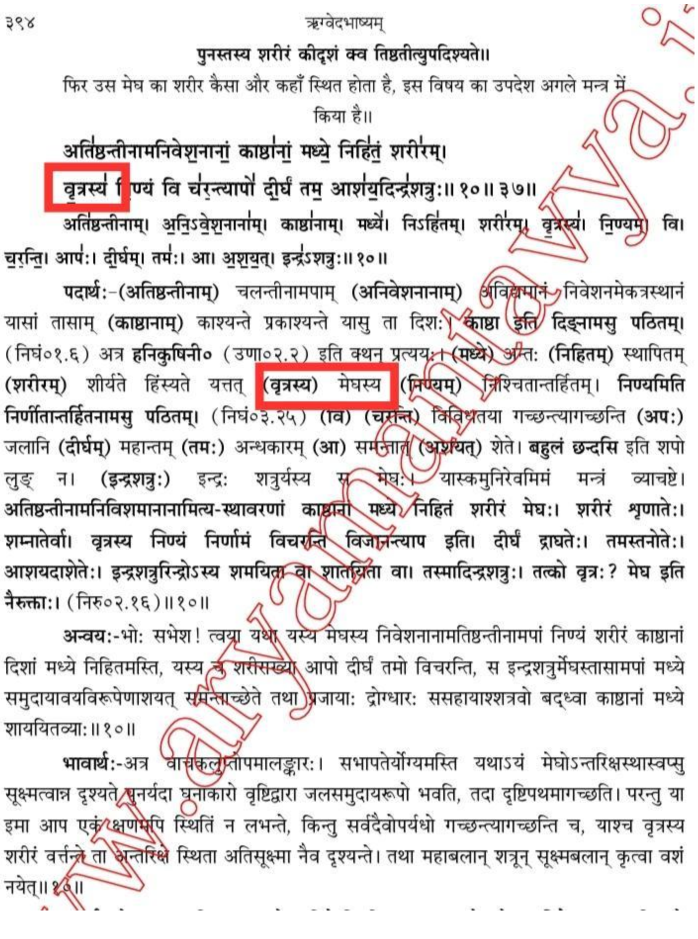
३९४ ऋग्वेदभाष्यम्

पुनस्तस्य शरीरं कीदृशं क्व तिष्ठतीत्युपदिश्यते॥

फिर उस मेघ का शरीर कैसा और कहाँ स्थित होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥

अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्।
वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः॥ १०॥ ३७॥

अतिष्ठन्तीनाम्। अनिऽवेशनानाम्। काष्ठानाम्। मध्ये। निऽहितम्। शरीरम्। वृत्रस्य। निण्यम्। वि। चरन्ति। आपः। दीर्घम्। तमः। आ। अशयत्। इन्द्रऽशत्रुः॥ १०॥

पदार्थः-(**अतिष्ठन्तीनाम्**) चलन्तीनामपाम् (**अनिवेशनानाम्**) अविद्यमानं निवेशनमेकत्रस्थानं यासां तासाम् (**काष्ठानाम्**) काश्यन्ते प्रकाश्यन्ते यासु ता दिशः। **काष्ठा इति दिङ्नामसु पठितम्।** (निघं०१.६) अत्र **हनिकुषिनी०** (उणा०२.२) इति क्थन् प्रत्ययः। (**मध्ये**) अन्तः (**निहितम्**) स्थापितम् (**शरीरम्**) शीर्यते हिंस्यते यत्तत् (**वृत्रस्य**) मेघस्य (**निण्यम्**) निश्चितान्तर्हितम्। **निण्यमिति निर्णीतान्तर्हितनामसु पठितम्।** (निघं०३.२५) (**वि**) (**चरन्ति**) विविधतया गच्छन्त्यागच्छन्ति (**अपः**) जलानि (**दीर्घम्**) महान्तम् (**तमः**) अन्धकारम् (**आ**) समन्तात् (**अशयत्**) शेते। **बहुलं छन्दसि** इति शपो लुङ् न। (**इन्द्रशत्रुः**) इन्द्रः शत्रुर्यस्य स मेघः। यास्कमुनिरेवमिमं मन्त्रं व्याचष्टे। **अतिष्ठन्तीनामनिविशमानानामित्य-स्थावरणां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं मेघः। शरीरं शृणातेः। शम्नातेर्वा। वृत्रस्य निण्यं निर्णामं विचरन्ति विजानन्त्याप इति। दीर्घं द्राघतेः। तमस्तनोतेः। आशयदाशेतेः। इन्द्रशत्रुरिन्द्रोऽस्य शमयिता वा शातयिता वा। तस्मादिन्द्रशत्रुः। तत्को वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः।** (निरु०२.१६)॥१०॥

अन्वयः-भोः सभेश! त्वया यथा यस्य मेघस्य निवेशनानामतिष्ठन्तीनामपां निण्यं शरीरं काष्ठानां दिशां मध्ये निहितमस्ति, यस्य च शरीरस्था आपो दीर्घं तमो विचरन्ति, स इन्द्रशत्रुर्मेघस्तासामपां मध्ये समुदायावयविरूपेणाशयत् समन्ताच्छेते तथा प्रजायाः द्रोग्धारः ससहायाश्शत्रवो बद्ध्वा काष्ठानां मध्ये शाययितव्याः॥१०॥

भावार्थः-अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। सभापतेर्योग्यमस्ति यथाऽयं मेघोऽन्तरिक्षस्थास्वप्सु सूक्ष्मत्वान्न दृश्यते पुनर्यदा घनाकारो वृष्टिद्वारा जलसमुदायरूपो भवति, तदा दृष्टिपथमागच्छति। परन्तु या इमा आप एकं क्षणमपि स्थितिं न लभन्ते, किन्तु सर्वदैवोपर्यधो गच्छन्त्यागच्छन्ति च, याश्च वृत्रस्य शरीरं वर्त्तन्ते ता अन्तरिक्षे स्थिता अतिसूक्ष्मा नैव दृश्यन्ते। तथा महाबलान् शत्रून् सूक्ष्मबलान् कृत्वा वशं नयेत्॥१०॥

এই মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিরুক্তকার যাস্ক নিরুক্ত ২।১৬-তে প্রথমে একটি প্রশ্নের অবতারণা করে বলেছেন,

"তৎকো বৃত্রঃ। = *তাহলে বৃত্র কে?*"

এর উত্তর তিনি নিজে (নিরুক্তকারের মত হিসেবে) দিয়ে বলেছেন,

"মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। *= মেঘই বৃত্র, এটি নিরুক্তকারদের মত।"*

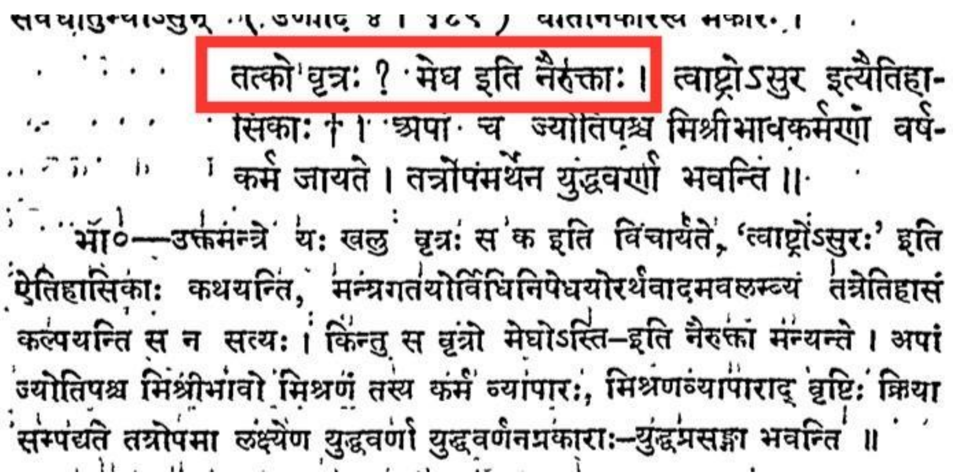

तत्को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः । त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति ॥

भा०—उक्तमन्त्रे यः खलु वृत्रः स क इति विचार्यते, 'त्वाष्ट्रोऽसुरः' इति ऐतिहासिकाः कथयन्ति, मन्त्रगतयोर्विधिनिषेधयोरर्थवादमवलम्ब्य तत्रेतिहासं कल्पयन्ति स न सत्यः । किन्तु स वृत्रो मेघोऽस्ति—इति नैरुक्ता मन्यन्ते । अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावो मिश्रणं तस्य कर्म व्यापारः, मिश्रणव्यापाराद् वृष्टिः क्रिया सम्पद्यते तत्रोपमा लक्ष्येण युद्धवर्णा युद्धवर्णनप्रकाराः—युद्धप्रसङ्गा भवन्ति ॥

এখানে যাস্কাচার্য স্পষ্ট করে দিলেন যে, নিরুক্তকারগণ বৃত্র অর্থ মেঘ মানেন।

এর প্রমাণ আমরা **নিঘণ্টু ১।১০** এ পাবো। সেখানে "***বৃত্রঃ***"কে মেঘের পর্যায়বাচী শব্দ হিসেবে নির্বচন করা হয়েছে।

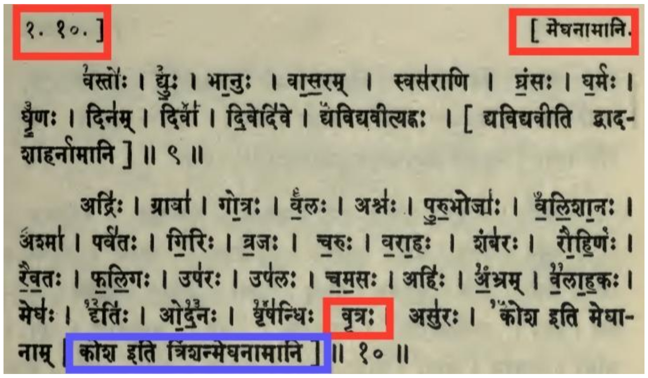

१. १०.] [मेघनामानि.

वस्तोः । द्युः । भानुः । वासरम् । स्वसराणि । घ्रंसः । घर्मः । घृणः । दिनम् । दिवा । दिवेदिवे । द्यविद्यवीत्यहः । [द्यविद्यवीति द्वादशाहर्नामानि] ॥ ९ ॥

अद्रिः । ग्रावा । गोत्रः । वलः । अश्नः । पुरुभोजाः । वलिशानः । अश्मा । पर्वतः । गिरिः । व्रजः । चरुः । वराहः । शंबरः । रौहिणः । रैवतः । फलिगः । उपरः । उपलः । चमसः । अहिः । अभ्रम् । बलाहकः । मेघः । दृतिः । ओदनः । वृषन्धिः । वृत्रः । असुरः । कोश इति मेघानाम् [कोश इति त्रिंशन्मेघनामानि] ॥ १० ॥

কিন্তু অনেকে (ইতিহাসপ্রিয়গণ) মনে করেন, বৃত্র হচ্ছে ত্বষ্টাসুরের পুত্র। তাই যাস্কাচার্য একটি পূর্বপক্ষ স্থাপন করে বলছেন,

"ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ।

= ঐতিহাসিকদের মতে, বৃত্র ত্বষ্টা অসুরের পুত্র।"

तत्को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति ॥

भा०—उक्तमन्त्रे यः खलु वृत्रः स क इति विचार्यते, 'त्वाष्ट्रोऽसुरः' इति ऐतिहासिकाः कथयन्ति, मन्त्रगतयोर्विधिनिषेधयोरर्थवादमवलम्ब्य तत्रेतिहासं कल्पयन्ति स न सत्यः । किन्तु स वृत्रो मेघोऽस्ति—इति नैरुक्ता मन्यन्ते । अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावो मिश्रणं तस्य कर्म व्यापारः, मिश्रणव्यापाराद् वृष्टिः क्रिया सम्पद्यते तत्रोपमा लक्ष्येण युद्धवर्णा युद्धवर्णनप्रकाराः—युद्धप्रसङ्गा भवन्ति ॥

এখন যাস্কাচার্য এই মতকে খণ্ডন করে নৈরুক্ত মতকে সিদ্ধান্ত হিসেবে দেওয়ার জন্য বলছেন,

"অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণী বর্ষকর্ম জায়তে। তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি।

= জল ও বিদ্যুতের মিলনক্রিয়া হতে বর্ষণ সজাত হয়।

तत्को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः । त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति ॥

भा०—उक्तमन्त्रे यः खलु वृत्रः स क इति विचार्यते, 'त्वाष्ट्रोऽसुरः' इति ऐतिहासिकाः कथयन्ति, मन्त्रगतयोर्विधिनिषेधयोरर्थवादमवलम्ब्य तत्रेतिहासं कल्पयन्ति स न सत्यः । किन्तु स वृत्रो मेघोऽस्ति—इति नैरुक्ता मन्यन्ते । अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावो मिश्रणं तस्य कर्म व्यापारः, मिश्रणव्यापाराद् वृष्टिः क्रिया सम्पद्यते तत्रोपमा लक्ष्येण युद्धवर्णा युद्धवर्णनप्रकाराः—युद्धप्रसङ्गा भवन्ति ॥

এরূপ হওয়া ইন্দ্র বৃত্রের যে যুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, তা উপমামাত্র।" অর্থাৎ এখানে যাস্কাচার্য "**উপমা**" শব্দটির মাধ্যমে ঐতিহাসিক মত খণ্ডন করে বললেন, মেঘস্থ জল (বৃত্র) ও বিদ্যুতের (ইন্দ্রের) মিলনক্রিয়াকেই বেদে উপমা হিসেবে ইন্দ্র বৃত্রের যুদ্ধ বলা হয়েছে, এটি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা নয়।

এবার আসি মূল প্রসঙ্গে। নিরুক্তের ৭ম অধ্যায় থেকে দৈবতকাণ্ড শুরু। অর্থাৎ এই ৭ম অধ্যায় থেকে বেদোক্ত দেবতাদের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এজন্য আমাদের প্রথমে বেদ মন্ত্রের দেবতা কাকে বলে সেটি দেখে নিতে হবে।

নিরুক্তের ৭।১ এ বলা হচ্ছে,

"যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্স্তুতিং প্রযুক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি।

= কামনাকারী ঋষিগণ যে দেবতায় পদার্থের বল, কর্ম চেয়ে স্তুতি প্রযুক্ত করেন, সেই মন্ত্র সেই দেবতারই হয়।"

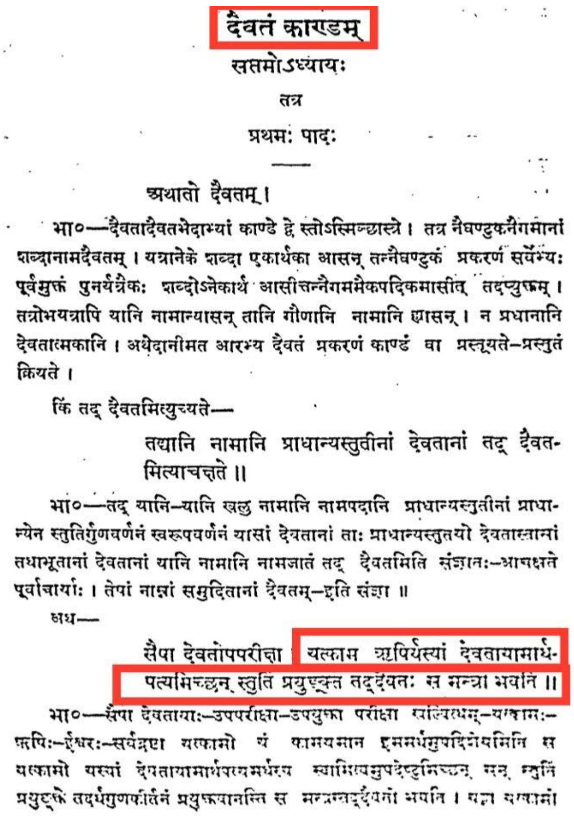

दैवतं काण्डम्

सप्तमोऽध्यायः

तत्र

प्रथमः पादः

अथातो दैवतम्।

भा०—दैवतादैवतभेदाभ्यां काण्डे द्वे स्तोऽस्मिञ्छास्त्रे। तत्र नैघण्टुकनैगमानां शब्दानामदैवतम्। यत्रानेके शब्दा एकार्थका आसन् तन्नैघण्टुकं प्रकरणं सर्वेभ्यः पूर्वमुक्तं पुनर्यत्रैकः शब्दोऽनेकार्थ आसीत्तन्नैगममैकपदिकमासीत् तदप्युक्तम्। तत्रोभयत्रापि यानि नामान्यासन् तानि गौणानि नामानि आसन्। न प्रधानानि देवतात्मकानि। अथेदानीमत आरभ्य दैवतं प्रकरणं काण्डं वा प्रस्तूयते–प्रस्तुतं क्रियते।

किं तद् दैवतमित्युच्यते—

तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद् दैवतमित्याचक्षते॥

भा०—तद् यानि–यानि खलु नामानि नामपदानि प्राधान्यस्तुतीनां प्राधान्येन स्तुतिर्गुणवर्णनं स्वरूपवर्णनं यासां देवतानां ताः प्राधान्यस्तुतयो देवतास्तासां तथाभूतानां देवतानां यानि नामानि नामजातं तद् दैवतमिति संज्ञानः–आचक्षते पूर्वाचार्याः। तेषां नाम्नां समुदितानां दैवतम्–इति संज्ञा॥

अथ—

सैषा देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति॥

भा०—सैषा देवतायाः–उपपरीक्षा–उपयुक्ता परीक्षा [illegible]–यत्कामः–ऋषिः–ईश्वरः–सर्वद्रष्टा यत्कामो यं कामयमान इममर्थमुपदिशेयमिति स यत्कामो यस्यां देवतायामार्थपत्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेष्टुमिच्छन् सन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तदर्थगुणकीर्तनं प्रयुक्तवानस्ति स मन्त्रस्तद्दैवतो भवति। [illegible]

অর্থাৎ *মন্ত্রসমূহ যে পদার্থ বা দেবতার উপর প্রযুক্ত হয়ে স্তুত (আলোচিত) হয়, সেই পদার্থই/দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা হন।*

এই দেবতা সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে যাস্কাচার্য **নিরুক্ত ৭।৬** এর প্রথমে একটি আলোচ্য বিষয় ঠিক করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, **"অথাকারচিন্তনং দেবতানাম্।** = ***এখন দেবতাদের আকার চিন্তা বিষয়ে বলা হচ্ছে।"***

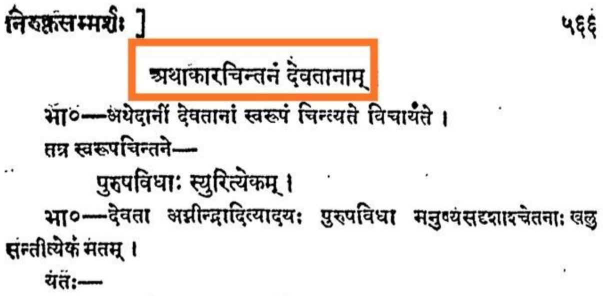
निरुक्तसम्मर्शः] ५६६

अथाकारचिन्तनं देवतानाम्

भा०—अथेदानीं देवतानां स्वरूपं चिन्त्यते विचार्यते ।

तत्र स्वरूपचिन्तने—

पुरुषविधाः स्युरित्येकम् ।

भा०—देवता अग्नीन्द्रादित्यादयः पुरुषविधा मनुष्यसदृशाश्चेतनाः खलु सन्तीत्येकं मतम् ।

यतः—

এটি বলে তিনি একটি পূর্বপক্ষ স্থাপন করে বলছেন,

"পুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যেকম্। চেতনাবদবদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি। তথাভিধানানি। অথাপি পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে।

= দেবতারা পুরুষের (মানুষের) মতো শরীরধারী, এটি একটি মত। (এই মতের স্বপক্ষে পূর্বপক্ষের যুক্তি দিয়ে বলছেন) যেহেতু মন্ত্রে দেবতাদের স্তুতি চেতনাবানের মতো করে করা হয়েছে। দেবতাদের পরস্পর কথোপকথন রয়েছে। আরও যুক্তি হচ্ছে, দেবতারা মানুষের মতো অঙ্গ দ্বারা স্তুত হন।"

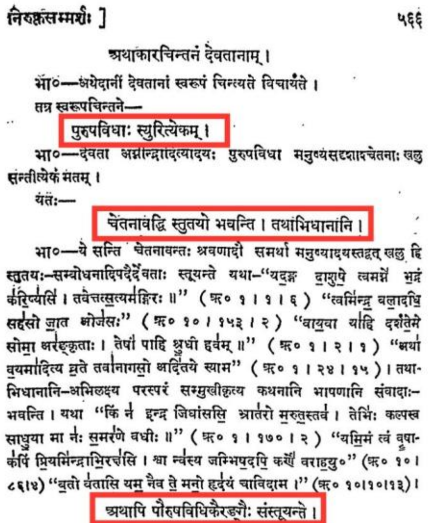
निरुक्तसम्मर्शः] ५६६

अथाकारचिन्तनं देवतानाम् ।

भा०—अथेदानीं देवतानां स्वरूपं चिन्त्यते विचार्यते ।

तत्र स्वरूपचिन्तने—

पुरुषविधाः स्युरित्येकम् ।

भा०—देवता अग्नीन्द्रादित्यादयः पुरुषविधा मनुष्यसदृशाश्चेतनाः खलु सन्तीत्येकं मतम् ।

यतः—

चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति । तथाभिधानानि ।

भा०—ये सन्ति चेतनावन्तः श्रवणादौ समर्था मनुष्यादयस्तद्वत् खलु हि स्तुतयः—सम्बोधनादिपदैर्देवताः स्तूयन्ते यथा—"यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः ॥" (ऋ० १ । १ । ६) "त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः" (ऋ० १० । १५३ । २) "वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि श्रुधी हवम् ॥" (ऋ० १ । २ । १) "अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम" (ऋ० १ । २४ । १५) । तथाभिधानानि—अभिलक्ष्य परस्परं सम्मुखीकृत्य कथनानि भाषणानि संवादाः—भवन्ति । यथा "किं न इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव । तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधीः ॥" (ऋ० १ । १७० । २) "यमिमं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । श्वा न्वस्य जम्भिषदपि कर्णे वराहयुः०" (ऋ० १० । ८६।४) "बतो बतासि यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम ।" (ऋ० १०।१०।१३)।

अथापि पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्ते ।

এই তিনটি যুক্তি দেওয়ার পর পূর্বপক্ষ বেদমন্ত্রের মাধ্যমে প্রমাণ দিচ্ছেন,

"ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ [ঋক- ৬।৪৭।৮]। যৎ সংগৃভণা মঘবন্ কাশিরিত্তে [ঋক- ৩।৩০।৫]।"

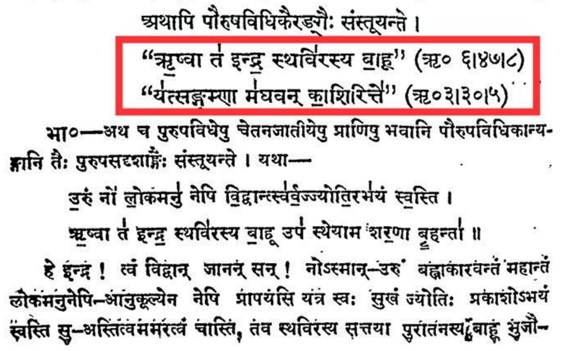
अथापि पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्ते ।

"ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू" (ऋ० ६।४७।८)
"यत्सङ्गृभ्णा मघवन् काशिरित्ते" (ऋ०३।३०।५)

भा०—अथ च पुरुषविधेषु चेतनजातीयेषु प्राणिषु भवानि पौरुषविधिकान्यङ्गानि तैः पुरुषसदृशाङ्गैः संस्तूयन्ते । यथा—

उरुं नो लोकमनु नेषि विद्वान्त्स्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति ।
ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥

हे इन्द्र ! त्वं विद्वान् जानन् सन् ! नोऽस्मान्—उरु बह्वाकारवन्तं महान्तं लोकमनुनेषि—आनुकूल्येन नेषि प्रापयसि यत्र स्वः सुखं ज्योतिः प्रकाशोऽभयं स्वस्ति सु—अस्तित्वममरत्वं चास्ति, तव स्थविरस्य सत्तया पुरातनस्य बाहू भुजौ—

পূর্বপক্ষ আরও প্রমাণ দিতে গিয়ে বলছেন,

"অথাপি পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈঃ।

= আরও যেখা যায়, মানুষেরা যেমন বিবিধ দ্রব্যসংযোগ দ্বারা বিশিষ্ট হয়, দেবতারাও তেমনি। (যেমন-)" "আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহি [ঋক- ২।১৮।৪]। কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহতে [ঋক- ৩।৫৩।৬]।"

"অথাপি পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিঃ।

= আরও দেখা যায়, দেবতারা মানুষের মতো কর্ম করেন। (যেমন-)" "অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য [ঋক- ১০।১১৬।৭]। আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্ [ঋক- ১।১০।৬]।।"

५६७ [अ० ७ । पा० २ । खं० ६

ऋष्वौ महान्तौ "ऋष्वो महन्नाम" (निघं० ३ । ३) शरणौ शरण्यावाश्रयणीयौ बृहन्तौ–उद्यमशीलौ च स्तः ।

'यत्सङ्गृभ्णा मघवन् काशिरित्ते' काशिर्मुष्टिः, मुष्टिमान्–इन्द्र इति मुष्टिरङ्गम् । मन्त्रस्तु व्याख्यातः (निरु० अ० ६ पा० १ खं० १) ॥

अथापि पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैः ।
"आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि" (ऋ० २।१८।४)
"कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते" (ऋ० ३।५३।६)

भा०—अथ च पुरुषप्रकारकैर्वस्तुसम्बन्धैः संस्तूयन्ते । यथा—

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुर्भिरा षड्भिर्हूयमानः ।
अष्टाभिर्दशभिः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृधस्कः ॥

हे सुमख शोभनयज्ञवन्–इन्द्र ! त्वमस्माभिराहूयमानः सोमपेयं सोमः पेयो यस्मिन् तत्स्थानं यज्ञं यतः सोमः सुतस्तं द्वाभ्यां हरिभ्यामश्वाभ्यामायाहि, चतुर्भिः, षड्भिः, अष्टाभिः, दशभिः । त्वमस्माभिः सह मृधः संग्रामान् न कुरु ।

अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते ।
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत् ॥

हे इन्द्र ! त्वं सोममपाः सोमं पीतवान्, अतस्त्वं यज्ञस्थानादस्तं गृहं प्रगच्छ तव गृहे कल्याणी पत्नी सुरणं सुरमणसाधनं पर्यङ्कादिकं यत्र गृहे बृहतो महतो रथस्य निधानं निवेशस्थानं वाजिनोऽश्वस्य विमोचनं रथाद् विमुच्यन्तेऽश्वा विमुक्ता यत्र विश्राम्यन्ति तत् स्थानं दक्षिणावत् तेभ्योऽश्वेभ्यो चणकादिकं तेन युक्तमस्ति ॥

अथापि पौरुषविधिकैः कर्मभिः ।
"अद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य" (ऋ० १० । ११६ । ७)
"आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवम्" (ऋ० १ । १० । ९) ॥ ६ ॥

भा०—अथ च पुरुषविधसम्बद्धैः कर्मभिः संस्तूयन्ते देवताः । यथा—

इदं हविर्मघवन् तुभ्यं रातं प्रति सम्राळहृणानो गृभाय ।
तुभ्यं सुतो मघवन् तुभ्यं पक्वोऽद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य ॥

हे मघवन् सम्राट्–धनवन्–इन्द्र ! तुभ्यमिदं हविर्हव्यमदनीयं वस्तु रातं दत्तं रक्षितमस्ति त्वमहृणानोऽक्रुध्यन् प्रतिगृभाय–प्रतिगृहाण, अथ च

অর্থাৎ ১ম পূর্বপক্ষ দেবতাদের মানবের ন্যায় প্রমাণ করার জন্য যে কয়েকটি যুক্তি তুলে ধরেছেন, সেগুলো হলো–

i. দেবতাদের চেতনের মতো স্তুতি করা হয়,
ii. বেদে দেবতাদের পারস্পারিক কথোপকথন দেখা যায়,
iii. দেবতারা অঙ্গ দ্বারা স্তুত,
iv. দেবতারা বিভিন্ন দ্রব্য বিশিষ্ট্য ও
v. দেবতাদের মানুষের ন্যায় কর্ম করতে দেখা যায়।

এবার উপর্যুক্ত ১ম পূর্বপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য যাস্কাচার্য নিরুক্তের ৭।৭ এ আরেকটি পূর্বপক্ষ স্থাপন করে বলছেন,

"অপুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যপরম্।

= দেবতারা মানুষের মতো নয়, এটি আরেকটি মত।"

अपुरुषविधाः । स्युरित्यपरम् । अपि तु यद् दृश्यतेऽपुरुष-
विधं तद्यथाऽग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति ।

भा—देवताः सन्त्यपुरुषविधा न पुरुषसदृशाः, अपि तु दूरगमनस्य नावश्यकताऽदृश्यदेवतानां पुरुषविधत्वं कल्प्येत यदि दृष्टदेवतानां पुरुषविधत्वं प्रत्यक्षं दृश्येत न च दृश्यते यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं प्रत्यक्षदेवतावृन्दम् । तद्यथा—अग्निः, वायुः, आदित्यः, पृथिवी, चन्द्रमाः । एता देवताः प्रत्यक्षं दृश्यन्तेऽपुरुषविधाः, न ह्यासां हस्तादीन्यङ्गानि सन्ति नासामश्वरथादयो दृश्यन्ते न च पुरुषविधकर्माण्याचरन्ति । तस्माद् देवता न पुरुषविधाः । देवता न पुरुषविधाः, तासां दृश्यमानत्वरूपमवलम्ब्यापुरुषविधा देवता इति पक्षस्य स्थापनम् । अथाग्रे पुरुषविधत्वस्य युक्तयो निराक्रियन्ते ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দেবতারা যদি মানুষের মতো না হয়, তবে দেবতারা কেমন? এর উত্তরে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ বলছে,

"অপি তু যদ্ দৃশ্যতেঽপুরুষবিধং তদ্ যথাগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ পৃথিবী চন্দ্রমা ইতি।

= অধিকন্তু দেবতাদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা অপুরুষবিধ। যেমন- অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, পৃথিবী, চন্দ্রমা।"

अपुरुषविधाः। स्युरित्यपरम् अपि तु यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं तद्यथाऽग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति।

भा—देवताः सन्त्यपुरुषविधा न पुरुषसदृशाः, अपि तु दूरगमनस्य नावश्यकताऽदृश्यदेवतानां पुरुषविधत्वं कल्प्येत यदि दृष्टदेवतानां पुरुषविधत्वं प्रत्यक्षं दृश्येत न च दृश्यते यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं प्रत्यक्षदेवतावृन्दम्। तद्यथा—अग्निः, वायुः, आदित्यः, पृथिवी, चन्द्रमाः। एता देवताः प्रत्यक्षं दृश्यन्तेऽपुरुषविधाः, न ह्यासां हस्तादीन्यङ्गानि सन्ति नासामश्वरथादयो दृश्यन्ते न च पुरुषविधकर्माण्याचरन्ति। तस्माद् देवता न पुरुषविधाः। देवता न पुरुषविधाः, तासां दृश्यमानस्वरूपमवलम्ब्यापुरुषविधा देवता इति पक्षस्य स्थापनम्। अथाग्रे पुरुषविधत्वस्य युक्तयो निराक्रियन्ते।

অর্থাৎ দ্বিতীয় পূর্বপক্ষের মতে এই দেবতারা জড় বস্তু।

এরপর ১ম পূর্বপক্ষের ১ম যুক্তি তুলে ধরে তা খণ্ডন করে বলছেন,

"যথো এতচ্চেতনাবদ্ বদ্ধিস্তুতয়ো ভবন্তীত্যচেতনান্যপেব্যং স্তূয়ন্তে যথাক্ষপ্রভৃতীন্যোষধিপর্যন্তানি।

= পূর্বপক্ষ যে বলে দেবতাদের চেতনের মতো করে স্তুতি করা হয়েছে জন্য দেবতা মানুষের ন্যায় চেতন, তা ঠিক নয়। কেননা 'অক্ষ' থেকে শুরু করে 'ওষুধী' পর্যন্ত জড় বস্তুর স্তুতি (আলোচনা) বেদে পাওয়া যায়।"

तासां दृश्यमानस्वरूपमवलम्ब्यापुरुषविधा देवता इति पक्षस्य स्थापनम् ।
अथाग्रे पुरुषविधत्वस्य युक्तयो निराक्रियन्ते ।

यथो एतच्चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्तीत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाक्षप्रभृतीन्योषधिपर्यन्तानि

भा०—अथ खलु देवतानां चेतनावत् स्तुतयो भवन्ति तेन देवताश्चेतनावत्यः पुरुषविधाः सन्तीति यदुक्तं तत्र—अचेतनानि वस्तून्यपि चेतनावत् स्तूयन्ते, यथा 'अक्षः' इत्यारभ्य 'ओषधिः' पर्यन्तानि (निरु० अ० ९ । ख० ७–२७ । शब्दाः ४–२२) "वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः" (निरु० अ० ९ । ख० १२ । शब्दः ७) इति रथस्तुतिः ॥

এরপর দ্বিতীয় পক্ষ আবারও ১ম পক্ষের অপর যুক্তি খণ্ডন করে বলছেন,

"যথো এতৎপৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তইত্যচেতনেষপ্যেতদ্ ভবত্যভিক্রন্দতি হরিতেভিরাসভিঃ ইতি গ্রাবস্তুতিঃ।

= মানুষের ন্যায় অঙ্গযুক্ত দেবতার স্তুতি করা হয় জন্য পূর্বপক্ষ যে দেবতাদের মানুষের ন্যায় বলেছে, তাও ঠিক নয়। কারণ জড় পদার্থের ক্ষেত্রেও এরূপ দেখা যায়। যেমন- 'অভিক্রন্দতি হরিতেভিরাসভিঃ' [ঋক- ১০।৯৪।২], এই মন্ত্রে পাথরের স্তুতি।"

यथो एतत्पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्त इत्यचेतनेष्वप्येतद् भवति । "अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः" (ऋ० १०।९४।२) इति ग्रावस्तुतिः ।

५६६ [अ० ७। पा० २। खं० ७

भा—यथा ह्येतदुक्तं पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्ते, इत्येव तु न, अचेतनेष्वपि तथा स्तुतयः सन्ति, यथा ग्रावस्तुतौ—

एते वदन्ति शतवत्सहस्रवदभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः ।
विष्ट्वी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत ॥

एते ग्रावाणः शिलाखण्डाः सोमपेषणपाषाणाः सोमं पिबन्तः शतजना इव

এরপর আরও একটি যুক্তি খণ্ডন করে বলছেন,

"যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈরিত্যতদপি তাদৃশমেব সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনম্ ইতি নদীস্তুতিঃ।

= পূর্বপক্ষ যে বলেছে, দেবতাদের মানুষের মতো দ্রব্যসংযোজিত হতে দেখা যায়, ফলে দেবতারা মানুষের ন্যায়, এটিও ঠিক নয়। কারণ এগুলো রূপকমাত্র। যেমন- 'সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনম্' [ঋক- ১০।৭৫।৯৫] মন্ত্রে এভাবে (দ্রব্যসংযোগে রূপক) নদীর স্তুতি করা হয়েছে।"

यथो एतत्पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैरित्येतदपि तादृशमेव।
"सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्" (ऋ० १०।७५।९)
इति नदीस्तुतिः।

भा०—यथा चतदुक्तं पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैः स्तूयन्ते—इत्येतदपि तादृशमेव—यदचेतनेषु खल्वपि तथा द्रव्यसंयोगैः स्तुतयो दृश्यते। यथा—

सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ।
महान् ह्यस्य महिमा पनस्यतेऽदब्धस्य स्वयशसो विरप्शिनः॥

सिन्धुर्नदीविशेषो नदः सुखं सुखप्रदमश्विनमश्ववन्तं रथं युनक्ति तेन रथेन वाजमन्नं सनिषत् प्रयच्छति—आजौ—अन्नप्रदानस्पर्द्धायाम्। अस्यादब्धस्यादम्यस्यानपरोधनीयस्य स्वाधारयशस्विनो विरप्शिनो महतो महान् महिमा पनस्यते स्तूयते। रथादिद्रव्यैर्नदीस्तुतिः॥

এরপর দ্বিতীয় পক্ষ আরও যুক্তি খণ্ডনের জন্য বলছেন,

"যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিরিত্যেতদপি তাদৃশমেব হোতুশ্চিৎ পূর্বে হবিরদ্যমাশত ইতি গ্রাবস্তুতিরেব।

= দেবতারা পুরুষবিধ দাবিকারীগণ বলেছিলেন, মানুষের মতো কর্ম করতে দেখা যাওয়ার কারণে দেবতারা পুরুষের ন্যায়। তাদের এই মতও ঠিক নয়। কারণ এটিও রূপকমাত্র। যেমন- 'হোতুশ্চিৎ পূর্বে হবিরদ্যমাশত' [ঋক- ১০।৯৪।২] মন্ত্রে এভাবে পাথরের স্তুতি করা হয়েছে।"

स्तूयते । रथादिद्रव्यैर्नदीस्तुतिः ॥

यथो एतत्पौरुषविधिकैः कर्मभिरित्येतदपि तादृशमेव ।
"होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत" (ऋ १०।९४।२)
इति ग्रावस्तुतिरेव

भा०—यथा चैतदुक्तं पौरुषविधिकैः कर्मभिः—इत्येतदप्यचेतनेषु कर्मभिः स्तुतयः सन्ति । व्याख्यातो मन्त्रोऽङ्गसंयोगेऽस्मिन्नेव खण्डे, अत्र ग्रावभिरचेतन-अदनीयस्याद्यानं भक्षणं वर्ण्यते । इति हविरदनेन ग्रावस्तुतिः ॥

७२

এভাবে উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে ২য় পক্ষ অর্থাৎ অপুরুষবিধ পক্ষ ১ম পূর্বপক্ষ অর্থাৎ দেবতা পুরুষবিধ এই মতবাদীদের খণ্ডন করলেন।

এরপর নিরুক্তের এই খণ্ডেই যাস্কাচার্য ৩য় একটি পূর্বপক্ষ স্থাপন করেছেন। এই পক্ষটি বর্তমান সনাতন সমাজের কিছু সংগঠনের মতো, যারা প্রমাণ ও যুক্তির ধার না ধেরে উভয়দিক রক্ষা করে লাভবান হতে চায়। এই ৩য় পক্ষটিও তেমন।

এই পূর্বপক্ষ বলছেন,

"অপি বোভয়বিধাঃ স্যুঃ।

= দেবতারা উভয় প্রকার হতে পারেন।"

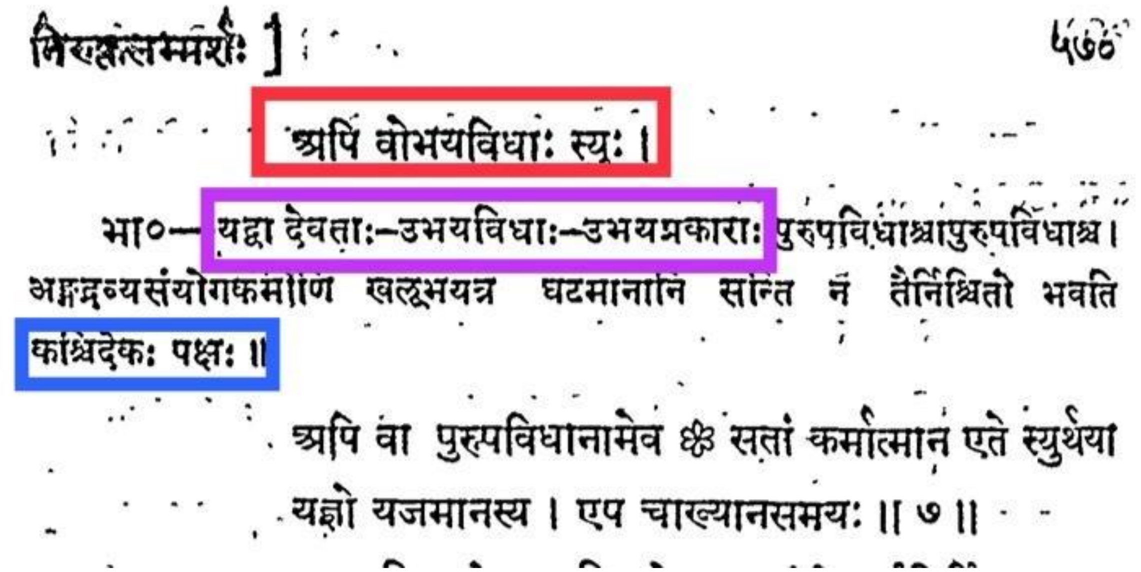

निरुक्तालम्मर्शः] ५७७

अपि वोभयविधाः स्युः ।

भा०— यद्वा देवताः—उभयविधाः—उभयप्रकाराः पुरुषविधाश्चापुरुषविधाश्च। अङ्गद्रव्यसंयोगकर्माणि खलूभयत्र घटमानानि सन्ति न तैर्निश्चितो भवति कश्चिदेकः पक्षः ॥

अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्य । एष चाख्यानसमयः ॥ ७ ॥

উপর্যুক্ত সকল মত ও যুক্তিকে বিশ্লেষণ করে এবার সিদ্ধান্তরূপ চতুর্থপক্ষ স্থাপন করছেন। এই চতুর্থপক্ষকে সিদ্ধান্ত বলার কারণ একটুপর ব্যাখ্যা করা হবে। তার আগে এই পক্ষের বক্তব্য দেখে নেওয়া যাক। তিনি বলছেন,

"অপি বা পুরুষবিধিনামেব সতাং কর্মাত্মান এতে স্যূর্যথা যজ্ঞো যজমানস্য। এষ চাখ্যানসময়ঃ।।

= *অথবা পুরুষবিধ হতে থেকে কর্মই শরীর হয়। যেমন- যজ্ঞ যজমানের কর্মশরীর। এটিই সিদ্ধান্ত।।"*

अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्य । एष चाख्यानसमयः ॥ ७ ॥

भा०—अथवा पुरुषविधा देवाः सन्ति येऽङ्गद्रव्यसंयोगकर्मभिर्नित्यसम्बद्धाः साधिताः । ये चान्ये ग्रावप्रभृतयस्तेऽङ्गद्रव्यसंयोगकर्मभिर्न नित्यसम्बद्धाः स्वतन्त्राः सन्ति किन्तु सतां पुरुषविधानामेवान्ये येऽपुरुषविधाः पुरुषविधा प्रतीयन्ते ते कर्मात्मानः क्रियमाणरूपा अनुष्ठीयमानरूपाः कर्मकारकाः सन्ति, कर्तारस्तु पुरुषविधा ये खलूच्यन्ते ते हि सन्ति तेषामधीने ह्येषां तथाभूतालङ्कारिकी पुरुषविधताऽस्ति हि तेषां स्तुतिश्च । तस्मात्ते तेषामधीने पुरुषविधास्तेऽपि यथा, यज्ञो यजमानस्याधीने वर्तमानः स्तुत्यो भवति । यजमानः पुरुषस्तदधीने यज्ञस्य पुरुषविधत्वं कल्पयितुं युज्यते । पुनश्च निरुक्तस्य प्रारम्भे ह्याचार्येण यास्केनोक्तमासीद् यत् "मनुष्यवद्देवताभिधानम्" मनुष्या अधिक्रियन्ते यस्मिन् तथाभूतं देवतावर्णनं देवतागुणवर्णनं देवतानामङ्गद्रव्यसंयोगकर्मवर्णनमस्ति; तत्र देवतावर्णने—इन्द्रादिशब्दैः—राजादयो मनुष्याः पुरुषा अपि लक्ष्यन्ते, तस्मात्—इन्द्रादिभिर्देवैः पुरुषविधैर्भवितव्यमेव । अतो देवाः पुरुषविधाः सन्ति । एष चान्तिमः—आख्यानसमयः, न हि प्रत्याख्यानसमयः, प्रत्याख्यानं निराकरणं खण्डनम्, आख्यानं मण्डनमनिराकरणीयम् । तस्याख्यानस्य मण्डनस्य समयः सिद्धान्तः । यद्वा—आख्यानं मण्डनमेव समयः—आख्यानसमयः—मण्डनसिद्धान्तः, समयः समयनं सङ्गमनं साङ्गत्यं सामञ्जस्यम् । आख्यानं व्याख्यानं वा प्रश्नस्योत्तरे प्रयुज्यते, यथा 'अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः" (अष्टा० ८ । २ । १०५) "अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्......" (वेदान्त० १ । ४ । १८) ।

इति सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ।

এখানে মনোযোগ দেওয়ার বিষয় হচ্ছে, সিদ্ধান্তরূপে যাস্কাচার্য দেবতাদের পুরুষবিধ মানলেও তিনি কর্ম শরীরের মাধ্যমে পুরুষবিধ মেনেছেন, পার্থিব শরীরে নয়। এই কর্ম শরীরের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া যায় তাঁর দেওয়া উদাহরণের মাধ্যমে। উদাহরণে তিনি যজ্ঞ ও যজমানের প্রসঙ্গ টেনেছেন। বেদে অনেক মন্ত্রে দেখা যায় মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন "যজ্ঞ"।

কিন্তু এই যজ্ঞ দেবতা কিভাবে পুরহষবিধ হবেন? এর উত্তর হচ্ছে, যেহেতু এই যজ্ঞ সম্পাদনকারী যজমানের মাধ্যমে যজ্ঞ কর্ম সম্পাদন হয়, তাই সেই যজমানই পুরুষবিধ দেবতা, যজ্ঞ নামধারী অদ্ভুত কোনো ব্যক্তিবিশেষ দেবতা নয়।

একইভাবে অগ্নি দ্বারা কোনো ছাগবাহন ব্যক্তিকে বুঝায় না, বরং অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বিদ্বানকে বুঝায়। আবার ইন্দ্র দ্বারা ঐরাবতবাহী কাউকে নয়, বরং ঐশ্বর্যবান রাজাকেও বুঝায়।

अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युर्यथा
यज्ञो यजमानस्य । एष चाख्यानसमयः ॥ ७ ॥

भा०—अथवा पुरुषविधा देवाः सन्ति येऽङ्गद्रव्यसंयोगकर्मभिर्नित्यसम्बद्धाः साधिताः । ये चान्ये ग्रावप्रभृतयस्तेऽङ्गद्रव्यसंयोगकर्मभिर्न नित्यसम्बद्धाः स्वतन्त्राः सन्ति किन्तु सतां पुरुषविधानामेवान्ये येऽपुरुषविधाः पुरुषविधा प्रतीयन्ते ते कर्मात्मानः क्रियमाणरूपा अनुष्ठीयमानरूपाः कर्मकारकाः सन्ति, कर्तारस्तु पुरुषविधा ये खलूच्यन्ते ते हि सन्ति तेषामधीने ह्येषां तथाभूतालङ्कारिकी पुरुषविधताऽस्ति हि तेषां स्तुतिश्च । तस्मात्ते तेषामधीने पुरुषविधास्तेऽपि यथा, यज्ञो यजमानस्याधीने वर्तमानः स्तुत्यो भवति । यजमानः पुरुषस्तदधीने यज्ञस्य पुरुषविधत्वं कल्पयितुं युज्यते । पुनश्च निरुक्तस्य प्रारम्भे ह्याचार्येण यास्केनोक्तमासीद् यत् "मनुष्यवद्देवताभिधानम्" मनुष्या अधिक्रियन्ते यस्मिन् तथाभूतं देवतावर्णनं देवतागुणवर्णनं देवतानामङ्गद्रव्यसंयोगकर्मवर्णनमस्ति; तत्र देवतावर्णने—इन्द्रादिशब्दैः—राजादयो मनुष्याः पुरुषा अपि लक्ष्यन्ते, तस्मात्—इन्द्रादिभिर्देवैः पुरुषविधैर्भवितव्यमेव । अतो देवाः पुरुषविधाः सन्ति । एष चान्तिमः—आख्यानसमयः, न हि प्रत्याख्यानसमयः, प्रत्याख्यानं निराकरणं खण्डनम्, आख्यानं मण्डनमनिराकरणीयम् । तस्याख्यानस्य मण्डनस्य समयः सिद्धान्तः । यद्वा—आख्यानं मण्डनमेव समयः—आख्यानसमयः—मण्डनसिद्धान्तः, समयः समयनं सङ्गमनं साङ्गत्यं सामञ्जस्यम् । आख्यानं व्याख्यानं वा प्रश्नस्योत्तरे प्रयुज्यते, यथा 'अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः" (अष्टा० ८ । २ । १०५) "अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्…" (वेदान्त० १ । ४ । १८) ॥

इति सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ।

আর এটি যে সিদ্ধান্ত, তার পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে "এষ চাখ্যানসময়ঃ" বাক্যের "আখ্যান" শব্দটি। পাণিনিকৃত **অষ্টাধ্যায়ীর ৮।২।১০৫** এর "***অনন্ত্যস্যাপি প্রশ্নাখ্যানয়োঃ।***" সূত্র অনুসারে ***"আখ্যান" শব্দটি "প্রশ্নের উত্তর" বাচক।***

अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः ॥८।२।१०५॥

अनन्त्यस्य ६।१॥ अपि अ० ॥ प्रश्नाख्यानयोः ७।२॥ स०—न अन्त्यमनन्त्यम्, तस्य''नञ्तत्पुरुषः । प्रश्नश्च आख्यानञ्च प्रश्नाख्याने तयोः''इतरेतरद्वन्द्वः ॥ अनु०—स्वरितम्, वाक्यस्य टेः प्लुतः, पदस्य । अर्थः—वाक्यस्य अनन्त्यस्यापि अन्त्यस्यापि पदस्य टेः स्वरितः प्लुतो भवति प्रश्ने आख्याने च ॥ उदा०—प्रश्ने–अगमं ३: पूर्वां ३ न् ग्रामां ३ न् अग्निभूता ३ इ, पटा ३ उ । आख्याने—अगमं ३ म् पूर्वां ३ न् ग्रामां ३ न् भोः ३ ॥

भाषार्थः—वाक्यस्थ [अ[illegible]] [illegible] ग्रहण से अन्त्य पद की टि को [अपि] भी [प्रश्नाख्यानयोः] प्रश्न एवं आख्यान होने पर स्वरित प्लुत होता है ॥ 'पदस्य' एवं 'वाक्यस्य' दोनों का अधिकार होने से वाक्यान्त पद को ही स्वरित प्लुत की प्राप्ति थी, अनन्त्यस्य ग्रहण से वाक्यस्थ सभी पदों को स्वरित प्लुत हो गया ॥ प्रश्न वाक्य के अन्तिम पद की टि को पक्ष में अनुदात्त प्लुत भी अनुदात्तं प्रश्नान्ता (८।२।१००) से जैसे होता है, वह उसी सूत्र में देखें ॥ आख्या

पादः]   अष्टमोऽध्यायः   ६४३

कथन उत्तर को कहते हैं । सो 'अगमं ३ म्''का अर्थ होगा 'हाँ मैं पूर्व के ग्रामों में गया था' । पहले वाक्य में पूछे गये वाक्य का यह उत्तर है ॥

পরিশেষে, এরপরও যদি মনে করেন বেদ মন্ত্রের দেবতাগণ অদ্ভুত আকারে (যেমন চার হাত, দুই মাথা বিশিষ্ট) কোনো ব্যক্তি বিশেষ, তাহলে আপনাদের সামনে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই।

আপনাদের কি মনে হয়, বেদে ইন্দ্র বলতে সেই ঐরাবত নামক হাতি সওয়ার একজনকে নির্দেশ করছে, যে নিজের গুরুর গুরুর পত্নীর সাথে অপকর্ম করেছিলে এবং এরফল স্বরূপ নিজের অণ্ডকোষ হারাতে হয়েছিলো! পরে অবশ্য মেষের অণ্ডকোষ তার অণ্ডকোষের জায়গায় লাগানো হয়েছিলো।

[দ্রষ্টব্য- স্কন্দ পুরাণ নাগর খণ্ড অধ্যায় ২০৭-২০৮,

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নরাধিপ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি সর্ব্বপাতকনাশন বালমণ্ডন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে একমাত্র বালমণ্ডনে স্নান করিলে সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। আনর্ত্ত বলিলেন,—কি জন্য শক্র ধরাতলে পঞ্চরাত্র বাস করিবেন? অন্যান্য দেবগণের ন্যায় কি হেতু তিনি আরও অধিক দিন বাস করিবেন না? বর্ষান্তে কোন্ মাসে কয়দিনের জন্য ধরাতলে আগমন করিবেন? আপনি এই সকল আমায় বলুন? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নরাধিপ! তিনি যে জন্য, পঞ্চরাত্রের অধিক ধরাতলে বাস করিবেন না, আমি তাহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে জয়ৎসেন দেবরাজ ছিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যের স্বামী এবং দানবদর্পহা ছিলেন।১—৬। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে পূজা লাভ করিতেন। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে একদা গৌতমের ভার্য্যা জগদ্বিলক্ষণা পরম রূপবতী অহল্যাকে দেখিয়া শক্র কামদেবের বশীভূত

হন এবং তাঁহাকে কামনা করেন। হে রাজন্! মহাত্মা গৌতম সমিৎ-কুশ ও ফল-মূল আহরণের নিমিত্ত আশ্রম হইতে নির্গত হইলে ঐ পাপ শক্র নিত্য নিত্য স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া কাম ভজনা করিত। অনন্তর দেবর্ষি নারদ একদিন মহাত্মা গৌতমকে অহল্যা-বিষয়ক শক্রচেষ্টিত বিজ্ঞাপন করিলেন। দেবর্ষিবাক্য শ্রবণ করিয়া গৌতম গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়াই তিনি দেবেন্দ্রকে পত্নীর সহিত সঙ্গত দেখিলেন। দেবেন্দ্রও তখন মুনিকে দর্শন করিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি ভয়ে বিবস্ত্র অবস্থাতেই আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। হে রাজন্! এই সময় ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়া অহল্যা স্বামীকে আগত দেখিয়া ভীত-ত্রস্ত হইয়া অধোমুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন। গৌতম ভার্য্যার সেই বিচেষ্টিত সম্যক্ অবলোকন করিয়া কোপসংরক্তলোচনে ইন্দ্রকে শাপ দিলেন,—রে পাপকর্ম্মন্! যে হেতু তুই ঈদৃশ অহিতাচরণ করিয়া আমার সাধ্বী পত্নীকে দূষিত করিলি, অতএব বৃষণ-রহিত হ; তোর মুখে সহস্র ভগ হোক; আর যদি তুই পূজা নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিস্, তাহা হইলে তোর মস্তক শতধা ভিন্ন হইবে। ইহাতে তুই ত্রৈলোক্যে বিপ্লব প্রাপ্ত হইবি।

স্কন্দ পুরাণ আবন্ত্য খণ্ড অধ্যায় ১৩৬,

মহাভাগা তাপসী অহল্যা এই তীর্থে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুনি গৌতম যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অপর মূর্ত্তি। তিনি সত্যধর্ম্মসমাযুক্ত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমে নিরত হন। তাঁহার পত্নী বিখ্যাতা মহাভাগা অহল্যা। অহল্যা রূপযৌবনযুক্তা ও ত্রিলোকপূজিতা। বল-সূদন দেবরাজ শতক্রতু অহল্যার সাতিশয় রূপ-দর্শনে মোহিত হইয়া ইহাঁকে প্রলোভিত করেন; বলেন,—বরারোহে! আমি সুররাজ, আমাকে ভজনা কর। হে অনিন্দিতে! ত্রিলোকপূজিতা হইয়া যথাসুখে আমার সহিত ক্রীড়া কর। শৌচাচাররুক্ষ বিপ্রের নিকট থাকিয়া কি করিবে? হে সুলোচনে! তপঃস্বাধ্যায়শীল দ্বিজের সেবা করিয়া তুমি অত্যন্ত ক্লিষ্টাই হইতেছ। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে গৌতম-পত্নী বরারোহা অহল্যা স্ত্রীস্বভাববশত অতি চঞ্চলা হইলেন, তিনি কামকলুষিতা হইয়া মনে মনে শক্রকে চিন্তা করিলেন। পাকশাসন শক্রও অহল্যার সেইরূপ কামভাব বিদিত হইয়া তুষ্টভাবে বিভোর হইলেন ও গৌতমকে বঞ্চিত করিলেন। একদা তিনি, গৌতম আশ্রমে নাই, জানিতে পারিয়া সেই গৌতমের বেশ ধারণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, মন্দির মধ্যে বিশ্বস্তভাবে অবস্থিতা অহ-ল্যার সহিত সঙ্গত হইলেন। ইতিমধ্যে মুনি-

সত্তম গৌতম সহসা ত্বরান্বিত হইয়া গৃহে আগমন করিলেন। গৌতমকে গৃহাগত দেখিয়া পুরন্দর তখন ভীতভীত হৃদয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। গৌতম তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন,—ইনি ইন্দ্র। অনন্তর মুনি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া দেবরাজকে অভিশাপ দিলেন। কহিলেন,—তুমি অজিতেন্দ্রিয়, অতএব বহুভগযুক্ত হও।১—১২। হে ভারত! মুনিমুখে এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র দেবরাজের দেহ সদ্যই সহস্রভগবেষ্টিত হইল। তিনি তখন তাদৃগবস্থাপন্ন, শ্রীহীন হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরগণ সহ মহীতলে আগমন করিয়া বিপুল তপস্যা করিতে লাগিলেন। গৌতম শক্রকে অভিশপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি অহল্যাকেও শাপ দিলেন। বলিলেন,—তুই দুশ্চারিণী, তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া শক্রের সহিত রমণ করিয়াছিস্, অতএব তুই পাষাণময়ী হইবি। আজ হইতে সহস্র

লিঙ্গ পুরাণ পূর্ব্ব ভাগ ২৯.২৭,

পতিত হইতে লাগিল। ক্ষয়বিকৃতি-রহিত ভগবান্ মহাদেব সেই রমণীগণের আচরণ ও বাক্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়া শুভাশুভ কিছুই বলিলেন না। ব্রহ্মর্ষিগণ তাদৃশাবস্থাপন্ন নারীগণ ও বিকৃতাকার শঙ্করকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যোদয়ে আকাশস্থ তারকারাশির ন্যায় শঙ্করের আগমনে তাঁহাদের তপস্যা দূরীভূত হইল। কথিত আছে, মহাত্মা ব্রহ্মার বহুমঙ্গলাকর যজ্ঞ ঋষিশাপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভৃগুমুনির অভিসম্পাতে মহাবীর্য্যশালী বিষ্ণুও দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া চিরদুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পূর্ব্বকালে গৌতম মুনির ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রেরও লিঙ্গ ছিন্ন ও ভূতলে পতিত হইয়াছিল। ঋষিদিগের অভিসম্পাতে বসুদিগের মনুষ্যযোনি ও নহুষরাজের সর্পত্ব প্রাপ্তির বিষয়ও কথিত আছে। ১৯—২৮। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা নারায়ণাশ্রিত অমৃতাধার ক্ষীরোদ সমুদ্রকেও অপেয় করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ মুরারি মধুসূদন বারাণসী নগরীতে অবিমুক্তেশ্বর-নামক দেবদেব ত্র্যম্বকলিঙ্গ দুগ্ধাভিষিক্ত করত তাহার দেহাশ্লিষ্ট অমৃততুল্য দুগ্ধ লইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে, মুনিগণ ও ব্রহ্মা দ্বারা অভিষেক করত ক্ষীরোদ

বাল্মিকী রামায়ণ আদি পর্ব অধ্যায় ৪৮.২৭-২৮

গৌতমং সন্দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্ ॥ ২৩
দেবদানবদুর্দ্ধর্ষং তপোবলসমন্বিতম্ ।
তীর্থোদকপরিক্লিন্নং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ২৪
গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্ ।
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেশধরং মুনিঃ ।
দুর্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে ।
অকর্ত্তব্যমিদং যস্মাদ্বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৭
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা ।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ২৮
তথা দৃষ্ট্বা চ বৈ শক্রং ভার্য্যামপি চ শপ্তবান্ ।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি ॥ ২৯

অনন্তর তিনি পূর্ণমনোরথা হইয়া সুরশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, 'প্রভো সুরবর! আমি কৃতার্থা হইলাম। এখন শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর এবং সর্ব্বপ্রকারে আমার ও আপনার গৌরব রক্ষা কর।' মহেন্দ্রও হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন, 'সুশ্রোণি! আমি তোমার প্রতি অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি; যে স্থান হইতে আসিয়াছি, এই আমি সেই স্থানে চলিলাম', রাম! তখন মহেন্দ্র, এইরূপে অহল্যার সহিত সঙ্গম করিয়া গৌতমের ভয়ে ব্যস্তভাবে সত্বর সেই পর্ণশালা হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইয়াই সুরাসুরগণের দুরাধর্ষণীয় তপোবলসমন্বিত এবং অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী মুনিবর গৌতমকে, তীর্থোদকে স্নান করিয়া সমিৎ ও কুশ গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ভয় ও বিষণ্ণবদন হই-লেন। পরে সেই সদাচারী মুনি, দুর্বৃত্ত সহস্রাক্ষকে আত্মবেশধারী দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রে দুর্ম্মতে! যেহেতু তুই আমার রূপ ধারণ করিয়া এই অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিস্, অতএব তুই অণ্ড-কোষবিহীন হইবি।" ১৭—২৭। মহাত্মা গৌতম, ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ বলিলে, সহস্রাক্ষের অণ্ডদ্বয় তখনই পতিত হইল। মহর্ষি গৌতম, ইন্দ্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভার্য্যাকে এরূপ অভিশাপ দিলেন,—'দুষ্টে

বাল্মিকী রামায়ণ আদি পর্ব অধ্যায় ৪৯.৬-৮

[illegible]

অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।
মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রোয়াশু প্রযচ্ছত ॥ ৬
অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি।
ভবতাং হর্ষণার্থঞ্চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ।
অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং য়ূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্ ॥ ৭
অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবেশয়ন্ ॥ ৮
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
অফলান্ ভুঞ্জতে মেষান্ ফলৈস্তেষামযোজয়ন্ ॥ ৯
ইন্দ্রস্তু মেষবৃষণস্তদা প্রভৃতি রাঘব।
গৌতমস্য প্রভাবেণ তপসা চ মহাত্মনঃ ॥ ১০
তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমং পুণ্যকর্ম্মণঃ।
তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্ ॥ ১১
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ ॥ ১২
দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।

চারণগণের সহিত আমাকে সমুষ্ক করত সুরকার্য্য সাধন কর। ইন্দ্রবাক্যশ্রবণে পুরোগামী অগ্নিপ্রভৃতি, দেবগণ, মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেবগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন 'সম্প্রতি ইন্দ্র অণ্ডহীন হইয়াছেন; এই মেষের মুষ্ক আছে, তোমরা শীঘ্র ইহার মুষ্ক গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রের দেহে সংযোগ কর। তোমরা এই মেষকে মুষ্কহীন করিলে, এ তোমাদিগের সন্তোষ বিধান করিবে; পরন্তু যে সকল মানবেরা, তোমাদিগের সন্তোষ-সম্পাদনার্থ তোমাদিগকে তাদৃশ মেষ প্রদান করিবে, তোমরা তাহাদিগকে অক্ষয় উত্তম ফল প্রদান করিও।' ১—৭। কাকুৎস্থ! পিতৃদেবেরা অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই মেষের মুষ্কদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সহস্রাক্ষের দেহে সন্নিবেশ করিলেন। রঘুনন্দন! তাঁহারা মেষের মুষ্ক মহেন্দ্রে যোগ করিয়া তৎকালাবধি মিলিত হইয়া, মুষ্কহীন মেষসকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্রও মহাত্মা গৌতমের তপস্যাপ্রভাবে তৎকালাবধি মেষবৃষণ [illegible]]

বেদে ইতিহাস এবং নদী সূক্তে নদীর নামের প্রকৃত তাৎপর্য

বেদ বিষয়ে একটা প্রশ্ন সর্বদা আমাদের সামনে আসে , বেদে কি ইতিহাস রয়েছে ? বেদে অনেকেই শ্রীরাম , কৃষ্ণ , গণেশ থেকে শুরু করে ভৌগলিক পর্বত , নদী , স্থান রাজার রাজ্য আদির বর্ণনা মানেন ।
বেদ হলো এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার । এ এমন ই এক অশেষ ধনসম্পদের আকর যেখানে যা আছে তা তো পাওয়া যায় ই , যা নেই তাও পাওয়া যায় ।

কথাটির তাৎপর্য হলো এই যে বেদে বিজ্ঞান , সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি , ধর্মনীতি , মানবজীবনের সকল আচার আচরণ সমূহের গুরুত্বপূর্ণ কিছুর বর্ণনা তো পাওয়া যায়ই , পাশাপাশি বেদে বিভিন্ন মত- মতান্তরের ব্যক্তি নিজ নিজ মতের প্রবর্তক যেমন কেউ নবী মুহাম্মদকে খুঁজে পায় , কেউ যিশু খ্রিষ্টকে খুঁজে পায় , কেউ শ্রীচৈতন্যদেবকে খুঁজে পায় , কেউ পায় শ্রীকৃষ্ণকে , কেউ রাধাকে , কেউ শ্রীরামচন্দ্রকে পায় , কেউ মা সীতাকে পায় , কেউ গণেশকে পায় , কেউ মা লক্ষ্মীকে পায় , কেউ মা দূর্গাকে পায় । জাকির নায়েক বেদে মক্কা ও কাবা শহরের বর্ণনা খুঁজে পেয়েছিল । কিন্তু বেদ তার স্বমহিমায় সর্বদা আপন গতিতেই সামনে এগিয়ে চলছে নিরন্তর না কেউ এর গতিরোধ করতে পারে , না কেউ এর মহিমা ম্লান করতে পারে ।

মূলত আমাদের এই উপমহাদেশে যতগুলো মানুষের বাবা মা তাদের নাম সংস্কৃত কোন শব্দ রেখেছে , বিশেষত হিন্দু , বৌদ্ধ , জৈন , শিখ এদের প্রায় সকলের নাম ই তৎসম কোন শব্দ , এদের প্রায় সবার নাম ই দেখবেন বেদের পিডিএফ বা ডক ফাইলে সার্চ দিলে আলাদা পদ অথবা যুক্তবর্ণ আকারে বেদে পাওয়া যাবে! কারণ উপমহাদেশে ভাষার উৎপত্তি ই বেদ থেকে । তাই আজ আমরা যে সব নাম খুব কমনলি বা খুব পরিচিত হিসেবে দেখতে পাই সে সব নাম মূলত বেদ থেকেই পরবর্তীকালে মানুষ নিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়ের নাম রাখত ।

💢যেমন উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদ ৪.৫৭.৬ এ বলা হয়েছে-

অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি।।
অনুবাদ- হে সৌভাগ্যদাতা, যেভাবে লাঙ্গলের হল দিয়ে টানা , নিচে চলমান রেখা (সীতা) ও যেভাবে ভূমি আমাদের জন্য সৌভাগ্যদায়ী ও সুফলা হয়, ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের জন্য সৌভাগ্যদায়ী ও ফলপ্রদা হও , এই কামনা করি ।

❄️পরের মন্ত্রটি বলছে-

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পুষানু যচ্ছতু।
সা নঃ পযস্বতী দুহমুত্তরামুত্তরাং সমাম্।।

খেয়াল করুন এখানেও সীতা শব্দটি আছে । এই মন্ত্রের অর্থ হলো হে কৃষিজ্ঞানে দক্ষ , তুমি জল দ্বারা সমৃদ্ধ , এই আমাদেরও তাই করো, ভূমি কর্ষণকৃত বস্তুকে(সীতাং) হে ভূমি চাষকারী গ্রহণ করো । প্রকৃতির এই উর্বরতা সমৃদ্ধ হোক , বারেবার উত্তরোত্তর আমাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য উৎপন্ন হোক ।
অর্থাৎ সীতা শব্দটির অর্থ হলো চাষের ভূমিতে ভূমিকর্ষক বা সহজ ভাষায় লাঙল দিয়ে তৈরী গভীর রেখা যাতে জল দেয়া হয় । এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে পবিত্র বেদে । পরবর্তীতে রামায়ণের যুগে রাজা জনক তার রাজ্যে কৃষিখেতের এই লাঙল দিয়ে করা খাদে এক কন্যা সন্তানকে কুড়িয়ে পান , আর তিনি তাই সেই কন্যার নাম রাখেন সীতা । অর্থাৎ বেদে সীতার কথা নেই , বেদে উৎপন্ন সীতা শব্দ থেকেই রাজা জনক তার কুড়িয়ে পাওয়া কন্যা সন্তানের নাম রেখেছেন সীতা যিনি পরে শ্রীরামের ধর্মপত্নীরূপে খ্যাত হন ।

💢আবার ধরুন রাম শব্দটির কথা । ঋগ্বেদ ১০.১১১.০৭ নং মন্ত্রে আছে-

সচন্ত যদুষসঃ সূর্যেন চিত্রামস্য কেতবো রামবিন্দন্।
আ যন্নক্ষত্রং দদৃশে দিবো ন পুর্নযতো নকিরদ্ধা নু বেদ॥
অনুবাদ- যখন উষা সূর্যের আলো সংযুক্ত হয়, তা সৃষ্টি করে অপূর্ব রমণীয় শোভা । এরপর দিবাভাগে আর দৃশ্যমান হয়না কোন নক্ষত্র , কেন ? তা কেউ জানেনা ।

অর্থাৎ রাম শব্দের অর্থ অতি রমণীয় , অতি সুন্দর ।

আবার রাম শব্দের আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে যা হলো অন্ধকার । এটি রাত্রির সাথে সম্পর্কযুক্ত । যেমন ঋগ্বেদ ১০.৩.৩ নং মন্ত্রে এর প্রয়োগ আছে-

শভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ
অর্থাৎ সূর্য উষাকালে তার অগ্নি দিয়ে রাত্রির অন্ধকারকে দূর করে।

এখানে রামম্ শব্দের অর্থ রাতের অন্ধকার ।

প্রফেসর মুনির উইলিয়ামস তার সংস্কৃত টু ইংলিশ ডিকশনারিতেও রাম শব্দের এই অন্ধকার অর্থের কথা উল্লেখ করেছেন ।

আর বেদে এবং বৈদিক কালেই এই সুন্দর শব্দটি সন্তানের নামকরণে ব্যবহার করতেন পিতামাতারা । যেমন পবিত্র ঋগ্বেদের ১০.১১০ নং সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হলেন ঋষি জমদগ্নির পুত্র রাম যাঁর নাম রাম জামদগ্ন্য অর্থাৎ

জমদগ্নি থেকে উৎপন্ন পুত্র যার নাম রাম। তাঁকে জামদগ্নি ভার্গব নামেও ডাকা হতো কেননা তিনি ঋষি ভৃগুর বংশজ বলে ভার্গব এবং জমদগ্নির পুত্র বলে তার নাম জামদগ্নি ।
আখ্যা প্রবচনান্ (পূর্বমীমাংসা ১।১।৩০) পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্ (পূর্বমীমাংসা ১।১।৩১)
অর্থাৎ বেদে জমদগ্নি আদি শব্দ সামান্য (যৌগিক) শব্দ এবং পর প্রযুক্ত হয়েছে ।

অর্থাৎ বেদ মন্ত্রে জমদগ্নি বা কশ্যপ আদি যেসব শব্দ এসেছে সেগুলো কোন দেহধারী ব্যক্তির নাম নয় । এ বিষয়ে প্রমাণ শতপথ ব্রাহ্মণেই রয়েছে ।

আর অযোধ্যার রাজা দশরথও অতি প্রচলিত সুন্দর এই শব্দটি দিয়ে নিজ পুত্রের নামকরণ করেছিলেন । আর নামকরণটি অত্যন্ত যথাযথ ও স্বার্থক ছিল । ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় রমণীয় , শোভনীয় আর কে হতে পারে! এমনকি রঘুবংশের রাজধানী অযোধ্যার নামটিও নেয়া হয়েছে পবিত্র বেদ হতে । অযোধ্যা শব্দের অর্থ হলো যাকে যুদ্ধে জয় করা যায় না , অজেয় । আর পবিত্র অথর্ববেদের বিখ্যাত একটি মন্ত্রে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট মানবদেহকে পুরী বা দূর্গ বা নগরীর সাথে তুলনা দিয়ে এর দৈবগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্যযঃ কোশাঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ।।
(অথর্ববেদ, ১০.২.৩১)
অনুবাদ- অষ্টচক্র ও নবদ্বার বিশিষ্ট মানবদেহ নামক এই দেবপুরী । এই হিরণ্যগুহা জ্যোতির্ময় ,সুখের সোপান , অজেয় এই পুরী ।

উল্লেখ্য যে মানবদেহের ৮ টি চক্র- রস, রক্ত, মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজস (কিছু কিছু ভাষ্যকার ওজস এর স্থানে ত্বকের কথা বলেছেন যেমন সায়ণ ও ভট্টভাস্কর) ।

এবং ৯ টি দ্বার বা পথ-
দুই চোখ,দুই কান,দুই নাক , মুখ , পায়ুপথ , যোনীপথ ।

আর এই অযোধ্যা শব্দ থেকেই রঘুবংশীয় পূর্বপুরুষগণ নিজেদের রাজধানীর শক্তিমত্তার গৌরব হিসেবে নগরীর নাম রেখেছিলেন অযোধ্যা।

আপনারাও নিজের নাম তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ হলে বেদের ডক বা পিডিএফ ফাইলে সার্চ দিয়ে দেখবেন , নিজেই দেখবেন অনেকের নাম ই বেদে পাওয়া যাচ্ছে! এই কারণেই বেদকে ভাষার জননী বলা হয় । কিন্তু পুত্র হতে যেমন পিতার জন্ম হয়না , পিতা হতেই পুত্রের জন্ম হয় , ঠিক তেমনি বেদ থেকেই ব্যক্তির নাম এসেছে , কোন ব্যক্তির নাম বেদে উল্লেখিত হয়নি ।

ঠিক এই কথাটাই পূর্ব মীমাংসা ১.১.৩১ এ বলা হয়েছে । এই সূত্রের শাবরভাষ্যে বলা হয়েছে-

বেদে ববর,প্রাবাহণি আদি নাম মনুষ্যবাচক প্রতীত হলেও তা মূলতঃ বায়ু নির্দেশক কেননা ' ববরেতি শব্দ কুর্বন্ বায়ুরভিধীয়তে ' - অর্থাৎ বায়ুর নাম ববর । অর্থাৎ বেদে যেসব নাম দেখলে মনে হয় এগুলো কোন মানুষের নাম তা আসলে কোন মানুষের নাম নয় ।

বেদ মন্ত্রে ইতিহাস নেই এই নিয়ে পৌরাণিক পরম্পরার ভাষ্যকার সায়ণাচার্য পূর্ব মীমাংসার এই ১.১.৩১ সূত্রটি ব্যবহার করে তার ঋগ্বেদ ভাষ্যের ভূমিকাতে বলেছেন -

"জৈমিনি সূত্র বা পূর্ব মীমাংসার ১.১.৩১ ' পরন্তু শ্রুতিসামান্যভাবম্' অর্থাৎ শ্রুতিতে যেকল নামের উল্লেখ রয়েছে তা ঐতিহাসিক বা ব্যক্তিবাচক নয় বরং ত শব্দানুকৃতি তথা অন্যাদি অর্থ বাচক ।"
(যদিও পরবর্তীকালে তার নিজের বলা এই কথা নিজেই ভঙ্গ করে বেদভাষ্যের শুরুতেই ঋগ্বেদে ইতিহাস , মনুষ্যের নাম ইত্যাদি দেখিয়ে এক সুবিশাল ভুল অনুবাদের বেদাঙ্গ বহির্ভূত রচনা করেছিলেন সায়ণাচার্য । এভাবে নিত্য বেদে তিনি অনিত্য ইতিহাস ভাষ্য করে বেদের নিত্যতার হানি ঘটিয়েছেন ।)

বেদ সার্বকালিক এবং সার্বভৌমিক । এর মধ্যে সাংসারিক বস্তু পাহাড় , নদী আদি মানুষের নাম নেই । বেদ সাংসারিক ইতিহাস ভূগোলের পুস্তক নয় । ইতিহাস ভূগোল বদলাতে পারে , বেদ বদলাতে পারে না । তাই বেদের মধ্যে অনিত্য ইতিহাস থাকতে পারে না । মনুষ্যের ঐতিহাসিক ক্রম বেদের উৎপত্তির পশ্চাতেই আরম্ভ হয়েছে । যেসব লোক বেদে শ্রী রাম , কৃষ্ণ , রাধা আদির ইতিহাস মানেন । তারা কিএটা মানবে যে , প্রত্যেক সৃষ্টিতে রামের বনবাসের কষ্ট ভোগ করতে হবে ? কি প্রত্যেক সৃষ্টিতে সীতার হরণ হবে ? কি প্রত্যেক সৃষ্টিতে কৃষ্ণের কারাগারে জন্ম নিতে হবে ? কি প্রত্যেক সৃষ্টিতে যাদব কুলের নাশ হবে ? না এটা কদাপি সম্ভব নয় । বরং সমস্ত সাংসারিক বস্তুর নাম বেদ থেকে নিয়ে রাখা হয়েছে । যেমন পুস্তকের কোন পংক্তিতে যদি কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম আসে তো এটা স্পষ্ট যে সেই ব্যক্তির আবির্ভাবের পরই সেই পুস্তক লেখা হয়েছে । কিন্তু বেদ তো সৃষ্টির প্ররম্ভেই এসেছে তো সেখানে বহুকাল পরে জন্মগ্রহনকারী কোন ব্যক্তির নাম কিভাবে থাকতে পারে ?

💢অথর্ববেদে একটি মন্ত্র আছে-

বিশ্বামিত্র জমদগ্নে বসিষ্ঠ ভরদ্বাজ গোতম বামদেব।
শার্দিনো অত্রিরগ্রভীন্নমোভিঃ সুসংশাসঃ পিতরো মৃদতা নঃ।।
(অথর্ববেদ ১৮.৩.১৬)
দেখেই সরল দৃষ্টিতে কী মনে হচ্ছে বিশ্বামিত্র,বসিষ্ঠ, গৌতম,জমদগ্নি, বামদেব, অত্রির মতো বিখ্যাত সব ঋষির নাম । কিন্তু না ।

❄️তাহলে মন্ত্রটির অর্থ কী ?

(বিশ্বামিত্র) হে সকলের বন্ধু! (জমদগ্নি) হে অগ্নির প্রকাশক![যেমন শিল্পে ও যজ্ঞে] (বসিষ্ঠ) হে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ! (ভরদ্বাজ) হে বিজ্ঞান-বলের ধারণকারী! (গৌতম) হে অতিশয় স্তুতিকারী বা বিদ্যাকামনাকারী!(বামদেব) হে সর্বোত্তম

শিষ্টাচারী![তোমরা সবাই] (সুংসশাসঃ)উত্তম রীতিদ্বারা সর্বদা শাসনকারী (পিতরঃ) হে পিতাগণ![রক্ষক মহাত্মাগণ] (নঃ) আমাদের (মৃডন) সুখী করুন (শর্দিঃ) বিজয়ী (অত্রিঃ) প্রাপ্তিযোগ্য জ্ঞানী পুরুষ (নমোভিঃ) অন্নের সাথে (নঃ) আমাদের (অগ্রভীৎ) গ্রহণ করেছেন ।
ভাবার্থ: বিভিন্ন জ্ঞানী ও গুণান্বিত মহাত্মাদের খাদ্যাদি দ্বারা জগতের , জনসাধারণের বৃদ্ধি ও সুখ আনায়ন করা উচিত ।

এই যে বিশ্বামিত্র শব্দ মানেই কিন্তু একজন ব্যক্তি নয়, ঐতরেয় আরণ্যক ২.২.১ এ আমরা পাই-
বিশ্বং মিত্রং আসীদ্ কিম্ চ তস্মাদ্ বিশ্বামিত্রঃ অর্থাৎ বিশ্বের সকলের মিত্র যে সে ই বিশ্বামিত্র।
এই একই কণ্ডিকায় লেখা হয়েছে তং যদ্ দেবা অব্রুবন্ অয়ং বৈ নঃ সর্বৈষাং বাম ইতি তস্মাদ্ বামদেব ।
অর্থাৎ যিনি সবসময় সদাচার , শিষ্টাচারের পালন করেন তিনি বামদেব ।

এভাবেই প্রতিটি শব্দের প্রকৃত অর্থ জানলে দেখা যায় যা সরল চোখে দেখে ব্যক্তি মনে হচ্ছিল আসলে সেই ব্যক্তিদের নাম ই এই গ্রন্থের ভাষা হতে নামকরণ হয়েছে । মন্ত্রে এই শব্দগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম পরিচায়ক নয় বরং কোন শাব্দিক অর্থের নির্দেশক ।

"তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া"
ঋগবেদ ৮.৭৫.৬
হে যবিষ্ঠ্য=জগতো মিশ্রণকারিন্ ! হে সহসঃ+সূনো=সহসা বলেন যদুৎপাদ্যতে তৎ সহো জগৎ। সূতে জনয়তীতি সূনুর্জনয়িতা। হে জগতো জনয়িতঃ ! হে আহুত=সংসারপ্রবিষ্ট ! যদ্=যস্মাৎ। ত্বং+হ। □তাবা=সত্যবান্।
যজ্ঞিয়শ্চ=পূজ্যশ্চ। ভুবঃ=ভবসি। অতঃ সর্বত্র প্রার্থ্যসে ॥৩॥

পুরুষবিদ্যানিত্যৎবাৎ কর্মসংপত্তিঃ
সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে ।
নিরুক্ত ১.২

"সদকারণবন্নিত্যম্" (বৈ০ দ০ ৪।১।১)
=> কারণ রহিত ভাবরূপ পদার্থ হলো নিত্য ।
যে বস্তু সদা বিদ্যমান ও কখনো নিজের সত্তার জন্য অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয় তাকেই নিত্য বলে । নিত্য বস্তু উৎপত্তি রহিত , নিরবয়ব ও ত্রিকালবর্তী হয় ।

বেদান্ত দর্শন-

অতএব চ নিত্যত্বম্।।
বেদান্ত দর্শন ১/৩/২৯
পদার্থঃ এই (বেদ) থেকে শুধুমাত্র নিত্যতা হয় ।

সৃষ্টির আদি থেকে বেদ যা ছিল, তাই আছে । তাই সত্যযুগ আসুক , কি ত্রেতা , দ্বাপর , কলিযুগ আসুক । বেদ তো বেদই, কোন কল্পে বা মতান্তরে তার পরিবর্তন হয় না এবং সদা সর্বদা বর্তমান । বেদ ঈশ্বরের নিত্য বিদ্যা , তার উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি হতেই পারে না । অতএব তার বৃদ্ধি , ক্ষয় অথবা তাতে কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে না । এইসব কারণে বেদ প্রতিপাদিত বৈদিক ধর্ম শ্বাশত , সত্য ও সনাতন ।

🔥যেখানে পরমাত্মা বেদে বলেই দিয়েছেন -

অন্তি সন্তং ন জহাত্যন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি ॥
অথর্ববেদ ১০.৮.৩২
অনুবাদঃ (অংতি সন্ত) সমীপবর্তী পরমাত্মাকে (ন পশ্যতি) দেখে না (অন্তি সন্ত) , সমীপবর্তী পরমাত্মাকে (ন জহাতি) ছাড়েও না (দেবস্য কাব্য) ঈশ্বরের কাব্য বেদকে (পশ্য) দেখো ; [সেটি] (ন মমার) মরে না (ন জীর্যতি) জীর্ণও হয় না ।
[ভাষ্যকারঃ পণ্ডিত ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদী আর্যসমাজ]

অর্থাৎ বেদ সকল যুগ ও কালের জন্য প্রযোজ্য । এর বাণী কখনো অপ্রাসঙ্গিক হয়না , অচল হয়না । বেদ মন্ত্রে ইতিহাস কিংবা ভৌগলিক নাম আছে এ ধরনের অহেতুক প্রলাপ অনর্থক । বেদ সর্বযুগেই সমানভাবে প্রযোজ্য এবং তা সর্বদা আধুনিক । যেখানে বেদ বলছে এটা সব যুগের জন্য প্রযোজ্য সেখানে কতিপয় বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত অজ্ঞানীদের এহেন আচরণ হাস্যজনক যারা কিনা নানাবিধ ইতিহাস রাজার রাজ্য আদির বর্ণনা খুঁজে পান । কেউ খুঁজে পাচ্ছে জামাত , সালাত , কেউ পাচ্ছে যীশু , কেউ কৃষ্ণকে খুঁজে পাচ্ছে অনার্য দেবতা হিসেবে , কেউ ইন্দ্রকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করাচ্ছে । কেউ সিন্ধু নদী যার যা খুশি মনগড়া জিনিস বেদে পেয়েই যাচ্ছে । এরকম ভাবেই স্বাধ্যায়বিহীন কিছু ব্যাক্তি বেদে নদী সূক্তের ভেতরে ইতিহাস খুঁজে পেয়েছে সিন্ধু নদী সহ নানান নদী । বেদের মধ্যে সরস্বতীর নাম সিন্ধু অনেকবার এসেছে । কিন্তু এটা ধরণীর কোন স্থান বিশেষের উপর বহমান নদীর নামে আসে নি ।

💢নদী সূক্তের পর্যালোচনা করা যাক -

▶️প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিন্ধুরোজসা ।।১।।
পদার্থঃ (আপঃ) হে তোমার বিস্তৃত প্রবাহ! (বঃ) আপনার (উত্তমং মহিমানম্) উত্তম মহত্ত্ব কে (কারুঃ সু প্রবোচাতি) শিল্পী-সীমার কর্তা হেতু স্তুতিকর্তা প্রকৃষ্টরূপে বলেন (বিবস্বতঃ সদনে) বিশেষ বৈশিষ্ট্য সহ রাষ্ট্রের বিজ্ঞানস্থলে যিনি বসবাস করে, এমন বৈজ্ঞানিক রাজার বাসভবনে বা বিজ্ঞানভবনে (সপ্ত সপ্ত ত্রেধা হি প্রচক্রমুঃ) সাত-সাত করে তিন স্থানে, অর্থাৎ এক-এক স্থানে সাত-সাত হয়ে বহে (প্রসৃত্বরীণাম্) সেই ব্যাপ্ত ধারার (সিন্ধুঃ) বহনকারী (ওজসা-

অতি) অতিবেগে বহে , সে অপ্ তত্ত্ব পদার্থ হলো দ্যুলোকে সাত রঙ্গের সূর্যের কিরণ , অন্তরিক্ষে সাত রঙের বৈদ্যুতিক ধারা আছে এবং সাতটি পৃথিবীতে সাত জলধারা আছে ।
ভাবার্থঃ আপ্ততত্ত্ব পদার্থ তিন লোকে সাত-সাত করে প্রবাহিত হয় । দ্যুলোকে সূর্যের সাতটি কিরণ , অন্তরিক্ষে বিদ্যুতধারা , পৃথিবীতে জলপ্রবাহ, এসবের জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক শিল্পী রাজার রাজভবনে বা বিজ্ঞানভবনে প্রবচন করে, এর থেকে জ্ঞানলাভের জন্য ।

▶প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিন্ধো যদ্বাজাং অভ্যদ্রবস্ত্বম্ ।
ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি ।।২।।
পদার্থ (সিন্ধো) হে স্যন্দনশীল অন্তরিক্ষস্থ জলপ্রবাহ ! (বরুণঃ) সবাইকে বহন করার যোগ্য বা আবশ্যক পরমাত্মা (তে মাতবে) আপনার গমন-প্রবাহের জন্য (পথঃ প্র-অদত্) মার্গকে তৈরি করে (ত্বং যত্) আপনি যে (বাজান্-অভ্যদ্রবঃ) অন্ন-ঔষুধী আদি পদার্থকে লক্ষ্য করে প্রবাহিত হন (সানুনা প্রবতা) পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে নিচে পর্যন্ত (ভূম্যাঃ-অধি য়াসী) ভূমির নিচে যায় (এষাং-জগতাম্-অগ্রম্) জঙ্গমাদির প্রথম সুখ সাধনের জন্য (যত্-ইরজ্যসি) যিনি পরিচরণ করেন ।
ভাবার্থঃ পরমাত্মার শক্তিতে জলপ্রবাহ পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়, খাদ্য ঔষুধি ইত্যাদির উৎপত্তি তথা মনুষ্যাদি প্রাণির সুখসাধনার্থ গতি করে ।

▶দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্যনন্তং শুষ্মমুদিয়র্তি ভানুনা ।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়: সিন্ধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ ।।৩।।
পদার্থঃ(ভাতুনা) অন্তরিক্ষস্থ জলসমূহ যখন বিদ্যুতের দ্বারা (শুষ্মম) বল দ্বারা-বেগ কে (উদিয়র্তি) প্রেরিত করে (দিবিঃ স্বনঃ-যততে) তখন আকাশে এর শব্দ হয় (ভূম্যা-উপরি) ভূমির উপর (অনন্তম) বহুদূর পর্যন্ত যায় (অভ্রাত্-ইব) মেঘ থেকে (বৃষ্ট্যঃ স্তনয়ন্তি) বর্ষা শব্দ করে (বৃষভঃ-ন) বৃষভাদি (রোরুবত্) শব্দ করে (সিন্ধুঃ-যত্-এতি) স্যন্দনশীল অন্তরিক্ষস্থ জলসমূহ নিচে চলে আসে ।
ভাবার্থঃ বিদ্যুৎ থেকে তাড়িত মেঘের জল শব্দ করে ভূমিতে আসে এবং নিচু স্থানে দূর পর্যন্ত পৌঁছে , তা থেকে কৃষিকাজ ইত্যাদিতে উপকার নেওয়া উচিত ।

▶অভি ত্বা সিন্ধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনব: ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ।।৪।।
পদার্থঃ(সিন্ধো) হে স্যন্দনশীল অন্তরিক্ষস্থ জলসমূহ ! (বশ্রা মাতরঃ) যে মায়েরা কামনা করে (ধেনাবঃ-ইব) গরুর ন্যায় , নদী (পয়সা) জলহেতুর জন্য (ত্বা শিশুম) জলদাতাকে [আপনাকে] আশ্রয় করে চলে (ত্বম্ রাজা-ইব যুধ্বা নয়সি) যেমন একজন যোদ্ধা-রাজা তার সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যায়, সেভাবে আপনি নদীকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে নিয়ে যান (আসন প্রবতাম্-অগ্রম্) এই নদীগুলির সামনে প্রবাহিত হওয়াকে (সিচৌ-ইনক্ষসি) সেচের স্থানে প্রেরিত করে ।
ভাবার্থঃ পৃথিবীতে সেচ দিতে, নদী সমূহ পৃথিবীতে বহে । অন্তরিক্ষের জলরাশি এনাদের প্রেরক ।

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥
পদার্থঃ- (গঙ্গে) হে গমনশীল নদী ! (যমুনে) হে অন্য নদীর সাথে মিশ্রিত হয়ে প্রবাহিত নদী ! (সরস্বতী) হে প্রচুর জল সমৃদ্ধ নদী ! (শুতুদ্রি) হে ক্ষিপ্র গতিশীল নদী ! (পরুষ্ণি) হে দীপ্তিময় কুটিলগামিনী নদী ! (অসিক্ন্যা) হে অশুক্ল অর্থাৎ কৃষ্ণ জল বিশিষ্ট নদী ! (মরুদ্ধৃধে) হে বায়ু দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নদী ! (বিতস্তয়া) হে অবিদগ্ধা অর্থাৎ গ্রীষ্মকালেও শুকিয়ে যায় না এরূপ বৃহৎ কূল বিশিষ্ট নদী ! (আর্জীকীয়ে) হে পাড়সমূহকে বিধ্বংস করে সরল পথে এগিয়ে চলা নদী ! (সুষোময়া) সমুদ্রের সাথে (মে) আমার (ইমম্) এই (স্তোমং) অভিপ্রায়কে (সচত) তোমরা গ্রহণ করো, (আশৃণুহি) তোমরা সম্যকভাবে শ্রবণ করো।

• গঙ্গা = "গঙ্গা গমনাৎ" [নিরু০ ৯।২৫]
• • • যমুনা = "যমুনা প্রযুবতী গচ্ছতীতি" [নিরু০ ৯।২৫]
• সরস্বতী = "সরস্বতী সর উদকনাম তদ্বতী" [নিরু০ ৯।২৫]
• • • শুতুদ্রি = "শুদ্রাবিণী ক্ষিপ্রদ্রাবিণ্যাশুতুন্নেব দ্রবতীতি বা" [নিরু০ ৯।২৫]
• পরুষ্ণ্যা = "ইরাবতী পরুষ্ণীত্যাহুঃ পর্ববতী ভাস্বতী কুটিলগামিনী" [নিরু০ ৯।২৫]
• • • অসিক্ন্যা = "অসিক্ন্যশুক্লাঽসিতা সিতমিতি বর্ণনাম তৎপ্রতিষেধোঽসিতম্" [নিরু০ ৯।২৫]
• মরুদ্বৃধে = "মরুত এনা বর্ধয়ন্তি" [নিরু০ ৯।২৫]
• • • বিতস্তয়া = "বিতস্তয়াবিদগ্ধা বিবৃদ্ধা মহাকূলা" [নিরুক্ত ৯।২৫]
• আর্জীকীয়ে = "আর্জীকীয়াং বিপাডিত্যাহুঃ ঋজীকপ্রভবা বা ঋজুগামিনী বা" [নিরু০ ৯।২৫]
• • • সুষোময়া = "সুষোমা সিন্ধুর্যদেনামভিপ্রসুবন্তি নদ্যঃ" [নিরু০ ৯।২৫]
(ঋগ্বেদ ১০|৭৫|১-৫)
[ভাষ্যকার স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক , বিদ্যামার্তণ্ড]

প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিন্ধুরোজসা ।।১।।

হে (আপঃ) আপ্ত জন ! হে প্রাণগণ ! হে সর্বব্যাপক প্রভু ! (বঃ) আপনি মনুষ্যকে (উত্তমম) সব থেকে উৎকৃষ্ট (মহিমানম) মহান সামর্থকে (কারুঃ) ক্রিয়াশীল এবং মন্ত্রকে সাক্ষাতকারী বিদ্বান (প্র সু বোচাতি) উৎকৃষ্ট প্রকার উত্তম রীতিতে, খুব বর্ণন করেন । আপনি (বিবস্বতঃ সদনে) বিবিধ ঐশ্বর্যসমূহ বা লোকের আশ্রয় বা মহান আকাশে (সপ্ত সপ্ত ত্রেধা হি প্রচক্রমু) সাত-সাত এর তিন বর্গে কার্য করেন এবং জগতের নির্মাণ করেন এবং পালন করেন । (সৃত্বরীণাম্) সংসরণকারী সমস্ত শক্তির মধ্যে (সিন্ধুঃ) সমস্ত জগতকে বন্ধনে, নিয়ম ব্যবস্থায় রাখতে এবং বল দিয়ে (অতি প্র ক্রমতে) অনেক কার্য করেন এবং জগতের নির্মাণ আরম্ভ করেন ।

(২) জলের পক্ষেঃ

জলের উত্তম মহিমা অর্থাৎ মহান সামর্থের বর্ণন (কারুঃ) শিল্পী, কারিগর, প্রকৌশলী প্রকৃষ্ট প্রকারে বলতে পারেন, যে বিবিধ লোকের চাষের যোগ্য ভূমিখণ্ডের কোন স্থানে কেমন জল আছে । এই জল সাত সাত করে তিন প্রকারে প্রবাহিত হয় । আর নিরন্তর নিরন্তর প্রবাহসমূহের মধ্যে সব চেয়ে অধিক বেগে নদীরই প্রবাহ হয় । জলের প্রবাহের মূখ্য তিন প্রকার উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে আর সমধারাতলে এবং এর সাথে দুই প্রকার তার অঙ্গবিদ্যা দ্বারা জানা উচিত ।

(৩) প্রাণীর পক্ষেঃ
প্রাণীর মহত্ব এই যে, সে স্তুতিকর্তার বাণী, বেদে ব্যক্ত বাণীতে বলে । এবং ২১ রূপ হয়ে প্রাণ চলছে । গতিশীল শক্তিতে নিজের বলের কারণ সে ((সিন্ধুঃ) সবকিছুকে বন্ধনকারী আত্মাই (অতি প্র) সব থেকে অধিক শক্তিশালী ।

▶প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিন্ধো যদ্বাজাং অভ্যদ্রবস্ত্বম্ ।
ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥২॥
পদার্থঃ(সিন্ধোঃ যাতবে) যেই প্রকার বেগেবান জল প্রবাহের যাওয়ার জন্য (বরুণঃ) তাকে অনেক শাখাতে বিভক্তকারী বা জলাধ্যক্ষ বিদ্বান প্রকৌশলী বা কৃষক তার (পথঃ) মার্গো নালী কুল্যা, ইত্যাদি কে (অরদত্)খনন করে, এবং ঐ জলরাশি (বাজান্ অভিদ্রবতি) ক্ষেতের অন্ন পর্যন্ত পৌঁছায়, (ভূম্যা অধি প্রবতা সাতুনাযাতি) নিজের অতি বেগের মাধ্যমে ঐ জল নিচু মার্গ দিয়ে যায় । (এষাম্ অগ্রম জগতাম্ ইরজ্যতি) সে জল এই জঙ্গম প্রাণীর মুখ্য জীবনের আধার হয়, একই প্রকার
(২) হে (সিন্ধো) সমস্ত প্রজার বন্ধনে এবং দুষ্টদের কম্পনে সামর্থ রাজন ! (তে) আপনার (যাতবে) প্রয়াণের জন্য (বরুণঃ পথঃ প্র অরদত্) আপনাকে বরণকারী শ্রেষ্ঠ জন অনেক মার্গ বানাবে । (যত্) যা দ্বারা (ত্বম্ বাজান্ অভি অদ্রবঃ) আপনি সংগ্রামের মত বেগে প্রয়াণ করতে পারেন এবং অনেক ঐশ্বর্যসমূহের প্রাপ্ত করতে পারেন । আপনি (প্রবতা সানুনা) উৎকৃষ্ট উন্নত মার্গে (ভূম্যাঃ অধি প্র যাসি) পৃথিবীতে গমন করুন । আপনি (এষাং জগতাম্) এই জঙ্গম প্রজার (অগ্রম্) সব চেয়ে মূখ্য অংশেরও (ইরজ্যসি) স্বামী ।
(৩) আধ্যাত্মে
বরুণ পরমাত্মা মুখ্য প্রাণের সঞ্চারণের জন্য দেহে অনেক মার্গ ইন্দ্রিয় রুপ বানিয়েছেন । ঐ মার্গে তিনি অন্নের গ্রাহ্য বিষয় পর্যন্ত পৌঁছায় । তিনি (পৃথিব্যাঃ) পার্থিব দেহে উত্তম রীতিতে অধিকার করেন
(৪) প্রভু পক্ষে
হে (সিন্ধো) দয়াসিন্ধো ! সব শক্তির সমুদ্র ! সর্বপ্রবন্ধক সর্বসঞ্চালক প্রভু ! (তে যাতবে) আপানাকে প্রপ্তির জন্য (বরুণ) আপনার ভক্ত জন অনেক জ্ঞান-মার্গ বানায়, আপনি সমস্ত ঐশ্বর্যসমূহের প্রভু, আপনি সমস্ত ভূমিতে মেঘের সমান সমস্ত উৎপন্ন প্রজাদের উত্তম ঐশ্বর্য দিয়ে থাকেন । এই জঙ্গম জীবেরও আপনি সর্বপ্রথম (ইরজ্যসি) সবার স্বামী ।

▶দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্যনন্তং শুস্মমুদিয়র্তি ভানুনা ।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়: সিন্ধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ ॥৩॥

(ভূম্যা উপরি) ভূমির উপর (দিবি) আকাশে (স্বনঃ) গর্জন-শব্দকারী মেঘ (যততে) ব্যাপ্ত হয় । (ভানুনা) সূর্যের প্রকাশ দ্বারা (অনন্তম্ শুষ্মম্) অনন্ত বলরূপ জল (উত্ ইয়াত) উপর উঠে যায় । ততপশ্চাৎ (অভ্রাত্ ইব) যেভাবে মেঘ হতে (বৃষ্টয়ঃ প্র স্তনয়ন্তি) বর্ষা হয়, এবং (সিন্ধুঃ) বেগ সহিত প্রবাহিত জলপ্রবাহ (যত্ বৃষভঃ ন রোরুবত্) যেভাবে বৃষভ ন্যায় গর্জন করে (এতি) আসে । সেই প্রকার (যত্) যখন (রোরুবত্) গর্জন করে (সিন্ধুঃ) রাষ্ট্র-প্রবন্ধক এবং শত্রু-কম্পক বীর সেনাপতি বা রাজা (বৃষভঃ) বৃহৎ বৃষভ বা মেঘের সমান (এতি) প্রয়াণ করে, তখন (বৃষ্টয়ঃ অভ্রাত্ ইব) যেমন মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয়, সেই প্রকার (বৃষ্টয়ঃ) শত্রুকে বিনাশ করতে বা পতনের মত শক্তিসহ, তোপ আকাশে (প্র স্তনয়ন্তি) গর্জন করে নিচে পতিত হয়, সে (ভানুনা) নিজের তেজ সহিত (অনন্তম্ শুষ্মম্ উত্-ইয়র্ত্তি) অনন্ত শত্রুশোষককারী উৎপন্ন করে । সে (দিবি স্বনঃ) আকাশে গর্জনকারী মেঘ তুল্য (ভূম্যা উপরি যততে) পৃথিবীতে উদ্যোগ করে, বিজয় লাভ করে ।

(৩) আধ্যাত্ম পক্ষেঃ
আত্মা হলো "সিন্ধু", সে (দিবি) মস্তকে (স্বনঃ= সু-অনঃ) উত্তম চেতনা , বা প্রাণশক্তির স্বামী হয়ে (ভূম্যাঃ উপরি যততে) এই পার্থিব দেহের উপর যত্নশীল হয়, তার উপর স্বামীবৎ উপযোগ করে । সে নিজের তেজ দিয়ে এই দেহে অনন্ত বল উৎপন্ন করে, মেঘ থেকে বৃষ্টির তুল্য হৃদপিণ্ডে রক্তধারা প্রবাহিত হয়, সে আত্মা এতে হর্ষিত হয়ে ব্যাপ্ত হয় ।

▶অভি ত্বা সিন্ধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনব: ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥৪॥
(মাতরঃ শিশুম্ ইত্ ন) যেই প্রকার মাতা নিজের পুত্রকে প্রেমবশত প্রাপ্ত করেন, সেই প্রকারে, হে (সিন্ধো) সবাইকে নিজের সাথে বন্ধনকারী এবং সবার পাপ হরণকারী বা সবাইকে প্রেরিতকারী প্রভু ! স্বামী ! (বাশ্রাঃ) আপনাকে স্মরণকারী মনুষ্য, প্রজা, (শিশুম্ ত্বা) সবার ভিতর গুপ্ত রূপে ব্যাপ্ত, বা প্রশান্ত রূপে বিদ্যমান আপনাকেই (অভি অর্ষন্তি) লক্ষ্য করে আপনার দিকে যায় । (ধেতবঃ বাশ্রাঃ পয়সা ইব) যেই প্রকার গাভী পোষক দুধ দিয়ে নিজের সন্তানের দিকে ঝুঁকে, সেই প্রকার (বাশ্রাঃ) স্তুতিশীল মনুষ্য (ত্বা অভি অর্ষন্তি) আপনার দিকেই গমন করে । (যুধ্বা রাজা ইব) যুদ্ধশীল রাজা যে প্রকার (সিচৌ) শরবর্ষী সৈন্যসমূহকে আগে নিয়ে যান, সেই প্রকার (ত্বম ইত্) আপনিই (সিচৌ) সেচনকারী, নিষেক আদি দ্বারা সন্তান উৎপাদনকারী সমস্ত নর-নারী জীবকে (নয়সি) চালনা করেন, (যত্) তাই আপনি (প্রবতাম্ আসাম্) সম্মুখে অগ্রসরণকারীদের (অগ্রম্) আগের মূখ্য পদকে (ইনক্ষসি) প্রাপ্ত হন, এতে সবার সম্মুখ আপনিই । আর যেই প্রকার প্রবাহমান নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রমুখ মুখ্য সিন্ধু অর্থাৎ বেগবান নদ প্রমুখ হয়, অন্যদের নিজের সহিত নিয়ে যায় এবং নদীসমূহ নিজের জল সহিত তার সাথে মিলে যায় । সেই প্রকার সমস্ত প্রজা সেই প্রভু স্বামীর দিকে গমন করে এবং তিনিই নিজের সাথে পরমধামে নিয়ে যান । এই প্রকার মুখ্য প্রাণের সাথে দেহগত অন্য প্রাণেরও ব্যবহার জানা উচিত ।

▶ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।

অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥৫
সায়ণাচার্য এই মন্ত্রে দশ নদীর বর্ণনা মেনেছেন । এবং বলেছেন তোমরা আমাদের স্তুতিকে শোন ।
কিন্তু বেদের তাৎপর্য কখনোই ভৌগলিক স্থিতির বর্ণনা করে না । যাস্কাচার্য এবং স্বামী দয়ানন্দজীর মতে বেদ বিশ্বজনীন জ্ঞান , এতে কোন ইতিহাস ও ভুবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান নেই । যদি কোন নির্দিষ্ট নদীকে এই সকল নামে ডাকা হয় , বুঝতে হবে এই নাম সমূহ বেদ হতে এসেছে বেদে এই নাম সমূহ শব্দ হিসেবে পূর্বেই ছিল এবং নদীর বৈশিষ্ট্য এই নাম-শব্দের অনুরূপ । এ কারনেই অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ শরীরের নির্দিষ্ট স্নায়ু , ধমনী ও শিরাকেও এই বৈদিক শব্দ-নামে ডাকা হয় ।

🔥স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুসারে বেদের নদী হচ্ছে সেটি যা পাপনাশক বা দুঃখ তাড়ার সামর্থ রাখে । কিন্তু প্রাকৃতির নদীর সে সামর্থ নেই । মূলত ইড়া ,পিঙ্গলা , সুষুম্না হচ্ছে গঙ্গা নদী আদির সঙ্গা । যোগ মধ্যে ধারনা আদি কে সিদ্ধির জন্য চিত্তকে স্থির করার জন্য এগুলোর উপযোগীতা রয়েছে ।

💢পণ্ডিত জয়দেব শর্মা উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে কেরালার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হতে উদ্বৃতি দিয়েছেন , এবং ব্যাখ্যা করেছেন -

অনবরত প্রবাহিত গঙ্গা হল ইড়া , যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিচালিত করে । যমুনা হল পিঙ্গলা যাহা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত সুশৃঙ্খলভাবে যুক্ত । সরস্বতি হল সুষুম্মা যাহা আমাদিগকে জ্ঞানের আনন্দের দিকে পরিচালিত করে । পরুশ্নি (প্রভাবতী , ভাস্বতী , কুটিলগামিনী) যাহা মেরুদন্ডের ভার্টিব্রার মধ্য দিয়ে যায় জ্বলজ্বল করছে । অসিক্ন্যা হল অন্ধকার , মারুদবৃধে হল সকল প্রবাহ দ্বারা বর্ধিত , শুতুদ্রী হল দ্রুতগতিসম্পন্ন ও পূর্ণ, বিতস্তা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে, অর্জীকীয়া ব্রেনের রুজুকা নামক কেন্দ্র হতে উদ্ভুত , একে বিপদ নামেও ডাকা হয়, যদি ইহা কখনও ছিড়ে যায় তবে মৃত্যু ঘটে এবং প্রাণসমূহ ও আত্মা শরীরকে কম্পিত করে । এ কারনেই ইহাকে উরুনজারাও বলা হয় । সিন্ধু হল প্রধান যাহাতে সকল প্রাণ ও (নদী) প্রবাহ সমাপ্ত হয় । এভাবেই স্রোতসমূহ ও স্রোতসমূহের নাম জীবের প্রাণশক্তির সাধারন পরিভাষা বিবিধ শারিরীক , মানসিক ও আধ্যাত্মিক বর্ণনা ।
(ঋগ্বেদ ১০|৭৫|১-৫)
[ভাষ্যকারঃ পণ্ডিত জয়দেব শর্মা বিদ্যালঙ্কার , মীমাংসাতীর্থ]

🔥অতঃ যারা কিনা অনাদি , নিত্য ও ঈশ্বরোক্ত সর্বকালীন বেদের প্রকৃত পরিভাষাকে না বুঝে ঔপচারিকভাব ও উদ্ধরণকে সহায় করে বেদে কল্পিত নানাবিধ ইতিহাস এবং বিভিন্ন ভৌগলিক নাম কিংবা নদীআদি স্থান আছে বলে দ্বাবী করেন তাদের যুক্তি ও তাদের অনুযায়ী মানলে বেদ মূলতঃ আদতেই অনাদি ও সর্বকালীন হয় কিনা তা সহজেই অনুমেয় । মানুষের নাম সংস্কৃততে তার প্রায় সবগুলোই বেদ থেকে নেয়া কেননা বেদ থেকেই বৈদিক সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি । রাম , সীতা , অযোধ্যা , কৃষ্ণ , অর্জুন , রাধা, যকৃত , বৃক্ক , হৃদয় , অস্থি , সিন্ধু সরস্বতী

ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের পরিচিত প্রায় সবগুলো সংস্কৃত শব্দই বেদ থেকে আগত । তৎকালীন সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ সন্তানের নাম এরকম বেদ থেকে সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত শব্দ দেখেই রাখতেন । তাই দেখা যায় মহাভারত , রামায়ণের ইতিহাসে এবং পৌরাণিক রূপকথার প্রায় সব চরিত্রের নাম ই বেদে পাওয়া যায় ।
- নমস্কার ।

বেদ মন্ত্রের দেবতা নিয়ে পৌরাণিক আক্ষেপ নিবারণ

বেদমন্ত্রে উল্লেখিত দেবতা বলতে অনেকে মনে করেন হয়ত এটা কোন পৌরাণিক দেবতা বুঝাচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অনেক পৌরাণিক মন্ত্রের দেবতা নিয়ে নিজের মতকে পুষ্ট করতে চান। কিন্তু বেদমন্ত্রে উক্ত দেবতা হল সেই মন্ত্রের আলোচ্য বিষয় বা আলোচ্য গুণ। এবিষয়ে বৈদিক শাস্ত্র কি বলে তা বিস্তারিত ভাবে নিম্নে আলোচনা করব।

👉**আক্ষেপকারীর বক্তব্য** 👈
———————————

(1) দেবতা বলতে কোন বিগ্রহাদি (শরীরধারী) চেতন ব্যক্তির নাম । যিনি আকাশ আদিতে থাকেন এবং নিজের কাজ করে থাকেন ।
(2) তথাকথিত বেদের দেবতা বিষয়ে সর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতা একমাত্র এরাই পরমপ্রমাণ , অর্থাৎ এদের ভিন্ন মানা বা উল্লেখ করা অশুদ্ধ হয়।
(3) মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় দেবতা নয়।
(4) মন্ত্রে দর্শিত ' অগ্নি ' আদি পদ দেবতা হিসেবে চিহ্নিত হয়, কিন্তু সেইসব পদের অর্থ দেবতা হতে পাড়ে না।
(5) মন্ত্রের দেবতা এবং ছন্দঃও ঈশ্বরীয় অর্থাৎ নিত্য হয়।

👉**আমাদের প্রত্যুত্তর** 👈
———————————

সর্বানুক্রমণী (২/৫) এ লিখিত হয়

" যা তেনোচ্যতে সা দেবতা "।

এতে ষড্গুরুশিষ্য বলেন

" তেন বাক্যেন য়ত প্রতিপাদ্যং বস্তু সা দেবতা " অর্থাৎ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ই দেবতা।

" যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতি প্রযুঙকতে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি " (নিরু০ ৭/১) ।
অর্থাৎ — যে কামনা ভুক্ত ঋষি ' আমি এই অর্থের স্বামী ' এরূপ কামনা দ্বারা যে দেবতার স্তুতি করেন, সেই দেবতার নাম দিয়েই উক্ত মন্ত্রের দেবতা হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

এখানে স্পষ্ট হয় যে, মুসলমানদের ফেরেশতার স্বরূপ বিগ্রহধারী (শরীরধারী) দেবতাদের ত বেদে কোন স্থান নেই। নব্য এবং প্রাচীন মীমাংসকগণ এই বিগ্রহধারী (শরীরধারী) দেবতার স্পষ্ট খণ্ডন করেছেন
।

" কা পুনরিয়ং দেবতা নাম ?.... যা এতা ইতিহাসপুরাণেষ্বাত্যাদ্যাঃ সঙ্কীর্ত্যন্তে নাকসদস্তা দেবতা ইতি ? উচ্যতে। তাসু দেবতাসু অহরাদীনাং শার্দু লাদীনাং বা ন সঙগ্রহঃ। স্মর্যতে চ কালবাচিনাং দেবতাত্বং কালেভ্যো ভববদিতি, মাসো দেবতা সংবৎসরো দেবতেতি।অপরং মতং, যেষু দেবতাশব্দো মন্ত্রব্রাহ্মণে শ্রুয়তে, ' অগ্নির্দেবতা বাতো দেবতা সুর্যো দেবতা চন্দ্রমা দেবতা ' ইত্যেবমাদিষু তেSত্র দেবতাশব্দেনোচ্যন্ত ইতি। তত্রাপ্যহরাদীনামনুপসংগ্রহ এব..... সুর্ত্তানামমুর্ত্তানাং চেতনানাম নামচেতনানাং শ্রুত্যা কিঞ্চিদর্থ প্রতি তাদর্থ্যেন সঙ্কল্পনীয়ানাং দেবতাত্বং ভবিষ্যতি। সামান্যবচনত্বং চোপপৎস্যতে।...... দেবতায়াশ্চ যজ্ঞসাধণভাবো ন রূপেন ভবতি। কেন তর্হি ? সম্বন্ধিনা শব্দেন। যথাSধ্বর্যুর্হস্তাভ্যামুপকরোতি, এবং দেবতা শব্দেনোপকরোতি। যথা হোতুঃ পাণৌ দ্বির্লেপনোপস্তৃণাতীতি, পাণিসম্বন্ধেSপি হোতৈবোপকরোতি, এবং সম্বন্ধিনা শব্দেনোপকুর্বতী দেবতা উপকারিণী গম্যতে। দেবতাযামপ্যুপকারিণ্যাং চোদিতায়াং শব্দস্যৈব যজ্ঞে সমবায়ঃ.... শব্দ এব হবিষা সম্বদ্ধযতে, তৎসম্বন্ধাদর্থোSপি দেবতা ভবিণ্যতি। যস্য হি শব্দো হবিষা তাদর্থেন সম্বন্ধযতে, সা দেবতা। শব্দে কার্যস্যাসম্ভবাদর্থে কার্য বিজ্ঞায়তে। ইহ তু শব্দ এব কার্য সম্ভবতি। " (মীমাংসা ১০/৪/২৩ শাবরভাষ্যে দেবতাভিধানাধিকরণে এবং ৯/১/৮ দ্রষ্টব্য)

এখানে বিগ্রহাদি দেবতার স্পষ্ট খণ্ডন করে শব্দময় দেবতা মানা হয়েছে। এ বিষয়ে খণ্ডদেব তার গ্রন্থ ' ভাট্টদীপিকা ' তে উল্লেখ করেন —

" অতঃ কথমপি ন বিগ্রহাদিস্বীকারঃ। কিন্তু শব্দমাত্রং দেবতা। অর্থস্তু প্রাতিপদিকানুরোধাত্ চেতনোSচেতনো বা কশ্চিত স্বীক্রিয়তে। ন তু বিগ্রহাদিমান। উপাসনাদৌ পরং ধ্যানমাত্রমাহার্য তস্যেতি জৈমিনিমতনিষ্কর্ষঃ। মম ত্বেবং বদতোSপি বাণী দুষ্যতীতি হরিস্মরণমেব শরণম " (ভাট্টদীপিকা : ৯/১/৪ অধিকরণ পৃ০ ৫৩) ।
অর্থাৎ — দেবতা বিষয়ে কোন প্রকার বিগ্রহ শরীর আদি মানা যাবে না। (মীমাংসাকারী মত) শব্দমাত্রই দেবতা হয়, অর্থের প্রাতিপদিক হিসেবে চেতন অথবা অচেতন উভয় হতে পাড়ে। তবে মূর্তি স্বরূপ দেবতা মানা যাবে না। উপাসনার সময় তাঁর পরমেশ্বর চিন্তন (বিনা মূর্তিতে) করা হয়ে থাকে, এটাই জৈমিনির মতের নিষ্কর্ষ। এসব সত্য বলার জন্য যদি আমার পাপ হয়, তার জন্য পরমেশ্বরের স্মরণ করাই যথেষ্ট।

এখানে এটাও ধ্যানযোগ্য যে শতপথ ব্রাহ্মণ (৯/৪/২/১৫) **" যস্যৈ বৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে সা দেবতা ন সা যস্যৈ ন গৃহ্যতে "** অর্থাৎ যার জন্য ' হবিঃ ' দেওয়া হবে, তাকেই দেবতা বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে মীমাংসা শাবরভাষ্য (চৌখম্বা সংস্করণ) ১০/৪/২২ পৃ০ ৯৭ তে বর্ণিত " যস্য বাচকমুদ্দিশ্য স্মৃত্বা বা হবিস্ত্যক্ষ্যামীতি সংকল্পঃ ক্রিয়তে

সা দেবতা ভবতি তত্র " অর্থাৎ — যার জন্য ' হবিঃ ' দেওয়া হয়, তাকেই দেবতা বলা হয়, ইত্যাদি। হোক ব্রাহ্মণ তথা শ্রৌত স্মার্ত্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত কে বলতে পাড়ে যে ' শাখা ' কে হবিঃ দেওয়া হয়ে থাকে। কোন সর্ব অনভিজ্ঞ পুরুষ ই এরূপ বলার সাহস করতে পাড়ে।

💥তথা আক্ষেপণ সমূহের প্রত্যুত্তর পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণিত —

(১) উক্ত উদাহরণ এখানে উপস্থিত করার অভিপ্রায় যে, দেবতা বলতে শরীর ধারী কাউকে বোঝায় তা শুধু কল্পনা মাত্র। এসব শরীরধারী দেবতার ধারণা অনেক নবীন। খণ্ডদেব নিজেও বলেন দেবতা কোন সময় শরীরধারী হতে পাড়ে না এবং তা মীমাংসাকারীর মতও বটে। এরফলে এটাই সিদ্ধ হয় বিগ্রহধারী (শরীরধারী অথবা মুসলমানদের ফেরেশতা মত) দেবতা কোনমতেই বেদমন্ত্রের উল্লেখিত দেবতা হতে পাড়ে না। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কেই দেবতা বলে।

(২) সর্বানুক্রমণীতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা হতে পাড়ে। ঋ০ ৫/৪২/১৪ এর এক মন্ত্রেই ভিন্ন - ভিন্ন আচার্যগণ ভিন্ন - ভিন্ন দেবতা মেনেছেন, যা সর্বানুক্রমণীতে নেই (দেখো বিবরণ পৃ০ ২) । যারা মন্ত্রের দেবতাকে নিত্য মানেন তথা মন্ত্রগতপদ কে দেবতা মানেন, এরূপ ব্যক্তিগণ এবিষয়ে তীক্ষ্ণ ভাবে বিচার করলে তাঁদেরও ভ্রমভঙ্গ হবে আশা করি।

(৩) মন্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধই দেবতা তা উপরে দর্শানো হয়েছে।

(৪) মন্ত্রে আগত পদ ঐ দেবতা এরূপ তথ্য সঠিক নয়। পাঠক দেখতে পাড়েন, " অঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে০ " (ঋ০ ৩/৮/১) উক্ত সূক্তের আদি অন্ত তথা মধ্যে ' বনস্পতি ' এরূপ সম্বোধিত পদ কয়েকবার এসেছে, কিন্তু ঋকসর্বানুক্রমণীতে এই সূক্তের দেবতা (দুএক মন্ত্র বাদে) ' যুপস্তুতি ' মানা হয়েছে। এখানে নিরু০ ৮/১৭ এতে ' বনস্পতি ' দেবতার বর্ণন করতে গিয়ে যাস্ক উল্লেখ করেন। — " তত্ কো বনস্পতিঃ ' ? যুপ ইতি কাথক্যঃ, অগ্নিরিতি শাকপুণিঃ " এতে স্পষ্ট হয় যে ' যুপ ' এবং ' অগ্নি ' এই দুই ' বনস্পতি ' পদের অর্থ হয়। এরজন্য বৃহদ্দেবতাকার ' যুপ ' এবং ' অগ্নি ' উভয় কে সূক্তের দেবতা হিসেবে মেনেছেন। (বৃ০ পৃ০ ৪/১০০)

আমার এই এক উদাহরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে মন্ত্রে আগত পদ ই দেবতা তা সত্য নয়। যদিও এই অবস্থায় নিয়ত না অনিয়ত তা পাঠক স্বয়ং বিচার করে দেখবেন।

⚠️যেসব লোক মন্ত্রের বিষয়কে দেবতা মানেন না তাদের প্রতি জিজ্ঞাসা —

ঋ০ ১/১৮/৫ দক্ষিণা। ঋ০ ১/১২৬/৬-৭ জায়াপত্যোঃ সংবাদঃ। ঋ০ ৪/৫০/৭-৯ পুরোধাতুঃ কর্মপ্রশংসা। ঋ০ ৪/৫৭/৪ কৃষিঃ। ঋ০ ৪/৪৭/২৬ ভাববৃত্তম। ইত্যাদি দেবতা সর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতা আদিতে বলা হয়েছে কি না ? এবং তা বিষয় অনুযায়ী হয় কি না ? বা, এগুলা মাত্র উদাহরণ স্বরূপ। পরিগমণের জন্য এরকম শতাধিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পাড়ে। এখন রইল পর্যায়বাচী বা শব্দের অর্থ দেবতা হয় কি না তা নির্ণয়।

♦ *সর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতায়*

———————————————

দেবতা ভেদ ♦

——————

ঋ০ ২/৩৩/১১ এর দেবতা সর্বা০ ' ইন্দ্র ' বৃহ০ ' 'ভৃগু।
ঋ০ ২/৪২/৪৩ এর দেবতা সর্বা০ ' শকুন্ত ' বৃহ০ ' কপিঞ্জলরুপী ইন্দ্র: '।
ঋ০ ৬/৭৫/৮ এর দেবতা সর্বা০ ' রথ ' বৃহ০ ' আয়ুধাগারম্ '।
ঋ০ ৬/৭৫/১৩ এর দেবতা সর্বা০ ' প্রতোদ ' বৃহ০ ' কশা '।
ঋ০ ৬/৭৫/১৪ এর দেবতা সর্বা০ ' ইস্তঘ্ন ' বৃহ০ ' ইস্তত্রান '।
ঋ০ ৬/৭/৫৩ এর দেবতা সর্বা০ ' দ্যাবাপৃথিবী ' বৃহ০ ' রোদসী ' ।
এখানে ' প্রতোদ ' ' কশা ' ' হস্তঘ্ন ' ' হস্তত্রাণ ' ' দ্যাবাপৃথিবী ' এবং ' রোদসী ' এখানে এই শব্দ স্পষ্টত পর্যায়বাচী নয় কি ?

এখানে একথাও ধ্যান যোগ্য যে সর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতায় দেবতা বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। ঋ০ ১/৫০ সর্বনুক্রমণীতে ' সূর্য ' দেবতা মানা হয়েছে, কিন্তু বৃহদ্দেবতায় সেই মন্ত্রের দেবতা ' বরুণ ' মানা হয়েছে। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে। নিরুক্তাকার যেভাবে ' অগ্নি ' এবং ' জাতবেদাঃ ' কে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা মেনেছেন। যদিও যাজ্ঞিকপ্রক্রিয়ায় মীমাংসকের মতানুসারে ' ইন্দ্র ' এবং ' মহেন্দ্র ' উভয় ভিন্ন ভিন্ন দেবতা হয়। যেরূপ মীমাংসা০ ২/১/১৬ স্পষ্ট লিখা আছে " তস্মাদ দেবতান্তরমিন্দ্রাদ্ মহেন্দ্রঃ "।
আমার বক্তব্য এই যে, যদি কোন মন্ত্রের পদ ' ইন্দ্র ' হয় এবং পরবর্তী মন্ত্রে ' বৃত্রহা ইন্দ্র ' হয় তারফলে বিশেষণপদ ঘটার দরুন ' ইন্দ্র ' এর ভিন্ন দেবতা মানতে হবে , এক নয়। ততপ্রকার দেবতাভেদ দ্বারা সর্বানুক্রমণী এবং বৃহদ্দেবতা পরিপূর্ণ হয়ে আছে । এছাড়া আমি এখানে দ্বিতীয় প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করব। ঋ০ ১/৯৪/১-৬ এর দেবতা সর্বানুক্রমণীতে ' অগ্নি ' মেনেছেন, অন্যদিকে বৃহদ্দেবতায় ' জাতবেদাঃ '। এরূপ উদাহরণ ঋ০ ১/১৪০ তথা ঋ০ ২/2 ছাড়াও অসংখ্য স্থানে আছে। ' অগ্নি ' এবং ' জাতবেদাঃ ' ; নিরুক্তাকারের মতানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন দেবতা (দেখেন নিরু০ অ০ ৭) । ঋ০ ১/৫০/৬ এতে নিরুক্তাকার ' বরুণ ' দেবতা মানেন, সর্বানুক্রমণী ' সূর্য '। ঋ০ ৬/১৪,১৫ এর নিরুক্তে (১২/১৮) ' পুষা ' দেবতা মানেন, সর্বানুক্রমণীতে ' বিশ্বেদেবা '। ঋ০ ১০/১৮৫/২০ তে নিরুক্ত ' সূর্য ' দেবতা মানেন, কিন্তু সর্বানুক্রমণীতে দেবতা ' আশী প্রায়ঃ ' উল্লেখিত। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, নিরুক্ত এবং সর্বানুক্রমণীতে মন্ত্রে কীভাবে দেবতার স্পষ্ট ভেদ দর্শিত।

যদি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন মতের বিকল্প হিসেবে মানা যেতে পাড়ে ; তাহলে আচার্য দয়ানন্দের দর্শিত দেবতা কেন বিকল্প হিসেবে মানা যেতে পাড়ে না ?

ঋ০ ২/৩০/৮ ' সরস্বতী ' ইতি সর্বানুক্রমণী, ' মধ্যমা বাগিতি ' বৃহদ্দেবতা।

পাঠক দেখেন, যে কীভাবে একি মন্ত্রের (ঋ০ ১০/৮৫/১৯) দেবতা সর্বানুক্রমনী আদি মতে ' চন্দ্রমা ' হয়। সেই মন্ত্রের দেবতা তৈত্তিরীয় সংহিতা - বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র - সত্যাষাঢ শ্রৌতসূত্রাদি মতানুসারে ' আদিত্য ' এবং যাস্ক তথা বররুচি আদির মতে চন্দ্রমা এবং আদিত্য উভয় দেবতা । এরূপ ভাবে ' প্রসুষ্টুতিম্ '(ঋ০ ৫/৪২/১৪) এই এক মন্ত্রে শাকমুণী মতে ' ইডস্পতিঃ ' দেবতা, গালব এর মতে ' অগ্নি ' যাস্কের মতে পুষা, শৌনকের মতে ' ইন্দ্র ' এবং ভাগুরি মতে ' বৈশ্বানর '। এখানে শুধু ' ইডস্পতি ' পদ মন্ত্রে আছে, অন্য কোন পদ এই মন্ত্রে আসে নি। জিজ্ঞাসা রইলঃ, যখন দেবতাবাদের বিধায়ক (বাদির মতানুসারে) হিসেবে পরিচিত গ্রন্থ এরূপ মতপ্রকাশ করে, তা হলে কেন না মানা যায়। দেবতা নিত্য ঈশ্বরত্ব, এরূপ যারা বলে বা বুঝে তাদের সম্পর্কে আর কি বলব, উনাদের বেদার্থ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতাই এসবের কারণ।
এরূপ অবস্থা আদিষ্টদেবতা মন্ত্রেরও, অনাদিষ্ট দেবতা মন্ত্র সম্পর্কে আর কি বলব। ' অপি বা সা কামদেবতা স্যাত ' (নিরু০ ৭/৪) এখানে প্রকরণাদিতে যথেষ্ট সুসঙ্গত দেবতা হতে পাড়ে। অন্যথা ' নৈরুক্তঃশকনোতি দৈবতং জ্ঞাতুম ' (স্কন্দঃ ভা০ ১ পৃ০ ১০৮) নিরুক্ত সম্পর্কে জ্ঞাতগণ ঐ দেবতা নির্ণয় করতে সক্ষম। এই কথা বলার তাৎপর্য কী হতে পাড়ে। বিনিয়োগভেদ দ্বারা দেবতাভেদ হয়ে থাকে, একথাও এখানে ধ্যান রাখা উচিত (দেখো দূর্গ টী০ ২/৮ পৃ০ ১২৬।)

যেসব মহানুভব ব্যক্তিগণ মন্ত্রে লিঙ্গ = দেবতাবাচক পদের দর্শনমাত্র দেবতার জ্ঞান তৎকাল হয়ে থাকে। এর জন্য কোন তপস্যা বা অগাধ পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা নেই এরূপ মানা হয়। এর জন্য আমরা যাস্কের একটি প্রমাণ উপস্থাপন করব।

" অথাপি যাজ্ঞে দৈবতেন বহবঃ প্রদেশা ভবন্তি। তদেতেনোপেক্ষিতব্যম্। তে চেদ বূযুর্লিঙ্গজ্ঞা অত্র স্ম ইতি। ' ইন্দং ন ত্বা শবসা দেবতা বায়ুং পৃণন্তি ' (ঋ০ ৬/৪/৭)
' বায়ুলিঙ্গ চেন্দ্রলিঙ্গ চাগ্নেয়ে মন্ত্রে ' (নিরু০ ১/১৭)
অর্থাৎ — যজ্ঞকর্মে দেবতানির্দেশ দ্বারা বিধান করা হয়, যেরূপ ' ইন্দ্রয়া গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে ' ইত্যাদি।

নিরুক্তশাস্ত্রের গভীর অনুশীলন বিনা দেবতা বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান (অর্থাৎ কে গৌণ দেবতা এবং কে অগৌণ) হতে পারে না। যদি কেউ বলে আমরা লিঙ্গ (দেবতা বাচক পদ) সম্পর্কে অবগত, তাই যাস্ক দুটি মন্ত্র উদধৃত করে জিজ্ঞাসা করেন - " ' ইন্দ্রং ন ত্বা " (ঋ০ ৬/৪/৭) অগ্নি দেবতাভুক্ত মন্ত্রে বায়ু তথা ইন্দ্র তথা ' অগ্নিরিব মন্যো ' (ঋ০ ১০/৮৪/২) ' মন্যু ' দেবতাসমূহ মন্ত্রে ' অগ্নি ' এর লিঙ্গ দর্শিত হয়। বল এখানে কে দেবতা হয় ? অর্থাৎ এখানে মন্ত্রে আগত পদ বলতে দেবতা বুঝায় না।

একথা সেইসব মন্ত্রের বিষয়ে বর্ণিত যারা আদিষ্ট দেবতা হয়। যখন এখানে দেবতাবাচক পদের দর্শনমাত্র দেবতার নিশ্চয় হতে পাড়ে না, তাহলে অনাদিষ্ট ভুক্ত মন্ত্রের দেবতার নির্ণয় বিনা যোগবল তথা তপবল দ্বারা অর্থ না জেনে কীভাবে নিশ্চয় হতে পাড়ে ? এরজন্য ঋগ্বেদ এর ভাষ্যকার বেঙ্কটমাধব তাঁর দেবতাক্রমণীতে লিখেন —

" দেবতাক্তবিজ্ঞানং মহতা তপসা ভবেত্। শক্যতে কিমস্মাভির্যাথাতথ্যেন ভাষিতুম্। (পৃষ্টা ৫৫)

পুনঃ বলেন —

" ন প্রত্যক্ষমনৃষেরস্তি মন্ত্রম ॥
যোগেন দাক্ষ্যেণ দমেন বুদ্ধয়া বাহুশ্রুত্যেন তপসা নিয়োগৈঃ। উপাস্যাস্তাঃ কৃতস্নশো দেবতাঃ ॥ (বৃহ০ ৮/১২৯, ১৩০)
অর্থাৎ — মন্ত্রে অনৃষির প্রত্যক্ষ হয় না, যোগ, দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), ব্যপক পাণ্ডিত্য তথা তপ আদি দ্বারা সমস্ত দেবতার জ্ঞান ধারণে ব্রত হওয়া উচিত।

এখানে এটাও জানা উচিত, যে যাস্ক দৈবতকাণ্ডে প্রধানস্তুতি গুলোর দেবতা নিরুপণ করেছেন। যেমন নিপাত (গৌণ) দেবতাদের বিষয়ে নিরু০ ১/২০ এ নির্দেশ করেছেন। নিরুক্তাকার যেমন দেবতার তিন প্রকার ভেদ করেছেন, যাতে ' পৃথিবী ' এবং ' ত্বষ্টা ' কে পৃথিবীস্থানীয় মধ্যমস্থানীয় এবং দ্যুস্থানীয় মেনেছেন। নিশ্চয় তিন স্থানে ' পৃথিবী ' এবং ' ত্বষ্টা ' স্বরূপে ভেদ আছে। বরুণ , যম, সবিতা এবং উষা উক্ত চার দেবতা সম্পর্কে নিরুক্তাকার মধ্যমস্থানীয় এবং দ্যুস্থানীয় অর্থাৎ দো মেনেছেন। নির্বাচনের আধারে এই শব্দ পৃথিবী স্থানীয়, তাই শেষ দুই স্থান বিশেষ্য - বিশেষণবাচক হওয়ার দরুন নির্বাচনের আধার দ্বারাই যুক্ত হবে। সেরূপ ভাবেই মধ্যমস্থানীয় এবং দ্যু স্থানীয় বিষয়েও একইভাবে বোঝা উচিত। সে জন্যই যাস্ক এই শব্দকে নির্বচন করেছেন। নির্বচনের ফলে এটাই সিদ্ধ হয় যে, এই শব্দ বিশেষণবাচক ও হয় এবং বিশেষ্য বাচক হয় । এক আত্মাকে মুখ্য দেবতা মেনে পৃথিবীস্থানীয়, মধ্যমস্থানীয় এবং দ্যুস্থানীয় দেবতা নিরুপণ করা হয়। এই সবের সমন্বয় বিশেষ্য-বিশেষণবাদের নির্বচনের আধারে অধিভুক্ত হয়ে থাকে।

প্রাচীন আচার্যদের অনুসারে দর্শন সমূহের তালিকা

যদিও আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন প্রবৃত্তি দ্বারা দর্শন শাস্ত্রের সম্ভাব্য সংখ্যা নিশ্চয় করা প্রায় অসম্ভব। সম্মতিতর্কের আধারেও এই কথা প্রমাণিত যে প্রাচীন দর্শন সমূহের সম্ভাব্য সংখ্যা অসম্ভব হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ "গুনরত্ন " [১] তথা " মণিভদ্র " [২] আদি কথনেও পাওয়া যায়। এছাড়াও মহাভারতের " নৈকো মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ " উক্তি প্রায় সবার কাছে আপামর প্রসিদ্ধ বাক্য। এর সমর্থন শুক্রনীতিসারেও [৩] পাওয়া যায়।

কিন্তু এই অবস্থার মধ্য দিয়ে অব্যবস্থা এবং অশ্রদ্ধার প্রতিষেধকরণের জন্য আচার্যগণ পরবর্তীতে নিজ জ্ঞান এবং মতানুসারে নিজ থেকে বিভিন্ন সংখ্যার সমাধান করেছেন। এবং সেই সব গুলো দিয়ে একটি নিজস্ব দর্শন সৃষ্টি করেছেন। স্পষ্টতার জন্য নিম্নে সেরকম কিছু মত তথা দর্শনের উল্লেখ করা হল। যথা —

১ ‖ সর্বসিদ্ধান্তপ্রবেশকে [৪] সর্ব শব্দ উচ্চারণ হওয়ার পড়েও শুধু নির্দিষ্ট কিছু দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা — ন্যায় - বৈশেষিক - জৈন - বৌদ্ধ - সাংখ্য - মীমাংসা তথা - চার্বাক দর্শন।

২ ‖ ন্যায়মঞ্জুরীতে জয়ন্তভট্ট ' ষড়তর্কী ' [৫] এর উল্লেখ করেছেন। এবং তার অন্তর্গত দর্শন সমূহ যথা — সাংখ্য - জৈন - বৌদ্ধ - চার্বাক - বৈশেষিক তথা ন্যায় দর্শনের সমাবেশ উল্লেখ করেছেন। যদিও এখানে কদাচিৎ অন্য দর্শনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ষটতর্কীত্র জয়ন্তভট্ট তার মধ্যে অধিকাংশ লোক কথিত তথা অবৈদিক মেনেছেন উল্লেখিত ছয়টি ছাড়া।

৩ ‖ সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে শঙ্করাচার্য [৬] নিম্নলিখিত দর্শন সমূহ উল্লেখ করেন — অদ্যপাদ - কণাদ - কপিল - জৈমিনি - ব্যাস - পতঞ্জলি - বৃহস্পতি - আর্হত তথা বুদ্ধ দর্শন।

৪ ‖ অগ্নিপুরাণে বর্ণিত দর্শন সমূহ — তর্কশাস্ত্র - বৌদ্ধ - ভূতচৈতন্যবাদ - স্বপ্রকাশজ্ঞানবাদ - অনেকান্তবাদ - শৈবসিদ্ধান্ত - বৈষ্ণবমত - শাক্তসিদ্ধান্ত - সৌরসিদ্ধান্ত - ব্রহ্মকারণবাদ - সাংখ্যমত [৭]।

৫ ‖ দশশ্লোকীতে শঙ্করাচার্য [৮] বর্ণির্ত দর্শন সমূহ যথা — সাংখ্য - শৈব - পঞ্চরাত্র - আগম - জৈন - মীমাংসার নাম উল্লেখ পেয়ে থাকি। কিন্তু আমরা উক্ত শ্লোকে আদি শব্দের উল্লেখ পেয়ে থাকি।

৬ ‖ আদি বিষয়ে ব্যাখ্যাকার মধুসূদন সরস্বতীর [৮] অনুসারে গাহ্য দর্শন সমূহের তালিকা — ন্যায় - বৈশেষিক - পাতঞ্জল - ত্রিদণ্ডিমত - পাশুপত মত - বৌদ্ধ - চার্বাক - উপনিষদ। চার্বাকের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ উক্ত দশশ্লোকীতে [৯] পাওয়া যায়।

৭ ‖ মহাকবি রাজশেখর তার নিজ কাব্যমীমাংসায় প্রমাণবিদ্যা অন্তর্গত যথা — মীমাংসা দর্শন - সাংখ্য - ন্যায় - বৈশেষিক - বৌদ্ধ - লৌকায়ন - আর্হত - শৈব সিদ্ধান এবং - পাঞ্চরাত্রা উল্লেখ করেছেন। [১০]।
৮ ‖ হরিভদ্র সূচি তাঁর ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে ছয় দর্শনকেই মৌলিক দৃষ্টিতে মেনেছেন [১১]। যথা — বৌদ্ধ - ন্যায় - সাংখ্য - জৈন - বৈশেষিক - জৈমিনী দর্শন এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯ ‖ জিনদত্ত সূচির ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে উল্লেখিত দর্শন সমূহ। যথা — জৈন - মীমাংসা - বৌদ্ধ - সাংখ্য - শৈব - নাস্তিক দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১০ ‖ সর্বদর্শনকৌমুদীতে [১২] মাধব সরস্বতী দর্শনসমূহকে বৈদিক এবং অবৈদিক দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বৈদিক দর্শন সমূহ যথা — বৈশেষিক - ন্যায় - শব্দমীমাংসা (ব্যাকরণ) - পূর্বমীমাংসা - উত্তরমীমাংসা - যোগদর্শন - সাংখ্য দর্শন। এবং অবৈদিক দর্শন সমূহ — বৌদ্ধ - মাধ্যমিক - যোগাচার - সৌত্রান্তিক - বৈভাষিক - চার্বাক তথা - আর্হত দর্শনের নাম উল্লেখ করেছেন।

১১ ‖ মল্লধারী রাজশেখর সূচি তার ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে দর্শনের তালিকা উল্লেখ করেন। যথা — জৈন - সাংখ্য - জৈমিনীয় - যোগ - বৈশেষিক তথা - বৌদ্ধ দর্শনের বিবরণ প্রস্তুত করেছেন। এছাড়া উনার মতে নাস্তিকদের কোন দর্শন হয় না। [১৩]।

১২ ‖ মাধবাচার্য তার সর্বদর্শন সংগ্রহে উল্লেখি দর্শন সমূহ — চার্বাক - বৌদ্ধ - জৈন - রামানুজ - পূর্বপ্রজ্ঞ (মাধ্য) - নকুলীশ পাশুপত - শৈব - প্রত্যভিজ্ঞা - রসেশ্বর - বৈশেষিক - ন্যায় - জৈমিনীয় - পাণিনিয় - সাংখ্য - যোগ তথা - শঙ্করবেদান্তের উল্লেখ করেছেন।

১৩ ‖ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি [১৪] আদিতে বর্তমান প্রাপ্ত দর্শন গ্রন্থের মধ্যে শুধুমাত্র ন্যায় এবং মীমাংসা গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও ন্যায় শব্দের জায়গায় তর্ক শব্দে উল্লেখ পাওয়া যায় [১৫]। মহামহোপাধ্যায় ডা: গঙ্গানাথ ঝা জীর অনুসারে প্রাচীন দুইটি শাখা উক্তি দুটিই। যদিও ন্যায় শব্দের প্রয়োগ মীমাংসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয় ।

১৪ ‖ শুক্রনীতি অনুসারে [১৬] দর্শন সমূহ যথা — মীমাংসা - তর্ক - সাংখ্য - বেদান্ত - যোগ - তথা নাস্তিক মতের উল্লেখ করেছেন।

🔥তথ্যসূত্র সমূহ 🔥

----

[১] নন্বত্র সর্বদর্শনবাচ্যোর্থো বক্তুং প্রকান্তঃ, স চ সংখ্যাSতিক্রান্তঃ........ জৈনাদন্যদর্শনানাম্ পরসময়াSপরনামধেয়ানাম্ অসংখ্যাতত্বাত্ ‖ (গুনরত্ন : ষ০ দ০ স০ বৃত্তি, পৃ০৯)

[২] যদ্যপি ভেদ-প্রভেদতয়া বহুনি দর্শনানি প্রসিদ্ধানি......... অপরেষামপি দর্শনানানাম্ তত্ত্বদেবতাপ্রমাণাদিভিন্নতয়া বহুভেদাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। (মণিভদ্র : ষ০ দ০ স০ বৃত্তি পৃ০ ৬)।
[৩] বিদ্যাঃ হ্যানন্তাশ্চ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে। (শুক্রনীতিঃ ৪/৩/২৩)।
[৪] বৈ০ দর্শন, পরি০ সংখ্যা — ৫, পৃ০ ১৪১ (বড়োদা) ।
[৫] অস্যাং জনতাসু প্রসিদ্ধায়ামপি ষড়তর্ক্যাস্ (ন্যা০ ম০ ভা০ ১ পৃ০ ৪) ।
[৬] শঙ্করাচার্য আদি শঙ্করাচার্য থেকে পৃথক প্রতীত হয়। কারণ ব্রহ্মসূত্রের বিবরণে আদি শঙ্করাচার্যকে ভগবৎপাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
ভাষ্যং চতুভিংরধ্যাযৈর্ভগবৎপাদনির্মিতম (স০ সি০ সং০ ১/২২)।
[৭] অগ্নি পুরাণ অ০ ৩৪৭ শ্লোক : ৩৪ - ৩৬।
[৮] সি০ বি০, পৃ০ ১০৬-১১৬ ; ৬০৭-৬১৭।
[৯] ন ভূমির্ত তোয়ং ন তেজো না বায়ুর্ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ। (দশশ্লোকী ১)।
[১০] কাব্যমীমাংসা, অধ্যায় ৮ (পৃ০ ৯৬-১০১)
[১১] দর্শনানি ষডেবাত্র মূলভেদব্যপেত্তয়া। দেবতাতত্ত্বভেদেন জ্ঞাতব্যানি মনীষিভিঃ। (ষ০ দ০ স০ ২)।
[১২] স০ দ০ কৌ০, পৃ০ ৪।
[১৩] জৈন সাংখ্য জৈমিনীয়ম্ যৌগ বৈশেষিকং তথা। সৌগতং দর্শনান্যেবং নাস্তিকং তু ন দর্শনম্। (ষ০ দ০ সমু০ ৪)
[১৪] পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাখাঙ্গমিশ্রিতা। (যা০ স্মৃ০ ১/৩)
[১৫] যত্র ব্যবস্থিতা চার্থকল্পনা বিধিভেদতঃ। মীমাংসা বেদবাক্যানাং সৈব ন্যায়শ্চ কীক্তিত ॥ (শুক্রনীতি : ৪/৩/৪৬-৪৭)।
[১৬] মীমাংসা - তর্ক - সাংখ্যানি বেদান্তো যোগ এব চ। ইতিহাসঃ পুরাণানি স্মৃতয়ো নাস্তিকং মতম্। (শুক্রনীতি: ৪/৬/২৮)।

ওওম্ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যু ও বিষক্রিয়া নিয়ে মিথ্যাচারের জবাব

আজ একটি নিবন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় । যাতে শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বামী সত্যানন্দজীর জীবনী থেকে দাবি করা হয়েছে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীকে কোন প্রকার বিষ প্রয়োগ করা হয়নি এবং আমরা যে নির্বাণ লাভের কথা বলেছি তা ভ্রান্ত ।

বলা বাহুল্য, বরাবরের মতই ফেইক আইডি দিয়ে চটকদার কথা ও উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বিশেষ । শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর্যসমাজী না হয়েও সর্বপ্রথম মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীজীর জীবনী রচনা করেন । পরবর্তীতে পণ্ডিত লেখরাম সুবৃহৎ বিশাল জীবনী উর্দুতে রচনা করেন যাতে তিনি মহর্ষির সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন । উক্ত গ্রন্থটি শ্রী রঘুনন্দন সিংহ দ্বারা অনূদিত হয়ে আর্যসাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট প্রকাশ করে যার সম্পাদক ছিলেন ড.

ভবানীলাল ভারতীয় । স্বামী সত্যানন্দ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীজীর জীবনের আধ্যাত্মিক দিকসমূহ অত্যন্ত ভক্তিমূলকভাবে উপস্থাপন করেন সুললিত সাহিত্যে । পরবর্তীতে শ্রী ঘাসিরাম উক্ত গ্রন্থত্রয়ীর সমস্ত তথ্য - উপাত্ত নিজে অনুসন্ধান করে প্রামাণিক জীবনী প্রস্তুত করেন যা ১৯৯০ বিক্রমাব্দে প্রকাশিত হয় আজমেরস্থ আর্য সাহিত্য মণ্ডল লিমিটেড দ্বারা ।

অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে দেখলে দেবেন্দ্রনাথ বাবু প্রাথমিক ও পণ্ডিত লেখরাম সমস্ত উপাদান চূড়ান্তভাবে সংগ্রহ করেছেন ।

সেখান থেকেই স্বামী সত্যানন্দ ভাবভক্তিময় সার ও শ্রী ঘাসিরাম চূড়ান্ত জীবনী রচনা করেন । সমস্ত গ্রন্থেই মহর্ষিকে বিষ প্রদান বা পাচক দ্বারা কাচের গুড়ো দুগ্ধে মিশ্রণের ঘটনা বিদ্যমান ।

প্রথমোক্ত গ্রন্থত্রয়ে এই বিষয় রয়েছে । লেখরামজী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন । স্বামী সত্যানন্দের রচনাও তা বিবৃত আর ঘাসিরাম মহাশয় সরাসরি উল্লেখ করেছেন । যেখানে জীবনী থেকে শুরু করে সর্বত্র এহেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক সেখানে কোন পিতৃপরিচয়হীন কিংবা একাধিক পিতৃ উৎপন্ন ফেইক আইডির মূল লক্ষ্য যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বীয় প্রচার বৃদ্ধি ও আমাদের কাজকে বাধাগ্রস্ত করা তা বলাই বাহুল্য ।

বাংলাদেশ অগ্নিবীরের প্রচারকার্য ব্যাপকভাবে চলমান । এহেন নিম্নমানের কাজে আমাদের দৃষ্টিপাতের সময় নেই । তারপরেও প্রথমবার বিধায় আমরা প্রমাণসমূহ গ্রন্থের ছবিসহ দাগিয়ে দিলাম । পরবর্তীতে আমাদের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে এলে তাদের নিজেদের ইতিহাস দেখিয়ে দেওয়া হবে । চ্যালেঞ্জ নয়, সাবধান বাণী ।

মহর্ষি দয়ানন্দ ও পণ্ডিতা রমাবাঈ

বিষয়বস্তু

১. প্রাককথন–

২. রমাবাঈয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়–

৩. বিপিন বিহারী মেধ্বী ও রমাবাঈ–

৪. বিপিন বিহারী মেধ্বী ও রমাবাঈয়ের বিবাহ -

৫. বিবাহের প্রকৃত তারিখ–

৬. রমাবাঈ এবং মহর্ষি দয়ানন্দের পত্রব্যাবহার–

৭. আর্যসমাজ মেরঠে পণ্ডিতা রমার আগমন এবং অবস্থানের প্রামাণিক বৃত্তান্ত। তিন জীবনীগ্রন্থের বর্ণনা–

৮. রমাবাঈয়ের পরবর্তী জীবন–

৯. পৌরাণিকদের অপপ্রচার খণ্ডন ও মন্তব্য-

১০. উপসংহার–

প্রাককথন-

ओ३म् , নমস্কার।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আধুনিক ভারতবর্ষের পিতামহ মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্মের পুনরুদ্ধারক, সমাজ সংস্কারক হিসেবে সর্বত্র সম্মানিত। এ কথাও কারো অজানা নয় যে মহর্ষির প্রতি মতান্ধ পৌরাণিকরা প্রবল বিদ্বেষ পোষণ করে । মহর্ষির জীবদ্দশায় তাদের হিংসা এত প্রবল ছিল যে তারা মহর্ষিকে হত্যার কোনো ষড়যন্ত্রই বাকি রাখে নি। এবং শেষ পর্যন্ত মহর্ষির খাবারে তীব্র বিষ মিশিয়ে দিলে তিনি দেহত্যাগ করেন। মহর্ষির মৃত্যুর পরও পৌরাণিকদের হিংসার আগুন শান্ত হয়নি। তারা এবার মহর্ষির চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে তাঁর মহান আদর্শ ম্লান করার জন্য বিভিন্ন ভিত্তিহীন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে থাকে ।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ভারতীয় মা-বোনদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর একটি আন্তরিক কামনা ছিল । মেরঠে এমন একটি কন্যা পাঠশালা স্থাপন করা হলে সেখানে পণ্ডিতা রমাবাঈ নামক এক সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী নারীকে অধ্যাপিকা হিসেবে নিযুক্ত করতে চান এবং নারীশিক্ষার কার্যে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। রমাবাঈ এসেছিলেনও। কিন্তু তাঁকে যে উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছিল; ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যস্ত থাকায় তিনি সেই মহৎ কার্যে যোগদান করতে সম্মত হন নি । শুদ্ধচরিত্র ঋষির চরিত্রে কোনো দোষ বের করতে না পেরে পৌরাণিকরা এই রমাবাঈকে নিয়ে এক মনগড়া কাহিনি প্রচার করে দেয় যে, উক্ত রমাবাঈয়ের সাথে নাকি মহর্ষির প্রেমের সম্পর্ক ছিল! বিমলচরিত্র ব্রহ্মচারী, এবং যিনি আজীবন ভারতবর্ষের মা-বোনদের হিতচিন্তক হয়ে ছিলেন সেই ঋষির চরিত্রের উপর এই আরোপ যে কতটুকু পাপপূর্ণ; তার পরিমাপ পরমাত্মাই ভালো জানেন।

মহর্ষি দয়ানন্দ নিজেই এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সুতরাং কোনো অতিরিক্ত প্রশংসাবাক্য কীর্তন করে তাঁর কীর্তিকে উজ্জ্বল করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বৈদিক সত্যমার্গের প্রদর্শক নিজেদের পূজনীয় গুরুদেবের নামে কোনো কলঙ্ক আরোপ করলে আমরা চুপ হয়ে বসে থাকব না। যখন আর্যসমাজের নব্য অনুসারী হয়েছিলাম তখন এই মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ দেখেছিলাম এর পরেও অনেক দিন দেখেছি। আজ পরমাত্মার কৃপায় পর্যাপ্ত অবসর পেয়ে পৌরাণিকদের অভিযোগগুলোকে তথ্যপ্রমাণ দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করতে উদ্যত হলাম । যেসব বঙ্গীয় পৌরাণিক এই বিষয়ে মহর্ষির চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা এখনও করে চলেছে তাদের আহ্বান করছি যে, যদি এক বিন্দু সামর্থ্যও থাকে তাহলে এই লিখার প্রতিবাদ করো। নতুবা আর্যসমাজীরা তোমাদের অপপ্রচারকে পাগলা কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের মতো উপেক্ষণীয় বলে গণ্য করবে।

যেসব সজ্জন এবং নবীন বিদ্যার্থী এসকল পৌরাণিকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এই লেখার পর আশা করি আর কারো কোনো বিভ্রান্তি থাকবে না। লিখাটি বেশ দীর্ঘ হতে পারে। কারণ এই প্রসঙ্গে যত তথ্য আছে সবকিছু এই লিখাতেই রয়েছে। বানানাদি ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।

বিদুষাং বশংবদঃ

-সুব্রত দেবনাথ

- **রমাবাঈয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়**

যে রমাবাঈকে নিয়ে পৌরাণিকরা কলঙ্ক আরোপ করে থাকে; প্রথমে তাঁর পরিচয় জানা উচিত। এর জন্য আমরা সব প্রামাণিক (authentic) উৎস ব্যবহার করবো। আমরা পৌরাণিকদের মতো লুকোচুরি খেলায় বিশ্বাসী নই। উইকিপিডিয়া একটি সর্বজনীন উৎস, পাঠক এটি দেখতে পারেন। Pandita Rama পণ্ডিতা রমাবাঈ [Bangla] এই প্রবন্ধে পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখা হয়েছে। বিশেষত প্রাসঙ্গিক দিকসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯৮৯ সালে ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের নামে ডাকটিকিট । অবৈধ কুলজাত পৌরাণিকদের নিকট অবশ্য তা বোধগম্য হবে না ।

[মেরঠে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রমাবাঈয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত]

পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী ১৮৫৮ সালে একটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অনন্ত ডোংরে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। রমাবাঈয়ের ডাকনাম ছিল রমা ডোংরে। ১৯৭৬-৭৮ সালের মহাদুর্ভিক্ষে রমাবাঈ নিজের মা বাবাকে হারান। এরপর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে অগ্রজ ভ্রাতা শ্রীনিবাস ডোংরের সাথে দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি শিক্ষালাভের পাশাপাশি প্রভাষকের কাজও করতেন বলে জানা যায়। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর পাণ্ডিত্য বা সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতার সুনাম দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। প্রভাষক হিসাবে রমাবাইয়ের খ্যাতি কলকাতায় ছড়িয়ে পড়লে, কলকাতার পণ্ডিতদের দ্বারা রমাবাঈ কলকাতায় বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হন । আর ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে **'পণ্ডিতা'** এবং **'সরস্বতী'** উপাধিতে ভূষিত করে। তৎকালে সরস্বতী উপাধি পণ্ডিত মহলে অন্যতম সর্বোচ্চ উপাধি ছিল। আর প্রথম কোনো নারী হিসেবে তিনি এটি অর্জন করেছিলেন। সুতরাং তিনি যে সংস্কৃত ভাষায় বিদুষী নারী ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

১৮৮০ সালে রমাবাঈয়ের ভাই শ্রীনিবাস ডোংরের অকালমৃত্যু হয়। এতে রমাবাঈ সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে যান।

- **বিপিন বিহারী মেধ্বী ও রমাবাঈ -**

কলকাতা হাইকোর্ট এর উকিল বিপিন বিহারী মেধ্বী রমাবাঈয়ের ভাই শ্রীনিবাসের বন্ধু ছিলেন। শ্রীনিবাসের মৃত্যুর পর তিনি রমার পাশে দাঁড়ান। বিপিন রমাবাঈয়ের গুণে আগে থেকেই মুগ্ধ ছিলেন। এজন্য তিনি রমাবাঈকে বিবাহ করতেও ইচ্ছুক ছিলেন। এ বিষয়ে আলোকপাত করে শ্রী বিপিন বিহারীর সুপরিচিত বিপ্লবী বন্ধু শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল লিখেছেন যে -

" বিপিন বিহারী কখনই রমাবাঈয়ের পিছু করা ছাড়েননি, সে যেখানে-যেখানে যায় সেখানে-সেখানে বিপিন বিহারীও যেতেন। অবশেষে বিপিন বিহারীর প্রচেষ্টা ফল দেয়। বিপিন বিহারী দেখতে সুদর্শন, প্রভাবশালী এবং তেজস্বী । তিনি শুধু লম্বাই ছিলেন না, তার শরীরও সুদৃঢ় ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তার দেহ ছিল অনুপাতিক এবং আকর্ষণীয়। নারীরা যদি তার মতো একজন সুদর্শন পুরুষের প্রতি মুগ্ধ হতেন, তবে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। রাজপুরুষের মতো সুদর্শন সুন্দর শরীরের পাশাপাশি তার বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরও ছিল অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এমন অবস্থায় পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের হৃদয় এবং বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করে থাকেন, তবে সেটা অস্বাভাবিক এবং আশ্চর্যজনক নয়।"

(তথ্যসূত্র- মহারাষ্ট্র টাইমস: ১৮ অক্টোবর ১৯৯২ঃ রবিবারীয়- মৈফল-পরিশিষ্টঃ পৃষ্ঠ ১)

এছাড়া অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে,বিপিন বিহারী এবং পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের বিবাহে শ্রীনিবাসের মতও ছিল। পণ্ডিতার বড় ভাই (অগ্রজ) শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁর মৃত্যুর আগে (৮ ই মে ১৮৮০) পণ্ডিতাকে বলেছিলেন যে তিনি যদি চান তাহলে তিনি বিপিনবিহারীকে বিয়ে করতে পারেন। বিপিনবিহারীর আপ্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসের ভাষায়-

" মৃত্যুকালে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁর একান্ত স্নেহপাত্রী ভগিনী কে বলিয়াছেন যে ইচ্ছা করিলে সে বিপিনবিহারী কে বিবাহ করিতে পারে "

[তথ্যসূত্র-: পণ্ডিতা রমাবাই ও শ্রীহট্ট: সম্মেলনের হীরক জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (বাংলা ভাষায়) পৃষ্ঠা ৮০]

- **বিপিন বিহারী মেধ্বী ও রমাবাঈয়ের বিবাহ -**

রমাবাঈ এবং বিপিন বিহারী মেধ্বীর বিবাহও হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায়। যেমন-

প্রকৃতপক্ষে, পণ্ডিতা রমা এবং বিপিন বাবুর বিবাহ ইতিমধ্যেই ১৩ ই জুন, ১৮৮০ তারিখে হয়েছিল, পণ্ডিতা মেরঠে আসার আগেই। রমা- বিপিনের বিবাহ উপলক্ষে সাক্ষী হিসাবে বাংলার সুপরিচিত ইতিহাসবিদ মি. বেবারিজ, আই.সি.এস. সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দাস তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে- 'বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ বেবারিজ আই.সি.এস. ও তার স্ত্রী উক্ত বিবাহে স্বাক্ষীরূপে উপস্থিত ছিল।"

[তথ্যসূত্র- শ্রীহট্ট সম্মেলনের হীরক জয়ন্তী স্মৃতি গ্রন্থ, পন্ডিত রমাবাঈ এবং শ্রীহট্ট, পৃষ্ঠা ৮০]

" ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে, এই বিবাহটি কোনও ধরণের ঐতিহ্যগত সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি অবলম্বন না করেই সরকারী রেজিস্ট্রি পদ্ধতিতে বাঁকিপুরের রেজিস্ট্রারের সামনে রেকর্ড করা হয়েছিল। ১৮৭২ সালের উল্লিখিত আইনটি মূলত ব্রাহ্মসমাজের অনুসারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, কারণ ব্রাহ্মরা নিজেকে হিন্দু বলতে প্রস্তুত ছিলেন না, এই আইন অনুসারে যে বর-কনে বিয়ে করেছিলেন তাদের শপথে এটি বলতে হয়েছিল যে, আমরা কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী নই, আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি, জরাথুস্ট্র এগুলোর কেউ নই।"

[তথ্যসূত্র- পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী: একটি অজানা পৃষ্ঠা, লেখক - মধু লিময়ে- মহারাষ্ট্র টাইমস: মারাঠি দৈনিক, ১৮ অক্টোবর ১৯৯২, রবিবারীয় পরিশিষ্ট, মৈফল পৃষ্ঠা ৩]।

- **বিবাহের প্রকৃত তারিখ**

রমাবাঈয়ের বিবাহের তারিখ নিয়ে একটু মতভেদ আছে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, পণ্ডিতা রমা এবং বিপিন বাবুর বিবাহ ১৩ ই জুন, ১৮৮০ তারিখে হয়েছিল, আবার উইকিপিডিয়া বলছে, "১৮৮০ সালের ১৩ নভেম্বর তাদের বিয়ে হয়েছিল। " এই মতভেদের মীমাংসায় কুশবাহ গ্রন্থাবলীর সম্পাদক ডা০ জ্বলন্তকুমার শাস্ত্রীজী লিখেন,

" यद्यपि पण्डिता रमा के विवाह की तिथि को लेकर कुछ लोग मतभेद रखते हैं कि उनका विवाह १३ अक्टूबर या १३ नवम्बर १८८० ई० को हुआ था । किन्तु अधिकांश ग्रन्थ लेखक विवाह तिथि १३ जून १८८० ई० ही मानते हैं। क्योंकि इस तिथि (१३ जून १८८०) को विवाह-दिवस मानने पर उनकी कन्या की जन्मतिथि १५ अप्रैल १८८१ [जो निश्चित है] सुसङ्गत हो जाती है।"

অর্থাৎ- যদিও পণ্ডিতা রমার বিবাহ তিথি নিয়ে কিছু লোক ভিন্নমত পোষণ করেন যে, উনার বিবাহ ১৩ অক্টোবর বা ১৩ নভেম্বরে হয়েছিলো। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থ লেখক ১৩ জুন ১৮৮০ তারিখকেই বিবাহ তিথি বলে মনে করেন। কারণ এই তিথিতে বিবাহ হলে তাঁর কন্যার জন্মতিথি (১৫ এপ্রিল ১৮৮১, যা নিশ্চিত) সুসংগত হয়।"

[তথ্যসূত্র- কুশবাহ গ্রন্থাবলী , পৃ- ৪২২-৪২৩]

- **মেরঠে আসার আগে**

রমাবাঈ এবং মহর্ষি দয়ানন্দের পত্রব্যবহার।

[মূল পত্র ও বঙ্গানুবাদ]

জীবনীগ্রন্থের প্রামাণিক বর্ণনা দেখার আগে আমরা মহর্ষি দয়ানন্দ এবং রমাবাঈয়ের ব্যক্তিগত পত্রব্যবহার দেখবো । কারণ পৌরাণিকদের দাবি হল- মহর্ষির পত্রসমূহ রমাবাঈয়ের প্রতি প্রেমপত্র ছিল। এখন প্রত্যক্ষভাবে সত্য জানার জন্য সেই পত্রসমূহ কেমন ছিল তা দেখা অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রেক্ষাপট ও পত্রসংখ্যা:- মহর্ষি রমাবাঈকে মেরঠে আগমনের আমন্ত্রণ এবং ব্যাক্তিগত জিজ্ঞাসাদি করে দুটো পত্র প্রেরণ করেন তদুত্তরে রমাবাঈও দুটো পত্র প্রেরণ করেন। সুতরাং উভয়পক্ষের পত্রব্যবহারের সংখ্যা চার। আগে লিখা হয়েছে যে মহর্ষি ও রমাবাঈয়ের পত্রব্যবহার সংস্কৃত ভাষায় হয়েছিল। পৌরাণিকদের দাবি হল আর্যসমাজ এই চিঠিপত্র গুলো গোপন করে রেখেছে। অথচ মজার ব্যাপার হল এই মূল সংস্কৃত পত্রসমূহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির জী মীমাংসকজীর দ্বারা সম্পাদিত, মহর্ষির পত্র ও বিজ্ঞাপন গ্রন্থে উপলব্ধ আছে। এখানে সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ সহ যুধিষ্ঠির জীর গ্রন্থের ভাগ, পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং পত্রের পূর্ণসংখ্যা দেওয়া হলো। পত্রসমূহের ছবি ও বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ-

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর পত্র -১

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

স্বস্তি, শ্রীমতি শ্রেষ্ঠোপমার্হা, শ্রুতশাস্ত্রা, বিদ্যাভ্যাসাপন্না শ্রীযুতা রমার প্রতি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর অনেক অনেক আশীর্বাদ রইল। আশা করি যেখানে কল্যাণ আছে আপনি সেখানে কল্যাণের সাথে বর্ধিত হচ্ছেন। সংস্কৃতবিদ্যার অভ্যাসে আপনার সুখ্যাতি শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম।

পত্রের মাধ্যমে শ্রীমতির সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশ করার পর একইভাবে আপনার অভিপ্রায়ও জানতে চাই । আশা করি আপনি শীঘ্রই আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করে কৃতার্থ করবেন।

এখন এবং ভবিষ্যতে আপনি কি কি করতে চান। যেমন জনশ্রুতি আছে যে আপনি ব্রহ্মচারিণী। এটি সত্য কি না? আপনি বিভিন্ন স্থানে সভাসমূহে; সুশোভিত, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ এবং প্রমাণযুক্ত তথা বিদ্বানগণের দ্বারা সমাদৃত বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। একথা কি ঠিক ?

আমি শুনেছি যে আপনি বিবাহের জন্য স্বয়ংবর বিধিতে নিজের মতো গুণ, কর্ম ও স্বভাবসম্পন্ন কুমার উত্তম পুরুষকে খুঁজছেন। এটি সত্য কি না ? বিবাহ না করে ব্রহ্মচর্যে স্থিত থাকা কি অসম্ভব?

আর্যাবর্তের সতী, বিদুষী গার্গী আদি কুমারীগণ যেভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত হয়ে নারী জাতির যতটুকু উপকার করেছেন সেভাবে ততটুকু উপকার বিবাহ করার পর অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণে আপনি তাদের দিতে পারবেন না । এমন হওয়ায় আপনার ইচ্ছা কী?

নিজের সমান পুরুষকে প্রাপ্ত হয়ে বিবাহ করে যেভাবে নারীরা সাধারণত সন্তান জন্মদান, পালন , এবং স্বগৃহকর্মে প্রবৃত্ত হন সেভাবে আপনিও কি প্রবৃত্ত হবেন? কিংবা মেয়েদের পড়াবেন এবং নারীদের সুশিক্ষিত করবেন, এই ইচ্ছা রাখেন কি?

শ্রীমতি বঙ্গদেশে থাকেন। অন্য স্থানে যান না এর কারণ কী? আমি মনে করি যে যতটা উপকার সর্বত্র গমনাগমনের মাধ্যমে হতে পারে ততটা এক স্থানে থাকলে হতে পারে না।

যদি এখানে আসার ইচ্ছা হয় ; তাহলে আসুন। আসতে রাস্তায় যতো টাকা খরচ হবে তা আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। যদি আসেন ; তাহলে যাত্রা শুরুর পূর্বে একটি পত্রের মাধ্যমে আসার সময় জানিয়ে দিবেন। যাতে এখানে আপনার থাকার জন্য স্থান ইত্যাদির ব্যাবস্থা হয়ে যায়।

যদি শ্রীমতির ইচ্ছা হয় যে সর্বত্র উপদেশের জন্য যাত্রা করবেন তাহলে আর্যাবর্তের সব জায়গায় যাওয়ার জন্য এবং যোগক্ষেমের জন্য এখানের নিবাসী আর্যপুরুষগণ আপনাকে অর্থ সহযোগিতা করতে পারেন। এতে কোনো সংশয় নেই ।

যদি আপনি পত্র প্রেরণ করেন অথবা আসেন তাহলে নিম্নলিখিত স্থানের সূচনা অনুসারে পত্র প্রেরণ করবেন বা আসবেন। বিদুষীর প্রতি অধিক কী লিখব?

-দয়ানন্দ সরস্বতী ।

১৯৩৬ বর্ষ, আষাঢ়মাস, শুক্লপক্ষ , ষষ্ঠী তিথি শনিবারে এই মান্যবর্ধক শিবপত্র লিখা হয়েছে।

মেরঠ ছাওনী বাবু ছেদিলাল গুমাস্তে কামসারয়াতের মাধ্যমে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর কাছে পৌঁছাবে। কিন্তু এতটুকুই লেখা যথেষ্ট যে (মেরঠ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী) বরাবর যাবে।

তারিখ- ২৪ জুন ১৮৮০ । ফরাক্কাবাদ থেকে

[তথ্যসূত্র:- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা সম্পাদিত ‘ ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা পত্র ব্যবহার ঔর বিজ্ঞাপন ’ পূর্ণসংখ্যা- ৪১২/ পৃষ্ঠা- ৪৪১]

পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের পত্র - ১ [মহর্ষির প্রথম পত্রের উত্তরে]

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

“ শ্রীমান! যিনি দ্যুলোক এবং পৃথিবীতে অখণ্ড জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্য প্রকাশিত করেছেন সেই শ্রী শ্রী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর পাদপ্রান্তে বহু প্রণামের সাথে, সম্যক উদাচারের সাথে এবং উচিত সম্মানের সাথে নিবেদন করছি,

হে আর্যপাদ! এখন শ্রীমৎপাদের (আপনার) অনুগ্রহযুক্ত অনুকম্পাসূচক পত্র পেয়ে দুঃসহ শোকাদি তাপে আমার দগ্ধ হৃদয় অমৃতসিক্তের মতো শান্তি লাভ করেছে।

শ্রীমৎপাদের দেবদুর্লভ অনুগ্রহ কোথায়? আর মহান ব্যাক্তিদের চরণধূলির উপমার অযোগ্যা বেচারী কোথায়? আর এই দাসীর আপনার মতো শ্রীমানের অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশাও কোথায়? এতে তো আমার মতো অকিঞ্চিৎকর জনকে দয়া করা মহান পুরুষের অনুপম পরম ঔদার্যই সর্বত্র জয়লাভ করছে।

সৎপুরুষগণের দয়া সমান হয়ে থাকে সেখানে উচ্চ-নীচের গণনা হয় না। বৃক্ষের শাখাসমূহ কী কদাচিৎ পাদাশ্রিত অত্যন্ত নীচ ব্যাক্তির উপর থেকেও নিজের ছায়া তুলে নেয়?

আজ আমার আর্যাবর্তে আসার প্রায় তিন হইতে চার বছর হয়। সেই থেকে আমি শ্রীমৎপাদের জ্ঞান-গৌরবের কথা সবসময় শুনে আসছি এবং আপনার চরণ দর্শনের জন্য মন খুবই উৎসুক হয়েছিল কিন্তু এতদিন যাবৎ সংশয়ের দোলায় আরূঢ় মন হৃদয়ের উৎসাহকে থামিয়ে রেখেছে যে , না জানি চতুর্থ আশ্রমে স্থিত শ্রীমৎপাদ এই

বালবুদ্ধি স্ত্রীলোক আমাকে দর্শনদানের প্রসাদ দ্বারা কৃপা করবেন কি না? আজ ভবৎপাদের পত্র আমার সংশয়ের অন্ধকারকে দূর করে দিয়েছে।

মহৎপাদ আমার বৃত্ত এবং অভিলাষ জিজ্ঞাসা করেছেন। জনশ্রুতি অনুসারে আজ পর্যন্ত আমি কুমারী। আমার ইচ্ছা আছে আমি যাবজ্জীবন কুমারী হয়েই থাকব। কিন্তু ভবিষ্যতে বিধির প্রবল সংযোগবশে যে, কি হবে তা জানি না।

সনাতন ভারতবর্ষের ভূষণ স্ত্রীরত্ন গার্গী আদি আজন্ম ব্রহ্মচারিণী এবং ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণ যেভাবে স্বজাতি এবং দেশের উন্নতি সাধন করতেন। এটা স্পষ্ট যে তাঁদের উপমেয় মহত্ত্বপূর্ণ কর্মের নাম গ্রহণও আমার মতো বালবুদ্ধি বালিকামাত্রের শোভা পায় না । তা নয় ঠিক,, কিন্তু নানা দেশের পর্যটন এবং শ্রীমৎপাদের মতো অতি বুদ্ধিমান মহাপুরুষগণের দর্শনের মাধ্যমে কিছু জ্ঞানলাভের ইচ্ছা রাখি।

প্রায় দুই বছর যাবৎ বঙ্গদেশ এবং রমনীয়তর ব্রহ্মপুত্রের পুলিন এবং বিশাল পর্বতের বন বিভাগে পরিবেষ্টিত আসাম দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষিত দৃষ্টিসম্পন্ন সহোদরের সাথে আমি বাস করেছি। এখন শ্রীমৎপাদের সেবায় নিবেদন করতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে যে আজ আড়াই মাস হবে , আমার সেই সহোদর ভ্রাতা তথা আজন্ম সহচর মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমি এই দুঃসহ শোকে ব্যাকুল-হৃদয় হয়ে কিছু সময়ের জন্য নিভৃতে একান্ত স্থানে থাকতে চাই এবং আশা করি যে এমন করলে চিত্ত স্থির হয়ে যাবে । তারপর মাস বা দেড় মাস পরে শ্রীমৎপাদের দর্শন করে জীবন কৃতার্থ করবো । শ্রীমৎপাদের সেবায় অধিক লিখা থেকে নিবৃত্ত হয়ে আজ এখানেই সমাপ্ত করছি। ইতি শিবম্।

শ্রীমৎ চরণেষু -রমা ”

তারিখ- ৯ জুলাই ১৮৮০

[তথ্যসূত্র- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা সম্পাদিত ‘ ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী কো লিখে গয়ে পত্র ঔর বিজ্ঞাপন-১ ’ তৃতীয় ভাগ। পূর্ণ সংখ্যা- ১৭৭/ পৃষ্ঠা- ১৯১]

মহর্ষির পত্র -২ [রমাবাঈয়ের প্রথম পত্রের উত্তরে]

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

“ শ্রীমতী অনবদ্যা এবং অভ্যাসকৃত উত্তমবিদ্যারূপ অলঙ্কার দ্বারা শোভিতা, বর্তমান ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতির মূর্খতাদি কলঙ্ক নিবারণের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপা, সত্ত্ব, সুজনতা, আর্দ্রতা এবং সভ্য আর্য বিদ্বাগণের দ্বারা বরণযোগ্য স্বভাবযুক্তা, নিজ অভিপ্রায় লেখ দ্বারা প্রকাশিকা, প্রিয় এবং বর মন যুক্তা শ্রীযুতা রমার প্রতি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর অনেক অনেক আশীর্বাদ রইল।

এখানে কল্যাণ (সবকিছু ভালো) আছে । আপনার কল্যাণের নিত্য আশা করি। আপনার প্রেমাস্পদ (প্রীতিপূর্ণ) আনন্দপ্রদ পত্র পেয়েছি। তা দেখে অতীব সন্তোষ লাভ করেছি। শ্রীমতিকে একটু কষ্ট দিচ্ছি, ক্ষমা করবেন। আমার আশ্চর্য হচ্ছে যে আনন্দবর্ধনের জন্য আপনার প্রতি পত্র পাঠানো হয়েছিল কিন্তু এর উত্তরে পত্র আসতেই , তা কেন হর্ষ এবং শোকদায়ক হলো?

শ্রীমতির লিখা দেখে আনন্দিত এবং শ্রীমতির ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শুনে দুঃখী হবেন না। এমন কে আছেন? কিন্তু এর পরও এখন এই অশক্য সাংসর্গিক সংযোগবিয়োগাত্মক জন্মমরণস্বরূপ লোকব্যবহারে শ্রীমতি শোক করার যোগ্য নন।

শ্রীমতির জন্ম কোথায়? আয়ু কত? আপনি কী কী পড়েছেন বা শ্রবণ করেছেন? সংস্কৃত এবং আর্যাবর্তের ভাষা ছাড়া কোনো অন্য দেশের ভাষা আপনি শিখেছেন কি না ? আপনার নিজের বাড়ি কোথায় এবং আত্মীয় স্বজন কোথায় থাকেন? মা বাবা আছেন কি? যিনি মারা গিয়েছেন তিনি আপনার চেয়ে বড়ো না ছোট ছিলেন? এখন আপনি নির্দোষার কাছে স্বজাতির কোনো নারী-পুরুষ আছেন কি? অথবা একাকিনী আছেন?

আহা! আমি আশ্চর্যান্বিত যে আমাদের পত্র কাকতালীয় ন্যায়ের মত কিভাবে আনন্দ ও দুঃখের সংযোগসূচক হলো! কিন্তু এই ভেবে আমার সন্তোষ হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে যারা বিদ্বানগণের দ্বারা সৎকারের যোগ্য তাদের মধ্যে শোকের লেশমাত্র থাকতে পারে না ।

যদি পথখরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন থাকে তাহলে শীঘ্রই জানাবেন কত টাকা পাঠাতে হবে? পূর্ব পরিচয় ছাড়া কিভাবে টাকার জন্য লিখবেন, আপনার এরকম সংশয় বা লজ্জাবোধ করা উচিত নয় । যদি আপনার কাছে টাকা থেকে থাকে তাহলে (আপাতত) লিখবেন না। যেভাবে আমি আগের পত্রে লিখেছি সেভাবে আপনার এখানে আসার পর পথখরচের টাকা পেয়ে যাবেন। হে নির্দোষে! এভাবে কার্য হোক।

যেভাবে আপনি আপনার শুভ আগমনের সূচনা দুই ভাবে লিখেছেন। তার মধ্যে প্রথম প্রতিজ্ঞা এই ছিল যে এই মাসের পরে আসবেন, যদি এই বচন অনুসারে আসতে পারেন তবে এই উদ্যোগ খুবই ভালো হবে। আমিও ২৫ দিন পর্যন্ত সেখানে থাকতে চাইছি । যদি আপনি এ সময়ের মধ্যে আসেন তাহলে আমার সাথে দেখা হবে। (নতুবা পরবর্তীতে) এরপর যেখানে যাব, সে খবর শ্রীমতিকে লিখে জানাব।

ইতি। বিদুষী বিচক্ষণার প্রতি অধিক লেখা থেকে বিরত হচ্ছি।

সং ১৯৩৭ বর্ষ, আষাঢ় মাস, শুক্লপক্ষ পৌর্ণমাসী বুধবারে লিখে অলঙ্কৃত করা হয়েছে ॥

– দয়ানন্দ সরস্বতী ”

তারিখ- ২১ জুলাই ১৮৮০। মেরঠ থেকে

[তথ্যসূত্র:- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা সম্পাদিত ‘ ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা পত্র ব্যবহার ঔর বিজ্ঞাপন ’ পূর্ণসংখ্যা- ৪২৬/ পৃষ্ঠা- ৪৫৭]

রমাবাঈয়ের পত্র -২ [মহর্ষির দ্বিতীয় ও শেষ পত্রের উত্তরে]

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

যেই শ্রীমান সমস্থ জগৎকে অনবদ্য এবং উদার সুজনতার গুণে নত করিয়েছেন, সেই শ্রী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজির চরণে বিহিত অনেক প্রণাম, সম্যক উদাচার এবং উচিত সম্মানপূর্বক নিবেদন,

আর্যপাদ! শ্রীমানের (আপনার) প্রেরিত দুই অনুগ্রহ পত্র যথাসময়ে পেয়ে আমি খুবই আহ্লাদিত হয়েছি। কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত এরর উত্তর প্রদানে অসমর্থ হয়েছি। এর কারণ প্রবল মাথাব্যাথা এবং জ্বর ছিল। এখন গত রাতের দুই আড়াই মূহুর্ত অতিবাহিত হওয়ার পর শ্রীমৎপাদের দর্শনের জন্য বাষ্পীয় যানে আরোহণ করে চলার ইচ্ছা হচ্ছে। শ্রীমানের আজ্ঞানুসারে এই সমাচার প্রথমেই পত্রদ্বারা সূচিত করছি।

এখন শ্রীমৎপাদ আমার সম্পর্কে যা যা বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেছেন তা লিখা হয়েছে-

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে শ্রীমৎ মৈসূর রাজার দেশে যে সহ্য পর্বত আছে তার মধ্যে গঙ্গামূল নামক স্থানে আমার জন্ম। এখন আমার বাইশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বর্তমানে তেইশ বছর চলছে।

শ্রীমান ! আমার অধ্যয়নের সীমা সাধারণত ক, চ, ট, ত, প আদি বর্ণ পর্যন্ত অনুমান করে নিবেন। এর অতিরিক্ত কিছু বলার উৎসাহ হচ্ছে না। আমি কোনো ভিনদেশি ভাষা শিখি নি।

নিজ আবাস পূর্বলিখিত মৈসূর দেশেই জন্মস্থানের কিছু দূরে পর্বতের উপত্যকায় । এবং বংশও সেখানেই অল্প অবশিষ্ট আছে। মাতা-পিতা লোকান্তরে গমন করেছেন। যেই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে তিনি আমার ছয় বছরের অগ্রজ ছিলেন। বংশে কেবল দুই সৎ ভাই আছে। এখন আমার কাছে কোনো স্বজাতীয় ব্যাক্তি নেই। কেবল একজন পরিচারিকা একজন ভৃত্য এবং এক কৃতকভ্রাতা সাথে আছেন।

শ্রীমৎপাদের কৃপায় মার্গব্যায়ের টাকা আছে। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে শ্রীমৎপাদের দর্শনের মাধ্যমে জীবন কৃতার্থ করবো। এই সংকল্প রইল। তারপর দেবেচ্ছা।

শ্রীমৎপাদের প্রতি অধিক কী লিখব?

নিতান্ত অনুগৃহীতা - রমা

কলকাতা ১-৮-৮০

[তথ্যসূত্র:- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা সম্পাদিত' ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী কো লিখে গয়ে পত্র ঔর বিজ্ঞাপন-১ ' তৃতীয় ভাগ। পূর্ণ সংখ্যা- ১৯২ / পৃষ্ঠা- ২০৬]

- আর্যসমাজ মেরঠে পণ্ডিতা রমার আগমন এবং অবস্থানের বৃত্তান্ত।

তিনটি জীবনীগ্রন্থের বর্ণনা।

[মূল পৃষ্ঠাসহ বঙ্গানুবাদ]

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সালে ৮ জুলাই ১৮৮০ সালে মেরঠে পদার্পণ করেন। এবং এখানেই রমাবাঈয়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পূর্বে লিখিত বিপিন বিহারী মেধ্বীর সাথে রমাবাঈয়ের বিবাহের তারিখটি লক্ষ্য করুন। রমাবাঈ বিপিনের সাথে ১৩ ই জুন, ১৮৮০ তারিখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং ৬ আগস্ট ১৮৮০ তারিখে মেরঠে আসেন। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে রমাবাঈ মেরঠে আসার আগে থেকেই বিবাহিত ছিলেন। যদিও মহর্ষি দয়ানন্দ এবং আর্যসমাজের কাছে তিনি নিজের বিবাহের কথা গোপন রাখেন। ৯ জুলাই ১৮৮০ তারিখে মহর্ষির উদ্দেশ্যে লিখা নিজের প্রথম পত্রে রমাবাঈ লিখেন,

"जनप्रवादमहमद्यावधि कुमारी । यावज्जीवं कौमार्यमेवावलम्ब्यमिति ममाभिलषितम् । भविष्यति काले प्रबलविधिनियोगवशात्कि भविष्यतीति न वेद्मि ।" অর্থাৎ:- "জনপ্রবাদ অনুসারে আজ পর্যন্ত আমি কুমারী। আমার ইচ্ছা আছে আমি যাবজ্জীবন কুমারী হয়ে থাকব। কিন্তু ভবিষ্যতে বিধির প্রবল সংযোগবশে যে, কি হবে তা জানি না।" [দেখুন - রমাবাঈয়ের প্রথম পত্র]

এখানে রমাবাঈ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা লিখেছেন। কারণ এই পত্র লিখার আগেই (১৩ই জুন) তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো।

পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের আর্যসমাজ মেরঠে আগমন বিষয়ে মহর্ষির জীবনীগ্রন্থের রচয়িতাগণ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। **এখন মহর্ষির তিনজন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রামাণিক জীবনী লেখকের প্রদত্ত বৃত্তান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি।**

- ১. শ্রী পণ্ডিত লেখরাম জীর বর্ণনা-

" **মেরঠ নগরের বৃত্তান্ত**

[৮ জুলাই সন ১৮৮০ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ পর্যন্ত]

...৮ জুলাই, সন ১৮৮০ তে স্বামীজি মেরঠ আর্যসমাজের প্রার্থনায় সেখানে পদার্পণ করেন এবং ছাওনী স্থিত মুন্সী রামশরণদাস জী, উপমন্ত্রী আর্যসমাজ মেরঠের কোঠীতে বাস করেন।

...সারাংশ এই যে, এবার স্বামীজি দুইমাসের অধিক মেরঠে বাস করেন। এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিজ বাসস্থানে বসে লোকেদের সত্যোপদেশ দ্বারা উপকার করতে থাকেন। তখন প্রতি সপ্তাহে দুইটি ব্যাখ্যান হতো। যেখানে বিদ্যার মহত্ত্ব এবং বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা, ধর্মের সত্য জ্ঞান, ঈশ্বর এবং মায়ার বর্ণনা, পবিত্র বেদ ঈশ্বরকৃত হওয়ার প্রমাণ, প্রকটরূপে মুক্তির সাধনা এবং এর ব্যাখ্যা, বেদান্তদর্শন, স্বার্থপর দের স্বার্থ, পাপ এবং পুণ্যের বিচারের সমর্থন, নাস্তিকদের আক্ষেপের খণ্ডন, এক উপনিষদের অনেক স্থল এবং অন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন।

... স্বামীজি এবং রমাবাঈয়ের অনেক সময় ধরে পত্রব্যবহার হয়েছিল। এজন্য এই পত্রব্যবহারের সময় রমাবাঈ একজন বাঙালি এবং দুইজন সেবকের সাথে (যেখানে এক নারী এবং এক পুরুষ ছিল) মেরঠে আসেন। তিনি নিজেকে দক্ষিণের অধিবাসিনী বলতেন এবং এখন কিছু বছর ধরে কলকাতা এবং এর নিকটস্থ প্রদেশে থাকতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এদেশে বর্তমান সময়ের নারীদের তুলনায় তিনি সংস্কৃত বিদ্যায় অতি নিষ্ণাত এবং বক্তৃতা দেওয়ার জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নারীশিক্ষার বিষয়ে চার বা পাঁচটি বক্তব্য প্রথমে বাবু ছেদীলালের কোঠীতে এবং শেষে আর্যসমাজে দিয়েছিলেন। এসব ব্যাখ্যান বড়ো ধুমধামের সাথে হয়েছিল। বক্তব্যে প্রথমত ভাষা পরিস্কার, তারপর সেখানে যুক্তি এবং উদাহরণের সংযুক্তি প্রবল এবং প্রকরণানুকূল ছিল।

সারাংশ এই যে রমাবাঈ দুই সপ্তাহের বেশি সেখানে বাস করেন। তারপর নিজের এক বাঙালি বন্ধুর সাথে; (যিনি তাঁর আসার পর মেরঠে আসেন) দিল্লী হয়ে নিজের জন্মভূমির দিকে চলে যান। স্বামীজি মহারাজ স্বরচিত পুস্তকের এক প্যাকেট (যেখানে সংস্কারবিধি, সত্যার্থপ্রকাশ, সন্ধ্যা, আর্য্যাভিবিনয়ঃ আদি অনেক বই-পুস্তক ছিল।) রমাবাঈকে প্রদান করেন এবং সমাজ (আর্যসমাজ) তাঁকে মার্গব্যায় এবং উৎসাহবৃদ্ধি বিবেচনায় একশত পঁচিশ রূপী নগদ এবং দশ রূপী মূল্যের একটি থান প্রস্থানের সময় তাঁকে উপহার দেন। রমাবাঈ জীর বিদ্যা সম্পর্কিত যোগ্যতায় কোনও সন্দেহ নেই এবং এসব কিছু হওয়ার পরেও আশ্চর্য যে, যদি তিনি সদাচারিণী না থাকেন এবং দুরাচারের দ্বারা নিজের যোগ্যতাকে নষ্ট করেন। তাঁর কিছুদিন এখানে থাকা দেখে আমাদের এই অনুভব হয়েছে। এর চেয়ে অধিক বৃত্তান্ত সম্পর্ক হলেই জানা যেতে পারে।”

[তথ্যসূত্র:- শ্রী পণ্ডিত লেখরাম আর্য কৃত, জীবনচরিত্র- মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তৃতীয় অধ্যায় / তৃতীয় পরিচ্ছেদ। মেরঠ নগর কা বৃত্তান্ত / পৃষ্ঠা -৫১০]

- **২. স্বামী সত্যানন্দজীর রচিত, ‘শ্রীমদ্দয়ানন্দ-প্রকাশ’ গ্রন্থের বর্ণনা-**

“ আষাঢ় ১ সংবৎ ১৯৩৭ এ স্বামীজি মেরঠে পদার্পণ করেন এবং শ্রীমান রামশরণদাসের কুঠিতে বাস করা শুরু করেন। সেখানে তিনি এক, দুই সপ্তাহে অনেক ব্যাখ্যানমালা দেন। এতে মেরঠের অধিবাসীরা কৃতার্থ হন। এক দিন মহারাজের ব্যাখ্যানে অনেক পণ্ডিত, খ্রিস্টান এবং মুসলমান নিজেদের শঙ্কা লিখছিলেন। কিন্তু ব্যাখ্যানের পর সবাই নিজের টিপ্পনী পত্র নিজেই ছিড়ে দেন। যখন তাঁদেরকে এমনটা করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তাঁরা বলেন, আমাদের শঙ্কার উত্তর ব্যাখ্যানেই এসেছে।

স্বামীজি মহারাজের আন্তরিক কামনা ছিল যে কোনো ভাবে মাতৃ শক্তির সংশোধন হোক। নারীদের মধ্যেও ধর্ম প্রচার এবং শুভ শিক্ষা সমূহ বিস্তার লাভ করুক। সুক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন স্বামীজি এই সিদ্ধান্তের মর্মার্থ জানতেন যে , মায়েদের হাতই তাদের সন্তানদের নতুন জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে। মিষ্টি কথার দ্বারা মায়েরা সন্তানদের মধ্যে সেই ভাবের সঞ্চার করতে পারেন যা অন্য কোনো স্থানে পাওয়া যায় না। মায়েরা জাতীর জীবনের বাস্তবিক মূল। তাঁরা সন্তানদের উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রজ্বলিত জ্যোতি। কিন্তু তিনি এমন কোনো আর্য দেবীকে দেখতে পেতেন না, যিনি ভারতের সহজ সরল ভাই বোনদের শিক্ষা দীক্ষার ভার নিজের উপর নিতে পারেন, যিনি নারীদের উন্নতির জন্য প্রাণপণে উদ্যোগী হতে পারেন।

মহারাজের হৃদয় এই চিন্তা এবং বিচার পরম্পরায় নিবেদিত ছিল যে, উনার সেবায় একে একে রমাবাঈয়ের পত্র আসতে থাকে। সেসব পত্র পূজ্যভাব, আদর, এবং ভক্তি বিনয়ে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রী রমা নিজের বিনয়পূর্ণ পত্রে স্বামীজির দর্শনের তীব্র ইচ্ছা প্রকট করেন সেখানে স্বামীজির আদেশ পালন করার আশাও প্রদান করেন ।

মহারাজ নিজের অপার কৃপা দ্বারা রমাবাঈকে দর্শন দেওয়া স্বীকার করেছিলেন। শ্রী রমাজী বড়ো ভক্তি ভাব নিয়ে মেরঠে আসেন এবং শ্রী দর্শনের লাভ গ্রহণ করতে থাকেন । শ্রী রমাবাঈ জী এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন । তাঁর সংস্কৃতপাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি ধারাবাহিক সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতেন। উনি কিছু স্বাধীনচেতা মানুষও ছিলেন। তিনি এক বঙ্গীয় কায়স্থের সাথে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এজন্য বন্ধু বান্ধবরা তাঁকে ঘর থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। যখন তিনি কলকাতা থেকে মেরঠে আসেন, তখন তার সাথে একজন সেবক, একজন সেবিকা এবং একজন বাঙ্গালী সভ্য ছিলেন। সম্ভবত উনিই সেই ভদ্র পুরুষ যার সাথে রমাবাঈ বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

মেরঠে রমাবাঈয়ের অনেক ভাষণ হয়েছিল । সে সময় পণ্ডিত ভীমসেন জী, জ্বালাদত্তজী, পালীরাম জী এবং শ্রীমান জ্যোতি স্বরূপ জী ইত্যাদি বিদ্যার্থীগণ স্বামীজি মহারাজের কাছে বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিলেন। তাদের সাথে শ্রীমতি রমাজীও অধ্যয়ন শুরু করেন। মহারাজের অধ্যাপনার কৌশল খুবই ভালো ছিল, তাঁর ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিও ছিল অপূর্ব। শ্রী রমা আদি সব বিদ্যার্থীগণ স্বামীজির সুশৃঙ্খল পাঠদানে খুবই প্রসন্ন হতেন। যার মনে যেমন সংশয় আসুক না কেন; পাঠ পড়তে পড়তেই সংশয় দূর হয়ে যেত।

মহারাজ শ্রীরমাজীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, “ এসময় আর্য জাতিতে নারীদের অবস্থা খুবই শোচনীয় । তারা এই সংসারে ভ্রম এবং কুসংস্কারের শিকার হচ্ছেন। আপনি আজীবন ব্রহ্মচারিণী থেকে তাঁদের রক্ষা করুন। তাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। এই দীনহীন দশা থেকে তাদের উদ্ধার করুন। এই শুভ কার্য আর্যসমাজের পদ্ধতিতে চালানোর জন্য আপনি পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতা পেতে থাকবেন। ”

মহারাজ তাঁকে এটাও বলেছিলেন যে,

" আপনাকে ছাড়া কোনো নারীকে সামনে বসিয়ে আমি কখনো ধর্মোপদেশ দিইনি। আপনাকে দিচ্ছি কারণ আপনি অদ্বিতীয় বিদুষী। হতে পারে আমার উপদেশ শুনে আপনি আজীবন ব্রহ্মচারিণী হয়ে নারী জাতির উপকাররূপ পরম পুণ্য কার্যে প্রাণপণে পরায়ণ হবেন। "

শ্রী রমা বিনীত নিবেদন করে বলেন, " মহারাজ! গৃহস্থ লোকও তো উপকারের কাজ করতে পারে। তাদেরও তো পুণ্য কর্মের পুঁজি উপার্জন করার পুষ্কল সুযোগ মিলে যায়। "

এতে স্বামীজি বলেন, "বন্ধুবান্ধবের বিবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যাক্তি ততটুকু পরোপকার করতে পারে না, যতটুকু একজন ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী করতে পারেন। যারা দুই একজন ব্যাক্তিকে নিজের প্রেমের কেন্দ্র বানিয়ে নেয়, তাদের মধ্যে পরোপকার করার মাত্রা সহজেই অল্প হয়ে যায়। তাদের কাজ ইত্যাদি থেকে অবকাশই হয় না। যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন সন্তান পালন পোষণের চিন্তা এসে যায়। পতি, পুত্র-পৌত্র ইতুআদির মৃত্যু সকল সুখকে নিরস করে দেয়। যখন কেউ এভাবে গৃহস্থীর অতল গহ্বরে চাপা পড়ে যায় তখন সে পরোপকারের কথা এক এক করে ভুলে যেতে থাকে। এজন্য রমা আপনি নিজের জীবনকে পরার্থে অর্পণ করুন। নারীদের মঙ্গল কার্য সাধিত করুন। "

যেভাবে জ্বরগ্রস্থ মানুষের খাবারে রুচি হয় না। ঠিক এভাবেই পূর্বকৃত কর্মের প্রভাবে শ্রীমতি রমার মনে মহারাজের উপদেশের জায়গা হয়নি । শ্রী রমা আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত থাকার জন্য সমুদ্যত হন নি।

রমাজী, স্বামীজি মহারাজের কাছে অন্যান্য দর্শনও অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রমাজী স্বামীজির উপদেশ শুনেন এবং পুনরায় কলকাতায় প্রস্থান করেন । যাওয়ার সময় মহারাজ সেই দেবীকে নিজের সব পুস্তকের একটি করে কপি প্রদান করেন।

[তথ্যসূত্র:- শ্রীমদ্দয়ানন্দ প্রকাশ। সংগঠন কাণ্ড/ দ্বাদশ সর্গ। পৃষ্ঠা- ৪৫৪-৪৫৭]

- **৩. পণ্ডিত ঘাসীরাম জীর বর্ণনা-**

একই প্রসঙ্গে মহর্ষির আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ জীবনীগ্রন্থের প্রণেতা, মেরঠ নিবাসী এডভোকেট শ্রী পণ্ডিত ঘাসীরাম জীর গ্রন্থ, ' **মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা জীবন-চরিত** ' গ্রন্থের ষড়বিংশ অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় । এই বিস্তারিত বর্ণনায় বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। সুতরাং ঘাসীরাম জীর প্রদত্ত তথ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,

" **মেরঠ-** শ্রী মহারাজ ৮ জুলাই ১৮৮০ সালে মেরঠ আর্যসমাজের নিমন্ত্রণে মৈনপুরী থেকে মেরঠে পদার্পণ করেন। এবং লালা রামশরণদাসের কোঠী মেরঠ ছাওনীতে বাস করেন। নিজ স্থানে জিজ্ঞাসুদের সন্দেহ নিবারণ করতে থাকেন। এবং সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা দিয়ে ভ্রমজালকে ছিন্নভিন্ন করে বৈদিক ধর্মের প্রচার করতে থাকেন।

অধ্যাপিকার আবশ্যকতা- মেরঠ আর্যসমাজে কন্যা পাঠশালা স্থাপিত হয়। এজন্য একজন সুযোগ্য শিক্ষিকার প্রয়োজন হয়েছিল। স্বামীজি মহারাজ রমাবাঈ নামক একজন সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় নারীর কথা জানতে পারেন। সেসময় রমাবাঈ কলকাতায় ছিলেন। স্বামীজি মহারাজ তাঁকে পত্র লিখে পাঠান এবং উভয়ের কিছু পত্রব্যবহার হয় । তাতে রমাবাঈ মেরঠে আসতে রাজি হন। এই পত্রব্যবহার সংস্কৃতে হয়েছিল।

রমাবাঈয়ের আগমন – রমাবাঈ দুইজন ভৃত্য (এক পুরুষ ও এক নারী) কে সাথে নিয়ে মেরঠে আসেন। তাঁকে বাবু ছেদীলালের বাংলোতে থাকার স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে কর্নেল অল্কাট এবং ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি আগে থেকেই ছিলেন। রমাবাঈয়ের আসার পর তাঁর এক বাঙালি বন্ধু মেরঠে আসেন এবং তাঁর সাথে থেকে যান । এই ভদ্রলোকের নাম ছিল, বাবু বিপিনবিহারী এম০ এ০ বি০ এল০ । সেখানে নারীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে রমাবাঈ চার পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন । প্রথম বক্তৃতা বাবু ছেদীলাদের কুঠিতে এবং শেষ বক্তৃতা স্থানীয় আর্যসমাজে হয়েছিল। স্বামীজি মহারাজ রমাবাঈয়ের বক্তৃতা শুনতে যেতেন না। পণ্ডিত জ্বালাদত্তকে পাঠিয়ে দিতেন যাতে বক্তব্যের সারকথা লিখে এনে শুনিয়ে দিতে পারেন। রমাবাঈ সন্ধ্যার সময় স্বামীজি মহারাজের থেকে বৈশেষিক দর্শন পড়তে আসতেন। সে সময় স্বামীজি মহারাজের বিশেষ আদেশে পণ্ডিত ভীমসেন, পণ্ডিত জ্বালাদত্ত এবং আর্যসমাজের সভাসদ পণ্ডিত পালীরাম এবং বাবু জ্যোতিস্বরূপ উপস্থিত থাকতেন।

রমাবাঈয়ের প্রচারকার্যে অসম্মতি- মহারাজ চাইতেন যেন রমাবাঈ আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে নারীশিক্ষার প্রসার এবং বৈদিক ধর্মের প্রচার করেন । কিন্তু রমাবাঈ এই কাজে নিজের অসমর্থতা (অসম্মতি) প্রকাশ করেন ।

রমাবাঈয়ের উদ্দেশ্য- রমার স্বামীজি মহারাজের কাছে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বামীজি যেন ঐ বাঙালি যুবকের সাথে তার বিবাহ হওয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকার করে নেন। রমাবাঈ মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন আর বিপিনবিহারী ছিলেন বাঙালি কায়স্থ। রমাবাঈ জানতেন যে এই বিবাহ কেবল স্বামীজিই শাস্ত্রসম্মত বলে অনুমোদন করতে পারেন, কারণ তিনি প্রাচীন ভারতের বর্ণব্যাবস্থাকে গুণ, কর্ম, স্বভাব নির্ভর বলে মানতেন। কিন্তু মহারাজ তার এই বিবাহের অনুমতি দেন নি বরং রমাবাঈকে বলেন, তুমি নিজের জীবন নারীশিক্ষা এবং উদ্ধারে নিযুক্ত করো। রমাবাঈ এ কথায় সম্মত হন নি। এতে স্বামীজি অনেক নিরাশ হন এবং বলেন যদি আমি জানতাম যে

রমাবাঈ স্বদেশের পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করতে রাজি হবে না তাহলে আমি কখনোই নিজের নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে সামনে বসিয়ে শাস্ত্র শিক্ষা দিতে উদ্যত হতাম না ।

রমাবাঈ মহারাজের কাছে প্রার্থনা করেন, আমাকে থাকার আজ্ঞা দিন এবং দয়া করে অন্য শাস্ত্রও পড়ান। কিন্তু মহারাজ তাকে বলেন, আজ থেকে তোমার সাথে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। তাঁর উদ্দেশ্য কেবল এটুকুই ছিল যে , রমাবাঈ যেন প্রাচীন ঋষিকাদের মত ভারতবর্ষের মা বোনদের উপকারের জন্য কাজ করেন। এই উদ্দেশ্য বিফল হতে দেখে তিনি রমাবাঈয়ের উপর বিরক্ত হন।

রমাবাঈয়ের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ- তার চরিত্রের বিষয়েও স্বামীজি মহারাজের কিছু সন্দেহ হয়েছিল। সুতরাং তিনি মেরঠ আর্যসমাজের কার্যকর্তাদের জানান তাঁরা যেন রমার দিকে দৃষ্টি রাখেন । কার্যকর্তারাও রমাবাঈয়ের বিষয়ে ভালো মত দেন নি।

রমাবাঈ এটাও বলেছিলেন যে তিনি তখনই অধ্যাপন এবং উপদেশ ইত্যাদি কাজ করতে পারবেন যখন তার পিতার ঋণ পরিশোধ করা হবে । যার সংখ্যা ষাট থেকে সত্তর হাজার রুপি বলেছিলেন।

এরপর রমাবাঈয়ের মেরঠে থাকার কোনো অর্থ ছিল না । সুতরাং তাকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত হলো। স্বামীজি মহারাজ মেরঠ আর্যসমাজের কার্যকর্তাদের বলেন, যে সম্মানের সাথে রমাবাঈকে আনা হয়েছিল একই সম্মানের সাথে তাকে বিদায় করা হোক। সুতরাং রমাবাঈয়ের বিদায়ের পূর্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মান প্রদর্শন – সভায় পণ্ডিত পালীরাম রমাবাঈকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “ পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের নিজের দৃষ্টি এবং উদ্দেশ্য উচ্চ রাখা উচিত। স্বামী দয়ানন্দের মতো উপদেশ প্রবচন দিয়ে নারীদের উপকারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বিবাহ করে সন্তানোৎপত্তি করা উচিত নয়। ” রমাবাঈ এর উত্তরে স্বামীজি মহারাজকে বৃহস্পতির উপমা দিয়ে বহু প্রশংসা করেন এবং বলেন যে প্রস্তাবিত কার্যে তিনি অক্ষম। এমন কাজ তো স্বামীজির মতো উত্তম কোটির লোকই করতে পারেন। নারী হওয়ার কারণে তার জন্য বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসা সম্ভব নয়। ইত্যাদি।

রমাবাঈয়ের বিদায়ের সময় আর্যসমাজ মেরঠের পক্ষ থেকে তাকে ১২৫ রুপি নগদ এবং দশ রুপির একটি থান উপহার দেওয়া হয়। স্বামীজি মহারাজ তাকে সংস্কারবিধি, সত্যার্থ প্রকাশ, পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি, আর্য্যাভিবিনয় ইত্যাদি গ্রন্থ দিয়েছিলেন।

রমাবাঈ খ্রিস্টান- রমাবাঈ পরবর্তীতে খ্রিস্টান হয়ে যান এবং পূনায় শারদা সদন নামে এক বিধবা আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করে শত শত হিন্দু বিধবাকে ধর্মান্তরিত করেন।

স্বামীজির বিষয়ে রমাবাঈয়ের মতামত- দেবেন্দ্র বাবু রমাবাঈয়ের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে স্বামীজির আদেশের ব্যাপারে রমাবাঈয়ের মতামত এবং ধারণা জিজ্ঞাসা করেন । এই চিঠির উত্তর রমাবাঈ ২৩ নভেম্বর ১৯০৩ সালে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেন,

" ..আমি মেরঠে আর্যসমাজের এক সভাসদের ঘরে থেকেছিলাম। আমি তখন স্বামীজির বিশেষ শিক্ষার বিষয়ে সর্বথা অনভিজ্ঞ ছিলাম। আমি মেরঠে তিন সপ্তাহের বেশি সময় কাটিয়েছিলাম যে কারণে আর্যসমাজের মুখ্য মান্যতাসমূহের বিষয়ে স্বয়ং এর প্রবর্তকের কাছ থেকে জানার সুযোগ হয়েছিল। স্বামীজির সম্পর্কে যে ধারণা আমার মনে অঙ্কিত রয়েছে তা বাস্তবে অতি উত্তম। স্বামীজি সর্ব প্রকারে দয়াস্বরূপ ছিলেন। তিনি এক বিশাল দর্শন ভদ্র পুরুষ ছিলেন, তথা **সত্য ও শুদ্ধভাবযুক্ত পিতৃপ্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। আমার সাথে তাঁর আচরণ পিতৃতুল্য এবং কৃপাপূর্ণ ছিল।**

স্বামীজি শুদ্ধ ভাষায় এবং প্রভাব উৎপাদক স্বরে কথা বলতেন। তিনি কখনো হিন্দি আবার কখনো সংস্কৃতে কথা বলতেন । তবে সংস্কৃতই তাঁর প্রিয় ভাষা ছিলো। হিন্দুদের ষড়দর্শনের মধ্যে তিনি বৈশেষিক দর্শন কে বেশি পছন্দ করতেন । উনার শিক্ষা অদ্বৈতবাদ থেকে ভিন্ন ছিল এবং তখন আমি শুধু এই এক বিষয়ে উনার সাথে সহমত ছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আমি চাই তুমি আর্যসমাজে সম্মিলিত হও, আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে আর্যসমাজের সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য প্রস্তত করবো। কিন্তু আমি ধর্মীয় বিষয়ে অব্যবস্থিত ছিলাম, সুতরাং আমি এই প্রস্তাবকে অস্বীকার করে দিয়েছিলাম। "

সেই পত্রের এক স্থানে রমাবাঈ লিখেন যে ,

" স্বামী দয়ানন্দ নারীদের জন্য ধর্মের আবশ্যকতা মানতেন। তিনি বলতেন যে নারীরা বেদ পড়তে পারে। যে বিষয়ে কি না হিন্দুধর্ম আজ্ঞা দেয় না। এ কারণে হিন্দু ধর্ম নারী এবং শুদ্রদের প্রতি বিদ্বেষ করে। আমার আত্মা এর বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। যেখান পর্যন্ত স্বামীজির শিক্ষা নারীদের বেদ, দর্শন এবং ধর্ম শাস্ত্রসমূহ পড়ার অধিকার দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল সে পর্যন্ত আমি তাঁর উপর প্রসন্ন ছিলাম। "

[তথ্যসূত্র- পণ্ডিত ঘাসীরাম কৃত, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা জীবন চরিত্র। ষড়বিংশ অধ্যায়/পৃষ্ঠা- ৫৩১-৫৩২]

রমার বিষয়ে মহর্ষির মন্তব্য–

রমাবাঈয়ের বিদায়ের পর মহর্ষির ঘনিষ্ঠ কিছু ভক্তজন রমাবাঈয়ের বিষয়ে জানতে চাইলে মহর্ষি তাদেরকে পত্রের মাধ্যমে লিখে জানান। যেমন তারিখ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ তে বাবু দুর্গাপ্রসাদ জীর উদ্দেশ্যে একটি পত্রে মহর্ষি লিখেন,

"...রমাবাঈ তার বাড়িতে যাবে বলেছে। এখানে আর্যসমাজের পক্ষ থেকে তাকে ১২৫ রুপী এবং একটি মলমল থান দিয়ে সৎকার করা হয়েছে। আগামীকাল সে এখান থেকে দিল্লি যাবে, দিল্লি থেকে এলাহাবাদ যাবে এবং সেখান থেকে সে নিজের বাড়িতে যাবে। এখন কোনো সমাজে (আর্যসমাজে) যাবে না বলেছে। সম্ভবত সেখান থেকে ফিরে তখন যাবে । তার ভাইয়ের মৃত্যুতে তার কিছু কুমতি হয়েছে এমনটা লোক সংশয় করে। তার মনও চঞ্চল। শরীর রোগা, হালকা এবং নির্বল, রাগও অনেক। তার যে কুমতিতে লোকেরা সংশয় করে সেটা লিখার যোগ্য নয়। আমি তাকে বৈশেষিক এবং ন্যায়দর্শনের কিছু সূত্র পড়িয়েছি। বুঝিয়েছিও অনেক। আশা করি যে, কুমার্গ ছেড়ে উপদেশ মার্গে প্রবৃত্ত হয়ে যাবে। তার সাথে একজন বাঙালি লোক আছে। সে ই তার কুমতির কারণ। সে বলতো যে, আমি দেশে গিয়ে সেখান থেকে নিজের কোনো আত্মীয় একজন পুরুষ এবং রুটি তৈরি করার জন্য একজন নারীকে সাথে নিয়ে আসব। তার বুদ্ধি অনেক ভালো এবং সুবোধ। কাব্যালংকার, কিছু কিছু ব্যাকরণ, বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত এতটুকু পড়েছে । অনেক ভালো সংস্কৃত বলে। বক্তব্যও খুবই ভালো দেয়। পরশু রবিবারে গোপালরাও হরি তাকে (নিমন্ত্রণ) ডেকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সে বলেছিল যে, " এখন তো আমি দেশে যাবো, তারপর। সেখান থেকে আসলে, দেখা যাবে ।

বেশি কি লিখবো? আর তো সব ভাবেই ভালো কিন্তু যেভাবে চাঁদে গ্রহণ লেগে যায় এমন অবস্থা আরকি। রমার এই অবস্থা সব জায়গায় প্রসিদ্ধ (জানাজানি) হওয়া উচিত নয়। তার ভাইয়ের শোক নিবৃত্ত হয়েছে।..."

[তথ্যসূত্র:- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা সম্পাদিত ' ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা পত্র ব্যবহার ঔর বিজ্ঞাপন ' প্রথম ভাগ, পূর্ণসংখ্যা- ৪৫৮। পৃষ্ঠা- ৫০৯]

এ বিষয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ সালে মুন্সী বখতাবরসিংহ জীর উদ্দেশ্যে লিখিত আরেকটি পত্রও পাওয়া যায়। এই পত্রের এক অংশে মহর্ষি লিখেন,

"...রমাবাঈয়ের অবস্থা এতটুকুই যে, ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার পড়েছে। সংস্কৃত ভালোই বলে, ব্যাখ্যানও ভালো দেয় এবং বেশ বুদ্ধিমতীও। কিন্তু কিছু অকথ্য দোষ আছে। এই কারণে সে সেখানের সভাসদদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি। তার ভাগ্য হবে যদি শুধরে যায়। এতে সে অনেক প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে আর তার উপদেশের মাধ্যমে নারীদেরও বড়ো উপকার হবে। এই রমার অবস্থা কোথাও ছাপাবেন না। নাহলে এতে ওর দুর্দশা হবে।..."

[তথ্যসূত্র:- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা সম্পাদিত ' ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা পত্র ব্যবহার ঔর বিজ্ঞাপন ' প্রথম ভাগ, পূর্ণসংখ্যা- ৪৬৩। পৃষ্ঠা- ৫১৭]

পূর্বে উল্লিখিত পণ্ডিত লেখরামজী ও ঘাসীরামজী তাদের বর্ণনায় রমার দোষের সামান্য সংকেত করেছেন। আর এই পত্রদ্বয়ে মহর্ষিও রমাবাঈয়ের কিছু অনুচিত দোষের ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু রমার ক্ষতি হবে ভেবে দোষের কথা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেন নি। এখানে উনার সেই দোষ কী? এই প্রশ্ন আসে।

প্রকৃতপক্ষে এই অকথ্য দোষ বলতে বিপিন বাবুর সাথে রমাবাঈয়ের মেলামেশাকে বোঝানো হয়েছে। কারণ মেরঠে অবস্থানকালে বিপিন বাবু, রমাবাঈয়ের কাছে থাকতেন। আর রমা ও বিপিন যে ইতোমধ্যে বিবাহ করে নিয়েছেন একথাও কেউ জানতেন না। বরং তখন রমাবাঈ নিজেকে কুমারী হিসেবে পরিচয় দিতেন।

- **রমাবাঈয়ের পরবর্তী জীবন–**

বিপিন-রমার আন্তঃবর্ণ বিবাহের কারণে, বিপিন বিহারীর জ্ঞাতি ও পরিবার তাদেরকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলো। এ কারণে তিনি শ্রীহট্ট (বাংলা) ছেড়ে শিলচরে (আসাম) বসবাস শুরু করেন। বিপিনবিহারী মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯ মাস বিবাহিত জীবনের পর ত্রিশ বছর বয়সে ১৮৮২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

...যখন১৮৮২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, পণ্ডিত রমাবাঈয়ের স্বামী বিপিন বিহারী দাসও অকাল মৃত্যুবরণ করেন, তখন মহারাষ্ট্রের প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে, পণ্ডিতা রমাবাঈ ১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে মুম্বাই হয়ে মহারাষ্ট্রের কাশী হিসেবে খ্যাত,বিদ্বানগণের নগরী পুনেকে তার কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি পুনেতে 'আর্য মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। যার শাখা মুম্বাই, সোলাপুর, পন্ধরপুর এবং আহমেদনগরেও চালু হয়েছিল। পুনেতে পণ্ডিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল হান্টার কমিশনের সামনে, তিনি ভারতীয় নারীদের দুর্দশার কথা তার মাতৃভাষা মারাঠিতে উপস্থাপন করেন এবং তা দূর করার জন্য জোরালো আবেদনও করেছিলেন।

২০ এপ্রিল ১৮৮৩ তারিখে তিনি বিশেষ পড়াশোনার জন্য ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে মুম্বাই ত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে তিনি এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে -

“ সব ধর্মেই কিছু ভুল আছে, তাই আমি হিন্দু ধর্ম ছেড়ে কখনই খ্রিস্টান হব না। ”

কিন্তু ছয় মাসও পূর্ণ না হতেই সেখানকার খ্রিস্টানদের সেবামূলক কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৮৮৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি খ্রিস্টমত গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত বিদেশে থাকার পর পণ্ডিতা রমাবাঈ যখন দেশে ফিরে আসেন, তখন মহারাষ্ট্র তাকে 'মেরি রমা' হিসেবে দেখতে পায়। ১৮৮৯ সালের ১১ মার্চ মুম্বাইয়ে রমাবাঈ 'শারদা সদন' প্রতিষ্ঠা করেন। 'শারদা সদন' সংস্থার মাধ্যমে পুনেতে (নভেম্বর ১৮৯০) অবহেলিত মহিলাদের শিক্ষিত করার এবং তাদের অবহেলার ক্ষত সারাতে পণ্ডিতা প্রচার শুরু করার সাথে সাথেই শুধু পরম্পরাবাদী মহারাষ্ট্র নয়, মহারাষ্ট্রের প্রগতিশীল সমাজও তার কাজে ধর্মান্তরের খবর পাওয়া শুরু করে।

ফলস্বরূপ, লোকমান্য তিলকের লেখনী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং রণদে-ভান্ডারকরের প্রার্থনাসমাজও পণ্ডিতা রমাবাইয়ের 'শারদা সদন' সংস্থার সাথে তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে।

আমরা যদি সেই সময়ের ভারতীয় সমাজ তথা খ্রিস্টানদের চেয়ে নারীদের প্রতি বেশি উদার হতাম, তাহলে কখনই 'পণ্ডিতা রামাবাঈ'কে 'মেরি রমাতে'-এ পরিণত হতে দেখতে হত না। পণ্ডিতার দুর্ভাগ্য যে একজন জ্ঞানী পিতা, স্নেহময়ী মা, সরল ভাই, প্রেমময় স্বামী, স্বামী দয়ানন্দের মতো গুরু এবং রনোদা-ভান্ডারকরজী ও মহাত্মা ফুলের মতো সহযোগী পেয়েও, তার সারা জীবন শুষ্ক, নির্জন এবং অবহেলিত ছিল এবং তিনি নিজের সংস্কৃত জ্ঞানকে ভারতীয় মহিলাদের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর করতে পারেননি।

প্রশ্ন হলো- রমাবাঈ খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার পরেও কি তার সমস্যাগুলোর পূর্ণ সমাধান হয়েছিল ?

এরকম তো মনে হয় না। রমাবাঈ নিজের কন্যা মনোরমা-কে যে চিঠি লিখেছেন, তা তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব তথা হতাশা-নিরাশাকে ব্যাক্ত করেছে – [মূল মারাঠী চিঠীর বাংলা রূপান্তর]।

"মনু বেটা! [প্রিয় কন্যা মনোরমা!] আমার মনকে এই কথার গভীর দুঃখ হৃদয়ের ভিতরেই ব্যাথিত রয়েছে যে- আমি যে ধর্মকে ত্যাগ করেছিলাম আমি সেই ধর্মেরও থাকি নি এবং যে ধর্ম গ্রহণ করেছি সে ধর্মেরও থাকি নি। আমি এবং আমার যন্ত্রণাগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।"

১৯২১ সালে তাঁর এই একমাত্র কন্যা মনোরমারও অকাল মৃত্যু হয়ে যায়। নিজ কন্যার মৃত্যুর সাত আট মাসের পরে ১৯২২ সালে পণ্ডিতা রমাবাঈও পরলোক গমন করেন।

পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের বিষয়ে মারাঠীর সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার আচার্য প্রহ্লাদ কেশব অত্রে লিখেছেন , -'এটি সত্য যে পণ্ডিতা রমাবাঈ হিন্দু ধর্মকে ত্যাগ করে পরে খ্রিস্টান ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণে তার অবশিষ্ট মহৎ কর্তৃত্ব বাধাগ্রস্ত হয়েছিল- এমনটা কেউ বলতে পারবে না। এই বিষয়ে তিনি আরো লিখেছেন যে- 'পণ্ডিতা খ্রিস্টমত গ্রহণ করে নিঃসন্দেহে ভারতীয় খ্রিস্টান সমাজের অনেক বড় সেবা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে হিন্দু সমাজে তার জন্ম হয়েছিল , যে হিন্দু সমাজ তাঁকে পাণ্ডিত্যের বিশেষ গুণ-গৌরবে গৌরবান্বিত করেছিলো, সে সমাজ তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও কর্তৃত্ব থেকে একটুও লাভবান হয়নি। এটি পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, তিনি যদি ধর্মান্তরিত না হয়ে, নিজ সমাজে থেকে বিদ্যাদান এবং সমাজ-সংস্কারের কাজ করতেন তাহলে বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুণকর, রনোদা, তিলক, ভান্ডারকর এবং মর্হষিদের তালিকায় পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের নামও নিঃসন্দেহে অন্তর্ভুক্ত হত। (তথ্যসূত্র- মারাঠী মানসে মারাঠী মনে, পৃ০ ৪৭)

- **পৌরাণিকদের অপপ্রচার খণ্ডন ও মন্তব্য-**

পৌরাণিকদের মূল আক্ষেপ হলো রমাবাঈ মহর্ষি দয়ানন্দের প্রেমিকা ছিল। তাই চিঠিপত্র পাঠিয়ে দয়ানন্দ তাকে ডেকে এনেছেন। কিন্তু তাঁদের আক্ষেপে স্বয়ং রমাবাঈ ই জল ঢেলে দিয়েছেন। যেমন দেবেন্দ্র বাবুকে লিখা পত্রে রমাবাঈ লিখেছেন-

" স্বামীজির সম্পর্কে যে ধারণা আমার মনে অঙ্কিত রয়েছে তা বাস্তবে অতি উত্তম। স্বামীজি সর্ব প্রকারে দয়াস্বরূপ ছিলেন। তিনি এক বিশাল দর্শন ভদ্র পুরুষ ছিলেন, তথা সত্য ও শুদ্ধভাবযুক্ত পিতৃপ্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। আমার সাথে তাঁর আচরণ পিতৃতুল্য এবং কৃপাপূর্ণ ছিল। "

(পণ্ডিত ঘাসীরামজীর বর্ণনা দ্রষ্টব্য)

রমাবাঈ এখানে মহর্ষি দয়ানন্দকে **'পিতৃপ্রকৃতির পুরুষ'** এবং তাঁর সাথে মহর্ষির আচরণে **'পিতৃতুল্য'** অর্থাৎ পিতার মতো বলে অভিহিত করছেন। এখন পাঠক অনুমান করে নিন, কতটা নিকৃষ্ট মানসিকতা লালন করলে পৌরাণিকরা পিতা-কন্যার মতো সম্পর্ককেও ব্যাভিচার বলতে পারে।

কে জানে? পৌরাণিক সমাজেই হয়তো পিতা-পুত্রীর ব্যাভিচার লীলা চলে থাকে।

এখন বঙ্গীয় পৌরাণিকদের আক্ষেপ এবং অপদাবি খণ্ডন করা হবে। এখানে পৌরাণিকদের দাবিকে 'পাখণ্ডি' শব্দ এবং লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাখণ্ডি–

রমাবাঈ ও রঙ্গিলা দয়ানন্দ সরস্বতী :

কবিরত্ন শ্রীমৎ অখিলানন্দ শর্মা ছিলেন আর্য সমাজের একজন সদস্য, আর্যসমাজী থাকাকালীন দয়ানন্দের ভক্ত হওয়ার দরুণ'দয়ানন্দদিগ্বিজয়ম্' নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ লেখেন । কিন্তু পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি ভুল পথে হাঁটছেন, আর্যসমাজীরা কেবল বেদাদি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যাকারী । তাই তিনি আর্যসমাজ ত্যাগ করে সনাতন ধর্মাবলম্বী হন এবং দয়ানন্দের 'সত্যার্থপ্রকাশ' খণ্ডন করে 'সত্যার্থপ্রকাশালোচনম্' গ্রন্থ লেখেন । ইতোপূর্বে রাজস্থানের আজমীর থেকে আর্য সমাজ কর্তৃক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনী ছাপা হয়েছিলো; তো এই গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে অখিলানন্দ শর্মা তার সত্যার্থপ্রকাশালোচনম্ গ্রন্থের ২২-২৪ পৃষ্ঠায় দয়ানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন-

রমাবাঈ নামে অতি বিদুষী এক নারীর খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় । তার সামনে দয়ানন্দের বিদ্যাবুদ্ধি অতি নগণ্য ছিল । দয়ানন্দ তাই তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাকে চিঠি পাঠাতে থাকেন ।

সমীক্ষক- বাংলাদেশ অগ্নিবীরের এই খণ্ডনমূলক লিখায় ভালোভাবে অখিলানন্দ শর্মার মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। এর বেশি কিছু লিখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না ।

- https://back2thevedas.blogspot.com/2021/04/blog-post.html?m=1

পাখণ্ডি এর পরে যে কথা বলেছে তা নিন্তান্ত বিনোদনমূলক। রমাবাঈয়ের সামনে দয়ানন্দের বিদ্যাবুদ্ধি অতি নগণ্য এই মন্তব্য নিয়ে আমরা কিছু বলবো না। কারণ মহর্ষির বিদ্বতা নিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা বরং স্বয়ং রমাবাঈয়ের মন্তব্যই দেখি।

পণ্ডিতা রমা নিজের প্রথম পত্রে লিখেন-

" শ্রীমান যিনি দ্যুলোক এবং পৃথিবীতে অখণ্ড জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্য প্রকাশিত করেছেন সেই শ্রী শ্রী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর পাদপ্রান্তে বহু প্রণামের সাথে, সম্যক উদাচারের সাথে এবং উচিত সম্মানের সাথে নিবেদন করছি,

... শ্রীমৎপাদের দেবদুর্লভ অনুগ্রহ কোথায়? আর মহান ব্যাক্তিদের চরণধূলির উপমার অযোগ্যা বেচারী কোথায়?

...আজ আমার আর্যাবর্তে আসার প্রায় তিন হইতে চার বছর হয়। সেই থেকে আমি শ্রীমৎপাদের জ্ঞান-গৌরবের কথা সবসময় শুনে আসছি এবং আপনার চরণ দর্শনের জন্য মন খুবই উৎসুক হয়েছিল, কিন্তু এতদিন যাবৎ সংশয়ের দোলায় আরূঢ় মন হৃদয়ের উৎসাহকে থামিয়ে রেখেছে যে , না জানি চতুর্থ আশ্রমে স্থিত শ্রীমৎপাদ এই বালবুদ্ধি স্ত্রীলোক আমাকে দর্শনদানের প্রসাদ দ্বারা কৃপা করবেন কি না? "

দ্বিতীয় পত্রে রমাবাঈ লিখেন,

যেই শ্রীমান সমস্থ জগৎকে অনবদ্য এবং উদার সুজনতার গুণে নত করিয়ে দিয়েছেন, সেই শ্রী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজির চরণে বিহিত অনেক প্রণাম, সম্যক উদাচার এবং উচিত সম্মানপূর্বক নিবেদন,

...শ্রীমান ! আমার অধ্যয়নের সীমা সাধারণত ক, চ, ট, ত, প আদি বর্ণ পর্যন্ত অনুমান করে নিবেন। এর অতিরিক্ত কিছু বলার উৎসাহ হচ্ছে না।

(রমাবাঈয়ের উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র দ্রষ্টব্য)

পাখণ্ডি– দয়ানন্দের কাছ থেকে রমাবাঙ্গৈর প্রতি প্রথম চিঠিতে লেখা ছিল—

"... আপনার কীর্তি শুনে মনে আনন্দ পেয়েছি । শ্রীমতীর নিকট পত্র দ্বারা নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করে আপনার অভিপ্রায়ও এই প্রকার জানতে চাই.... আমি শুনেছি যে আপনি বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর বিধি দ্বারা নিজের তুল্য গুণ-

কর্ম-স্বভাবের উত্তম কুমার পুরুষ খুঁজছেন? ইহা কি সত্য অথবা নয়?.... যদি এখানে আসার ইচ্ছা থাকে তো চলে আসুন । আসতে যত টাকা পথখরচ হিসেবে ব্যয় হবে তা এখান থেকে আপনাকে দেওয়া হবে ।”

সমীক্ষক- পত্রের মাঝখান থেকে দুই তিনটি লাইন উদ্ধৃত করলে সম্পূর্ণ পত্রের উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। বরং এভাবে সুবিধামত বাক্য উদ্ধৃত করা পৌরাণিক পাখণ্ডিদের চরম অসততা ও ধূর্ততার পরিচায়ক। উপরে পত্রের যে কথাগুলো উদ্ধৃত করেছে তা পরবর্তী কথাসহ দেখলে মহর্ষির অভিপ্রায় বোঝা যায়। মহর্ষির সম্পূর্ণ পত্রগুলো আমরা আগেই বঙ্গানুবাদ সহ দিয়ে রেখেছি। সেখান থেকেই লিখা উদ্ধৃত করছি, মহর্ষি লিখেছেন,

“ আমি শুনেছি যে আপনি বিবাহের জন্য স্বয়ংবর বিধিতে নিজের মতো গুণ, কর্ম ও স্বভাবসম্পন্ন কুমার উত্তম পুরুষকে খুঁজছেন। এটি সত্য কি না? বিবাহ না করে ব্রহ্মচর্যে স্থিত থাকা অসম্ভব কি?

আর্যাবর্তের সতী, বিদুষী গার্গী আদি কুমারীগণ যেভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত হয়ে নারী জাতির যতটুকু উপকার করেছেন সেভাবে ততটুকু উপকার আপনি বিবাহ করার পর অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের দিতে পারবেন না । এমন হওয়ায় আপনার ইচ্ছা কি?

নিজের সমান পুরুষকে প্রাপ্ত হয়ে বিবাহ করে যেভাবে নারীরা সাধারণত সন্তানোৎপত্তি, পালন , এবং স্বগৃহকর্মে প্রবৃত্ত হন সেভাবে আপনিও কি প্রবৃত্ত হবেন? কিংবা মেয়েদের পড়াবেন এবং নারীদের সুশিক্ষা দান করবেন এই ইচ্ছা রাখেন?”

(মহর্ষির প্রথম পত্র দ্রষ্টব্য)

পথখরচের টাকা নিয়ে পরে বলা হয়েছে

পাখণ্ডি-দয়ানন্দের ২য় পত্র—

“শ্রীমতী, আপনার প্রেমাস্পদ আনন্দপ্রদ পত্র পেয়েছি । ঐ পত্র দেখে আমি অতীব সন্তুষ্ট হয়েছি । শ্রীমতীকে সামান্য কষ্ট দিচ্ছি তা ক্ষমা করবেন । ... শ্রীমতীর জন্ম কোথায়? বয়স কত? আপনার কি কোন সঙ্গী আছে না আপনি একাকিনী?....

যদি আপনার পথখরচের অসুবিধা থাকে, তাহলে শীঘ্রই জানান, যত টাকা লাগে আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।”

খেয়াল করুন-দয়ানন্দের আর দেরী সহ্য হচ্ছে না ।

এই চিঠির উত্তরে রমাবাঈ তার জন্মস্থানের বৃত্তান্ত লেখেন, তার বয়স ২৩ বছর জানান, আরো জানান যে তিনি একাকিনী, তার কোন সঙ্গী নাই ।

সমীক্ষক- আগের মতো পাখণ্ডির কথার সাথে আমরা মূল পত্র মিলিয়ে দেখবো-

" আপনার নিজের বাড়ি কোথায় এবং আত্মীয় স্বজন কোথায় থাকেন? মা বাবা আছেন কি? যিনি মারা গিয়েছেন তিনি আপনার চেয়ে বড়ো না ছোট ছিলেন? এখন আপনি নির্দোষার কাছে স্বজাতির কোনো নারী পুরুষ আছেন কি? অথবা একাকিনী আছেন? "

" যদি পথে খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন থাকে তাহলে শীঘ্রই জানাবেন যে কত টাকা পাঠাতে হবে। পূর্ব পরিচয় ছাড়া কিভাবে টাকার জন্য লিখবেন, আপনার এরকম শঙ্কা বা লজ্জাবোধ করা উচিত নয় ।"

(মহর্ষির দ্বিতীয় পত্র দ্রষ্টব্য)

এটা মহর্ষি কেন লিখলেন তা বিবেকহীন মূর্খ পাখণ্ডিদের বোঝার প্রয়োজন নেই।

রমার ভাই মারা যাওয়ার খবর পাওয়ার পর তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে খোজখবর নেয়া, কেমন আছে কিভাবে আছে সেই কুশলমঙ্গল জিজ্ঞাসা করা কি গুরুজন হিসেবে মহর্ষি দয়ানন্দের কর্তব্য ছিল না?

আর রমাবাঈকে অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তৎকালীন সমাজে নারীরা অর্থ উপার্জন করতেন না এজন্য আসতে রাস্তায় যত টাকা খরচ হয় তত টাকা পাথেয়স্বরূপ দেওয়ার কথা বলা একজন বিবেকবান ব্যক্তির কাজ।

মজার ব্যাপার হলো, **পাখণ্ডির প্রমাণ দেয়া এখানেই শেষ।** মহর্ষির চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের জন্য আর কোনো প্রমাণ নেই □□। কেমন কাটঝাট প্রমাণ তা তো দেখলেনই। এত অল্প প্রমাণ নিয়ে, তার উপর কাটঝাটের জোচ্চুরি করে, মহর্ষি দয়ানন্দের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের সাহস তারা কিভাবে করে সেটা আমার জানা নেই। যখন আসল তথ্যপ্রমাণ সহ তাদের লিখা খণ্ডন করা হবে তখন যে লজ্জিত হতে হবে এই ভয়ও পাখণ্ডিদের মনে বিন্দুমাত্র নেই। অবশ্য নির্লজ্জদের লজ্জা থাকবে না এটাই স্বাভাবিক।

পাখণ্ডি– দয়ানন্দ ও রমাবাঈের মধ্যের পরবর্তী পত্রব্যবহার আর্যসমাজীরা আর ছাপায়নি, সম্ভবত ছাপানোর অযোগ্য ছিলো বলে বা পত্রালাপ হয় নি বলেই ছাপাই নি; কারণ, এরপর রমাবাঈ মেরঠে দয়ানন্দের সাথে কয়েক মাস কাটিয়ে যান ।

সমীক্ষক- পাখণ্ডি " **সম্ভবত** " কথাটি লিখে নিজের মুখোশ নিজেই খুলে দিয়েছে। পাখণ্ডি প্রমাণ করে দিলো যে, সে জানেই না যে আসলে কয়টি পত্রব্যবহার হয়েছিল। মূর্খদের কথাবার্তা এরকমই মূর্খতাপূর্ণ।

মহর্ষির প্রতিটি পত্র ছাপানো হয়েছে। আর সেসব আর্যসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরাই ছাপিয়েছেন। যেমন , পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত জী এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠিরজী মীমাংসক।

রমাবাঈ মেরঠে দয়ানন্দের সাথে কয়েক মাস কাটিয়ে গিয়েছিলেন। এটি আরেক মিথ্যা। পণ্ডিত লেখরাম জীর বর্ণনা অনুসারে, **" রমাবাঈ দুই সপ্তাহের বেশি সেখানে বাস করেন। তারপর নিজের এক বাঙালি বন্ধুর সাথে; (যিনি তাঁর আসার পর মেরঠে আসেন) দিল্লী হয়ে নিজের জন্মভূমির দিকে চলে যান।"**

[শ্রী পণ্ডিত লেখরাম আর্য কৃত, জীবনচরিত্র- মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তৃতীয় অধ্যায় / তৃতীয় পরিচ্ছেদ। মেরঠ নগর কা বৃত্তান্ত / পৃষ্ঠা -৫১০]

পাখণ্ডিপক্ষ– দয়ানন্দ সন্ন্যাসী হয়ে একজন স্ত্রীলোকের বয়স, সে একাকিনী কিনা জিজ্ঞাসা করা ও তার জন্য পথখরচ পাঠানোর উদ্দেশ্য কী? বুদ্ধিমানরা তো তা সহজেই বুঝে নিবেন, কিন্তু আর্যসমাজীরা যে দয়ানন্দকে অখণ্ড ব্রহ্মচারী মানে তা বড় হাস্যকর বিষয় ।

সমীক্ষক- একটি অনাথ মেয়ে, যার কোনো আপনজন পৃথিবীতে বেঁচে নেই; তার বয়স, সে কিভাবে আছে কেমন আছে? একা আছে অথবা কিভাবে আছে? এসব জিজ্ঞাসা করা গুরুজন হিসেবে তো অবশ্যই উচিত ছিল, এছাড়া যেকোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এটা জিজ্ঞেস করতো। এসব ছাড়াও রমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, অধীত ও শ্রুত শাস্ত্রসমূহ, নারীশিক্ষায় যোগদানের ইচ্ছা আছে কি না আরও বিভিন্ন বিষয় মহর্ষি জিজ্ঞাসা করেছেন। আর এরকম পিতৃসুলভ আচরণের কারণে রমাবাঈ মহর্ষি সম্পর্কে লিখেছেন,

" স্বামীজি সত্য ও শুদ্ধভাবযুক্ত পিতৃপ্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। আমার সাথে উনার আচরণ পিতার মতো এবং কৃপাপূর্ণ ছিল। "

এর পরে সজ্জনগণ পাখণ্ডির মূল লেখায় চরম মূর্খতাপূর্ণ কথাবার্তা দেখতে পাবেন। এইসব মূর্খতাপূর্ণ দাবি উদ্ধৃত করে লেখা বড় করার ইচ্ছা আমার নেই। বুদ্ধিমানরা এতক্ষণে পাখণ্ডির নিকৃষ্ট ধূর্ততা ধরে ফেলেছেন।

রমাবাঈয়ের ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রসঙ্গেও অনেক পৌরাণিকরা খুব জোরালো আক্ষেপ করে থাকে। তাদের কথা হল- দয়ানন্দ যদি খ্রিস্টমত খণ্ডনই করতেন তাহলে রমাবাঈ তাঁর উপদেশ শুনেও কেন খ্রিস্টান হয়ে গেল? স্বামীজির শিক্ষা কী কাজে আসলো তাহলে?

উত্তর- ১/ মহর্ষি দয়ানন্দ যে খ্রিস্টমতের প্রবল খণ্ডনকর্তা ছিলেন তা বোঝার জন্য বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। সত্যার্থ প্রকাশের পুরো একটি অধ্যায়জুড়ে তিনি খ্রিস্টমত খণ্ডন করে রেখেছেন। মহর্ষির জীবনীগ্রন্থের অজস্র স্থানেও তাঁর খ্রিস্টমতের কঠোর খণ্ডনের প্রমাণ আছে। অনেককে খ্রিস্টমতে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষাও করেছিলেন। যেমন- দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দয়ানন্দ চরিত' গ্রন্থের ১৪২ তম পৃষ্টার বর্ণনা অনুসারে, প্রয়াগের মহাদেবপ্রসাদ নামক ব্যাক্তি যাকে কোনো পণ্ডিত সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। মহর্ষি দয়ানন্দই তাঁকে খ্রিস্টমত গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করে সনাতন ধর্মে নিয়ে আসেন।

২/ মহর্ষি রমাবাঈ ইত্যাদি বিদ্যার্থীদের বৈশেষিক দর্শন পড়িয়েছিলেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নয়। আর্যসমাজ মেরঠ থেকে রমাবাঈকে বিদায়ের সময় সত্যাসত্য জ্ঞানের জন্য মহর্ষি রমাবাঈকে সত্যার্থ প্রকাশ ইত্যাদি পুস্তকের একেকটি কপি প্রদান করেন। রমাবাঈ যদি সেসব পড়তেন তাহলে সেখানে খ্রিস্টমতের প্রবল খণ্ডন দেখতে পেতেন এবং কখনোই ধর্মান্তরিত হতেন না।

এর পরও কারো আক্ষেপ থেকে থাকে তাহলে দেখুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পিতামহ ভীষ্ম, মহর্ষি ব্যাসদেব এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের মতো মহান ব্যাক্তিদের সদুপদেশে দুর্যোধন ইত্যাদি কৌরবদের মন পরিবর্তন হয়েছিল কি? যদি না হয়ে থাকে তাহলে প্রমাণ হল, মহাপুরুষদের সদুপদেশ সবাই হৃদয়ঙ্গম করে না।

উপসংহার–

পরিশেষে আর্য ভজনোপদেশকগণের ভাষায় শুধু এটুকুই বলবো,

" ইস সংসার ম্যায় মহাপুরুষ, বহুত আতে হ্যায়।

বেদাগ দয়ানন্দ জেসা জীবন, না দেখ পাতে হ্যায়।"

অর্থাৎ- এই সংসারে অনেক মহাপুরুষ আসেন কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দের মতো নিষ্কলঙ্ক জীবন দেখা যায় না।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কী -জয় ।

সত্যার্থ প্রকাশে ধাত্রী ও দুগ্ধপান শঙ্কা নিবারণ

আলোচ্য প্রসঙ্গ সত্যার্থ প্রকাশের ৩য় সমুল্লাসের অন্তর্গত । মূলপাঠ সূক্ষ্মভাবে যদি আমরা দেখি তবে -

যখন সন্তান জন্মাবে তখন নাড়ীচ্ছেদন করে উত্তম সুগন্ধি জলে শিশুকে স্নান করিয়ে ও স্ত্রীকেও স্নান করিয়ে সুগন্ধি ঘৃতাদির দ্বারা হোম করবে এবং স্ত্রীর স্নান-আহারের যথোচিত ব্যবস্থা করবে যেন শিশু ও স্ত্রী শরীর ক্রমশঃ আরোগ্য ও পুষ্ট হতে থাকে। শিশুর মাতা অথবা ধাত্রী এমন খাদ্য গ্রহণ করবে যেন স্তন্যদুগ্ধেও উত্তম গুণ লাভ হয়। ছয় দিন পর্যন্ত শিশুকে প্রসূতির স্তন্য পান করাবে। তারপরে ধাত্রী পান করাবে। কিন্তু মাতা-পিতা ধাত্রীকে উত্তম খাদ্য ও পানীয় দিবে। যদি কেউ দরিদ্র, ধাত্রী রাখতে অসমর্থ হয় তবে গো বা ছাগদুগ্ধে উত্তম ওষধি যা বুদ্ধি, পরাক্রম ও আরোগ্যকর তা শুদ্ধ জলে ভিজিয়ে, সিদ্ধ করে, ছেঁকে নিয়ে দুধের সাথে উপযুক্ত মাত্রায় জল মিশিয়ে শিশুকে পান করাবে।

প্রসবের পর শিশু ও তার মাতাকে বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত ভিন্ন স্থানে রাখবে; সেখানে সুগন্ধিত এবং দর্শনীয় পদার্থও রাখবে। যেখানের বায়ু শুদ্ধ সেখানেই প্রসূতির ভ্রমণ করা উচিত। যেখানে ধাত্রী, গাভী, ছাগী প্রভৃতির দুধ পাওয়া যাবে না, সেখানে যেমন করা উচিত মনে হবে তেমন করবে। প্রসূতির দেহাংশ হতে শিশুর শরীর গঠিত হয় এর ফলে প্রসবকালে প্রসূতি দূর্বল হয়ে পড়ে তাই প্রসূতি শিশুকে স্তন্য পান করাবে না। দুধ বন্ধ করার জন্য স্তনের ছিদ্রের উপর এমন ওষধির প্রলেপ দিবে, যাতে দুগ্ধ নিঃসৃত না হয়। এমন করলে প্রসূতি দ্বিতীয় মাসে পুনরায় সুস্থ, সবল ও যুবতী হয়ে উঠবে। ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ ব্রহ্মচর্য দ্বারা বীর্য নিরোধ করবে। স্ত্রী- পুরুষ যারা এমন করবে তাদের উত্তম সন্তান, দীর্ঘায়ু, বল, পরাক্রম বৃদ্ধি হতে থাকবে যার ফলে সমস্ত সন্তানও উত্তম বল-পরাক্রমযুক্ত, দীর্ঘায়ু ও ধার্মিক হবে। স্ত্রী যোনি সঙ্কোচন, শোধন এবং পুরুষ বীর্যস্তম্ভন করবে। এমন করলে পুনরায় যত সন্তান জন্ম হবে তারাও উৎকৃষ্ট হবে।

এখানে ২ টি বিষয়ে আপত্তি করা হয় । যথাক্রমে -

১) প্রসূতি অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধের পান নিষিদ্ধ করা হয়েছে

২) ধাত্রীর প্রসঙ্গ বেদবিরুদ্ধ

আমরা ধাপে ধাপে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো -

- **প্রথমে প্রসূতির দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ কিনা ?**

মহর্ষি কোথাও বলেননি যে প্রসূতির স্তন্য পান করাই যাবে না । বরং প্রথম ৬ দিন অব্দি মাতার দুগ্ধ পানের উল্লেখ আছে ।

শিশুর মাতা অথবা ধাত্রী এমন খাদ্য গ্রহণ করবে যেন স্তন্যদুগ্ধেও উত্তম গুণ লাভ হয়। ছয় দিন পর্যন্ত শিশুকে প্রসূতির স্তন্য পান করাবে।

ধাত্রী ও প্রলেপ দ্বিতীয়বার তখনই এসেছে যখন প্রসূতি দূর্বল থাকে । স্তনে প্রলেপের উল্লেখ ঠিক তখনই এসেছে ।

প্রসূতির দেহাংশ হতে শিশুর শরীর গঠিত হয় এর ফলে প্রসবকালে প্রসূতি দুর্বল হয়ে পড়ে তাই প্রসূতি শিশুকে স্তন্য পান করাবে না। দুধ বন্ধ করার জন্য স্তনের ছিদ্রের উপর এমন ওষধির প্রলেপ দিবে, যাতে দুগ্ধ নিঃসৃত না হয়। এমন করলে প্রসূতি দ্বিতীয় মাসে পুনরায় সুস্থ, সবল ও যুবতী হয়ে উঠবে।

ধাত্রী না রাখতে পারলে পশ্বাদির দুগ্ধের উল্লেখ আছে । এরপরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা কিনা অপপ্রচারকারীগণ উল্লেখ করেন না তা হলো

' যেখানে ধাত্রী, গাভী, ছাগী প্রভৃতির দুধ পাওয়া যাবে না, *সেখানে যেমন করা উচিত মনে হবে তেমন করবে।* '

অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক । মহর্ষি ধাত্রীর উল্লেখ করেছেন তা বৈকল্পিক । নতুবা বিধি হলে সংস্কারবিধিতে অবশ্যই উল্লেখ থাকতো । বরং মহর্ষি জাতকর্ম প্রকরণে প্রসূতার স্তন্যদানেরই বিধি উল্লেখ করেছেন ।

' মাতা অথবা ধাত্রী ' এখানে ' অথবা ' পদটি বৈকল্পিক ব্যবস্থাই বোঝায় ।

কিছু পাঠক ' তারপরে ধাত্রী পান করাবে ' এই বাক্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন । কিন্তু তারা এটা ভুলে যান যে আগের বাক্যে ' অথবা ' দিয়ে যে বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তার দ্বিতীয় পক্ষ পূর্তির জন্যই এই বাক্যের অবতারণা ।

শিশুর মাতা অথবা ধাত্রী এমন খাদ্য গ্রহণ করবে যেন স্তন্যদুগ্ধেও উত্তম গুণ লাভ হয়।

ড. সুরেন্দ্রকুমারও এই অংশে বৈকল্পিক বিধান রয়েছে বলেই মতামত দিয়েছেন ।

সব থেকে বড় প্রমাণ এই গ্রন্থেরই ৪র্থ সমুল্লাসে রয়েছে ' পরে শিশুকে মাতার হাতে দেবে । শিশু দুধ পান করতে চাইলে মা তাকে স্তন্যদান করবে । মায়ের দুধ না থাকলে কোন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করে শিশুকে তার স্তন পান করাবে । 'এরপরে ধাত্রী নিযুক্তের কথা যা আছে সেটাও স্ত্রীকে [অর্থাৎ শিশুর মাতা] নিযুক্ত করার কথা আছে । অর্থাৎ ধাত্রী যদি রাখাও লাগে তবে তা সম্পূর্ণ শিশুর মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে কেননা মহর্ষি পূর্বে যে প্রসূতির দুর্বল শরীরের কথা বলেছেন তা স্বয়ং প্রসূতি বিনা কে-ই বা বুঝতে পারবে । স্তনে প্রলেপও সেই অনুযায়ী স্ত্রীর স্বেচ্ছায় শারীরিক সুবিধা অনুযায়ী হবে ।

অর্থাৎ মহর্ষির যে বিকল্প, প্রসূতির শারীরিক দূর্বলতার জন্য ধাত্রীর বিধান করেছেন তা প্রমাণিত। পাশাপাশি এটাও প্রমাণিত যে নিষেধ বলে যে প্রতীয়মান হয় বা স্তন্য অতিরিক্ত ক্ষরণ রোধ করে পূর্বোক্ত দূর্বল প্রসূতার জন্যই স্তনে ঔষধ প্রলেপন বিধি প্রযুক্ত হয়েছে । যদি স্ত্রী চায় তবে ধাত্রী ও প্রলেপাদি হবে নতুবা নয় । এই বৈকল্পিক বিধি মহর্ষি কখনোই সর্বজনীন বা বাধ্যতামূলক বলেননি ।

- **দ্বিতীয় প্রসঙ্গ এই বিধান বেদানুকূল কিনা ।**

উক্ত বিষয়ে আমরা একটি বিখ্যাত শাস্ত্রার্থের অংশ দেখে নেবো যেখানে পৌরাণিকরা এই বিষয়ে পরাজিত হয়েছিলো -

শাস্ত্রার্থ বিষয়ঃ সত্যার্থ প্রকাশ কি বেদ বিরুদ্ধ?

স্থানঃ বাঁকনের (জেলা অলীগড়, উত্তর প্রদেশ)

দিনাঙ্কঃ ৪ জুন, সন ১৯৬০ ইং

আর্য সমাজের পক্ষ থেকে শাস্ত্রার্থকর্ত্তাঃ পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী

পৌরাণিক পক্ষ থেকে শাস্ত্রার্থকর্ত্তাঃ পণ্ডিত ভীমসেন জী প্রতিবাদী ভয়ংকর

প্রধানঃ শ্রী স্বামী মুনিশ্বরানন্দ জী (বর্তমান নিবাসী - গাজিয়াবাদ)

পণ্ডিত ভীমসেন জী প্রতিবাদী ভয়ংকর -

সত্যার্থ প্রকাশের মধ্যে লেখা আছে শিশুকে তার মাতা ছয় দিন দুগ্ধপান করাবে, পশ্চাৎ ধাই। এটা বেদ বিরুদ্ধ।

□ পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

বলুন কোন বেদ মন্ত্রের বিরুদ্ধে? সত্যার্থ প্রকাশের মধ্যে এটা কোথাও লেখা নেই যে, যেই ঘরে ধাই দুগ্ধপান করাবে না সেই ঘরের সবাই নরকে চলে যাবে, সহজ সরলভাবে এটা লেখা আছে যে যদি মাতার দুগ্ধ বাদ দিয়ে শিশুকে ধাইয়ের দুগ্ধ পান করানো হয় তাহলে মাতা শীঘ্র সুস্থ আর বলবতী হয়ে যাবে। যারা ধাইয়ের প্রবন্ধ করতে পারবে না তারা গাভী বা ছাগ আদির দুগ্ধ পান করাবে, যারা গাভী বা ছাগেরও প্রবন্ধ করতে পারবে না তারা যেমনটা সম্ভব তেমনটি করবে, অভিপ্রায় হল যে তারা মাতার দুগ্ধই পান করাবে। ধাই দুগ্ধপান করাবে, এটা সুশ্রুতের শারীরিক স্থানে আর চরক শারীরিক স্থানের মধ্যেও আছে, নোট করুন আর প্রমাণ নিন - আমি কোনো কথাই বিনা প্রমাণে বলি না।

চরক সংহিতার শারীরস্থানের ৮।৪৫ এর মধ্যেও নবজাতকের জন্য ধাত্রীর কথা এভাবে বলা হচ্ছে, "অতো ধাত্রীপরীক্ষামুপদেক্ষ্যামঃ। অথ ব্রূয়াদ্ ধাত্রীমানয়েতি সমানবর্ণাং যৌবনস্থাং...." অর্থাৎ অতঃপর ধাত্রী পরীক্ষার বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। কুমারের আয়ুপরীক্ষার পর ধাত্রী আনয়ন করবে। যে ধাত্রী সমানবর্ণা, যুবতী....(এরপর ধাত্রীর বিস্তারিত বর্ণনা)।

অভিপ্রায় এটা হল যে, যার বালক আছে এবং যার বালক জীবিত আছে, আর যার পর্যাপ্ত মাত্রায় দুগ্ধ আছে। শ্রী রামচন্দ্র জীরও ধাই ছিল।বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭.৭-৮ ।

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও ধাত্রী রাখার প্রমাণ রয়েছে। রাজা সৃঞ্জয় নিজের পুত্রের জন্য ধাত্রী রেখেছিলেন–

"ততো ভাগীরথীতীরে কদাচিন্নিরেজনে বনে।

ধাত্রীদ্বিতীয়ী বালঃ স ক্রীড়ার্থং পর্যধাবত।।"

অর্থাৎ তখন কখনও নির্জন বনে ভগীরথীর তীরে সেই বালক ধাত্রীর সাথে খেলাধুলা করার জন্য দৌড়াতে লাগল।

[মহাভারত – শান্তিপর্ব অধ্যায় ৩১ শ্লোক ৩১]

আপনি সব কথাকেই বেদ বিরুদ্ধ বলে দেন অথচ বেদ মন্ত্র একটাও বলেন না, যার দ্বারা এটা বোঝা যাবে যে এটা অমুক বেদ মন্ত্রের বিরুদ্ধে। আপনার কাছে তো বেদ মন্ত্র নেই কিন্তু আমি এরজন্যও বেদ মন্ত্র দিচ্ছি, দেখুন তথা ধ্যান দিয়ে শুনুন -

নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ধাপয়েতে শিশুমেকঁ

সমীচী। (যজুঃ ১২|২)

আরও দেখতে চান তো আপনি য়জুর্বেদ অধ্যায় ১৭ মন্ত্র ৭০ টি দেখুন, যার মধ্যে বলা হয়েছে যে দুই স্ত্রী একটি শিশুকে এক মনে দুগ্ধপান করায়। দুই স্ত্রী মাতা আর ধাই হবে, আর কেউ না।

এবার দেখি এই ধাত্রী রাখার বিধান কোথায় রয়েছে। আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলে খ্যাত চরক ও সুশ্রুত সংহিতাতেই এর প্রমাণ রয়েছে। সুশ্রুত সংহিতার শারীরস্থানের ১০ অধ্যায়ের ২২ নং শ্লোকে রয়েছে, "ততো যথাবর্ণং ধাত্রীমুপেয়াম্মধ্যমপ্রমাণাং মধ্যবয়সমরোগাং..." অর্থাৎ অনন্তর (নামকরণের পর) বালকের আরোগ্য ও বলবৃদ্ধির জন্য সমানবর্ণা ধাত্রী আনয়ন করবে। ধাত্রী মধ্যপ্রমাণা, মধ্যবয়স্কা, আরোগ্য, শীতলবতী....(এভাবে বিস্তারিত ধাত্রীর বর্ণনা দেওয়া আছে)

আর পৌরাণিকদের দেবতা কার্তিক তো নিজ মাতা ব্যতীত অন্য ছয়জন কৃত্তিকার দুগ্ধ পান করে বড় হয়েছেন। বিশ্বাস না হলে শিবপুরাণের রুদ্রসংহিতার কুমারখণ্ডের ৩/২৯-৩১ শ্লোক দেখুন।

শেষ করবো মাতৃদুগ্ধ নিয়ে মহর্ষির অমূল্য কিছু বচন দিয়ে - যজুর্বেদ ৮.৫১ , যজুর্বেদ ১৭.৮৭, ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৯ যাতে মাতৃদুগ্ধই সর্বোত্তম, বর্ণিত ।

সত্যার্থ প্রকাশ ও সূর্যাদিলোকে মনুষ্যাদি প্রজা রহস্য

সত্যার্থ প্রকাশের ৮ম সমুল্লাসে বলা হয়েছে -

প্রশ্নঃ চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্র কিরূপ পদার্থ? ঐ সকলের মধ্যে মনুষ্যাদি সৃষ্টি আছে কি না ?

উত্তরঃ এই সমস্ত ভূগোল লোক এবং ইহাদের মধ্যে মনুষ্যাদি প্রজাও আছে। কেননা—

'এতেষু হীদঃ সর্বং বসু হিতমেতে হীদঃ সর্বং বাসযন্তে, তদাদিদঃ সর্বং বাসযন্তে তস্মাদ্বসব ইতি।।
শত কাo ১৪ ॥ [১৪.৬.৯.৪]

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র ও সূর্য—এই সকলের নাম 'বসু'। কারণ এই সকলের মধ্যে যাবতীয় পদার্থ এবং প্রজা বাস করে। ইহারাই সকলকে বাস করাইয়া থাকে। যেহেতু এই সকল বাসগৃহ স্বরূপ, অতএব এই সকলের নাম 'বসু'।

পৃথিবীর ন্যায় *চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র* বসু। সুতরাং এই সকলের মধ্যে এইরূপ প্রজা থাকা সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে ? পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী মনুষ্যাদি জীব সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং ঐ সকল লোক কি শূন্য থাকিবে ? পরমেশ্বরের কোন কর্মই নিরর্থক নহে। এই সকল *অসংখ্য লোকে* কি মনুষ্যাদি সৃষ্টি ব্যতীত কখনও সফল হইতে পারে ? অতএব সর্বত্র মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে।

১। প্রথমে বসু শব্দ দ্বারা মহর্ষি বুঝিয়েছেন তা সরলভাবে পণ্ডিত প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ বলেছেন -

যে সমস্ত লোকে মানবাদি প্রাণীর অস্তিত্ব নাই, সেগুলিও বাস হেতু বলিয়া 'বসু' বলা হয়। যথা—চন্দ্রমায় প্রাণী সমূহের বাস না থাকায় উহা পৃথিবী লোকের প্রাণী সমূহের বাসার্থে স্বীয় প্রকাশ সোম দিয়া সহায়ক রইয়াছে ।

মহর্ষিও বলেছেন ' ইহারাই সকলকে বাস করাইয়া থাকে ' । অর্থাৎ দুইটি কারণে বসু সংজ্ঞা -

(১) তাতে বাস করা হয় বলে
(২) বাস করতে সাহায্য করে বলে

২। আমরা আলোচ্য অংশে হাইলাইট করে দিয়েছি যে মহর্ষি ' মনুষ্যাদি ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন । অর্থাৎ শুধুমাত্র মানুষ নয় বরং মনুষ্যেতর প্রাণীও এখানে অপেক্ষিত । তাই ' মহর্ষি সূর্যে মানুষ আছে বলেছেন ' এটি পরিপূর্ণ ছল বিশেষ ।

৩। মহর্ষি চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র এই ৩ টি শব্দ প্রয়োগ করেছেন । এখানে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্যণীয় মহর্ষি যদি নির্দিষ্টভাবে কেবল আমাদের সৌরজগতকেই বোঝাতেন তবে তিনি কখনোই আলাদাভাবে নক্ষত্র শব্দটি উল্লেখ করতেন না । কেননা সূর্য তো নক্ষত্রই ।

অর্থাৎ মহর্ষি এখানে চন্দ্র , সূর্য ও নক্ষত্র নামবাচক বিশেষ নয় বরং Common Noun হিসেবে ব্যবহার করেছেন । এর পক্ষে প্রবল প্রমাণ তারপরে ২য় বাক্য ' এই সকল অসংখ্য লোকে কি মনুষ্যাদি সৃষ্টি ব্যতীত কখনও সফল হইতে পারে ? '

পাঠক, এখানে দেখুন । মহর্ষি সূর্য বলতে কেবল এই সূর্যকে বোঝালে কেবল ৩টি নাম থাকতো [চন্দ্র , সূর্য ও নক্ষত্র] । কিন্তু মহর্ষি লিখেছেন ' এই সকল অসংখ্য লোকে.. ' এখানে এই সকল অসংখ্য লোক দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে মহর্ষি সমগ্র দৃশ্যমান জগতের সূর্য , নক্ষত্রাদি , গ্রহের চারিদিকে বর্তমান উপগ্রহদের চন্দ্ররূপে নির্দেশ করেছেন ।

শুধু তাই নয় মহর্ষি পরবর্তীতে এই "মনুষ্যাদি"র আকৃতিভেদও স্বীকার করেছেন । এজন্য মহর্ষি সূর্যে মনুষ্য আছে এটা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অমূলক একটি দাবি ।

এটাও যারা মানতে চাইবেন না তারা দেখুন জৈনমত সমীক্ষায় ১২তম সমুল্লাসে মহর্ষি নিজে সূর্য উত্তাপে যে মানুষ মারা যাবে তা স্পষ্টভাবে লিখেছেন ও এই যুক্তিতেই জৈনমত খণ্ডন করেছেন ।

ন্যায়দর্শনে [৩.১.২৭] ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও ভিন্ন লোকে সেসব লোকের উপযোগী দেহের কথা উল্লেখ করেছেন ।

অন্যাদি গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে অসংখ্য লেখা , ভিডিয়ো পাওয়া যায় । আপনারা নিচেরটিও দেখতে পারেন -

- **বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা:**

বিজ্ঞানীদের মতে, ইউরোপা পৃথিবীর বাইরে সৌরজগতের সবচেয়ে বাসযোগ্য স্থান, যেখানে এক্সট্রিমোফাইলের বসবাসের সম্ভাবনা আছে। এই সংক্রান্ত পেপার: https://web.archive.org/web/20070609150109/http://people.msoe.edu/~tritt/sf/europa.life.html

- **শনির উপগ্রহ টাইটান**

শনি গ্রহের আরেক উপগ্রহ টাইটান, টাইটান সৌরজগতের একমাত্র উপগ্রহ যেখানে তরল হাইড্রোকার্বনের হ্রদ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা টাইটানেও ক্ষুদ্র প্রাণী বসবাসের সম্ভাবনা আছে।
https://www.space.com/2681-lakes-saturn-moon-titan.html

মহাবিশ্বের এমন নানা গ্রহ বা উপগ্রহেই প্রাণের বিকাশের সম্ভাবনা আছে। বিজ্ঞানীরা তাই বারবার আশেপাশের গ্রহ, উপগ্রহে অজস্র টাকা খরচ করে মহাকাশযান পাঠান, সেখানকার পরিবেশ ও প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করার জন্য।

অর্থাৎ আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে -

মহর্ষি সাধারণ সংজ্ঞা হিসেবে " চন্দ্র , সূর্য ও নক্ষত্র ' উল্লেখ করে ' বসু ' = নিবাসের স্থান ও নিবাসের সহায়ক উপাদান [তাতে জীবন থাকুক বা না থাকুক] হওয়ায় স্পষ্টরূপে " এই সকলের মধ্যে এইরূপ প্রজা" দ্বারা সমষ্টিগতরূপে একটি সৌর ব্যবস্থায় মানবাকৃতি বা অন্যাদি আকার বিশিষ্ট প্রাণ থাকা বিষয়ে মত দিয়েছেন । এটি গবেষণাধীন বলে কোনভাবেই ভুল হিসেবে পূর্বঘোষিত করা যাবে না ।

ইত্যোম্

মহাভাষ্য ও এর পুনঃসংস্কারের ইতিহাস

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে ত্রিমুনি ব্যাকরণ নামে পরিচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের মধ্যে একটি হলো মহাভাষ্য। এটি মূলত পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ীর উপর রচিত ভাষ্য গ্রন্থ। আকারে বিশালতায় এবং গুরুত্বের ব্যাপকতায় এটি মহাভাষ্য নামে পরিচিত। তবে অষ্টাধ্যায়ীর প্রতিটি সূত্রের উপর এর ভাষ্য নাই। বরং কাত্যায়নের বার্তিকের সাথে সম্পর্কিত সূত্রগুলোর বিস্তারিত ভাষ্য ও আলোচনা রয়েছে এতে ।
মহাভাষ্যের রচয়িতা হলেন পতঞ্জলি। তিনি গোনর্দীয়, গোণিকাপুত্র, চূর্ণিকার প্রভৃতি নামেও পরিচিত। তবে অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যিকদের মতোই পতঞ্জলিও তাঁর বংশ ও পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। তাঁর গোণিকাপুত্র নাম থেকে অনেক বিদ্বানের অভিমত যে পতঞ্জলির মাতার গোণিকা। আবার তাঁর গোনর্দীয় নাম থেকে অনেকের ধারণা তাঁর বাসস্থান ছিল গোনর্দ নামক স্থান । এছাড়াও মহাভাষ্যে (৩।২।১১৪) কাশ্মীরের উল্লেখের কারণে অনেক বিদ্বান মনে করেন তাঁর জন্মভূমি ছিল কাশ্মীর।

পতঞ্জলির পরিচয়ের ন্যায় তাঁর সময় নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। তবে পাশ্চাত্য বিদ্বানদের অনুসারে, তিনি শুঙ্গ বংশীয় রাজা পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। আর তাঁদের মতে, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্ব কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দের দিকে। এই হিসেবে পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ পতঞ্জলির সময় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের এই কাল গণনার পেছনের যুক্তি হিসেবে তাঁরা মহাভাষ্য হতে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন–

১. "অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্। অরুণৎ যবনো মাধ্যমিকাম্।" (মহাভাষ্য ৩।২।১১১)
২. "পুষ্যমিত্রসভা। চন্দ্রগুপ্তসভা।" (মহাভাষ্য ১।১।৬৮)
৩. "পুষ্যমিত্রো যজতে যাজকা যাজয়ন্তি।" (মহাভাষ্য ৩।১।২৬)
৪. "ইহাধীমহে, ইহ বসামঃ, ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়াম।" (মহাভাষ্য ৩।২।১২৩)

১ম বাক্য অনুসারে, এখানে সাকেত (অযোধ্যা) এবং মাধ্যমিকা নামক নগরীতে যবন (গ্রিক) আক্রমণের উল্লেখ আছে। আর পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে ভারতে গ্রিক আক্রমণ হয়েছিল, এটি ইতিহাস বিদিত।

২য় বাক্য অনুসারে, চন্দ্রগুপ্তসভা ও পুষ্যমিত্রসভা শব্দদ্বয়ের উল্লেখ থেকে ধারণা করা হয়, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও পুষ্যমিত্র শুঙ্গ পতঞ্জলির পূর্ববর্তী।

৩য় ও ৪র্থ বাক্য অনুসারে, পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের সময় বাক্য বক্তার ঋত্বিক হিসেবে উপস্থিত থাকার সংকেত পাওয়া যায়। আর ইতিহাসে পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ বিখ্যাত। পূর্বোল্লেখিত ৪র্থ বাক্যটি অষ্টাধ্যায়ীর "বর্তমানে লট্"

সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি উদ্ধৃত করেছেন। এই সূত্র অনুসারে, বর্তমান কালে ঘটনায় লট্ বিভক্তি হবে। আর পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের যাজকত্বে লট্ বিভক্তি করেছেন।

এসব যুক্তি ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ পতঞ্জলিকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক অর্থাৎ দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দের বলে মত প্রদান করেছেন।

পাশ্চাত্য বিদ্বানদের এই মত বিচারণীয় এবং নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য নয় । উপর্যুক্ত বাক্যগুলোর অন্য অর্থও করা সম্ভব। আবার এই অর্থগুলো যথার্থ ধরলেও পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে খ্রিষ্টের জন্মের শুধু ১৫০ বছর পূর্বে নয়, তা থেকে আরও বহু পূর্বে ১২০০ বিক্রমপূর্বাব্দে বলে প্রতীত হয়।

আবার, ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে, পুষ্যমিত্র বা চন্দ্রগুপ্ত বা যবন আক্রমণের এসব ঘটনা পতঞ্জলির পূর্ববর্তী না হয়ে পতঞ্জলির পরবর্তী হওয়া উচিত। আর যদি তাই হয়, তবে এই বাক্যগুলো পতঞ্জলির রচনা নয়, বরং মহাভাষ্যের পুনরুদ্ধারকারী চন্দ্রাচার্যের হওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

মহাভাষ্যের পুনরুদ্ধার ও চন্দ্রাচার্যের নাম অনেকের কাছেই নতুন। এই বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। মহাভাষ্য আকৃতিতে বিশাল ও বিদগ্ধপূর্ণ গ্রন্থ হওয়ায় এটি রচিত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে এর পঠন-পাঠন হ্রাস পেতে থাকে। বিখ্যাত বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "বাক্যপদীয়"-তে উল্লেখ করেছেন–

"বৈজিসৌভবহর্যক্ষৈঃ শুষ্কতর্কানুসারিভিঃ।
আর্ষে বিপ্লাবিতে গ্রন্থে সঙ্গ্রহপ্রতিকঞ্চুকে॥
যঃ পাতঞ্জলিশিষ্যেভ্যো ভ্রষ্টো ব্যাকরণাগমঃ।
কালেন দাক্ষিণাত্যেষু গ্রন্থমাত্রো ব্যবস্থিতঃ॥
পর্বতাদাগমং লব্ধ্বা ভাষ্যবীজানুসারিভিঃ।
স নীতো বহুশাখত্বং চান্দ্রাচার্যাদিভিঃ পুনঃ॥"
(বাক্যপদীয়– ২।৪৮৪,৪৮৫,৪৮৬)

এর মূলভাব হলো এই যে– বৈজি, সৌভব, হর্যক্ষ প্রভৃতি শুষ্ক তার্কিকগণ এই মহাভাষ্যের প্রচার নষ্ট করে দিয়েছিল। এই ব্যাকরণ আগম ভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে পতঞ্জলির শিষ্যদের মাধ্যমে শুধুমাত্র দক্ষিণাত্যে একটি মাত্র গ্রন্থরূপ পুঁথি সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে চন্দ্রাচার্য পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেই পুঁথি নিয়ে সে বহু পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাষ্যানুসারে পুনরায় সংশোধন করে সেটিকে বহুভাবে প্রচার করেছিলেন ।
আবার ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "রাজতরঙ্গিণী"-তেও এই তথ্যের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে–

"অথ নিষ্কণ্টকো রাজা কণ্টকোৎসাগ্রহারদঃ।

অভীর্বভূবাভিমন্যুঃ শতমন্যুরিবাপরঃ॥
চন্দ্রাচার্যাদিভির্লব্ধাদেশং তস্মাত্তদাগমম্।
প্রবর্তিতং মহাভাষ্যং স্বং চ ব্যাকরণং কৃতম্।।"
(রাজতরঙ্গিণী ১।১৭৪, ১৭৬)
ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী, নিষ্কণ্টক এবং নির্ভয় অভিমন্যু নামক রাজা ছিলেন। তিনি কণ্টকোৎস নামক ভূখণ্ড ব্রাহ্মণদের দানে দিয়েছিলেন। তাঁর (রাজা অভিমন্যুর) আজ্ঞায় চন্দ্রাচার্য প্রভৃতি বিদ্বান লুপ্তপ্রায় মহাভাষ্যের পুনরায় উদ্ধার ও প্রচার করেছিলেন এবং নিজের নামে চান্দ্র ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।
এই প্রমাণসমূহ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহাভাষ্যের উপর শুষ্কতার্কিকগণ এমন আক্রমণ চালিয়েছিল যে মহাভাষ্যের শুধু একটি মাত্র পুঁথি দক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চলে অবশিষ্ট ছিল। আর একটি মাত্র পুঁথির মাধ্যমে মহাভাষ্যের মতো বিশাল গ্রন্থের পাঠসংশোধন কঠিন একটি কার্য। এই কার্যকালে পুঁথি থেকে কিছু অংশ লুপ্ত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আর সেই অংশ ভাষ্য অনুসারে চন্দ্রাচার্যের মতো অপর এক বিখ্যাত বৈয়াকরণ দ্বারা পুনঃলিখিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এজন্য এখনো মহাভাষ্যে কিছু ভ্রষ্টপাঠ পাওয়া যায়। যেমন–

মহাভাষ্য ৮।৪।৪৭ এর মহাভাষ্যপ্রদীপ নামক টীকায় কৈয়ট বলেছেন, **" 'নায়ং প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ' ইতি পাঠোঽয়ং লেখকপ্রমাদান্নষ্টঃ।"** অর্থাৎ মহাভাষ্যে 'নায়ং প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ' পাঠ লেখক প্রমাদে নষ্ট হয়েছে।

আবার, সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম গ্রন্থের লুপ্ত অংশের স্থানে পরবর্তী সংশোধক বা পুনঃপ্রচারকর্তা নিজের বৈদগ্ধতা অনুসারে পাঠ তৈরি করে গ্রন্থের পরিপূর্ণতা প্রদানের ঘটনা বিরল নয়। যেমন– চরকসংহিতার সংশোধক হিসেবে দৃঢ়বলের নাম উল্লেখযোগ্য। দৃঢ়বল যখন চরকসংহিতা পুনঃসংস্কার করেছিলেন, তখন চরকসংহিতার চিকিৎসাস্থানের ১৩ অধ্যায়ের পর থেকে ৪০ অধ্যায় পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছিল। তখন দৃঢ়বল নিজে এই লুপ্ত অধ্যায়গুলো রচনা করেছিলেন। চরকসংহিতার সিদ্ধিস্থানে (১২।৬৬-৬৮) দৃঢ়বল নিজে এই তথ্য উল্লেখ করেছেন–

"অতস্তন্ত্রোত্তমমিদং চরকেণাতিবুদ্ধিনা।

সংস্কৃতং তত্ত্বসম্পূর্ণং ত্রিভাগেনোপলক্ষ্যতে।

তচ্ছঙ্করং ভূতপতিং সম্প্রসাদ্য সমাপয়ৎ।

অখণ্ডার্থং দৃঢবলো জাতঃ পঞ্চনদে পুরে।"

একইভাবে চন্দ্রাচার্যের দ্বারা মহাভাষ্যের অংশবিশেষও লিখিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অনেক গবেষকের ধারণা পূর্বোল্লিখিত পুষ্যমিত্রের নামযুক্ত অংশগুলোর রচয়িতা পতঞ্জলি নন, বরং চন্দ্রাচার্য।
এখন প্রশ্ন হতে পারে, সেই চন্দ্রাচার্যের জীবনকাল কখন? এই প্রসঙ্গে রাজতরঙ্গিণীতেই বলা হয়েছে–
"তদা ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পরনির্বৃতেঃ। অস্মিন্মদীরোকধাতৌ সার্ধে বর্ষশতং হ্যগাৎ॥"
(রাজতরঙ্গিণী ১।১৭২)
তখন ভগবান শাক্যসিংহের (বুদ্ধের) নির্বাণ প্রাপ্তির একশত পঞ্চাশ বছর অতীত হয়েছিল ।

অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের নির্বাণের ১৫০ বছর পর রাজা অভিমন্যু কাশ্মীরের রাজত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর গৌতম বুদ্ধের জন্মকাল নিয়েও মতভেদ আছে পাশ্চাত্য, ভারতীয় ও চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে। কিন্তু বুদ্ধের নির্বাণের সময়ের সাপেক্ষে তার থেকে প্রায় ১৫০ বছর পর চন্দ্রাচার্য মহাভাষ্য পুনঃসংস্কার করেছিলেন।

অষ্টাধ্যায়ীতে অর্চা শব্দের অর্থ

আক্ষেপ– অষ্টাধ্যায়ী ৫।২।১০১ সূত্রে অর্চা বা দেবতার প্রতিকৃতির উল্লেখ লক্ষ্যনীয়। মূর্তিপূজককে তখন বলা হত "আর্চ" ।

সমাধান– এখানে মজার ব্যাপার হলো, প্রতিপক্ষ অষ্টাধ্যায়ী থেকে দাবি করছে যে, সে অষ্টাধ্যায়ী থেকে মূর্তিপূজা সিদ্ধ করবে । কিন্তু এখানে সে মূর্তিপূজা সিদ্ধ করার আগেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে 'অর্চা' শব্দটির অর্থ 'দেবতার প্রতিকৃতি' এবং 'আর্চ' শব্দটিকে 'মূর্তিপূজক' ধরে নিয়েছে। এই অর্থ তারা কোথায় পেলো? অষ্টাধ্যায়ীতে? অবশ্যই না । অষ্টাধ্যায়ীতে এরূপ অর্থ প্রদান করা হয়নি। তাহলে নিজের ইচ্ছে মতো এই অর্থকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেটি দিয়ে অষ্টাধ্যায়ীতে মূর্তিপূজার যে দাবি করা হচ্ছে তা শঠতার ও মূর্খতার পরিচায়ক।

আক্ষেপ– এই সূত্রে প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, অর্চা ও বৃত্তি শব্দ পরপর ব্যবহৃত হয়েছে। সূত্রটি হলো– "প্রজ্ঞাশ্রদ্ধার্চাবৃত্তিভ্যো ণঃ"
অনুবাদ: প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, অর্চা এবং বৃত্তি শব্দের পরে 'ণ' প্রত্যয় হয় মত্বর্থে বা অভিজ্ঞ অর্থে।
যেমন– প্রাজ্ঞো ব্যাকরণে অর্থাৎ ব্যাকরণে অভিজ্ঞ যিনি। এরকমভাবে মূর্তি বা প্রতিমা পূজায় যিনি অভিজ্ঞ তাকে বলা হয়েছে "আর্চ"।
সমাধান– প্রদত্ত সূত্রটি কাশিকাবৃত্তি অনুসারে দেওয়া। তাই সূত্রটিতে 'বৃত্তি' শব্দটি অতিরিক্ত পাঠ হিসেবে রয়েছে।

এই বৃত্তি শব্দটি মূলত বার্তিকের পাঠ। যাই হোক, এবার মূল আলোচনায় আসি। মূল সূত্রটি হলো- "প্রজ্ঞাশ্রদ্ধার্চাভ্যো ণঃ"।

অনুবৃত্তিসহ সূত্রটির অর্থ হলো- প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, অর্চা এই প্রাতিপদিকসমূহে মতুবর্থে বিকল্পে 'ণ' প্রত্যয় হয়। পক্ষে 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়।

যেমন- প্রজ্ঞা + ণ = প্রাজ্ঞ। প্রজ্ঞা + মতুপ্ = প্রজ্ঞাবান্।

শ্রদ্ধা + ণ = শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধা + মতুপ্ = শ্রদ্ধাবান্ ।

অর্চা + ণ = আর্চ। অর্চা + মতুপ্ = অর্চাবান্ ।

এই সূত্র দ্বারা অর্চা অর্থ কিভাবে দেবতার মূর্তি পূজা এবং আর্চ দ্বারা মূর্তিপূজক সিদ্ধ হয় তা পাঠকই চিন্তা করে দেখুন !

এখানে আবার আক্ষেপকারীরা পরবর্তীতে গোরুর রচনা লিখে অমরকোষ বা শব্দকল্পদ্রুম থেকে দাবি করতে পারে, অর্চা অর্থ প্রতিমা । তাই অষ্টাধ্যায়ীর এখানেও অর্চা দ্বারা প্রতিমা এবং আর্চ দ্বারা প্রতিমা পূজককে বোঝাচ্ছে।

কিন্তু তাদের জন্য দুঃসংবাদ হলো সেই অমরকোষ বা শব্দকল্পদ্রুমেই অর্চা অর্থ পূজা দেওয়া আছে। পূজা শব্দ দেখেই আবার আক্ষেপকারীর মনে মূর্তিপূজার ছবি ভেবে উঠবে, যেভাবে খাবার দেখলে কুকুরের মুখে লালা চলে আসে। তাই তাদের জেনে রাখা উচিত, অর্চ, অর্চা, অর্চতি, পূজা, পূজয়তি এসব শব্দ সেই বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত। সেই সময়ে এগুলো মূর্তিপূজার সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রচলিত ছিল না। কারণ তখন মূর্তিপূজাই ছিল না, তাহলে মূর্তিপূজার সমার্থক শব্দ আসবে কোথা থেকে? তাহলে এসব শব্দের অর্থ কী ?
নিঘণ্টুতে (৩।১৪) অর্চতি শব্দের ৪৪টি সমার্থক শব্দ রয়েছে।

'অর্চতি' শব্দটি একটি ক্রিয়া পদ, যার অর্থ হলো 'অর্চনা করা'। 'অর্চতি' এবং 'অর্চা' উভয় শব্দেরই মূল হলো 'অর্চ'। আর বেদে অর্চ শব্দের ভুরি ভুরি প্রয়োগ আছে। যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে আসি। নিঘণ্টুতে 'অর্চতি'-র সমার্থক হিসেবে 'গৃণাতি', 'স্তোভতি', 'শংসতি', 'স্তৌতি', 'পূজয়তি' প্রভৃতি শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ অর্চতি শব্দের অর্থ এখানে হলো ঈশ্বরের গুণগান করা, স্তুতি করা, প্রশংসা করা, পূজা করা প্রভৃতি। আর মজার ব্যাপার হলো, এখানে 'পূজয়তি' শব্দ দেখেই মূর্তিপূজার কল্পনাকারীদের এটি ভালো করে দেখে রাখা উচিত যে, 'পূজয়তি'-র সমার্থক শব্দ হিসেবেও কিন্তু এখানে 'গৃণাতি', 'স্তোভতি', 'শংসতি', 'স্তৌতি' প্রভৃতি শব্দ রয়েছে।

তাই এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, পূজা বা অর্চ শব্দ দেখলেই মূর্তিপূজা কল্পনা করা মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ এসব বৈদিক শব্দ বৈদিক যুগ থেকে ঈশ্বরের গুণগান, স্তুতি এসব অর্থে প্রযুক্ত, মূর্তিপূজা অর্থে নয়।

অষ্টাধ্যায়ী ও মহাভাষ্যে মূর্তিপূজা ! জানুন প্রকৃত তাৎপর্য

দাবি– প্রতিকৃতির বা মূর্তির অর্থে পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে প্রতিমার উল্লেখ রয়েছে।

সমাধান– আগে 'পাণিনি' বানান ঠিক করে লেখো। তারপর নাহয় অষ্টাধ্যায়ীতে প্রতিমা খুঁজতে এসো। আবার, তোমাদের দাবির মধ্যেই ভুল রয়েছে। তোমরা দাবি করছো, প্রতিকৃতি বা মূর্তি অর্থে অষ্টাধ্যায়ীতে প্রতিমার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ তোমাদের এই কথা অনুসারে বোঝাচ্ছে, অষ্টাধ্যায়ীতে 'প্রতিমা' শব্দটি আছে, যার দ্বারা মূর্তি বা প্রতিকৃতি বোঝায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, অষ্টাধ্যায়ীর কোনো সূত্রেই 'প্রতিমা' শব্দটির উল্লেখ নাই। তাই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক না কেন, এভাবে ভাষাগত ভুলের মাধ্যমে বিভ্রান্ত ছড়ানো তোমাদের নৈমিত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দাবি– অষ্টাধ্যায়ীর ৫।৩।৯৬ সূত্রে বলা হয়েছে, "ইবে প্রতিকৃতৌ"।
অনুবাদ: 'ইব' এর অর্থে বিদ্যমান প্রাতিপাদিকের পর 'কন্' প্রত্যয় হয়।
যেমন: অশ্ব ইব প্রতিকৃতিঃ = অশ্বকঃ (অর্থাৎ অশ্বের প্রতিকৃতি বা মূর্তি।)
এই মূর্তিগুলো কেউ কেউ বিক্রয় করতেন আবার কতকগুলো মূর্তি বিক্রি না করে পূজায় ব্যবহৃত হত বলেও পাণিনী [শুদ্ধ– পাণিনি] উল্লেখ করেছেন, "জীবিকার্থে চাপণ্যে" (অষ্টাধ্যায়ী ৫।৩।৯৯)
অর্থাৎ জীবিকার জন্য কিন্তু বিক্রির অযোগ্য অর্থ বুঝালে "ক" প্রত্যয়ের লুক্ [শুদ্ধ– লুপ্] হয়।

সমাধান– প্রদত্ত সূত্রগুলো 'কন্' প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত স্থানের সূত্রগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

• **ইবে প্রতিকৃতৌ। (৫।৩।৯৬)**
অনুবৃত্তিসহ এই সূত্রের অর্থ হলো– প্রতিকৃতি বিষয়ে ইব অর্থে বর্তমান প্রাতিপদিকের পর 'কন্' প্রত্যয় হয়।
যেমন– অশ্ব ইব প্রতিকৃতি (অশ্বের ন্যায় প্রতিকৃতি) = অশ্বকঃ (অশ্ব + কন্)
উষ্ট্র ইব প্রতিকৃতি (উটের ন্যায় প্রতিকৃতি) = উষ্ট্রক (উষ্ট্র + কন্)
গর্দভ ইব প্রতিকৃতি (গর্দভের ন্যায় প্রতিকৃতি) = গর্দভকঃ (গর্দভ + কন্)
এখানে দেখা যাচ্ছে, মূলত বিভিন্ন জীব-জন্তুর প্রতিকৃতির কথা বলা হচ্ছে। আর এসব প্রতিকৃতি অর্থে সেই প্রাণীর নামের সাথে কন্ প্রত্যয় হয়।

• **সংজ্ঞায়াং চ। (৫।৩।৯৭)**

অনুবৃত্তিসহ অর্থ– [শুধু প্রতিকৃতি নয়] ইবে অর্থে বিদ্যমান সংজ্ঞা বিষয়েও কন্ প্রত্যয় হয়।
যেমন– অশ্ব ইব (অশ্বের ন্যায়) = অশ্বকঃ (অশ্ব + কন্) প্রভৃতি।

• লুম্মনুষ্যে। (৫।৩।৯৮)
অনুবৃত্তিসহ অর্থ– যদি মনুষ্য অভিধেয় হয়, তবে পূর্বসূত্রে উল্লিখিত বিষয়ে ইব অর্থে কন্ প্রত্যয়ের লুপ্ (লোপ) হয়।
যেমন– চঞ্চা ইব মনুষ্যঃ = চঞ্চা (চঞ্চা + কন্ [লুপ্])
দাসী ইব মনুষ্যঃ = দাসী (দাসী + কন্ [লুপ্])
এই সূত্রে মূলত কন্ প্রত্যয় কোথায় লুপ্ হয় অর্থাৎ লোপ পায়, সেটিই বলা হলো। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সূত্রেও কন্ প্রত্যয়ের লুপ্ (লোপ) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর পরের সূত্রে বর্তমান সূত্র থেকে লুপ্ ও মনুষ্য এই দুইটি পদেরও অনুবৃত্তি ঘটেছে।

• জীবিকার্থে চাপণ্যে। (৫।৩।৯৯)
অনুবৃত্তিসহ অর্থ– জীবিকা উপার্জনের জন্য কিন্তু বিক্রয়ের জন্য নয়, এরূপ মনুষ্যের প্রতিকৃতি অভিধেয় হলে তার উত্তর কন্ প্রত্যয়ের লুপ্ (লোপ) হয়।
যেমন– বাসুদেব + কন্ (লুপ্) = বাসুদেবঃ
শিব + কন্ (লুপ্) = শিবঃ প্রভৃতি।
এই সূত্রগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, এখানে মূলত দুই প্রকার প্রতিকৃতির কথা বলা হচ্ছে। যার এক প্রকার হলো প্রাণীর প্রতিকৃতি, সেগুলো বিক্রয় করা হতো। আর বিক্রয় করার যোগ্য প্রতিকৃতি অর্থে এদের উত্তর কন্ প্রত্যয় হবে। আবার আরেক প্রকার প্রতিকৃতি ছিল, যেগুলো হলো মানুষের প্রতিকৃতি। এগুলো বিক্রি করা হতো না, কিন্তু জীবিকার জন্য তৈরি করা হত (কোন জীবিকা তা একটু পরেই আলোচনা করা হবে)। এগুলোর উত্তর কন্ প্রত্যয়ের লুপ্ (লোপ) হবে।
তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, পাণিনিসূত্রের অর্থ করলে এখানে এসব প্রতিকৃতির পূজার প্রসঙ্গ পাচ্ছি না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, এখানে এসব মানুষের প্রতিকৃতি দিয়ে কী জীবিকা উপার্জন করা হত? এ প্রসঙ্গে এই (৫।৩।৯৯) সূত্রের কাশিকার পদমঞ্জরী টীকায় হরদত্ত বলেছেন– "জীবিকার্থে চাপণ্যে। বাসুদেবঃ, শিব ইত্যাদি। যাঃ প্রতিমাঃ প্রতিগৃহ্য গৃহাৎ গৃহং ভিক্ষমাণা অটন্তি তা এবমুচ্যন্তে, তা হি জীবিকার্থা ভবন্তি।"
অর্থাৎ জীবিকার্থে চাপণ্যে। বাসুদেব, শিব ইত্যাদি। যে [বাসুদেব, শিব] প্রতিমা দ্বারা প্রতিগৃহে ভিক্ষার জন্য যাওয়া হয়, তা-ই হলো জীবিকার্থ।

অর্থাৎ এসব প্রতিকৃতি প্রদর্শন করে ভিক্ষা করা হত , বিক্রি না । এভাবেই এসব প্রতিকৃতি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা হত।

দাবি– এগুলো সব মিথ্যা। এগুলো বানানো। বরং এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্তকৌমুদীতে মূর্তির উদাহরণ হিসেবে

বাসুদেব বা কৃষ্ণ, শিবঃ বা শিব ও স্কন্দঃ বা কার্তিকেয়র মূর্তির উল্লেখ আছে। আবার পতঞ্জলি এই সূত্রের মহাভাষ্যে বলেছেন,

"অপণ্য ইতি উচ্যতে। তত্রে দং ন সিধ্যতি শিবঃ স্কন্দঃ বিশাখ ইতি। কিং কারণম্? মৌর্যৈর্ হিরণ্যার্থিভির্ অর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ। ভবেৎ তাসু ন স্যাৎ। যাস্ ত্বেতা সম্প্রতি পূজার্থাস্ তাসু ভবিষ্যতি।"
অর্থাৎ এই সকল মূর্তি বিক্রয় হত না, এগুলো অর্চনায় ব্যবহৃত হত।

সমাধান– মহাভাষ্য ও সিদ্ধান্তকৌমুদীতে মূলত একই ধরণের উদাহরণ দেওয়া আছে। এই সূত্রটির মহাভাষ্যের পূর্ণাঙ্গ অর্থ দেওয়া হলো–

"অপণ্যে ইত্যুচ্যতে, তত্রেদং ন সিধ্যতি - শিবঃ, স্কন্দঃ, বিশাখ ইতি। কিং কারণম্? মৌর্যৈর্হিরণ্যার্থিভিরর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ। ভবেত্তাসু ন স্যাৎ। যাস্ত্বেতাঃ সম্প্রতিপূজার্থাস্তাসু ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ 'অপণ্যে' বলা হয়েছে। এর দ্বারা এখানে [লুপ্] সিদ্ধ হয় না– শিবঃ, স্কন্দঃ, বিশাখ। কী কারণে? হিরণ্য ধনের লোভী মৌর্য অর্চা প্রকল্পিত করেছিল। ঠিক আছে, তাতে লুপ্ হয় না। যেসব মূর্তি সম্প্রতি পূজার জন্য, তাতে [লুপ্] হয়।

এখানে মহাভাষ্যের 'মৌর্যৈর্হিরণ্যার্থিভিরর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ' অংশটি প্রণিধানযোগ্য। এটির অর্থ হলো– হিরণ্য ধনের লোভী মৌর্য অর্চা প্রকল্পিত করেছিল। এখানে বোঝায় যাচ্ছে, মহাভাষ্যকার তৎকালীন সমাজে হিরণ্য ধন লোভী মৌর্য কর্তৃক এসব মহামানবের প্রতিকৃতিতে পূজার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য মহাভাষ্যের ইতিহাস সম্পর্কিত এই লেখাটি পড়ে দেখা জরুরি–
https://back2thevedas.blogspot.com/2023/04/blog-post_23.html

এখানে আবার প্রতিপক্ষ মহাভাষ্যের উদ্যোতটীকা দিয়ে দাবি করতে পারে, এই স্থলে মৌর্য অর্থ প্রতিমাশিল্পী।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিবেচ্য যে, প্রতিমাশিল্পী প্রতিমা তৈরি করে বিক্রির জন্য। প্রতিমা তৈরি করে মন্দিরে প্রদান করে, বিনিময়ে অর্থ লাভ করে । এটি বিক্রয়েরই নামান্তর। আর যে প্রতিকৃতি বিক্রির জন্য তৈরি করা হবে তার মধ্যে কন্ প্রত্যয় হবে। কিন্তু এই সূত্রটি অবিক্রয়যোগ্য প্রতিকৃতি বিষয়ে। আর যদি দুর্জনতোষণ ন্যায় অনুসারে মেনেও নেওয়া হয় যে, এখানে মৌর্য দ্বারা প্রতিমাশিল্পীকে বোঝায়, তবুও আমরা পূর্বের লিংকে প্রমাণ করে এসেছি যে, মহাভাষ্যের রচয়িতার সময় পাশ্চাত্য গবেষকদের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দের দিকে । মজার ব্যাপার হলো, আক্ষেপকারীগণও কিন্তু পতঞ্জলির সময় এটিই মানে। অপরদিকে, ভারতীয় পরম্পরায় অন্য গবেষকের মতে, মহাভাষ্যের এসব অংশ চন্দ্রাচার্যের লেখা। আর চন্দ্রাচার্য বুদ্ধ পরবর্তী ।

ভারতবর্ষে যে মূর্তিপূজার প্রচলন জৈন ও বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছিল এই বিষয়েও আচার্যগণ মতামত প্রদান

করে গেছেন।
মূর্তিপূজা ভারতবর্ষে কখন থেকে শুরু হয়েছে, এই বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর অমর গ্রন্থ "সত্যার্থপ্রকাশ" এর একাদশ সমুল্লাসে বলেছেন–

“ প্রশ্ন– মূর্তিপূজা কোথা থেকে প্রচলিত?
উত্তর– জৈনদের নিকট হতে।”

অর্থাৎ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভারতবর্ষে মূর্তিপূজার প্রচলন করে জৈনরা। সেখান থেকে পৌরাণিকগণ মূর্তিপূজা আত্তীকরণ করে।
প্রতিপক্ষ হয়ত মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চাইবে না। তাই তাদের জন্যই তাদের পরমপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের "বাণী ও রচনা" এর দ্বিতীয় খণ্ডের "জ্ঞানযোগ কথা" অংশ থেকে উদ্ধৃত করছি–
“ সাকারোপাসনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সতত বিরুদ্ধভাব হইতেই ভারতে মূর্তিপূজার সূত্রপাত হইয়াছে।”
এখানে "দুর্জনতোষণ ন্যায়" অনুসারে আক্ষেপকারীর মান্য ও সপ্তর্ষির একজন বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, মূর্তিপূজার প্রচলন বুদ্ধদেবের পরবর্তীতে ভারতে সূত্রপাত হয়েছে। আর ইতিহাস অনুসারে, বুদ্ধদেব আর জৈন মহাবীর সমসাময়িক ছিলেন। তাই জৈন বা বৌদ্ধ এদের হাত ধরেই যে ভারতে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়েছে, তা আশাকরি আক্ষেপকারী মেনে নিবে।

আবার, আমরা যদি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দিকে দেখি, তবে সেখানেও দেখতে পাব, তৎকালীন সমাজে এসব প্রতিমা ব্যবহার করে কিভাবে অর্থ উপার্জন করা হত। আর এই কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী ! তাই মহাভাষ্যে যে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে–
“ কোনো প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে ভূমি ভেদ করে দেবতা উঠেছেন বলে প্রচার করতে হবে। অথবা রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতা স্থাপন করে ও এই উপলক্ষে উৎসবাদি ও মেলা বসাতে হবে। শ্রদ্ধালু লাোকের প্রদত্ত ধন দেবতাধ্যক্ষ গোপনে রাজাকে অর্পণ করবেন।
যারা অশ্রদ্ধালু, বেশি জিজ্ঞাসু, তাদেরকে ভোজন ও স্নানাদি-দ্রব্যে স্বল্পমাত্রায় বিষ প্রয়াোগ করে মেরে ফেলবে। তারপর এটি দেবতার অভিশাপ বলে প্রচার করবে।”
(কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, ৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়, ৯০তম প্রকরণ)
তাই আশাকরি, সকলে বুঝতে পেরেছেন অষ্টাধ্যায়ীর উক্ত সূত্রসমূহের তাৎপর্য কী এবং মহাভাষ্যে কেন প্রতিমার উল্লেখ আছে। আর এই লেখা থেকে এটিও প্রমাণ হলো যে, সেই যুগেও যেভাবে প্রতিমার অপব্যবহার করে নিজের জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা চালাতো, তেমনি এই যুগেও যেসব ভণ্ড বেদাদি সব শাস্ত্রে প্রতিমাপূজা খুঁজে পায়, তারাও মূলত সাধারণ হিন্দুদের কাছে এই প্রতিমাপূজার ইমোশনকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পকেট ভরতে ও জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত রয়েছে।

পারদ সংহিতা ও রসালিঙ্গের অন্তরালে

পারদ একটি মৌলিক পদার্থ যার প্রতীক Hg পারমাণবিক সংখ্যা ৮০। এটি একটি ভারী d-ব্লক মৌল এবং একমাত্র ধাতু যা আদর্শ তাপমাত্রা এবং চাপে তরল অবস্থায় থাকে। পারদ নানা কাজে ব্যবহার করা হয় -

- দাঁতের ফিলিংয়ের উপাদান হিসেবে।
- ক্লোরিন ও কষ্টিক সোডা উৎপাদনে।
- পরীক্ষাগারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে। যেমনঃ থার্মোমিটারে তাপ গ্রাহক হিসেবে, এক ধরনের বিশেষ টেলিস্কোপে তরল প্রতিফলক হিসেবে।
- পারদ বাষ্প বিভিন্ন বাতিতে ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ নিয়ন আলো, ফ্লুরোসেন্ট বাতি।

এর বাইরে পারদ ত্বকের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিষাক্ত । এমনকি সাবান বা কস্মেটিক্সেও এর ব্যবহার সীমিত কিছু হলেও উন্নত বিশ্বে এর ব্যবহারই ত্বকের জন্য নিষিদ্ধ । [https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning]

The mercury in these types of products can be absorbed through your skin. Mercury can damage the brain, nervous system and kidneys. It may also damage the skin, cause rashes and blotchy spots, and give skin a grayish color.

The longer and more often products containing mercury are used, the greater the health risk. These products can be especially harmful to children.

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/mercury-in-soaps-and-creams.page

বিশ্ব স্বাস্থসংস্থাও এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে বলেছে -

- Mercury is a naturally occurring element that is found in air, water and soil.
- Exposure to mercury – even small amounts – may cause serious health problems, and is a threat to the development of the child in utero and early in life.
- Mercury may have toxic effects on the nervous, digestive and immune systems, and on lungs, kidneys, skin and eyes.
- Mercury is considered by WHO as one of the top ten chemicals or groups of chemicals of major public health concern.

- People are mainly exposed to methylmercury, an organic compound, when they eat fish and shellfish that contain the compound.
- Methylmercury is very different to ethylmercury. Ethylmercury is used as a preservative in some vaccines and does not pose a health risk.

Health effects of mercury exposure

The inhalation of mercury vapour can produce harmful effects on the nervous, digestive and immune systems, lungs and kidneys, and may be fatal. The inorganic salts of mercury are corrosive to the skin, eyes and gastrointestinal tract, and may induce kidney toxicity if ingested.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health

মজার বিষয় এই পারদ ও পারসংহিতার নাম নিয়ে পৌরাণিকদের নব্য আবিষ্কার রসালিঙ্গ । যদিও পারদসংহিতাতে এর নাম রস-লিঙ্গ , রসা নয় ।

অর্থাৎ এই মূর্খরা জীবনে পারসংহিতা পড়েই নাই কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সাথে মিথ্যা বলে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে । অবশ্য এই লেখা প্রকাশের পর তারা বানান পালটে নেবে তা নিশ্চিত । চোরের অশেষ গুণ ।

পারদ সংহিতা লিখেছে শ্রী বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদ । পেশায় উকিল এই ব্যক্তি তথাকথিত নানা রসায়ন উদ্ধার করার জন্য নানা জায়গা টুকে এই বই লিখেন । অর্থাৎ এই বই এমনিতেই ভিত্তিহীন । তার মধ্যে এই ব্যক্তি ওকালতি ছেড়ে স্বর্ণ আর অভ্র জারণ করতে করতেই মারা গিয়েছেন । অর্থাৎ যিনি লেখক তিনি নিজেই সম্পূর্ণ প্রসেস করেননি বরং নিজেই আস্তে আস্তে বিষয়ক্রিয়ায় মারা গিয়েছেন । তাঁর মারা যাওয়ার পর মাত্র ৫০ কপি এই বই প্রকাশিত হয় কেননা এর কোন প্রামাণিক ভিত্তি ছিল না ।

পারদের জন্মটা একটু জানি এবার আমরা ।

পারদ সংহিতা ১।৮-১৪ = তারকাসুর বধের নিমিত্তে মহেদব ও পার্বতীর সম্ভোগ থামানোর জন্য কবুতর রূপে অগ্নিকে পাঠানো হয় । অগ্নিকে দেখে মহাদেব লজ্জা পান ও সম্ভোগাবস্থায় পতির বীর্যকে অগ্নির মুখে দিয়ে দেন। সেই বীর্যকে অগ্নি ৫ কুয়ায় রাখলে যখন তা পৃথিবীতে পতিত হল তখন পারচ পাঁচ প্রকার হয়ে গেলো ।

পারদ সংহিতা ১।৪০ = সাদা, লাল, হলুদ ও কালো এই চার প্রকার পারদ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের ।

পারদ সংহিতা ১।৫৩ = পারদ দর্শন করলেই ব্রহ্মহত্যা ও স্পর্শ করলে গোহত্যার পাপ থেকে মুক্তি ।
পারদ সংহিতা ১।৬০ = পারদ না খেলে মুক্তি হবে না, শরীরও রক্ষা হবে না ।
পারদ সংহিতা ১।৬১ = পারদ খেলে অল্প সময়েই অজর ও অমর হওয়া যায়, মন শান্ত হয় ।

মজার বিষয় এগুলো যে বানোয়াট তারাও জানে । এজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়েই তারা পারদে দোষ আছে এটাও বর্ণনা করে বলেছে সংস্কার না করে খেলে ক্ষতি হবে ।

পারদ সংহিতা ২।৪৮ , পারদসংহিতা ৩।১ = ১৮ রসশালা বানিয়ে পারদকে শুদ্ধ করতে হবে ।

পৌরাণিকরা এখানে একটা কথা বলে পারদ ও গন্ধককে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি ধরে মিক্স করে রসালিঙ্গ প্রস্তুত করা হতো । সমর্থনে তারা গীতা ১৪।৩ বা সাংখ্যকারিকা প্রভৃতি অপযুক্তি প্রদর্শন করে ।
মজার ব্যাপার হলো যদি পুরুষ ও প্রকৃতিই হয় তাহলে তারা আবার নিজেরাই বলে পারদ পুরুষ ও গন্ধক প্রকৃতি কিন্তু গন্ধক+তামা=তুঁতে ব্যবহার করা হচ্ছে সলিডিফাইড এমালগাম । তাহলে এই যে তামা এটা আসলে কী তার কোন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এরা দেয়নি ? কেননা তারা এসব ইউটিউব দেখে দেখে বানিয়েছে প্রকৃতপক্ষে পারদসংহিতা এরা জীবনে পড়েও দেখেনি । মানুষকে বোকা বানানোর কতো কৌশল ! একই জায়গায় ২ মত প্রকৃতিকে নিয়ে !

পারদসংহিতা ৩।১-১৭ তে পারদ শুদ্ধির জন্য রসশালা বানানোর কথা আছে ও ৩। ১৮-২৭ কেবল পাত্রের বর্ণনা । কোন না আছে গন্ধকের কথা না আছে তুঁতে না আছে সলিডিফাই করে এমালগাম করার মত পারিভাষিক কোন শব্দ । অর্থাৎ পৌরাণিকদের এই এমালগাম বানানোর কথায় সম্পূর্ণই ধাপ্পাবাজি ।

এমালগাম সম্ভবতঃ তারা ডেন্টিস্টদের নিকট শুনেছে সেটাই এখানে কপি করেছে । যদিও এখন এমালগামলে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য । পড়ুন এখানে
- https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgam_(dentistry)#History_of_use

পারদসংহিতা ৩।২৮-২৯ = পৌরাণিকদের সমস্ত তথাকথিত এমালগাম বা সলিডিফাইয়ের উপহাস করে এখানে রসাংকুশা বিদ্যা দ্বারা শালার চারিদিকে পারদের কাজের উপাদান ছিটিয়ে [মোটেও পারদে যুক্ত করে না , শালা বা ঘরের বাইরে ছিটিয়ে] পবিত্র করে রসলিংগ পূজা করে পারদকে গ্রহণ করাদ কথা বলা হয়েছে ।

হায়রে মিথ্যাবাদী পৌরাণিক । এই তোমার পারদসংহিতার বিজ্ঞান ? কোথায় তোমার শুদ্ধি , তুঁতে , এমালগাম ? এখানে তো পূজা করেই পারদ শুদ্ধ হবে । এর বিষক্রিয়া এভাবে চলে যাবে । মূর্খ পৌরাণিকদের বিজ্ঞান আসলেই অজ্ঞান ।

পারদসংহিতা ৩।৩০-৩৬ = স্বর্ণ ও পারদকে মিশ্রিত করে লিঙ্গ বানাবে ইত্যাদি ।

অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আমরা যা পাচ্ছি -
১। পারদ সংহিতার পারদের উৎপত্তি শিব বীর্য থেকে ।
২। পারদ শুদ্ধি করণের জন্য মন্ত্র জপ করে ছিঁটে দেওয়ার বিধি আছে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক বিধি নেই ।
৩। পারদসংহিতায় এমালগাম, গন্ধক বা সলিডিফাই কোন কিছুই নেই ।

অতএব পৌরাণিকদের মিথ্যাচার আরেকবার সমূলে খণ্ডিত হলো ।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব - রূপ কার ?

ঋগ্বেদের ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রটি নিয়ে প্রচার করা হয় যে এখানে ঈশ্বরকে বিভিন্ন রূপ ধারণের উল্লেখ রয়েছে। চলুক দেখে নেওয়া যাক এই মন্ত্রটির যথার্থ বিশ্লেষণ ও প্রকৃত অর্থ।

শঙ্কা–
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়াঃ শতা দশ ।।
[ঋগ্বেদ – ৬।৪৭।১৮]
অর্থাৎ সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এ ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন এবং সেই রূপ পরিগ্রহ করে তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করেন এবং সেই রূপ পরিগ্রহ করে যজমানগণের নিকট উপস্থিত হন। কারণ তার রথে সহস্র অশ্ব যাোজিত আছে।

সমাধান– উক্ত শঙ্কাটি আমরা কয়েকটি পয়েন্ট আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবো।

১. যথারীতি এই মন্ত্রে ঈশ্বরের রূপ দাবীকারীরা রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদিত ঋগ্বেদের অনুবাদ ব্যবহার করেছে, যার প্রকাশক হলো হরফ প্রকাশনী। যারা এই মন্ত্রের রমেশ চন্দ্রের অনুবাদ নিজেদের বই পত্রে ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে, তারাই আবার গোহত্যা বা অশ্লীলতা নিয়ে কথা উঠলে হরফ প্রকাশনীকে তুলোধুনো করে এবং রমেশচন্দ্রের অনুবাদ যে ঠিক নয় তা এক বাক্যেই স্বীকার করে বসে!

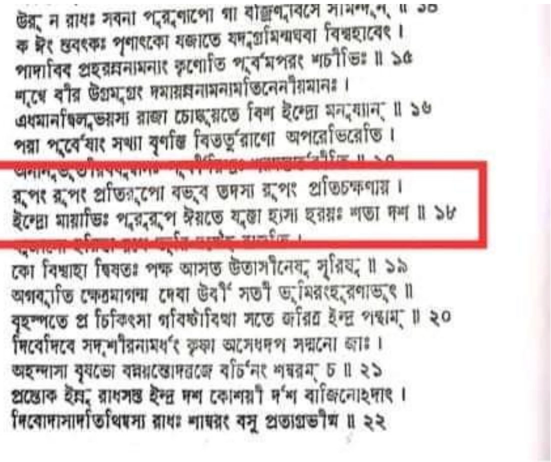
উরু ন রাধঃ সবনা পুরূণ্যপো গা বাজ্রিণ্যবসে সামশ্যন্ ॥ ১৪
ক ঈং স্তবৎকঃ পৃণাৎকো যজাতে যদুগ্রমিন্মঘবা বিশ্বহাবেৎ।
পাদাবিব প্রহরন্নন্যমন্যং কৃণোতি পূর্বমপরং শচীভিঃ ॥ ১৫
শৃণ্বে বীর উগ্রমুগ্রং দময়ন্নন্যমন্যমতিনেনীয়মানঃ।
এধমানদ্বিলুভয়স্য রাজা চোষ্কূয়তে বিশ ইন্দ্রো মনুষ্যান্ ॥ ১৬
পরা পূর্বেষাং সখ্যা বৃণক্তি বিতর্তুরাণো অপরেভিরেতি।
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥ ১৮
কো বিশ্বাহা দ্বিষতঃ পক্ষ আসত উতাসীনেষু সূরিষু ॥ ১৯
অগব্যূতি ক্ষেত্রমাগন্ম দেবা উর্বী সতী ভূমিরংহূরণাভূৎ ॥
বৃহস্পতে প্র চিকিৎসা গবিষ্টাবিত্থা সতে জরিত্র ইন্দ্র পন্থাম্ ॥ ২০
দিবেদিবে সদৃশীরন্যমর্ধং কৃষ্ণা অসেধদপ সদ্মনো জাঃ।
অহন্দাসা বৃষভো বস্নয়ন্তোদব্রজে বর্চিনং শম্বরম্ চ ॥ ২১
প্রস্তোক ইন্নু রাধসস্ত ইন্দ্র দশ কোশয়ী দশ বাজিনোঽদাৎ।
দিবোদাসাদতিথিগ্বস্য রাধঃ শাম্বরং বসু প্রত্যগ্রভীষ্ম ॥ ২২

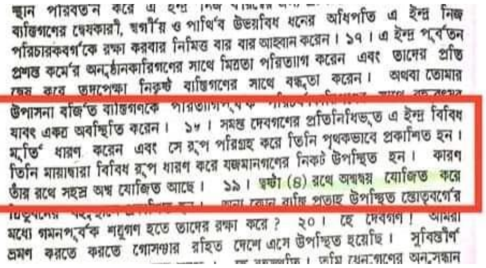
ব্যক্তিগণের দ্বেষকারী, স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয়বিধ ধনের অধিপতি এ ইন্দ্র নিজ
পরিচারকবর্গকে রক্ষা করবার নিমিত্ত বার বার আহ্বান করেন। ১৭। এ ইন্দ্র পূর্বতন
প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠানকারিগণের সাথে মিত্রতা পরিত্যাগ করেন এবং তাদের প্রতি
দ্বেষ করে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে বন্ধুতা করেন। অথবা তোমার
উপাসনা বর্জিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্বক ...
যাবৎ একত্র অবস্থিতি করেন। ১৮। সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এ ইন্দ্র বিবিধ
মূর্তি ধারণ করেন এবং সে রূপ পরিগ্রহ করে তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হন।
তিনি মায়াদ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করে যজমানগণের নিকট উপস্থিত হন। কারণ
তাঁর রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে। ১৯। ত্বষ্টা (৪) রথে অশ্বদ্বয় যোজিত করে
... অন্য কোন ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত স্তোতৃবর্গের
মধ্যে গমনপূর্বক শত্রুগণ হতে তাদের রক্ষা করে? ২০। হে দেবগণ! আমরা
ভ্রমণ করতে করতে গোসঞ্চার রহিত দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি। সুবিস্তীর্ণ

২. এই মন্ত্রে কোথাও "প্রতিমা" বা "মূর্তি" শব্দটি উল্লেখ নাই। কিন্তু অনুবাদে মূর্তি শব্দটি দেওয়া দেখে এটির প্রচারকারীরা কোনো প্রশ্নই তোলে না। অথচ যজুর্বেদের ৩২।৩ মন্ত্রে সরাসরি "প্রতিমা" শব্দটি দেখতে পায় এবং সকল প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারও যখন সেই "প্রতিমা" শব্দের অর্থ "প্রতিমা"-ই করে তখন এদের কান্না শুরু হয়ে যায়। তখন এরা এখানে প্রতিমা অর্থ উপমা দাবী করে বসে!

৩. যারা এই মন্ত্রে ঈশ্বরের সাকার রূপ দাবী করে, তারা বোধহয় ভালো করে তাদের ব্যবহৃত বা প্রদত্ত মন্ত্রটির অনুবাদও পড়ে না। কারণ এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে সকল দেবতার প্রতিনিধি। অর্থাৎ তাদের মান্যতা অনুসারে এই স্থলে ইন্দ্র শব্দের অর্থ ঈশ্বর হলে ঈশ্বর হবেন দেবতাদের প্রতিনিধি! কিন্তু সমস্ত পৌরাণিক মান্যতা অনুসারেই

"ঈশ্বর" দেবতাদের প্রতিনিধি নন, বরং "দেবতা"-ই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই এখানে "ইন্দ্র" অর্থ "ঈশ্বর" ধরলে তাদেরই মান্যতার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে!

৪. তাদের প্রদত্ত অনুবাদ অনুসারে যদি ঈশ্বরকে যজমানের সামনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে উপস্থিত হওয়াকে ঠিক মানা হয়, তবে তা স্বয়ং বেদে বর্ণিত ঈশ্বরের গুণের পরিপন্থী হয়। কারণ যজুর্বেদ [৪০।১] বলছে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তাই তিনি আলাদা করে যজমানের সামনে উপস্থিত হলে তাঁর সর্বব্যাপত্ব নষ্ট হয়ে যায়। আবার উপনিষদের ব্রহ্মবেত্তা ঋষি বলছেন ঈশ্বর অরূপম্ [কঠ - ১।৩।৩৫]। তাই এখানে ঈশ্বর রূপ ধারণ করে যজমানের সামনে এলে ব্রহ্মবেত্তা ঋষির বাক্যও মিথ্যা হয়ে যায়!

৫. উক্ত অনুবাদ অনুসারে ঈশ্বর যজমানের সামনে রূপ ধারণ করে আসেন। এখন যদি একাধিক যজমান একত্রে ঈশ্বরের স্তুতি করেন, তবে উক্ত অনুবাদ অনুসারে সকল যজমানের সামনেই ঈশ্বরের রূপ ধারণ করা আসা উচিত। অর্থাৎ এর ফলে ঈশ্বর একাধিক হয়ে যাবেন। কিন্তু অথর্ববেদ বলছে ঈশ্বর দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ নন, বরং তিনি এক ও অদ্বিতীয় [অথর্ব - ১৩।৪।২]।

৬. উপরের মন্ত্রের অনুবাদে দেওয়া ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহু রূপ ধারণ করেন। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে ইন্দ্র মায়া দ্বারা যজমানের সামনে উপস্থিত না হয়ে গৌতম মুনির রূপ ধারণ করে কি করেছেন, তা আর বিস্তারিত বললাম না। তাই এখানে "মায়া" শব্দের নিরুক্ত-নিঘণ্টুগত অর্থ করতে হবে। নিঘণ্টু [৩।৯] অনুসারে "মায়া ইতি প্রজ্ঞানাম"। অর্থাৎ মায়া হচ্ছে প্রজ্ঞার নাম। অর্থাৎ এখানে মায়া অর্থ অলৌকিক কোনো শক্তি নয়, বরং মায়া অর্থ "প্রজ্ঞা"।

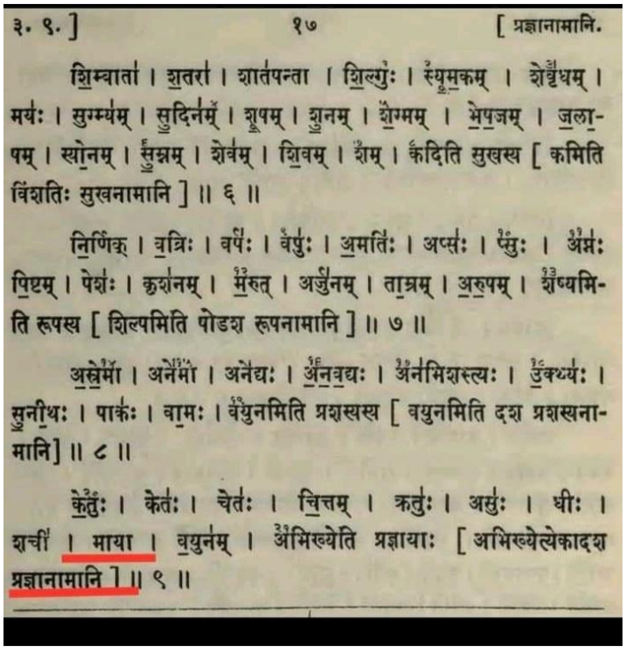

३. ९.] १७ [प्रज्ञानामानि.

शिम्बाता । शतरा । शातपन्ता । शिल्गुः । स्यूमकम् । शेवृधम् । मयः । सुग्म्यम् । सुदिनम् । शूषम् । शुनम् । शग्मम् । भेषजम् । जलाषम् । स्योनम् । सुम्नम् । शेवम् । शिवम् । शम् । कदिति सुखस्य [कमिति विंशतिः सुखनामानि] ॥ ६ ॥

निर्णिक् । वव्रिः । वर्पः । वपुः । अमतिः । अप्सः । प्सुः । अप्नः पिष्टम् । पेशः । कृशनम् । मरुत् । अर्जुनम् । ताम्रम् । अरुषम् । शिल्पमिति रूपस्य [शिल्पमिति षोडश रूपनामानि] ॥ ७ ॥

अस्रेमा । अनेमा । अनेद्यः । अनवद्यः । अनभिशस्त्यः । उक्थ्यः । सुनीथः । पाकः । वामः । वयुनमिति प्रशस्यस्य [वयुनमिति दश प्रशस्यनामानि] ॥ ८ ॥

केतुः । केतः । चेतः । चित्तम् । क्रतुः । असुः । धीः । शची । माया । वयुनम् । अभिख्येति प्रज्ञायाः [अभिख्येत्येकादश प्रज्ञानामानि] ॥ ९ ॥

৭. তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে, এখানে "ইন্দ্র" অর্থ কী হবে? আর ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্র অনুসারে তো ইন্দ্র অর্থ পরমাত্মাই। তাহলে এখানে ইন্দ্র শব্দটি পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হবে না কেন? এর উত্তর হচ্ছে, বৈদিক শব্দ গুলোর বহু অর্থ হয়ে থাকে। কোন অর্থ কোথায় গ্রহণ করা হবে তা প্রকরণ অনুসারে বিবেচনা করা হয়। যেমন মনে করুন, সৈন্ধব শব্দটি দ্বারা ঘোড়া ও লবণ উভয় নির্দেশ করে। যদি কেউ কারও কাছে খেতে বসে বলে, "আমাকে সৈন্ধব দাও", তবে কিন্তু তাকে সেখানে লবণ এনে দিতে হবে, ঘোড়া নয়। আবার যদি বেড়াতে যাওয়ার সময় বলে, "আমাকে সৈন্ধব দাও", তবে কিন্তু তাকে লবণ নয়, ঘোড়া এনে দিতে হবে।

তেমনি ভাবে এখানে ইন্দ্র শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে পরমাত্মা অর্থ গ্রহণ না করে কোন অর্থ গ্রহণ করা উচিত?

এর উত্তর হচ্ছে এখানে "ইন্দ্র" অর্থ "জীবাত্মা" গ্রহণ করা উচিত।

আপনারা হয়ত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, ইন্দ্র জীবাত্মা অর্থে গ্রহণ করার পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কী?

এর শাস্ত্রীয় প্রমাণ বৈয়াকরণিক পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী ও তার বৃত্তি থেকে দেওয়া হলো–

"ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা।"
[অষ্টাধ্যায়ী – ৫।২।৯৩]

অর্থাৎ— (ইন্দ্রয়ম্) ইন্দ্রয়ম্ এই শব্দ নিপাতন করা যায়, (ইন্দ্রলি....দত্তমিতি) ইন্দ্র লিঙ্গাদি অর্থে (বা) বিকল্প দ্বারা।

ষষ্ঠী সমর্থ ইন্দ্র শব্দ দ্বারা লিঙ্গ অর্থে ঘচ্ প্রত্যয়ের নিপাতন হয়।

উদাহরণ- "*ইন্দ্রস্য লিঙ্গ ইন্দ্রিয়ম্" এখানে ইন্দ্র নাম জীবাত্মা, তথা লিঙ্গ নাম চিহ্নের। জীবাত্মা যে চিহ্ন তাকে ইন্দ্রিয় বলে।*

इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ॥५।२।९३॥

इन्द्रियम् १।१।। इन्द्रलिङ्गम् इत्यादिषु प्रत्येकम् १।१।। इति अ० ॥ वा० अ० ॥ *स०*—इन्द्रलिङ्ग० इत्यत्र तत्पुरुषः ॥ *अनु०*—तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च ॥ *अर्थः*—इन्द्रियमिति लिङ्गादिष्वर्थेषु निपात्यते, वा ॥ इन्द्रशब्दात् षष्ठीसमर्थात् लिङ्गम् इत्येतस्मिन्नर्थे घच् प्रत्ययो निपात्यते। एवमन्यत्रापि तृतीयासमर्थाद् इन्द्रशब्दात दृष्टादिष्वर्थेषु घच् प्रत्ययो निपात्यते ॥ *उदा०*—इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम्, इन्द्रेण दृष्टम् इन्द्रियम्, इन्द्रेण सृष्टम् इन्द्रियमित्यादिः ॥

भाषार्थः—[*इन्द्रियम्*] इन्द्रियम् यह शब्द निपातन किया जाता है, [*इन्द्रलि*······*दत्तमिति*] इन्द्रलिङ्गादि अर्थों में [*वा*] विकल्प से ॥ षष्ठी समर्थ इन्द्र शब्द से लिङ्ग अर्थ में घच् प्रत्यय निपातन है। इसी प्रकार औरों में भी तृतीया समर्थ इन्द्र शब्द से घच् प्रत्यय का निपातन समझना चाहिये ॥ *उदा०*—इन्द्रस्य लिङ्गम् इन्द्रियम्, यहाँ इन्द्र नाम जीवात्मा, तथा लिङ्ग नाम चिह्न का है। जीवात्मा का जो चिह्न वह इन्द्रिय कहायेगा। इन्द्रेण जीवेन दृष्टम् इन्द्रियम्। इन्द्रेण जीवेन सृष्टम्, इन्द्रियम्। इन्द्रेण जुष्टम् इन्द्रियम्। इन्द्रेण जीवात्मना दत्तम्, इन्द्रियम् यहाँ ईश्वर का ग्रहण है ॥ 'वा' कहने से यहाँ इन्द्रलिङ्ग, इन्द्रदृष्ट इत्यादि सब अर्थों में प्रकारान्तर से 'इन्द्रिय' शब्द की व्युत्पत्ति होती है, यह दिखाने के लिए है, इस प्रकार 'वा' का अर्थ यहाँ 'अथवा' हो सकता है ॥ इतिकरण सूत्र में निर्दिष्ट अर्थों से अन्य अर्थों में भी सम्भव होने पर इन्द्रिय शब्द की व्युत्पत्ति हो जाये इसलिये है ॥

জয়াদিত্য অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকা বৃত্তিতে এই সূত্রের বৃত্তিতে ইন্দ্র অর্থ আত্মা (জীবাত্মা), এই ভাবকে স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "ইন্দ্র আত্মা, স চক্ষুরাদিনা করণেনানুমীয়তে"।

काशिका ४६६

इत्यर्थः। अथ वा क्षेत्रियं विषम्, यत् परक्षेत्रे परशरीरे संक्रमय्य चिकित्स्यते। अथवा क्षेत्रियाणि तृणानि, यानि सस्यार्थे क्षेत्रे जातानि चिकित्स्यानि नाशयितव्यानि। अथ वा क्षेत्रियः पारदारिकः। परदाराः परक्षेत्रम्, तत्र चिकित्स्यो निग्रहीतव्यः। सर्वं चैतत् प्रमाणम्॥

इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ॥ ९३॥

इन्द्रियमित्यन्तोदात्तं शब्दरूपं निपात्यते। रूढिरेषा चक्षुरादीनां करणानाम्। तथा च व्युत्पत्तेरनियमं दर्शयति। इन्द्रशब्दात् षष्ठीसमर्थात् लिङ्गमित्येतस्मिन्नर्थे घच् प्रत्ययो भवति। इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम्। इन्द्र आत्मा, स चक्षुरादिना करणेनानुमीयते। नाकर्तृकं करणमस्ति। इन्द्रेण दृष्टम्। तृतीयासमर्थात् प्रत्ययः। आत्मना दृष्टमित्यर्थः। इन्द्रेण सृष्टम्। आत्मना सृष्टम्। तत्कृतेन शुभाशुभेन कर्मणोत्पन्नमिति कृत्वा। इन्द्रेण जुष्टम्। आत्मना जुष्टम्, सेवितम्, तद्द्वारेण विज्ञानोत्पादनात्। इन्द्रेण दत्तम् आत्मना विषयेभ्यो दत्तं यथायथं ग्रहणाय। इतिकरणः प्रकारार्थः। सति संभवे व्युत्पत्तिरन्यथापि कर्तव्या, रूढेरनियमादिति। वाशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यमानो विकल्पानां स्वातन्त्र्यं दर्शयति॥

৮. এবার তাহলে উক্ত মন্ত্রের যথার্থ অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ঋগ্বেদ ভাষ্য অনুসরণ করে অনুবাদ থেকে দেখে নেওয়া যাক।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়াঃ শতা দশ ।।
[ঋগ্বেদ – ৬।৪৭।১৮]

পদার্থ– (ইন্দ্রঃ) জীবাত্মা (মায়াভিঃ) প্রজ্ঞা দ্বারা (প্রতিচক্ষণায়) প্রত্যক্ষ কথনের জন্য (রূপংরূপম্) রূপে রূপে (প্রতিরূপঃ) প্রতিরূপ অর্থাৎ স্বরূপে বর্তমান (বভুব) থাকে এবং (পুরুরূপঃ) অনেক শরীর ধারণ করে বিবিধ রূপ (ঈয়তে) পেয়ে যায়। (তৎ) সেই জীবাত্মা (অস্য) এই শরীরের (রূপম্) রূপ হয় এবং (অস্য) এই জীবাত্মা (হি) নিশ্চিত ভাবে (দশ) দশ সংখ্যা বিশিষ্ট এবং (শতা) শত সংখ্যা বিশিষ্ট (হরয়ঃ) অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং প্রাণ (যুক্তাঃ) যুক্ত শরীরকে ধারণ করে।

पुनरयं जीवात्मा कीदृशो भवतीत्याह॥

फिर यह जीवात्मा कैसा होता है, इस विषय को कहते हैं॥

रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय।
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश॥१८॥

रूपम्ऽरूपम्। प्रतिऽरूपः। बभूव। तत्। अस्य। रूपम्। प्रतिऽचक्षणाय। इन्द्रः। मायाभिः। पुरुऽरूपः। ईयते। युक्ताः। हि। अस्य। हरयः। शता। दश॥१८॥

पदार्थः-(**रूपंरूपम्**) (**प्रतिरूपः**) तदाकारवर्तमानः (**बभूव**) भवति (**तत्**) (**अस्य**) जीवात्मनः (**रूपम्**) (**प्रतिचक्षणाय**) प्रत्यक्षकथनाय (**इन्द्रः**) जीवः (**मायाभिः**) प्रज्ञाभिः (**पुरुरूपः**) बहुशरीरधारणेन विविधरूपः (**ईयते**) (**युक्ताः**) (**हि**) खलु (**अस्य**) देहिनः (**हरयः**) अश्वा इवेन्द्रियाण्यन्तःकरणप्राणाः (**शता**) शतानि (**दश**)॥१८॥

अन्वयः-हे मनुष्या! य इन्द्रो मायाभिः प्रतिचक्षणाय रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव पुरुरूप ईयते तदस्य रूपमस्ति, यस्याऽस्य हि दश शता हरयो युक्ताः शरीरं वहन्ति तदस्य सामर्थ्यं वर्त्तते॥१८॥

भावार्थः-अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। हे मनुष्या! यथा विद्युत्पदार्थं पदार्थं प्रति तद्रूपा भवति तथैव जीवः शरीरं प्रति तत्स्वभावो जायते यदा बाह्यं विषयं द्रष्टुमिच्छति तदा तद्दृष्ट्वा तदाकारं ज्ञानमस्य जायते या अस्य शरीरे विद्युत्सहिता असङ्ख्या नाड्यः सन्ति ताभिरयं सर्वस्य शरीरस्य समाचारं जानाति॥१८॥

पदार्थः-हे मनुष्यो! जो (**इन्द्रः**) जीव (**मायाभिः**) बुद्धियों से (**प्रतिक्षणाय**) प्रत्यक्ष कथन के लिये (**रूपंरूपम्**) रूप-रूप के (**प्रतिरूपः**) प्रतिरूप अर्थात् उसके स्वरूप से वर्त्तमान (**बभूव**) होता है और (**पुरुरूपः**) बहुत शरीर धारण करने से अनेक प्रकार का (**ईयते**) पाया जाता है (**तत्**) वह (**अस्य**) इस शरीर का (**रूपम्**) रूप है और जिस (**अस्य**) इस जीवात्मा के (**हि**) निश्चय करके (**दश**) दश सङ्ख्या से विशिष्ट और (**शता**) सौ सङ्ख्या से विशिष्ट (**हरयः**) घोड़ों के समान इन्द्रिय अन्तःकरण और प्राण (**युक्ताः**) युक्त हुए शरीर को धारण करते हैं, वह इसका सामर्थ्य है॥१८॥

भावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो! बिजुली पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है, वैसे ही जीव शरीर-शरीर के प्रति तत्स्वभाव वाला होता है और जब बाह्य विषय के देखने की इच्छा करता है, तब उसको देख के तत्स्वरूपज्ञान इस जीव को होता है और जो जीव के शरीर में बिजुली के सहित असङ्ख्य नाड़ी हैं, उन नाड़ियों से यह सब शरीर के समाचार को जानता है॥१८॥

[বি. দ্র. অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই মন্ত্রে কি ইন্দ্র অর্থ কখনই পরমাত্মা গ্রহণ করা যাবে না? এর উত্তর হচ্ছে– যাবে, সর্বব্যাপক পরমাত্মা অর্থে। তবে সেখানে খেয়াল রাখতে হবে যাতে উপর্যুক্ত ৪,৫,৬ নং পয়েন্টে বর্ণিত ঈশ্বরের গুণাবলি খণ্ডিত না হয়। আর আমার উপরের লেখাটিতে মূলত রমেশচন্দ্রের অনুবাদের ভুল ও তা প্রচারকারীদের অযথার্থতা তুলে ধরা হয়েছে।]

গুরু নানক ও তাঁর বেদ নিন্দা

নানকের বেদ নিন্দা -

প্রারম্ভিক সময়ে বেদ প্রশংসা করে সাধারণের মধ্যে প্রবেশ করলেও আস্তে আস্তে তাঁর রূপ বদলে যেতে থাকে । যেমন -

নাভিকমল তে ব্রহ্মা উপজৈ বেদ পঢ়ে মুখকণ্ঠ সঁবার ।
নাকো অন্ত জাই লখণা আবত জাবত রহে গঁবার ।।
গুজরী ১।২
অনুবাদঃ নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হলো । মুখ ও কণ্ঠে বেদ তার ধারণকৃত । কিন্তু তার পরেও সে 'গঁবার ' অর্থাৎ মূর্খই রয়ে গেলো ।

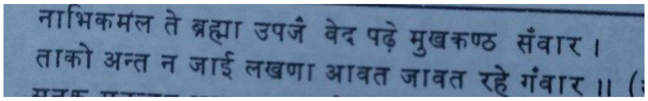
नाभिकमल ते ब्रह्मा उपजै वेद पढ़े मुखकण्ठ संवार।
ताको अन्त न जाई लखणा आवत जावत रहे गंवार ॥

বেদ পঢ়ে পঢ়ে ব্রহমে জন্ম গঁবায়া ।
আসা শ্রী কবীরজী কী বাণী ।[পৃষ্ঠা ৯ - ৯৯ কৈক্স্টন প্রেস , অনারকলী, লাহোর]অনুবাদঃ বেদ পড়ে পড়ে ব্রহ্মা তার জীবন নষ্ট করলো ।

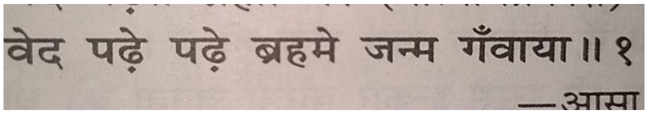
वेद पढ़े पढ़े ब्रहमे जन्म गँवाया॥ १
—आसा

বেদ কতেব ইফতিরা ভাই,
দিল কা ফিকর ন জাই ।।
তিলংগ কবীরজী ১।১[পৃ০ ১৮০]
অনুবাদঃ বেদ পুস্তক [কতেব > কিতাব] মিথ্যা । এগুলো নিয়ে ভাবা উচিৎ নয় ।

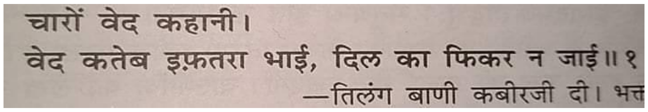
चारों वेद कहानी।
वेद कतेब इफ़तरा भाई, दिल का फिकर न जाई॥१
—तिलंग बाणी कबीरजी दी। भक्त

এখানে ইফতিরা অর্থ প্রসিদ্ধ শিখ বিদ্বান ভাই কাহনসিংহ তার ' মহাকোষ' এ করেছেন - (১) নিন্দা (২) তোহমত (৩) অতিশয়োক্তি , মুবালিগা (৪) ঝূঠ , অসত্য ।

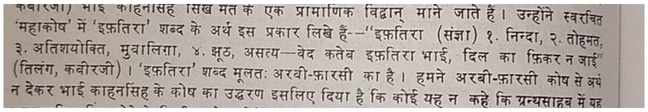
कबीरजी) भाई काहनसिंह सिख मत के एक प्रामाणिक विद्वान् माने जाते हैं। उन्होंने स्वरचित 'महाकोष' में 'इफ़तिरा' शब्द के अर्थ इस प्रकार लिखे हैं--"इफ़तिरा (संज्ञा) १. निन्दा, २. तोहमत, ३. अतिशयोक्ति, मुबालिग़ा, ४. झूठ, असत्य—वेद कतेब इफ़तिरा भाई, दिल का फ़िकर न जाई" (तिलंग, कबीरजी)। 'इफ़तिरा' शब्द मूलतः अरबी-फ़ारसी का है। हमने अरबी-फ़ारसी कोष से अर्थ न देकर भाई काहनसिंह के कोष का उद्धरण इसलिए दिया है कि कोई यह न कहे कि ग्रन्थसाहब में यह

সাধ কি মহিমা বেদ ন জানে

সুখমনী ৭৮

অনুবাদঃ সাধুর মাহাত্ম্য বেদ জানে না ।

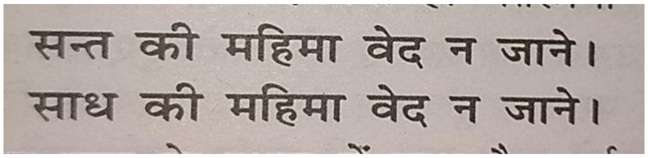
सन्त की महिमा वेद न जाने।
साध की महिमा वेद न जाने।

নানক ব্রহ্ম জ্ঞানী আপ পরমেশ্বর

সুখমনী ৮৬

অনুবাদঃ নানক ব্রহ্ম, জ্ঞানী, আপ্ত, পরমেশ্বর ।

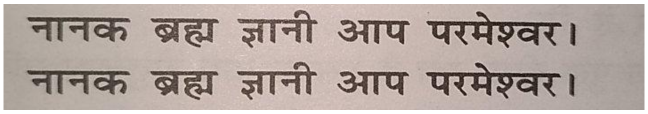
नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

নানকের সংস্কৃত বিদ্যা -

পঢ় পুস্তক সন্ধ্যাবাদম্ । সিল পূজিস বগল সমাধম্ । মুখ ঝূঠ বিভূষণসারম্ । তৈপাল নিহাল বিচারম্ । গলমালা তিলক ললাটম্ । দোয় ধোতী বস্ত্র কপাটম্ । জো জানস ব্রহ্মকর্মম্ । সব ফোকট নিশ্চয় কর্মম্ । কহৈ নানক নিশ্চাধ্যাবৈ । বিন সতগুরু বাট ন পাবৈ ।
শ্লোক সহংস্কৃতি(?), মহল্লা ১

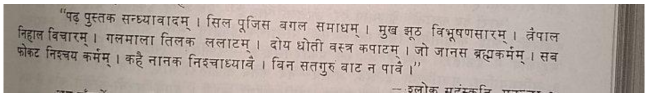

"पढ़ पुस्तक सन्ध्यावादम् । सिल पूजिस बगल समाधम् । मुख झूठ विभूषणसारम् । त्रैपाल निहाल विचारम् । गलमाला तिलक ललाटम् । दोय धोती वस्त्र कपाटम् । जो जानस ब्रह्मकर्मम् । सब फोकट निश्चय कर्मम् । कहै नानक निश्चाध्यावै । बिन सतगुरु बाट न पावै ।"

নানক ধারার ৫ম গুরু অর্জুনদেবজীর সংস্কৃত রচনা -
কতং চ মাতা কতং চ পিতা কতং চ বনিতা বিনীতঃ সুতঃ ।
কতং চ ভ্রাত মীত হি বান্ধব কতং চ মোহ কুটুম্ব তে ॥
কতং চ চপল মোহিনীরূপম্ নেসন্তং ত্যাগং করোতি ।
কতং চ সংগ ভগবান্ সিমরণ নানক লব্ধ অচ্যুতঃ ॥
শ্লোক সহংস্কৃতি (?) মহল্লা ৫

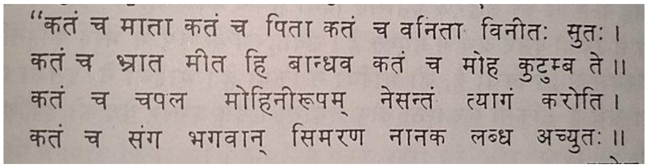

"कतं च माता कतं च पिता कतं च वनिता विनीतः सुतः ।
कतं च भ्रात मीत हि बान्धव कतं च मोह कुटुम्ब ते ॥
कतं च चपल मोहिनीरूपम् नेसन्तं त्यागं करोति ।
कतं च संग भगवान् सिमरण नानक लब्ध अच्युतः ॥

নানকের বিয়েতে ব্রহ্মার বেদ পাঠ -

আঠাইস হাজার দেবপত্নী সমেত ইন্দ্র , ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নিজ শক্তিসহ বাবজীর [নানক] বিবাহ দেখতে এলো । লক্ষ্মী, পার্বতী , ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী হাতে পূজার সামগ্রী নিয়ে এলো ও গীত করতে লাগলো । ব্রহ্মা বেদ পাঠ করে স্তুতি করতে লাগলো । শিবজী মুকুট নিয়ে এলো । গণ-গন্ধর্ব মিলে মঙ্গলাচার করতে লাগলো । সনকাদি মিষ্টি নিয়ে এলো । সব দেবী-দেবতা জয়ধ্বনি করতে লাগলো । নয় নাথ, চুরাশী সিদ্ধ উপহার নিয়ে এলো ।

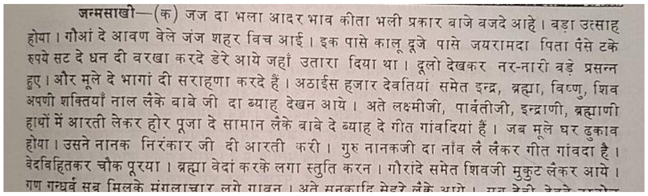

जन्मसाखी—(क) जज दा भला आदर भाव कीता भली प्रकार बाजे बजदे आहे। बड़ा उत्साह होया। गौआं दे आवण वेले जंज शहर विच आई। इक पासे कालू दूजे पासे जयरामदा पिता पैसे टके रुपये सट दे धन दी वरखा करदे डेरे आये जहाँ उतारा दिया था। दूलो देखकर नर-नारी बड़े प्रसन्न हुए। और मूले दे भागां दी सराहणा करदे हैं। अठाईस हजार देवतियां समेत इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव अपणी शक्तियाँ नाल लैके बाबे जी दा ब्याह देखन आये। अते लक्ष्मीजी, पार्वतीजी, इन्द्राणी, ब्रह्माणी हाथों में आरती लेकर होर पूजा दे सामान लैके बाबे दे ब्याह दे गीत गांवदियां हैं। जब मूले घर ढुकाव होया। उसने नानक निरंकार जी दी आरती करी। गुरु नानकजी दा नाँव लै लैकर गीत गांवदा है। वेदविहितकर चौक पूरया। ब्रह्मा वेदां करके लगा स्तुति करन। गौरांदे समेत शिवजी मुकुट लैकर आये।

জনমসাখী ভাইবালা , পন্না ৪৭, ৪৮, সাখী ব্যাহ দী [বিবাহ] ও নানক প্রকাশ পূর্বার্দ্ধ অধ্যায় ২২

নানক নিয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর অভিমত -

" নানকের অভিপ্রায় তো ভাল ছিল; কিন্তু তাঁহার বিদ্যা মোটেই ভাল ছিল না । "

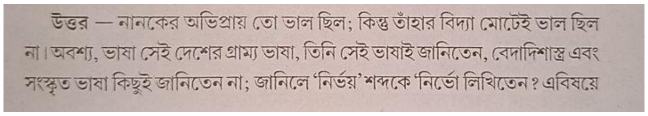
উত্তর — নানকের অভিপ্রায় তো ভাল ছিল; কিন্তু তাঁহার বিদ্যা মোটেই ভাল ছিল না। অবশ্য, ভাষা সেই দেশের গ্রাম্য ভাষা, তিনি সেই ভাষাই জানিতেন, বেদাদিশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষা কিছুই জানিতেন না; জানিলে 'নির্ভয়' শব্দকে 'নির্ভো' লিখিতেন? এবিষয়ে

অর্থাৎ নানক সমাজ থেকে যেসব কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন তা উত্তম মহর্ষি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন । কিন্তু প্রথমে যে তিনিই বেদ প্রশংসা করেছেন পরবর্তীতে তিনিই বিদ্যা ব্যতীতই বেদকে অবজ্ঞা করে দম্ভোক্তি করেছেন ।

এছাড়াও মহর্ষি নানককে যে এখন ঈশ্বর বলে পূজা করা হয় তার জন্য তার শিষ্যদেরই দায়ী করে বলেছেন যে নানক যা ভক্তি হিসেবে করেছিলেম তাই শ্রেয় ছিলো

" তাঁহার শিষ্যগণ,— তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন মনে করিয়া কর্মোপাসনা ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা অনর্থ সৃষ্টি করিল। নতুবা নানক ঈশ্বরভক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, যদি তাঁহার শিষ্যগণ সে বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত।"

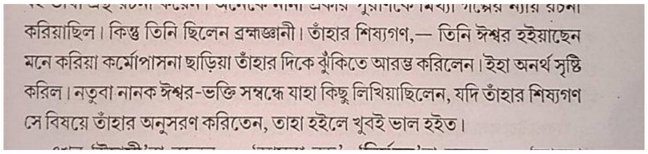
করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার শিষ্যগণ,— তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন মনে করিয়া কর্মোপাসনা ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা অনর্থ সৃষ্টি করিল। নতুবা নানক ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, যদি তাঁহার শিষ্যগণ সে বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত।

ইত্যোম্

বেদে করপাত্রীর শ্রীরাম, দশরথ ও রাবণ অন্বেষণের ভ্রান্তি নিবারণ

পৌরাণিকগণের মধ্যে মায়াবাদীদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রী স্বামী করপাত্রী মহারাজ তার ' রামায়ণ মীমাংসা' গ্রন্থে বেদে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র , তার পিতা দরশথ ও রাবণকেও খুঁজে পেয়েছেন । যদিও মায়াবাদীরা পরম্পরা ও কর্মকাণ্ডীয় ভাষ্য স্বীকার করেন সংহিতার ক্ষেত্রে । পরিহাসের বিষয় স্বামী করপাত্রী নিজেও তার শুক্ল যজুর্বেদ ভাষ্যের প্রারম্ভে সায়ণ - মহীধর - উব্বটের ভাষ্য স্বীকার করে নিয়ে এবং কর্মকাণ্ডীয় ব্যাখ্যাই একমাত্র সত্য ধরে

নেওয়ার পরেও নিজের ভাষ্যে গিয়ে পৃথকভাবে স্বকল্পিত আধ্যাত্মিক অর্থ দেখিয়েছেন । যদিও অপ্রাসঙ্গিকভাবে আধ্যাত্মিক অর্থে শ্রীকৃষ্ণ, রাম কিভাবে এলো তা অজ্ঞাত ও এখানে তাদের আচার্যদের বা পরম্পরার কি হলো সে বিষয়ে ধূর্ত কপট মায়াবাদীরা নিশ্চুপ । আমরা আজকে তারই বেদ বিষয়ক এরকম মিথ্যাচার উন্মোচন করবো । আমরা এই খণ্ডনে উক্ত গ্রন্থের ৩য় সংস্করণ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ ব্যবহার করছি । প্রচলিত অন্তর্জালিক সংস্করণটিও এই সংস্করণ থেকেই তৈরীকৃত ।

পূর্বপক্ষঃ " অথর্ববেদ ১৯।৩৯।৯ - এ ইক্ষ্বাকু, ঋগ্বেদ ১।১২৬।৪ [দশরথের লাল চল্লিশটি ঘোড়া এক হাজার ঘোড়ার নেতৃত্ব প্রদান করে = করপাত্রীকৃত অর্থ] - এ রাজা দশরথের, ঋগ্বেদ ১০।৯৩।১৪ ও প্রশ্ন উপনিষদ ৬।১ এ শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা আছে " ২য় অধ্যায় । পৃষ্ঠা ১৫-১৬ ।

উত্তরপক্ষঃ বেদের পঠন-পাঠন রামায়ণের বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে । যদি সত্যিই সেখানে এসকল চরিত্রের কথা থাকতো তবে কি তারা জানতেন না কি হবে না হবে ? আর যাদের জন্ম পরে সেসব লৌকিক ও অনিত্য ইতিহাস বেদে কিভাবে থাকতে পারে ।

যং ত্বা বেদ পূর্ব ইক্ষ্বাকো যং বা ত্বা কুষ্ঠ কাম্যঃ।
যং বা বসো যমাৎস্যস্তেনাসি বিশ্বভেষজঃ ॥
অথর্ববেদ ১৯.৩৯.৯

অনুবাদঃ

(কুষ্ঠ) হে কুষ্ঠ ! [মন্ত্র ১] (যম্ ত্বা) যে তোমাকে (পূর্বঃ) প্রথম [মুখ্য] (ইক্ষ্বাকঃ) জ্ঞানকে প্রাপ্তকারী [(ইক্ষ্বাকঃ) ইষেঃ ক্সুঃ। উ০৩।১৫৭। ইষ গতৌ-ক্সু+অক গতৌ-অণ্। ইক্ষুং জ্ঞানম্ অকতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি সঃ। জ্ঞানপ্রাপ্তঃ পুরুষঃ], (বা) অথবা (যম্ ত্বা) যে তোমাকে (কাম্যঃ) কামনাযুক্ত, (বা) অথবা (যম্) যাকে (বসঃ) নিবাসদাতা, [বা] (যম্) যাকে (আৎস্যঃ) সব দিকে সদা গতিশীল [পুরুষ] (বেদ) জানেন, (তেন) এই কারণে তুমি (বিশ্বভেষজঃ) সর্বৌষধ (অসি) হও ॥৯॥

ভাবার্থ - বড়-বড় বিদ্বান্, পুরুষার্থী ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করে কুষ্ঠকে সর্বৌষধ জানেন ॥৯॥

यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं वा त्वा कुष्ठ काम्य ः।
यं वा वसो यमात्स्यस्तेनासि विश्वभेषज: ॥ ९ ॥

9. *Yaṁ tvā veda pūrva ikṣvāko yaṁ vā tvā kuṣṭha kāmyaḥ. Yaṁ vā vaso yamātsyastenāsi viśva-bheṣajaḥ.*

O Kushtha, whom the first lover of Divinity in the medium of language knew and realised, or whom the lover and seeker of divine panacea sought and found, and whom Vasa, brilliant scientist sought and practically realised, or whom the versatile wandering pioneer discovered, for all these reasons you are the universal cure of sickness, disease and depressive alienation.

চত্বারিংশদ্দশরথস্য শোণাঃ সহস্রস্যাগ্রে শ্রেণিং নয়ন্তি।
মদচ্যুতঃ কৃশনাবতো অত্যান্কক্ষীবন্ত উদমৃক্ষন্ত পজ্রাঃ ॥
ঋগ্বেদ ১.১২৬.৪

সায়ণভাষ্যঃ

"দশরথস্য দশসংখ্যাকরথবতঃ "সহস্রস্য সহস্রসংখ্যাকানুচরোপেতস্য কক্ষীবতো গোয়ূথসহস্রস্য বা "অগ্রে পুরস্তাৎ "শোণাঃ শোণবর্ণোপেতা: অশ্বাঃ "চত্বারিংশৎ একৈকস্য রথস্য চতুষ্টয়ে সতি দশরথানাং মিলিত্বা চত্বারিংশদশ্বা ভবন্তি । তেঽপি "শ্রেণিং পঙ্ক্তিমাশ্রিত্য "নয়ন্তি রথান্ অভিমতদেশং প্রাপয়ন্তি । যদ্বা । অশ্বনিযুক্তান্ রথান্ শ্রেণিং শ্রেণীভাবং নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি । একৈকং রথং চত্বারশ্চত্বারঃ পঙ্ক্ত্যাকারেণ বহন্তীত্যর্থঃ । অথ তান্ "কক্ষীবন্তঃ । কক্ষ্যা অশ্বসংবন্ধিনী রজ্জুঃ । কক্ষ্যা রজ্জুরশ্বস্য ' (নিরু. ২. ২) ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ । তাভিস্তদ্বন্তঃ । যদ্বা । অঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ সর্বেঽপি কক্ষীবন্তঃ । অথবা কক্ষীবদনুচরাঃ সর্বেঽপি ছত্রিন্যায়েন কক্ষীবন্তঃ । "পজ্রাঃ ঘাসাদ্যন্নবন্তঃ সন্তঃ "মদচ্যুতঃ মদস্রাবিণ: উদ্বৃত্তান্ শত্রূণাং মদস্য চ্যাবয়িতৄন্ বা "কৃশনাবতঃ সুবর্ণময়নানাভরণযুক্তান্ । কৃশনমিতি হিরণ্যনাম 'কৃশনং লোহম্ (নি. ১. ২. ৭) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ । সুবর্ণাভরণোপেতান্ "অত্যান্ সততগমনশীলানশ্বান্ "উদমৃক্ষন্ত অধ্বশ্রমজনিতস্বেদাপনয়নায় উৎকৃষ্টং মার্জয়ন্তি ।

चत्वारिंशद्दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणिं नयन्ति ।
मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पज्राः ॥ ४ ॥

चत्वारिंशत् । दशऽरथस्य । शोणाः । सहस्रस्य । अग्रे । श्रेणिम् । नयन्ति ।
मदऽच्युतः । कृशनऽवतः । अत्यान् । कक्षीवन्तः । उत् । अमृक्षन्त । पज्राः ॥ ४ ॥

दशरथस्य दशसंख्याकरथवतः सहस्रस्य सहस्रसंख्याकानुचरोपेतस्य कक्षीवतो गोयूथसहस्रस्य वा अग्रे पुरस्तात् शोणाः शोणवर्णोपेताः अश्वाः चत्वारिंशत् एकैकस्य रथस्य चतुष्टये सति दशरथानां मिलित्वा चत्वारिंशदश्वा भवन्ति । तेऽपि श्रेणिं पङ्क्तिमाश्रित्य नयन्ति रथान् अभिमतदेशं प्रापयन्ति । यद्वा । अश्वनियुक्तान् रथान् श्रेणिं श्रेणीभावं नयन्ति प्रापयन्ति । एकैकं रथं चत्वारश्चावारः पङ्क्त्याकारेण वहन्तीत्यर्थः । अथ तान् कक्षीवन्तः । कक्ष्या अश्वसंबन्धिनी रज्जुः । 'कक्ष्या रज्जुरश्वस्य' (निरु. २. २) इति यास्केनोक्तत्वात् । ताभिस्तद्वन्तः । यद्वा । अङ्गिरसः पुत्राः सर्वेऽपि कक्षीवन्तः । अथवा कक्षीवदनुचराः सर्वेऽपि छत्रिन्यायेन कक्षीवन्तः । पज्राः घासाद्यन्नवन्तः सन्तः मदच्युतः मदस्राविणः उद्वृत्तान् शत्रूणां मदस्य च्यावयितॄन् वा कृशनावतः सुवर्णमयनानाभरणयुक्तान् । कृशनमिति हिरण्यनाम 'कृशनं लोहम्' (नि. १. २. ७) इति तन्नामसु पाठात् । सुवर्णाभरणोपेतान् अत्यान् सततगमनशीलानश्वान् उदमृक्षन्त अध्वश्रमजनितस्वेदापनयनाय उत्कृष्टं मार्जयन्ति ॥

সায়ণ ভাষ্যানুযায়ী অনুবাদঃ

গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণঘোটক শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলতে লাগল। কক্ষীবানের অনুচরেরা ঘাসাদি খাদ্য সংগ্রহ করে মদস্রাবী সূবর্ণময় আভরণ বিশিষ্ট সতত গতিশীল অশ্বদের মার্জন করতে লাগল।

৪। গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণঘোটক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। কক্ষীবানের অনুচরেরা ঘাসাদি খাদ্য সংগ্রহ করতঃ মদস্রাবী সুবর্ণময় আভরণ বিশিষ্ট সতত গতিশীল অশ্বদিগকে মার্জ্জন করিতে লাগিল।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত ভাষ্যঃ

পদার্থঃ যে (দশরথস্য) দশ দিকে রথ দ্বারা যুক্ত সেনাপতির (চত্বারিংশৎ) চল্লিশ (শোণাঃ) লাল ঘোড়া (সহস্রস্য) সহস্র যোদ্ধা বা সহস্র রথের (অগ্রে) আগে (শ্রেণিম্) নিজের পংক্তি বা শ্রেণিকে (নয়ন্তি) পৌঁছান অর্থাৎ একসাথে হয়ে আগে চলেন বা যে সেনাপতির ভৃত্য এমন (পজ্রাঃ) যেন তার সাথে এক মার্গে গমন করে (কক্ষীবন্তঃ) যার প্রশংসিত কক্ষা বিদ্যমান অর্থাৎ যার সাথী গতিশীল, বীর লড়াকু, সেই (মদচ্যুতঃ) যিনি আনন্দকে সদা প্রবাহিতকারী, (কৃশনাবতঃ) সুবর্ণ আদি অলঙ্কার পরিধানকারী, (অত্যান্) যার দ্বারা মার্গে সদা গতিশীল সেই ঘোড়া,

হাতি, রথ আদিকে (উদমৃক্ষন্ত) উৎকর্ষতার সাথে সহ্য হয় (অর্থাৎ যিনি ঘোড়া, হাতি, রথ উৎকৃষ্টতার সাথে পালন করেন) , তিনিই শত্রুদের জয় করার যোগ্য হন ॥ ৪ ॥

ভাবার্থ - যাঁর চার ঘোড়া যুক্ত দশ দিশায় রথ, সহস্র অশ্বারোহী, লাখো পদাতিক, অত্যন্ত পূর্ণ রাজকোশ, ঐশ্বর্য এবং পূর্ণ বিদ্যা, বিনয়, নম্রতা আদি গুণ রয়েছে, তিনিই চক্রবর্তী রাজ্য স্থাপনের যোগ্য ॥ ৪ ॥

প্র তদ্দু:শীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে বোচমসুরে মঘবৎসু ।
যে যুক্ত্বায় পঞ্চ শতাস্ময়ু পথা বিশ্রাব্যেষাম্ ॥
ঋগ্বেদ ১০.৯৩.১৪

সায়ণভাষ্যঃ

যে দেবাঃ “পঞ্চ “শতা শতানি রথান্ “যুক্ত্বায় অশ্বৈর্যুক্ত্বা "অস্ময়ু অস্মৎকামাঃ সন্তঃ “পথা যজ্ঞমার্গেণ গচ্ছন্তি তেষাম্ “এষাং দেবানাং “বিশ্রাবি দেবানাং লোকে বা বিশেষেণ শ্রাবকগুণযুক্তং “তৎ স্তোত্রং “দুঃশীমে দুঃশীমনাম্নি “পৃথবানে । পৃথবানঃ পৃথিঃ । তস্মিন্ “বেনে চ "অসুরে বলবতি “রামে চৈতেষু রাজসু “প্র “বোচং প্রব্রবীমি । প্রখ্যাপয়ামীত্যর্থঃ । “মঘবৎসু অন্যেষু ধনবৎসু চ প্রখ্যাপয়ামীত্যর্থঃ ॥ অধীক্কত্র সপ্ততিং চ সপ্ত চ ।

प्र तद्दुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु ।
ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम् ॥ १४ ॥
प्र । तत् । दुःऽशीमे । पृथवाने । वेने । प्र । रामे । वोचम् । असुरे । मघवत्ऽसु ।
ये । युक्त्वाय । पञ्च । शता । अस्मऽयु । पथा । विऽश्रावि । एषाम् ॥ १४ ॥

ये देवाः पञ्च शता शतानि रथान् युक्त्वाय अश्वैर्युक्त्वा अस्मयु अस्मत्कामाः सन्तः पथा यज्ञमार्गेण गच्छन्ति तेषाम् एषां देवानां विश्रावि देवानां लोके वा विशेषेण श्रावकगुणयुक्तं तत् स्तोत्रं दुःशीमे दुःशीमनाम्नि पृथवाने । पृथवानः पृथिः । तस्मिन् वेने च असुरे बलवति रामे चैतेषु राजसु प्र वोचं प्रब्रवीमि । प्रख्यापयामीत्यर्थः । मघवत्सु अन्येषु धनवत्सु च प्रख्यापयामीत्यर्थः ॥

সায়ণভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদঃ

যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে ঘোটক যোজনা করিয়া পথে গমন করেন, (অর্থাৎ যজ্ঞে যাইবার জন্য), তাহাদিগের বর্ণনাযুক্ত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান ও বেন ও অসুর রাম এই সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করিয়াছি।

১৪। যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে ঘোটক যোজনা করিয়া পথে গমন করেন, (অর্থাৎ যজ্ঞে যাইবার জন্য), তাঁহাদিগের বর্ণন যুক্ত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান্ ও বেন ও অসুর রাম এই সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করিয়াছি।

স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজককৃত ভাষ্যঃ

পদার্থঃ (যে-অস্ময়ু) আমাদের যেসকল হিতাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী বিদ্বান (পঞ্চশতা) পাঁচ শতগুণ শক্তিশালী ইন্দ্রিয়সমূহকে (যুক্ত্বায়) যোজিত করে (পথা) জ্ঞানমার্গ দ্বারা-জ্ঞানপ্রদান ক্রম দ্বারা (বিশ্রাবি) বিশেষরূপে শ্রবণ করানোর যোগ্য পরমাত্মজ্ঞান [প্রদান করেছেন], (এষাম্) এর অর্থ (তৎ) সেই শোনানোর যোগ্য (দুঃশীমে) যারা দুঃখে শয়ন করে, তেমন (পৃথবানে) বিস্তৃত (বেনে) কামনাপূর্ণ (রামে) ভোগ রমণকারী জনগণের মাঝে (মঘবৎসু) ধনবান জনের মাঝে (প্রবোচম্) প্রবচন করি ॥১৪॥

ভাবার্থ - যে হিতৈষী বিদ্বানগণ জ্ঞানপ্রদান ক্রম দ্বারা আমাদের মন আদিকে পাঁচ শত গুণ শক্তিশালী বানিয়ে পরমাত্মজ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান বিশেষরূপে বিষয়ে রত, দুঃখের সাথে শয়নকারী জনগণের মাঝে তথা ধনকামী জনের মাঝে উপদেশ করা উচিত ॥১৪॥

ऋग्वेद भाष्यम् (ब्रह्ममुनि जी) - संस्कृत

पदार्थः -

(ये-अस्मयु) ये हितैषिणो विद्वांसोऽस्मान् कामयमानाः "सुपां सुलुक्..." [अष्टा० ७।१।३९] इति जसो लुक् (पञ्चशता युक्त्वाय) पञ्चशतानि-इव 'लुप्तोपमावाचकालङ्कारः' अश्वान्-इन्द्रियाणि पञ्चशतगुणितशक्तिमन्ति योजयित्वा (पथा) ज्ञानमार्गेण ज्ञानप्रदानक्रमेण (विश्रावि) विशेषेण श्रावणीयं परमात्मज्ञानम् (एषाम्) एतेषां खलु (तत्) तच्छ्रावितं (दुःशीमे) दुःशयनस्थाने यत्र दुःखेन जनाः शेरते तत्र कष्टस्थाने "शीङ् धातोर्मन् प्रत्यय औणादिको बाहुलकात्" (पृथवाने) विस्तीर्यमाणो (वेने) कामयमाने (रामे) भोगेषु जनवर्गे (मघवत्सु) जनेषु (प्रवोचम्) प्रवचनं कुर्याम् ॥१४॥

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত । ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ । তমহং কুমারমব্রুবং নাহমিমং বেদ ।
প্রশ্ন উপনিষদ ৬.১

অনুবাদঃ

[শাঙ্করভাষ্য অনুযায়ী] বৃত্তান্ত খ্যাপনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেছেন।-সুকেশা বলিলেন, ভগবন্! হিরণ্যনামক কোশলদেশীয় কোন ক্ষত্রিয়জাতীয় রাজতনয় আমার সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভরদ্বাজ! যে পুরুষেতে অবিদ্যাধ্যারোপিত ষোড়শকলার কল্পনা হয়, সেই পুরুষ কে ? তাহা আমাকে বল।

বৃত্তান্ত খ্যাপনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেছেন।—সুকেশা বলিলেন, ভগবন্! হিরণ্যনামক কোশলদেশীয় কোন ক্ষত্রিয়জাতীয় রাজতনয় আমার সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভরদ্বাজ! যে পুরুষেতে অবিদ্যাধ্যারোপিত ষোড়শকলার কল্পনা হয়, সেই পুরুষ কে ? তাহা আমাকে বল। কোশলরাজকুমার আমার

অনুবাদঃ

[গীতাপ্রেস] ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সুকেশা ঋষি নিজের অল্পজ্ঞতা এবং সত্যভাষণের মহত্ত্ব প্রকাশ করে ষোড়শকলাবান পুরুষের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। তিনি বললেন—প্রভু! একবার কোসল দেশের রাজকুমার হিরণ্যনাভ আমার নিকট এসেছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল-ভারদ্বাজ ! তুমি কি ষোড়শকলাবান পুরুষের বিষয়ে জান ?

অথ=অনন্তর ; হ এনম্=(এই) প্রসিদ্ধ মহাত্মা (পিপ্পলাদ)কে ; ভারদ্বাজঃ=ভরদ্বাজপুত্র ; সুকেশা=সুকেশা ; পপ্রচ্ছ=জিজ্ঞাসা করলেন ; ভগবন্=ভগবান ; কৌসল্যঃ=কোসলদেশীয় ; রাজপুত্রঃ=রাজকুমার ; হিরণ্যনাভঃ=হিরণ্যনাভ ; মাম্ উপেত্য=আমার নিকট এসে ; এতম্ প্রশ্নম্=এই

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সুকেশা ঋষি নিজের অল্পজ্ঞতা এবং সত্যভাষণের মহত্ত্ব প্রকাশ করে ষোড়শকলাবান পুরুষের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। তিনি বললেন—প্রভু ! একবার কোসল দেশের রাজকুমার হিরণ্যনাভ আমার নিকট এসেছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—ভারদ্বাজ ! তুমি কি ষোড়শকলাবান পুরুষের বিষয়ে জান ? আমি তাকে স্পষ্ট করে বললাম

এখানে দেখুন, কোসল বানান স দিয়ে । যদিও কিছু শাঙ্করভাষ্যের বাংলা সংস্করণে শ দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশই স । আর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার রাজপুত্র, কোশল তাদের অধীনে একটি রাজ্যমাত্র । অতঃ এখানে কোশল দেশীয় রাজপুত্র মোটেও শ্রীরামচন্দ্র নয় । যেমন শ্রীরামচন্দ্র কোশল দেশ অতিক্রম করে বনে গমনের সময় অযোধ্যাকেই প্রণতি জানাচ্ছেন -

আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ॥
বাল্মিকী রামায়ণ ২.৫০.২
অনুবাদঃ কাকুৎস্থবংশীয় রাজাদের দ্বারা পালিতা অয়ি নগরীশ্রেষ্ঠা অযোধ্যা তোমাকে বিদায়। তোমার মধ্যে বাস করে যেসকল দেবতা তোমায় পালন করেছে তাঁদেরও বিদায় জানাই

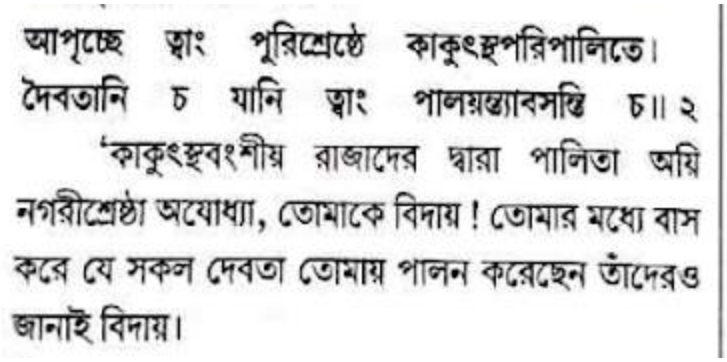
আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ॥ ২
'কাকুৎস্থবংশীয় রাজাদের দ্বারা পালিতা অয়ি নগরীশ্রেষ্ঠা অযোধ্যা, তোমাকে বিদায়! তোমার মধ্যে বাস করে যে সকল দেবতা তোমায় পালন করেছেন তাঁদেরও জানাই বিদায়।

করপাত্রী বলেছেন বাল্মিকী রামায়ণ ২.৭৫.১৩ তে শ্রীরামচন্দ্রের নাম হিরণ্যনাভ বলা হয়েছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা তার একটি বৈশিষ্ট্য । নাম নয় ।

ক্ষিপ্রং মামপি কৈকেয়ী প্রস্থাপয়িতুমর্হতি।
হিরণ্যনাভো যত্রাস্তে সুতো নে সুমহাবশাঃ।।
বাল্মিকী রামায়ণ ২.৭৫.১৩
অনুবাদঃ সুবর্ণময় নাভিযুক্ত মহাযশস্বী আমার পুত্র রাম যেখানে আছে ; কৈকেয়ী আমাকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দিক।

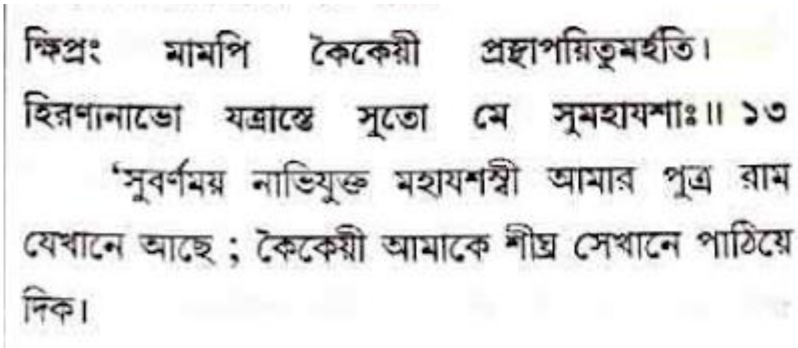
ক্ষিপ্রং মামপি কৈকেয়ী প্রস্থাপয়িতুমর্হতি।
হিরণ্যনাভো যত্রাস্তে সুতো মে সুমহাযশাঃ॥ ১৩
'সুবর্ণময় নাভিযুক্ত মহাযশস্বী আমার পুত্র রাম যেখানে আছে ; কৈকেয়ী আমাকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দিক।

পূর্বপক্ষঃ " অথর্ববেদে দশশীর্ষ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে " অধ্যায় ১৯ - পৃষ্ঠা ৫৯০।
উত্তরপক্ষঃ মন্ত্র উল্লেখ না করাতে এখানে আমরা উত্তর দিলাম না ।

মন্দিরে ব্যভিচার হয় ? সত্যার্থ প্রকাশে কেন বলা হলো জানুন

শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী মন্দিরে নারী পুরুষের মেলামেশা হয় ও ব্যভিচারের উল্লেখ করেছেন বলে অনেক পৌরাণিক ভ্রাতাগণ ক্ষিপ্ত । তারা বলেন মন্দিরের ন্যায় পবিত্র স্থান সম্পর্কে এহেন মন্তব্য অবজ্ঞা ও তদীয় পিতা-মাতাকেও অপমান স্বরূপ । প্রকৃতপক্ষে তারা মহর্ষির উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও অন্যাদি তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম কিংবা দুরভিসন্ধিমূলক কারণে তারা সত্যটি গোপন করেন ।

মহর্ষি বিরচিত সত্যার্থ প্রকাশের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী । এছাড়াও ড. শিবপূজন সিংহ কুশবাহশাস্ত্রী , পণ্ডিত শিবশঙ্কর শর্মা , পণ্ডিত তুলসীরাম স্বামীসহ প্রভৃতি আর্য বিদ্বান সত্যার্থ প্রকাশের সকল বক্তব্য মহর্ষির চিঠিপত্র, ভাষণ ইত্যাদির সাহায্যে রাশি রাশি প্রমাণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন ।

মহর্ষি যে সময়ের ও যেসব মন্দিরের উল্লেখ করেছেন তা সবই পৌরাণিক দেবদাসী ও তান্ত্রিক মন্দির সম্পর্কে । এ বিষয়ে সকল আর্য বিদ্বানই সমর্থন করেছেন । এখানে অন্য কারো ব্যাখ্যা বা কে কি বলেছেন তা বিচার করার কোন আবশ্যকতা আমরা বোধ করছি না । আসুন কেন মহর্ষি তৎকালীন পৌরাণিক ও তন্ত্র প্রভাবিত মন্দির সম্পর্কে এমন উক্তি করেছেন তা সেসকল তথাকথিত শাস্ত্রের আলোকে আমরা দেখি -

ক্রীতা দেবা যদাতব্যা ধীরেণাকষ্টকর্মণা
কল্পকালং ভবেৎস্বর্গং নৃপো বা কৌ মহাধনী
পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৫২।৯৯-১০০

অনুবাদঃ ধীর ব্যক্তি ক্রীত কন্যা দেবোদ্দেশে দান করিবেন ।

98b-99a. The fruit of a young virgin and a girl eight years old is the same. One should be given to a suitor, the other one to a brāhmaṇa.

99b-100. A wise man, without troubling himself, should offer a purchased daughter to god. Till the end of the Kalpa he would get (i.e. live in) heaven, and would be a king or a very rich man on the earth; and in every birth he would get a very beautiful, fine wife.

অনয়োশ্চ ফলং তুভ্যং যুবতীকন্যয়োরপি ॥৯৮
একা বরায় দাতব্যা অপরা ব্রাহ্মণায় তু।
ক্রীতা দেবায় দাতব্যা ধীরেণাকষ্টকর্ম্মণা ॥ ৯৯
কল্পকালং ভবেৎ স্বর্গং নৃপো বাসৌ মহাধনী।
প্রতিজন্ম লভেত্তৈষ সুপত্নীং বরবর্ণিনীম্ ॥ ১০০
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১০১
লভেত সোঽক্ষয়ং স্বর্গং নারীণাং বল্লভো ভবেৎ।
ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী চাথ লোকনাথো ভবেদ্ধ্রুবম্
শ্রুতং হরতি পাপানি জন্মজন্মকৃতানি চ।
সৌভাগ্যং লভতে লোকে তথৈব চ বরাঙ্গনা ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে স্ত্রীণামাখ্যানং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫২॥

রূপবতী যুবতী নারী অলঙ্কার ও শয্যাসহ দান করিয়া নর অনন্ত ফল প্রাপ্ত হয়; যুবতী এবং কন্যা, এই উভয় দানেরই তুল্য ফল; পরন্তু একজন বরকে এবং অপরজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হয়। ধীর ব্যক্তি ক্রীত কন্যা দেবোদ্দেশে দান করিবেন। এই-রূপ দানে কল্পকাল দাতার স্বর্গভোগ হয়। অথবা তিনি ভূতলে মহাধনসম্পন্ন রাজা হইয়া থাকেন। জন্মে জন্মে তাহার বর-বর্ণিনী সুপত্নী লাভ হয়। যে ব্যক্তি নিত্য এই পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব্বপাপ

[লক্ষ্যণীয় কন্যা তথা মানুষ কিনে হলেও দেবতার উদ্দেশ্যে দান করতে হবে । দেবতা কন্যা নিয়ে কি করবেন ? আর কিনেই বা কেন ? উপাসনা তো স্বেচ্ছায় ভক্তিমতী হয়েই করবে । উদ্দেশ্য আসলে কার স্বার্থসিদ্ধি ?]

দাসীং দত্ত্বা দ্বিজেন্দ্রায় অপ্সরোলোকমাপ্নুয়াৎ । অগ্নিপুরাণ ২১১।৩৯ [সংস্করণ ভেদে ১৪৬.৩৯]

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণকে দাসী দানে অপ্সরা লোক পাওয়া যায় ।

ভূ, স্বর্ণ ও গৌরী দান করিলে, সপ্তজন্ম তাহার ফল ভোগ হয়। কন্যা দান করিলে, ত্রি-সপ্ত কুল উদ্ধার করিয়া, ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারা যায়। সদক্ষিণ গজ দান করিলে, সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত ও স্বর্গলোক অধিগত হয়। অশ্ব দান করিলে, আয়ু, আরোগ্য, সৌভাগ্য, স্বর্গ ও অপ-বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দাসী দান করিলে, অপ্সরোলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চশত-পল-নির্ম্মিত তাম্রময়ী স্থালী দান করিলে, অথবা তাহার অর্দ্ধার্দ্ধের অর্দ্ধও প্রদান করিলে, ভুক্তি

[বেদাদি কোন শাস্ত্রে এমন কোরাণিক বেহেশতের ন্যায় অপ্সরা লোক আছে?]

ভবিষ্য পুরাণ ইংরেজ বা এর আশেপাশের আমলে লিখিত হলেও এরমধ্যে সেইসব উপাদানই লিপিবদ্ধ আছে যা কিনা তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ছিলো । মহর্ষি সেই সময়কারই ব্যক্তি ও পর্যবেক্ষক -

বেশ্যাকদম্বকং যস্তু দদ্যাৎসূর্যায় ভক্তিতঃ ।
স গচ্ছেৎপরমং স্থানং যত্র তিষ্ঠতি ভানুমান্ ।।
ভবিষ্য পুরাণ ব্রাহ্মপর্ব ৯৩।৬৭

অনুবাদঃ সূর্যের জন্য নৃত্যকারী বেশ্যাগণ সূর্যলোক প্রাপ্ত হয় ।

३८८ भविष्यपुराणम्—ब्राह्मपर्व

आर्तो वा व्याधितो वापि दरिद्रो दुःखितोऽपि वा । आदित्यं शरणं गत्वा नात्मानं शोचते नरः ॥६४
एकाहेनापि यद्भानोः पूजायाः प्राप्यते फलम् । तद्वै क्रतुशतैरिष्टैः प्राप्यते फलमुत्तमम् ॥६५
कृत्वा प्रेक्षणकं भानोर्दिव्यमायतने शुभम् । अक्षयं सर्वकामीयं राजसूयफलं लभेत् ॥६६
वेश्याकदम्बकं यस्तु दद्यात्सूर्याय भक्तितः । स गच्छेत्परमं स्थानं यत्र तिष्ठति भानुमान् ॥६७
पुस्तकं भानवे दद्याद्भारतस्य गणाधिप । सर्वपापविमुक्तात्मा विष्णुलोके महीयते ॥६८
रामायणस्य दत्वा तु पुस्तकं त्रिपुरान्तक । वाजपेयफलं प्राप्य गोपतेः पुरमाव्रजेत् ॥६९
भविष्यं साम्बसंज्ञं वा दत्वा सूर्याय पुस्तकम् । राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलं प्राप्नोति मानवः ॥७०
सर्वान्कामानवाप्नोति याति सूर्यसलोकताम् । सूर्यलोके चिरं स्थित्वा ब्रह्मलोकं व्रजेत्पुनः ॥
स्थित्वा कल्पशतं तत्र राजा भवति भूतले ॥७१
भानोरायतने यस्तु प्रपां कुर्याद्गणाधिप । स याति परमं स्थानं दिव्यं सौमनसं नरः ॥७२

हैं ।६३। क्योंकि आर्त, रोगी एवं दुःख से पीड़ित किसी को भी सूर्य की शरण प्राप्त होने पर अपने (मोक्ष के) लिए चिंतित नहीं होना पड़ता है ।६४। और सूर्य की एक दिन की ही पूजा का फल सौ यज्ञों के समान होता है ।६५। सूर्य के मन्दिर में सुन्दर खेल तमाशे अर्पित करने से अक्षय एवं समस्त कामनाओं को सफल करने वाले उस राजसूय के समान फल प्राप्त होते हैं ।६६। सूर्य के लिए वैश्याओं के समूह को नृत्य-गान के हेतु करने से उसे उस परम स्थान की प्राप्ति होती है जहाँ सूर्य स्वयं रहते हैं ।६७। हे गणाधिप ! सूर्य के लिए महाभारत की पुस्तक प्रदान करने वाला पुरुष समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में पूजित होता है ।६८। हे त्रिपुरांतक ! रामायण की पुस्तक समर्पित करने से बाजपेय के समान फल की प्राप्ति पूर्वक सूर्यलोक की प्राप्ति होती है ।६९। सूर्य के लिए राजसूय एवं अश्वमेध के फलों की प्राप्ति होती है ।७०। तथा वह सभी मनोरथों को सफलता पूर्वक सूर्य के सालोक्य रूप (मोक्ष) प्राप्तकरता है तथा सूर्य लोक में चिरकाल तक रहकर पुनः ब्रह्म लोक की भी प्राप्ति करता है । इस प्रकार वहाँ सौ कल्प तक सुखानुभूति करने के पश्चात् इस भूतल में राजा होता है ।७१। हे गणाधिप ! सूर्य के मंदिर में जो (पौसला) स्थापित करता है, उसे देवताओं के दिव्यलोक की प्राप्ति होती है ।७२। इसी भाँति शीत के

মৎস্য পুরাণে বেশ্যাদের ব্রত - ব্রাহ্মণকে রতিদান

তস্মৈ বিপ্রায় সা দদ্যান্মাধবঃ প্রীযতামিতি।।৪৩
য়থেষ্টাহারযুক্তং বৈ তমেব দ্বিজসত্তমম।
রত্যর্থং কামোদেবোহয়মতি চিত্তহবধার্য্য তম্।।৪৪
যদযদিচ্ছতি বিপ্রেন্দ্রস্তৎ তৎ কুর্য্যাদ্বিলাসিনী।

সর্বভাবেণ চাত্মানমর্পযেৎ স্মিতভাষিণী।। ৪৫
মৎস্য পুরাণ ৭০।৪৩-৪৫

অনুবাদঃ পরে সেই বিপ্রকে যথেষ্ট আহার দিয়া রতির নিমিত্ত 'এই দ্বিজোত্তমই সাক্ষাত কামদেব' মনে মনে এইরুপ অবধারণ করিবেন। অনন্তর *সেই ব্রাহ্মণ যাহা যাহা ইচ্ছা করিবেন, সেই ব্রতচারিণী বিলাসিনী তাহাই করিবেন।* স্মিত-পূর্ব্ব- ভাষিণী কামিনী তাহার নিকট সর্ব্ব প্রকারে আত্মসমর্পণ করিবে।

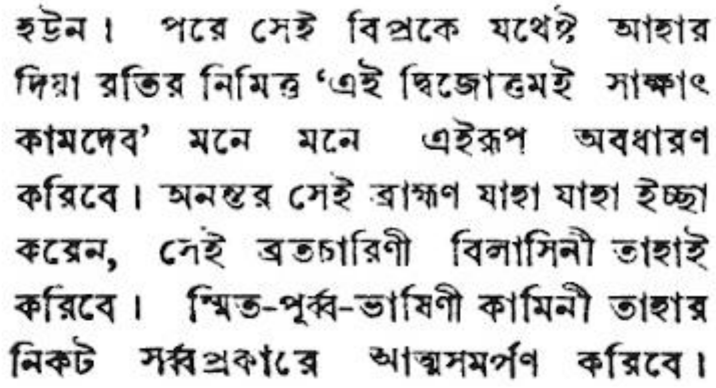
হউন। পরে সেই বিপ্রকে যথেষ্ট আহার দিয়া রতির নিমিত্ত 'এই দ্বিজোত্তমই সাক্ষাৎ কামদেব' মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিবে। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, সেই ব্রতচারিণী বিলাসিনী তাহাই করিবে। স্মিত-পূর্ব্ব-ভাষিণী কামিনী তাহার নিকট সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিবে।

এই একই কাহিনী রয়েছে বৈষ্ণবদের অন্যতম প্রিয় পদ্ম পুরাণের সৃষ্টি খণ্ডের ২৩ নং অধ্যায়ে ১১৯ থেকে ১২১ সংখ্যক শ্লোকে ।

ততঃ প্রভৃতি যোঽন্যোপি রত্যর্থং গেহমাগতঃ।
সম্মান্য সূর্যবারেণ স সংপূজ্যো ভবেৎসদা।।
এবং ত্রয়োদশং যাবন্মাসমেকং দ্বিজোত্তমম্।
তর্পয়িত্বা যথাকামং প্রেষয়েচ্চৈব মংদিরম্
তদনুজ্ঞয়া রূপবংতং যাবদস্যাগমো ভবেৎ।।
আত্মনোপি যদা বিঘ্নং গর্ভসূতকরাজকম্
দৈবং বা মানুষং বা স্যাদুপরাগেণ বা ততঃ।।
সাবারা নষ্টপংচাশদ্যথাশক্তি সমর্পয়েৎ ।
এতদ্ধি কথিতং সম্যগ্ভবতীনাং বিশেষতঃ।
স্বধর্মোয়ং যতো ভাব্যো বেশ্যানামিহ সর্বদা।।
পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ড ২৩।১৩১-১৩৫

অনুবাদঃ সেই অবধি অপর কোন *দ্বিজও রতি নিমিত্ত সূর্য্যবারে গৃহে আগমন করে* , তাহা হইলে তাঁহাকেও সদা

সম্মান ও পূজা করিতে হইবে।এই নিয়মে ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত এক একটি বিপ্রকে যথাকালে *পরিতোষিত* করিয়া গৃহে প্রেরণ করিবে। তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে যাবতীর রূপবান্ ব্যক্তি তাহার গৃহে আসিতে থাকিবে।যৎকালে গর্ভ, সন্তানোপত্তি,রাজকৃত উপদ্রব, কিংবা উপরাগ বশত দৈব বা মানুষ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে,তখন অষ্ট পঞ্চাশৎবার যাবৎ *যথাশক্তি উল্লিখিত শয্যাদি দান করিবে।* তোমাদের নিকট সম্যকরূপে এই বিশেষ *ব্রত* কথিত হইল। *ইহাই বেশ্যাগণের সর্ব্বদা স্বধর্ম।*

অবশ্য পৌরাণিকদেরই স্বর্গরাজ ইন্দ্র কর্তৃক মৃত দৈত্য ও রাক্ষসগণের স্ত্রীদের স্বর্গে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনের পরামর্শ দেখা যায় পুরাণে ।

দানবাসুরদৈত্যেষু রাক্ষসেষু ততস্ততঃ।
তেষাং ব্রাতসহস্রানী শতান্যপি চ যোষীতাম্।। ২৬
পরিণীতানি যানি স্যুবলাদত্তুক্তানি যানি বে।
তানি সর্ব্বাণি দেবেশঃ প্রোবাচ বদতাংবরঃ।। ২৭
ইন্দ্র উবাচ।
বেশ্যাধর্ম্মেণ বর্ত্তধ্বমধুনা নৃপমন্দিরে।
ভক্তিমত্যো বরারোহাস্তথা দেবকুলষূ চ।। ২৮
মৎস্য পুরাণ ৭০।২৬-২৮

সরলার্থঃ পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে সুরগণের হস্তে বহুশত দানব, অসুর, দৈত্য ও রাক্ষস ইতস্ততঃ নিহত হইলে তাহাদিগের শত শত সহস্র সহস্র পরিণীত পত্নীগণকে এবং বলপূর্ব্বক উপভুক্ত অন্যান্য নারীগণকে বাগ্মী-বর সুরপতি বলিয়াছিলেন তোমরা ভক্তিমতি হয়ে অধুনা রাজধানী ও দেবপুরী প্রভৃতিতে বেশ্যাধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান কর।

কহিলেন, পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে সুরগণের
হস্তে বহুশত দানব, অসুর, দৈত্য ও রাক্ষস
ইতস্ততঃ নিহত হইলে তাহাদিগের শত শত
সহস্র সহস্র পরিণীত পত্নীগণকে এবং বল-
পূর্ব্বক উপভুক্ত অন্যান্য নারীগণকে বাগ্মি-
বর সুরপতি বলিয়াছিলেন, তোমরা ভক্তি-
মতী হইয়া অধুনা রাজধানী ও দেবপুরী
প্রভৃতিতে বেশ্যাধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান
কর। রাজগণ স্বামিগণ বা তৎপুত্রগণ সক-

কাদের নিয়ে তান্ত্রিকরা এই অনাচার করতো ? যোনী তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে দেখুন -

শ্রীমহাদেব উবাচ-
নটী কাপালিনী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।।৩
মালাকারস্য কন্যা চ নব কন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথবা সর্ব্বজাতীয়া বিদগ্ধা লোললোচনা।।৪

মহাদেব কহিলেন- *নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপযুবতী, মালাকার কন্যা,* -এই নব (নয়) জাতীয়া যুবতী শুভযোনি এবং যোনিপীঠে পূজার জন্য প্রশস্তা। অথবা সর্ব্বজাতীয়া বিদগ্ধা এবং লোললোচনা(পুনঃ পুনঃ পরিভ্রামিত বা ঘুর্ণিত-চঞ্চলনয়না) কুলযুবতী এতদুদ্দেশ্যে প্রশস্তা।৩-৪

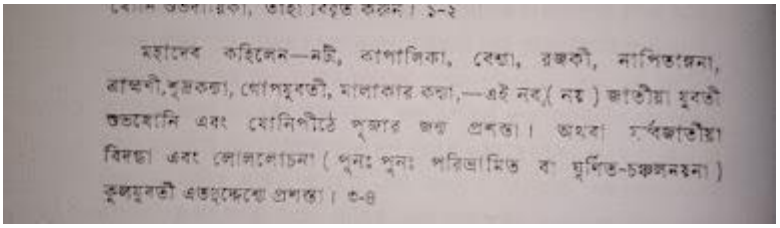
মহাদেব কহিলেন—নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপযুবতী, মালাকার কন্যা,—এই নব (নয়) জাতীয়া যুবতী শুভযোনি এবং যোনিপীঠে পূজার জন্য প্রশস্তা। অথবা সর্ব্বজাতীয়া বিদগ্ধা এবং লোললোচনা (পুনঃ পুনঃ পরিভ্রামিত বা ঘূর্ণিত-চঞ্চলনয়না) কুলযুবতী এতদুদ্দেশ্যে প্রশস্তা। ৩-৪

আর এরা একমাত্র মা বাদে সবাইকেই এর অন্তর্ভুক্ত করেছিলো -

মাতৃযা‍েনিং পরিত্যজ্য সর্বযোনিঞ্চ তাড়য়েৎ ।

দ্বাদশব্দাধিকা - যা‍েনিং যাবৎ ষষ্ঠাং সমাপয়েৎ ॥ ৫
প্রত্যহং পূজয়েদ যোনিং পঞ্চতত্ত্বে বিশেষতঃ

যা‍েনিদর্শনমাত্রেণ তীর্থকোটিফলং লভেৎ।। ৬

তিলকং যা‍েনিতত্ত্বেন বস্ত্রঞ্চ কুলরূপকম ।
আসনং কুলরূপঞ্চ পূজনঞ্চ কুলা‍েচিতম্ ।। ৭
প্রথমং মর্দনং তস্যাঃ কুন্তলা কর্ষণাদিক ।
তদ্ধস্তে চ স্বলিঙ্গঞ্চ দদ্যাৎ সাধক - সত্তমঃ।। ৮
যা‍েনিপূজাং বিধায়াথ লিঙ্গ - পূজনমুত্তমম , । চন্দনং কুঙ্কুমং দদ্যাৎ লিঙ্গোপরি বরাননে ।। ৯
যোনৌ লিঙ্গং সমাক্ষিপ্য তাড়ায়েদ্বহুযত্নতঃ ।
তাড্যমানে পুনস্তস্যা জায়াতে তত্ত্বমুত্তমম্ ॥ ১০

যোনী তন্ত্র ২য় পটল

অনুবাদঃ ***<u>প্রথমে কেবলমাত্র মাতৃযাোনি পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত কুলযুবতীর যোনিতেই তাড়না প্রশস্ত ।</u>*** দ্বাদশবর্ষের অধিক কুলযুবতীর যোনিপীঠে সাধক স্বকীয় যষ্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যহ পঞ্চতত্ব দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে । যোনিপীঠ দর্শনমাত্রই কোটিতীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয় । ৫-৭

[পাঠক , দেখুন এই ইতরদের অধঃপতন মাতা ব্যতীত সবাইকেই ভোগ্য ! কি মহান আদর্শ !!]

যাোনিতত্ত্বের দ্বারা তিলক প্রদান করিবে ; কুলাচার প্রথানুয়াযী বস্ত্র এবং আসন গ্রহণ করিয়া কুলোচিত বিধানে ইষ্টদেবীর পূজা করিবে । কুলযুবতীর *কুচমর্দনপূর্ব্বক* তাহার কুন্তলাদি আকর্ষণ করিবে । তৎপরে সাধকশ্রেষ্ট *তাহার হস্তে স্বীয় লিঙ্গ অর্পণ* করিবে । প্রথমে যোনিপীঠে পূজা করিয়া তৎপরে লিঙ্গপীঠে পূজাই সর্বোত্তম পূজা । হে বরাননে ! লিঙ্গোপরি চলন ও কুঙ্কুম প্রদান করিবে । *যোনিতে লিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া সর্বপ্রযত্নে তাড়না করিবে* । ৮-১০।

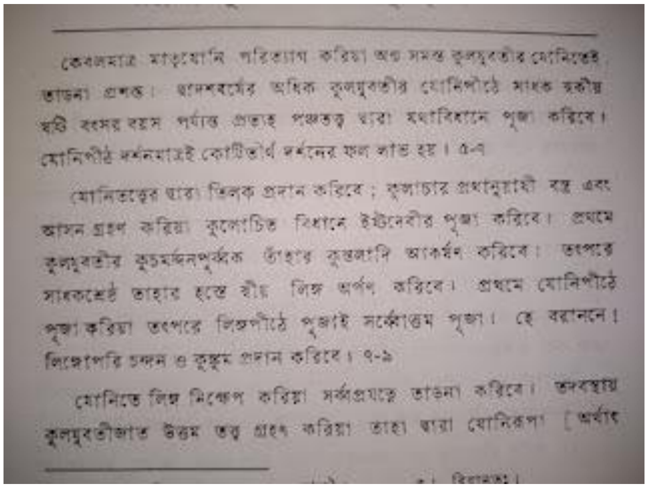
কেবলমাত্র মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত কুলযুবতীর যোনিতেই তাড়না প্রশস্ত। দ্বাদশবর্ষের অধিক কুলযুবতীর যোনিপীঠে সাধক স্বকীয় যষ্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যহ পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে। যোনিপীঠ দর্শনমাত্রই কোটিতীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। ৫-৭

যোনিতত্ত্বের দ্বারা তিলক প্রদান করিবে ; কুলাচার প্রথানুযায়ী বস্ত্র এবং আসন গ্রহণ করিয়া কুলোচিত বিধানে ইষ্টদেবীর পূজা করিবে। প্রথমে কুলযুবতীর কুচমর্দ্দনপূর্ব্বক তাঁহার কুন্তলাদি আকর্ষণ করিবে। তৎপরে সাধকশ্রেষ্ঠ তাহার হস্তে স্বীয় লিঙ্গ অর্পণ করিবে। প্রথমে যোনিপীঠে পূজা করিয়া তৎপরে লিঙ্গপীঠে পূজাই সর্ব্বোত্তম পূজা। হে বরাননে! লিঙ্গোপরি চন্দন ও কুঙ্কুম প্রদান করিবে। ৭-৯

যোনিতে লিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাড়না করিবে। তদবস্থায় কুলযুবতীজাত উত্তম তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা যোনিরূপা [অর্থাৎ

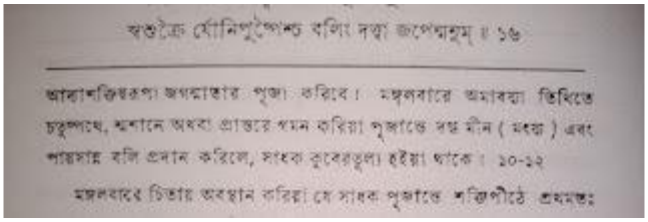
স্বতন্ত্রে যোনিপুষ্পৈশ্চ বলিং দত্ত্বা জপেন্মনুম্ ॥ ১৬

আদ্যাশক্তিস্বরূপা জগন্মাতার পূজা করিবে। মঙ্গলবারে অমাবস্যা তিথিতে চতুষ্পথে, শ্মশানে অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া পূজান্তে দগ্ধ মীন (মৎস্য) এবং শাস্ত্রদায় বলি প্রদান করিলে, সাধক কুবেরতুল্য হইয়া থাকে। ১০-১২

মঙ্গলবারে চিতায় অবস্থান করিয়া যে সাধক পূজান্তে শক্তিপীঠে প্রথমতঃ

বৃহস্পতিসমো যস্তু ভবিতুং কাময়েন্নরঃ।
সর্ব্বো বৃহস্পতিসমো ভবেচ্চৈব ন সংশয়ঃ।।

সুন্দরীং যৌবনোন্মত্তাং নারীমানীয় নিত্যশঃ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্তা কুলমামন্ত্র্য মন্ত্রবিৎ।।
মৈথুনং যঃ করোত্যেব স তু সর্ব্বং ফলং লভেৎ।
তন্মুখে চ মুখং চ দত্ত্বা সহস্রং মানসং জপেৎ।।
স ভবেৎ সর্ব্বসিদ্ধিদো নাত্র কার্য্যবিচারণা।
সর্ব্বেষাং সাধনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ স্যাৎ কুলসাধনম্ ।।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ সুসমাহিতঃ।।
কুমারী তন্ত্র ৫।১৯-২৩

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞানবান হইতে ইচ্ছা করে সে ব্যক্তি এই সাধনাপ্রভাবে বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানবান হইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৯।। প্রত্যহ সুন্দরী যৌবনোন্মতা কুলযুবতী আনয়নপূর্ব্বক প্রথমে কুলাগার অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপর মন্ত্রজ্ঞ সাধক অষ্টোত্তর শতবার কালিকামন্ত্র জপ করিয়া ঐ কুলস্ত্রীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে কুলস্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়া সম্পন্ন করিলে সাধক পূর্ণফল লাভ করিয়া থাকে। রতিকালে কুলযুবতীর মুখে মুখ প্রদান করিয়া এক-সহস্র সংখ্যক মানস জপ করিবে। ২০-২১।। যে ব্যক্তি এইরূপে কার্য্য করে সে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে বিচার বিতর্ক অনাবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার সাধন পদ্ধতির মধ্যে কুলাচারমতে সাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত কুলাচার পদ্ধতিতে সাধন করিবে। ২২-২৩।

আর এই অশ্লীল কদাচারের আরেকটু স্পষ্ট বর্ণনা -

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী চতুর্বর্গং লভেন্নরঃ ।
মদ্যং মাংসং বলিং দদ্যাৎ নিশায়াং সাধকোত্তমঃ ২০।।
যত্নতস্তাড়য়েদ্ যোনিং কুচমর্দ্দন-পূর্ব্বকম্ !
শক্তিরূপা চ সা দেবী বিপরীতরতা যদি ।। ২১
তদা কোটিকুলৈঃ সার্দ্ধনং জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
যোনিক্ষালন-তোয়েন লিঙ্গ-প্রক্ষালনেন চ।। ২২
পূজয়িত্ব মহাদেবীং অর্ঘং দদ্যাৎ বিধানতঃ ।
তত্তোয়ং ত্রিবিধং কৃত্বা ভাগং শক্ত্যে নিবেদয়েৎ।। ২৩
যোনী তন্ত্র ২য় পটল

অনুবাদঃ সাধক নিশাভাগে মদ্য ও মাংস দ্বারা বলি প্রদান করিবে । বলি প্রদানান্তে সযত্নে *কুচমর্দ্দনপূর্ব্বক* যোনিকে

তাড়না করিবে। শক্তিরূপা সেই দেবী যদি বিপরীতরতিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কোটিকুলসহ সাধকের জীবন ধন্য হয়। *যোনি এবং লিঙ্গ প্রক্ষালিত সলিল* দ্বারা মহাশক্তিকে পূজা করিয়া যথাবিধানে অর্থ প্রদান করিবে।

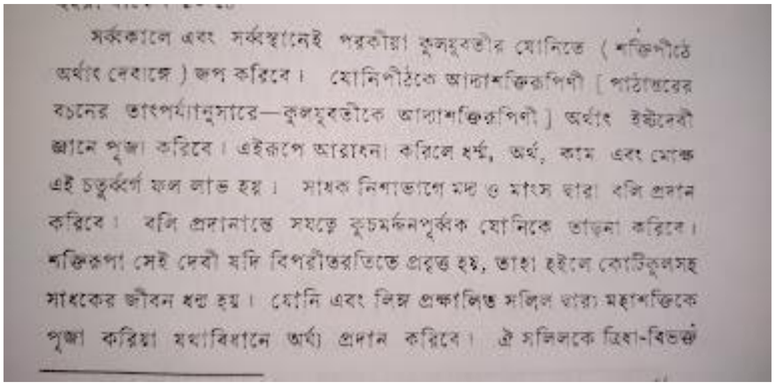

সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বস্থানেই পরকীয়া কুলযুবতীর যোনিতে (শক্তিপীঠে অর্থাৎ দেহাঙ্গে) জপ করিবে। যোনিপীঠকে আদ্যাশক্তিরূপিণী [পাঠান্তরের বচনের তাৎপর্য্যানুসারে—কুলযুবতীকে আদ্যাশক্তিরূপিণী] অর্থাৎ ইষ্টদেবী জ্ঞানে পূজা করিবে। এইরূপে আরাধনা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। সাধক নিশাভাগে মদ্য ও মাংস দ্বারা বলি প্রদান করিবে। বলি প্রদানান্তে সযত্নে কুচমর্দ্দনপূর্ব্বক যোনিকে তাড়না করিবে। শক্তিরূপা সেই দেবী যদি বিপরীতরতিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কোটিকুলসহ সাধকের জীবন ধন্য হয়। যোনি এবং লিঙ্গ প্রক্ষালিত সলিল দ্বারা মহাশক্তিকে পূজা করিয়া যথাবিধানে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ঐ সলিলকে ত্রিধা-বিভক্ত

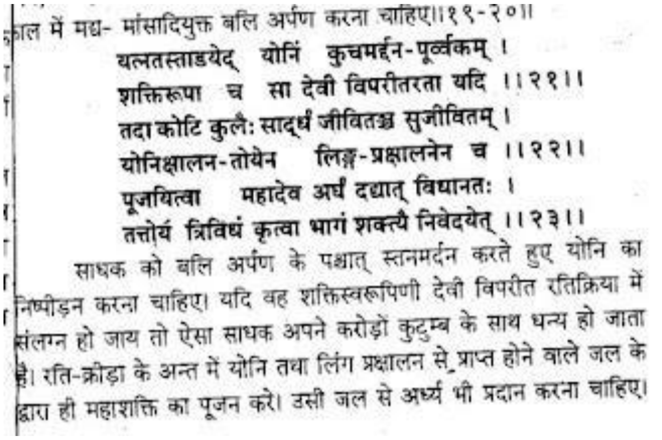

काल में मद्य- मांसादियुक्त बलि अर्पण करना चाहिए॥१९-२०॥

यत्नतस्ताडयेद् योनिं कुचमर्द्दन-पूर्व्वकम् ।
शक्तिरूपा च सा देवी विपरीतरता यदि ।।२१।।
तदा कोटि कुलैः साद्र्धं जीवितञ्च सुजीवितम् ।
योनिक्षालन-तोयेन लिङ्ग-प्रक्षालनेन च ।।२२।।
पूजयित्वा महादेव अर्घं दद्यात् विधानतः ।
तत्तोर्य त्रिविधं कृत्वा भागं शक्त्यै निवेदयेत् ।।२३।।

साधक को बलि अर्पण के पश्चात् स्तनमर्दन करते हुए योनि का निष्पीड़न करना चाहिए। यदि वह शक्तिस्वरूपिणी देवी विपरीत रतिक्रिया में संलग्न हो जाय तो ऐसा साधक अपने करोड़ों कुटुम्ब के साथ धन्य हो जाता है। रति-क्रीड़ा के अन्त में योनि तथा लिंग प्रक्षालन से प्राप्त होने वाले जल के द्वारा ही महाशक्ति का पूजन करे। उसी जल से अर्घ्य भी प्रदान करना चाहिए।

তন্ত্রে গুটি কয়েক স্থানে নেহাত ভদ্রতা বশতঃ [কিংবা বলা যায় যাদেরকে এহেন কর্মে লিপ্ত করবে সেই কূলবধূদের] নারী নিয়ে অনেকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন । কিন্তু সেই তান্ত্রিক শাক্তরের প্রিয় কালিকা পুরাণের ৮৪ তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রীয়ঃ কার্য্যাঃ সততং পার্থিবেন তু।
তাঃ স্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ো নিত্যং হানয়ে সম্ভবন্তি হি।। ১২৯
তস্মাৎ কুমারং মহিষীমুপধাভির্মনোহরৈঃ।
শোধয়িত্বা নিমুঞ্জিত যৌবরাজ্যোবরোধয়োঃ।। ১৩০
অন্তঃপুরপ্রবেশে তু স্বতন্ত্রত্বং নিষেধয়েৎ।
ভূপুত্রস্য ভার্য্যায়া বহিঃসারে তথৈব চ।। ১৩১

অনুবাদঃ স্ত্রীরা যদি স্বতন্ত্র হয়ে কাজ করে, তাহলে ভীষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়। অতএব রাজা, সুন্দর ধর্ম এবং অর্থ-

কাম প্রভৃতি দ্বারা পুত্র এবং পত্নীকে সংশোধিত করে যৌবরাজ্যে এবং অন্তঃপুরে নিয়োগ করবেন। ১২৯-১৩০
ভূপতি, পুত্র এবং পত্নীকে বহিঃপ্রদেশে এবং অন্তঃপুরে স্বতন্ত্র হয়ে কোনো কাজ করতে দেবেন না। ১৩১

স্ত্রীগণ যদি স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়। অতএব রাজা, সুন্দর ধর্ম্ম এবং অর্থকাম প্রভৃতি দ্বারা পুত্র এবং পত্নীকে সংশোধিত করিয়া যৌবরাজ্য এবং অন্তঃপুরে নিয়োগ করিবেন। ১২৯-৩০
ভূপতি, পুত্র এবং পত্নীকে বহিঃপ্রদেশে এবং অন্তঃপুরে স্বতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্য করিতে দিবেন না। ১৩১

এই তান্ত্রিকরা যে উপাসনালয় তো বটেই উপাসনাকেই অপবিত্র করেছিলো তার আরো প্রমাণ রয়েছে এই পুরাণে ।

ভয়ং চ লজ্জা নৈব চাস্তে বধূনাং তথা নৃণাং বনিতানাং যতীনাম্ ।
স্বসারং তে হ্যবিদিত্বা দিনেপি সুবাম যজ্ঞেন স্বভাবশ্চ বীন্দ্র ॥
গরুড় পুরাণ ব্রহ্মকাণ্ড ২৮।৭৯

অনুবাদঃ কোন পুরুষ বা নারী অথবা সন্ন্যাসীর এই বিষয়ে কোন লজ্জা বা ভয় থাকা উচিত নয়। ছেলে এমনকি তাদের বোনের সাথে দিনের বেলাতেও সঙ্গম করতে পারে ঠিক যেমন পুরোহিতরা সোমযজ্ঞ শেষে নারীদের সাথে করে।

स्वसारं ते ह्यदित्वा दिनेपि
सुवाम यज्ञेन स्वभावश्च वींद्र॥७९॥

Neither men and women nor ascetics have any dread or shame in this respect. Men can copulate even with their sisters, that too at day time, just as the priests do with the women at the soma sacrifice.

মহর্ষি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেসময় এই অন্ধকারাচ্ছান্ন সময় ছিলো যখন এইসব কদাচারীদের জন্য বিদেশী শাসকরা আমাদের সমাতন ধর্মকে উপহাস করতো যার ফলে আমাদের যুবকগণ বীতশ্রদ্ধ হচ্ছিলো । মহর্ষির উক্তি সেইসব অনাচারের ক্ষেত্রকে উদ্দেশ্য করেই -

কালিকা পুরাণ, ৬১তম অধ্যায়-
পুজয়িত্বা মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বলিভিস্তথা।
বিসর্জ্জয়োশম্যানন্ত শ্রবণে শবরোৎসবৈঃ।।১৭
অন্তপাদো দিবাভাগে শ্রবণাস্য সদা ভবেৎ।
তদা সম্প্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েদ্ ভবেৎ।।১৮

শঙ্খতুর্য্যনিচু নাদৈশ্চ মৃদঙ্গৈঃ পটহৈস্তমা।।১৯
ধ্বজৈর্বস্তৈর্বহুবিধৈর্লাজ পুষ্প প্রকীর্ণকৈঃ।
ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুক মঙ্গলৈঃ।২০
ভগলিঙ্গপভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ।
ভগলিঙ্গপদি শব্দৈশ্চ ক্রীড়য়েসুরলং জনাঃ।।২১
পরৈর্নাক্ষিপ্যাতে সম্ভ স'পরান্নক্ষিপেদ যদি।
ক্রুদ্ধা ভগবতী অন্য শাপং যদ্যাৎ সুদারুণম্।।২২

অনুবাদঃ মহাষ্টমীর দিন পূজা করিয়া নবমির দিন বহুবিধ বলিপ্রদানপূর্বক পূজা করিয়া দশমীর দিন শ্রবণা নক্ষত্রে শবরোৎসব সহিত দেবীর বিসর্জন করিবে। যে দশমী তিথির দিবাভাগে শ্রবণার শেষ পাদ হইবে, সেই দশমী তিথিতেই দেবীর বিসর্জন করিবে। রাগনিপুণ কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া খই ও ধুলি-কর্দম নিক্ষেপ করত, ক্রীড়া কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ পূর্বক *ভগলিঙ্গপাদি বাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্যালাপ করিয়া বিসর্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে।* সেই দিবস যদি কোন মানুষ, নিজের উপর অপর কর্তৃক *অশ্লীল* ব্যবহার করা না ভালবাসে এবং অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে, তবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন করে।

মহাষ্টমীর দিন পূজা করিয়া, নবমীর দিবস বহুবিধ বলি প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া, দশমীর দিবস শ্রবণানক্ষত্রে শাবরোৎসবের সহিত দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। ১৭

যে দশমী তিথির দিবাভাগে শ্রবণার শেষ পাদ হইবে, সেই দশমী তিথিতেই দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। ১৮

রাগনিপুণ কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্ত্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তুরী মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া খই এবং ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে ধূলি-কর্দ্দম নিক্ষেপ করত নানা ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক ভগ-লিঙ্গাদি বাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্যালাপ করিয়া বিসর্জ্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে। ১৯-২১

সেই দিবস যদি কোন মনুষ্য, নিজের উপর অপর কর্ত্তৃক অশ্লীল ব্যবহার করা না ভালবাসে এবং অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে, তবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন করেন। ২২

কি বুঝলেন? অশ্লীলতা পছন্দ না করলে ভগবতী শাপ দেবেন । এই পাপ যে উপাসনালয় অব্দি গড়িয়েছিলো তা আর বিচিত্র কি ?

মন্দিরে এই ধরনের অপকর্মের কথা দয়ানন্দ সরস্বতী কোন প্রেক্ষিতে বলেছেন? তিনি কি মন্দির মাত্রেই এসব হয় বলেছেন? না। দয়ানন্দ সরস্বতী দেবদাসী প্রথার প্রসঙ্গে এই কথা লিখেছিলেন যা শুধু তিনিই নন বরং সব বড় বড় ইতিহাসবিদরাই বলে গেছেন। RC Majumder, William Dalrymple, Anil Chwala সবাই তাদের লেখায় এই ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন ।RC Majumder এর মত বিখ্যাত এবং প্রবল হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসবিদের চেয়ে নিশ্চয়

দুইদিনের তথাকথিত শিক্ষকরা অধিক হিন্দুত্ববাদী নয়। তিনি তার বিখ্যাত বই The Struggle For Empire pg 495-496 এ লিখেছেন গুজরাটের প্রায় ৪০০০ মন্দিরে ২০ হাজারের বেশি দেবদাসী ছিল ।

The custom of dedicating women (Skt. *Devadāsis*, Tamil *devarāḍiyār*) to the service of temples, which has been traced by us elsewhere[163] to the preceding centuries, was generally prevalent during this period. Indeed literary records and inscriptions give us the impression that they were regarded as a part of the normal establishment of temples. The number of these girls in the temples often reached high proportions. The temple of Somanātha at the time of its destruction by Sultān Mahmūd is stated to have been served by three hundred and fifty dancing girls. According to Chau Ju-Kua[164] Gujarāt contained 4000 temples in which lived over 20,000

495

THE STRUGGLE FOR EMPIRE

dancing girls whose function was to sing twice daily while offering food to the deities and while presenting flowers. We have the valuable testimony of Al-Birūni to the effect that the kings maintained this institution for the benefit of their revenues in the teeth of the opposition of the Brāhmaṇa priests. But for the kings, he says, "no Brāhmaṇa or priest would allow in their temples women who sing, dance and play. The kings, however, make them a source of attraction to their subjects so that they may meet the expenditure of their armies out of the revenues derived therefrom.

কলহনের রাজতরঙ্গিনীতেও আমরা এদের উল্লেখ পাই -

সাপি হি দ্যুসদো বেশ্মনর্তকী নাট্যমণ্ডপে। দৃষ্টা তেনাবরুদ্ধাত্বং নিন্যে রাজবধূঃ পুরা। (রাজতরঙ্গিনী ৭।৮৫৮)

কয্যার মতো সহযাও এক দাসী ছিল এবং সে দেবমন্দিরে নৃত্য করত। একদিন রাজা উৎকর্প তাকে নাট্যমণ্ডপে দেখেন এবং তার সৌন্দর্যে আসক্ত হয়ে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে রাজরাণী করে রাখেন।

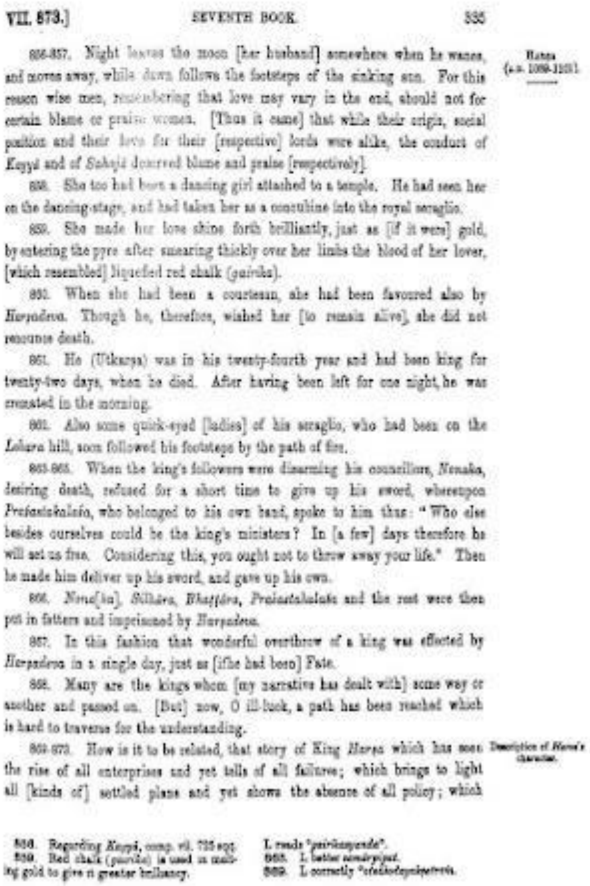

VII. 873.] SEVENTH BOOK. 335

856-857. Night leaves the moon [her husband] somewhere when he wanes, and moves away, while dawn follows the footsteps of the sinking sun. For this reason wise men, remembering that love may vary in the end, should not for certain blame or praise women. [Thus it came] that while their origin, social position and their love for their [respective] lords were alike, the conduct of *Kayyā* and of *Sahajā* deserved blame and praise [respectively].

Harṣa (A.D. 1089-1101).

858. She too had been a dancing girl attached to a temple. He had seen her on the dancing-stage, and had taken her as a concubine into the royal seraglio.

859. She made her love shine forth brilliantly, just as [if it were] gold, by entering the pyre after smearing thickly over her limbs the blood of her lover, [which resembled] liquefied red chalk (*gairika*).

860. When she had been a courtesan, she had been favoured also by *Harṣadeva*. Though he, therefore, wished her [to remain alive], she did not renounce death.

861. He (Utkarṣa) was in his twenty-fourth year and had been king for twenty-two days, when he died. After having been left for one night, he was cremated in the morning.

862. Also some quick-eyed [ladies] of his seraglio, who had been on the *Lohara* hill, soon followed his footsteps by the path of fire.

863-865. When the king's followers were disarming his councillors, *Nonaka*, desiring death, refused for a short time to give up his sword, whereupon *Praśastakalaśa*, who belonged to his own band, spoke to him thus: "Who else besides ourselves could be the king's ministers? In [a few] days therefore he will set us free. Considering this, you ought not to throw away your life." Then he made him deliver up his sword, and gave up his own.

866. *Nona[ka]*, *Sillāra*, *Bhaṭṭāra*, *Praśastakalaśa* and the rest were then put in fetters and imprisoned by *Harṣadeva*.

867. In this fashion that wonderful overthrow of a king was effected by *Harṣadeva* in a single day, just as [if he had been] Fate.

868. Many are the kings whom [my narrative has dealt with] some way or another and passed on. [But] now, O ill-luck, a path has been reached which is hard to traverse for the understanding.

869-873. How is it to be related, that story of King *Harṣa* which has seen the rise of all enterprises and yet tells of all failures; which brings to light all [kinds of] settled plans and yet shows the absence of all policy; which

Description of Harṣa's character.

856. Regarding *Kayyā*, comp. vii. 725 sqq.
859. Red chalk (*gairika*) is used in making gold to give it greater brilliancy.
L reads *°pairikampanda°*.
865. L better *samāryajat*.
869. L correctly *°vināśodayaśobhāvaśatrava*.

২০১৬ সালে কর্ণাটক হাইকোর্ট এই দেবদাসী প্রথাকে নিষিদ্ধ করার জন্য আদেশ প্রদান করে।রায়ে বলা হয় মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক,অন্ধ্র প্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর অনেক মন্দিরে এই জঘন্য প্রথার মাধ্যমে অল্প বয়সী কিশোরীদের সারাজীবনের জন্যে দাসী বানিয়ে তাদেরকে অবৈধ যৌনতাতে বাধ্য করা হচ্ছে। রায়ে আরও বলা হয় যে Karnataka Devadasis Prohibition of Dedication Act, 1982, and Maharashtra Devadasis Abolition Act, 2006 এ দেবদাসী প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপের আদেশ দিলেও প্রশাসন এই ব্যাপারে এখনো দৃঢ় পদক্ষেপ না নেয়ায় এই অমানবিক সমস্যাটির সমাধান এখনো নিশ্চিত হয়নি।

https://www.thehindu.com/news/national/act-against-devadasi-system-sc-tells-states/article8229560.ece

According to a report by one-man commission headed by Justice Raghunath Rao in 2015, there are 80,000 Devdasi in Telangana and Andhra Pradesh states.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Devadasi-system-still-exists-in-Telangana-AP-says-report/articleshow/46337859.cms

As per Theguardian.com's 2011 report "The National Commission for Women estimate that there are 48,358 Devadasis currently in India." http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/jan/21/devadasi-india-sex-work-religion

Quoting the National Commission for Women, the authority says there are 2.5 lakh "Devadasi" girls who have been dedicated to Yellamma and Khandoba temples on Maharastra-Karnataka border. This includes 16,624 from Andhra Pradesh, 22,941 from Karnataka and 2,479 from Maharastra. The Devadasi system is prevalent in 10 districts of north Karnataka and 14 districts in Andhra Pradesh.

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/article3246913.ece

http://www.telegraph.co.uk/expat/expatlife/8008562/Indias-prostitutes-of-God.html

পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ১১৩.৪০-৪৬ আমরা শিব মন্দিরের দেবদাসীদের বৈশিষ্ট্য হিসবে দেখি তারা হবে -

১. সুন্দরী ও নৃত্য-গীত পারদর্শী

২. স্থির স্তনযুক্ত

৩. রতিক্রিয়াতে সিদ্ধ

Vasiṣṭha said:

40-46a. O king, you have not asked enough. That is said to be holy which enables one to be more sportive, O king. He should make Śiva's temple white with whitewash on all sides. He should have women who are endowed with beauty and graceful movements, adorned with all ornaments, skilled in (singing) many good songs, and proficient in various kinds of dancing. There should be four, eight, or six women sounding a drum. Two should be powerful, two should be professionals having the bow of a lute and drum-stick. Four should be dancers, and one should be a contented singer. One or two are

V.113.46b-56 2225

said to be knowing singing well and not garrulous. Two should be kept for (playing upon) the lute, and six or eight are silent. All should be beautiful and should have graceful movements. All should be of firm breasts. They should be skilled in the ways of sexual love and should be trustworthy. Their dresses should be of very fine garments, and their eyes unsteady like (flashes of) lightning.

পূর্বে আমরা বেশ্যাদের দ্বারা ব্রাহ্মণদের রতি প্রদান দেখেছি ।বেদ বিরুদ্ধ এই কাজটি ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বজাধারী স্মার্ত পুরোহিতদের সমর্থনেই হয়েছে তা স্মৃতির দিকে তাকালেই বোঝা যায় । যেমন বিষ্ণু স্মৃতি ১৬.১২ **" স্ত্রীরক্ষা তজ্জীবনং চ বৈদেহকানাং"** তে বৈদেহদের বেশ্যাদের রক্ষার কথা আছে । আমরা বাংলা অনুবাদ ও টীকা অনুযায়ী ইংরেজি অনুবাদ দুটোই দিচ্ছি ।

(অর্থাৎ জল্লাদের কার্য্য), বৈদেহদিগের স্ত্রীরক্ষা ও স্ত্রীজীবন এবং সূতদিগের অশ্বসারথ্য (বৃত্তি)। গ্রামবহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরি-

Vaidehakas must earn their livelihood by keeping [dancing girls and other public] women and profiting by what they acquire.- Tr. Manmatha Nath Dutt

গৃহীতবেতনা বেশ্যা নেচ্ছন্তী দ্বিগুণং বহেৎ ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যঃ পুমানপ্যেবমেব চ ।।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ২.২৯৫

অর্থ - বেশ্যা শুল্ক নিয়ে সহবাস না করলে কি দণ্ড হবে বা পুরুষ শুল্ক দিয়ে সহবাস না করলে সে শুল্ক আর ফিরে পাবে না ইত্যাদি ।

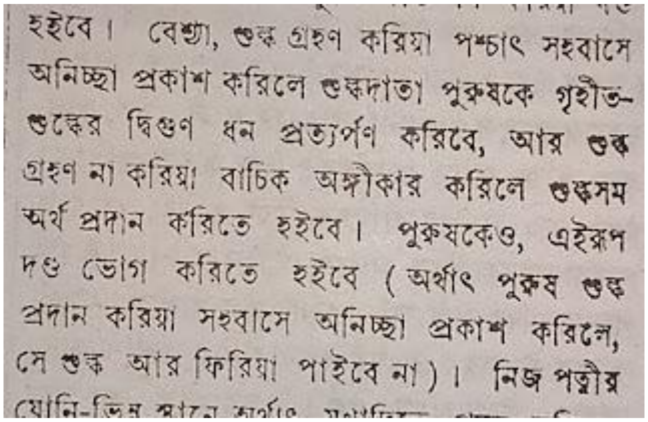

হইবে। বেশ্যা, শুল্ক গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শুল্কদাতা পুরুষকে গৃহীত-শুল্কের দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ করিবে, আর শুল্ক গ্রহণ না করিয়া বাচিক অঙ্গীকার করিলে শুল্কসম অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পুরুষকেও, এইরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে (অর্থাৎ পুরুষ শুল্ক প্রদান করিয়া সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে শুল্ক আর ফিরিয়া পাইবে না)। নিজ পত্নীর

মহর্ষি যদি মন্দির মাত্রেই বিরোধীতা করতেন তবে তিনি ও তার পরে আর্যসমাজ কোন আর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করতো না । এই সামান্য যুক্তিটি যারা বুঝতে অক্ষম তারা কোন যোগ্যতাবলে মহর্ষি কথিত এই গ্রন্থের অপব্যাখ্যা প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে করার দুঃসাহস করে তা চিন্তনীয় বটে । যদিও মূর্খের পক্ষে অগ্নিতেও লম্ফঝম্প করা স্বাভাবিক, পরিশেষে তা তারই বিনাশের কারণ হয় । আর্যসমাজের কিছু বিখ্যাত মন্দির ও যজ্ঞের ছবি নিম্নরূপ-

Arya Samaj Mandir
BhaktiBharat.com
तमसो मा ज्योतिर्गमय

অতঃ সুধী পাঠকগণ , মহর্ষি কোন প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন ও আর্যসমাজ সেই বিষয়গুলোর কেন বিরোধীতা করে তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন । প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কতিপয় ব্যভিচারী অনার্যই তাদের পূর্ব পরম্পরাধারী এসব কুকর্মকারীদের লজ্জা ঢাকার জন্য সাধারণের চোখে ধুলো দিতে আবেগপ্রবণভাবে ছলপূর্বক এসব উপস্থাপন করে । কিন্তু সত্য সূর্যের ন্যায় । তা প্রকাশিত হবেই । এই প্রবন্ধের লেখাতেও তারা সন্তুষ্ট না হলে আরো আছে প্রমাণ আমাদের নিকট, এই প্রবন্ধ যার ২০ শতাংশ মাত্র । ধীরে ধীরে

তাদের বাকি আপত্তিও সব খণ্ডন করা হবে ।
অলমিতি।

কল্পসূত্রে প্রতিমা পূজা নিয়ে অপপ্রচারের জবাব

ইদানীং সাকারবাদীরা বেদে প্রতিমা ও সাকার দেখানোর মিথ্যা প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কল্প ও ব্রাহ্মণাদিতে প্রতিমা পূজা দেখানোর চেষ্টা করছে । আজকে এই পর্বে আমরা কল্পসূত্রের রেফারেন্সগুলোর সত্যতা যাচাই করব -

অথাতোঽপমৃত্যুঞ্জয়কল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ । পুণ্যে নক্ষত্রে জন্মনক্ষত্রে জন্মবারে বা কৃষ্ণাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাং বা দেবালয়ে নদীতীরে গোষ্ঠে পুণ্যতমে স্থলে বা স্বগৃহে বা গোময়েনোপলিপ্য পুণ্যাহং স্বস্ত্যয়নমৃদ্ধিমিতি বাচয়িৎবা অথ দেবয়জনোল্লেখনপ্রভৃত্যাগ্নিমুখাৎ কৃৎবা ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা ইতি প্রায়শ্চিত্তং হুৎবা শ্বেতদূর্বাঃ পালাশসমিধোঽষ্টসহস্রমষ্টশতমষ্টাবিংশতিং বা দধিমধুঘৃতপয়াংসি সমুদায়ুত্য ত্রিয়ম্বকং যজামহে ইতি মন্ত্রেণ হুৎবাথ অপৈতু মৃত্যুঃ পরং মৃত্যো মা নো মহান্তং মা নস্তোকে ত্রিয়ম্বকম্ যে তে সহস্রম্ ইতি হুৎবা স্বিষ্টকৃতমবদায়াথাজ্যাহুতীশ্চোপজুহোতি নক্ষত্রে রাশৌ জাতস্য শর্মণঃ মৃত্যুর্নশ্যৎবায়ুর্বর্ধতাং ভূঃ স্বাহা পূর্ববৎ শর্মণঃ মৃত্যুর্নশ্যৎবায়ুর্বর্ধতাং ভুবঃ স্বাহা পূর্ববৎ শর্মণঃ মৃত্যুর্নশ্যৎবায়ুর্বর্ধতাং স্বঃ স্বাহা পূর্ববৎ শর্মণঃ মৃত্যুর্নশ্যৎবায়ুর্বর্ধতাং ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা ইতি । অথ স্বিষ্টকৃতং হব্যবাহমভিমাতিষাহম্ ইতি পুরোনুবাক্যামনূচ্য স্বিষ্টমগ্ন ইতি যাজ্যযা জুহোতি । জয়াভ্যাতানান্ রাষ্ট্রভৃতঃ ইতি হুৎবা তন্ত্রশেষং সমাপ্য দর্ভস্তম্বে হুতশেষং নিদধাতি তচ্ছংয়োরা বৃণীমহে ইতি । অথ দক্ষিণাং দদ্যাৎ । যথাচার্যস্তুষ্টঃ প্রসন্নহৃদয়ো ভবেৎ তথা দদ্যাৎ । শেষেভ্যোঽপি যথাশক্তি দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ।

আগ্নিবেশ্যগৃহ্যসূত্রম্ ২.৫.৪

अथातोऽपमृत्युञ्जयकल्पं व्याख्यास्यामः । पुण्ये नक्षत्रे जन्मनक्षत्रे जन्मवारे वा कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यां वा देवालये नदीतीरे गोष्ठे पुण्यतमे स्थले वा स्वगृहे वा गोमयेनोपलिप्य पुण्याहं स्वस्त्ययनमृद्धिमिति वाचयित्वा अथ देवयजनोल्लेखनप्रभृत्याग्निमुखात् कृत्वा 'ओं भूर्भुवःस्वः स्वाहा' इति प्रायश्चित्तं हुत्वा श्वेतदूर्वाः पालाशसमिधोऽष्टसहस्रमष्टशतमष्टाविंशतिं वा दधिमधुघृतपयांसि समुदायुत्य 'त्रियम्बकं यजामहे' इति मन्त्रेण हुत्वाथ 'अपैतु मृत्युः', 'परं मृत्यो', 'मा नो महान्तं', 'मा नस्तोके', 'त्रियम्बकम्', 'ये ते सहस्रम्' इति हुत्वा स्विष्टकृतमवदायाथाज्याहुतीश्चोपजुहोति नक्षत्रे राशौ जातस्य शर्मणः 'मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूः स्वाहा', पूर्ववत् शर्मणः 'मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भुवः स्वाहा', पूर्ववत् शर्मणः 'मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां स्वः स्वाहा', पूर्ववत् शर्मणः 'मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूर्भुवःस्वः स्वाहा' (इति) । अथ स्विष्टकृतं 'हव्यवाहमभिमातिषाहम्' इति पुरोनुवाक्यामनूच्य 'स्विष्टमग्ने' इति याज्यया जुहोति । जयाभ्यातानान् राष्ट्रभृतः इति हुत्वा तन्त्रशेषं समाप्य दर्भस्तम्बे हुतशेषं निदधाति 'तच्छंयोरा वृणीमहे' इति । अथ दक्षिणां दद्यात् ।

द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । ८३

यथाचार्यस्तुष्टः प्रसन्नहृदयो भवेत् तथा दद्यात् । शेषेभ्योऽपि यथाशक्ति दत्त्वा ब्राह्मणान् भोजयेत् । ४ ।

লক্ষ্য করুন - এখানে দেবালয় উল্লেখ থাকলেও প্রতিমার কোন উল্লেখ নাই । মজার বিষয় যে গৃহ্যসূত্র থেকে তার প্রতিমা পূজার কথা দেখাতে সচেষ্ট সেই গৃহ্যসূত্রে প্রতিমাপূজার কোন বিধিই নেই । আমাদের চ্যালেঞ্জ তারা পারলে কোন প্রতিমা অর্চনের বিধান দেখাক ।

এখানে দেবালয় বা পরবর্তীতে দেবায়তন অর্থ সম্পর্কে ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বলেছেন তা যজ্ঞাগ্নি ও যজ্ঞবেদী ধরাই সঙ্গত ।

আয়তন বা দেবায়তন যেটি কোথাও সেখানেই মন্দির দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করে পূজার নিদর্শন পেয়ে গেলাম বলে উল্লসিত হওয়া চলে না। গোপীনাথ রাও অবশ্য মূর্তিপূজার সপক্ষে তাঁর অনুমানকে বৈদিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য—"Thus there appears to be evidence enough to suggest that image worship was probably not unknown even to the Vedic Indian, and it seems likely that he was at least occasionally worshipping his gods in the form of image, and continued to do so afterwards also."[২]

এই অভিমত অনুসারে বৈদিক আর্যরা মাঝে মাঝে মূর্তিপূজা করতেন। কিন্তু এরূপ অনুমানের হেতু কি তা মতাধিকারী ব্যক্ত করেন নি। পরন্তু অথর্ববেদের একটি মন্ত্র থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যুগে দেবতাদের বিশেষ

১ Epic Mythology, page 77

২ Elements of Hindu Iconography, page 5.

৩৮ হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

...দিবি যে পৃথিব্যাং যে অন্তরিক্ষ
ওষধীষু পশুষপ্স্বন্তঃ।
তে কৃণ্বন্তু জরসামায়ুরস্মৈ শতমন্যান্
পরিবৃণক্তু মৃত্যূন্।[১]

—যে দেবগণ দ্যুলোকে, যাঁরা পৃথিবীতে, যাঁরা অন্তরীক্ষে ওষধিতে পশুতে এবং জলে আছেন, তাঁরা জরা নাশ করুন, ইঁহাকে (যজমানকে) শতবর্ষ আয়ু দান করুন, (অকাল) মৃত্যুকে পরিহার করুন।

ঋক্ সংহিতায় এবং উপনিষদেও দেবতার সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বাত্মকত্ব মোটেই দুর্লভ নয়। যে দেবগণ স্বর্গে মর্তে অন্তরীক্ষে ওষধিতে বনস্পতিতে পশুতে জীবে জলে স্থলে চরাচরে বিরাজমান তাঁদের বিশেষ কোন আধারে সীমাবদ্ধ কল্পনা সম্ভব নয়। তবে প্রকৃত সত্য রূপকে আবৃত করতে গিয়ে ঋষি-কবি দেবতাদের আকৃতির অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। এমন কি ঋগ্বেদেও একটি মূর্তি কল্পনা ঋগ্বেদে পাই। শুক্ল যজুর্বেদেও মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে।

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা   দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি   মহাদেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশ।[২]

—মহান্ দেব বৃষভরূপে (বৃষ বা ষাঁড়, অন্য অর্থে কামফল বা জল বর্ষণকারী) মর্তলোকে (অথবা মানুষের মধ্যে) প্রবেশ করে গর্জন করছেন। এঁর চারটি

যজ্ঞ বা যজ্ঞ-পুরুষের এই যে মূর্তি কল্পনা, সেই মূর্তি গড়ে যে পূজা করা হোত না, এ কথায় বোধ হয় দ্বিমত হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে বৈদিক

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে দেবমূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। কেউ কেউ রামায়ণে দেবায়তন বা দেবমন্দিরের উল্লেখ পেয়েছেন। কিন্তু

১ মহাঃ বনপর্ব—৮৪।১১২।১২৪ ২ রামাঃ আদিকাণ্ড—৬।১২ ৩ তদেব—১৩-১৫ সর্গ
৪ তদেব, সুন্দরকাণ্ড—১৪।১৩ ৫ তদেব, উত্তরকাণ্ড—২৫।৮-৯ ৬ তদেব—১৫।১৪
৭ উত্তরকাণ্ড—৩৭।১১-১৮ ৮ মহাঃ বনপর্ব—৩৬।৬৫

ভারতে মূর্তিপূজা ৩৭

Hopkins-এর মতে দেবায়তন বা দেবমন্দির কথাটির প্রকৃত অর্থ যজ্ঞাগ্নির বেদী।
"The usual word for a shrine are Ayatana or Devayatana and these words are often translated as temple or chapel ..The ayatana (resting place or support) is originally a mere place for the sacred fire"[১]

[হিন্দুদের দেবদেবী - উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ - ১ম খণ্ড]

মনুস্মৃতি ৩.৭০ ও দেবযজ্ঞের উল্লেখ হয়েছে । সেখানে তা প্রতিমা পূজা নয় বরং হোম/ অগ্নিহোত্রেরই বাচক ।

আর উক্ত অংশের পরবর্তীতে উল্লেখ্য স্বাহা অন্ত বিশিষ্ট বাক্যই সূচিত করছে যে এটা যজ্ঞেরই বাচক ।

अथातोऽपमृत्युञ्जयकल्पं व्याख्यास्यामः । पुष्ये नक्षत्रे जन्मनक्षत्रे जन्मवारे वा कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यां वा देवालये नदीतीरे गोष्ठे पुण्यतमे स्थले वा स्वगृहे वा गोमयेनोपलिप्य पुण्याहं स्वस्त्ययनवृद्धिमिति वाचयित्वा अथ देवयजनोल्लेखनप्रभृत्याग्निमुखात् कृत्वा 'ओं भूर्भुवःस्वः स्वाहा' इति प्राजापत्यं हुत्वा स्वलङ्कृताः पालाशसमिधोऽष्टसहस्रमष्टशतमष्टाविंशतिं वा दधिमधुघृतपयांसि समुदायुत्य 'त्रियम्बकं यजामहे' इति मन्त्रेण हुत्वाथ 'अपैतु मृत्युः', 'परं मृत्यो', 'मा नो महान्तं', 'मा नस्तोके', 'त्रियम्बकम्', 'ये ते सहस्रम्' इति हुत्वा स्विष्टकृतमवदायाथाभ्याहुतीश्चोपजुहोति नक्षत्रे राशौ जातस्य शर्मणः 'मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूः स्वाहा' पूर्ववत् शर्मणः 'मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भुवः स्वाहा' पूर्ववत् शर्मणः 'मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां स्वः स्वाहा', पूर्ववत् शर्मणः 'मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूर्भुवःस्वः स्वाहा' (इति) । अथ स्विष्टकृतं 'हव्यवाहमभिमातिषाहम्' इति पुरोनुवाक्यामनूच्य 'स्विष्टमग्ने' इति याज्यया जुहोति । जयाभ्यातानान् राष्ट्रभृतः इति हुत्वा तन्त्रशेषं समाप्य दर्भस्तम्बे हुतशेषं निदधाति 'तच्छंयोरा वृणीमहे' इति । अथ दक्षिणां दद्यात् ।

द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । ८२

यथाचार्यस्तुष्टः प्रसन्नहृदयो भवेत् तथा दद्यात् । शेषेभ्योऽपि यथाशक्ति दत्त्वा ब्राह्मणान् भोजयेत् ॥ ४ ॥

দেবায়তনানি প্রদক্ষিণং ১৫ ন ধাবেন্ ১৬ ন নিষ্ঠীবেন্ ১৭

শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্রম্ ৪.১২.১৫

পঞ্চদশ খণ্ড (২/১৫/১-১১)

ষড়র্ঘ্য (অর্ঘদান)

যদি অর্ঘলাভের যোগ্য ছয় ব্যক্তির (৪-৯ সূত্র দ্রঃ) যে-কোন একজন তাঁর নিকট সাক্ষাৎ করতে আসেন, তাঁর জন্য গাভী, ছাগ অথবা যে খাদ্য তিনি উপযুক্ত মনে করেন তা প্রস্তুত করবেন। অর্ঘ যেন মাংসবর্জিত না হয়। যজ্ঞের সময়ে বা বিবাহের সময়ে সমাগত অতিথি যেন বলেন, 'প্রস্তুত কর'। আচার্যকে যে পশু অর্ঘ দেওয়া হয় তা অগ্নি-সম্পর্কিত। ঋত্বিককে যে অর্ঘ দেওয়া হয়, তা বৃহস্পতি-সম্পর্কিত। ঋত্বিককে যে অর্ঘ দেওয়া হয়, তা বৃহস্পতি-সম্পর্কিত। শ্বশুরকে অর্ঘ দিলে তা হয় প্রজাপতির সঙ্গে সম্পর্কিত। রাজাকে অর্ঘ দেওয়া হলে তা ইন্দ্র-সম্পর্কিত। বন্ধুকে দিলে তা মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্নাতককে অর্ঘ দিলে তা ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। যদি তিনি বছরে একাধিক সোমযাগ করেনও, যে-সব

১। বিধবা নয় এমন পৌত্রী প্রভৃতি কোন নারীকে।

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র ১৮৯

ঋত্বিক্ তাঁর কাছ থেকে অর্ঘ পেয়েছেন, মাত্র তাঁরাই যাগ করাবেন, যাঁরা পান নি, তাঁরা নন। এখানেও তাই বলা আছে—(পরবর্তী খণ্ড দ্রঃ)।

এখানে অনুবাদে যারা সহজ সরল বাংলা অনুবাদ দেখেন তাদের বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক । বাংলাতে দেবগৃহের চারদিকে প্রদক্ষিণ লেখা । আবার লেখা তিনি দৌড়াবেন না ?

প্রশ্ন হল দেবগৃহটা কি ? আর কে কেন দৌড়াবে না?

মূলতঃ শতপথেও আমরা অগ্নি প্রদক্ষিণ পাই ।

তদু হ্যাপি কুমার্য¬ পরীয়ুঃ । ভগস্য ভজামহা ইতি যা হ বৈ সা রুদ্রস্য স্বসাম্বিকা নাম সা হ বৈ ভগস্যেষ্টে তস্মাদু হাপি কুমার্য পরীয়ুর্ভগস্য ভজামহা ইতি

- শতপথ ২.৬.২.১৩

বলিয়া থাকেন—"মৃত্যু হইতে আমি মুক্ত হইব, অমৃত হইতে নহে।"

১৩। 'আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব' এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও সেই সময় (অগ্নির) চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবেন সেই যে অম্বিকা নামে রুদ্রের ভগিনী, ইনিই সৌভাগ্যের প্রভু (স্বামিনী); সেই জন্য 'আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব' এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও চারিদিকে ভ্রমণ করিবেন।

১৪। ইঁহাদের (পরিভ্রমণের) মন্ত্র আছে—"সুগন্ধযুক্ত ও পতিপ্রদান-কারী ত্র্যম্বককে আমরা পূজা করি। বৃন্ত হইতে কর্কটীফলের ন্যায় ইহা হইতে

অনুবাদঃ *আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব - এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও সেই সময় অগ্নির চতুর্দিকে ভ্রমণ করিবেন ।*

[অনুবাদঃ পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য]

অথ অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমণিকা ১ স্নাতঃ কুমারোঽলঙ্কৃতঃ সর্বসুরভিগন্ধৈঃ মাল্যৈশ্চ যথোপপাদং মাতুরঙ্কগতো যা বান্যা মাতৃস্থানে ২ সকুশপাণিঃ কুশৈর্হোতারমন্বারভতে ৩ সং পূষন্নধ্বনঃ ইতি সূক্তেন প্রত্যৃচং স্থালীপাকস্য হুৎবা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য পূর্বং দেবায়তনং গৎবা সাতপত্রঃ কুমারঃ সুহৃদগৃহাণি চ ৪ ততঃ পর্যেতি ৫ অথ ব্রাহ্মণভোজনম্ ৬

কৌষিতকীগৃহ্যসূত্রম্ ১.১৮.৪

अथ अष्टादशः खण्डः

चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका ॥१॥ स्नातः कुमारोऽलङ्कृतः सर्वसुरभिगन्धैः माल्यैश्च यथोपपादं मातुरङ्कगतो या वान्या मातृस्थाने ॥२॥ सकुशपाणिः कुशैर्होतारमन्वारभते ॥३॥ "सं पूषन्नध्वनः" इति सूक्तेन प्रत्यृचं स्थालीपाकस्य हुत्वा ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्य पूर्वं देवायतनं गत्वा सातपत्रः कुमारः सुहृद्गृहाणि च ॥४॥ ततः पर्येति ॥५॥ अथ ब्राह्मणभोजनम् ॥६॥

अथ अष्टादशः खण्डः

चतु......णिका ॥ चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका कर्तव्या । निष्क्रमणिकेति कर्मणोऽन्वर्थसंज्ञा, यस्कृत्वा निष्क्रामति ॥ १ ॥

स्नातः......स्थाने ॥ स्नातः कुमारः सर्वसुरभिगन्धैर्माल्यैश्च यथोपपादमलङ्कृतः । इह सर्वशब्दो बहुवाची, न कृत्स्नवाची । यथोपपादवचनान्मातुरङ्कगतो भवति, या वान्या मातृस्थाने स्यात् मातृष्वसृपितृव्यभार्यैस्त्वेवंविधा तस्या अङ्कगतो भवति ॥ २ ॥

सकु......भते ॥ स एवंभूतः कुशपाणिर्भूत्वा तैः कुशैर्होतारमन्वारभते । होतारमिति आचार्यमित्यर्थः ॥ ३ ॥

सं पू......णि च ॥ अथाचार्यः "सं पूषन्" इति सूक्तेन प्रत्यृचं स्थालीपाकस्य जुहोति । हुत्वा "सं पूषन्नध्वनस्तिरः" इति भवति हि । ततो ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्याथ सातपत्रः पूर्वं देवायतनं गत्वा ततः सुहृद्गृहाणि च गत्वा ततो ग्रामम् । पूर्वमिति न वक्तव्यम् । आज्ञातक्रमाद्देवायतनगमनस्य पूर्वत्वं किं भवति । एवं तर्हि पूर्वमिति कर्मसमाप्तिज्ञापनार्थम् । कर्म परिसमाप्तम् । इदानीं गन्तव्यानां देशानां देवायतनं पूर्वं गच्छति इति; इतरथा आवापस्थाने गमनमभविष्यत् ॥ ४ ॥

ततः पर्येति ॥ पर्येतीति प्रत्यागच्छतीत्यर्थः ॥ ५ ॥

अथ......जनम् ॥ अथ ब्राह्मणभोजनं कुर्यात् ॥ ६ ॥

উল্লেখ্য এটি শিশুর নিষ্ক্রমণ সংস্কার । ব্রাহ্মণের স্বস্তিবাচনের পর দেবায়তনে গিয়ে তারপর বন্ধুবান্ধবের গৃহে যেতে বলা হয়েছে । টীকায় কোথাও কোন মূর্তি বা প্রতিমার উল্লেখই নেই ।

অন্যান্য গৃহ্যসূত্রে আমরা নিষ্ক্রমণ সংস্কারে এই স্থলে কোন প্রতিমাপূজার বিধি পাই না ।

আর যদি দুর্জনতোষণ ন্যায় অনুযায়ী মেনেও নেই যে ছিলো তাহলে তা বেদের অনুকূলে কি ? স্বয়ং **পূর্ব মীমাংসা ১.৩.১৪** বলেছে *কল্প অপৌরুষেয় নয়* কারণ তাতে বেদ বিরুদ্ধ কথা থাকতে পারে ।

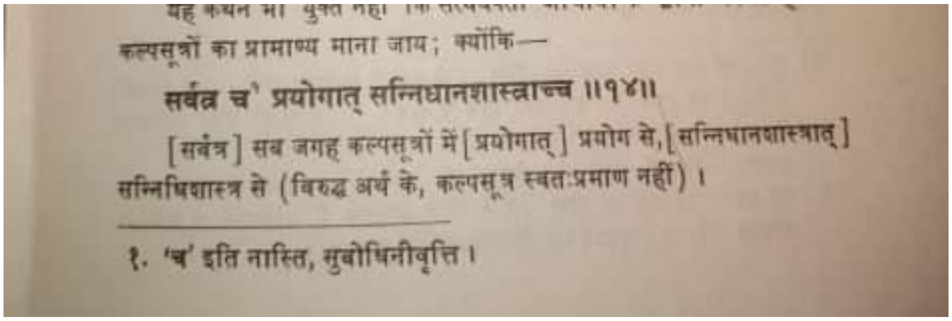
कल्पसूत्रों का प्रामाण्य माना जाय; क्योंकि—

सर्वत्र च¹ प्रयोगात् सन्निधानशास्त्राच्च ॥१४॥

[सर्वत्र] सब जगह कल्पसूत्रों में [प्रयोगात्] प्रयोग से, [सन्निधानशास्त्रात्] सन्निधिशास्त्र से (विरुद्ध अर्थ के, कल्पसूत्र स्वतःप्रमाण नहीं)।

१. 'च' इति नास्ति, सुबोधिनीवृत्ति।

যে গাভীকে আমরা বেদে অঘ্ন্যা ও অদিতি নামে হত্যাযোগ্য নয় মানি সেই গাভীকেই পৌরাণিক ও বামমার্গী তান্ত্রিকগণ হত্যার আদেশ দিয়েছে

শাঙ্খায়ন ২.১৫ এ -

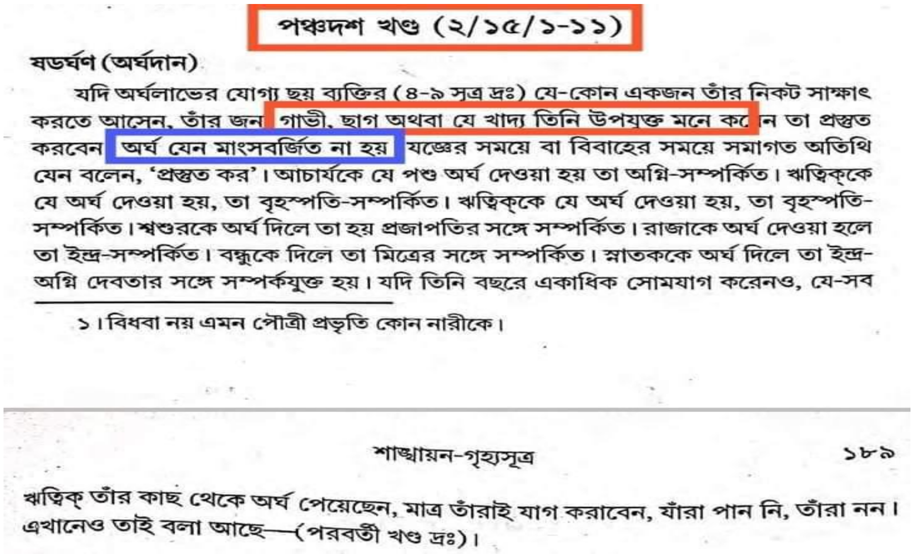
পঞ্চদশ খণ্ড (২/১৫/১-১১)

ষডর্ঘণ (অর্ঘদান)

যদি অর্ঘলাভের যোগ্য ছয় ব্যক্তির (৪-৯ সূত্র দ্রঃ) যে-কোন একজন তাঁর নিকট সাক্ষাৎ করতে আসেন, তাঁর জন্য গাভী, ছাগ অথবা যে খাদ্য তিনি উপযুক্ত মনে করেন তা প্রস্তুত করবেন অর্ঘ যেন মাংসবর্জিত না হয় যজ্ঞের সময়ে বা বিবাহের সময়ে সমাগত অতিথি যেন বলেন, 'প্রস্তুত কর'। আচার্যকে যে পশু অর্ঘ দেওয়া হয় তা অগ্নি-সম্পর্কিত। ঋত্বিক্‌কে যে অর্ঘ দেওয়া হয়, তা বৃহস্পতি-সম্পর্কিত। ঋত্বিক্‌কে যে অর্ঘ দেওয়া হয়, তা বৃহস্পতি-সম্পর্কিত। শ্বশুরকে অর্ঘ দিলে তা হয় প্রজাপতির সঙ্গে সম্পর্কিত। রাজাকে অর্ঘ দেওয়া হলে তা ইন্দ্র-সম্পর্কিত। বন্ধুকে দিলে তা মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্নাতককে অর্ঘ দিলে তা ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। যদি তিনি বছরে একাধিক সোমযাগ করেনও, যে-সব

১। বিধবা নয় এমন পৌত্রী প্রভৃতি কোন নারীকে।

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র ১৮৯

ঋত্বিক্ তাঁর কাছ থেকে অর্ঘ পেয়েছেন, মাত্র তাঁরাই যাগ করাবেন, যাঁরা পান নি, তাঁরা নন। এখানেও তাই বলা আছে—(পরবর্তী খণ্ড দ্রঃ)।

বশিষ্ট স্মৃতি ৪.৮-

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব চ পশুং হিংস্যান্নান্যথেত্যব্রবীন্মনুঃ॥
নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মাদযাগে বধোঽবধঃ॥

অথাপি ব্রাহ্মণায় রাজন্যায় বা অভ্যাগতায় বা মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেদেবমস্যাতিথ্যং কুর্ব্বন্তীতি। উদকক্রিয়ামশৌচঞ্চ দ্বিবর্ষাৎ প্রভৃতি মৃত উভয়ং কুর্য্যাৎ। দন্তজননাদিত্যেকে শরীরমগ্নিনা সংযোজ্যানবেক্ষমাণা অপোঽভ্যবযন্তি।

তৃতস্তত্রস্থা এব সব্যোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যামুদকক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি। অযুগ্মা দক্ষিণামুলাঃ। • পিতৃণাং বা এষা দিগ্ যা দক্ষিণা। গৃহান ব্রজিত্বা স্বস্তরে

সৃষ্টি, ত্রিষ্টুভছন্দোযোগে ক্ষত্রিয়সৃষ্টি ও জগতীচ্ছন্দোযোগে বৈশ্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু শূদ্রকে কোন ছন্দোযোগেই সৃষ্টি করেন নাই; ইহার দ্বারাই শূদ্রের সংস্কারহীনতা বুঝা যাইতেছে। প্রথম তিন বর্ণই শূদ্রের আশ্রয় হইবে। সকল বর্ণই সত্যবাদী, অক্রোধ, দাতা ও হিংসাবিমুখ হইবে এবং সকলেই সন্তানোৎপাদন করিবে। পিতৃকার্য্য দেবপূজা ও অতিথিসৎকারে পশুহিংসা করিতে পারিবে। মনু বলিয়াছেন; মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য—ইহাতেই পশুহিংসা করিবে, অন্যথা পশুহিংসা করিবে না।" প্রাণিহিংসা না করিলে কদাচ মাংস উৎপন্ন হয় না; প্রাণিহিংসাও, স্বর্গজনক নহে; অতএব যাগযজ্ঞে যে প্রাণিহিংসা হয়, তাহা হিংসা হইলে তাহাতে স্বর্গ হইতে পারিত না। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অভ্যাগত হইলে তাহার জন্য মহাবৃষভ বা মহাছাগ পাক করিবে; এইরূপে ইহার আতিথ্য করা নিয়ম। দুইবর্ষ বয়সের পর মরিলে, উদককার্য্য ও অশৌচ গ্রহণ উভয়ই কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, দন্ত-উদ্গম-

গোভিল গৃহ্যসূত্রেও এমন গোহত্যার বিধি দুরাচারীগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে -

কেউ যেন অনুবাদ নিয়ে আবার সংশয় প্রকাশ করবেন না । কারণ বঙ্গকুলতিলক সামবেদাচার্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ই এর টীকাকার ও অনুবাদক -

॥ गोभिलगृह्य सूत्रम ॥

(कौथुमानाम्)

सामगाचार्य्यश्रीसत्यव्रतसामश्रमिणः

टीकया वङ्गानुवादेन च सहितम् ।

কৌথুমী শাখার গৃহ্য সূত্র,

(ভগবান্ গোভিলাচার্য্য প্রণীত)

সামগাচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী কৃত

টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত।

Printed and published by S. V. Samashramee.
At the Satya Press.
No. 16-1. Ghoshes Lane. Calcutta.
1886.

। শাকা ১৮০৭ ।

দেখুন **গোভিল গৃহ্যসূত্র ৩য় প্রপাঠক ৯ম খণ্ড ১৪, ২১-২৪ সূত্র**;

३ प्र. ९ ख. ११—१५सु. २९२

'अन्यत्' क्रियाशेषं. सर्वं 'स्थालीपाकावृता' स्थालीपाकरीत्यैव कार्यं मिति समाप्तापूपाष्टका । १३

স্থালীপাক কাণ্ডে অন্যান্য যে সমস্ত সাধারণ নিয়ম পূর্ব্বে বিহিত হইয়াছে* এখানেও তৎসমস্ত অনুষ্ঠেয় হইবে। ১৩

(১) অপূপাষ্টকা সমাপ্ত।

(২) अथ मांसाष्टका—

तैष्याजर्द्धमष्टम्यां गौः । १४

'तैष्याः' पौषपौर्णमास्याः 'ऊर्द्धम्' परस्तात् 'अष्टम्यां' कृष्णपक्षीयायाम्, 'गौः' आलब्धव्येति शेषः । १४

পৌষ মাসের পৌর্ণমাসীর পরের অষ্টমীতে গোমাংসের দ্বারা মাংসাষ্টকা করিবে। ১৪

अथैनामुदगुत्सृप्य संज्ञपयन्ति। २१

'अथ' अनन्तरम् 'एनाम्' गाम् 'उदक्' अग्नेरुत्तरत: 'उत्सृप्य' उत्सर्पणेन नीत्वा 'संज्ञपयन्ति' हन्युः मारयितार ऋत्विज इति। २२

অনন্তর বধ করিতে প্রস্তুত ঋত্বিকৃগণ, সেই গাভিটীকে অগ্নির উত্তর দিকে লইয়া কাটিয়া ফেলিবে। ২১

তত্র চ—

प्राक्शिरसमुदक्पदीं दैवदैवत्ये दक्षिणाशिरसं प्रत्यक्पदीं पितृदैवत्ये। २२,२३

'दैवदैवत्ये' कार्ये तां 'प्राक्शिरसम् उदक्पदीं' किन्तु पितृदैवत्ये कार्ये 'दक्षिणाशिरसं प्रत्यक्पदीं' संज्ञपेयुरिति। २२,२३

তন্মধ্যে যদি দেবকার্য্যে এই ব্যাপার ঘটে ত পশুর মস্তক পূর্ব্বে থাকিবে এবং পাদগুলিকে উত্তরাভিমুখ রাখিতে হইবে;—যদি পিতৃকার্য্যে হয় ত পশুর মস্তক দক্ষিণে থাকিবে এবং পদ-চতুষ্টয়কে পশ্চিমাভিমুখে রাখিতে হইবে*। ২২,২৩

* এ নিয়ম কেবল এই স্থানের জন্যই নহে।

---

२ प्र. १० ख. २१—२६ सू. २৫৩

संज्ञप्तायां जुहुयाद्यत्पशुर्मायुमकृतेति। २४

'संज्ञप्तायां' तस्यां "यत्पशुर्मायुमकृत (म० ब्रा० २,२,८)" —'इति' मन्त्रेण 'जुहुयात्' आज्य मिति शेषः। २४

সেই গাভিটী কাটা হইলেই "যৎপশু (ম০ ব্রা০ ২,২,৮)" —এই মন্ত্রে আজ্য হোম করিবে। ২৪

৪র্থ প্রপাঠক ৭ম খণ্ড ১৬-১৯ সূত্র,

[redacted]

অনুপযুক্ত স্থানে সমুৎপন্ন অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, তুলিয়া উপযুক্ত স্থানে বসাইবে এবং সেই সময়ে সেই সেই বৃক্ষের সেই সেই দেবতা, হোমাদির দ্বারা অর্চ্চনীয় হইবেন। ১৫

তত্র বাস্তুযাগঃ।—

মধ্যেঽগ্নি মুপসমাধায় কৃষ্ণয়া গবা যজেতা-জেন বা শ্বেতেন সপায়সাভ্যাং পায়সেন বা। ১৬—১৯

'মধ্যে' বাস্তুভবনস্য, 'অগ্নিম্' 'উপসমাধায়' পূর্ব্বোক্তবিধিনা প্রজ্বাল্য 'কৃষ্ণয়া গবা' কৃষ্ণায়াঃ গোঃ মাংসাদিনা 'যজেত' —ইতি প্রথমঃ কল্পঃ। 'শ্বেতেন অজেন বা' যজেতেতি দ্বিতীয়ঃ। 'সপায়সাভ্যাম্' গোঽজাভ্যাম্, পায়সেন চ গোঽজয়োরন্যতরেণ চেতি তৃতীয়ঃ। 'পায়সেন' পায়সমাত্রেণৈব 'বা' চতুর্থঃ কল্পঃ। ১৬—১৯

বাস্তুভূমির মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া কৃষ্ণবর্ণা গাভীর মাংসাদির দ্বারা যাগ করিবে, শ্বেত ছাগের মাংসাদির দ্বারাও এ যাগ হইতে পারে, কৃষ্ণ-গোমাংস বা শ্বেত-ছাগমাংসের সহিত যদি পায়স হয় ত যাগ আরও ভাল হয়, অভাব পক্ষে পায়সের দ্বারাই যাগ সম্পন্ন করিতেপারে। ১৬—১৯

বসা মাজ্য মাংসং পায়স মিতি সংযূয়াষ্টগৃহীতং গৃহীত্বা জুহুয়াদ্বাস্তোষ্পত ইতি প্রথমা বামদেব্যর্চ্চো মহাব্যাহৃতয়ঃ প্রজাপতয়ত্তুরুত্তমা। ২০-২৪

'ইতি' ইমানি বসাদীনি চত্বারি 'সংযূয়' সম্যক্ মিশ্রীকৃত্য মিশ্রিতং তত্ 'অষ্টগৃহীতং' চতুর্দ্ধৃগৃহীত মিব গৃহীত্বা 'জুহুয়াত্'। তত্র "বাস্তোষ্পতে (ম০ ব্রা০ ২,৬,১)"—'ইতি' মন্ত্রেণ

৪র্থ প্রপাঠক ১০ম খণ্ড ১৭ সূত্র,

করিবে; এবারেও মন্ত্রপাঠ আবশ্যক নাই। ইহাতেও সমস্ত নিঃশেষিত না হইলে পানাবশিষ্ট মধুপর্ক কোন শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। ১৬

অর্হগোমুক্তিপ্রকারঃ।—

আচান্তোদকায় গৌরিতি নাপিতস্ত্রির্ব্রূয়াত্। ১৭

ততশ্চ 'আচান্তোদকায়' স্বস্থচিত্তায় অর্হণীয়ায় 'নাপিতঃ' গবাদের্বিশসিতা 'গৌঃ'—ইতি পদং 'ত্রিঃ' ত্রিবারং 'ব্রূয়াত্'। বারত্রয়গোপদোচ্চারণমাত্রেঙ্গিতেন 'অদ্য গৌরিদানী মালভ্যতা ন বা?' ইতি অর্হণীয় মুদ্দিশ্য বিশসিতা নাপিতঃ পৃচ্ছেদিতি। ১৭

পরে যখন সেই অর্হণীয়, মুখ প্রক্ষালণাদি করিয়া স্বচ্ছচিত্ত হইবে তখন খাঁড়াতে নাপিত আসিয়া সেই অর্হণীয়কে বারত্রয় জানাইবে,—"গাভীটী?" অর্থাৎ এখনই কি গাভীটী কাটিতে হইবে ইহাই ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিবে?। ১৭

৪র্থ প্রপাঠক ১০ম খণ্ড ২১ সূত্র,

৪০০ গোভিল-গৃহ্যসূত্রম্.

শ্রৌত—সূত্রাদি অনুসারে যে সকল (জ্যোতিষ্টোমাদি) যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্নস্থানে, অর্থাৎ গৃহ্যসূত্রোক্ত বিবাহাদিস্থানেই উল্লিখিত গো-মোচন ব্যবস্থা জানিতে হইবে। ২০

কুরুতেত্যধিযজ্ঞম্। ২১

'অধিযজ্ঞম্' যজ্ঞম্ অধিকৃত্য আদেশবচনং তু 'কুরুত' বক্তায়া: তস্যা: গো: আলম্ভনম্ 'ইতি' এব। ২১

যজ্ঞে,—খাঁড়াতে কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে "কর" অর্থাৎ "সেই গাভীটাকে বধ কর"—ইহাই আদেশ করিতে হইবে। ২১

অতঃ প্রমাণিত যে উক্ত কল্পসূত্রের কোথায় প্রতিমা পূজার সমর্থন নেই ।

বরুণের রথ ও ঈশ্বরের সাকারত্ব নিরাকরণ

অধুনা পৌরাণিকবৃন্দ ঈশ্বরকে সাকার প্রমাণে নানাবিধ প্রমাণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। তাদের দাবি অনুযায়ী ঈশ্বর রথে করে ভক্তের ডাকে পৃথিবীতে আগমন করেন। আসুন তাদের এই দাবির যথার্থতা যাচাই করি ।

দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি ।
এতা জুষত মে গিরঃ ।।

ঋগ্বেদ ১.২৫.১৮

সায়ণ ভাষ্যঃ *"বিশ্বদর্শতং সর্বৈর্দর্শনীয়ম্ অস্মদনুগ্রহার্থমত্রাবির্ভূতং বরুণং "দর্শং "নু অহং দৃষ্টবান্ খলু । " ক্ষমি ক্ষমায়াং ভূমৌ"রথং বরুণসংবন্ধিনম্ "অধি "দর্শম্ আধিক্যেন দৃষ্টবানস্মি । "এতাঃ উচ্যমানাঃ "মে "গিরঃ মদীয়াঃ স্তুতীঃ "জুষত বরুণঃ সেবিতবান্ ॥ দর্শম্ । দৃশেঃ 'ইরিতো বা ' (পা. সূ. ৩. ১. ৫৭) ইতি চেঃ অঙাদেশঃ । 'ঋদৃশোঽঙি গুণঃ' (পা. সূ. ৭. ৪. ১৬) ইতি গুণঃ । বিশ্বদর্শতম্ । দৃশেঃ ' ভৃমৃদৃশি° ' (উ. সূ. ৩. ৩৯০) ইত্যাদিনা অতচ্প্রত্যয়ান্তো দর্শতশব্দঃ । মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্বপদান্তোদাত্তৎবম্ (পা. সূ. ৬. ২. ১০৬. ২)। যদ্বা । বিশ্বং দর্শনীয়মস্যেতি বহুব্রীহিঃ । 'বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্ ' ইতি পূর্বপদান্তোদাত্তৎবম্ । ক্ষমি । আতো ধাতোঃ ' (পা. সূ. ৬. ৪. ১৪০) ইত্যত্র আতঃ ইতি যোগবিভাগাৎ আকারলোপঃ ॥ বরুণপ্রঘাসেষু 'ইমং মে বরুণ ' ইতি বারুণস্য হবিষঃ অনুবাক্যা । 'পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যাম্' ইতি খণ্ডে সূত্রিতম্-' ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ ' (আশ্ব. শ্রৌ. ২. ১৭) ইতি ॥*

दर्शं नु विश्वदर्शतं दर्शं रथमधि क्षमि । एता जुषत मे गिरः ॥ १८ ॥
दर्शम् । नु । विश्वऽदर्शतम् । दर्शम् । रथम् । अधि । क्षमि । एताः । जुषत । मे । गिरः ॥१८॥

"विश्वदर्शतं सर्वैर्दर्शनीयम् अस्मदनुग्रहार्थमत्राविर्भूतं वरुणं "दर्शं "नु अहं दृष्टवान् खलु । "क्षमि क्षमायां भूमौ "रथं वरुणसंबन्धिनम् "अधि "दर्शम् आधिक्येन दृष्टवानस्मि । "एताः उच्यमानाः "मे "गिरः मदीयाः स्तुतीः "जुषत वरुणः सेवितवान् ॥ दर्शम् । दृशेः 'इरितो वा ' (पा. सू. ३. १. ५७) इति च्लेः अङादेशः । 'ऋदृशोऽङि गुणः ' (पा. सू. ७. ४. १६) इति गुणः । विश्वदर्शतम् । दृशेः 'भृमृदृशि° ' (उ. सू. ३. ३९०) इत्यादिना अतच्प्रत्ययान्तो दर्शतशब्दः । मरुद्वृधादित्वात् पूर्वपदान्तोदात्तत्वम् (पा. सू. ६. २. १०६. २)। यद्वा । विश्वं दर्शनीयमस्येति बहुव्रीहिः । 'बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम् ' इति पूर्वपदान्तोदात्तत्वम् । क्षमि । 'आतो धातोः ' (पा. सू. ६. ४. १४०) इत्यत्र आतः इति योगविभागात् आकारलोपः ॥

वरुणप्रघासेषु ' इमं मे वरुण ' इति वारुणस्य हविषः अनुवाक्या । 'पञ्चम्यां पौर्णमास्याम् ' इति खण्डे सूत्रितम्—' इमं मे वरुण श्रुधि तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः ' (आश्व. श्रौ. २. १७) इति ॥

রমেশচন্দ্র দত্তঃ *সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দেখেছি, ভূমিতে তার রথ বিশেষ করে দেখেছি, আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করেছেন।*

শ্রীদূর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মা অনুবাদ করেছেনঃ

সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি ; পৃথিবীতে তাঁহার গতিবিধি সম্যকরূপে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । আমার উচ্চারিত স্তোত্রসমুদায় তাঁহার নিকট পৌছিয়েছে । (তিনি আমার স্তোত্র সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন)

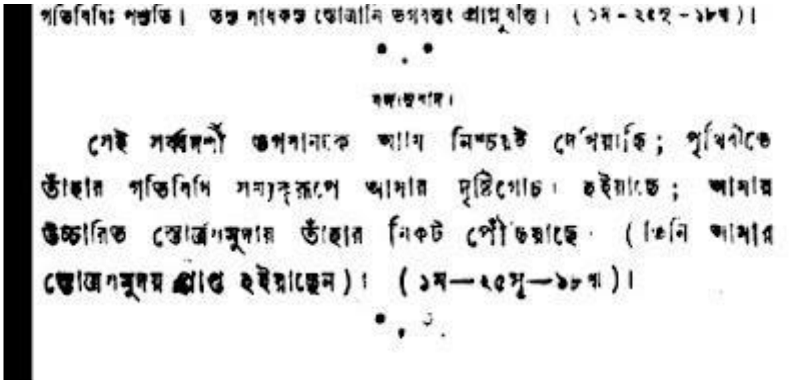
গতিবিধিঃ পশ্যতি। তস্য সাধকস্য স্তোত্রাণি ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তু। (১ম-২৫সূ-১৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে আমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছি; পৃথিবীতে তাঁহার গতিবিধি সম্যক্‌রূপে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; আমার উচ্চারিত স্তোত্রসমুদায় তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে (তিনি আমার স্তোত্রসমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন)। (১ম—২৫সূ—১৮ঋ)।

Ralph T.H. Griffith, [1896] -
Now saw I him whom all may see, I saw his car above the earth:
He hath accepted these my songs.
[https://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv01025.html]

লক্ষ্যণীয় শ্রী দূর্গাদাস লাহিড়ী তার অনুবাদে কোথাও রথের কথা উল্লেখ করেননি । তাহলে এই রথ আসলে কি ? বৈষ্ণবগণ কি এখানের বরুণকে ঈশ্বর মানেন নাকি দেবতা ? সর্বব্যাপক ঈশ্বরের রথ কিভাবে থাকে এবং তিনি যখন সর্বত্রই বিরাজমান তার রথের আবশ্যকতা কি ? রথের উপাদান কি ও তিনি কি রূপে তাতে ভ্রমণ করেন ? রথে করে ভ্রমণ করে কোথায় এবং কোন স্থানে এসেছেন তার প্রমাণ কি ?

আমরা কিছু শব্দ নিয়ে আগে পর্যালোচনা করি -
▶ **ক্ষমিঃ-** সায়ণাচার্য এই ক্ষমিকে পরিবর্তন করে লিখেছেন 'ক্ষমি ক্ষমায়াং ভূমৌ' । কিন্তু নিঘণ্টু **১.১** এ পৃথিবীর নাম হিসেবে আছে - ক্ষা, ক্ষ্মা এবং ক্ষমা ।

अथ निघण्टुः ।

१.१.] अथ प्रथमोऽध्यायः । [पृथिवीनामधेयानि.

गौः । ग्मा । ज्मा । क्ष्मा । क्षा । क्षमा । क्षोणी । क्षितिः । अवनिः । उर्वी । पृथ्वी । मही । रिपः । अदितिः । इळा । निर्ऋतिः । भूः । भूमिः । पूषा । गातुः । गोत्रेति पृथिव्याः [गोत्रेत्येकविंशतिः पृथिवीनामधेयानि] ॥ १ ॥

এখান থেকে পৃথিবী অর্থ করা নিতান্তই কষ্টকল্পনা মাত্র এবং ব্যাকরণ সিদ্ধও নয় । সায়ণাচার্য সাকারপ্রিয়তার ঝোঁকে আশেপাশে পাণিনীয় সূত্র ব্যবহার করলেও এই স্থলে মোটেও তা করেননি । কারণ তিনিও জানেন এরপক্ষে কোন প্রমাণ নেই ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এর ব্যাখ্যা করেছেন -

(ক্ষমি) *ক্ষাম্যন্তি সহন্তে জনা যস্মিন্ ব্যবহারে তস্মিন্ স্থিৎবা । অত্র কৃতো বহুলম্ ইত্যধিকরণে ক্বিপ্ । বা ছন্দসি সর্বে বিধয়ো ভবন্তি ইতি অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি । (অষ্টা০৬.৪.১৫) ইতি দীর্ঘো ন ভবতি*

अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति ॥६।४।१५॥

अनुनासिकस्य ६।१॥ क्विझलोः ७।२॥ क्ङिति ७।१॥ स०—क्विझलोः इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्वः । कश्च ङश्च क्ङौ, क्ङौ इतौ यस्य स क्ङित् तस्मिन्... द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः ॥ अनु०—उपधायाः, अङ्गस्य, दीर्घः ॥ अर्थः—अनुनासिकान्तस्याङ्गस्योपधाया दीर्घो भवति क्विप्रत्यये परतो झलादौ च क्ङिति ॥ उदा०—प्रशान्, प्रतान् । झलादौ किति—शान्तः, शान्तवान्, शान्त्वा, शान्तिः । ङिति—शंशान्तः, तन्तान्तः ॥

भावार्थः—[*अनुनासिकस्य*] अनुनासिकान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ होता है [क्विझलोः] ...

▶ **দর্শং** - সাধারণতঃ অর্থ দেখা । কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণে ঈশ্বর নিরাকার, শুদ্ধসত্ত্ব, সর্বব্যাপক প্রমাণিত ।

(1)ঈশ—৮ (অকায়ম্ বা শরীর রহিত)

(2)কেন—১/৩ (ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না)

(3)কেন—১/৭ (যেসব দৃশ্যমান বস্তুর লোকে উপাসনা করে সেগুলো ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নয়।)

(4)কঠ—১/২/২২(অশরীরী)

(5)কঠ—১/৩/১৫(অরূপ বা রূপহীন)

(6)কঠ—২/৩/৮(অলিঙ্গ বা লিঙ্গহীন বা চিহ্নহীন)

(7)কঠ—২/৩/৯(চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না)

(8)কঠ—২/৩/১২(ব্রহ্ম-বাক্য,মন,চক্ষুর অগোচর)

(9)প্রশ্ন—৪/১০(অশরীরী)

(10)মুণ্ডুক—১/১/৬(অপাণিপাদম্ অচক্ষুশোত্রম্ অর্থাৎ ব্রহ্মের হাত,পা,চক্ষু,কর্ণ নেই।)

(11)মুণ্ডুক—২/১/২(অমূর্ত)

(12)মুণ্ডুক—৩/১/৭(অচিন্ত্যরূপ বা ব্রহ্মের রূপ চিন্তা করা সম্ভব নয়)

(13)মুণ্ডুক—৩/১/৮(চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না।)

(14)তৈত্তেরীয়—২/৭/২(ব্রহ্ম দর্শনাতীত এবং অশরীরী)

(15)শ্বেতাশ্বতর—২/১৫(জন্ম রহিত)

(16)শ্বেতাশ্বতর—৩/১০(অরূপ বা রূপহীন)

(17)শ্বেতাশ্বতর—৩/১৯(অপাণিপাদম্ অর্থাৎ ব্রহ্মের হাত পা নেই)

(18)শ্বেতাশ্বতর—৪/১(বর্ণ রহিত)

(19)শ্বেতাশ্বতর—৪/১৯(মূর্তি বা প্রতিমা নেই)

(20)শ্বেতাশ্বতর—৪/২০(চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন)

(21)শ্বেতাশ্বতর—৪/২১(জন্ম রহিত)

(22)শ্বেতাশ্বতর—৫/১৪(অশরীরী)

(23)শ্বেতাশ্বতর—৬/৮(ব্রহ্মের শরীর এবং ইন্দ্রিয় নেই)

(24)শ্বেতাশ্বতর—৬/৯(লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই এবং তাঁর কোন জনক বা পিতা নেই)

বেদাদি মন্ত্রের ত্রিবিধ অর্থ হয় । সুতরাং আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক অর্থে দর্শন বা পশ্য অর্থ দেখা হলেও আধ্যাত্মিক ভাবে এর অর্থ নিজ হৃদয়ে ও সর্বত্র উপলব্ধি ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী আধিদৈবিক অর্থে লিখেছেন -

(দর্শম্) *পুনঃ পুনর্দ্রষ্টুম্*

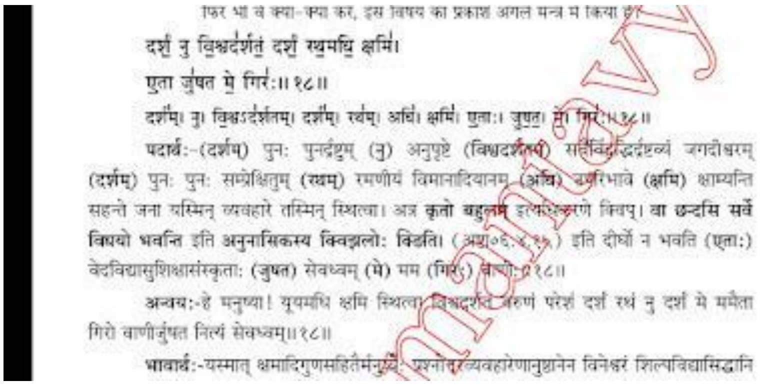
फिर भी वे क्या-क्या कर, इस विषय का प्रकाश अगले मन्त्र में किया है॥

दर्शं नु विश्वदर्शतं दर्शं रथमधि क्षमि।

एता जुषत मे गिरः॥ १८॥

दर्शम्। नु। विश्वऽदर्शतम्। दर्शम्। रथम्। अधि। क्षमि। एताः। जुषत। मे। गिरः॥ १८॥

पदार्थः-(दर्शम्) पुनः पुनर्द्रष्टुम् (नु) अनुपृष्टे (विश्वदर्शतम्) [illegible] जगदीश्वरम् (दर्शम्) पुनः पुनः सम्प्रेक्षितुम् (रथम्) रमणीयं विमानादियानम् (अधि) [illegible] (क्षमि) क्षाम्यन्ति सहन्ते जना यस्मिन् व्यवहारे तस्मिन् स्थित्वा। अत्र कृतो बहुलम् [illegible] क्विप्। वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति इति अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति। ([illegible]) इति दीर्घो न भवति (एताः) वेदविद्यासुशिक्षासंस्कृताः (जुषत) सेवध्वम् (मे) मम (गिरः) [illegible] ॥ १८॥

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयमधि क्षमि स्थित्वा [illegible] परेशं दर्शं रथं नु दर्शं मे ममैता गिरो वाणीर्जुषत नित्यं सेवध्वम्॥ १८॥

भावार्थः-यस्मात् क्षमादिगुणसहितैर्मनुष्यैः [illegible] व्यवहारेणानुष्ठानेन विनेश्वरं शिल्पविद्यासिद्धानि

পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যামার্তণ্ড উক্ত অর্থের পক্ষে অতিরিক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন -

দর্শতঃ - *দৃশেঃ ভৃম দৃশিয়জিপর্বি পচ্যমিতমিনমি হর্য্যিভ্যোऽতচ্*

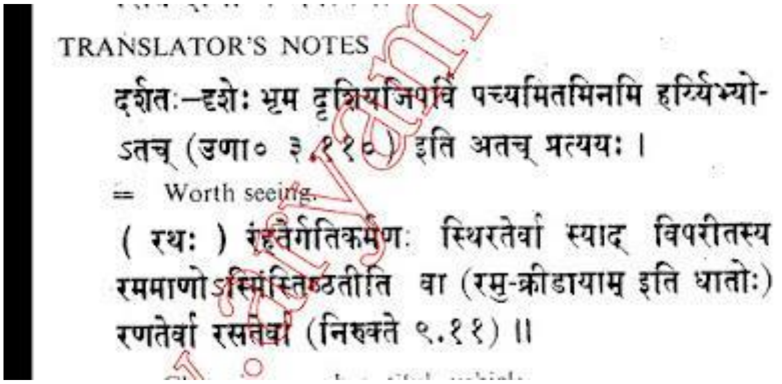

TRANSLATOR'S NOTES

दर्शत:—दृशेः भृम दृशियजिपर्वि पच्यमितमिनमि हर्य्यिभ्योऽतच् (उणा० ३.११०) इति अतच् प्रत्ययः ।

= Worth seeing.

(रथः) रंहतेर्गतिकर्मणः स्थिरतेर्वा स्याद् विपरीतस्य रममाणोऽस्मिंस्तिष्ठतीति वा (रमु-क्रीडायाम् इति धातोः) रणतेर्वा रसतेर्वा (निरुक्ते ९.११) ॥

প্রসঙ্গতঃ অনেকেই ইংরেজি অনুবাদে Seen বা see দেখলে অবোধের ন্যায় উল্লাস প্রকাশ করে থাকেন । আমাদের তাদের নিকট প্রশ্ন যদি অর্থ দেখা-ই হয় তাহলে পাঠক্রমে দর্শন নামক বিষয়ের পঠিতব্য বিষয় কি ? সেখানে দর্শন অর্থ কি ? আমরা ঋষিদের বলি মন্ত্রদ্রষ্টা । তারা মন্ত্রার্থ দর্শন করেছিলেন। তাহলে সেই মন্ত্র বা অর্থ কি তাদের চোখের সমানে দেবনাগরী হরফে স্ক্রিনের ন্যায় ভেসে উঠেছিলো ? নিশ্চয়ই নয় । তাহলে দর্শন অর্থ যে উপলব্ধি তা সহজেই অনুমেয় । আর বেদেই স্পষ্টতঃ আমরা উল্লেখ পাই পরমাত্মাকে হৃদয়ে অনুভবের কথা -

অতঃ উক্ত মন্ত্রের অর্থ আমরা পাচ্ছি -

সংস্কৃতভাষ্যঃ *(দর্শম্) পুনঃ পুনর্দ্রষ্টুম্ (নু) অনুপৃষ্টে (বিশ্বদর্শতম্) সর্বৈর্বিদ্বদ্ভির্দ্রষ্টব্যং জগদীশ্বরম্ (দর্শম্) পুনঃ পুনঃ সম্প্রেক্ষিতুম্ (রথম্) রমণীয়ং বিমানাদিয়ানম্ (অধি) উপরিভাবে (ক্ষমি) ক্ষাম্যন্তি সহন্তে জনা যস্মিন্ ব্যবহারে তস্মিন্ স্থিৎবা । অত্র কৃতো বহুলম্ ইত্যধিকরণে ক্বিপ্ । বা ছন্দসি সর্বে বিধয়ো ভবন্তি ইতি অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি । (অষ্টা০৬.৪.১৫) ইতি দীর্ঘো ন ভবতি (এতাঃ) বেদবিদ্যাসুশিক্ষাসংস্কৃতাঃ (জুষত) সেবধ্বম্ (মে) মম (গিরঃ) বাণীঃ ।*

ভাষানুবাদঃ *হে মনুষ্যগণ ! তুমি (অধিক্ষমি) যে ব্যবহার দ্বারা উত্তম এবং নিকৃষ্ট কথাকে সহ্য করতে হয়, তাতে স্থিত হয়ে (বিশ্বদর্শতম্) যে বিদ্বানগণের জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শনযোগ্য পরমেশ্বর রয়েছেন, তাঁকে (দর্শম্) বারংবার দেখা (রথম্) বিমান আদি যানসমূহকে- (নু) -ও (দর্শম্) পুনঃ-পুনঃ দেখে সিদ্ধ করার জন্য (মে) আমার (গিরঃ) বাণীসমূহকে (জুষত) সদা সেবন করো ।*

মন্ত্রের ভাবার্থ হল - *ক্ষমাদি গুণসমূহে যুক্ত মনুষ্যগণের জানা উচিৎ যে প্রশ্ন এবং উত্তরের ব্যবিহার ব্যতীত পরমেশ্বরকে জানা এবং শিল্পবিদ্যা সিদ্ধ বিমানাদি রথসমূহ তৈরী সম্ভব নয় এবং তাতে যা গুণাদি রয়েছে, তা বিজ্ঞান তথা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়ার জন্য সদা প্রচেষ্টা করা উচিৎ ।*

[ভাষ্যকারঃ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী]

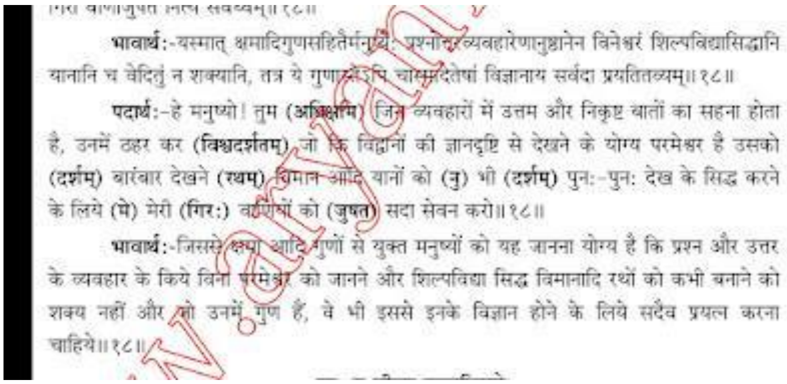

भावार्थ:-यस्मात् क्षमादिगुणसहितैर्मनुष्यैः प्रश्नोत्तरव्यवहारेणानुष्ठानेन विनेश्वरं शिल्पविद्यासिद्धानि यानानि च वेदितुं न शक्यानि, तत्र ये गुणास्तेऽपि चास्मदेतेषां विज्ञानाय सर्वदा प्रयतितव्यम्॥१८॥

पदार्थ:-हे मनुष्यो! तुम (**अधिक्षमि**) जिन व्यवहारों में उत्तम और निकृष्ट बातों का सहना होता है, उनमें ठहर कर (**विश्वदर्शतम्**) जो कि विद्वानों की ज्ञानदृष्टि से देखने के योग्य परमेश्वर है उसको (**दर्शम्**) बारंबार देखने (**रथम्**) विमान आदि यानों को (**नु**) भी (**दर्शम्**) पुनः-पुनः देख के सिद्ध करने के लिये (**मे**) मेरी (**गिरः**) वाणियों को (**जुषत**) सदा सेवन करो॥१८॥

भावार्थ:-जिससे क्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य है कि प्रश्न और उत्तर के व्यवहार के किये विना परमेश्वर को जानने और शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि रथों को कभी बनाने को शक्य नहीं और जो उनमें गुण हैं, वे भी इससे इनके विज्ञान होने के लिये सदैव प्रयत्न करना चाहिये॥१८॥

আধ্যাত্মিক পক্ষে -

(নু) নিশ্চিতরূপে (অধিক্ষমি)ক্ষমাদি সদগুণযুক্ত আমি (বিশ্বদর্শতম্) সমগ্র দৃশ্যমান জগতের প্রভুকে (রথম্) নিজের শরীরের অভ্যন্তরে (দর্শম্) হৃদয়দেশে দর্শন করি। এই প্রভু (মে) আমার (এতাঃ) এই (গিরঃ) স্তুতিকে (জুষত) প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করেছেন ।

[ভাষ্যকারঃ পণ্ডিত শিবশঙ্কর শর্ম্মা]

• **প্রসঙ্গতঃ** এখানে রথ= শরীর

১.

'যদনো বা রথং বা শরীরম্' **[মৈত্রেয়ানী সংহিতা০ ৪।৮।৩]**

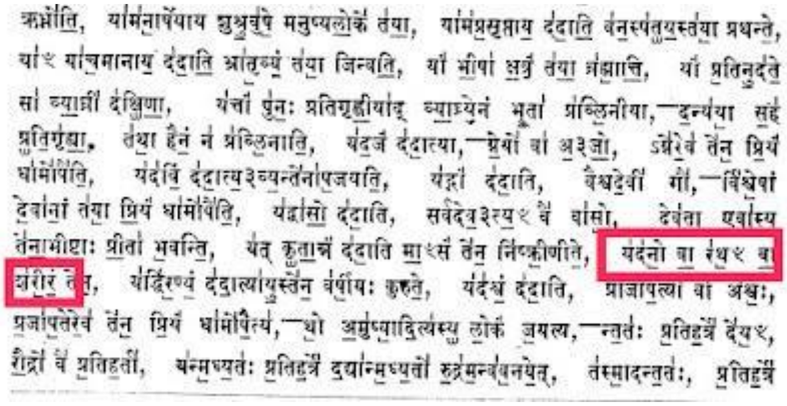

ऋध्नोति, यामनार्षेयाय शुश्रुवुषे मनुष्यलोकं तया, यामप्रसृप्ताय ददाति वनस्पतयस्तया प्रथन्ते, याꣳ याचमानाय ददाति भ्रातृव्यं तया जिन्वति, यां भीषा भयं तया नह्यति, यां प्रतिनुदते सा व्याघ्री दक्षिणा, यच्चां पुनः प्रतिगृह्णीयाद् व्याघ्र्येनं भूता प्रक्लिनीया,—दन्यया सह प्रतिगृह्या, तथा हैनं न प्रक्लिनाति, यदजं ददात्यग्नेयो वा अजो, ऽग्नेरेव तेन प्रियं धामोपैति, यदविं ददात्यवयन्तेनाप्जयति, यद्गां ददाति, वैश्वदेवी गौ,—विश्वेषां देवानां तया प्रियं धामोपैति, यद्वासो ददाति, सर्वदेवत्यꣳ वै वासो, देवता एवास्य तेनाभीष्टाः प्रीता भवन्ति, यत् कृतान्नं ददाति माꣳसं तेन निष्क्रीणीते, यदनो वा रथꣳ वा शरीरं तेन, यद्धिरण्यं ददात्यायुस्तेन वर्षीयः कुरुते, यदश्वं ददाति, प्राजापत्यो वा अश्वः, प्रजापतेरेव तेन प्रियं धामोपैत्य,—थो अमुष्यादित्यस्य लोके जयत्य,—न्ततः प्रतिहर्त्रे देयꣳ, रौद्रो वै प्रतिहर्ता, यन्मध्यतः प्रतिहर्त्रे दद्यान्मध्यतो रुद्रमन्ववनयेत्, तस्मादन्ततः, प्रतिहर्त्रे

২.

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ।।
কঠোপনিষদ ১.৩.৩

পদার্থঃ হে নচিকেতা! (আত্মানম্) জীবাত্মাকে (রথিনম্) রথী (বিদ্ধি) জানবে (তু) এবং (শরীরম্) শরীরকে (এব) নিশ্চিতরূপে (রথম্) রথ জানবে (তু) এবং (বুদ্ধি) বুদ্ধিকে (সারথি) সারথি (বিদ্ধি) জানবে (চ) এবং (এব) নিশ্চিতরূপে (মনঃ) মনকে (প্রগ্রহম্) লাগাম জানবে।।৩।।

সরলার্থঃ হে নচিকেতা! জীবাত্মাকে রথী এবং শরীরকে নিশ্চয়রূপে রথ জানবে, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম বলে জানবে।।৩।।

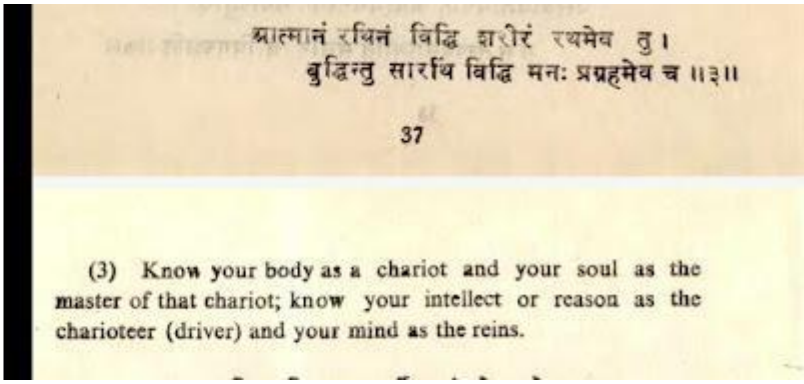
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥

37

(3) Know your body as a chariot and your soul as the master of that chariot; know your intellect or reason as the charioteer (driver) and your mind as the reins.

৩.
এখানে শরীরকে রথের উপমা বিশেষ প্রয়োজনে দেওয়া হয়েছে। কারণ সমস্ত প্রাণিদের মধ্যে মানব শরীরই জ্ঞানপ্রাপ্তি তথা সুখ ভোগের উত্তম অদ্বিতীয় সাধন। নিরুক্তে রথের অর্থ স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে - *"রথঃ রহতের্গতিকর্মণঃ স্থিরতের্বা স্যাদ্ বিপরীতস্য রমমাণোহস্মিংস্তিষ্ঠতীতি বা রয়তের্বা রসতের্বা।" (নিরুক্ত ৯.১১)।*

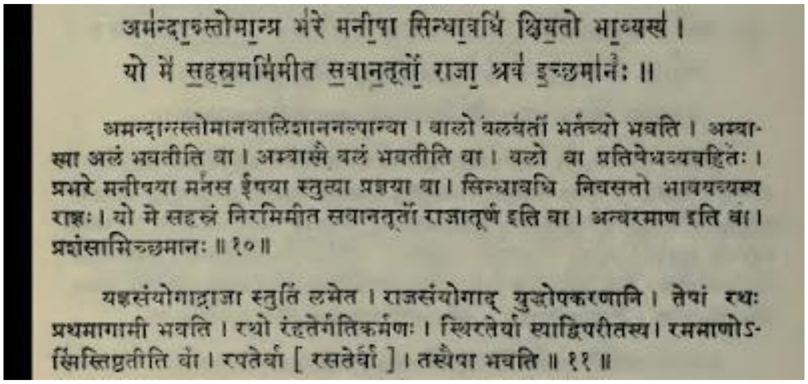
अमन्दान्त्स्तोमान्प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य।
यो मे सहस्रममिमीत सवानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः ॥

अमन्दान्त्स्तोमानबालिशाननल्पान्वा। बालो बलवर्ती भर्तव्यो भवति। अम्बास्मा अलं भवतीति वा। अम्बास्मै बलं भवतीति वा। बलो वा प्रतिषेधव्यवहितः। प्रभरे मनीषया मनस ईषया स्तुत्या प्रज्ञया वा। सिन्धावधि निवसतो भावयव्यस्य राज्ञः। यो मे सहस्रं निरमिमीत सवानतूर्तो राजातूर्ण इति वा। अत्वरमाण इति वा। प्रशंसामिच्छमानः ॥१०॥

यज्ञसंयोगाद्राजा स्तुतिं लभेत। राजसंयोगाद् युद्धोपकरणानि। तेषां रथः प्रथमागामी भवति। रथो रंहतेर्गतिकर्मणः। स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य। रममाणोऽस्मिंस्तिष्ठतीति वा। रपतेर्वा [रसतेर्वा]। तस्यैषा भवति ॥११॥

আর সাকাররূপ ধারণের কথাই যদি আসে তাহলে বৈষ্ণবদের পঞ্চমবেদ বা মহাপ্রামাণ্য এক লক্ষ(?) শ্লোকের প্রামাণিক (?) মহাভারতের আমরা তো দেখি বরুণ পরপত্নী হরণে ব্যস্ত । বেদে কি এই বরুণের আমরা দর্শন(?) পাই ? আগ্রহী পাঠক অনুশাসন পর্বের ১৫৪তম অধ্যায় পড়ে দেখতে পারেন -

[redacted]

হে মহারাজ! মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব বল দেখি, সেই কশ্যপ হইতে কোন্ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ? ভগবান্ সমীরণ কশ্যপের এইরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবন পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি উতথ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ চন্দ্রের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ছিল। চন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের পর মহর্ষি উতথ্যকেই ঐ কন্যার অনুরূপ পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাও উতথ্যকে আপনার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিলাষে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি অত্রি উতথ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক চন্দ্রের সেই কন্যাটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। উতথ্যও বিধানানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। জলাধিপতি বরুণের পূর্ব্বাবধিই ঐ সোমকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ ছিল। এক্ষণে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং একদা ঐ কন্যারে যমুনাজলে অবগাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন। ঐ পুরী ষড়লক্ষ হ্রদে

সুশোভিত, বিবিধ প্রাসাদসমাকীর্ণ ও সর্ব্বকাম সম্পন্ন। উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী আর কুত্রাপি নাই। জলেশ্বর বরুণ সেই রমণীরত্নকে সেই পুরমধ্যে সমানীত করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দেবর্ষি নারদ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতথ্যের কর্ণগোচর করিলেন। উতথ্য নারদের মুখে স্বীয় পত্নীহরণসংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি অবিলম্বে বরুণের নিকট গমন করিয়া বল যে, হে জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত উতথ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ? তুমি লোক-পালক; লোকের ত বিলোপক নহ। ভগবান চন্দ্র উতথ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন; তুমি কেন সেই কন্যা অপহরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি শীঘ্র উতথ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর। উতথ্য এইরূপ আদেশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, জলেশ্বর! তুমি মহর্ষি উতথ্যের পত্নী অপহরণ করাতে তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিলে? বরুণ তাঁহার মুখে উতথ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই মহর্ষিকে কহিও যে

জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত উতথ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ? তুমি লোক-পালক; লোকের ত বিলোপক নহ। ভগবান চন্দ্র উতথ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন; তুমি কেন সেই কন্যা অপহরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি শীঘ্র উতথ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর। উতথ্য এইরূপ আদেশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, জলেশ্বর! তুমি মহর্ষি উতথ্যের পত্নী অপহরণ করাতে তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিলে? বরুণ তাঁহার মুখে উতথ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই মহর্ষিরে কহিও, যে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী আমার নিতান্ত প্রিয়। আমি ইঁহারে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জলাধিপতি এই কথা কহিলে মহর্ষি নারদ অচিরাৎ উতথ্যের নিকট গমন পূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে তাঁহারে কহিলেন, তপোধন! বরুণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহারে তোমার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম; তাহাতে সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমারে গলহস্ত প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়াছে।

সে কিছুতেই তোমার ভার্য্যা তোমারে প্রদান করিবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি উতথ্য বরুণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ সলিল সমুদায় স্তম্ভন পূর্ব্বক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় নীরাধিপতি বরুণ উতথ্য কর্ত্তৃক সলিল সমুদায় পীয়মান দেখিয়া এবং সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও সেই সোমকন্যারে পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর মহর্ষি উতথ্য ক্রোধভরে ভূমিরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ধরিত্রি! এখন তোমার সেই ছয় লক্ষ হ্রদযুক্ত স্থান কোথায়? মহর্ষি উতথ্য এইরূপ কহিবামাত্র সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বরুণের পুর হইতে অপসৃত হইল এবং সেই স্থান উষর ক্ষেত্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি উতথ্য সরস্বতীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত হও। এই স্থানটি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যাক্ত হইয়া অপবিত্র হউক। স্রোতস্বতী সরস্বতী উতথ্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন বরুণ স্বীয় পুরী নিতান্ত জলশূন্য

যজুর্বেদ রুদ্রাধ্যায়ঃ পৌরাণিক আক্ষেপ নিবারণ

বেদের রুদ্রাধ্যায় ১৬ অধ্যায় সমন্ধ্যে পৌরাণিকগণের এই আক্ষেপ যে, দয়ানন্দ জী রুদ্র অর্থ ঈশ্বর কেন মানেন নি। বিষয়টি বিশ্লেষনের পূ্র্বে আমাদের অনান্য ভাষ্যকারদের মত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। যজুর্বেদের পৌরাণিক খ্যাতনামা দুই ভাষ্যকার প্রসিদ্ধ - উব্বট এবং মহিধর। রুদ্র শব্দে এই দুই ভাষ্যকার এর মত এবং এ অধ্যায়ের ক্রমান্বয়ে মন্ত্রগুলো পর্যালোচনা করলে বিষয় টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। back2thevedas.blogspot.com/2018/11/blog-post_27.html#more

যজুর্বেদ ১৬।৫৯ ***"যে ভুতানামধিপতয়"*** মন্ত্রে উব্বট মহিধর রুদ্রশব্দ কে ঈশ্বর পক্ষে লাগান নি বরং ভূতের রক্ষক পক্ষে লাগিয়েছেন যাহাতে ক্ষত্রিয় রাজার আশয় সিদ্ধ হয়।

শুধু এই নয় দেখুন ***"যেতীর্থানি প্রচরন্তিসৃকাহস্তানিষঙ্গিণঃ "*** **যজু ১৬। ৬১**

এই মন্ত্রের ভাষ্য মহিধর লিখেছেন -

"যে রুদ্রা তীর্থানি প্রয়াগকাশ্যাদীনি প্রচরন্তি গচ্ছতি। কীদৃশাঃ। সৃকাহস্তা সৃকা ইত্যায়ুধনাম সৃকা আয়ুধানি হস্তে যেসাং তে "

অর্থঃ

যে রুদ্র প্রয়াগাদি তীর্থে শস্ত্র হাতে নিয়ে বিচরন করেন (নিষঙ্গিণঃ) খড়্গ ধারণ করে।

যে রুদ্রাস্তীর্থানি প্রয়াগকাশ্যাদীনি প্রচরন্তি গচ্ছন্তি। কীদৃশাঃ। সৃকাহস্তাঃ সৃকেত্যায়ুধ-নাম সৃকা আয়ুধানি হস্তে যেষাং তে। নিষঙ্গিণঃ নিষঙ্গাঃ খড়্গা বিদ্যন্তে যেষাং তে। সৃকাহস্তত্বেঽপি নিষঙ্গিত্বোক্তিঃ খড়্গপ্রাধান্যায়। (১৬অ ৬১ম)।

এই বিষয়ে উব্বটও একই অর্থ করেছেন। এই অর্থ দ্বারা সিদ্ধ হয় হয় যে, আপনারও ভাষ্যকার রুদ্র শব্দের অর্থ সব জায়গায় ঈশ্বর মানেন নি।
back2thevedas.blogspot.com/2018/11/blog-post_27.html#more
এই ভাষ্যকারদের মতে রুদ্র শব্দ ক্ষত্রিয় বিশেষ বা দেব বিশেষের বাচকই নয় বরং কোথাও কোথাও চোর ডাকুর বাচক হিসেবে রুদ্র শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই অধ্যায়ের **৬০ নং মন্ত্রে উব্বট** লিখেছেন ***" চোরাদয়ো বা রুদ্রা "*** অর্থ- *রুদ্র শব্দের অর্থ চোর আদি।*

उ० ये पथाम् ये रुद्राः पथां मार्गाणाम् अधिपतय इति शेषः। ये च पथिरक्षयः पन्थानं ये रक्षन्ति। ऐलबृदाः इला-नामन्नानां समूह ऐलम् तत् ये बिभ्रति ते ऐलभृतः सन्तोपि परोक्षवृत्तिना शब्देन ऐलबृदा इत्युच्यन्ते। आयुर्युधः आयु-र्जीवनं पणीकृत्य ये युध्यन्ति ते आयुर्युधः चौरादयो वा रुद्रा वा तेषामित्युक्तम्। ६० ॥

এরূপে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী উক্ত অধ্যায় রাজপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি বলেছেন - **"অথ রাজধর্ম উপদিশ্যতে"** অর্থাৎ ষোড়শ অধ্যায় আরম্ভ হলো। এই অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে রাজধর্মের উপদেশ করা হয়েছে -

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষুবে নমঃ
বাহুভ্যাভূত তে নমঃ।।১।।

ভাষার্থঃ

হে **(রুদ্র)** দুষ্ট শত্রু কে রোদনকারী রাজন! তোমার **(মন্যবে)** ক্রোধযুক্ত বীর পুরুষের জন্য **(নমঃ)** বজ্র প্রাপ্ত হোক

(উতো) এবং **(ইষবে)** শত্রুকে নাশকারী **(তে)** তোমার জন্য **(নমঃ)** অন্ন প্রাপ্ত হোক **(উত)** এবং **(তে)** তোমার **(বাহুভ্যাম্)** ভুজা দ্বারা **(নমঃ)** বজ্র শত্রুকে প্রাপ্ত হোক।। ১।।

নোটঃ মন্ত্রে **দয়ানন্দ জী রুদ্র শব্দের অর্থ রাজন করেছেন।** রুদ্র কে জীব পক্ষে করার পক্ষে তিনি শতপথ এবং উণাদি কোষ থেকে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যথাঃ

"কতমে রুদ্র ইতি দশমে পুরুষ প্রাণা একদশ আত্মা। একাদশ রুদ্রাঃ কস্মাদেতে রুদ্রা যদসম্মান্ মর্তাচ্ছরীরদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি যত্তদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্ রুদ্রা।। ইতি **শতপথ ব্রাহ্মণে [বৃহঃ উপঃ ৩।৯।৪]**

कतमे रुद्रा इति ; दशेमे पुरुषे प्राणाः, आत्मैकादशः ; ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति ; तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥ ४ ॥

4. 'Which are the Rudras?' 'The ten organs in the human body, with the mind as the eleventh. When they depart from this mortal body, they make (one's relatives) weep. Because they then make them weep, therefore they are called Rudras.'

রোদের্ণিলুক্ চ [উণা০ ২.২৪] *অনেনেণাদিগণসূত্রেণ রোদিধাতো রক্ প্রত্যয়ো ণিলুক্ চ। "*

অর্থাৎ রুদ্র কয়টি? অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ উপপ্রাণ এই দশ প্রাণ এবং জীবাত্মা মিলে একাদশ রুদ্র। এই এগারো দেহান্তকালে রোদন করায় বলিয়া রুদ্র বলা হয়।

॥ १७० ॥ रोदेर्णिलुक् च ॥ २—२४ ॥

"रुदिर् अश्रुविमोचने" अस्मात् ण्यन्तात् रक्प्रत्ययः,[१४] तत्सन्नियोगेन णेर्लुक् च भवति । रोदयति अश्रु कारयति अभक्तान् संसारिणो वा रुद्रः

परमात्मा । औरात् दुःखं द्रावयति औपनयतीति नैरुक्ताः । णिलुग्वचनं प्रत्यय-
लक्षणेन गुणो मा भूदिति ॥

এই প্রকার পরবর্তী মন্ত্রগুলো বিচার করলে অধ্যায় টির আশয় পরিষ্কার হয়ে যাবে -

যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শান্তময়া গিরিসন্তাভি চাকশীহি।।২।।

ভাষার্থঃ

হে **(গিরিশন্ত)** মেঘ বা সত্য উপদেশ দ্বারা সুখ পৌছানো **(রুদ্র)** দুষ্ট কে ভয় এবং শ্রেষ্ঠ এর জন্য সুখকারী শিক্ষক বিদ্বান! **(যা)** যে **(তে)** আপনার **(অঘোরা)** ঘোর উপদ্রব রহিত **(অপাপকাশিনী)** সত্য ধর্মের প্রকাশিত কারক **(শিবা)** কল্যাণকারিণী **(তনুঃ)** দেহ বা বিস্তৃত উপদেশ রূপ নীতি **(তয়া)** সেই **(শান্তময়া)** অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত করানো **(তন্বা)** দেহ বা বিস্তৃত উপদেশ কে নীতি দ্বারা **(নঃ)** আমাদের কে আপনি **(অভি চাকশীহি)** সব প্রকারে শীঘ্র শিক্ষা করুন।

पदार्थ:-हे **(गिरिशन्त)** मेघ वा सत्य उपदेश से सुख पहुँचाने वाले **(रुद्र)** दुष्टों को भय और श्रेष्ठों के लिये सुखकारी शिक्षक विद्वन्! **(या)** जो **(ते)** आप की **(अघोरा)** घोर उपद्रव से रहित **(अपापकाशिनी)** सत्य धर्मों को प्रकाशित करने हारी **(शिवा)** कल्याणकारिणी **(तनूः)** देह वा विस्तृत उपदेश रूप नीति है **(तया)** उस **(शन्तमया)** अत्यन्त सुख प्राप्त कराने वाली **(तन्वा)** देह वा विस्तृत उपदेश की नीति से **(नः)** हम लोगों को आप **(अभि, चाकशीहि)** सब ओर से शीघ्र शिक्षा कीजिये॥२॥

भावार्थ:-शिक्षक लोग शिष्यों के लिये धर्मयुक्त नीति की शिक्षा दें और पापों से पृथक् करके कल्याणरूपी कर्मों के आचरण में नियुक्त करें॥२॥

নোটঃ

এই মন্ত্রে সাকারবাদীরা কৈলাসবাসী শিব অর্থে লাগানোর জন্য **(গিরিশন্ত)** এর অর্থ ***"গিরিকৈলাসে স্থিতঃ শং সুখং তনোনীতি গিরিশন্ত"*** গিরি কৈলাশে বসে সুখের বিস্তার করে তাকে "গিরিশন্ত" বলে এরূপ অর্থ করে। **উব্বট আদি আচার্য্য গিরিশন্ত এর তিন প্রকার অর্থ করেছেন - এক যিনি (গিরি) বাণী দ্বারা সুখের বিস্তার করে,দুই যিনি (গিরি) মেঘের বৃষ্টি দ্বারা সুখের বিস্তার করে, তিন যিনি (গিরি) কৈলাশে স্থিত হয়ে সুখের বিস্তার করে।**

हे रुद्र या ते तवेदृशी तनूः शरीरं हे गिरिशन्त तया तन्वा नोऽस्मानभि-
चाकशीहि अभिपश्य । चाकशीतिः पश्यतिकर्मा । कीदृशी तनूः शिवा शान्ता
मङ्गलरूपा । यतोऽघोरा अविषमा सौम्या अत एवापापकाशिनी पापमसुखं का-
शयति प्रकाशयति पापकाशिनी न पापकाशिनी अपापकाशिनी या पुण्यफलमे-
व ददाति न पापफलमित्यर्थः । गिरौ कैलाशे (4.) स्थितः शं सुखं प्राणिनां त-

কিন্তু সাকার প্রেমী পৌরাণিকদের কৈলাশবাসী শিব অর্থে অধিক প্রেম। কারন এতে করে শিবের সাকারত্ব সিদ্ধ হবে।

কিন্তু উক্ত তিন অর্থ দ্বারা কৈলাশবাসী ঈশ্বর কদাপি সিদ্ধ হয় না। কারন গিরি শব্দের অর্থ পর্বতমাত্র। তাহাতে অবস্থান করে সুখের বিস্তার করার আশয় হচ্ছে - **যে রাজ পুরুষ হিমালয়ের উচ্চ শিখরে থাকে তিনিই "গিরিশন্ত" শব্দের বাচ্য (গিরি)** শব্দের অর্থ কৈলাশ নেবার কোন প্রমাণ নেই। বাণী দ্বারা সুখের বিস্তার করে সত্যপদেশক এবং রাজ পুরুষই এখানে অভিপ্রেত। এবং **মেঘ দ্বারা আশয় এই যে মেঘের বৃষ্টির সমান অনবরত সত্যোপদেশ করেন তাকে "গিরিশন্ত" বলে।**

এই কথাগুলো স্পষ্ট করে দেয় যে এই অধ্যায়ে সাকার ঈশ্বরের বর্ণনা নয়, বরং শস্ত্রধারী ক্ষাত্র ধর্মের যোদ্ধার বর্ণনা। কৈলাসবাসী পৌরাণিক শিব এই অধ্যায়ের বিষয় নয়।

যামিষু গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু হিংসীঃ পুরুষ জগৎ।।৩।।

ভাষার্থঃ
হে **(গিরিশন্ত)** মেঘের দ্বারা সুখ পৌছানোকারী সেনাপতি! যেই কারণে তুমি **(অস্তবে)** নিক্ষেপের জন্য **(যাম্)** যেই **(ইষুম্)** বাণ কে **(হস্তে)** হাতে **(বিভর্ষি)** ধারন করেছো, এই জন্য **(তাম্)** তাকে **(শিবাম্)** মঙ্গলকারী **(কুরু)** করো। হে **(গিরিত্র)** বিদ্যার উপদেশক বা মেঘের রক্ষাকারী রাজপুরুষ! তুমি (পুরুষম্) পুরুষার্থযুক্ত মনুষ্যাদি (জগৎ) সংসার কে **(মা)** না **(হিংসী)** মার।।

पदार्थ:-हे (**गिरिशन्त**) मेघ द्वारा सुख पहुंचाने वाले सेनापति! जिस कारण तू (**अस्तवे**) फेंकने के लिये (**याम्**) जिस (**इषुम्**) बाण को (**हस्ते**) हाथ में (**बिभर्षि**) धारण करता है, इसलिये (**ताम्**) उसको (**शिवाम्**) मङ्गलकारी (**कुरु**) कर। हे (**गिरित्र**) विद्या के उपदेशकों वा मेघों की रक्षा करनेहारे राजपुरुष! तू (**पुरुषम्**) पुरुषार्थयुक्त मनुष्यादि (**जगत्**) संसार को (**मा**) मत (**हिंसी:**) मार॥३॥

भावार्थ:-राजपुरुषों को चाहिये कि युद्धविद्या को जान और शस्त्र-अस्त्रों को धारण करके मनुष्यादि श्रेष्ठ प्राणियों को क्लेश न देवें वा न मारें, किन्तु मङ्गलरूप आचरण से सब की रक्षा करें॥३॥

নোটঃ

এখানে বৈদিক ধর্মের মর্যাদায় স্থিত ক্ষত্রিয় কে পাওয়া গেলো। তাহার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যে, "গিরিত্র" সেই বাণ কে আপনি মঙ্গল ময়করুণ যাতে এই বাণ ধর্মার্থ কাম মোক্ষ এই ফল চতুষ্টয়সম্পন্ন জগৎ কে হিংসা না করে। অর্থাৎ রাজপুরুষের উচিৎ যে যুদ্ধবিদ্যাকে জেনে এবং অস্ত্র শস্ত্রের ধারণ করে মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ প্রাণী কে কষ্ট দেবে না কিংবা মারবে না, বরং মঙ্গলময় আচরন দ্বারা সবার রক্ষা করবে।

শিবেন বচসাত্বা গিরি শাচ্ছাবদামসি।
যথা নঃ সর্ব মিজ্জগদ যক্ষ্মং সুমনা অসত্।।৪।।

ভাষ্যার্থঃ

হে **(গিরিশ)** পর্বত বা মেঘে রমণ কারী রোগনাশক বৈদ্যরাজ! তুমি **(সুমনাঃ)** প্রসন্নচিত্র হয়ে আপনি **(যথা)** যেমন **(নঃ)** আমাদের **(সর্বম্)** সমস্ত মনুষ্যাদি জঙ্গম এবং স্থাবর রাজ্য **(অযক্ষ্মম্)** ক্ষয় আদি রাজরোগ থেকে রহিত **(অসত্)** হয় ওইরূপ **(ইত্)** ই **(শিবেন)** কল্যাণকারী **(বচসা)** বচন দ্বারা **(ত্বা)** তোমাকে আমরা **(অচ্ছ বদামসি)** উত্তম বলি।

पदार्थ:-हे (**गिरिश**) पर्वत वा मेघों में सोनेवाले रोगनाशक वैद्यराज! तू (**सुमना:**) प्रसन्नचित्त होकर आप (**यथा**) जैसे (**न:**) हमारा (**सर्वम्**) सब (**जगत्**) मनुष्यादि जङ्गम और स्थावर राज्य (**अयक्ष्मम्**) क्षय आदि राजरोगों से रहित (**असत्**) हो वैसे (**इत्**) ही (**शिवेन**) कल्याणकारी (**वचसा**) वचन से (**त्वा**) तुझ को हम लोग (**अच्छ वदामसि**) अच्छा कहते हैं॥४॥

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो पुरुष वैद्यकशास्त्र को पढ़ पर्वतादि स्थानों की ओषधियों वा जलों की परीक्षा कर और सब के कल्याण के लिये निष्कपटता से रोगों को निवृत्त करके प्रिय वाणी से वर्त्तें, उस वैद्य का सब लोग सत्कार करें॥४॥

নোটঃ

এই মন্ত্রে কেবল এক গিরিষ শব্দ এসেছে যার অর্থ পৌরাণিকরা কৈলাশবাসী শিব করে। বাস্তবে অর্থ এই যে গিরৌপর্বতে ঔষধার্থ শেতে রমতে, ইতি গিরিশ। অর্থাৎ যে পর্বতে ঔষুধ খোজার জন্য শেতে অর্থাৎ অত্যন্ত দক্ষচিত্ত হয়ে রমন করেন। আর এক পদ ধ্যান দেবার যোগ্য যে মন্ত্রে শিব মঙ্গল বাচক শব্দ। যেমন বলা হয় শিবং ভবতু

অর্থাৎ তোমার কল্যাণ হোক। এই প্রকার কেবল শিব শব্দ আসাতে ঈশ্বর গ্রহন হয় না। সামনের মন্ত্রে ভিষক শব্দ স্পষ্ট ভাবে পাঠ রয়েছে যাহাতে মন্ত্র বৈদ্যের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়।

অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যোভিষক্।
অহিংশ্চ সর্বাঞ্জম্ভয়ন্ৎসর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যোহধরাচীঃ পরা সুব।।৫।।

ভাষার্থঃ

হে রোগনাশক বৈদ্য! যে **(প্রথমঃ)** মুখ্য **(দৈব্যঃ)** বিদ্বানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ **(অধিবক্তা)** সব থেকে উত্তম কক্ষের বৈদ্যকশাস্ত্র কে পাঠ করানো তথা **(ভিষক্)** নিদান আদি কে জানা রোগ কে নিবৃত্ত করানোকারী আপনি (সর্বান্) সমস্ত **(অহীন্)** সর্পের তুল্য প্রাণান্ত করানোকারী রোগ কে **(চ)** নিশ্চয় রূপে **(জম্ভয়ন্)** ঔষধি দ্বারা দূর করে **(অধ্যবোচৎ)** অধিক উপদেশ করেন, তো আপনি **(সর্বাঃ)** সমস্ত **(অধরাচীঃ)** নিচ গতি কে পৌছানোকারী **(যাতুধান্যঃ)** রোগকারিণী ঔষধি বা ব্যভিচারিণী স্ত্রী, তাহাকে **(পরা)** দূর **(সুব)** করুন।

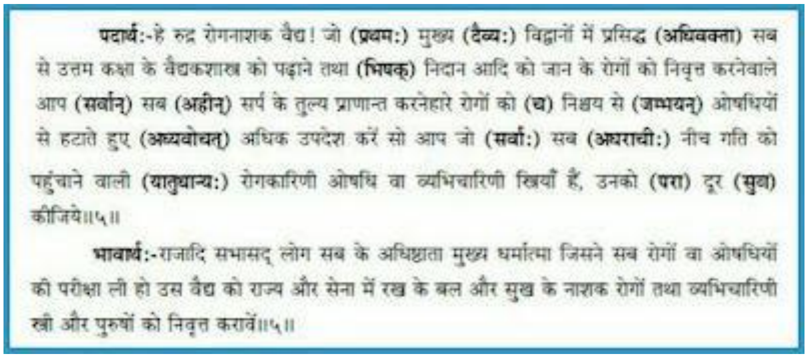

पदार्थः-हे रुद्र रोगनाशक वैद्य! जो **(प्रथमः)** मुख्य **(दैव्यः)** विद्वानों में प्रसिद्ध **(अधिवक्ता)** सब से उत्तम कक्षा के वैद्यकशास्त्र को पढ़ाने तथा **(भिषक्)** निदान आदि को जान के रोगों को निवृत्त करनेवाले आप **(सर्वान्)** सब **(अहीन्)** सर्प के तुल्य प्राणान्त करनेहारे रोगों को **(च)** निश्चय से **(जम्भयन्)** ओषधियों से हटाते हुए **(अध्यवोचत्)** अधिक उपदेश करें सो आप जो **(सर्वाः)** सब **(अधराचीः)** नीच गति को पहुंचाने वाली **(यातुधान्यः)** रोगकारिणी ओषधि वा व्यभिचारिणी स्त्रियाँ हैं, उनको **(परा)** दूर **(सुव)** कीजिये॥५॥

भावार्थः-राजादि सभासद् लोग सब के अधिष्ठाता मुख्य धर्मात्मा जिसने सब रोगों वा ओषधियों की परीक्षा ली हो उस वैद्य को राज्य और सेना में रख के बल और सुख के नाशक रोगों तथा व्यभिचारिणी स्त्री और पुरुषों को निवृत्त करावें॥५॥

নোটঃ

উব্বট এবং মহিধর এই মন্ত্রের অর্থে বিশেষ ভেদ নেই, নিজ মনোর্থে রুদ্র কে বৈদ্য মেনে মন্ত্রার্থ করেছেন। মন্ত্রের বিষয়ে যে বৈদ্যের উপদেশ রয়েছে তাহা তারাও ছাড়তে পারে নি। একটু ভেদ রয়েছেন তা হলো - (যাতুধান্যঃ) এর অর্থ রাক্ষসী করেছেন। অমরকোষের রীতি অনুসারে যাতুধান নাম রাক্ষসের এই কারণে বেদার্থে ভূত প্রেতাদির সন্দেহ প্রদর্শন করেছেন। বাস্তবে **"যাতুনি দুখানি প্রাণিষু ধারয়ন্তীতি যাতুধান্যঃ" যে প্রাণীদের দুঃখ উৎপন্ন করে তাকে যাতুধান্য বলে।**

रुद्रो मामध्यवोचत् अधिवक्तु मां सर्वाधिकं वदतु तेनोक्ते मम सर्वाधिक्यं भ-

वत्त्वित्यर्थः । कीदृशः अधिवक्ता अधिकवदनशीलः प्रथमः सर्वेषां मुख्यः पूज्य-
त्वात् । दैव्यः देवेभ्यो हितः । भिषक् रोगनाशकः स्मरणेनैव रोगनाशाद्भिषक्त्वम् ।
एवं परोऽक्षमुक्त्वा प्रत्यक्षमाह हे रुद्र सर्वा यातुधान्यः यातुधानी राक्षसीः त्वं प-
रासुव परासुव अस्मभ्यो दूरीकुरु । किं कुर्वन् सर्वानहीन्सर्पव्याघ्रादीन्जम्भयन्
विनाशयन् । कीदृशीर्यातुधान्यः अधराचीः अधरेऽधोदेशेऽञ्चन्ति ता अधराच्यः ताः
अधोऽधोगमनशीलाः । यौ समुच्चये सर्पनाशराक्षसीनिपौ सदैव कुर्वित्यर्थः ॥५॥

অসৌ যস্তাম্রোহঅরুণহউত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যে চৈনং রুদ্রাহভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোহবৈষাং হেডহইমহে।।৬।।

ভাষ্যার্থঃ

হে প্রজাস্থ মনুষ্যো! **(যঃ)** যে **(অসৌ)** তিনি **(তাপ্রঃ)** তাম্রবৎ দৃঢাঙ্গ যুক্ত **(হেডঃ)**শত্রুর অনাদর কারী **(অরুণঃ)** সুন্দর গৌরাঙ্গ **(বভূঃ)** কিঞ্চিত হলুদ বা ধূমেলা বর্ণযুক্ত **(উত)** এবং **(সুমঙ্গলঃ)** সুন্দর কল্যাণকারী রাজা হও **(চ)** এবং **(যে)** যে **(সহস্রশঃ)** হাজার **(রুদ্রাঃ)** দুষ্ট কর্ম কারী কে রোদনকারী **(অভিতঃ)** চোর এবং **(দিক্ষু)** পূর্বাদি দিশাতে **(এনম্)** এই রাজার **(শ্রিতাঃ)** আশ্রয়ে অবস্থান করো **(এষাম্)** এই বীরের আশ্রয় নিয়ে আমরা **(অবেমহে)** বিরুদ্ধাচরণের ইচ্ছা করি না।

पदार्थः-हे प्रजास्थ मनुष्यो! **(यः)** जो **(असौ)** वह **(ताम्रः)** ताम्रवत् दृढाङ्गयुक्त **(हेडः)** शत्रुओं का अनादर करने हारा **(अरुणः)** सुन्दर गौराङ्ग **(बभ्रुः)** किञ्चित् पीला वा धुमेला वर्णयुक्त **(उत)** और **(सुमङ्गलः)** सुन्दर कल्याणकारी राजा हो **(च)** और **(ये)** जो **(सहस्रशः)** हजारहों **(रुद्राः)** दुष्ट कर्म करने वालों को रुलानेहारे **(अभितः)** चारों ओर **(दिक्षु)** पूर्वादि दिशाओं में **(एनम्)** इस राजा के **(श्रिताः)** आश्रय से बसते हों **(एषाम्)** इन वीरों का आश्रय लेके हम लोग **(अवेमहे)** विरुद्धाचरण की इच्छा नहीं करते हैं॥६॥

নোটঃ

উব্বট মহিধর মন্ত্র কে সূর্যপক্ষে লাগিয়েছেন এবং অর্থ করেছেন - ***"আদিত্যরূপেন রুদ্রঃ স্তুয়তে....কিরণরূপেন সহস্রসংখ্যাঃ এষাং হেডঃ ক্রোধমম্পদপরাধজং বয়মেব ঈমহে নিবারয়ামঃ ভক্ত্যা নিরাকুর্ম্মঃ।"*** অর্থাৎ রুদ্ররূপ সূর্য্য কে স্তুতি করি। সহস্রসংখ্যক যে কীরণ রয়েছে তাহাকে স্তুতি করি এবং তাহার ক্রোধ আমরা ভক্তি দিয়ে করি। এখানে মহিধর জড় সূর্যাদির উপাসনার তথা ভক্তির ঈঙ্গিত করেছেন নিজ কল্পনা বশতঃ।

আদিত্যরূপেণাত্র রুদ্রঃ স্তূয়তে। যোঽসৌ প্রত্যক্ষো রুদ্রো রবিরূপঃ। চ পুনরর্থে। রুদ্রা এনমভিতোদিক্ষু শ্রিতাঃ। কিরণরূপেণ সহস্রশোঽসংখ্যাঃ এষাং হেডঃ ক্রোধমস্মৎপক্ষাৎ বয়মেব ঈমহে নিবারয়ামঃ ভক্ত্যা নিরাকুর্মঃ। হেড ইতি ক্রোধনাম। 'অভিনির্বৃত্তয়োঃ' (পা০ ২।৩।২) দ্বিতীয়া। যোঽসৌ তাম্রঃ উদয়েঽত্যন্তং রক্তঃ। অরুণঃ রক্তোঽস্তকালে। উতাপি চ বভ্রুঃ পিঙ্গলবর্ণোঽন্তরা। সুমঙ্গলঃ শোভনানি মঙ্গলানি যস্য মঙ্গলরূপঃ রশ্মিদ্বারা সর্বমঙ্গলপ্রবর্তনাৎ। (১৬অ—৬ক)।

অসৌ যোহবসর্পতি নীলগ্রীব বিলোহিত।

উতৈনং গোপাহঅদশ্রন্নুদাহর্য্যঃ স দৃষ্ট মৃডয়াতি নঃ।। ৭।।

পদার্থঃ

(যঃ) যে **(অসৌ)** তিনি **(নীলগ্রীবঃ)** নীলমণির মালা পরিহিতা **(বিলোহিতঃ)** বিবিধ প্রকারের শুভ, গুণ, কর্ম এবং স্বভাব দ্বারা যুক্ত **(রুদ্রঃ)** শত্রুর হিংসক সেনাপতি **(অবসর্পতি)** দুষ্ট থেকে বিরুদ্ধ চলেন। যেই **(এনম্)** ইহাকে **(গোপাঃ)** রক্ষক ভৃত্য **(অদৃশ্রন্)** দেখে **(উত)** এবং **(উদহার্য্যঃ)** জল আনয়নকারী স্ত্রী **(অদৃশ্রন্)** দেখে **(সঃ)** সেই সেনাপতি **(দৃষ্টঃ)** দৃষ্টি দিয়ে **(নঃ)** আমাদের সব ধার্মিক কে **(মৃডয়াতি)** সুখি করেন

back2thevedas.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html#more

पदार्थ:-(य:) जो **(असौ)** वह **(नीलग्रीव:)** नीलमणियों की माला पहिने **(विलोहित:)** विविध प्रकार के शुभ गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त श्रेष्ठ **(रुद्र:)** शत्रुओं का हिंसक सेनापति **(अवसर्पति)** दुष्टों से विरुद्ध चलता है। जिस **(एनम्)** इसको **(गोपा:)** रक्षक भृत्य **(अदृश्रन्)** देखें **(उत)** और **(उदहार्य्य:)** जल लाने वाली कहारी स्त्रियां **(अदृश्रन्)** देखें **(स:)** वह सेनापति **(दृष्ट:)** देखा हुआ **(न:)** हम सब धार्मिकों को **(मृडयाति)** सुखी करे॥७॥

भावार्थ:-जो दुष्टों का विरोधी श्रेष्ठों का प्रिय दर्शनीय सेनापति सब सेनाओं को प्रसन्न करे, वह शत्रुओं को जीत सके॥७॥

নোটঃ

পৌরাণিকরা এই মন্ত্রে নীল কন্ঠের সহায়তা নিয়ে সমুদ্র মন্থন এবং শিবের বিষভক্ষনের কাহিনীর বেদে দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এর খন্ডন করে উব্বটাচার্য্য লিখেছেন **"নীলগ্রীব ইবাস্তং গচ্ছন্ লক্ষতে"** অর্থাৎ সূর্য অস্ত হওয়ার সময় নীল কন্ঠের সমান প্রতীত হয়। সমুদ্র মন্থনের কারণে উত্থিত বিষ পানে যদি শিবের কণ্ঠ নীল হয়েছে এরূপ তত্ত্ব হতো তাহলে উব্বট কেন সূর্যের নীল গ্রীব বললেন? পৌরাণিকদের একটা চিরন্তর অভ্যাস এই যে বেদে যদি তারা পুরাণের একটুও ইঙ্গিত পান সেটাকে একদম পৌরাণিক কাহিনী বানিয়ে ছাড়বে।

योऽसावादित्यरूपोऽवसर्पति उदयास्तमयौ कुर्वन्निरन्तरं गच्छति । उतं गोपा उत गोपाला अपि वेदोक्तसंस्कारहीनाः अदृश्रन्पश्यन्ति । उदहार्यः उदकं हरन्ति ता उदहार्यः मन्थौदनेत्यादिना [पा॰ ६.३.६०.] उदकस्योदादेशः जलहारिण्यो योषितोऽप्येनमदृश्रन्पश्यन्ति । आगोपालाङ्गनादिप्रसिद्ध इत्यर्थः । दृशेर्लुङि इरितो वेति [पा॰ ३.१.५७.] च्लेरङ् रुगागमश्छान्दसः । कीदृशः नीलग्रीवः विषधारणेन नीला ग्रीवा कण्ठो यस्य अस्तमये नीलकण्ठ इव लक्ष्यः । विलोहितः विशेषेण रक्तः । स रुद्रो दृष्टः सन्नोऽस्मान्मृडयाति सुखयतु असौ मण्डलवर्ती रुद्र इव तपतीति ज्ञातः सुखं करोत्वित्यर्थः ॥७॥

নমস্তে নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে।
অথো যেহঅস্য সত্বানোহহং তেভ্যহকরং নমঃ।।৮।।

ভাষ্যার্থঃ

(নীলগ্রীবায়) যাহার কণ্ঠ এবং স্বর শুদ্ধ সেই **(সহস্রাক্ষায়)** হাজার ভৃত্যের কার্য দর্শনশীল **(মীঢুষে)** পরাক্রমযুক্ত সেনাপতির জন্য আমার দানকৃত **(নমঃ)** অন্ন **(অস্তু)** প্রাপ্ত হোক **(অথো)** ইহার অনন্তর **(যে)** যে **(অস্য)** এই সেনাপতির অধিকারে **(সত্বানঃ)** সত্ব গুণ তথা বলা দ্বারা যুক্ত পুরুষ **(তেভ্যঃ)** তাহাদের জন্যও **(অহম্)** আমি **(নমঃ)** অন্নাদি পদার্থ কে **(অক্রম্)** সিদ্ধ করবো।

पदार्थ:-(नीलग्रीवाय) जिसका कण्ठ और स्वर शुद्ध हो उस **(सहस्राक्षाय)** हजारहों भृत्यों के कार्य देखने वाले **(मीढुषे)** पराक्रमयुक्त सेनापति के लिये मेरा दिया **(नम:)** अन्न **(अस्तु)** प्राप्त हो **(अथो)** इसके अनन्तर **(ये)** जो **(अस्य)** इस सेनापति के अधिकार में **(सत्वान:)** सत्त्व गुण तथा बल से युक्त पुरुष हैं **(तेभ्य:)** उनके लिये भी **(अहम्)** मैं **(नम:)** अन्नादि पदार्थों को **(अकरम्)** सिद्ध करूं॥८॥

भावार्थ:-सभापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि अन्नादि पदार्थों से जैसा सत्कार सेनापति का करें, वैसा ही सेना के भृत्यों का भी करें॥८॥

নোটঃ

back2thevedas.blogspot.com/2018/11/blog-post_27.html#more মহীধর এই মন্ত্রের অর্থ করেছেন যে, সেই রুদ্রের ভৃত্য কে নমস্কার করি। ইহাতে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, ইহা রাজধর্মের প্রকরণ মন্ত্র। অন্যথা ভৃত্যকে নমস্কার করার কি তাৎপর্য্য, আমাদের পক্ষে তো ইহা কোন দোষ নয়, কারণ সেনাপতির ভৃত্যও অন্ন দান আদির যোগ্য।

নীলগ্রীবায় নীলকণ্ঠায় রুদ্রায় সহস্রাক্ষ নমস্কারো অস্তু। মীঢুষায়। সহস্রাক্ষায় সহস্রনয়নাপি বন্য ইত্থমপিনে। মীঢুষে সিঞ্চেহিতি মীঢ়্বস্ অষ্টৈ 'মিহ সেচনে' 'দাশ্বান্‌সাহ্বান্মীঢ়্বাংশ্চ' (পা০ ৬।১।১২) ইতি কসন্তো নিপাতঃ। সেকত্বে বৃষ্টিকর্ত্রে পর্জ্জন্য-রূপায়েত্যর্থঃ। তরুণায় বা। অথো অপি চ অস্য রুদ্রস্য যে সত্বানঃ প্রাণিনো ভৃত্যাস্তেভ্যোঽহং নমো নমস্কারমকরং করোমি 'কৃঞ্ করণে' লঙ্ লড়ি উত্তমৈকবচনং ॥৮॥

নমঃ-অন্নাদি পদার্থ **নিঘন্টু** **২.৭**

अन्धः (११) । वाजः । पयः । प्रयः (१२) । पृक्षः । पितुः । सुतः (१३)। सिनम् (१४) । अवः । क्षु (१५) । धासिः । इरा । इळा । इषम् । ऊर्क् । रसः । स्वधा । अर्कः । क्षद्म (१६)। नेमः । ससम् । नमः आयुः । सूनृता । ब्रह्म । वर्चः । कीलालम् । यशः । इत्यष्टाविंशतिरन्ननामानि ॥७॥

প্রমুশ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যোর্জ্যাম্
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তো ভগব বপ।।৯।।

ভাষ্যার্থঃ

হে **(ভগবঃ)** ঐশ্বর্য্যযুক্ত সেনাপতি! **(তে)** তোমার **(হস্তে)** হাতে **(যাঃ)** যে **(ইষবঃ)** বাণ **(তাঃ)** তাহা **(ধন্বনঃ)** ধনুকের **(উভয়োঃ)** উভয় **(আর্ত্ন্যোঃ)** পূর্ব পর কিনারায় **(জ্যাম্)** প্রযত্নে যুক্ত করে শত্রুর উপর **(ত্বম্)** তুমি **(প্র, মুচ্চ)** বলের সাথে ছেড়ে দাও **(চ)** এবং যে তোমার উপর শত্রু বাণ ছুড়েছে তাকে **(পরা, বপ)** দূর করো।

पदार्थः-हे **(भगवः)** ऐश्वर्ययुक्त सेनापते! **(ते)** तेरे **(हस्ते)** हाथ में **(याः)** जो **(इषवः)** बाण हैं **(ताः)** उन को **(धन्वनः)** धनुष् के **(उभयोः)** दोनों **(आर्त्न्योः)** पूर्व पर किनारों की **(ज्याम्)** प्रत्यञ्चा में जोड़ के शत्रुओं पर **(त्वम्)** तू **(प्र, मुञ्च)** बल के साथ छोड़ **(च)** और जो तेरे पर शत्रुओं ने बाण छोड़े हुए हों उन को **(परा, वप)** दूर कर॥९॥

भावार्थः-सेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि धनुष् से बाण चलाकर शत्रुओं को जीतें और शत्रुओं के फेंके हुए बाणों का निवारण करें॥९॥

নোটঃ

এই মন্ত্রে উব্বট মহিধর পৌরাণিক মতানুযায়ী এই ভাষ্য করেছে যে, *"হে ভগবান তোমার ধনুকের উভয় দিকের জ্যা খুলে ফেলো এবং তোমার হাতের বাণ ফেলে দাও "* এখানে এই অর্থ পরিষ্কার না যে এই বাণ ফেলে দেওয়া রুদ্র কে? পৌরাণিক রুদ্রের না কোন অন্য ভগবানের? এখানে তো মিতভাষীর মতো অর্থ করা হয়েছে। **এখানে কি বাণ কে হাত থেকে ফেলে দেবার অর্থ রুদ্র কাউকে না মারে? অথবা কোন শত্রুর উপর নিক্ষেপ করে? যদি প্রথম অর্থ মানা যায় যে রুদ্র নিজ হাত থেকে বাণ ফেলে দিয়ে শান্তরূপ হবে, তো আপনার রুদ্রের রুদ্রত্ব কি থাকলো তবে?** আর যদি শত্রুর উপর নিক্ষেপ করার উপদেশ করা হয় তো রুদ্রের প্রবল শত্রু কে? এ**ভাবে রুদ্র পরমাত্মা পক্ষে এই অর্থ করা উচিৎ নয় কারণ পরমাত্মার কোন শত্রু নেই এই জন্য এই প্রকরণ রাজধর্মের।**

हे भगवः भगं षड्विधमैश्वर्यमस्यास्तीति भगवान् मतुवसो रुः सम्बुद्धौ छन्दसीति [पा० ८.३.१.] रुत्वम् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणेत्युक्तेः हे भगवन्धन्वनः धनुष उभयोरार्त्न्योः द्वयोः कोट्योः स्थितां ज्यां मौर्वीं त्वं प्रमुञ्च दूरीकुरु याश्च ते तव हस्ते इषवः बाणाः ता इषूः परावप पराक्षिप ॥ १ ॥

বিজং ধনুকপির্দিনো বিশাল্যো বাণবাংউত।
অনে শন্নস্য যাহইষব আভূরস্য নিষঙ্গধি।।১০।।

ভাষ্যার্থঃ

হে ধনুর্বেদ জ্ঞাত পুরুষ! **(অস্য)** এই **(কপর্দিনঃ)** প্রসংশিত জটাজুট ধারণকারী সেনাপতির **(ধনুঃ)** ধনুক **(বিজ্যম্)** প্রত্যঞ্চা রহিত না হোক তথা এই **(বিশল্যঃ)** বাণের অগ্রভাগ থেকে রহিত এবং **(আভূঃ)** আয়ুধ থেকে খালী না হোক **(উত)** এবং **(অস্য)** এই অস্ত্র শস্ত্রের ধারণ কারী সেনাপতি কে **(নিষঙ্গধিঃ)** বাণাদি শস্ত্রাস্ত্র কোষ খালি না হোক তথা **(বাণবান্)** বহু বাণ দ্বারা যুক্ত হোক **(যাঃ)** যে **(অস্য)** এই সেনাপতির **(ইষবঃ)** বাণ **(অনেশন্)** নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তাহাকে তোমরা নতুন দাও।

पदार्थ:-हे धनुर्वेद को जानने हारे पुरुषो! **(अस्य)** इस **(कपर्दिन:)** प्रशंसित जटाजूट को धारण करने हारे सेनापति का **(धनु:)** धनुष् **(विज्यम्)** प्रत्यञ्चा से रहित न होवे तथा यह **(विशल्य:)** बाण के अग्रभाग से रहित और **(आभु:)** आयुधों से खाली मत हो **(उत)** और **(अस्य)** इस अस्त्र-शस्त्रों को धारण करने वाले सेनापति की **(निषङ्गधि:)** बाणादि शस्त्रास्त्र कोष खाली मत हो तथा यह **(बाणवान्)** बहुत बाणों से युक्त होवे **(या:)** जो **(अस्य)** इस सेनापति के **(इषव:)** बाण **(अनेशन्)** नष्ट हो जावें, वे इस को तुम लोग नवीन देओ॥१०॥

भावार्थ:-युद्ध की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि धनुष् की प्रत्यञ्चा आदि को दृढ़ और बहुत से बाणों को धारण करें। सेनापति आदि को चाहिये कि लड़ते हुए अपने भृत्यों को देख के यदि उन के पास बाणादि युद्ध के साधन न रहें तो फिर भी दिया करें॥१०॥

নোটঃ

এই মন্ত্রে মহিধর এবং উব্বট অর্থ করেছে যে, " জটাজুটধারীর রুদ্রের ধনুর জ্যা রহিত হোক, তাহার বাণের অগ্রভাগ রহিত হোক, বাণগুলো নষ্ট হোক ও তুণীর শূণ্য হোক"। এবং শেষে বলেছেন - "রুদ্র অস্মান্ প্রনিন্যস্তসর্ব শস্ত্ররিত্বত্যর্থঃ" অর্থাৎ রুদ্র আমাদের জন্য সমস্ত শস্ত্র রহিত হোক।

कपर्दी जटाजूटोऽस्यास्तीति कपर्दी रुद्रस्तस्य धनुः विज्यं मौर्वीरहितमस्तु वि-
गता ज्या यस्य तत् । उतापि बाणवान् बाणा अस्मिन्सन्तीति बाणवान् इषुधिः
(5.) विशल्यो विफलोऽस्तु बाणाग्रगतो लोहभागः शल्यम् इषुधिर्निरग्रबाणो
ऽस्तु । अस्य रुद्रस्य या इषवः ता अनेशन् नश्यन्तु णश अदर्शने नशेरत एत्वम्
अङि वेत्येवम् (6.) पुषादित्वादङ् । अस्य रुद्रस्य निषङ्गधिः निषज्यतेऽइति नि-
षङ्गः खड्गः स धीयतेऽस्मिन्निति निषङ्गधिः कोशः स आभुः रिक्तः खड्गरहितोऽस्तु ।
रुद्र अस्मान्प्रति न्यस्तसर्वशस्त्रोऽस्त्वित्यर्थः ॥१०॥

কিন্তু সামনের ১১ নং মন্ত্রেই শস্ত্রধারী রুদ্রের কাছে পালনের প্রার্থনা করা হয়েছে। তাই এই মন্ত্রে শস্ত্র নাশের প্রার্থনা অসঙ্গত। ১১ নং মন্ত্রার্থ দেখুন -

যা তে হেডিমিঢুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরি ভুজ।।১১।।

ভাষ্যার্থঃ

হে **(মীঢুষ্টম)** অত্যন্ত বীর্যের সেচক সেনাপতি! **(যা)** যে **(তে)** তোমার সেনা এবং যে **(তে)** তোমার **(হস্তে)** হস্তে **(ধনুঃ)** ধনুক তথা **(হেতিঃ)** বজ্র **(বভূব)** হয় **(তয়া)** সেই **(অয়ক্ষ্ময়া)** পরাজয় আদির পীড়া নিবৃত্ত কারী সেনা দ্বারা এবং সেই

ধনুক আদি দ্বারা **(অস্মান্)** আমাদের প্রজা এবং সেনা পুরুষ কে **(ত্বম্)** তুমি **(বিশ্বতঃ)** সব প্রকারে **(ভুজ)** পালন করো।।

पदार्थ:-हे **(मीढुष्टम)** अत्यन्त वीर्य के सेचक सेनापते! **(या)** जो **(ते)** तेरी सेना है और जो **(ते)** तेरे **(हस्ते)** हाथ में **(धनु:)** धनुष् तथा **(हेति:)** वज्र **(बभूव)** हो **(तया)** उस **(अयक्ष्मया)** पराजय आदि की पीड़ा निवृत्त करने हारी सेना से और उस धनुष् आदि से **(अस्मान्)** हम प्रजा और सेना के पुरुषों की **(त्वम्)** तू **(विश्वत:)** सब ओर से **(परि)** अच्छे प्रकार **(भुज)** पालना कर॥११॥

भावार्थ:-विद्या और अवस्था में वृद्ध उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि सेनापति आदि को ऐसा उपदेश करें कि आप लोगों के अधिकार में जितना सेना आदि बल है, उससे सब श्रेष्ठों की सब प्रकार रक्षा किया करें और दुष्टों को ताड़ना दिया करें॥११॥

back2thevedas.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html#more

নোটঃ

এই মন্ত্রের অর্থে মহিধর বলেছেন - ***"হে কামবর্ষী তোমার হাতে যে ধনুকরূপ আয়ুধ আছে তা দ্বারা আমাদের সকল দিক হতে রক্ষা করো।"*** কিন্তু **পূর্বের মন্ত্রেই রুদ্র কে শস্ত্রনাশের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। রুদ্র কে শস্ত্রহীন প্রার্থনা করে আবার শস্ত্রধারী রুদ্রের নিকট পালন প্রার্থনা প্রকরণ বিরুদ্ধ তথা অসঙ্গত।** এর পর ১৫ এবং ১৬ নং মন্ত্রে একজন সেনাপতির যুদ্ধের বিধি নিষেধের বর্ণনা করা হচ্ছে-

अतिशयेन मीढ्वान्मीढुष्टमः तसौ मत्वर्थे इति [पा० १.४.१९.] भसंज्ञायां वसोः सम्प्रसारणम् [पा० ६.४.१३१.] षत्वष्टुत्वे हे मीढुष्टम सेनान्यम् ववर्षुक ते तव हस्ते या धनुः हेतिः धनूरूपमायुधं (7.) बभूव अस्ति हकं ते-पदं पादपूरणाय । तया धनूरूपया हेत्या विश्वतः सर्वतोऽस्मान्परिभुज परिपालय भुजेर्विकरणव्यत्यये (8.) शप्रत्ययः । कीदृश्या तया अयक्ष्मया नास्ति यक्ष्मा रोगो यस्यास्तया निरुपद्रवया दृढया अनुपद्रवकारिण्या वा ॥११॥

মা নো মহান্তমুত মা নোহঅর্ভকং মা নোহউক্ষন্তমুত মা নোহউক্ষিতম্।
মা নো বধীঃ পিতরং মাতে মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষ।।১৫।।

পদার্থঃ

হে **(রুদ্র)** যুদ্ধের সেনার অধিকারী বিদ্বান পুরুষ! আপনি **(নঃ)** আমাদের (উত্তম গুন দ্বারা যুক্ত পূজ্য কে **(মা)** না **(উত)** এবং **(অর্ভকম্)** ছোট ক্ষুদ্র পুরুষ কে **(মা)** না **(নঃ)** আমাদের **(উক্ষন্তম্)** গর্ভাধান কারী কে **(মা)** না **(উত)** এবং **(নঃ)** আমাদের **(উক্ষিতম্)** গর্ভ কে **(মা)** না **(নঃ)** আমাদের **(পিতরম্)** পালন কারী পিতা কে **(মা)** না **(উত)** এবং **(নঃ)** আমাদের **(মাতরম্)** মান্য কারক মাতা কেও **(মা)** না **(বধীঃ)** মারো এবং **(নঃ)** আমাদের **(প্রিয়া)** স্ত্রী আদির প্রিয় **(তন্বঃ)** শরীর কে **(মা)** না **(রীরিষঃ)** মারো।

पदार्थ:-हे **(रुद्र)** युद्ध की सेना के अधिकारी विद्वन् पुरुष! आप **(नः)** हमारे **(महान्तम्)** उत्तम गुणों से युक्त पूज्य को **(मा)** मत **(उत)** और **(अर्भकम्)** छोटे क्षुद्र पुरुष को **(मा)** मत **(नः)** हमारे **(उक्षन्तम्)** गर्भाधान करने हारे को **(मा)** मत **(उत)** और **(नः)** हमारे **(उक्षितम्)** गर्भ को **(मा)** मत **(नः)** हमारे **(पितरम्)** पालन करने हारे पिता को **(मा)** मत **(उत)** और **(नः)** हमारी **(मातरम्)** मान्य करने हारी माता को भी **(मा)** मत **(वधीः)** मारिये और **(नः)** हमारे **(प्रियाः)** स्त्री आदि के पियारे **(तन्वः)** शरीरों को **(मा)** मत **(रीरिषः)** मारिये॥१५॥

भावार्थ:-योद्धा लोगों को चाहिये कि युद्ध के समय वृद्धों, बालकों, युद्ध से हटने वाले ज्वानों, गर्भों, योद्धाओं के माता पितरों, सब स्त्रियों, युद्ध के देखने वा प्रबन्ध करने वालों और दूतों को न मारें, किन्तु शत्रुओं के सम्बन्धी मनुष्यों को सदा वश में रक्खें॥१५॥

ভাবার্থঃ

যোদ্ধা লোকের উচিৎ যে যুদ্ধের সময় বৃদ্ধ, বালক, যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হওয়া, গর্ভ, যোদ্ধার মাতা পিতা সমস্ত স্ত্রী, যুদ্ধ দেখা বা প্রবন্ৎ কারী এবং দুত কে মারবে নন, কিন্তু শত্রুর সম্বন্ধী মনুষ্য কে সদা বশে রাখবে।

মা নস্তোকে তনয়ে মা নহআয়ুষি মা নো গোষু মা নোহঅশ্বেষু রীরিষ।
মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত ত্বা হবামহে।।১৬।।

ভাষ্যার্থঃ হে **(রুদ্র)** সেনাপতি! তুমি **(নঃ)** আমাদের **(তোকে)** তৎকাল উৎপন্ন সন্তান কে **(মা)** না **(নঃ)** আমাদের **(তনয়ে)** পাঁচ বর্ষের উপর অবস্থার বালক কে **(মা)** না **(নঃ)** আমাদের **(আয়ুধি)** অবস্থা কে **(মা)** না **(নঃ)** আমাদের **(গোষু)** গাভী, ভেড়া ছাগল আদি কে **(মা)** না **(নঃ)** আমাদের এবং **(অশ্বেষু)** ঘোড়া, হাতি এবং উট আদি কে **(মা)** না **(রীরিষঃ)** মারো এবং **(নঃ)** আমাদের **(ভামিনঃ)** ক্রোধ কে প্রাপ্ত **(বীরান্)** শূরবীর কে **(মা)** না **(বধীঃ)** মার। ইহা দ্বারা **(হবিষ্মন্তঃ)** অনেক দেওয়া নেওয়ার যোগ্য বস্তু দ্বারা যুক্ত আমরা **(সদস্)** ন্যায়ে স্থির **(ত্বা)** তোমাকে **(ইত্)** ই **(হবামহে)** স্বীকার করি।।

पदार्थ:-हे **(रुद्र)** सेनापति! तू **(नः)** हमारे **(तोके)** तत्काल उत्पन्न हुए सन्तान को **(मा)** मत **(नः)** हमारे **(तनये)** पांच वर्ष से ऊपर अवस्था के बालक को **(मा)** मत **(नः)** हमारी **(आयुषि)** अवस्था को **(मा)** मत **(नः)** हमारे **(गोषु)** गौ, भेड़, बकरी आदि को **(मा)** मत **(नः)** हमारे और **(अश्वेषु)** घोड़े, हाथी और ऊंट आदि को **(मा)** मत **(रीरिषः)** मार और **(नः)** हमारे **(भामिनः)** क्रोध को प्राप्त हुए **(वीरान्)** शूरवीरों को **(मा)** मत **(वधीः)** मार। इस से **(हविष्मन्तः)** बहुत से देने-लेने योग्य वस्तुओं से युक्त हम लोग **(सदम्)** न्याय में स्थिर **(त्वा)** तुझ को **(इत्)** ही **(हवामहे)** स्वीकार करते हैं॥१६॥

भावार्थ:-राजपुरुषों को चाहिये कि अपने वा प्रजा के बालकों, कुमार और गौ, घोड़े आदि; वीर, उपकारी जीवों की कभी हत्या न करें और बाल्यावस्था में विवाह कर व्यभिचार से अवस्था की हानि भी न करें। गौ आदि पशु दूध आदि पदार्थों को देने से सब का उपकार करते हैं, उससे उन की सदैव वृद्धि करें॥१६॥

ভাবার্থঃ

রাজপুরুষের উচিৎ যে আপন প্রজার বালক, কুমার এবং গাভী, ঘোড়া আদি, বীর, উপকারী জীব কে কখনো হত্যা করবে না এবং বাল্যাবস্থায় বিবাহ করে ব্যভিচার দ্বারা অবস্থার হানি করবে না। গাভী আদি পশু দুধ আদি পদার্থ কে দান দ্বারা সবার উপকার করে, তাহাকে সদৈব বৃদ্ধি করবে।

উপরোক্ত মন্ত্র দুটিতে ক্ষাত্রধর্মের জন্য হননের নিয়ম বেধে দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন মানুষদের হনন করা উচিৎ নয়। এরূপ উত্তম শিক্ষা ইহাই সিদ্ধ করে যে এটা ক্ষাত্রধর্ম শিক্ষার প্রকরণ। কারন এখানে নানা প্রকার শস্ত্রের বর্ণন এবং সেনা সেনাপতির বর্ণন পাওয়া যায়। কিন্তু পৌরাণিক রুদ্রের সেনা শস্ত্রাদির কি আবশ্যকতা? যখন তিনি নিজেই ঈশ্বর সেনা আর শস্ত্রের কি প্রয়োজন?

যদি বলা হয় যে, সাকারবাদীর মতে ঈশ্বরের শস্ত্রধারী হওয়াতে কোন দোষ নেই, যেমন রামচন্দ্রাদি ধনুক ধারী ছিলেন। এর উত্তর এই যে, রামচন্দ্রাদির সমান সাকার রুদ্র যদি মানা হয় তবে পুরাণ মতে রুদ্রের উৎপত্তি ব্রহ্মার থেকে। **কূর্মপুরাণের ১০ম অধ্যায়ে রুদ্রের উৎপত্তির বর্ণনা** এভাবে রয়েছে -

"ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির জন্য অনেক তপ করলেন, এবং কোন কিছু উৎপন্ন না হলে তখন ব্রহ্মার চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ে পড়লো । এবং সেই অশ্রু বিন্দু থেকে ভূত প্রেত উৎপন্ন হলো। তারপর ক্রোধে ব্রহ্মা দেহত্যাগ করলেন। সেই সময় ব্রহ্মার মুখ থেকে সূর্যের মতো অগ্নির তুল্য রুদ্র প্রাদুর্ভূত হলেন। তা দেখে মহাদেব ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাই দেখে ব্রহ্মা বললেন, কেঁদো না। তিনি আরো বললেন তুমি রোদন করছো বলে জহতে তোমার নাম হবে রুদ্র।" [সংক্ষেপিত]

পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা গোবিন্দের কাছ থেকে চেতনা পেয়ে প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় অত্যন্ত দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ তপস্যাতেও ব্রহ্মার কোন ফল হল না। এতে ব্রহ্মার দুঃখ হল আর সেই দুঃখ থেকে উৎপন্ন হল ক্রোধ। ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার দু'চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল। সেই অশ্রুবিন্দু থেকে জন্ম নিল ভূত-প্রেতগণ। ব্রহ্মা এই সব ভূত-প্রেতদের সম্মুখে দেখে নিজেকেই নিন্দা করতে লাগলেন। তারপর ক্রোধে অধীর হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মার মুখ থেকে সহস্র সূর্যের মতো, প্রলয়কালীন অগ্নির তুল্য, প্রাণময় রুদ্রগণ প্রাদুর্ভূত হলেন। তাই দেখে দেবদেব স্বয়ং মহাদেব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা রোদনকারী মহাদেবকে বললেন, কেঁদো না। তিনি আরও বললেন, তুমি রোদন করছ বলে জগতে তোমার নাম হবে রুদ্র। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে আরও সাতটি নাম দিলেন, পত্নী দিলেন, অবিনাশী পুত্রসমূহ দিলেন। আর তাঁদের আটটি স্থানও দিলেন। এই অপর সাতটি নাম হল—ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। আটটি মূর্তি হল—সূর্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্র। যে সমস্ত ব্যক্তি এই সব স্থানে রুদ্রদের ধ্যান ও প্রণাম করে, অষ্টমূর্তি মহাদেব তাঁদের পরম পদ দান করেন। তাঁর আটজন পত্নীর নাম যথাক্রমে সুবর্চলা, উমা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক, দীক্ষা আর রোহিণী। আটজন পুত্র হলেন—শনৈশ্চর, শুক্র, মঙ্গল, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তক আর বুধ।

পুরাণের এই উদ্ধৃতি অনুসারে রুদ্রের উৎপত্তি ব্রহ্মার থেকে বলা হয়েছে। আর পৌরাণিক মতানুসারে ব্রহ্মাই সর্বপ্রথম বেদ জ্ঞান লাভ করেন। তাহলে যে রুদ্রের উৎপত্তি ব্রহ্মার থেকে এবং যে রুদ্র নাম ব্রহ্মাই দিলেন তাহলে সে রুদ্রের বর্ণনা বেদে থাকা কিভাবে সম্ভব? এ থেকে স্পষ্ট যে বেদে কোন পৌরানিক রুদ্রের বর্ণনা নেই। আমরা উব্বট, মহিধর আদি আচার্যের ভাষ্য অনুসারে দেখিয়েছি যে, এ অধ্যায়ে রুদ্র সর্বত্র ঈশ্বর পক্ষে তাহারাও ঘটান নি। বরং এখানে সাকার রূপ যে রুদ্রের বর্ননা পাওয়া যায় তাতে ক্ষাত্র ধর্মের যোদ্ধার বর্ননাই সিদ্ধ হয় যা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু সেসব পৌরাণিকগণ "যাতে রুদ্র শিবা তনুঃ" এই মন্ত্র দ্বারা রুদ্রের শরীর সিদ্ধ করতে মন্ত্রটিকে ঈশ্বর পক্ষে লাগিয়ে যারা ঈশ্বরের সাকারত্বের পক্ষে ওকালতি করে তারা উক্ত অধ্যায়ের নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলোতে রুদ্রের অর্থ কি করবে?

যজুর্বেদে ১৬।২১ - বঞ্চনাকারী প্রতারক রুপী রুদ্রকে নমস্কার, চোরদের পালক রুদ্রকে নমস্কার.... ক্ষেত্রাদিতে ধান্য অপহরনকারীর পালক রুদ্রকে নমস্কার, রাতে অসিহস্তে বিচরণশীল রুদ্র কে নমস্কার, লোকদের মেরে চুরি করে যারা, তাদের পালক রুদ্রকে নমস্কার।

যজুর্বেদ ১৬।২২ - উষ্ণীষ দিয়ে মুখে ডেকে ডেকে গ্রামের পথে যারা বস্ত্রাদি চুরি করে ও পর্বতাদি বিষম স্থানে যারা বিচরন করে এ উভয়রূপ রুদ্রকে নমস্কার।

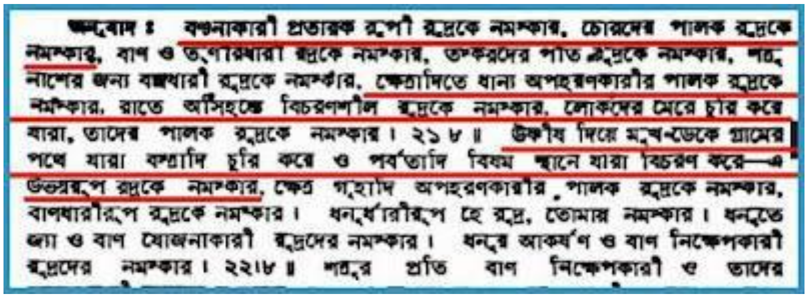
অনুবাদ : বঞ্চনাকারী প্রতারক রূপী রুদ্রকে নমস্কার, চোরদের পালক রুদ্রকে নমস্কার, বাণ ও তূণীরধারী রুদ্রকে নমস্কার, তস্করদের পতি রুদ্রকে নমস্কার, শত্রু নাশের জন্য বজ্রধারী রুদ্রকে নমস্কার, ক্ষেত্রাদিতে ধান্য অপহরণকারীর পালক রুদ্রকে নমস্কার, রাতে অসিহস্তে বিচরণশীল রুদ্রকে নমস্কার, লোকদের মেরে চুরি করে যারা, তাদের পালক রুদ্রকে নমস্কার। ২১৮॥ উষ্ণীষ দিয়ে মুখ-ডেকে গ্রামের পথে যারা বস্ত্রাদি চুরি করে ও পর্বতাদি বিষম স্থানে যারা বিচরণ করে—এ উভয়রূপ রুদ্রকে নমস্কার, ক্ষেত্র গৃহাদি অপহরণকারীর পালক রুদ্রকে নমস্কার, বাণধারীরূপ রুদ্রকে নমস্কার। ধনুর্ধারীরূপ হে রুদ্র, তোমায় নমস্কার। ধনুতে জ্যা ও বাণ যোজনাকারী রুদ্রদের নমস্কার। ধনুর আকর্ষণ ও বাণ নিক্ষেপকারী রুদ্রদের নমস্কার। ২২।৮॥ শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপকারী ও তাদের

যজুর্বেদ ১৬।২৭ - শিল্পী ও সূত্রধর রূপী রুদ্রদের নমস্কার, কুম্ভকার ও কর্মকাররূপী রুদ্রদের নমস্কার, বনেচর মাংসাশী ভিল ও পুরুষ রূপী রুদ্রদের নমস্কার, কুকুরের গলার রজ্জুধারক ও ব্যাধরূপী রুদ্রদের নমস্কার।

অনুবাদ : সেনা ও সেনাপতি রূপে রুদ্রদের নমস্কার, রথী ও অরথীদের নমস্কার, রথাধিষ্ঠাতা ও অশ্বসংগ্রাহক সারথিদের নমস্কার, মহৎ ও ক্ষুদ্রদের নমস্কার। ২৬।৮ ॥ শিল্পী ও সূত্রধার রূপী রুদ্রদের নমস্কার, কুম্ভকার ও কর্মকাররূপী রুদ্রদের নমস্কার, বনেচর মাংসাশী ভিল ও পুক্কস রূপী রুদ্রদের নমস্কার, কুকুরের গলার রজ্জুধারক ও ব্যাধরূপী রুদ্রদের নমস্কার। ২৭।৮ ॥ কুকুর ও তাদের পালকরূপী রুদ্রদের নমস্কার, প্রাণীর উৎপাদক ভব ও দারিদ্র্যনাশক রুদ্রকে নমস্কার। পাপনাশক সর্ব ও অজ্ঞজনের পালক পশুপতিকে নমস্কার। নীলগ্রীব ও শিতিকণ্ঠকে নমস্কার। ২৮।৮ জটাজুটধারী ও মুণ্ডিতকেশ রুদ্রকে নমস্কার, সহস্রাক্ষও বহু ধনুধারী (শতধন্বা) রুদ্রকে নমস্কার, পর্বতশায়ী ও অন্তর্যামী রুদ্রকে নমস্কার, বর্ষণকারী ও বাণধারী রুদ্রকে নমস্কার। ২৯।৮ ॥ ক্ষুদ্র ও বামনরূপী রুদ্রকে নমস্কার, প্রৌঢ় ও বর্ষীয়ান-রূপী রুদ্রকে নমস্কার, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধরূপী রুদ্রকে নমস্কার, জগতের আদি ও মুখ্য রুদ্রকে নমস্কার। ৩০।৮ ॥

এভাবে যেসব পৌরাণিক গণ অধ্যায় টি ঈশ্বর পক্ষে করতে চান তারা কি তাদের রুদ্র কে চোর, অপহরনকারী, মাংসভক্ষী, কুকুরের গলার দড়ি ধারী এবং ব্যাধ বলে মেনে নেবেন? তারা যদি অধ্যায় টিকে ঈশ্বর পক্ষে করতে চায় তো পুরো অধ্যায় টি কে ঈশ্বর পক্ষে করুক। এক মন্ত্র ঈশ্বর পক্ষে আবার অন্য মন্ত্র আরেক পক্ষে অর্থ করা তো ভন্ডামী।

বরাহ অবতারের রহস্যভেদ !

পৌরাণিক ভ্রাতাবৃন্দ বেদাদি শাস্ত্রে অবতার অন্বেষণ এ সর্বদাই মগ্ন তাঁরা এ বিষয়ে বেশ কিছু তথাকথিত প্রমাণ দেয় যা নিম্নলিখিত রূপ

শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.১.২.১১ অগ্রে পৃথিবী প্রাদেশ মাত্র ছিল

এমুষ নামক বরাহ তাঁকে উদ্ধার করে

इयती ह वा इयमग्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्री । तामेमूष इति वराह उज्जघान ।

তৈত্তরীয় আরণ্যক ১০.১.৮ (মৃত্তিকা) তুমি পৃথিবী স্বরূপা ও ধেনু এবং সত্য ও প্রাণী সমূহের ধারণ কর্ত্রী একটি কৃষ্ণ বর্ণ শতবাহু বরাহ তোমাকে উদ্ধার করে

एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च[२६]। [२७]या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि। तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयं[२७]। [२८]"अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते

विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा। शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व
मां पदे पदे"(३८)। (३९)"भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी"।
उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना"(३९)। (४०)"मृ-

त्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं। त्वया हतेन
पापेन जीवामि शरदः शतं"(४०)। (४१)मृत्तिके देहि मे
पुष्टिं त्वयि सर्व्वं प्रतिष्ठितं(४१)॥ ८॥

এই স্থলে বাহু = বল(শক্তি) ,

তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ৬।১।৮ "তস্মাহু বাহুবীর্যো (রাজন্যঃ) বাহুভ্যাং হই সৃষ্টঃ"

स उरस्त एव बाहुभ्यां पञ्चदशमसृजत तं
त्रिष्टुप् छन्दोऽन्वसृज्यतेन्द्रो देवता राजन्यो मनुष्यो
ग्रीष्म ऋतुस्तस्माद्राजन्यस्य पञ्चदश स्तोमस्त्रिष्टुप्
छन्द इन्द्रोदेवता ग्रीष्म ऋतुस्तस्माद् बाहुवीर्यो
बाहुभ्याᳪ हि सृष्टः॥ ८॥

শতপথ ৫।৪।১।১৭ বাহুরাজার শক্তির প্রতীক"বীর্যংবাऽএতদ্রাজন্যস্য যদ্ বাহু"

तद्यदेनमूर्ध्वबाहुमभिषिञ्चति। वीर्यं वा एतद्राजन्यस्य यद्बाहू वीर्यं वा एतदपां रसः सम्भृतो भवति
येनैनमेतदभिषिञ्चति नेन्म इदं वीर्यं वीर्यमपां रसः सम्भृतो बाहू व्लिनादिति तस्मादेनमूर्ध्वबाहुमभिषिञ्चति -

ভাষার্থ : এই পৃথিবীতে বৃষ্টির বহুধারা রূপ শক্তি যুক্ত কালো রং এর মেঘ উদ্ধার করেছে

তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭.১.৫ এই জগত প্রথমে সলিলময় ছিল প্রজাপতি বায়ু রূপ হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন এই পৃথিবী দর্শন করিয়া তিনি বরাহ রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ধার করিলেন

आपोवा इदमग्रे सलिलमासीत्। तस्मिन् प्रजापति-
र्वायुर्भूत्वाचरत्। स इमाम् अपश्यत्। ताम् वराहो
भूत्वाहरत्।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.১.৩ এই জগত অগ্রে সলিলময় ছিল প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার ঈক্ষণ করিলেন কিভাবে তাহাতে জগত নির্মিত হইবে ? তিনি দেখিলেন একটি পদ্মপত্র রহিয়াছে মনে করিলেন নিশ্চয়ই ইহার আধার স্বরূপ কোন বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে তিনি বরাহ রূপ ধারণ করিয়া সলিলে নিমগ্ন হইয়া নিচে পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন ও তাহা লইয়া উত্থিত হইলেন

आपोवा इदमग्रे सलिलमासीत्। तेन प्रजापति-
रश्राम्यत्। कथमिदꣳ स्यादिति। सोऽपश्यत् पुष्करपर्णं
तिष्ठत्। सोऽमन्यत। अस्ति वै तत्। यस्मिन्निदमधि-
तिष्ठतीति। स वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत्। स पृथि-
वीमध आर्च्छत्। तस्या उपहत्योदमज्जत्। तत् पुष्कर-
पर्णेऽप्रथयत्। यदप्रथयत् तत् पृथिव्यै पृथिवित्वम्।

লক্ষণীয় কোথাও দন্ত দ্বারা পৃথিবী উত্তোলন নেই সায়ণাচার্য ও অন্যান্য অনুবাদকগণ শুধুমাত্র পৌরাণিক কাহিনীর আধারে ভাষ্যে দন্ত লিখেছেন

এই প্রজাপতি সূর্য কারণ
য হৈব সবিতা স প্রজাপতি ; শতপথ ১২।৩।৫।১

सावित्रꣳ ह स्मैतम्पूर्वं पशुमालभन्ते। (न्तेऽथै) अथैतर्हि प्राजापत्यं
यो ह्येव सविता स प्रजापतिरिति वदन्तस्तस्मात्सन्न्युप्याग्नींस्तेन यजे-
रन्गृहपतेरेवाग्निषु यद्येदञ्जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति तस्याग्नोऽप्य-
सदिति ते ततो यदानिकामन्दीक्षन्ते ॥ १ ॥

বরাহ অর্থ মেঘ কারণ **বরাহ মেঘৌ ভবতি নিরুক্ত ৫.৪.১**

वराहो मेघो भवति वराहारः । 'वरमाहारमाहार्षी'
रिति च ब्राह्मणम्। 'विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता' इत्यपि
निगमो भवति । अयमपीतरो वराह एतस्मादेव ।
वृहति मूलानि, वरं वरं मूलं वृहतीति वा। 'वराहमिन्द्र
एमुषम्' इत्यपि निगमो भवति । अङ्गिरसोऽपि वराहा
उच्यन्ते । 'ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहैः' । अथाप्येते माध्य-

(२१—वराहः=मेघः सूकरो वा।वराहाः=अंगिरसः । विराहयो मरुतः) वराह मेघ होता है । उत्तम (=जल) आहार वाला है, 'उत्तम आहार उस ने खाया' यह ब्राह्मण भी है । 'उस ने पहुंच कर मेघ को ताड़ना किया', उस पर वज्र फेंका (१ । ६१ । ७) यह भी निगम होता है । यह दूसरा वराह (सूअर) भी इसी से है । जड़ों को उखाड़ता है (थूथ से) अथवा अच्छे २ मूल को उखाड़ता है । 'हे इन्द्र चुराने वाले वराह को (तूने ताड़ना किया) (८ । ६६ । १०) यह भी निगम होता है । अंगिरस भी वराह कहलाते हैं । 'ब्राह्मणस्पति श्रेष्ठ अंगिरसों के साथ (धन को प्राप्त हुआ (१० । ६७ । ७) । यह अन्तरिक्ष के देवगण (मरुत) भी वराह कहलाते हैं । 'सुनहरी चक्रों वाले, लोहे की दाढ़ों (चक्र धाराओं) वाले इधर उधर दौड़ते हुए मरुतों को देखता हुआ' (१ । ८८ । ५) ॥

বৈদিক কোষ থেকে বরাহের অর্থ

वराह– (१) वराहो मेघो भवति वराहारः (वराह मेघ का नाम है क्योंकि वह श्रेष्ठ आहार अर्थात् उदक का आहरण करता है) । ब्राह्मण में भी लिखा है–
वरमाहारमहार्षीः
'अस्येद् मातः सवनेषु सद्यः

সুতরাং এই কাহিনীর অর্থ জগতের প্রথমে যখন পৃথিবী জলময় ছিল কিন্তু স্থলভাগ ছিল না তখন সূর্য কিরণ রূপ বল পৃথিবীতে জলের ওপর পড়ে এই জল ঐ কিরণ তথা বলের প্রভাবে মেঘ রূপ ধারণ করে ফলে স্থলভাগ বা মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় এবং তাতেও জীব সৃষ্টি হয়

আবার প্রজাপতি যজ্ঞও হয় কারণ **"যজ্ঞ প্রজাপতি"** **শত০ ১১।৬।৩।৯**

११/६/३/९

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतम
स्तनयित्नुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति

আর যজ্ঞ থেকে মেঘ বৃষ্টি ও জীবাদি সৃষ্টি গীতা সম্মত

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ।।
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ।।

গীতা ৩য় অধ্যায় শ্লোক ১৪-১৫

=>>প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ জন্মে, কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি, কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিও এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত; সেই হেতু সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।

অনু।—জীবগণ [শুক্রশোণিতাদিরূপে পরিণত] অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, যজ্ঞ হইতে সেই বৃষ্টির উৎপত্তি এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪

অনু ;—' সেই যজমানাদির কার্যারূপ] কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; বেদও পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ; অতএব সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন অর্থাৎ একমাত্র যজ্ঞরূপ উপায়ে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৫

শ্রী যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি এই বরাহ অবতারের একটি জ্যোতিষপূরক অর্থ করেছেন যা নিম্নলিখিতরূপঃ

কালপুরুষ নক্ষত্র আমরা সকলেই চিনি। ইহাতে ১৩ টি তারা সহজেই প্রত্যক্ষ হয় ।

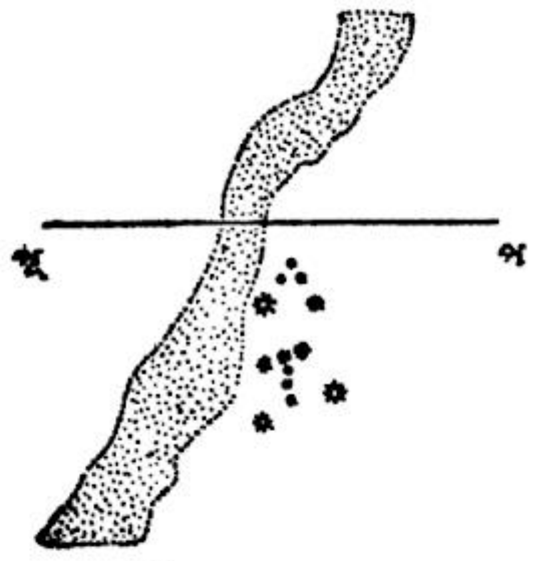

(৭) কালপুরুষ নক্ষত্র

ইহাকে শ্রাবণ মাসের ভোর ৪ টায়, আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত ৮ টায় উদিত হতে দেখা যায়। কালপুরুষের ১৩ টি তারা লইয়া বহুবিধ আকারে কল্পিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে এই নক্ষত্র রুদ্রের প্রতিমা। সেখানেই ইনি স্বর্গীয় বরাহ ।

এই বরাহ দিব্য-বরাহ, শ্বেত-বরাহ, যজ্ঞ-বরাহ। তিনি আরণ্য পশু তুল্য ভীম (ভয়ঙ্কর) কালপুরুষের সংস্কৃত নাক মৃগনক্ষত্র। মৃগের মস্তকে তিনটি ছোট ছোট তারা ত্রিকোণাকারে আছে (মৃগশিরা)। চারি পদে চারিটি তারা উজ্জ্বল, সম্মুখ পদের পূর্বদিকে তারা তাম্রবর্ণ (আদ্রা)। কটিতে তিনটি এক তির্যক রেখায় (ইম্বকা); পুচ্ছে তিনটি; মধ্যরটি এক নভন্য শুভ্র মেঘখন্ডবৎ। এই ১৩ টি তারায় মৃগ ও বরাহের দেহ গঠিত হইয়াছে।

মৃগ-নক্ষত্র

সৃষ্টির পূর্বে জলমগ্ন ছিল। কৃষ্ণ যজুর্বেদে আছে প্রজাপতি বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। এখন ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে। জল কি, পৃথিবী কি, বরাহ কেমন করিয়া পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইবে।

নক্ষত্র-খচিত, আকাশকে ঋষিগণ স্বর্গ বলিতেন। কেমনে স্বর্গ শুন্যে রহিয়াছে? ঋষিগণ বলতেন, বল-শালী ইন্দ্র স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহারা বিষ্ণুর মহিমার পার দেখিতে পান নাই (ঋ ৭/৯৯)। তিনি বৃহৎ স্বর্গকে উর্দ্ধে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সর্বত্রস্থিত ময়ূখ (খোঁটা) দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।

মূলে "পৃথিবী" শব্দ আছে। এই স্থিরা পৃথিবীকে ধারণ করিবার কথা উঠিতে পারে না। এই পৃথিবী শুন্যেও নাই। ঋষিগণ জীও নভোমণ্ডলকে সমুদ্র বলিতেন। পার্থিব সমুদ্র যেমন নীল, আকাশ-সমুদ্রও তেমন নীল। এই আকাশ-সমুদ্র অর্ণব, মহার্ণবন। এই অর্ণব তরণ করে বলিয়াব তারার নাম তারা হইয়াছে। যেমন সমুদ্র দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে, অপরটি স্বর্গলোকে, যেমন সরস্বতী দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে (নদী) অপরটি স্বর্গলোকে (স্বর্গঙ্গা), তেমনি পৃথিবীও দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে আরেকটি স্বর্গলোকে। ঋগ্বেদের পৃথিবী সূক্তে (ঋ ৫/৮৪) এক ঋষি বলিতেছেন, -"হে বিচিত্রগমনশালিনি! স্তোতৃগণ গমনশীল স্রোত্র-দ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনি, তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত করো।

বলাবাহুল্য এই পৃথিবী গমনশীলা নহে, স্থিরা। অর্জুনি ও শ্বেতবর্ণ নহে। এখানে মেঘগর্জনও শুনিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত শব্দে গো এর এক অর্থ পৃথিবী। কিন্তু এই পৃথিবী গমন করিতে পারে না, গো নাম পাইতে পারে না। এই গো নক্ষত্র-শোভিত নভোমণ্ডল বা স্বর্গ। বিষ্ণু ইহাকেই ধারণ করিয়া আছেন, নচেৎ পড়িয়া যাইত। ভূমণ্ডল বিস্তীর্ণা, এই হেতু পৃথিবী। স্বর্গ পৃথিবী গো, এই হেতু মর্ত্য-পৃথিবীও গো নাম পাইয়াছে।

যিনি প্রজা সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, তিনি প্রজাশক্তি, কালরূপ। বিষ্ণু চরিষ্ণু সূর্য; যে সূর্য বর্ষচক্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, পর্যায়ক্রমে ঋতু আনয়ন করিতেছেন, শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা দ্বারা প্রজাপালন করিতেছেন। অতএব বিষ্ণু প্রজাপতি, আর বিষ্ণু সভাপতি। তিনি বৎসরের ও ঋতুর আরম্ভ দেখাইলেন। সে সময়ে যজ্ঞ হইত বলিয়া তিনি যজ্ঞপতি, যজ্ঞেশ্বর (বামনাবতারে বর্ণিত হইবে)। প্রতি বৎসর সূর্য কালপুরুষ নক্ষত্র দিয়া গমন করিতেছেন, কিন্তু সূর্য ও নক্ষত্র একদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিম্বা সূর্যাস্তের পরে দেখা যাইতো। যেদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে দিব্য বরাহকে উদিত হইতে দেখা যাইতো, সেদিন প্রাতে যজ্ঞ হইতো; এই হেতু দিব্য-বরাহের নাম যজ্ঞ-বরাহ হইয়াছিল। প্রজাপতি বিষ্ণু স্বর্লোকে, বরাহ স্বর্লোকে; অতএব বলিতে পারি যে পৃথিবী উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহাও স্বর্লোক বা স্বর্গ।

শূন্য প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, আকাশ চারিদিকে এক বৃত্তে পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে। এই বৃত্ত দিকচক্র। আকাশ নভোমণ্ডল, সমুদ্র, মহার্ণব। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র পূর্ব সমুদ্র হইতে নিক্ষেপ হইয়া থাকেন; পশ্চিমসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে আমরা বলি অস্ত। দিব্য বরাহের উদয়কালে মনে হয় যে ভূ-পৃথিবী হইতে উত্থিত হইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য স্বর পৃথিবীকে উপরে তুলিতেছেন। ইহাই পৌরাণিক উপাখ্যানের অর্থ।

বামন অবতারের রহস্যভেদ

বেদে বামন অবতার নির্দেশ করতে পৌরাণিকরা প্রায়শই একটি মন্ত্র নির্দেশ করে যা নিম্নলিখিত রূপ
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
স মূঢ়মস্য পাংসুরে।।

পদার্থ :- (ইদম্) এই **(বিষ্ণুঃ)** ব্যাপক পরমাত্মা **(বি)** বিবিধ ভাবে **(চক্রমে)** গঠন করেন **(ত্রেধা)** তিন প্রকারের **(নিদধে)** ধারণ করিয়াছেন **(পদম্)** জগৎকে **(সম্)** সম্যক প্রকারে **(উঢ়ম্)** তর্কদ্বারা জ্ঞাতব্য **(অস্য)** ইহার **(পাংসুরে)** সূক্ষ্ম রেণু পূর্ণ আকাশে। **ঋগ্বেদ ১।২২।১৭**

বঙ্গানুবাদ :- সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা এই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জগৎকে বিশেষ ক্রমপূর্ব্বক রচনা করিয়াছেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকারের এবং সূক্ষ্মরেণুপূর্ণ আকাশে সুব্যবস্থিত জগৎকে তিনি ধারণ করিয়াছেন।

पदार्थ:-मनुष्य लोग जो (**विष्णु:**) व्यापक ईश्वर (**त्रेधा**) तीन प्रकार का (**इदम्**) यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (**पदम्**) प्राप्त होने वाला जगत् है, उसको (**विचक्रमे**) यथायोग्य प्रकृति और परमाणु आदि के पद वा अंशो को ग्रहण कर सावयव अर्थात् शरीर वाला करता और जिसने (**अस्य**) इस तीन प्रकार के जगत् का (**समूढम्**) अच्छी प्रकार तर्क से जानने योग्य और आकाश के बीच में रहने वाला परमाणुमय जगत् है, उसको (**पांसुरे**) जिसमें उत्तम-उत्तम मिट्टी आदि पदार्थों के अति सूक्ष्म कण रहते हैं, उनको आकाश में (**विदधे**) धारण किया है। जो प्रजा का शिर अर्थात् उत्तम भाग कारण रूप और जो विद्या आदि धनों का शिर अर्थात् उत्तम फल आनन्दरूप तथा जो प्राणों का शिर अर्थात् प्रीति उत्पादन करने वाला सुख है, ये सब '**विष्णुपद**' कहाते हैं, यह और्णवाभ आचार्य्य का मत है। '**पादै: सूयन्त इति वा**'

इसके कहने से कारणों से कार्य्य की उत्पत्ति की है, ऐसा जानना चाहिये। '**पदं न दृश्यते**' जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होते वे परमाणु आदि पदार्थ अन्तरिक्ष में रहते भी हैं, परन्तु आँखों से नहीं दीखते। '**इदं त्रेधाभावाय**' इस तीन प्रकार के जगत् को जानना चाहिये अर्थात् एक प्रकाशरहित पृथिवीरूप, दूसरा कारणरूप जो कि देखने में नहीं आता, और तीसरा प्रकाशमय सूर्य्य आदि लोक हैं। इस मन्त्र में विष्णु शब्द से व्यापक ईश्वर का ग्रहण है॥१७॥

भावार्थ:-परमेश्वर ने इस संसार में तीन प्रकार का जगत् रचा है अर्थात् एक पृथिवीरूप, दूसरा अन्तरिक्ष आकाश में रहने वाला प्रकृति परमाणुरूप और तीसरा प्रकाशमय सूर्य्य आदि लोक तीन आधाररूप हैं, इनमें से आकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो कारणरूप है, वही पृथिवी और सूर्य्य आदि लोकों का बढ़ाने वाला है और इस जगत् को ईश्वर के बिना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का ऐसा सामर्थ्य ही नहीं॥१७॥

নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন

" যদিদং কিং চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণু ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপুণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে *মগয়াশিরসীতৌর্ণবাভঃ। সমূঢমস্য পাংসুরে প্যায়নেহন্তরিক্ষে পদং নদৃশ্যতে। অপি বোপমার্থে স্যাত্যমূঢমস্য পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি। পাংসবঃ পাদৈঃ সুয়ন্ত ইতি বা, পন্নাঃ শেরত ইতি বা পংসনীয়া ভবন্তীতি বা "

নিরুক্ত ১২.১৯

=>>

বিষ্ণু এই (জগতের) উপর তার পা রাখেন । তিনি তিন প্রকারে পা রাখেন। ধূলিসমৃদ্ধ (অন্তরিক্ষে) যে পা রয়েছে তা লুকানো (১/২২/১৭) যাকিছু যেখানে আছে তার উপর বিষ্ণু তার পা রাখেন (অর্থাৎ সকল কিছুর অধিষ্ঠাতা), তিন প্রকারে পা রাখেন। তিন প্রকার হওয়ার দরুণ পৃথিবীতে (অগ্নিরূপে) অন্তরীক্ষে (বিদ্যুৎ রূপে) এবং দৌ -এ (সূর্যরূপে) যেটা শাকপূণী মান্য করেন। আরোহণে (এক পদ), মধ্যাকাশে (দ্বিতীয় পদ) এবং অস্তাচলের রেখায় তৃতীয় পদ (এই তিন পদ) ঔর্ণবাভ মান্য করেন। 'সমূঢমস্য পাংসুরে'= বর্ষা দ্বারা সবকিছুকে বৃদ্ধিকারী অন্তরীক্ষে ইহার পদ দেখা যায় না। অথবা (পাংসুরে) উপমা অর্থেও হতে পারে ধূলিযুক্ত (স্থানে রাখা পা) ধূলিতে ভরে যাওয়ার দরুণ তার পদ দেখা যায় না। পাংসবঃ= ধূলিকণা। পা হতে উৎপন্ন হয় (পাদ+সূ হতে)। অথবা অবয়ব

তৈরীর যোগ্য (যা হলে স্থূল বস্তু উৎপন্ন হতে পারে , যার ইহা অবয়ব) (১২-) বিশ্বানরঃ, ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৭/২১ এ) (এখানে দ্যুস্থানী) তার ইহা নিপাতিত 'এন্দ্রী ঋচা'তে(বেদের যে মন্ত্রে ইন্দ্রের বর্ণন করা হয়েছে)।।২০।।

"इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूळ्हमस्य पांसुरे" ॥ यदिदं किं च तद्विक्रमते विष्णु स्त्रिधा निधत्ते पदं त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः। समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौर्णवाभः। समूढमस्य पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पदं नदृश्यते। अपि वोपमार्थे स्यात्समूढमस्य पांसुल इव पदं न दृश्यत इति। पांसवः पादैः सूयन्त इति वा, पन्नाः शेरत इति वा पंसनीया भवन्तीति वा ॥ १९ ॥

विश्वानरो व्याख्यातः। तस्यैष निपातो भवत्यैन्द्र्यामृचि ॥ २० ॥

विष्णु इस (जगत) पर पाओं रखता है, वह तीन प्रकार से पाओं रखता है, धूलिवाले (अन्तरिक्ष) में (जो) इस का (पाओं

है, वह) छिपा हुआ है (१।२२।१७) जो कुछ यह है, उस पर विष्णु पाओं रखता है (अर्थात् सबका अधिष्ठाता है), तीन प्रकार से पाओं रखता है। तीन प्रकार से होने के लिये, पृथिवी में (अग्नि रूप से) अन्तरिक्ष में (विद्युत् रूप से) और द्यो में (सूर्यरूप से) यह शाकपूणी मानता है। चढ़ने में (एक पद), मध्याकाश में (दूसरा पद), और अस्ताचल की चोटी पर तीसरा पद (यह तीन पद) और्णवाभ (मानता है)। 'समूढमस्य पांसुरे'=(वर्षासे सब की) वृद्धि करने वाले अन्तरिक्ष में (इस का) पद नहीं दीखता है। अथवा (पांसुरे) उपमा अर्थ में हो सकता है 'धूलिवाले (स्थानमें रखे पाओं) की न्याई (जैसे वह जल्दी ही धूलसे भर जाता है) इसका पाओं नहीं दीखता है। पांसवः = धूड। पाओं से उत्पन्न की जाती हैं (पाद+सू से) वा कणे २ हुई लेटती है। अथवा अवयव बनने योग्य होती है (उनसे स्थूल वस्तुएं बन सकती हैं, जिन की वह अवयव हों) (१२-) विश्वानरः, व्याख्या किया गया है (७।२१ में) (यहां द्युस्थानी है) उसका यह निपात है ऐन्द्री ऋचा में। २०।

দুর্গাচরণ এর ব্যাখ্যায় রূপক বলে নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করেছেন -

विष्णुरादित्यः। कथमिति यत आह त्रेधा निदधे

पदम् निधत्ते पदम् निधानं पदैः। क्व तत्तावत्।
पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः॥ पार्थिवोऽग्नि-
र्भूत्वा पृथिव्यां यत्किञ्चिदस्ति तद्विक्रमते तदधितिष्ठति
अन्तरिक्षे वैद्युतात्मना दिवि सूर्य्यात्मना॥ यदुक्तम् 'तमू
अकृण्वन् त्रेधा भुवे कम्'। (ঋ—সং। ১০। ৮৮। ১০।)
समारोहणे उदयगिरावुद्यन् पदमेकं निधत्ते॥ वि-
ष्णुपदे मध्यन्दिनेऽन्तरिक्षे। गयशिरस्यस्तं गिराविति और्-
णवाभ आचार्य्यो मन्यते॥

বিষ্ণু সূর্য্য, কেননা তিনি তিনবার পদ-বিক্ষেপ করেন। কোথায়?— শাকপূণি বলেন, ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষে। তিনি পার্থিব অগ্নি-স্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে যৎকিঞ্চিৎ গমন ও অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ-স্বরূপ ও দ্যুলোকে সূর্য্য-স্বরূপ হইয়া গমন ও অধিষ্ঠান করেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'দেবগণ সেই (সূর্য্য-স্বরূপ) অগ্নিকে তিন প্রকার ভাবে বিদ্যমান করিয়া দেন।' ঔর্ণনাভ আচার্য্য বিবেচনা করেন, উদয়-কালে উদয়াচলে উদয়-স্থানে এক পাদ বিক্ষেপ করেন, মধ্যাহ্ন-কালে বিষ্ণুপাদে অর্থাৎ মধ্যাকাশে অপর একপাদ এবং অস্তাচলে গয়শিরে * অর্থাৎ অস্তগমন-স্থলে অন্য একপাদ বিক্ষেপ করেন।

*গয়শির এর ব্যাখ্যা

গয়শিরসীত্যত্র গয় ইত্যপত্যনামসু পঠিতম্ -নিঘণ্টু ২.২

तुक्। तोकम्। तनयः (७)। तोक्म। तक्म। शेषः
अप्नः। गयः। जाः। अपत्यम्। यहुः। सूनुः। नपात्। प्रजा
बीजम्। इति पञ्चदशापत्यनामानि॥ २॥

গয় ইতি ধননামসু চ-নিঘণ্টু ২.১০

=>>গয় ধনের নাম

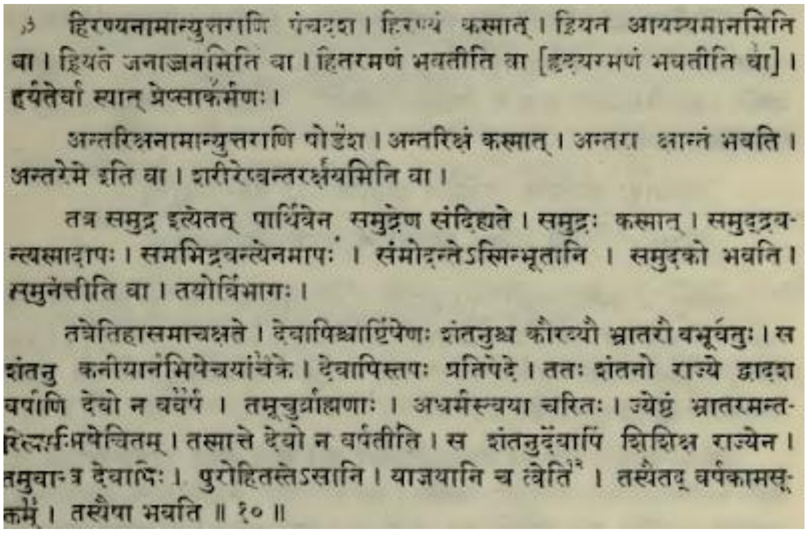

हिरण्यनामान्युत्तराणि पंचदश। हिरण्यं कस्मात्। ह्रियत आयम्यमानमिति वा। ह्रियते जनाज्जनमिति वा। हितरमणं भवतीति वा [हृदयरमणं भवतीति वा]। हर्यतेर्वा स्यात् प्रेप्साकर्मणः।

अन्तरिक्षनामान्युत्तराणि षोडश। अन्तरिक्षं कस्मात्। अन्तरा क्षान्तं भवति। अन्तरेमे इति वा। शरीरेष्वन्तरक्षयमिति वा।

तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण संदिह्यते। समुद्रः कस्मात्। समुद्द्रवन्त्यस्मादापः। समभिद्रवन्त्येनमापः। संमोदन्तेऽस्मिन्भूतानि। समुदको भवति। समुनत्तीति वा। तयोर्विभागः।

तत्रेतिहासमाचक्षते। देवापिश्चार्ष्टिषेणः शंतनुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ बभूवतुः। स शंतनुः कनीयानभिषेचयांचक्रे। देवापिस्तपः प्रतिपेदे। ततः शंतनो राज्ये द्वादश वर्षाणि देवो न ववर्ष। तमूचुर्ब्राह्मणाः। अधर्मस्त्वया चरितः। ज्येष्ठं भ्रातरमन्तरित्याभिषेचितम्। तस्मात्ते देवो न वर्षतीति। स शंतनुर्देवापिं शिशिक्ष राज्येन। तमुवाच देवापिः। पुरोहितस्तेऽसानि। याजयानि च त्वेति। तस्यैतद् वर्षकामसूक्तम्। तस्यैषा भवति ॥ १० ॥

প্রাণা বৈ গয়া -শতপথ ১৪.৭.১.৭

=>> প্রাণকে গয়া বলে

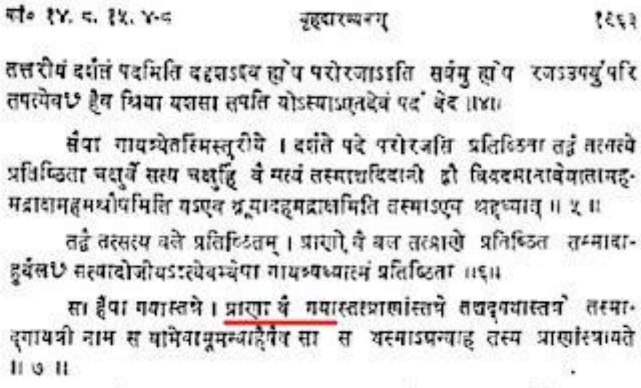

का० १४. ८. १५. ४-८ बृहदारण्यकम् १६६३

तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश इव ह्येष परोरजा इति सर्वमु ह्येष रज उपर्युपरि तपत्येवꣳ हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥४॥

सैषा गायत्र्येतस्मिंस्तुरीये। दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठिता चक्षुर्वै सत्यं चक्षुर्हि वै सत्यं तस्माद्यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रौषमिति य एव ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद्दध्याम ॥ ५ ॥

तद्वै तत्सत्यं बले प्रतिष्ठितम्। प्राणो वै बलं तत्प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्बलꣳ सत्यादोजीय इत्येवम्वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता ॥६॥

सा हैषा गयांस्तत्रे। प्राणा वै गयास्तत्प्राणांस्तत्रे तद्यद्गयांस्तत्रे तस्माद्गायत्री नाम स यामेवामूमन्वाहैषैव सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणांस्त्रायते ॥ ७ ॥

সায়নাচার্য্য পুরাণ বর্ণিত কিংবদন্তীতে প্রভাবান্বিত হয়ে ঐরকম অর্থ বিপর্যয় করেছেন।আর সায়নাচার্য্যের ঐরূপ কষ্টকল্পনা ও পুরাণের রোচক গল্পের উপর ভিত্তি করে অনুবাদ, ব্যাখ্যাদি করায় ঐ মন্ত্রটির উপর পাশ্চাত্য পন্ডিতগণও বড়ই অবিচার করেছেন।ঐ ঋকে 'ত্রেধা বিচক্রমে,' 'পদং নিদধে,' 'পাংসুরে সমূঢ়ং - এই বাক্যত্রয়ের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধির বিভ্রাট বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে অনর্থ ঘটিয়েছেন।'ত্রেধা' শব্দে 'তিনবার',''বিচক্রমে'' শব্দে 'ভ্রমণ করেছিলেন' 'পদং শব্দে 'পা', 'নিদধে' পদে 'ধারণ বা রক্ষা করেছিলেন, ' ' পাংসুরে' শব্দে 'ধুলিকণায়' এবং 'সমূঢ়ং' পদে সমাবৃত হইয়াছিল,-এইরূপ অর্থ করার ফলে পরমাত্মা বাচক বেদোক্ত ঐ 'বিষ্ণু' শব্দকে Max Muller প্রভূতি পাশ্চাত্য পন্ডিত মানুষ্য বলে ধারণা করেছেন [vide:-"The Sacred books of the East,Vol-xxxii,vedic hymns translated by max muller",]।

তার ফলে ঐ ঋকের অর্থ দাঁড়িয়েছে - "বিষ্ণু যখন মধ্য এশিয়া হইতে দলবল সহ এ দেশে আসিতেছিলেন, তখন পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল"।বেদ হল মহান অধ্যাত্ম শাস্ত্র;সমাধিবান্ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বেদমন্ত্র সাক্ষাৎ করে সমাধির ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন।বেদের সেই মহত্তম আধ্যাত্মিক এবং যৌগিক অর্থ না ধারণা করতে পেরে, সায়নাচার্য্যেরর কদর্থকে আশ্রয় করে - পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ বেদোক্ত পরমাত্মা বাচক ঐ বিষ্ণু শব্দে জনৈক বিষ্ণুনামা লোক কল্পনা করে গেছেন।বাংলাদেশে ঐ মতের প্রথম ও প্রধান পোষক ছিলেন রেভাঃ কৃষ্ণেমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামনাথ সরস্বতী। **"Arian Witness "** গ্রন্থে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন লিখেছেন - The 'three strides' of Vishnu are noticed in the Rig-Veda,in language which clearly points the place where the Arians commenced their migratory march to india,perhaps under the guidance of vishnu himself."

> The "three strides" of Vishnu are noticed in the Rig Veda, in language which clearly points to the place whence the Arians commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself. The Hymnist deprecates a return *to the quarter of the world from whence Vishnu made his start with his three strides.* "May the gods save us," says he, "from that place of the earth from whence Vishnu made his start! Thrice did he take a step."[12]

কিমাশ্চর্য্য অতঃ পরম্! এইরূপ স্থুল অর্থের পরিপোষক, সমর্থনকারী দল, যাতে বেদের গৌরবহানি হয়- হিন্দু ধর্ম্মের মহান্ ভাবসম্পদের দীপ্তি হীনপ্রভ হয় - তাঁরা তাই করুন,আসুন আমরা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বেদের আশয় বুঝবার চেষ্টা করি।

'বিষ্ণুঃ শব্দে সর্বব্যাপক পরমেশ্বর। 'বিচক্রমে (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্ত সর্বত্রগ ইত্যর্থঃ) 'ত্রেধা'- অতীত, অনাগত,বর্তমান - এই তিনকালকে বোঝায় অর্থাৎ তিনকালে তাঁর বিদ্যামানতা সমানভাবে প্রকাশ পায়;স্থুল সূক্ষ কারণ-প্রকাশরহিত পৃথিবীরূপ,অন্তরীক্ষে সূক্ষ পরমাণুরূপ এবং প্রকাশময় সূর্যরূপ-জগতের এই তিনরূপ বোঝাচ্ছে। 'পদং শব্দে অবতারপ্রিয় সায়নাচার্য্য এবং তদীয় অনুগত ধারণা অনুযায়ী 'পা' নয় (পরমপদ অর্থে তাহলে কি মোটা পা?)! 'পদং অর্থে আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য,জ্যোতিঃ প্রভৃতি বোঝায়।'নিদধে' অর্থে ক্ষেপণ নয়, 'নি' নিতিরাং 'দধে' ধৃতবান্ , নিয়ত ধারণ করিয়াছিলেন,'চিরধৃত' অর্থাৎ চির অক্ষুণ্ণ ভাবের দ্যোতক। 'পাঁসুরে' শব্দে 'ধুলি' নয়- 'সূক্ষভাব' অর্থাৎ অণু পরমাণুময় জ্ঞান স্বরূপে (জ্ঞানস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে) তিনি চির বিদ্যমান রয়েছেন।'সমূঢ়ম্' শব্দও এই জগৎ তাঁতেই সম্যকরূপে অবস্থিত '-এই ভাবই প্রকাশ করেছে।বেদের প্রসিদ্ধ পন্ডিত দূর্গাদাস লাহিড়ী মশাই এরও এইরূপ অর্থ করাই অভিমত।কাজেই এই ঋকটির ভাবার্থ দাঁড়াল -"পরমাত্মা বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষ ভাবে ব্যাপিয়া আছেন। অতীত, অনাগত, বর্তমান -তিনকালেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য মহিমা, জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ নিরন্তর ধৃত রহিয়াছে ; কিংবা স্থুল সূক্ষ কারণ জগৎ তাঁহারই জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় বিধৃত, নিখিল জগৎ সম্যকভাবে তাঁহাতেই

অবস্থিত"।

আচার্য্য দূর্গাদাস লাহিড়ী এই ঋকটিতে আর একটি নিগূঢ় ভাব লক্ষ্য করেছেনঃ-

"সেই সর্বব্যাপক বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মান্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।কিন্তু আমার হৃদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে মানুষ ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই প্রার্থনা করাতে পারে হে পরমেশ্বর! কৃপাপুরঃসর আমাতে আপনার স্বত্তা বিস্তার করুন।আমি যেন জ্ঞানচক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং আমাতে আপনার সত্ত্বা সর্বদা প্রত্যক্ষ করাতে সমর্থ হই"

[ঋগ্বেদ সংহিতা - দূর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মাণা ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।[ঋক ১/২২/১৭]

अथ विष्णुक्रमान् क्रमते । देवान्वा एष प्रीणाति यो
यजत एतेन यज्ञेनऽर्ग्भिरिव त्वद्यजुर्भिरिव त्वदाहुतिभिरिव
त्वत्स देवान्प्रीत्वा तेष्वपित्वी भवति
तेष्वपित्वी भूत्वा तानेवाभिप्रक्रामति - १/९/३/८

অতঃপর তিনি (যজমান) [তিনবার] বিষ্ণুক্রম নামক পদবিক্ষেপ করেন । তিনি যাগ করেন তিনি দেবগণকে প্রতীত করেন । তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা-অর্থাৎ কিছুটা ঋকসমূহের দ্বারা,কিছুটা যজুঃ সমূহের দ্বারা ও কিছুটা আহুতি সমূহের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করে তাঁদের মধ্যে ভাগ প্রাপ্ত হন এবং ভাগ প্রাপ্ত হয়ে তাঁদের নিকটে গমন করে থাকেন ।।৮।।

यद्वेव विष्णुक्रमान् क्रमते । यज्ञो वै विष्णुः स देवेभ्य इमां
विक्रान्तिं विचक्रमे यैषामियं विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन
पस्पाराथेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन दिवमुत्तमेनैताम्वेवैष
एतस्मै विष्णुर्यज्ञो विक्रान्तिं विक्रमते तस्माद्विष्णुक्रमान्
क्रमते तद्वा इत एव पराचीनं भूयिष्ठा इव क्रमन्ते -
१/९/३/९

তিনি যে বিষ্ণুক্রম নামক পদবিক্ষেপ করেন [তাঁর আর একটি কারণ এই যে] যজ্ঞই বিষ্ণু; তিনি দেবগণের এখন যে সর্বব্যাপক শক্তি তার জন্য এই পদবিক্ষেপ করেছিলেন । তিনি এই ভূলোককে প্রথম পদের দ্বারা,এই অন্তরীক্ষকে দ্বিতীয় পদের দ্বারা এবং দ্যৌ[দ্যুলোক]কে তৃতীয় পদের দ্বারা অধিগ্রহণ করেছিলেন । এই যজ্ঞ [রূপ]বিষ্ণু এঁর যজমানের এই শক্তির উদ্দেশ্যেই পদবিক্ষেপ করে থাকেন । তিনি[যজমান] সেইজন্যই বিষ্ণুক্রম নামক পদবিক্ষেপ করেন । কারণ এইস্থান[পৃথিবীলোক] থেকেই অধিকাংশ ঊর্দ্ধ[লোক]অভিমুখে গমন করে থাকে

।।৯।।

শতপথ ১.৯.৩.৮-৯

যজ্ঞের অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে যজমান মনে করেন তাঁর আত্মা বিষ্ণুপদবী লাভ করেছে । তখন তিনি নিজের আসন থেকে উঠে বেদির দক্ষিণদিক থেকে আহবনীয় অগ্নি পর্যন্ত মন্ত্রপাঠ করতে করতে যে পদক্ষেপণ করেন তার নাম "বিষ্ণুক্রম" । **টীকাকারঃ** অধ্যাপিকা শান্তি ব্যানার্জী

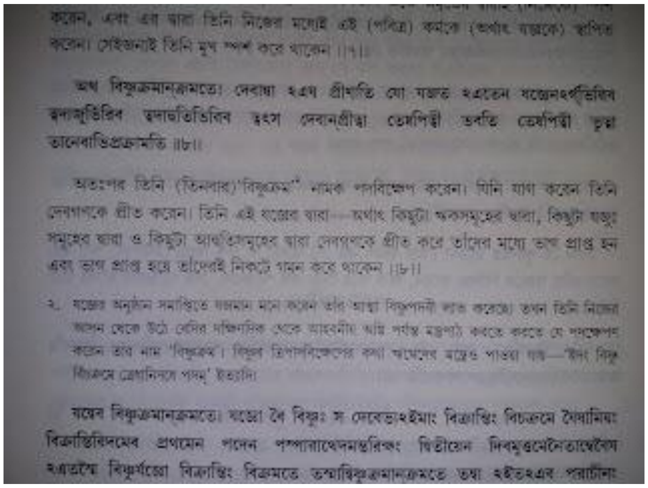
করেন, এবং এর দ্বারা তিনি নিজের মধ্যেই এই (পবিত্র) কর্মকে (অর্থাৎ যজ্ঞকে) স্থাপিত করেন। সেইজন্যই তিনি মুখ স্পর্শ করে থাকেন ।।৭।।

অতঃপর তিনি (তিনবার)'বিষ্ণুক্রম" নামক পদবিক্ষেপ করেন। যিনি যাগ করেন তিনি দেবগণকে প্রীত করেন। তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা—অর্থাৎ কিছুটা ঋকসমূহের দ্বারা, কিছুটা যজুঃ সমূহের দ্বারা ও কিছুটা আহুতিসমূহের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করে তাদের মধ্যে ভাগ প্রাপ্ত হন এবং ভাগ প্রাপ্ত হয়ে তাদেরই নিকটে গমন করে থাকেন ।।৮।।

২. যজ্ঞের অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে যজমান মনে করেন তাঁর আত্মা বিষ্ণুপদবী লাভ করেছে। তখন তিনি নিজের আসন থেকে উঠে বেদির দক্ষিণদিক থেকে আহবনীয় অগ্নি পর্যন্ত মন্ত্রপাঠ করতে করতে যে পদক্ষেপণ করেন তার নাম 'বিষ্ণুক্রম'। বিষ্ণুর ত্রিপদবিক্ষেপের কথা ঋগ্বেদের মন্ত্রেও পাওয়া যায়—'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্' ইত্যাদি।

সুতরাং বিষ্ণুর বামনাবতার মূলত রূপক বৈ কিছুই নয়

শ্রী যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি এই কাহিনীর একটি জ্যোতিষ পূরক ব্যাখ্যা করেছেন তা নিম্নলিখিত রূপঃ

সূর্যের স্বগতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। দেখা যায়,মধ্যাহ্ন কালে সূর্য (পঞ্জাবে) কখনও মাথার নিকটে আসেন, কখনও বহুদূরে থাকেন। ১০/১৫ দিন অন্তর দূরস্থ দিকচক্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখিতে থাকিলে তাহাকে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমনাগমন করিতে দেখা যায়।।উত্তর-দক্ষিণে গমনের সীমা আছে,যেন সেখানে দুই কীলক প্রোথিত আছে, সূর্য অতিক্রম করিতে পারেন না। দোলায় শিশু যেমন দোল খায়, সূর্যেরও সেইরূপ দোলন দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায়(সীমায়) সূর্যকে দিন কয়েক নিশ্চল বোধ হয়। সূর্য গতির দিক পরিবর্তন করেন। সূর্য উত্তর কাষ্ঠায় আসিলে, ইন্দ্র বৃষ্টি দান করেন, তখন বরুণের অধিকার আরম্ভ হয়। ঋগ্বেদে আছে, ইন্দ্র সূর্যের রথ-চক্র হরণ করিয়াছিলেন(১/১৭৫/৪ ; ৪/৩০/৪) এবং বরুণ সূর্যকে হিরণ্ময় দোলা করিয়াছিলেন(৭/৮৭/৫)। বৃষ্টি ব্যতীত কৃষিকর্ম হয় না। বর্তমান কালে যেমন ঋগ্বেদের কালেও তেমন, পাঞ্জাব নিবাসী আর্যেরা বৃষ্টির অভাব ভোগ করিতেন। তাঁহারা ইন্দ্রদেবের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন। বিষ্ণু দক্ষিণায়নাদিতে আসিলে বৃষ্টি হইত, না আসিলে হইত না। এই কারণে বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, বিষ্ণু উত্তর কাষ্ঠায় আসিলে বর্ষা

আরম্ভ হয়। বিষ্ণু দক্ষিণ কাষ্ঠায় আসিলে হিম (শীত) ঋতুর আরম্ভ হয়। সবিতার অধিকার আরম্ভ হয়। সবিতা জলশোষক (১/২২/৫) । পূর্বের দক্ষিণ কাষ্ঠা হইতে উত্তর কাষ্ঠায় যাইতে ১৮০ দিন লাগে, উত্তর কাষ্ঠা হইতে দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতেও ১৮০দিন লাগে,বৎসরে ৩৬০দিন। উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় মধ্যস্থলে পূর্ববিন্দু।এক ঋষি বলিতেছেন (৭/৯৯/২), "হে বিষ্ণু ! তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করিয়া আছ"।'পূর্বদিক ' বিশেষ করিয়া পূর্ববিন্দু বুঝাইতেছে।পূর্ববিন্দু হইতে উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতে আসিতে ৯০+৯০+৯০+৯০=৩৬০দিন লাগে।

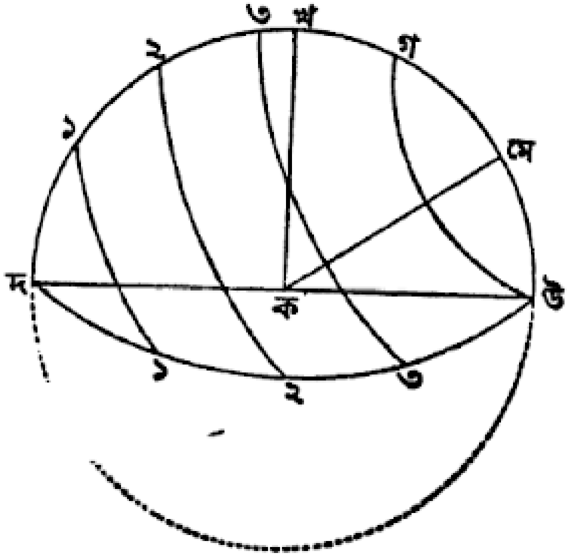

(১১) সূর্যের বার্ষিক গতি

অতএব বিষ্ণুর তিনটি পদ (স্থান) দিকচক্রে প্রত্যক্ষ হয়।ঋ,১/১৫৫/৬ মন্ত্রে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।যথা-চতুভি: সাকংনবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁ রবীবিপৎ। [ব্যতীন্ বিবিদান্ স্বাভাবান্ অবীবিপৎ কম্পয়তি ভ্রময়তি-সায়ণ]বিষ্ণু গতি-বিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট চারি নামের নবতিকে(নব্বই দিবসকে)চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন,অর্থাৎ চারি নব্বই দিবসে বিভক্ত বর্ষচক্রকে ভ্রমণ করাইয়াছেন

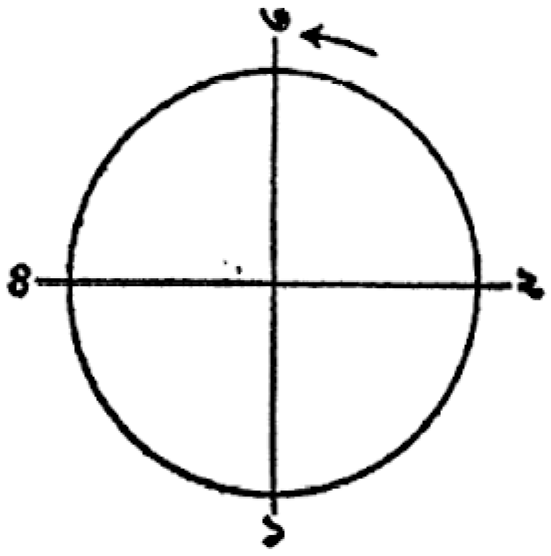

(১২) বর্ষচক্র

ঋষিগণ বৎসরকে চক্রের সহিত তুলনা করিতেন,সে চক্রে৩৬০অর [অকারান্ত] আছে।চারি নামে,অর্থাৎ চারি ঋতু নামে,শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত নামে,বৎসর বিভক্ত করিতে পারা যায়।(সায়ণ ৪+৯০=৯৪ কাল অবয়ব গণিয়াছেন।সে গণনার প্রমাণ দেন নাই)।আকাশে বিষ্ণুর সে চারি পদ (স্থান)কোথায়? দিবাভাগে নভোমণ্ডলে সূর্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না,কিন্তু রাত্রিকালে অগণ্য নক্ষত্র দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন দেখায়।সূর্য ও নক্ষত্র একত্রে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, কিন্তু উষার পূর্বে কিংবা সন্ধ্যার পরে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত স্থানে অথবা সন্নিকটে যে যে নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত হয়, তদ্দ্বারা সূর্যের পথ চিহ্নত করিতে পারা যায়।নিরীক্ষণ করিবার অভ্যাস হইলে বলিতে পারা যায়,কোন্ দিন সূর্য কোন্ নক্ষত্রের নিকট ছিল।এই রুপে ঋষিগণ সূর্যের পথ চিনিয়াছিলেন এবং নক্ষত্রদ্বারা চারি বিষ্ণুপদ যুক্ত করিয়াছিলেন।প্রাচিন মিশরবাসী ও ব্যাবিলনবাসী এই ক্রমেই বৎসরের দিন সংখ্যা ও ঋতু নিরূপণ করিত। ঋষিগণও এইরুপে বৎসরে ৩৬০ দিন ও চারি বিষ্ণুপদ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যেদিন সূর্য উত্তর কাষ্ঠায়, সেদিন সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে তৎ সন্নিকটে কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, যেদিন মধ্য বিন্দুতে এবং যদিন দক্ষিণ কাষ্ঠায়, সে সে দিন কোন্ কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, তাহা সহজে নিরূপণ করিতে পারা যায়। যে রাত্রে মধ্য কাষ্ঠার নক্ষত্র মধ্য আকাশে সে রাত্রে উত্তর কাষ্ঠার নক্ষত্র পূর্ব দিকচক্রের নিকটে এবং দক্ষিণ কাষ্ঠার নক্ষত্র পশ্চিম

দিকচক্রের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনটি পদে
দুইবার পদক্ষেপ হয়, তিনবার হয়না, চারি পদ না পাইলে
তিন পদক্ষেপ হইতে পারেনা। রবিপথ মাথার দক্ষিণে
থাকে। সেখানে বিষ্ণুকে বামাবর্তে পাদক্ষেপ
করিতে দেখা যায়।
ঋগবেদে কোন্ কালের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা
সহজে বলিতে পারা যায়। কারন সেকালে মৃগ
নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবপাত হইতে পারিত, অন্য দুই পাত
থাকিতে পারিত না।ইহা গণিত দ্বারা জানিতেছি। আনুষঙ্গিক
প্রমানও পাইতেছি।তদবধি মৃগ নক্ষত্রের মস্তকস্থিত
তারা হইতে বাসন্ত বিষুবপাত প্রায় ৮৩° অংশ (ডিগ্রি)
পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে।এক অংশ সরিতে ৭২/৭৩
বৎসর লাগে। পুর্বকালে ৭৩ ১/২ বৎসর লাগিত।অতএব
৮৩×৭৩ ১/২=৬১০০ বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ
৬১০০-১৯৫০=৪১৫০ খিস্ট-পূর্বাব্দের ঘটনা। স্থুলঃ
বলিতে পারা যায় , খিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে বিষ্ণুর
ত্রিবিক্রম লক্ষিত হইয়াছিল।তৎকালে কোন্ নক্ষত্রে সুর্যের দক্ষিণায়ন,
তোন্ নক্ষত্রেই বা উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তাহাও
অক্লেশে বলিতে পারা যায়। কারণ বাসন্ত বিষুবপাত
হইতে ৯০° পূর্ব দিকে আসিলে দক্ষিণায়নাদি ও ৯০°
পশ্চিম দিকে আসিলে উত্তরায়ণাদি অবস্থিত।এরূপ জানা
যায় ফল্গুনি ক্ষেত্রে দক্ষিণায়ন এবং ভদ্রপদা
নক্ষত্রে উত্তরায়ন আরম্ভ হইত। এই দুই নক্ষত্রে
মধ্যেস্থলে জ্যেষ্ঠা মূলা নক্ষত্র শারদ বিষুব ঘটিত।
পাঁজি দেখিলেও মৃগশিরা হইতে সপ্তম নক্ষত্রে
পূর্বদিকে ফল্গুনী, পশ্চিম দিকেভদ্রপদা এবং
চতুর্দশ নক্ষত্রে মূলা জানা যায়।আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি
ভোর ৫টার সময় এবং ফাল্গুন মাসের মাঝমাঝি সন্ধ্যা
৭টায় মধ্যরেখায় বহু দক্ষিণে বৃশ্চিকের পুচ্ছ দেখা
যায়। (বৃশ্চিক কাঁকড়া বিছা, বৃশ্চিকের পুচ্ছ মুলা নক্ষত্র।) আমরা যাহাকে মৃগ নক্ষত্র বলিতেছি তাঁহার
নাম দক্ষ ছিল। ফল্ডুনীর নাম অর্জুনী ছিল, কিন্তু
ইহার আকার জানি না। গিরিষ্ঠ শব্দে যাহা গিরিতে
জন্মে,এমন শ্বেত বৃক্ষ মনে হয়ভ অর্জুন

বৃক্ষের বল্ক শাদা,ইহার শাখা তেমন হয় না।
ফল্গুনীকে যমল অর্জুন বৃক্ষ মনে করা চলে।
মূলার নাম নিঋতি ছিল। ইহা এক অসুর। ঋগবেদে এই
অসুর নমুচি নামে নিহত হইয়াছিল।ইন্দ্র বধ
করিয়াছিলেন। তাহাহের পুরী ছায়াপথে সমুদ্রে।
পূরাণে নিঋতি, রাক্ষস, রাক্ষসেরা নদী কিংবা
সমুদ্রের নিকটে নিকটে বাস করিত। রাবণ বিখ্যাত
রাক্ষস। ইহার পুরী সমুদ্রবেষ্টিত। বস্তুতঃ নিঋতিই
দশমুন্ড রাবণ।বলি দৈত্যও সেই। নিঋতি শব্দ হইতে নৈঋত কোণ নাম হইয়াছে

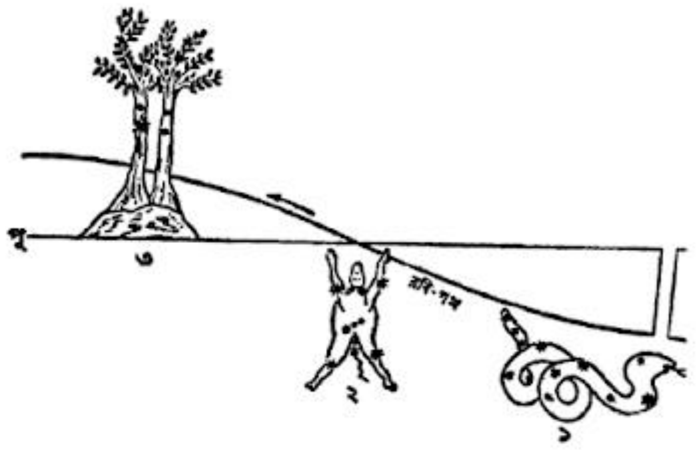

(চিত্র ১৩) ১—অহির্বুধ্ন্য (কুচর), ২—যজ্ঞবরাহ (ভীমমৃগ), ৩—অর্জুনবৃক্ষ (গিরিষ্ঠ)

বিষ্ণু ত্রিবিক্রমের এই অর্থ স্মৃতি ও পুরাণের
স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা বিষ্ণু দোল-যাত্রা জানি। ইহা
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। সে দিন সন্ধ্যার সময়
বিষ্ণুমূর্তিকে দক্ষিণ মুখে রাখিয়া দোলনায় স্থাপন
করিয়া কয়েকবার দোলাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ
সেদিন রবি দোলনায় আরোহণ, দক্ষিণায়নয়ন গতে
উত্তরায়ণ আরম্ভ করিতেন। (এখন সেদিন করেন না,
৭ই পৌষ করেন। ইহাকে পৌষ শুক্ল সপ্তমী মনে
করা যাইতে পারে।) সন্ধ্যাবেলা লোকে বহ্ন্যুৎসব
(চাঁচর) করে। কোথাও মনুষ্য মূর্তি, কোথাও

মেণ্ঢা (মেড়া) মূর্তি ভস্মীভূত হয়। লোকে বলে মেণ্ঢাসুর। প্রকৃত কথা মেণ্ঢা নয়, ছাগ। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রের বিপরীত দিকে সূর্য থাকে। চন্দ্র ফল্গুনীতে, অতএব সূর্য ভদ্রপদায় থাকে। ইহারই ছাগ মূর্তি দগ্ধ হয়, রবি ভদ্রপদা অতিক্রম করিয়া উত্তরমুখী হয়।

প্রসঙ্গতঃ ভদ্রপদার ছাগ কোথা হইতে আসিল? আমরা ইহার নিকটস্থ এক ছাগ জানি, সেটি গ্রীক জ্যোতিষীরর শৃঙ্গবান্ ছাগ, ইংরেজী নাম Capricorn. ইহার আকার অদ্ভুত। শৃঙ্গবান্ ছাগ কিন্তু দ্বিপদ। পশ্চাতের দুইপদ মৎস্য-পুচ্ছ। ইহাই আমাদের জ্যোতিষে মকর নাম পাইয়াছে। বরাহ লিখিয়াছেন, মকর মৃগাস্য। বামনপুরাণ (অঃ৫) লিখিয়াছেন, মকর মৃগাস্য বৃক্ষস্কন্ধ গজ-নেত্র। কিন্তু মকরের চিত্রে ছাগের অবয়ব কিছুই নাই। যদি মকরকে ছাগই মনে করি, সে ছাগ অহির্বুধ্ন্য হইতে পশ্চিম দূরে অবস্থিত। ৬০০০ বৎসর পূর্বে সেখানে উত্তরায়ণ হইতে পারিত না, অনেক পরবর্তীকালে (খ্রীঃ-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে) হইত। ঋগ্বেদে 'অজ-একপাদ' নামে এক দেবতা আছেন

(চিত্র ১৪) ১—অহির্বুধ্ন্য ২—অজ একপাদ ৩—অপাংনপাৎ

অহিবুধ্ন্যের সহিত
একত্র স্তত হইয়াছেন। পুরাণে একাদশ রুদ্রের দুই
রুদ্র। অজ-একপাদ, এক-পদবিশিষ্ট ছাগ। এক এক
নক্ষত্রের এক এক অধিপতি আছেন। পূর্ব
তদ্রপাদর অধিপতি অজ-একপাদ, উত্তর ভদ্রপদার
অধিপতি অহির্বুধ্ন্য। ইহা হইতে মনে হয়,
অহির্বুধ্ন্যের নিকটে পশ্চিম অজ-এক-পাদ আছে।
ইংরেজী তারা-পটে অহির্বুধ্ন্য Cetus, অর্থ তিমি।
ইহার পশ্চিম শতভিষা নক্ষত্র। ইহারই কয়েকটি তারা লইয়া
অজ-একপাদ কল্পিত হইয়া থাকিবে। শীতারম্ভে
ভোররাত্রে প্রথম অজ-একপাদ পরে অহির্বুধ্ন্য
এবং ৫/৬ মাস পরে বর্ষাকালে সন্ধ্যা রাত্রে উদিত হইত বর্ষাকালে ইহাদের সহিত
অপামনপাৎ (জলের পুত্র) দেখা যাইত। ইংরেজী
তারাপটে ইহা Fomalhaut. ভদ্রপদা নামের অর্থ, ভদ্র
সুন্দর পদ যাহার, কিন্তু ভদ্রপদ একটি। পদহীন সর্প,
অপরটি একপদ। এই অর্থ স্পষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ভাদ্রপদা
নাম না লিখিয়া ভদ্রপদা লিখিয়াছি।

ঋগ্বেদেরর কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন শীত
ঋতুর আরম্ভ হইত। এইরূপ, ভাদ্র পূর্ণিমায় রবি আবার
দোলায় আরোহণ করিতেন, উত্তর হইতে
দক্ষিণে গমন করিতেন, বর্ষাঋতু র, বর্ষাঋতুর
আরম্ভ হইত। ভাদ্র পূর্ণিমার পরিবর্তে পাঁজিতে শ্রাবণ
পূর্ণিমায় ঝুলন-যাত্রা লিখিত হইতেছে। ফাল্গুনী
পূর্ণিমার দোলনযাত্রা খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০-২৫০০
অব্দের স্মৃতি এবং শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন-যাত্রা
পরবর্তী কালের স্মৃতি। ঋতু দুই সহস্র বৎসরে
এক মাস পিছাইয়া গেল। পরবর্তী কালে ফাল্গুনী
পূর্ণিমা বসন্ত ঋতুর আরম্ভ হইত। এইরূপে ফাল্গুনী
পূর্ণিমায় দোলন-যাত্রা ও বসন্তোৎসব মিশিয়া গিয়াছে।
পাঁজিতে চারিটি বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি লিখিত থাকে। জৈষ্ঠ,

ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাস-প্রবেশের সংক্রান্তি অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা, ভদ্রপদা, মৃগশিরা ও ফল্গুনী, এই চারিটি নক্ষত্রে বিষ্ণুপদ থাকিত। জ্যেষ্ঠার পর মূলা নক্ষত্র, জ্যেষ্ঠ মাস। এতদ্দ্বারাও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হইতেছে। এই বিষ্ণু পদচক্র বা বর্ষচক্র বিষ্ণু মন্দিরের শিরোদেশে স্থাপিত হয়। তদ্দ্বারা আমরা বিষ্ণু স্মরণ করি। ইহা বিষ্ণুর বিখ্যাত সুদর্শন চক্র নহে। সুদর্শন চক্র সূর্যবিম্ব, যদ্দ্বারা বিষ্ণু বর্ষচক্র চালিত করিতেছেন

বিষ্ণুর বামনাবতার সকলেই জানেন । একদা বলি নামক দৈত্য বিক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়াছিল । বলি এক যজ্ঞ করিতেছিল । বিষ্ণু বামন মূর্ত্তি ধরিয়া বলির নিকটে ত্রিপাদভূমি যাঞ্ছা করিয়াছিলেন । বলি দানে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু একপদে স্বর্গ, দ্বিতীয়পদে মর্ত্য ও তৃতীয়পদে পাতাল ব্যাপিয়া বলিকে পদতলে বন্ধ করিলেন । ইহার অর্থ পাইয়াছি । বিষ্ণু রুদ্রস্থানে অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রে বামন মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন । ঋগবেদে রুদ্রকে শিশু বলা হইয়াছে । এই উপাখ্যানে বিষ্ণু রুদ্র স্থানীয় হইয়াছেন । তাহার পদের নিয়ে মূলা নক্ষত্র ।

(চিত্র ১৭) ১—বামন ও ২—বলি

এই নক্ষত্রই বলি । রবিপথের সর্বদক্ষিণ অংশে মূলা নক্ষত্র অবস্থিত। রবিপথের বাহিরের দক্ষিণ ভাগের নাম পাতাল ছিল । পাঞ্জাব হইতে দেখিলে মূলাকে বহু দক্ষিণে দেখা যায় ।

বামনপুরাণ (৯২/৪০) লিখিয়াছেন, বলি যেদিন ভূমি দান করে, সেদিন
চন্দ্র জ্যেষ্ঠা-মূল নক্ষত্রে ছিলেন, অর্থাৎ সেদিন জৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা । অতএব
সেদিন সূর্য মৃগ কিম্বা রোহিণীতে ছিলেন । ভাবে বোধ হয়, জৈষ্ঠ পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব দিন হইত । বামনপুরাণ (৯২/৫৬) আরও লিখিয়াছেন, ইন্দ্রোৎসবের দিনে বলির নামে এক মহোৎসব প্রবর্তিত আছে । এই উৎসব দীপ-দান নামে বিখ্যাত । বর্তমানে আমাদের পাঁজিতে ইন্দ্রোৎসবের দিনে বলির নামে দীপদানপূর্বক কোন উৎসব লিখিত নাই । ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রোৎসব হইয়া থাকে এখনও বাঁকুড়া জেলায় হয় । ইহার নাম ইন্দ্রোধ্বজোত্তোলন।) সেদিন বামন দ্বাদশীও বটে । এক কালে এইদিনে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। ইহার তিন মাস তিনদিং পর অগ্রহায়ণ পুর্ণিমায় শারদ বিষুব দিন আসিত । দক্ষিণায়ন হইয়াছে কিনা তা জানিবার নিমিত্ত এক দীর্ঘ ধ্বজ টানিত হইত । ভদ্রপদা নক্ষত্র দক্ষিণায়ন হইত এতদ্বারাও ত্রিবিক্রম পাওয়া যাইতেছে । এই তিন স্থান মৃগ, জ্যৈষ্ঠা, মুলা ও ভদ্রপদা নক্ষত্রে ।

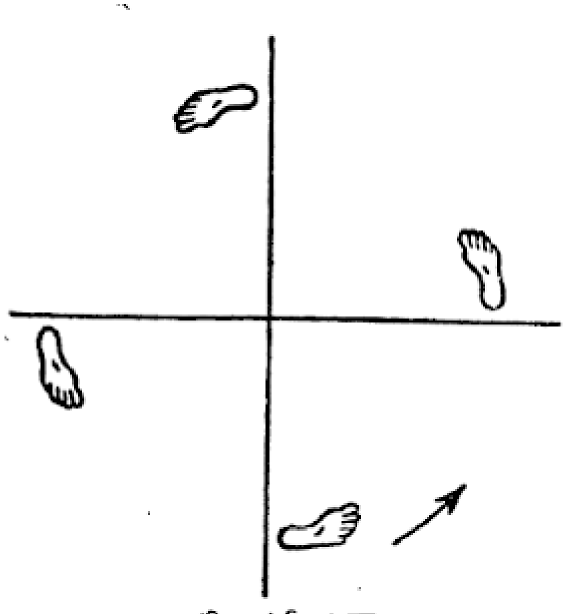

(চিত্র ১৬) বিষ্ণুপদচক্র

স্বস্তিক চিহ্নের সৃষ্টিও হয়তো এই বিষ্ণুপদ চক্র হইতে পাঞ্জাবে রবিপথ দর্শকের মস্তকের দক্ষিণে থাকে একারণে স্বস্তিক বামাবর্ত দক্ষিনায়ন হইলে দক্ষিণাবর্ত হইত ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি ও কিছু পৌরাণিক আক্ষেপের জবাব

এমন এক সময় ছিল যখন সাধারণ হিন্দুদের কাছে তাদের শাস্ত্র ছিল অস্পৃশ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যদিওবা বেদ শোনার অধিকার ছিল, শুদ্র বেদ শুনলে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেওয়ার কুপ্রথা ছিল প্রচলিত। ভাগবতাদি পুরাণ ও বেদ বিরুদ্ধ মানব রচিত স্মৃতির এমনই ছিল আইন। এছাড়াও নানা কুসংস্কার, কুপ্রথায় জর্জরিত ছিল এই অভাগা হিন্দু সমাজ।

এসব কুপ্রথা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেসব মহাত্মারা লড়াই করেছেন তাদের মধ্যে রাজা রাম মোহন রায় ও মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন অগ্রগণ্য। বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র বিরুদ্ধ এসব অন্যায় কুসংস্কারের গুঁড়িতে তাঁরা আঘাত হেনেছিল বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থের আলোকে। উল্লেখ্য এই দুই মহাত্মার কর্মে আমরা বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাই। তাঁরা যেমন ছিলেন কুসংস্কারের বিরোধী, তেমনি তাঁরা অভাগা হিন্দুদের অধঃপতন থেকে মুক্তির পাথেয় হিসেবে খুঁজে নিয়েছিলেন বেদ-উপনিষদের আলোকবর্তিকা। তাঁদের উভয়ের মতেই আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ আমরা বৈদিক এক ঈশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করে বহু মতে, বহু পথে বিভক্ত হয়েছি। তাই তাঁরা জোর দিয়েছিলেন আমরা যেন সেই বৈদিক এক ঈশ্বরের উপাসনার পথে অগ্রসর হই। এই দুই মহাপুরুষই বেদ উপনিষদে বর্ণিত নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলেছেন। এই বিষয়ে একটি মজার ঘটনা না বললেই নয়।

রাজা রামমোহন রায় যখন বাংলায় ঈশ, কেন, কঠ উপনিষদ অনুবাদ করে নিরাকার ব্রহ্মবাদের প্রচার শুরু করলেন এক দল তথাকথিত পণ্ডিত প্রচার করা শুরু করে যে, উপনিষদ বলে সংস্কৃতে কোনো শাস্ত্রই নেই, ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি নাকি তিনি রচনা করেছেন। এই অভিযোগ এত মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে তিনি প্রকাশ্যে এসে এই বলেছিলেন যে, "এই কলিকাতা শহরে শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বাড়িতে গেলেই দেখতে পাবেন যে, বেদান্ত শাস্ত্রের সকল পুঁথিই তাঁর ঘরে মজুত আছে।" উল্লেখ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন রামমোহন রায়ের বিপক্ষ দলের অগ্রগণ্য পণ্ডিত।
এই ধরণের মূর্খ পণ্ডিত সর্বকালেই দেখা যায়। যে মহর্ষি বেদ মন্ত্র থেকে প্রমাণ বের করে দেখালেন বেদ কেবল ব্রাহ্মণ নয়, স্ত্রী-শুদ্র সকলেই পড়তে ও শুনতে পারবে; সেই মহর্ষিকেই আজকাল কতিপয় দুর্মুখ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি বলেন যে তিনি নাকি ভুলভাবে বেদ ব্যাখ্যা করেছেন। আজ মহর্ষি বেঁচে থাকলে বুঝতেন এই হিন্দু জাতির বেদ অধিকার দিতে চেয়ে তিনি কত ভুল করেছেন।

আজকাল কিছু সেরকম পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি দাবি করেন যে বেদ তথা বৈদিক ঈশ্বর নিরাকার না, মহর্ষি দয়ানন্দ ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেখানে অরবিন্দের মত যোগী বলেছেন যে, মহর্ষি দয়ানন্দই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য, প্রকৃত অর্থ তুলে ধরেছেন সেখানে কুয়োর ব্যাঙের মত পণ্ডিতদের মিথ্যা প্রলেপন বাতুলতা ভিন্ন কিছুই না।

the chaos and obscurity of old ignorance and age-long misunderstanding his was the eye of direct vision that pierced to the truth and fastened on that which was essential. He has found the keys of the doors that time had closed and rent asunder the seals of the imprisoned fountains.

তাদের দাবি যজুর্বেদের ৩২তম অধ্যায়ের ৩য় মন্ত্র নাকি প্রতিমা পূজার নিষেধ করছে না। তবে চলুন দেখি কি বলছে যজুর্বেদ ৩২/৩-

न तस्य॑ प्रति॒माऽअस्ति॒ यस्य॒ नाम॑ म॒हद्यश॑:।

हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भऽइत्ये॒ष मा मा॑ हि॑ꣳसी॒दित्ये॒षा यस्मा॒न्न जा॒तऽइत्ये॒ष:॥ ३॥

न। तस्य॑। प्रति॒मेति॑ प्रति॒ऽमा। अ॒स्ति॒। यस्य॑। नाम॑। म॒हत्। यश॑:॥ हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भ इति॑ हिरण्यऽग॒र्भ:। इति॑। ए॒ष:। मा। मा॑। हि॒ꣳसी॒त्। इति॑। ए॒षा। यस्मा॑त्। न। जा॒त:। इति॑। ए॒ष:॥३॥

पदार्थ:-(**न**) निषेधे (**तस्य**) परमेश्वरस्य (**प्रतिमा**) प्रतिमीयते यया तत्परिमापकं सदृशं तोलनसाधनं प्रतिकृतिराकृतिर्वा (**अस्ति**) वर्त्तते (**यस्य**) (**नाम**) नामस्मरणम् (**महत्**) पूज्यं बृहत् (**यश:**) कीर्त्तिकरं धर्म्यकर्म्माचरणम् (**हिरण्यगर्भ:**) सूर्यविद्युदादिपदाधिकरण: (**इति**) (**एष:**) अन्तर्यामितया प्रत्यक्ष: (**मा**) निषेधे (**मा**) मां जीवात्मानम् (**हिंसीत्**) हन्यात् ताडयेद् विमुखं कुर्यात् (**इति**) (**एषा**) प्रार्थना प्रज्ञा वा (**यस्मात्**) कारणात् (**न**) निषेधे (**जात:**) उत्पन्न: (**इति**) (**एष:**) परमात्मा॥ ३॥

যজুর্বেদ ৩২/৩, মহর্ষির ভাষ্য সহিত

ন তস্য প্রতিমা অস্তি য়স্য নাম মহদ্ য়শঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা য়স্মান্ন জাত ইত্যেষঃ।।

অনুবাদ: যাঁর মহান প্রসিদ্ধ যশ রয়েছে সেই পরমাত্মার কোনো প্রতিমা নেই। "হিরণ্যগর্ভ" আদি মন্ত্রে, "মা মা হিংসীত্" এই মন্ত্রে ও "য়স্মান্ন জাত" এই মন্ত্রে সেই পরমাত্মার বর্ণন রয়েছে।
মহর্ষির ভাষ্য “ন নিষেধে তস্য পরমেশ্বরস্য প্রতিমা প্রতিমীয়তে য়য়া তৎপরিমাপকং সদৃশং তোলনসাধকং প্রকৃতিরাকৃতিরবা অস্তি বর্ততে” অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরের তুল্য পরিমাণ সদৃশ সাধক প্রতিকৃতি বা মূর্তি কিছুই নেই। সম্প্রদায়বাদী সেই গোঁড়াদের দাবি এই মন্ত্রে প্রতিমা শব্দ দ্বারা নাকি মূর্তিকে বোঝায় নি, কেবল উপমা বা তুলনা অর্থে বুঝিয়েছে। তাদের দাবি পুরাতন ভাষ্যকাররা নাকি এমন কোনো অর্থ করে যাননি, মহর্ষি দয়ানন্দই কেবল এই অর্থ করেছেন।

বেশ দেখুন তাদের আদরণীয় উবট ও মহিধর কি ভাষ্য করেছে,

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः।
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्न
जात इत्येषः ॥ ३ ॥

उ० न तस्य गायत्री द्विपदा। न तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानभूतं किंचिद्विद्यते। यतो यस्य नाम महद्यश इत्येष वेदान्तविदः पठन्ति हिरण्यगर्भ इत्येष चतुर्ऋचोऽनुवाको-दूरविप्रकर्षेण हिरण्यगर्भं प्रतिमाभूतमाह। मामाहिंसी-दित्येषा च ऋक् यस्मान्न जात इत्येषा च द्विकण्डिकोऽनुवाकः षोडशिदैवत्योऽदूरविप्रकर्षेणाभिवदति। आसां च कण्डि-कानां ब्रह्मयज्ञेऽध्ययनं कर्तव्य प्रतीकग्रहणत्वात् ॥ ३ ॥

म० द्विपदा गायत्री। तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानमुप-मानं किञ्चिद्वस्तु नास्ति। अतएव नाम प्रसिद्धं महत् यशः यस्यास्ति। सर्वातिरिक्तयशा इत्यर्थं। हिरण्यगर्भ इत्येषोऽनु-वाकश्चतुर्ऋच हिरण्यगर्भ. यः प्राणतः यस्येमे य आत्मदा इति (२५। १०—१३)। मा मा हिंसीज्जनितेत्येका एषा (१२। १०२)। यस्मान्न जात इन्द्रश्च सम्राडिति (८। ३६—३७) द्व्यृचोऽनुवाक। एता प्रतीकचोदिता पूर्वं पठितत्वादादिमान्त्रेणोक्ता ब्रह्मयज्ञे जपे च सर्वा अध्येया। एवं सर्वत्र ॥ ३ ॥

যজুর্বেদ ৩২/৩, উবট ও মহিধর ভাষ্য সহিত

"ন তস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানভূতং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে"(উবট)
এবং
"তস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানমুপমানং কিঞ্চিদ্বস্তু নাস্তি"(মহিধর)

অর্থাৎ সেই পুরুষের প্রতিমান, তুলনা বা উপমানের কোন বস্তুই নেই।

উভয়েই বলছেন বস্তুই নেই, মূর্তি কি বস্তু না ?
এই মন্ত্র দ্বারা যেমন প্রমাণ হয় ঈশ্বরের তুল্য কিছু নেই, তেমনি তাঁর প্রতিমা বা মূর্তি নেই। প্রতিমা অর্থ যে মূর্তি হয় তা মানতে নারাজ পণ্ডিতম্মন্যরা। মূর্তি শব্দ অবৈদিক দেখে বেদে মূর্তি শব্দ নেই, সে স্থলে আছে প্রতিমা। প্রতিমা অর্থ যে মূর্তি তা বৈদিক কোষেও উল্লেখিত আছে।

प्रतिमा- (१) प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान कराने वाली बुद्धि।
'प्रतिमाच्छन्द'
वाज.सं. १४.१८, तै.सं. ४.३.७.१, मै.सं. २.१३.१४, १६३.९, २.८.३, १०८.१२, ३.२.९, ३०.३, का.सं. १७.३, ३९.४.
(२) मापक साधक, (३) परिमाण,
(४) प्रतिकृति, मूर्त्ति।
'न तस्य प्रतिमा अस्ति'
वाज.सं. ३२.३

দেখা যায় প্রতিমা=উপমা দেখাতে তারা সাধারণ বাংলা অভিধান ইউজ করে। অথচ একটি বিখ্যাত প্রাচীন অভিধান অমরকোষ এ প্রতিমার ৮ প্রতিশব্দ আছে যা মূর্তি নির্দেশ করে। অমরকোষ ২.১০.৩৫

প্রতিমানং প্রতিবিম্বং প্রতিমা প্রতিয়াতনা প্রতিচ্ছায়া।
প্রতিকৃতিরর্চা পুংসি প্রতিনিধিরুপমোপমানং স্যাত্।।

[redacted]

सहितः। २२१

(द्वे आरायाः)
आरा चर्मप्रभेदिका।
चमार के चाकू के २ नाम—(१) आरा (२) चर्मप्रभेदिका।
(त्रीणि अयसः प्रतिमायाः)
सूर्मी स्थूणायःप्रतिमा
लोहे की मूर्ति के ३ नाम—(१) सूर्मी (२) स्थूण (३) अय प्रतिमा।
(एक कलादिकर्मणः)
शिल्पं कर्म कलादिकम् ॥३५।
कारीगरी के काम का नाम-(१) शिल्प ॥३५॥
(अष्टौ प्रतिमायाः)
प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया।
प्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिः
प्रतिमा के ८ नाम—(१) प्रतिमान (२) प्रतिबिम्ब (३) प्रतिमा (४) प्रतियातना (५) प्रतिच्छाया (६) प्रतिकृति (७) अर्चा (८) प्रतिनिधि। इनमें (१-२) नपुंसक, (३-७) स्त्रीलिङ्ग (८) पुँल्लिङ्ग है।
(द्वे उपमानस्य)
उपमोपमानं स्यात् ॥३६॥
उपमान (मिसाल) के २ नाम—(१) उपमा (२) उपमान ॥३६॥

যারা বলে পরমাত্মার উপমা নেই তারাই বরং ভুল বলে। কারণ পুরুষসূক্তসহ বেদের অসংখ্যস্থলে পরমাত্মার মহিমাকে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সামবেদের ৪৩ নং মন্ত্রটি দেখুন -

আ নো অগ্নে বয়োবৃধং রয়িং পাবক শংস্যম্।
রাস্বা চ ন উপমাতে পুরুস্পৃহং সুনীতী মুযশস্তরম্ ॥

[সামবেদ - ৪৩]

পদার্থঃ হে (পাবক) চিত্তশোধক, পতিতপাবন (অগ্নে) সম্মুখ মার্গ প্রদর্শক পরমাত্মা ! তুমি (বয়োবৃধম্) আয়ুকে বর্ধনকারী, (শংস্যম্) প্রশংসাযোগ্য (রয়িম্) ধনকে (নঃ) আমাদের জন্য (আ) নিয়ে এসো। হে (উপমাতে) উপমানভূত, সর্বোপমাযোগ্য পরমাত্মা ! (পুরুস্পৃহম্) অধিক আকাঙ্ক্ষিত অথবা বহু লোক দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত, (সুয়শস্তরম্) অতিশয় কীর্তিজনক সেই ধনকে (সুনীতী) সন্মুখ মার্গে চালিত করে (নঃ) আমাদের (রাস্ব চ) প্রদানও করো।

इन गुणों से युक्त होने के कारण कर्म-कुशल विद्वान् जन सदा ही उसकी पूजा करते हैं ॥८॥
परमेश्वर हमें कैसा धन दे, यह कहते हैं।

४३. आ नो अग्ने वयोवृधं रयिं पावक शंस्यम्।
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम् ॥९॥

पदार्थ—हे पावक चित्तशोधक, पतितपावन अग्ने सन्मार्गदर्शक परमात्मन् ! आप वयोवृधम् आयु को बढ़ानेवाले, शंस्यम् प्रशंसायोग्य रयिम् धन को नः हमारे लिए आ लाइए, और लाकर, हे उपमाते उपमानभूत, सर्वोपमायोग्य परमात्मन् ! पुरुस्पृहम् बहुत अधिक चाहने योग्य अथवा बहुतों से चाहने योग्य, सुयशस्तरम् अतिशय कीर्तिजनक उस धन को सुनीती सन्मार्ग पर चलाकर नः हमें रास्व च प्रदान भी कीजिए ॥९॥

भावार्थ—परमेश्वर की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से सन्मार्ग का अनुसरण करते हुए हम चाँदी, सोना, पृथिवी का राज्य आदि भौतिक तथा विद्या, विनय, योगसिद्धि, मोक्ष आदि आध्यात्मिक धन का संचय करें, जो भरपूर धन हमारी आयु को बढ़ानेवाला तथा उजली कीर्ति को उत्पन्न करनेवाला हो ॥९॥
अगले मन्त्र में परमात्मा को स्तोत्र अर्पित करने के लिए कहा गया है।

চলুন বৈদিক ঈশ্বরের সাকার নিরাকার কি আকার সে নিয়ে বেদ উপনিষদ কি বলে তা দেখে নিই:
যজুর্বেদ ৪০/৮ বলছে ঈশ্বর অকায়ম(সর্বপ্রকার শরীররহিত)

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरꣳ शुद्धमपापविद्धम्।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥८॥

सः। परि। अगात्। शुक्रम्। अकायम्। अव्रणम्। अस्नाविरम्। शुद्धम्। अपापविद्धमित्यपापऽविद्धम्॥ कविः। मनीषी। परिभूरिति परिऽभूः। स्वयम्भूरिति स्वयम्ऽभूः। याथातथ्यत इति याथाऽतथ्यतः। अर्थान्। वि। अदधात्। शाश्वतीभ्यः। समाभ्यः॥८॥

पदार्थः-(सः) परमात्मा (परि) सर्वतः (अगात्) व्याप्तोऽस्ति (शुक्रम्) आशुकरं सर्वशक्तिमत् (अकायम्) स्थूलसूक्ष्मकारणशरीररहितम् (अव्रणम्) अच्छिद्रमच्छेद्यम् (अस्नाविरम्) नाड्यादिसम्बन्धरहितम् (शुद्धम्) अविद्यादिदोषरहितत्वात् सदा पवित्रम् (अपापविद्धम्) यत् पापयुक्तं पापकारि पापेप्रियं कदाचिन्न भवति तत् (कविः) सर्वज्ञः (मनीषी) सर्वेषां जीवानां मनोवृत्तीनां वेत्ता (परिभूः) यो दुष्टान् पापिनः परिभवति तिरस्करोति सः (स्वयम्भूः) अनादिस्वरूपो यस्य संयोगेनोत्पत्तिर्वियोगेन विनाशो मातापितरौ गर्भवासो जन्मवृद्धिक्षयौ च न विद्यन्ते (याथातथ्यतः) यथार्थतया (अर्थान्) वेदद्वारा सर्वान् पदार्थान् (वि) विशेषेण (अदधात्) विधत्ते (शाश्वतीभ्यः) सनातनीभ्योऽनादिस्वरूपाभ्यः स्वस्वरूपेणोत्पत्तिविनाशरहिताभ्यः (समाभ्यः) प्रजाभ्यः॥८॥

যজুর্বেদ ৪০/৮, মহর্ষির ভাষ্য সহিত

আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখুন, তিনিও বলছেন সেই আত্মা(পরমাত্মা) স্থুল, সূক্ষ্ম শরীর বিবর্জিত

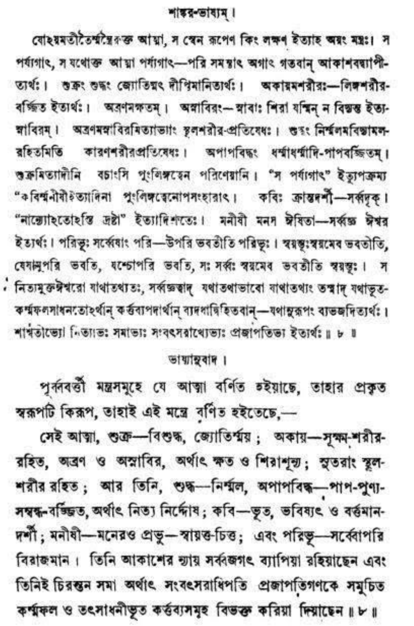

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোঽয়মতীতৈর্ম্মন্ত্রৈরুক্ত আত্মা, স স্বেন রূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহ অয়ং মন্ত্রঃ। স পর্য্যগাৎ, স যথোক্ত আত্মা পর্য্যগাৎ—পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবদ্ব্যাপীত্যর্থঃ। শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ। অকায়মশরীরঃ—লিঙ্গশরীরবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। অব্রণমক্ষতম্। অস্নাবিরং—স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্ত ইত্যস্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমিত্যাভ্যাং স্থূলশরীর-প্রতিষেধঃ। শুদ্ধং নির্ম্মলমবিদ্যামল-রহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ। অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-পাপবর্জ্জিতম্। শুক্রমিত্যাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গত্বেন পরিণেয়ানি। "স পর্য্যগাৎ" ইত্যুপক্রম্য "কবির্ম্মনীষী"ইত্যাদিনা পুংলিঙ্গত্বেনোপসংহারাৎ। কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্ব্বদৃক্। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মনীষী মনস ঈষিতা—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। পরিভূঃ সর্ব্বেষাং পরি—উপরি ভবতীতি পরিভূঃ। স্বয়ম্ভূঃস্বয়মেব ভবতীতি, যেষামুপরি ভবতি, যশ্চোপরি ভবতি, সঃ সর্ব্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ। স নিত্যমুক্তঈশ্বরো যাথাতথ্যতঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্ যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং তস্মাদ্ যথাভূত-কর্ম্মফলসাধনতোঽর্থান্ কর্ত্তব্যপদার্থান্ ব্যদধাদ্বিহিতবান্—যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ। শাশ্বতীভ্যো নিত্যাভ্যঃ সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কিরূপ, তাহাই এই মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে,—

সেই আত্মা, শুক্র—বিশুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়; অকায়—সূক্ষ্ম-শরীর-রহিত, অব্রণ ও অস্নাবির, অর্থাৎ ক্ষত ও শিরাশূন্য; সুতরাং স্থূল-শরীর রহিত; আর তিনি, শুদ্ধ—নির্ম্মল, অপাপবিদ্ধ—পাপ-পুণ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, অর্থাৎ নিত্য নির্দ্দোষ; কবি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-দর্শী; মনীষী—মনেরও প্রভু—স্বায়ত্ত-চিত্ত; এবং পরিভূ—সর্ব্বোপরি বিরাজমান। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং তিনিই চিরন্তন সমা অর্থাৎ সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে সমুচিত কর্ম্মফল ও তৎসাধনীভূত কর্ত্তব্যসমূহ বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন॥ ৮ ॥

ঈশ উপনিষদ ৮, শঙ্কর ভাষ্য

এবার তাহলে প্রশ্ন রইল, যার কোনো শরীরই নেই তাঁর মূর্তি বা প্রতিমা আপনারা কিভাবে তৈরি করবেন?

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদও বলছে, “তাঁর কোনও প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই”(৪/১৯) এবং “সনাতনের কোন রূপ নেই যা চক্ষুর গোচর হয়, দৃষ্টির দ্বারাও তাঁকে কেও দেখে না”(৪/২০)

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১৯॥

১৯। উর্ধ্বে তাঁকে কেউ স্পর্শ করে নি, সমতলেও তুমি তাকে পাবে না বা ধরবেও না; কিন্তু, দেখ, তাঁর কোন প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই, বস্তুতঃ মহান্ তাঁর যশ বিভিন্ন জাতির মধ্যে।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০॥

২০। সনাতনের কোন রূপ নেই যা চক্ষুর গোচর হয়, দৃষ্টির দ্বারাও তাঁকে কেউ দেখে না, কিন্তু হৃদয় ও মন দিয়ে যারা এই হৃদিস্থিতকে প্রকৃতই জানে তারা মৃত্যুহীন হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, শ্রী অরবিন্দের অনুবাদ

কঠ উপনিষদেও ১/২/২২ এ বলা হচ্ছে ব্রহ্ম প্রাণীগণের শরীরে থেকেও শরীর রহিত

অশরীরঁ শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২২ ॥

অনবস্থেষু=ক্ষণভঙ্গুর প্রকৃতির (বিনাশশীল) ; শরীরেষু=দেহে ; অশরীরম্= শরীররহিত (এবং) ; অবস্থিতম্=অবিচলভাবে অবস্থিত ; মহান্তম্=(সেই) মহান ; বিভুম্=সর্বব্যাপী ; আত্মানম্=পরমাত্মাকে ; মত্বা=জেনে ; ধীরঃ= বুদ্ধিমান মহাপুরুষ ; ন শোচতি=(কোনো দিন কোনো কারণেই) শোক করেন না ॥ ২২ ॥

কঠ উপনিষদের ১/৩/১৫ তে আরও বলা হয়েছে, পরমাত্মা অরূপম বা রূপহীন, কেবল সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারলেই মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫ ॥

যৎ=যা ; অশব্দম্=শব্দরহিত ; অস্পর্শম্=স্পর্শরহিত ; অরূপম্=রূপ-হীন ; অরসম্=রসরহিত ; চ=এবং ; অগন্ধবৎ=গন্ধশূন্য ; তথা=তথা (যা) ; অব্যয়ম্=অবিনাশী ; নিত্যম্=নিত্য ; অনাদি=অনাদি ; অনন্তম্=অনন্ত (অসীম) ; মহতঃ পরম্=মহান আত্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ (এবং) ; ধ্রুবম্=সর্বথা

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/১০-এও একই কথা বলা হয়েছে।

জানেন ; তে=তাঁরা ; অমৃতাঃ=অমর ; ভবন্তি=হন ; অথ=কিন্তু ; ইতরে=এই রহস্যকে যাঁরা জানেন না তাঁরা ; (বারংবার) দুঃখম্=দুঃখকে ; এব=ই ; অপিযন্তি=প্রাপ্ত হন॥ ১০ ॥

একই কথা বলছে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তম অনুবাক

নিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।

হি=কেননা ; যদা এব=যখন কখনো ; এষঃ=এই জীবাত্মা ; এতস্মিন্=এই ; অদৃশ্যে=যিনি দৃষ্টির অগোচর ; অনাত্ম্যে=শরীররহিত ; অনিরুক্তে=অকথনীয় ; (এবং) অনিলয়নে=যিনি অন্যের আশ্রয়ে অবস্থান করেন না সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে ; অভয়ম্= নির্ভয়তাপূর্বক ; প্রতিষ্ঠাম্=স্থিতি ; বিন্দতে=লাভ করে ; অথ=অনন্তর ; সঃ=তিনি ; অভয়ম্=নির্ভয়পদকে ; গতঃ ভবতি=প্রাপ্ত হন।

মুণ্ডক উপনিষদ ২/১/২ তো বলেই দিচ্ছে, সেই দিব্য পুরুষ অমূর্ত বা মূর্তিহীন
সেই পরমেশ্বরের মূর্তি তো দূরে থাক,

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥২৪॥২॥

(সঃ অক্ষরঃ) পুরুষঃ হি (নিশ্চয়ে) দিব্যঃ (দ্যুতিমান্ অলৌকিকো বা), অমূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ বাহ্যেন আভ্যন্তরেণ চ পদার্থেন সহ বর্ত্তমানঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), অপ্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিমৎপ্রাণবৃত্তিহীনঃ), অমনাঃ (জ্ঞানশক্তিযুক্তমনোবৃত্তিবর্জ্জিতঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ), পরতঃ (স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরস্মাৎ শ্রেষ্ঠাৎ) অক্ষরাৎ (অনুচ্ছেদস্বভাবাৎ অব্যক্তাৎ),পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হি (নিশ্চয়ে)॥

সেই অক্ষর পুরুষ নিশ্চয়ই দিব্য, মূর্ত্তিহীন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, অজ (জন্মরহিত), প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর-পদবাচ্য অব্যক্ত হইতেও পর॥ ২৪ ॥ ২ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৯ বলছে সেই ঈশ্বরের কোনও চিহ্নবিশেষও নেই

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ ৯ ॥

লোকে=জগতে ; কশ্চিৎ=কেউ ; তস্য=ওই পরমাত্মার ; পতিঃ=স্বামী ; ন অস্তি=নেই ; ঈশিতা=তাঁর শাসক ; চ=ও ; ন=নেই ; চ=এবং ; তস্য=তাঁর ; লিঙ্গম্=চিহ্নবিশেষও ; ন এব=নেই ; সঃ=তিনি ; কারণম্=সকলের পরম কারণ ; (তথা) করণাধিপাধিপঃ=সমস্ত করণের অধিষ্ঠাত্রীগণেরও অধিষ্ঠাতা ; কশ্চিৎ=কেউ ; অস্য=এঁর ; জনিতা=জনক ; ন=নেই ; চ=এবং ; ন=নেই ; অধিপঃ=স্বামী॥ ৯ ॥

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বেদ উপনিষদের সর্বত্রই নিরাকার মূর্তিহীন ঈশ্বরের কথা বলছে। বেদের কোথাও যেখানে পরমাত্মার মূর্তি বা অবয়ব উপাসনার নামগন্ধ নেই, সেখানে ধূর্তরা বেদ মন্ত্র বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে প্রতিমা পূজা প্রচলিত করে ও তা প্রচার করে বেড়ায়। বৈদিক ধর্মে পৌত্তলিকতার কোনো স্থান নেই। আর বৈদিক ধর্ম কেবল এক পরমাত্মার উপাসনার কথাই বলে। যারা জড় মূর্তি পূজা করে ভাবছেন ঈশ্বরের উপাসনা করছেন তারা কেন উপনিষদের এই মন্ত্রটি জেনে রাখুন-

কেন উপনিষদ ১/৬

য়চ্চক্ষুষা ন পশ্যতি য়েন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দিদমুপাসতে।।

অনুবাদ: চোখ দিয়ে যাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু লোকে দৃশ্যমান বিষয়গুলো যাঁর দ্বারা দেখে থাকে, তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে যেন। লোকে যেসব দৃশ্যমান বস্তুর উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূ্ঁষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৬ ॥

যৎ=যাকে (কেউ-ই) ; চক্ষুষা=চক্ষু দ্বারা ; পশ্যতি=দেখতে পায় ; ন=না ; [অপি তু=বরং ;] যেন=যার দ্বারা ; চক্ষূংষি=চক্ষু ; (নিজ বিষয়সমূহ) পশ্যতি=দেখে থাকে ; তৎ এব=তাঁকেই ; ত্বম্=তুমি ; ব্রহ্ম=ব্রহ্ম ; বিদ্ধি=জানো ; ইদম্ যৎ=চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট যেসব দৃশ্য পদার্থ ; উপাসতে=(লোকে) উপাসনা করে ; ইদম্=এটি ; ন=ব্রহ্ম নয়॥ ৬ ॥

তাহলে আপনারাই ভাবুন আপনারা মূর্তির সামনে গড়াগড়ি খেয়ে প্রকৃতপক্ষে কার উপাসনা করছেন? তা মোটেও ব্রহ্মোপাসনা নয়। তাই আমাদের সকল বৈদিক মতাদর্শীর উচিত সকল প্রকার মূর্তিপূজা তথা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে কেবল এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনা করা। তবেই আমাদের যথার্থ মঙ্গল হবে।

- বিস্তারিত আলোচনা পড়ুন - যজুর্বেদ ৩২|৩ ও পরমাত্মার স্বরূপ

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শাস্ত্রে পুত্র শব্দের অর্থ - সন্তান নাকি ছেলে ?

পশ্চিম বঙ্গীয় বামাতিদের হালচাল বোঝা মুস্কিল। তাদের সারা জীবন স্বধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা না গেলেও সর্বদা পরধর্ম চর্চা করতে দেখা যায় এবং সুযোগ পেলেই স্বধর্ম নিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচার চালায়। এরই ধারাবাহিকতা ধরে এবার দুর্গাপূজায় তারা রব তুলেছে দুর্গাপূজার অঞ্জলি মন্ত্রের "পুত্রান্ দেহি" অংশটি পরিবর্তন করে "সন্তানান্ দেহি" করতে হবে।

এর কারণ হিসেবে তারা দেখাচ্ছেন এই মন্ত্র "পুত্রান্ দেহি" শব্দটি দ্বারা নাকি দেবীর কাছে শুধুমাত্র পুত্র সন্তানই চাওয়া হচ্ছে! তাদের এই কথাটি যে একদম অমূলক ও অবৈয়াকরণিক তা আমরা এখন দেখবো।
আগে দেখে নেই উক্ত মন্ত্রটিতে কী রয়েছে,

"নমঃ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাশ্চ দেহি মে।।"

এই অঞ্জলি মন্ত্রটিতে মূলত দেবীর কাছে আয়ু, যশ, সৌভাগ্য, সন্তান, ধন ও কামনা সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে।

এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, মূল মন্ত্রে 'পুত্রান্' পদটি থাকলেও আমি এখানে পুত্রের উল্লেখ না করে সন্তানের উল্লেখ করছি কেন?

এর উত্তর হচ্ছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এই স্থানে পুত্রান্ শব্দটি সন্তান শব্দবাচক। এজন্যই আমি এখানে সন্তান ব্যাবহার করেছি। এবার আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে দেখাবো যে, পুত্রান্ শব্দটি মূলত সন্তান অর্থই নির্দেশ করে।

'পুত্রান্' শব্দটি হচ্ছে বহুবচন। এজন্য 'পুত্রান্ দেহি' কথাটির দুটো অর্থ হয়:

i. আমাদের বহু পুত্র দাও অথবা
ii. আমাদের বহু পুত্রী ও পুত্র দাও।

বিষয়টি অনুধাবন করতে হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'একশেষ' সূত্র বুঝতে হবে। পুংলিঙ্গের দ্বিবচনে এক স্ত্রী এবং এক পুরুষকেও বোঝায়। একই ভাবে পুংলিঙ্গের বহুবচনে বহু স্ত্রী এবং বহু পুরুষও বোঝায়।

এই বিষয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে বিধি সিদ্ধ রয়েছে। **অষ্টাধ্যায়ীর ১।২।৬৭** তে রয়েছে ***"পুমান স্ত্রীয়া"।***

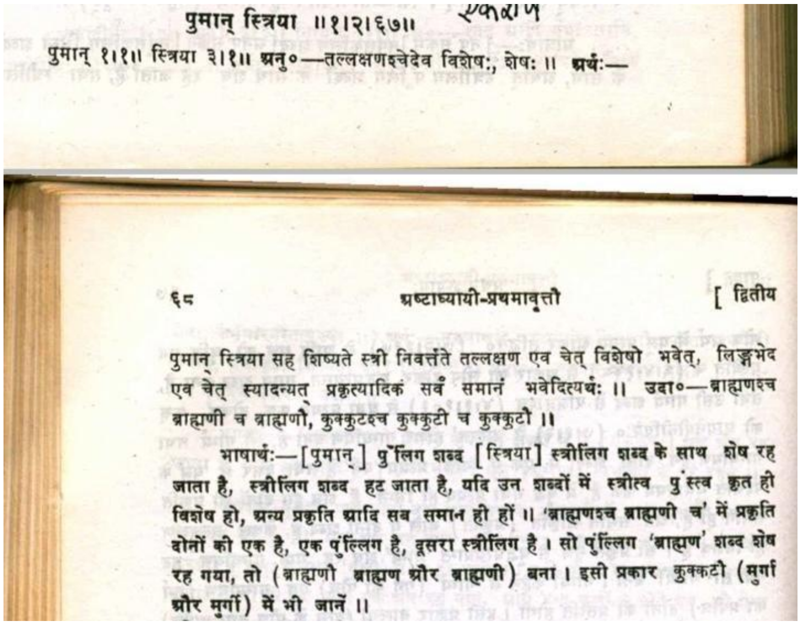

पुमान् स्त्रिया ॥१।२।६७॥

पुमान् १।१॥ स्त्रिया ३।१॥ अनु०—तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, शेषः ॥ अर्थः—

६८ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ [द्वितीय

पुमान् स्त्रिया सह शिष्यते स्त्री निवर्त्तते तल्लक्षण एव चेत् विशेषो भवेत्, लिङ्गभेद एव चेत् स्यादन्यत् प्रकृत्यादिकं सर्वं समानं भवेदित्यर्थः ॥ उदा०—ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ, कुक्कुटश्च कुक्कुटी च कुक्कुटौ ॥

भाषार्थः—[पुमान्] पुंलिंग शब्द [स्त्रिया] स्त्रीलिंग शब्द के साथ शेष रह जाता है, स्त्रीलिंग शब्द हट जाता है, यदि उन शब्दों में स्त्रीत्व पुंस्त्व कृत ही विशेष हो, अन्य प्रकृति आदि सब समान ही हों ॥ 'ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च' में प्रकृति दोनों की एक है, एक पुंल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। सो पुंल्लिंग 'ब्राह्मण' शब्द शेष रह गया, तो (ब्राह्मणौ ब्राह्मण और ब्राह्मणी) बना। इसी प्रकार कुक्कटौ (मुर्गा और मुर्गी) में भी जानें ॥

এই সূত্রটির অর্থ হচ্ছে, *"স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে উক্তিতে পুংলিঙ্গ শব্দ অবশিষ্ট থাকে"।*

অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দে শুধুমাত্র পুংলিঙ্গ শব্দটি অবশিষ্ট থাকে এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি লুপ্ত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে মূলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি রয়েছে সেটি বুঝতে হবে।

এই সূত্রটির টীকা করতে গিয়ে সিদ্ধান্তকৌমুদীতে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, "হংসী চ হংসশ্চ হংসৌ"।

অর্থাৎ হংসী এবং হংস শব্দে হংসৌ হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, হংসৌ শব্দটি পুংলিঙ্গ হলেও এটি মূলত হংসী ও হংস শব্দদ্বয় দ্বারাই গঠিত।

অষ্টাধ্যায়ীর এরপরের সূত্রটি অর্থাৎ **১।২।৬৮** দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। এই সূত্রে পাণিনি বলেছেন,

"ভ্রাতৃপুত্রৌ স্বসৃদুহিতৃভ্যাম্"।

এর অর্থ হচ্ছে,

"স্বসৃ ও দুহিতৃ শব্দের সাথে যথাক্রমে ভ্রাতৃ ও পুত্রৌ অবশিষ্ট থাকে।"

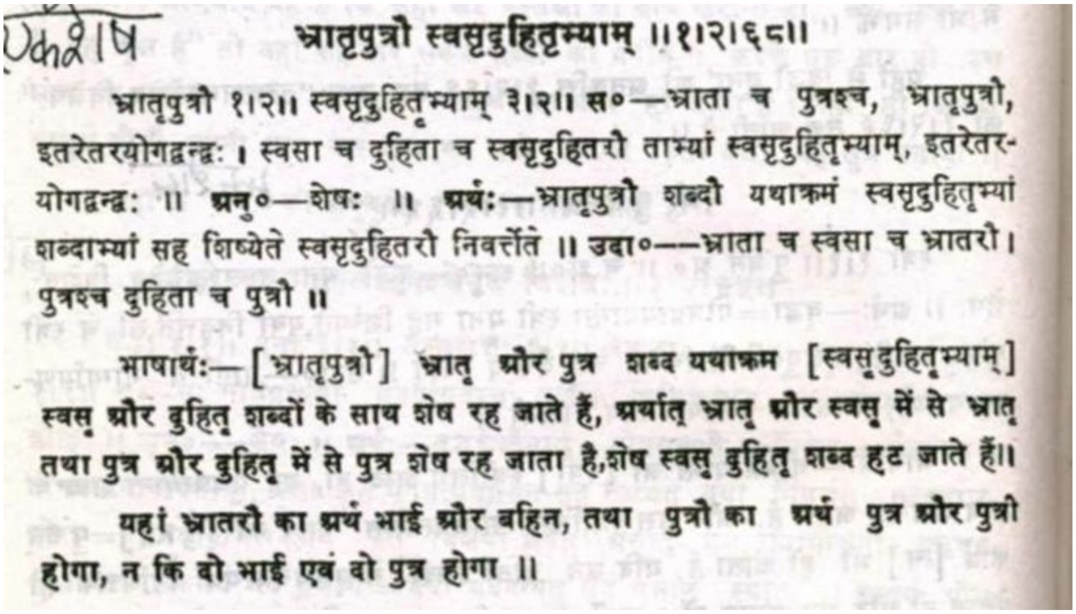

भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् ।।१।२।६८।।

भ्रातृपुत्रौ १।२।। स्वसृदुहितृभ्याम् ३।२।। स०—भ्राता च पुत्रश्च, भ्रातृपुत्रौ, इतरेतरयोगद्वन्द्वः । स्वसा च दुहिता च स्वसृदुहितरौ ताभ्यां स्वसृदुहितृभ्याम्, इतरेतरयोगद्वन्द्वः ।। अनु०—शेषः ।। अर्थः—भ्रातृपुत्रौ शब्दौ यथाक्रमं स्वसृदुहितृभ्यां शब्दाभ्यां सह शिष्येते स्वसृदुहितरौ निवर्त्तेते ।। उदा०—भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ। पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ ।।

भाषार्थः—[भ्रातृपुत्रौ] भ्रातृ और पुत्र शब्द यथाक्रम [स्वसृदुहितृभ्याम्] स्वसृ और दुहितृ शब्दों के साथ शेष रह जाते हैं, अर्थात् भ्रातृ और स्वसृ में से भ्रातृ तथा पुत्र और दुहितृ में से पुत्र शेष रह जाता है,शेष स्वसृ दुहितृ शब्द हट जाते हैं।।

यहां भ्रातरौ का अर्थ भाई और बहिन, तथा पुत्रौ का अर्थ पुत्र और पुत्री होगा, न कि दो भाई एवं दो पुत्र होगा ।।

অর্থাৎ সহজ ভাবে বলতে গেলে, কোনো উক্তিতে স্বসৃ ও ভ্রাতৃ শব্দটি একত্রে থাকলে স্বসৃ লুপ্ত হয় এবং ভ্রাতৃ অবশিষ্ট থাকে। একই ভাবে, দুহিতৃ লুপ্ত হয়ে পুত্রৌ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু মূলে যেহেতু স্বসৃ ও দুহিতৃ শব্দটি রয়েছে, তাই কোনো বাক্যে শুধুমাত্র ভ্রাতৃ ও পুত্রৌ থাকলেও এদের অর্থের ক্ষেত্রে লুপ্ত স্বসৃ ও দুহিতৃ এসে যাবে।

এই সূত্রটির টীকা করতে গিয়েসিদ্ধান্তকৌমুদী উল্লেখ করেছে, "পুত্রশ্চ দুহিতা চ পুত্রৌ"।

সহজ ভাবে বললে, সংস্কৃত বাক্যে কোথাও পুত্রৌ থাকলে এর অর্থের ক্ষেত্রে পুত্র ও দুহিতা উভয়ই অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

একই ভাবে, পুত্রান্ শব্দটির অর্থের ক্ষেত্রেও সংস্ক্রিয়ভাবে পুত্র শব্দের সাথে কন্যা (দুহিতা) শব্দটিও এসে যায়, এটি পাণিনি সিদ্ধ, যার উপর আর কোনো কথা চলে না।

পাণিনির এই নিয়ম যে প্রাচীনকালে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহার হতো তার কয়েকটি উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক। **অমরকোষের ২।৬।৩৭** মতে, ***"পুত্রৌ পুত্রশ্চ দুহিতা চ"*** অর্থাৎ পুত্রৌ মানে একটি পুত্র এবং একটি কন্যা।

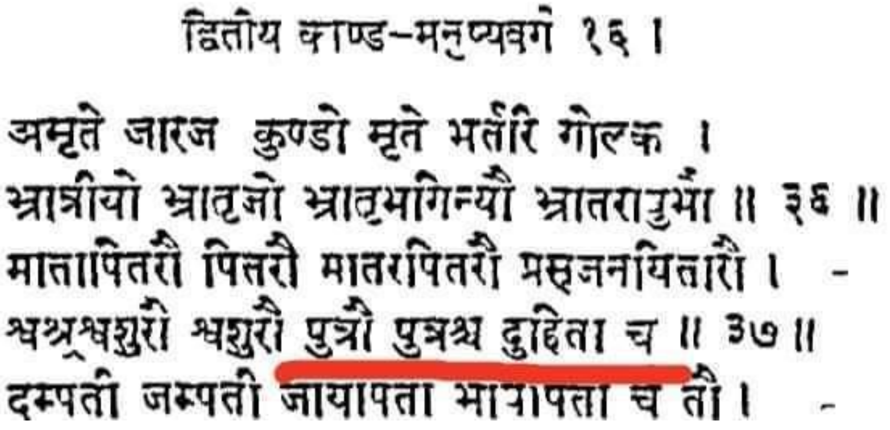

द्वितीय काण्ड–मनुष्यवर्ग १६।   २-६

अमृते जारजः कुण्डो मृते भर्तरि गोलकः ।
भ्रात्रीयो भ्रातृजो भ्रातृभगिन्यौ भ्रातरावुभौ ॥ ३६ ॥
मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजनयितारौ ।
श्वश्रूश्वशुरौ श्वशुरौ पुत्रौ पुत्रश्च दुहिता च ॥ ३७ ॥
दम्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तौ ।

আরেকটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো "পিতরৌ"। এর মানে হলো দুই পিতা হয় বা দুই পূর্বপুরুষ হয় অথবা মাতাপিতাও হয়। যদি কেউ এই পিতরৌ শব্দটির অর্থ শুধুমাত্র দুই পূর্বপুরুষ (পুংলিঙ্গ অর্থে) করে, তবে কালীদাসের বিখ্যাত রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেই অর্থের বিপর্যয় ঘটে যাবে। মহামবি কালিদাস এখানে বলেছেন,

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ।" অর্থাৎ "জগতের মাতাপিতা পার্বতী এবং শিবকে আমি বন্দনা করি।"

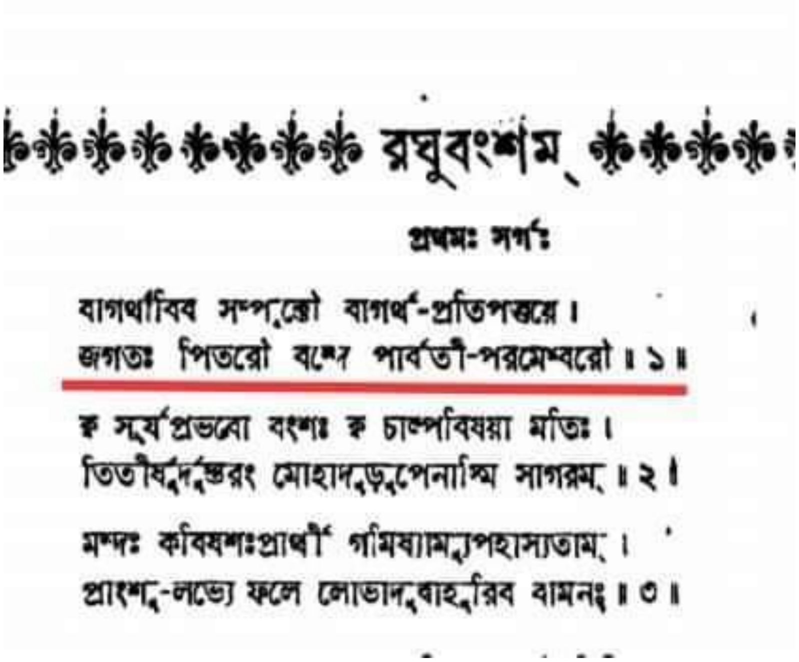

রঘুবংশম্

প্রথমঃ সর্গঃ

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ১ ॥

ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২ ॥

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ ।
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩ ॥

প্রথম সর্গ

পার্বতীপরমেশ্বরকে প্রণাম করে কবি রঘুবংশের রাজচরিতবর্ণনায় ব্রতী হয়েছেন। এই দুরূহ কাজে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সবিনয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেও পূর্বসূরীদের কাব্যকৃতিই তাঁকে পথ দেখাবে এই প্রত্যয় নিয়ে তিনি একাজে অগ্রসর হয়েছেন। রঘুবংশীয় রাজারা আজন্মশুদ্ধ, আসমুদ্র পৃথিবীতে তাঁদের প্রভুত্ব, স্বর্গ পর্যন্ত তাঁদের রথচক্রের অপ্রতিহত গতি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের

এই স্থলে যদি বর্তমান বামাতিরা তাদের ব্যাকরণ জ্ঞান দিয়ে অনুবাদ করে, তবে এটির অর্থ হবে, জগতের দুই পূর্বপুরুষ পার্বতী ও শিবকে আমি বন্দনা করি!!!

এবার আসা যাক মিশ্রলিঙ্গাত্মক পুংলিঙ্গের বহুবচনের উদাহরণগুলিতে। যেমন: হংসাঃ মানে বহু হংস এবং বহু।হংসহংসী উভয়ই হতে পারে। তেমনি পুত্রাঃ মানে বহু পুত্র এবং বহু পুত্রপুত্রী উভয়ই হতে পারে। আর পুত্রপুত্রীকে একত্রে যে সন্তান বলে সেটি সকলেই জানে।

যেমন: বেদে সমগ্র মানবদের 'অমৃতস্য পুত্রা' বলা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, মানবগণ হচ্ছে অমৃতরূপ ঈশ্বরের সন্তান ***[দ্রষ্টব্য: স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত যজুর্বেদ ভাষ্যে ১১।৫]***।

युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोकऽएतु पथ्येव सूरेः।
शृण्वन्तु विश्वेऽअमृतस्य पुत्राऽआ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः॥५॥

युजे। वाम्। ब्रह्म। पूर्व्यम्। नमोभिरिति नमःऽभिः। वि। श्लोकः। एतु। पथ्येवेति पथ्याऽइव। सूरेः। शृण्वन्तु। विश्वे। अमृतस्य। पुत्राः। आ। ये। धामानि। दिव्यानि। तस्थुः॥५॥

पदार्थः-(**युजे**) आत्मनि समादधे (**वाम्**) युवयोर्योगानुष्ठात्रुपदेशकयोः सकाशाच्छ्रुतवन्तौ (**ब्रह्म**) बृहद् व्यापकम् (**पूर्व्यम्**) पूर्वैर्योगिभिः प्रत्यक्षीकृतम् (**नमोभिः**) सत्कारैः (**वि**) विविधेऽर्थे (**श्लोकः**) सत्यवाक्संयुक्तः (**एतु**) प्राप्नोतु (**पथ्येव**) यथा पथि साध्वी गतिः (**सूरेः**) विदुषः (**शृण्वन्तु**) (**विश्वे**) सर्वे (**अमृतस्य**) अविनाशिनो जगदीश्वरस्य (**पुत्राः**) सुसन्ताना आज्ञापालका इव (**आ**) (**ये**) (**धामानि**) स्थानानि (**दिव्यानि**) दिवि सुखप्रकाशे भवानि (**तस्थुः**) आस्थितवन्तः। [अयं मन्त्रः शत०६.३.१.१७ व्याख्यातः]॥५॥

উদাহরণস্বরূপ আবার আসা যাক সেই কবিবর কালিদাসের অপর একটি বিখ্যাত কাব্য কুমারসম্ভব কাব্যের [১।২৭] 'পুত্রবতঃ' শব্দটিতে।

এর টীকায় মল্লিনাথ লিখছেন, "পুত্রাশ্চ দুহিতরশ্চ পুত্রাঃ...তেঽস্য সন্তীতি পুত্রবানহ্...তস্য পুত্রবতঃ" অর্থাৎ "পুত্ররা এবং দুহিতারা একত্রে পুত্রাঃ হয়...যাঁর পুত্রাঃ আছে তিনি পুত্রবান্...এবং পুত্রবতঃ বলে বোঝায় পুত্রবান সম্বন্ধীয়।"

এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, মল্লিনাথ কেবল বলছেন না যে পুত্রাঃ মানে পুত্রপুত্রীরা বোঝায়, উপরন্ত বলছেন পুত্রবান্ মানে বহু পুত্রপুত্রীর পিতাকে বোঝায়। পুত্রবানেরই ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনে আসে পুত্রবতঃ। যেরকম প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের "পুত্রাঃ" বলতে বহু পুত্র এবং বহু পুত্রপুত্রী বোঝায়, তেমনি এই
শব্দটির দ্বিতীয় বিভক্তির বহুবচনের "পুত্রান্"
বলতে শুধু পুত্রদেরকে নয় পুত্রপুত্রীদেরকেও বোঝায়।

এবার বিষয়টি আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্য সংস্কৃত অভিধান হতে পুত্র শব্দটিরও অর্থ দেখে নেওয়া যাক। Oxford University থেকে প্রকাশিত Mac Donell এর A Sanskrit-English Dictionary-তে 'পুত্র' শব্দের অর্থ son এর পাশাপাশি child-ও দেওয়া আছে। একই ভাবে সংস্কৃত-ইংলিশ ভাষার সবচেয়ে সমৃদ্ধ অভিধান, মনির উইলিয়ামসের ডিকশনারিতেও পুত্র শব্দের অর্থ son ও child উভয়ই রয়েছে।

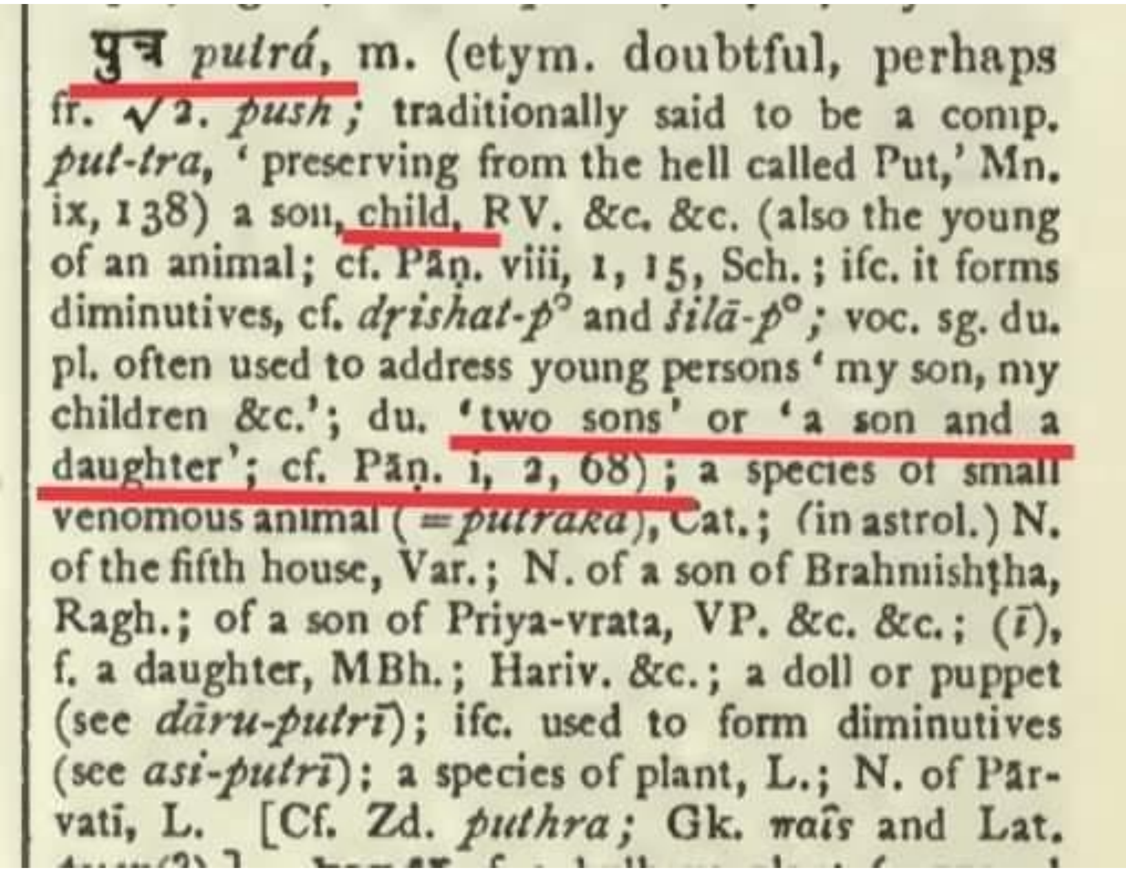

पुत्र *putrá*, m. (etym. doubtful, perhaps fr. √2. *push*; traditionally said to be a comp. *put-tra*, 'preserving from the hell called Put,' Mn. ix, 138) a son, child, RV. &c. &c. (also the young of an animal; cf. Pāṇ. viii, 1, 15, Sch.; ifc. it forms diminutives, cf. *dṛishat-p°* and *śilā-p°*; voc. sg. du. pl. often used to address young persons 'my son, my children &c.'; du. 'two sons' or 'a son and a daughter'; cf. Pāṇ. i, 2, 68); a species of small venomous animal (= *putraka*), Cat.; (in astrol.) N. of the fifth house, Var.; N. of a son of Brahmishṭha, Ragh.; of a son of Priya-vrata, VP. &c. &c.; (*ī*), f. a daughter, MBh.; Hariv. &c.; a doll or puppet (see *dāru-putrī*); ifc. used to form diminutives (see *asi-putrī*); a species of plant, L.; N. of Pārvatī, L. [Cf. Zd. *puthra*; Gk. *παῖς* and Lat.

এসব অষ্টাধ্যায়ী, সিদ্ধান্তকৌমুদী, কালীদাসের কাব্য, অভিধানের প্রমাণ হতে বোঝা যায়, পুত্র, পুত্রা, পুত্রৌ, পুত্রান্- এসব শব্দ শুধুমাত্র ছেলে সন্তান বাচক নয়, বরং পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তান বাচক। এজন্য বেদসহ যেসব প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোতে উল্লেখিত পুত্রা, পুংসবন, পুত্রান্ ইত্যাদি শব্দ পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানের সাথেই সম্পর্কিত। তাই পশ্চিম বঙ্গীয় বামাতিদের নারীবাদী মুখোশের আড়ালে সনাতনী নারীদের বিধর্মীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য পাতা ফাঁদ হতে সকলে সাবধান থাকুন এবং সত্যকে জানুন।

অতিথির জন্য ছাগ-বৃষ হত্যা ? সায়ণের ভুলের খণ্ডন

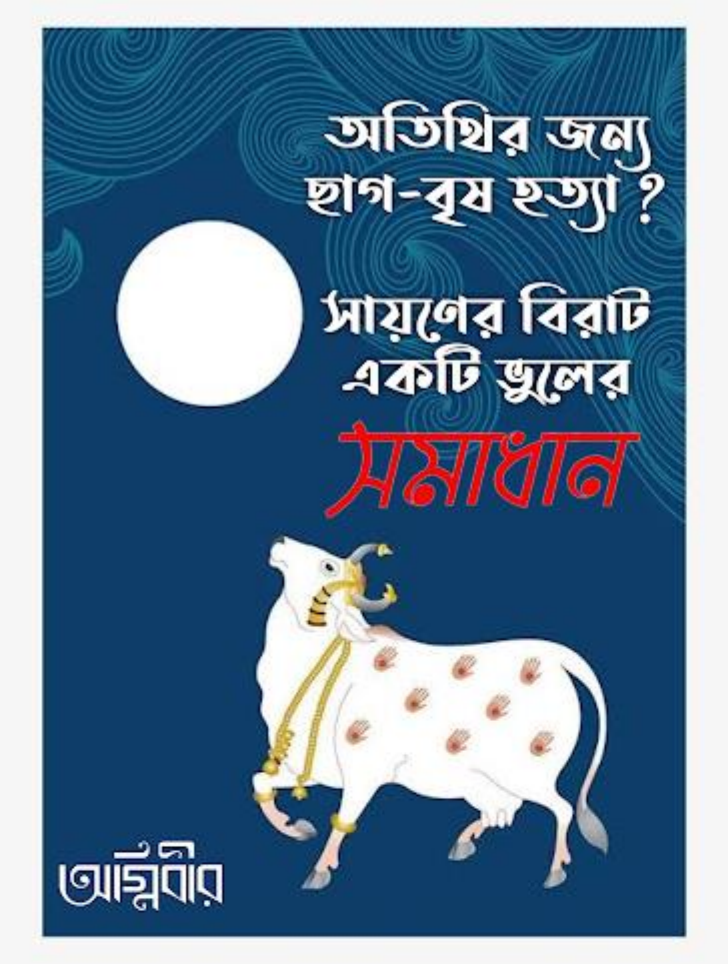

পৌরাণিকদের অতি প্রিয় সায়ণাচার্য বিশাল বৈদিক সাহিত্যের ভাষ্য করেছেন বলে কথিত । আধুনিক পরম্পরাবাদী ও পৌরাণিকগণ তার ভাষ্য অন্ধভাবে মানেন ও স্বীয় স্বার্থ পূর্তির জন্য যথেচ্ছ উদাহরণ প্রদান করেন । যদিও তার ভাষ্যের অর্থ ও তাৎপর্য বিকৃতি সযতনে আড়াল করে কেবল নিজেদের সাকারবাদ প্রমাণে আবশ্যকীয় অংশটুকুই উদ্ধৃত করেন । আজকে আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সায়ণের ভুল ভাষ্যে কথিত অতিথি এলে তার জন্য বৃহৎ ছাগ বা বৃষ রান্না কর্‌যে হবে - এই মতবাদটি খণ্ডন করবো ।

আলোচ্য কণ্ডিকা -

অগ্নি মন্থন্তি সোমে রাজন্যাগতে। তদ্ যথৈবাহঃ। মনুষ্যরাজ আগতেঽন্যস্মিন্ বার্হত্যুক্ষাণং বা বেহতং বা ক্ষদন্তে। এবমেবাস্মা এতত্ ক্ষদন্তে যদগ্নিং মন্থন্তি। অগ্নির্হি দেবানাং পশুঃ।
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৩।৪)

অর্থাৎ

সোমরাজ আগত হইলে অগ্নিমন্থন করিবে; তাহার এইরূপ। যেমন নররাজ অথবা অন্য পূজ্য ব্যক্তি উপস্থিত হইলে **বৃষ অথবা বেহৎ (গর্ভনাশিনী বৃদ্ধা গাভী) হত্যা করে,** সেইরূপ অগ্নির যে মন্থন হয়, তাহাতেই **সোমের উদ্দেশে অগ্নির হত্যা করা হয় ;** কেননা অগ্নিই দেবগণের পশু।

৫৬ প্রথম পঞ্চিকা [৫ম খণ্ড

সোমরাজ আগত হইলে অগ্নিমন্থন করিবে; তাহার এইরূপ। যেমন নররাজ অথবা অন্য পূজ্য ব্যক্তি উপস্থিত হইলে বৃষ অথবা বেহৎ (গর্ভনাশিনী বৃদ্ধা গাভী) হত্যা করে,[১] সেইরূপ অগ্নির যে মন্থন হয়, তাহাতেই সোমের উদ্দেশে অগ্নির হত্যা করা হয় ; কেননা অগ্নিই দেবগণের পশু।

১ বৃষ যজ্ঞির দ্রব্যাদি বহন করে, অগ্নিও দেবগণের নিকটে হব্য বহিয়া লইয়া যান, এজন্য অগ্নিতে পশুর সাদৃশ্য।

উল্লেখ্য বিধর্মী ও বলি মতবাদীরা যে অর্থ এখানে উল্লেখ করেছে তা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত। তারা সেটিই উদ্ধৃত করে যা এই অনুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার এর বিজ্ঞ অনুবাদকগণ কতটুকু বৈদিক সংস্কৃত সম্পর্কে অবহিত তাও সন্দেহজনক।

এই খণ্ডের যে অংশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে তার মূলে রয়েছে,

অগ্নি মন্থন্তি সোমে রাজন্যাগতে। তদ্ যথৈবাহঃ। মনুষ্যরাজ আগতেঽন্যস্মিন্ বার্হত্যুক্ষাণং বা বেহতং বা ক্ষদন্তে। এবমেবাস্মা এতত্ ক্ষদন্তে যদগ্নিং মন্থন্তি। অগ্নির্হি দেবানাং পশুঃ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৩।৪)

অর্থাৎ

রাজা সোমের আগমনে অগ্নি মন্থন অর্থাৎ যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলন করতে হবে। ঠিক যেভাবে, মানুষের গৃহে রাজা বা পূজনীয় ব্যক্তি আসলে বৃষ বা বেহত্ গাভী ক্ষদ্ করা হয়। সেইরূপ অগ্নির যে মন্থন বা অগ্নির যে প্রজ্বলন করা হয় তাই সোমের উদ্দেশ্যে অগ্নির ক্ষদ্ করা হয়। কেননা অগ্নিই দেবগণের পশু।

আমরা এখানে যে অর্থ করেছি সেখানে সংস্কৃতের মূল ক্ষদন্তে এর বাংলা করা হয়নি, তার ধাতুরূপেই তা রেখে দিয়েছি। এবার চলুন আমরা দেখি এখানে কোন অর্থ হওয়া উচিত এবং প্রাসঙ্গিক -

এবার দেখুন এখানে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ হচ্ছে অগ্নিমন্থন প্রক্রিয়া। আর এখানে অগ্নিমন্থনকে তুলনা করা হয়েছে আতিথ্যেষ্টি বা গৃহে অতিথি আগমনের সঙ্গে। এখন অগ্নি মন্থনে কি অগ্নিকে প্রজ্বলিত বা উৎপন্ন করা হয় না অগ্নিকে নিভিয়ে ফেলা হয়? অবশ্যই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করা হয়, তার বিপরীতটা নয়। এখন যেসব বিজ্ঞ অনুবাদক এখানে ক্ষদন্তে এর অর্থ করেছে হত্যা করা তা কি অগ্নিমন্থনের সঙ্গে তুলনীয়? অগ্নিমন্থনে কখনোই অগ্নিকে হত্যা বা নিভিয়ে ফেলা হয় না।

আমাদের মনে রাখতে হবে বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ তথা বৈদিক সাহিত্যে যে শব্দগুলো এসেছে তা প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক সংস্কৃত। পরবর্তীকালের নবীন সংস্কৃতের সাথে তা তুলনা করলে অর্থ অনর্থ হয়ে যাবে। বৈদিক শব্দ ও ধাতুসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অন্যতম গ্রন্থ উণাদিকোষ। সেই উণাদিকোষের দ্বিতীয় পাদের পঁচানব্বইতম সূত্রে বলা হয়েছে,

তৃন্তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সঞ্জ্ঞায়াং চানিটৌ।
(উণাদিকোষ ২।৯৫[৯৪])

এখানে বিশ্লেষণে দেখা যায় 'ক্ষদ সংবৃতৌ' থেকে ক্ষদতি উৎপন্ন হয়। আর সেখান থেকেই আসে ক্ষদন্তে শব্দটি। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও তাঁর উণাদিসূত্রভাষ্যে তা উল্লেখ করেছেন।

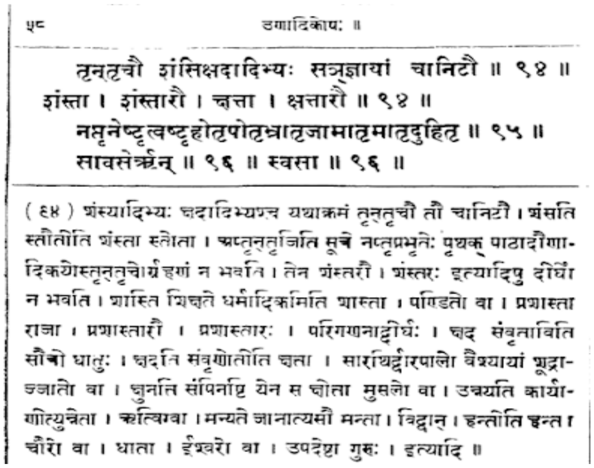
५८ उणादिकोष: ॥

तृन्तृचौ शंसिक्षदादिभ्यः सञ्ज्ञायां चानिटौ ॥ ९४ ॥
शंस्ता । शंस्तारौ । क्षत्ता । क्षत्तारौ ॥ ९४ ॥
नप्तृनेष्टृत्वष्टृहोतृपोतृभ्रातृजामातृमातृदुहितृ ॥ ९५ ॥
सावसेर्ऋन् ॥ ९६ ॥ स्वसा ॥ ९६ ॥

(९४) शंस्यादिभ्यः क्षदादिभ्यश्च यथाक्रमं तृन्तृचौ तौ चानिटौ। शंसति स्तौतीति शंस्ता स्तोता। नप्तृनतृजिति सूत्रे नप्तृप्रभृतेः पृथक् पाठादौणादिकयोस्तृन्तृचोर्ग्रहणं न भवति। तेन शंस्तरौ। शंस्तरः इत्यादिषु दीर्घो न भवति। शास्ति शिक्षते धर्मादिकमिति शास्ता। पण्डितो वा। प्रशास्ता राजा। प्रशास्तारौ। प्रशास्तारः। परिगणनाद्दीर्घः। क्षद संवृताविति सौत्रो धातुः। क्षदति संवृणोतीति क्षत्ता। सारथिर्द्वारपालो वैश्यायां शूद्राज्जातो वा। क्षुणत्ति संपिनष्टि येन स क्षोत्ता मुसलो वा। उन्नयति कार्याणीत्युन्नेता। ऋत्विग्वा। मन्यते जानात्यसौ मन्ता। विद्वान्। हन्तीति हन्ता। चौरो वा। धाता। ईश्वरो वा। उपदेष्टा गुरुः। इत्यादि ॥

এই সূত্র অনুযায়ী দেখা যায় ক্ষদন্তে শব্দের মূল ক্ষদ সংবৃত অর্থাৎ কোনকিছু প্রাপ্তি, শুরু, লাভ করা পৌঁছানো অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই উণাদিকোষ অনুযায়ী ক্ষদন্তে এর অর্থ হয় প্রাপ্ত হওয়া, শুরু করা, লাভ করা, পৌঁছানো বা

কোনোকিছু পৌঁছে দেওয়া। বৈদিক কোষের কোথাও ক্ষদ ধাতু হিংসা বা হত্যা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তাই উণাদিকোষ অনুযায়ী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপর্যুক্ত কণ্ডিকার অর্থ হবে

,

যেভাবে মানুষের গৃহে রাজা বা পূজনীয় ব্যক্তি আসলে তাদের উদ্দেশ্যে বৃষ বা বেহত্ গাভী পৌঁছে দেওয়া হয় বা তাদেরকে প্রাপ্ত করানো হয়। সেইরূপ অগ্নির যে মন্থন বা অগ্নির যে প্রজ্বলন করা হয় তাই সোমের উদ্দেশ্যে অগ্নির প্রাপ্ত করানো।

অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন অগ্নিমন্থনে যেমন সোমের উদ্দেশ্যে অগ্নিকে প্রাপ্ত করানো হয় অর্থাৎ প্রজ্বলিত করা হয়, ঠিক তেমনি অতিথি আসলে বৃষ বা গাভী প্রাপ্ত করানো হয় বা দান করা হয়। যারা আমাদের দ্বিতীয় পর্বের ভিডিও দেখেছেন তারা কি এর সঙ্গে কোনো মিল পাচ্ছেন? যদি সে ভিডিও দেখে থাকেন তবে মিল পাওয়ারই কথা।

ভিডিওটি দেখে নিন - https://youtu.be/sL83YiIl8S4

সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম গৃহে অতিথি আসলে অতিথিকে মধুপর্ক প্রদান করে গোদান করা হতো। গোহত্যা করা হতো না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই খণ্ডে সেই অনুষ্ঠানেরই উল্লেখ করা হয়েছে। যদি আপনারা সেই ভিডিও দেখে না থাকেন তবে অনুগ্রহ করে দেখে নিন।

অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন অতিথি আসলে গোদানের রীতি ছিল, হত্যা করার না। কিন্তু আমাদের তথাকথিত পরম্পরা দাবিকারীদের পূর্বজ সায়ণাচার্য ও ষড্গুরুশিষ্যের দ্বারা ক্ষদন্তে শব্দটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা হওয়ার জন্যই এই সন্দেহের অবকাশ তৈরি হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি উণাদিকোষে ক্ষদ ধাতু হত্যা করা বা হিংসা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু সায়ণাচার্য ও ষড্গুরুশিষ্য উভয়েই তাদের ব্যাখ্যায় ক্ষদন্তি হিংসন্তি ও ক্ষদিহিংসার্থঃ ব্যাখ্যা করেছে।

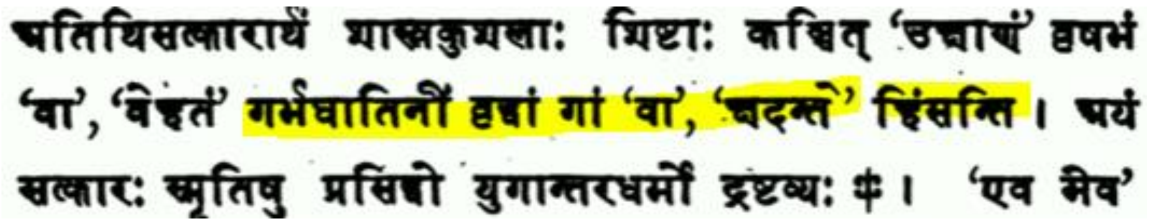
अतिथिसत्कारार्थं याज्ञकुशला: शिष्टा: कश्चित् 'उक्षाणं' वृषभं 'वा', 'वेहतं' गर्भघातिनीं वृद्धां गां 'वा', 'क्षदन्ते' हिंसन्ति। अयं सत्कार: स्मृतिषु प्रसिद्धो युगान्तरधर्मो द्रष्टव्य: ‡। 'एव मेव'

সায়ণাচার্য - ক্ষদন্তে হিংসন্তি

॥ मनुष्यराज आगतेऽन्यस्मिन् वार्हत्युक्षाणं वा वेहतं वा क्षदन्ते ॥

अर्हति । †'अर्ह: प्रशंसायाम्' इति शतुर्ङि । पूज्ये मनुष्यराजे ‡'राजाहःसखिभ्यष्टच्'। स्नातकादावन्यस्मिन् वाऽ । उक्षा बलीवर्दः वेहद् वृषभसंसर्गाद् गर्भध्वंसकरी मता । क्षदन्ते, क्षदिर्हिंसार्थः । घ्नन्ति ॥

ষড্গুরুশিষ্য- ক্ষদন্তে ক্ষদিহিংসার্থঃ

উণাদিকোষের প্রমাণ থেকেই বুঝতে পারছি এই দুজনের ব্যাখ্যাই অমূলক ও ভ্রান্ত। যারা দাবি করেন সায়ণাচার্য কোনো ভুল ব্যাখ্যা করেন না বা সায়ণাচার্যের সমস্ত ব্যাখ্যাই শুদ্ধ তাদের এখানে নিশ্চয়ই কিছু বলার নেই। অপরদিকে আমরা যেমন সায়ণাচার্যের যেস্থলে ভুল ব্যাখ্যা রয়েছে তার গঠনমূলক সমালোচনা করি ঠিক সেভাবে যেস্থলে সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যা শুদ্ধ তা আমরা গ্রহণ। অন্যদিকে রিডিং স্বর্বস্ব সাকারবাদীরা না তো বৈদিক শব্দের অর্থ ঠিকভাবে জানে না তো সে যোগ্যতা তার রয়েছে। তাই তারা কপিপেস্ট ও রিডিং নির্ভর প্রলাপই বকে থাকেন।

এমনকি ক্ষদ ধাতুর এমন প্রাপ্ত করানো বা দানকর্ম যে সায়ণাচার্য যে অবগত ছিলেন না এমনটিও নয়। সায়ণাচার্য তাঁর ঋগবেদ ষষ্ঠ মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের ক্ষত্তা শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ক্ষদতিরত্র দানকর্মা অর্থাৎ এখানে ক্ষদতি শব্দটি দানকর্ম হিসেবে এসেছে।

त्वं भर्गो न आ हि रत्नमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चाः ।
अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरेः ॥ २ ॥

त्वम् । भर्गः । नः । आ । हि । रत्नम् । इषे । परिज्माऽइव । क्षयसि । दस्मऽवर्चाः ।
अग्ने । मित्रः । न । बृहतः । ऋतस्य । असि । क्षत्ता । वामस्य । देव । भूरेः ॥ २ ॥

हे अग्ने ᵛभर्गः[१] भजनीयः ᵛत्वं[१] ᵛनः अस्मभ्यं ᵛरत्नं रमणीयं धनम् ᵛआ ᵛइषे आगमय प्रयच्छ ॥ ' इण् गतौ ' इत्यस्यैतद्रूपम् । ᵛहि इति पूरकः । ᵛदस्मवर्चाः दर्शनीयदीप्तिस्त्वं ᵛपरिज्मेव परितो गन्ता वायुरिव ᵛक्षयसि सर्वत्र निवससि । यद्वा । क्षयतिरैश्वर्यकर्मा । सर्वस्येशिषे । हे ᵛअग्ने ᵛमित्रो ᵛन प्रमीतेस्त्रायको देव इव ᵛबृहतः महतः ᵛऋतस्य उदकस्य[२] यज्ञस्य वा ᵛक्षत्ता ᵛअसि । क्षदतिरत्र दानकर्मा । दाता भवसि । तथा हे ᵛदेव द्योतमानाग्ने ᵛभूरेः बहुलस्य ᵛवामस्य वननीयस्य धनस्य च दाता भवसीत्यनुषङ्गः ॥

তবে আপনারাই দেখুন সায়ণাচার্য সঠিক অর্থ অবগত হয়েও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভুল অর্থ করায় এই উদ্ভট অনভিপ্রেত ঝামেলার উদ্রেক হয়েছে। উল্লেখ্য লৌকিক সংস্কৃতে পরবর্তীতে ক্ষদ ধাতুর অর্থ আরো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে বৈদিক সাহিত্যে লৌকিক সংস্কৃতের অর্থ প্রয়োগ হবে না। যা আমাদের দ্বিতীয় পর্বে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অগ্নিমন্থন ক্রিয়া ঋগবেদের অপর ব্রাহ্মণ কৌষীতকি ব্রাহ্মণের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে কোনও পশুহত্যার প্রসঙ্গই আসেনি। বরং কৌষীতকি ব্রাহ্মণের একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে -

তদ্ যথা হ বা অস্মিঁলোকে মনুষ্যাঃ পশুনশ্নতি। যথৈভির্ভুঞ্জতে। এবমেবামুষ্মিঁল্লোকে পশবো মনুষ্যানশ্নন্তি। এবমেভির্ভুঞ্জতে। (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১১।৩)

অর্থাৎ

যেমন এই লোকে বা জীবনে যেসকল মানুষ পশুকে হত্যা করে খেয়ে থাকে, তা খেয়ে আনন্দলাভ করে; ঠিক তেমনি সেসকল পশু পরবর্তী লোকে বা জীবনে সেই মানুষদের ভক্ষণ করবে, তা ভক্ষণ করে আনন্দলাভ করবে।

तथा ह यजमानात् पशवोऽनुत्क्रामुका भवन्ति ।२८। तद् यथा ह वा अस्मिंल्लोके मनुष्याः पशूनश्नन्ति ।२९। यथैभिर्भुञ्जते ।३०। एवमेवामुष्मिंल्लोके पशवो मनुष्यानश्नन्ति ।३१। एवमेभिर्भुञ्जते ।३२। स य एनानिह प्रातरनुवाकेनावरुन्धे ।३३। तमिहावरुद्धा अम-

তাই বুঝতেই পারছেন গৃহে আগত অতিথির জন্য বৃষ বা গাভী হত্যা তো দূরে থাকুক, পশুকে হত্যা করে তা ভক্ষণ করা এই ব্রাহ্মণ বচনে নিন্দা করা হচ্ছে। তাছাড়া দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখিয়েছি বেদে শুধু গাভীই নয়, বৃষ হত্যাও নিষিদ্ধ। যারা সে ভিডিও দেখতে পারেননি তা পুনরায় দেখে নিন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ আলোচনা থেকে বোঝা যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ওই খণ্ডে বৃষ বা গাভী হত্যা নয় বরং তা দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বেদে সায়ণের নিরুক্ত বিরোধী যম-নচিকেতার গল্প খণ্ডন

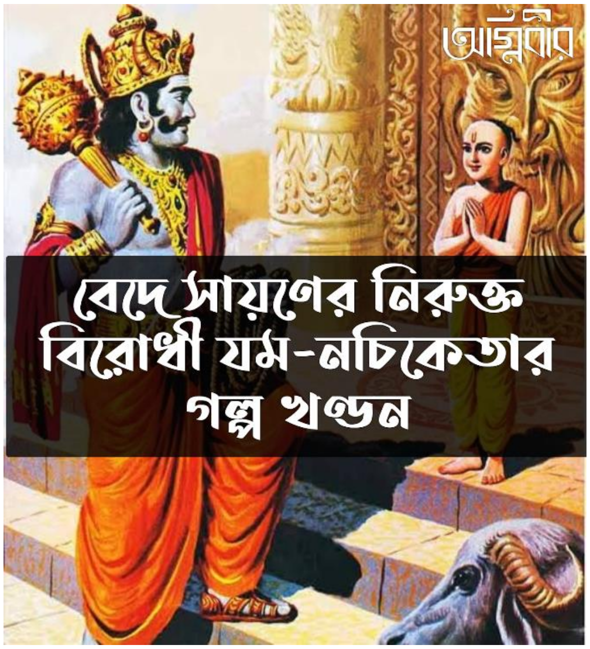

আমরা সকলেই জানি বেদে কোন লৌকিক ইতিহাস নেই । বেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকল গবেষকই এই সম্পর্কে অবগত । তবে সায়ণাচার্যের ভ্রান্ত ভাষ্যের অনুসরণকারীদের কমতি নেই । তারা শত প্রমাণ সত্ত্বেও এটি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন যে সায়ণ তার ভাষ্যে ভুল , অরূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগ, কাল্পনিক ইতিহাস প্রদর্শন করেছেন । আজকে আমরা যম - নচিকেতার কঠোপনিষদের রূপক আখ্যানের বলপূর্বক ও ভ্রান্তভাবে পরিচালিত হয়ে সায়ণ দ্বারা একটি মন্ত্রে এর প্রয়োগ , খণ্ডন ও পরিশেষে সদর্থ দেখবো ।

যস্মিন্বৃক্ষে সুপলাশো দেবৈঃ সংপিবেত যমঃ।
অত্রা নো বিশপতিঃ পিতা পুরাণাং অনু বেনতি।।
(ঋক০ ১০।১৩৫।১)

সায়ণ ভাষ্যঃ

"বৃক্ষে । লুপ্তোপমমেতৎ । বৃক্ষবৎ সুপলাশে শোভনপলাশোপেতে শোভনোদ্যানসহিতে। যদ্বা। শোভনপর্ণোপেতে বৃক্ষে । তাদৃশস্য বৃক্ষস্য মূলং যথৌষ্ণ্যজনিতশ্রমাপনোদনেন সুখকরং ভবতি তদ্বৎ সুখকরে "যস্মিন্ স্থানে "দেবৈঃ পরিজনভূতৈঃ "যমঃ নিয়ন্তা বৈবস্বতঃ সংপিবতে সহ ভুঙ্ক্তে পিবতীত্যর্থঃ । "বিশপতিঃ বিশাং প্রজানামধিপতিঃ "পিতা "নঃ । ব্যত্যযেন বহুবচনম্। মম নচিকেতসো জনকো বাজশ্রবসঃ "অত্র অস্মিন্ যমস্য স্থানে "পুরাণান্ পুরাতনান্ অত্র চিরকালং নিবসতঃ পিতৃন্ অনু তেষাং পশ্চাৎ তৎসমীপে নিবসত্বয়মিতি "বেনতি মাং কাময়তে । নচিকেতা নাম কুমারো বাজশ্রবসেন পিত্রা যমলোকং প্রস্থাপিতঃ সন্ যমং দৃষ্ট্বা প্রসাদ্য পুনরপীমং লোকমাজগাম । অয়মর্থং ইদমাদিকৈর্মন্ত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে । যদ্বা । কুমারো নাম নচিকেতসোঽন্যঃ কশ্চিদৃষিঃ । যচ্ছতীতি যম আদিত্যঃ । তমনেন সূক্তেন তুষ্টাব । সুপলাশে বৃক্ষ ইব যস্মিন্ শোভনে স্থানে যম আদিত্যো দেবৈঃ। দীব্যন্তীতি দেবা রশ্ময়ঃ । তৈঃ সংপিবতে সংগচ্ছতে । উপসর্গবশাৎ পিবতিরত্র গত্যর্থঃ । ব্যত্যযেনা স্ম স্থিতো বিশপতির্বিশাং প্রজানাং প্রকাশনপ্রবর্ষণাদিনা পালয়িত প্রাণাত্মনা সর্বেষাং জনকঃ স আদিত্যঃ পুরাণাংশ্চিরংতনান্ স্তোতৃন্ নোঽস্মানপি বেনতি অনুগ্রাহ্যত্বেন কাময়তে । যদ্বা । অত্র স্থানে স্থিতান্ নোঽস্মাকং পুরাণান্ পূর্বপুরুষাননু বেনতি অনুক্রমেণ কাময়তে।

ˇवृक्षे । लुप्तोपममेतत् । वृक्षवत् ˇसुपलाशे शोभनपलाशोपेते शोभनोद्यानसहिते । यद्वा । शोभनपर्णोपेते वृक्षे । तादृशस्य वृक्षस्य मूलं यथौष्ण्यजनितश्रमापनोदनेन सुखकरं भवति तद्वत् सुखकरे ˇयस्मिन् स्थाने ˇदेवैः परिजनभूतैः ˇयमः नियन्ता वैवस्वतः ˇसंपिबते सह भुङ्क्ते[1]। पिबतीत्यर्थः । ˇविश्पतिः विशां प्रजानामधिपतिः ˇपिता ˇनः । व्यत्ययेन बहुवचनम् । मम नचिकेतसो[2] जनको वाजश्रवसः ˇअत्र अस्मिन् यमस्य स्थाने ˇपुराणान् पुरातनान् अत्र चिरकालं निवसतः पितॄन् ˇअनु तेषां पश्चात् तत्समीपे निवसत्वयमिति ˇवेनति मां कामयते । नचिकेता नाम कुमारो वाजश्रवसेन पित्रा यमलोकं प्रस्थापितः सन् यमं दृष्ट्वा प्रसाद्य पुनरपीमं लोकमाजगाम । अयमर्थ इदमादिकैर्मन्त्रैः प्रतिपाद्यते । यद्वा । कुमारो नाम नचिकेतसोऽन्यः कश्चिदृषिः । यच्छतीति यम आदित्यः । तमनेन सूक्तेन तुष्टाव । सुपलाशे वृक्ष इव यस्मिन् शोभने स्थाने यम आदित्यो देवैः[3] । दीव्यन्तीति देवा रश्मयः । तैः संपिबते संगच्छते । उपसर्गवशात् पिबतिरत्र[4] गत्यर्थः । व्यत्ययेनात्मनेपदम् । अत्र अस्मिन् स्थाने स्थितो विश्पतिर्विशां प्रजानां प्रकाशनप्रवर्षणादिना पालयिता[5] प्राणात्मना सर्वेषां जनकः स आदित्यः पुराणांश्चिरंतनान् स्तोतॄन् नोऽस्मानपि वेनति अनुग्राह्यत्वेन कामयते । यद्वा । अत्र स्थाने स्थितान् नोऽस्माकं पुराणान् पूर्वपुरुषाननु वेनति अनुक्रमेण कामयते॥

সায়ণ ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদঃ

চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাদিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদিগের নরপতি পিতা ইচ্ছা করিয়াছেন, যে আমি সেই বৃক্ষে যাইয়া পূর্বপুরুষদিগের সঙ্গী হই।

১৩৫ সূক্ত ।

যম দেবতা । কুমার ঋষি ।

১। চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতা-দিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদিগের নরপতি পিতা ইচ্ছা করিয়াছেন, যে আমি সেই বৃক্ষে যাইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গী হই ।

এই সুক্তের ঋষি 'কুমার' এবং দেবতা "যম"। সুতরাং এই সূক্তে নচিকেতার কথা আছে এরূপ সায়ণাচার্যের মত। যে বৃক্ষের নিচে দেব এবং পিতৃগণের সাথে বসে যম সোমরস পান করছেন সেখানে পুত্র নচিকেতাও গমন করুক, এরূপ গৌতম বাজশ্রবা ঋষির ইচ্ছা। কিন্তু সায়ণের এটি কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নয় ।

কেননা নিরুক্তাকার যাস্ক এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে যম নচিকেতার কোনো সংবাদ খুঁজে পাননি। আবার এখানে ' আমাদিগের' উল্লেখ আছে । নচিকেতার কাহিনীতে কেবল নচিকেতাই যমলোকে একাই গিয়েছিলো । দলবেঁধে নয় । অতঃ সায়ণের অর্থ যে বচন বিরুদ্ধ সেটিও প্রমাণিত । যাস্ক এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

যস্মিন বৃক্ষে সুপলাশে স্থানে বৃতক্ষয়ে বা, অপি বোপমার্থে স্যাদ্ বৃক্ষ ইব সুপলাশে ইতি। বৃক্ষো ব্রশ্চানাৎ, পলাশং পলাশদনাৎ। দেবৈঃ সংগচ্ছতে যমো রশ্মিভিরাদিত্যঃ। তত্র নঃ সর্বস্য পাতা বা পালয়িতা বা পুরাণাননুকাময়েত।। (নিরুক্ত ১২।২৯)

यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः ।
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणाँ अनु वेनति ॥
[ऋ० १० । १३५ । १ ॥]

यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे स्थाने । वृतक्षये वा । अपि वोपमार्थे स्यात् । वृक्ष इव सुपलाश इति । वृक्षो व्रश्चनात् । पलाशं पलाशनात् । देवैः सङ्गच्छते यमो रश्मिभिरादित्यः । तत्र नः सर्वस्य पाता वा पालयिता वा पुराणाननुकामयेत ।

अज एकपात् । अजन एकः पादः । एकेन पादेन पातीति वा । एकेन पादेन पिबतीति वा । एकोऽस्य पाद इति वा ।

অর্থাৎ -

বৃক্ষ- বৃতক্ষয়ের সংক্ষিপ্তরূপ 'বৃক্ষ', যার অর্থ মুক্তাত্মাদের নিবাস স্থান দ্যুলোক। বৃক্ষ, কারণ তা ছেদন হয় (ছেদনার্থ বৃশ্চ ধাতুর সাথো 'স' প্রত্যয় যোগে), 'পলাশ' শব্দ 'পরা' পূর্বজ 'শদ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়, দ্যুলোকের বাচক। দেব = রশ্মি। সম্পিবতে = সংগচ্ছতে এখানে 'সম্' পূর্বক 'পিব' ধাতু সংগমনার্থক মানা হয়েছে।

वृक्ष—(क) वृतक्षय का संक्षिप्तरूप 'वृक्ष' है, जिसका अर्थ है स्वीकृतों का निवास-स्थान, अर्थात् मुक्तात्माओं का निवास-स्थान (१३८पृ०)। (ख) वृक्ष, क्योंकि यह काटा जाता है (११६ पृ०)। 'पलाश' शब्द 'परा' पूर्वक 'शद्' धातु से निष्पन्न होता है, जोकि द्युलोक का वाचक है। देव = रश्मि। सम्पिबते = संगच्छते, यहां 'सम्' पूर्वक 'पिब' धातु संगमनार्थक मानी गयी है ॥ ९। २८॥

যমের অর্থ এখানে সায়ংকালীন অস্তগত আদিত্য। নিঘণ্টু টীকাকার দেবরাজ যজ্বা 'যম' এর নির্বচন করে লিখেছেন-

"সংগচ্ছতি রশ্মিভিরিতি অস্তময়াবস্থ আদিত্য উচ্যতে।"

बहुलवचनादलुक्। 'पुनराह वृषाकपि' (ऋ० १०.८६.२१)॥

(१७) यमः—व्याख्यातः (निघ० ५.४.१२)। संयच्छति[२] रश्मिभिरिति अस्तमयावस्थ आदित्य उच्यते। 'देवैः सम्पिबते यमः' (ऋ० १०.१३५.१)॥

এখানে 'যম' ধাতু গমনার্থক মানা হয়েছে। অতএব উক্ত মন্ত্রের যথাযথ অর্থ এই প্রকার-

(যস্মিন) যে কালে (যমঃ) অস্তগামী সূর্য (বৃক্ষে সুপলাশে) মুক্তাত্মাদের নিবাসস্থল দ্যুলোকে (দেবৈঃ সম্পিবতে) রশ্মিসমূহের সাথে সংগত হয়, অর্থাৎ ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোক থেকে রশ্মিজালকে একীভূত করে, (অত্র) সেই সময় (নঃ বিশ্বপতিঃ পিতা) আমাদের প্রজাপালক পিতৃস্থানীয় আদিত্য (পুরাণান্ অনুবেনতি) প্রাচীন চন্দ্র নক্ষত্র আদি লোককে নিজের অস্ত হওয়ার পশ্চাৎ প্রকাশিত করার ইচ্ছা করেন।

(यस्मिन्) जिस काल में (यमः) अस्तंगत आदित्य (वृक्षे सुपलाशे) परमेश्वर-रूप मुक्तात्माओं के निवासस्थान सुपवित्र द्युलोक में, अथवा सुपुष्पित

---

२६ खं० १८ श०　　　दैवत—काण्ड　　　७३५

पलाश वृक्ष की तरह रक्त द्युलोक में (देवैः सम्पिबते) रश्मियों के साथ संगत होता है, अर्थात् भूलोक और अन्तरिक्षलोक से रश्मिजाल को समेट लेता है, (अत्र) उस समय (नः विश्पतिः पिता) हमारा प्रजापालक पितृस्थानीय आदित्य (पुराणान् अनुवेनति) पुराने चन्द्र नक्षत्र आदि लोकों को अपने अस्त होने के पश्चात् प्रकाशित करने की इच्छा करे।

অর্থাৎ, সূর্যাস্তের সময় সূর্য বা আদিত্য নিজ রশ্মিকে ভূপৃষ্ঠ ও অন্তরীক্ষ হতে সরিয়ে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কেবল দ্যুলোকে নিজের রশ্মি প্রকাশিত করেন। তার ফলে আমরা, ভূলোকে বসবাসকারী জীব চন্দ্র ও নক্ষত্রআদিকে দর্শন করতে পারি।

ঋগ্বেদে সায়ণভাষ্যে কৃষ্ণ নামক অসুরের ইতিহাস খণ্ডন

উপনয়নহীন অসংস্কৃতজ পরচর্চায় ব্যস্ত , সুবিধাবাদী , কপি নামক বিষয়কে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের ছলে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনকারী বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত কুসংস্কারবাদী , স্বার্থান্বেষী জন্মভিত্তিক বর্ণবাদী মান্যকারী বিশিষ্ট পদবীধারী লোফাররা লম্ফঝম্ফ করে অবোঝ মূর্খের ন্যায় আস্ফালন শুরু করেছে । পরচর্চাই যাদের সারাদিন গ্রুপ ও নিজস্ব পরিমণ্ডলে প্রধান উপজীব্য তাঁরা নাকি বলে সায়ণ ভাষ্যে ভুল নেই গো হত্যা নেই , অপদার্থ মূর্খ স্বাধ্যায়বিহীন লোফারদের কি আর বলার দুইদিন আগে যাঁদের খোজ পাওয়া যেত না তারা কিনা পণ্ডিত্য দেখাচ্ছে (?) ।

তারা উপনীত কি ? বিশিষ্ট পদবীধারী স্বঘোষিত মায়াবাদী লোফার [যাদের কিনা ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য অনুযায়ী অধিকার তো দূরে থাক , কানে সীসা ঢালা উচিৎ তারা কিনা জ্ঞান দিতে আসে] এবং নিজেদের তথাকথিত পরম্পরা নিজেরাই বিচ্যুত করে । তাদের নিজেদের পরম্পরাবাদী ভাষ্য আছে (?) অথচ এতোটাই অপদার্থ যে তার বঙ্গানুবাদ বের করতে অক্ষম । কখনো শ্রীরাম শর্মা বা কখনো অক্ষয়ের অনুবাদ ভরসা । আবার বলে সায়ণের

ভাষ্যে নাকি ভুল নেই । অর্থাৎ এ অব্দি সায়ণের সব অনুবাদক ভুল ছিলেন আর মিশনের অন্নভোজী এক তথাকথিত অধ্যাপক ব্যতীত মিশনের বাকি সবাই মূর্খ ও সায়ণ ভাষ্য বোঝে না । গর্তজীবী জীবদের আর কি বলার । আর এই একই বুলি আওড়ায়াচ্ছে স্ব-গু-ষিত লোফারা ? ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজিয়ে উঠেছে ।

বেদকে ভাষার জননী বলা হয় । পুত্র হতে যেমন পিতার জন্ম হয়না , পিতা হতেই পুত্রের জন্ম হয় , ঠিক তেমনি বেদ থেকেই ব্যক্তির নাম এসেছে , কোন ব্যক্তির নাম বেদে উল্লেখিত হয়নি ।

ঠিক এই কথাটাই **পূর্ব মীমাংসা ১.১.৩১** এ বলা হয়েছে । এই সূত্রের শাবরভাষ্যে বলা হয়েছে-

বেদে ববর , প্রাবাহণি আদি নাম মনুষ্যবাচক প্রতীত হলেও তা মূলতঃ বায়ু নির্দেশক কেননা ' ববরেতি শব্দ কুর্বন্ বায়ুরভিধীয়তে ' - অর্থাৎ বায়ুর নাম ববর । অর্থাৎ বেদে যেসব নাম দেখলে মনে হয় এগুলো কোন মানুষের নাম তা আসলে কোন মানুষের নাম নয় ।

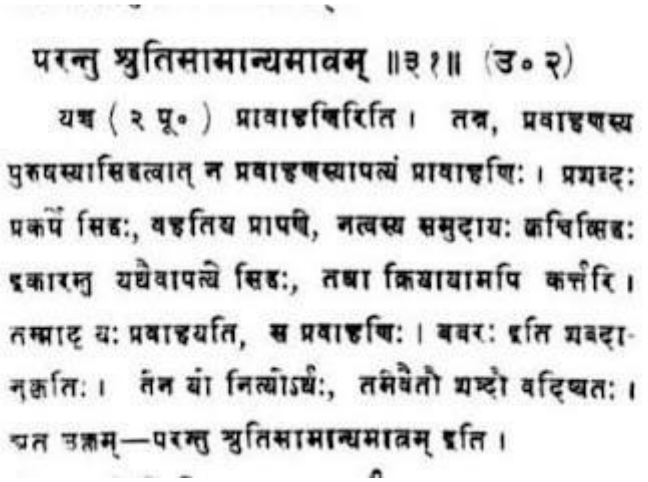
परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम् ॥३१॥ (उ० २)

यत्तु (२ पू०) प्रावाहणिरिति । तत्र, प्रवाहणस्य पुरुषस्यासिद्धत्वात् न प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणिः । प्रशब्दः प्रकर्षे सिद्धः, वहतिश्च प्रापणे, नत्वस्य समुदायः क्वचित्सिद्धः । इकारस्तु यथैवापत्ये सिद्धः, तथा क्रियायामपि कर्त्तरि । तस्माद् यः प्रवाहयति, स प्रवाहणिः । बबरः इति शब्दानुकृतिः । तेन यो नित्योऽर्थः, तमेवैतौ शब्दौ वदिष्यतः । अत उक्तम्—परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम् इति ।

বেদ মন্ত্রে ইতিহাস নেই এই নিয়ে পৌরাণিক পরম্পরার ভাষ্যকার সায়ণাচার্য পূর্ব মীমাংসার সূত্রটি ব্যবহার করে তার ঋগ্বেদ ভাষ্যের ভূমিকাতে বলেছেন -

"জৈমিনি সূত্র বা পূর্ব মীমাংসার ১.১.৩১ ' পরন্তু শ্রুতিসামান্যভাবম্'

অর্থাৎ শ্রুতিতে যেকল নামের উল্লেখ রয়েছে তা ঐতিহাসিক বা ব্যক্তিবাচক নয় বরং ত শব্দানুকৃতি তথা অন্যাদি অর্থ বাচক ।"

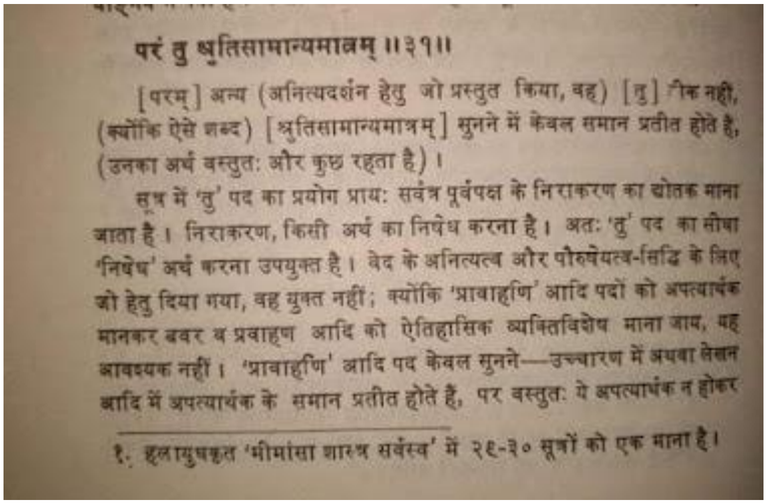

परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम् ॥३१॥

[परम्] अन्य (अनित्यदर्शन हेतु जो प्रस्तुत किया, वह) [तु] ठीक नहीं, (क्योंकि ऐसे शब्द) [श्रुतिसामान्यमात्रम्] सुनने में केवल समान प्रतीत होते है, (उनका अर्थ वस्तुत: और कुछ रहता है)।

सूत्र में 'तु' पद का प्रयोग प्राय: सर्वत्र पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक माना जाता है। निराकरण, किसी अर्थ का निषेध करना है। अत: 'तु' पद का सीधा 'निषेध' अर्थ करना उपयुक्त है। वेद के अनित्यत्व और पौरुषेयत्व-सिद्धि के लिए जो हेतु दिया गया, वह युक्त नहीं; क्योंकि 'प्रावाहणि' आदि पदों को अपत्यार्थक मानकर बबर व प्रवाहण आदि को ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष माना जाय, यह आवश्यक नहीं। 'प्रावाहणि' आदि पद केवल सुनने—उच्चारण में अथवा लेखन आदि में अपत्यार्थक के समान प्रतीत होते हैं, पर वस्तुत: ये अपत्यार्थक न होकर

१. हलायुधकृत 'मीमांसा शास्त्र सर्वस्व' में २९-३० सूत्रों को एक माना है।

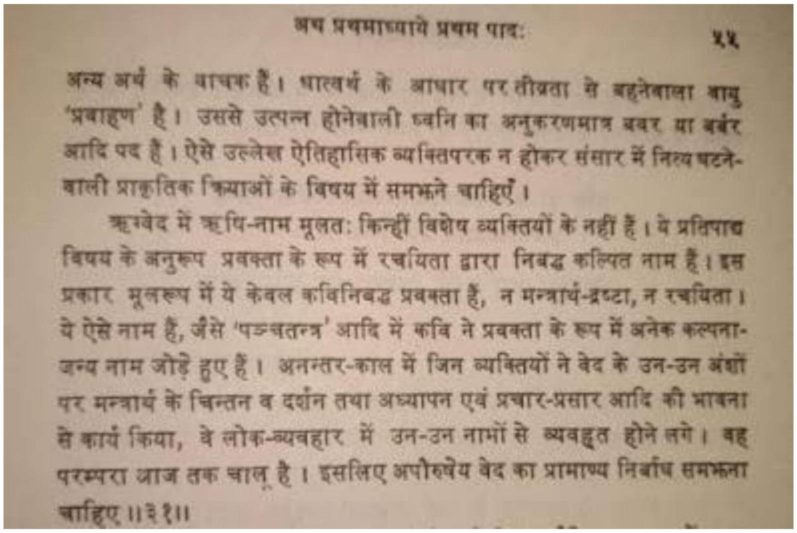

अथ प्रथमाध्याये प्रथम पाद: ५५

अन्य अर्थ के वाचक हैं। धात्वर्थ के आधार पर तीव्रता से बहनेवाला वायु 'प्रवाहण' है। उससे उत्पन्न होनेवाली ध्वनि का अनुकरणमात्र बबर या बर्बर आदि पद हैं। ऐसे उल्लेख ऐतिहासिक व्यक्तिपरक न होकर संसार में नित्य घटने-वाली प्राकृतिक क्रियाओं के विषय में समझने चाहिएँ।

ऋग्वेद में ऋषि-नाम मूलत: किन्हीं विशेष व्यक्तियों के नहीं हैं। ये प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप प्रवक्ता के रूप में रचयिता द्वारा निबद्ध कल्पित नाम हैं। इस प्रकार मूलरूप में ये केवल कविनिबद्ध प्रवक्ता हैं, न मन्त्रार्थ-द्रष्टा, न रचयिता। ये ऐसे नाम हैं, जैसे 'पञ्चतन्त्र' आदि में कवि ने प्रवक्ता के रूप में अनेक कल्पना-जन्य नाम जोड़े हुए हैं। अनन्तर-काल में जिन व्यक्तियों ने वेद के उन-उन अंशों पर मन्त्रार्थ के चिन्तन व दर्शन तथा अध्यापन एवं प्रचार-प्रसार आदि की भावना से कार्य किया, वे लोक-व्यवहार में उन-उन नामों से व्यवहृत होने लगे। वह परम्परा आज तक चालू है। इसलिए अपौरुषेय वेद का प्रामाण्य निर्बाध समझना चाहिए ॥३१॥

যদিও পরবর্তীকালে তার নিজের বলা এই কথা নিজেই ভঙ্গ করে বেদভাষ্যের শুরুতেই ঋগ্বেদে ইতিহাস , মনুষ্যের নাম ইত্যাদি দেখিয়ে এক সুবিশাল ভুল অনুবাদের বেদাঙ্গ বহির্ভূত রচনা করেছিলেন সায়ণাচার্য । এভাবে নিত্য বেদে তিনি অনিত্য ইতিহাস ভাষ্য করে বেদের নিত্যতার হানি ঘটিয়েছেন ।

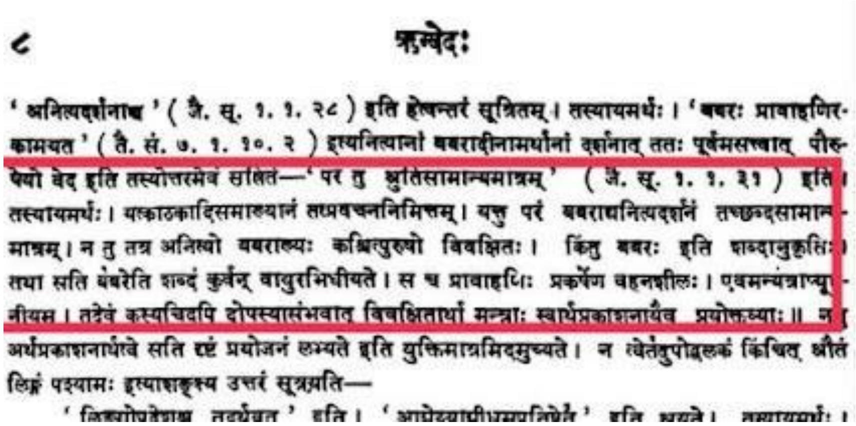
८ ऋग्वेदः

'अनित्यदर्शनाच्च' (जै. सू. १. १. २८) इति हेत्वन्तरं सूत्रितम्। तस्यायमर्थः। 'बबरः प्रावाहणिरकामयत' (तै. सं. ७. १. १०. २) इत्यनित्यानां बबरादीनामर्थानां दर्शनात् ततः पूर्वमसत्त्वात् पौरुषेयो वेद इति तस्योत्तरमेवं सूत्रितं—'परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्' (जै. सू. १. १. ३१) इति। तस्यायमर्थः। यत्काठकादिसमाख्यानं तत्प्रवचननिमित्तम्। यत्तु परं बबराद्यनित्यदर्शनं तच्छब्दसामान्यमात्रम्। न तु तत्र अनित्यो बबराख्यः कश्चित्पुरुषो विवक्षितः। किंतु बबरः इति शब्दानुकृतिः। तथा सति बबरेति शब्दं कुर्वन् वायुरभिधीयते। स च प्रावाहणिः प्रकर्षेण वहनशीलः। एवमन्यत्राप्यूहनीयम्। तदेवं कस्यचिदपि दोषस्यासंभवात् विवक्षितार्था मन्त्राः स्वार्थप्रकाशनायैव प्रयोक्तव्याः॥ ननु अर्थप्रकाशनार्थत्वे सति दृष्टं प्रयोजनं लभ्यते इति युक्तिमात्रमिदमुच्यते। न त्वेतदुपोद्बलकं किंचित् श्रौतं लिङ्गं पश्यामः इत्याशङ्क्य उत्तरं सूत्रयति—

'लिङ्गोपदेशाच्च तदर्थवत्' इति। 'आग्नेय्याग्नीध्रमुपतिष्ठते' इति श्रूयते। तस्यायमर्थः।

পরম্পরার বিভিন্ন অন্ধভক্তির মোহে বেদে নিজের পছন্দের বিভিন্ন ব্যক্তির নাম দেখতে গিয়ে বা বিভিন্ন পৌরাণিক কল্পকাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সায়ণাচার্যের মত বেদ ভাষ্যকাররা সনাতন সমাজের মহাসর্বনাশ ঘটিয়েছেন । তার ই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে আজকের পর্ব শুরু করবো ।

ইউরোপীয়রা এবং এদেশীয় বামপন্থীদের কল্যাণে একটি মারাত্মক মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে সনাতন ধর্ম একটি বহিরাগত ধর্ম । আর্যরা ইরান থেকে এদেশে আক্রমণ করে এদেশের আদিবাসীদের উপর বিজয় লাভ করে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে । আর এই মারাত্মক মিথ্যা কথাটি এখনো পাঠ্যবইয়ে অনেকাংশে রয়ে গেছে । যদিও বর্তমানে বিশেষজ্ঞগণ এই বহিরাগত আর্য আক্রমণ তত্ত্ব থেকে সরে এসেছেন । কিন্তু এই তত্ত্বটি উদ্ভাবনের পিছনে অন্যতম মূল অবদান ছিল সায়ণাচার্যের ভুল বেদ ভাষ্যের ।

ম্যাক্স মুলার নামক জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ প্রথম সায়ণাচার্যের বেদ অনুবাদ অনুসরণ করে এই তত্ত্বের আবিস্কার করেন যে আর্যরা বহিরাগত আক্রমণকারী আর পরবর্তীতে তা ছড়িয়ে পরে । সায়ণাচার্যের করা যে মন্ত্রগুলোর অনুবাদের ফলে এই ইতিহাস কুখ্যাত অপকর্মটি ঘটে তার মধ্যে একটি উপস্থাপন করছি । সেটি হলে পবিত্র ঋগ্বেদের ১.১০১.১ নং মন্ত্র এবং সামবেদের ৩৮০ নং মন্ত্র । মন্ত্রটি হলো-

প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখ্যায় হুবেমহি ॥১১॥

[ঋগ্বেদ ১.১০১.১ , সামবেদ ৩৮০]

সায়ণ ভাষ্য -

হে ঋত্বিজঃ "মন্দিনে স্তুতিমতে স্তোতব্যায়েন্দ্রায় “পিতুমৎ হবির্লক্ষণেনান্নেনোপেতং "বচঃ স্তুতিলক্ষণং বচনং “প্র “অর্চত প্রকর্ষেণোচ্চারয়ত । "যঃ ইন্দ্রঃ “ঋজিশ্বনা এতৎসংজ্ঞকেন রাজ্ঞা সখ্যা সহিতঃ সন্ "কৃষ্ণগর্ভাঃ । কৃষ্ণো নাম কশ্চিদসুরঃ । তেন নিষিক্তগর্ভাস্তদীয়াঃ ভার্যাঃ "নিরহন্ অবধীৎ । কৃষ্ণমসুরং হত্বা পুত্রাণাম্ অপি অনুৎপত্ত্যর্থং গর্ভিণীস্তস্য ভার্যাঃ অপ্যবধীদিত্যর্থঃ । "অবস্যবঃ রক্ষণেচ্ছবো বয়ং “বৃষণং কামানাং বর্ষিতারং "বজ্রদক্ষিণং বজ্রযুক্তেন দক্ষিণহস্তেনোপেতং তং "মরুত্বন্তম্ ইন্দ্রং "সখ্যায় সখ্যুঃ কর্মণে "হবামহে আহ্বয়ামহে ॥ মন্দিনে । মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু' । ঔণাদিকঃ ইনিপ্রত্যয়ঃ । তদুক্তং যাস্কেন-’ মন্দী মন্দতেঃ স্তুতিকর্মণঃ ' (নিরু. ৪. ২৪) ইতি । পিতুমৎ । ‘ হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্ ' ইতি মতুপ উদাত্তত্বম্ । কৃষ্ণগর্ভাঃ কৃষ্ণেন নিষিক্তাঃ গর্ভাঃ যাসু তাস্তথোক্তাঃ। ‘ পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্ ' ইতি পূর্বপদান্তোদাত্তত্বম্ । অবস্যবঃ । অবেরৌণাদিকো ভাবেঽসুন্। অবঃ ইচ্ছতি অবস্যতি । সুপ আত্মনঃ ক্যচ্ ' । ‘ক্যাচ্ছন্দসি ' ইতি উপ্রত্যয়ঃ । বৃষণম্ । বা ষপূর্বস্য নিগমে ' ইতি বিকল্পনাদুপধাদীর্ঘাভাবঃ । সখ্যায় । সখ্যুঃ কর্ম সখ্যম্ ।' সখ্যুর্যঃ' ইতি যপ্রত্যয়ঃ । হবামহে । হ্বেঞো লটি ‘ বহুলং ছন্দসি ' ইতি সংপ্রসারণম্ ॥

এই মন্ত্রের অনুবাদে সায়ণাচার্য ও ভরতস্বামী এক অদ্ভুত গল্প ফেঁদে বসেন । তারা লিখেন

"কৃষ্ণ নামে এক অসুর ছিলো , সেই কৃষ্ণ দ্বারা গর্ভবতী হওয়া তার ভার্যাকে ইন্দ্র গর্ভ নষ্ট করার জন্য মেরে ফেলেছিলো । ঋজিশ্বা নামক রাজর্ষি কৃষ্ণাসুরের শত্রু ছিলো , তার ভালোর জন্যই ইন্দ্র কৃষ্ণাসুরকেও বধ করলেন আর তার পুত্রও উৎপন্ন না হয় সেজন্য তার গর্ভবতী ভার্যাদেরও বধ করলেন ।"

অত্র ভরতস্বামী इतिहासं प्रदर्शयन्नाह—“एषा गर्भस्राविणी उपनिषत् ।” “यः इन्द्रः कृष्णगर्भाः कृष्णेन असुरेण आहितगर्भाः कृष्णस्य भार्याः निरहन् निर्जघान, गर्भच्यावनाय । ऋजिश्वना राजर्षिणा हेतुना, तदर्थमित्यर्थः । ऋजिश्वनः शत्रुः कृष्णः । तं कृष्णं हत्वा तस्य सन्तानाभावाय गर्भानपि जघान” इति । सायणोऽपि तादृशमेवेतिहासं व्याजहार । तत्तु कल्पनाविलसितमेव, नात्र वस्तुतत्त्वं किञ्चिदित्यध्यवसेयम् । सत्यव्रतसामश्रमिणः सायणीयं व्याख्यानमरुचिकरं मन्यमाना आहुः—“विवरणकारस्य व्याख्यानमुत्कृष्टतरम् । तथाहि—कृष्णगर्भाः कृष्णो मेघः तस्य गर्भभूता आपः निरहन् । हन्तिर्गत्यर्थः अन्तर्णीतण्यर्थश्च [illegible] । निर्गमितवान पातितवानित्यर्थः ।” इति ।

এখন এই ভুল অনুবাদের সূত্র ধরে ম্যাক্স মুলাররা এটা প্রচলিত করে দেন যে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একজন অনার্য , কালো গায়ের রং যার এরকম রাজা। আর ইন্দ্র ছিল বহিরাগত গৌরবর্ণের আর্য । বহিরাগত আর্য ইন্দ্র ভারতের আদিবাসী অনার্য রাজা কৃষ্ণকে হত্যা করেন । আর সায়ণাচার্যদের এরকম অসংখ্য ভুল মন্ত্রানুবাদ আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় ।

অথচ এই মন্ত্রে এমন কিছুই নেই! এগুলো তাদের পৌরাণিক রূপকথার কল্পনার বিলাস মাত্র , এতে বাস্তবতা কিছু নেই । সত্যব্রত সামশ্রমীর মতো প্রখ্যাত পৌরাণিক পরম্পরার পণ্ডিতও সায়ণের ব্যাখ্যাকে অরুচিকর আখ্যা দিয়ে টিপ্পনী দিয়েছিলেন-

“সেখানে বিবরণকারের ব্যাখ্যা অধিক উৎকৃষ্ট , যিনি আধিদৈবিক অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন ‘কৃষ্ণগর্ভাঃ’ শব্দের তাৎপর্য হলো কালো মেঘে গর্ভরূপে থাকা জল , যেগুলোকে ইন্দ্র সেখান থেকে বের করে বর্ষণ করেন । ‘নিরহন্’ এ হন্ ধাতু অন্তর্ণীতণ্যর্থ, যার অর্থ বের করা বা নিচে ফেলে দেওয়া ।"

सत्यव्रतसामश्रमिण: सायणीयं व्याख्यानमरुचिकरं मन्यमाना आहु:—"विवरणकारस्य व्याख्यानमुत्कृष्टतरम् । तथाहि—कृष्णगर्भा: कृष्णो मेघ: तस्य गर्भभूता आप: निरहन् । हन्तिर्गत्यर्थ: अन्तर्णीतण्यर्थश्च द्रष्टव्य: । निर्गमितवान् पातितवानित्यर्थ: ।" इति ।

বাস্তবিকই তাই । নিরুক্ত , নিঘন্টু অনুযায়ী এই মন্ত্রের বিশুদ্ধ অনুবাদ আমরা পাই -

প্রথম পরমাত্মা পক্ষে

পদার্থঃ হে মানবজাতি! তোমরা (মন্দিনে) আনন্দযুক্ত তথা আনন্দপ্রদাতা সেই জগদীশ্বরের জন্য (পিতুমৎ) শ্রদ্ধারূপ রস যুক্ত ['তব ত্যে পিতো রসা রজাংস্যনু বিষ্ঠিতাঃ। ঋক ১।১৮৭।৪' ইতি শ্রুতেঃ, তত্রৈব ‘য়ৎ তে সোম। ঋক০ ১।১৮৭।৯’ ইত্যভেন্ট পিতুর্বৈ রসময়ঃ সোমঃ; 'পিতুঃ প্যায়তের্বা' নিঘ০ ৯। ২৪] (বচঃ) স্তুতিবচনকে (প্র অর্চত) প্রেরিত করো, (য়ঃ) যে জগদীশ্বর (ঋজিশ্বনা) সোজাসুজি চলমান কিরণের সাথে যুক্ত সূর্যের দ্বারা (কৃষ্ণগর্ভাঃ) অন্ধকারপূর্ণ রাত্রিকে (নিরহন্) নষ্ট করেন । এসো, (অবস্যবঃ) রক্ষা আকাঙ্ক্ষী তোমরা আমরা ['ক্যাচ্ছন্দসি' অষ্টা০ ৩।২।১৭০] (বৃষণম্) মেঘ হতে বৃষ্টির বর্ষণকারী অথবা সুখের বর্ষণকারী, (বজ্রদক্ষিণম) ন্যায়দণ্ড যাঁর প্রতাপকে বৃদ্ধি করে, [দক্ষতিঃ সমর্দ্ধয়তিকর্মা' নিরু০ ১৬] তেমন (মরুত্বন্তম্) প্রশস্ত প্রাণযুক্ত জগদীশ্বরের (সখ্যায়) মিত্রতার জন্য (হুবেমহি) আহ্বান করি ['হুবেম হ্বয়েম' নিরু০ ১১।৩১] ॥

पदार्थः—प्रथमः परमात्मपरः । हे जनाः ! यूयम् **मन्दिने** आनन्दिताय आनन्दप्रदाय च इन्द्राय जगदीश्वराय । मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु इति धातोस्ताच्छील्ये णिनिः । **पितुमत्** श्रद्धारूपेण रसेन युक्तम् । 'तव त्ये पितो रसा रंजास्यनु विष्ठिताः । ऋ० १।१८७।४' इति श्रुतेः, तत्रैव 'यत् ते सोम । ऋ० १।१८७।६' इत्युक्तेश्च पितुर्वै रसमयः सोमः । **वचः** स्तुतिवचनम् **प्र अर्चत** प्रेरयत, **यः** यो जगदीश्वरः **ऋजिश्वना** ऋजयः सरलगामिनः श्वानः किरणा यस्य स ऋजिश्वा सूर्यः तेन **कृष्णगर्भाः** कृष्णं तमः गर्भे यासां ताः कृष्णगर्भाः रात्रीः **निरहन्** निर्हन्ति । आगच्छत, **अवस्यवः** रक्षणं कामयमानाः यूयं वयम् च । अवस् शब्दात् आत्मन इच्छार्थे क्यच्, 'क्याच्छन्दसि । अ० ३।२।१७०' इति उः प्रत्ययः । **वृषणम्** मेघाद् वृष्टिकर्तारं सुखवर्षकं वा, **वज्रदक्षिणम्** वज्रः न्यायदण्डः दक्षिणः प्रतापवृद्धिकरो यस्य तम् । दक्षतिः समर्द्धयतिकर्मा निरुक्ते १।६ । **मरुत्वन्तम्** प्रशस्तप्राणम् इन्द्रं जगदीश्वरम् **सख्याय** सखिभावाय **हुवेमहि** आह्वयेम । ह्वेञ् धातोर्लिङि छान्दसं रूपम् । 'हुवेम ह्वयेम' इति निरुक्तम् ११।३१ ॥

দ্বিতীয় গুরু শিষ্যের পক্ষে

পদার্থঃ হে সহপাঠীগণ! তোমরা (মন্দিনে) আনন্দদাতা তথা বিদ্যার ঐশ্বর্যযুক্ত আচার্যের জন্য (পিতুমৎ) উৎকৃষ্ট অন্নের সহিত [পিতুরিত্যন্ননাম , পাতেবা পিবতেবা প্যায়তের্বা । নিরু০ ৯।২৪ ।] (বচঃ) আদরপূর্ণ প্রিয়বচন (প্র অর্চত) উচ্চারণ কর, (য়ঃ) যে আচার্য (ঋজিশ্বনা) সরল শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা (কৃষ্ণগর্ভাঃ) অন্ধকার অজ্ঞান যার গর্ভে আছে , এমন অবিদ্যা রূপ রাত্রিকে (নিরহন্) নষ্ট করেন । (অবস্যবঃ) বিদ্যার আকাঙ্ক্ষাকারী তোমরা আমরা (বৃষণম্) সদগুণের বর্ষণকারী , (বজ্রদক্ষিণ) কুপথ দূরকারী বিদ্যা আর [বজ্রঃ বর্জয়তীতি সতঃ। নিরু০ ৩।১১।] (মরুবন্তম্) বিদ্যাযজ্ঞের ঋত্বিক প্রশস্ত বিদ্বান অধ্যাপক যার কাছে আছেন , [মরুত ইতি ঋত্বিনাম । নিঘ০ ৩।১৮।] তেমন আচার্যকে (সখ্যায়) মিত্রতার জন্য (হুবেমহি) স্বীকার করি ॥

अथ **द्वितीयो** गुरुशिष्यपरः । हे सहाध्यायिनः ! यूयम् **मन्दिने** मोदप्रदाय इन्द्राय विद्यैश्वर्ययुक्ताय आचार्याय **पितुमत्** उत्कृष्टान्नसहितम् । पितुरित्यन्ननाम, पातेर्वा पिबतेर्वा प्यायतेर्वा । निरु० ९।२४ । **वचः** आदरपूर्णं प्रियवचनम् **प्र अर्चत** उच्चारयत, **यः** आचार्यः **ऋजिश्वना**[1] ऋजुगतियुक्तेन अध्यापनमार्गेण, सरलशिक्षापद्धत्येत्यर्थः । ऋजि ऋजु यथा स्यात्तथा श्वयति गच्छतीति ऋजिश्वा सरलोऽध्यापनमार्गः तेन । **कृष्णगर्भाः** कृष्णम् अज्ञानं गर्भे यासां ताः अविद्यारात्रीः **निरहन्** हिनस्ति । **अवस्यवः** अवः विद्यातृप्तिम् इच्छवः यूयं वयं च । अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यादिषु, अत्र तृप्त्यर्थो ग्राह्यः । **वृषणम्** सद्गुणवर्षकम्, **वज्रदक्षिणम्**[3] वज्रा कुपथाद् वर्जनकरी दक्षिणा विद्यादत्तिः यस्य तम् । वज्रः वर्जयतीति सतः । निरु० ३।११ । **मरुत्वन्तम्**[4] प्रशस्ताः मरुतः विद्यायज्ञस्य ऋत्विजः विद्वांसोऽध्यापकाः यस्य तम् इन्द्रम् आचार्यम् ।

ভাবার্থঃ পরমেশ্বর আমাদের প্রতি মিত্রভাব পোষণ করেন । তিনি ছাড়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রাত্রির অন্ধকার নিবারণ করতে আর বর্ষণ করতে আমাদের মত মানবের কি সামর্থ্য হতে পারে ? তিনি আমাদের উপকারের জন্য এই ধরনের নানাবিধ কর্ম করলেও আমাদের থেকে কোনো শুল্ক নেন নি । সেই আচার্যেরও আমাদের প্রতি মহান

উপকার আছে , যিনি সমস্ত অবিদ্যা রাত্রিকে দূর করে জ্ঞানের বর্ষা দিয়ে আমাদের অন্তঃকরণের ভূমিকে সরস করেন । এজন্য পরমেশ্বর আর আচার্যকে আমাদের সর্বাত্মক সম্মান ও সৎকার করা উচিত ।

অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে দূর করে ভোরের সূর্য কিরণের প্রতিষ্ঠা , কালো মেঘকে ভেদ করে বর্ষণকে কী হাস্যকরভাবেই না কৃষ্ণ নামক অসুর , ইন্দ্র নামক আর্যের হাতে বধ হবার কাল্পনিক পৌরাণিক মনগড়া কাহিনী দাঁড় করানো হয়েছিল!

একইভাবে **ঋগ্বেদ ৮.৯৬.১৩ সামবেদ ৩২৩** নং মন্ত্রের ব্যখ্যায় এরকম মনগড়া গল্প হাজির করে শ্রীকৃষ্ণকে অনার্য রাজা বানিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন সায়ণাচার্য ।

অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদীয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃসহস্রৈঃ।
আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নীহিতিং নৃমণা অধদ্রাঃ॥১॥

এই মন্ত্রের ওপর সায়ণাচার্য এইরকম ঐতিহাসিক অর্থ লিখেছেন -

"প্রাচীন কোন এক সময়ে কৃষ্ণ নামক অসুর দশ হাজার অসুরের সাথে অংশুমতী নামক নদীর পাড়ে অবস্থান করছিল । সেখানে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত কৃষ্ণাসুরের নিকট ইন্দ্র বৃহস্পতির সঙ্গে পৌঁছেছিল । সেখানে পৌঁছে কৃষ্ণাসুর এবং তার অনুচরদের বৃহস্পতির সহায়তায় হত্যা করা হয় ।"

অথচ চার বেদের ভুলেভরা ইংরেজি ভাষায় টিপ্পণী সহ অনুবাদকারী গ্রিফিথ মহাশয় পর্যন্ত মন্ত্রের টিপ্পণীতে লিখেছেন যে এই মন্ত্রে-

The Black Drop: the darkened Moon. Ansumatic: A mystical river of the air into which the Moon dips to recover its vanished light. Ten thousand: probably, demons of darkness; the numbers are without a substantive-Griffith.

"কৃষ্ণ দ্রপ্স' হচ্ছে অন্ধকারাবৃত চন্দ্র , এবং অংশুমতী অন্তরিক্ষের কোন রহস্যময়ী নদী , দশ হাজার অসুর অন্ধকাররূপ দানব , যা বধের মাধ্যমে চন্দ্র অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়েছে ।"

২. The Black Drop : the darkened Moon. Ansumatic : A mystical river of the air into which the Moon dips to recover its vanished light. Ten thousand : probably, demons of darkness : the numbers are without a substantive.—Griffith.

গ্রিফিথের এই ব্যাখ্যা আধিদৈবিক ব্যাখ্যার এক সাংকেতিক দিক প্রদান করেছে। অর্থাৎ একজন ইংরেজ পর্যন্ত মন্ত্রটির অর্থ ও তাৎপর্য অনেকটা ধরতে পেরেছেন যা ভারতীয় হয়েও সায়ণাচার্য পারেন নি বরং উলটো বিপদ ঘটিয়ে দিয়ে গেছেন ।

সায়ণ ভাষ্য -

অত্রেতিহাসমাচক্ষতে কিল । কৃষ্ণো নামাসুরো দশসহস্রসংখ্যৈরসুরৈঃ পরিবৃতঃ সন্নংশুমতীনামধেয়ায়া নদ্যাস্তীরেঽতিষ্ঠৎ । তত্র তং কৃষ্ণমুদকমধ্যে স্থিতমিন্দ্রো বৃহস্পতিনা সহাগচ্ছৎ । আগত্য তং কৃষ্ণং তস্যানুচরাংশ্চ বৃহস্পতিসহায়ো জঘানেতি । কেচিদন্যথা বদন্তি । তেষাং কথা হেতুঃ । দ্রপ্স ইত্যুদককণোঽভিধীয়তে স তু সোমো 'দ্রপ্সশ্চস্কন্দ ' (ঋ. সং. ১০. ১৭. ১১) ইত্যাদিষু সোমপরত্বেনোক্তত্বাৎ । এতৎপদমাশ্রিত্যাহুঃ- ' অপক্রয় তু দেবেভ্যঃ সোমো বৃত্রভয়ার্দিতঃ ॥ নদীমংশুমতীং নামাভ্যতিষ্ঠৎ কুরূন প্রতি । তং বৃহস্পতিনৈকেন সোঽভ্যযাদ্বৃত্রহা সহ ॥ যোৎস্যমানঃ সুসংহৃষ্টৈর্মরুদ্ভির্বিবিধায়ুধৈঃ। দৃষ্ট্বা তানায়তঃ সোমঃ স্ববলেন ব্যবস্থিতঃ ॥ মন্বানো বৃত্রমায়ান্তং জিঘাংসুমরিসেনয়া । ব্যবস্থিতং ধনুষ্মন্তং তমুবাচ বৃহস্পতিঃ ॥ মরুৎপতিরয়ং সোম প্রেহি দেবান্ পুনর্বিভো । সোঽব্রবীন্নেতি তং শক্রঃ স্বর্গ এব বলাদ্বলী । ইয়ায় দেবানাদায় তং পপুর্বিধিবৎসুরাঃ ॥ জঘ্নুঃ পীত্বা চ দৈত্যানাং সমরে নবতীর্নব । তদব দ্রপ্স ইত্যস্মিন্ তৃচে সর্বং নিগদ্যতে' (বৃহদ্দে. ৬. ১০৯-১১৫) । এতদনার্ষত্বেনানাদরণীয়ং ভবতি । এষোঽর্থঃ ক্রমেণর্ক্ষু বক্ষ্যতে । তথা চাস্যা ঋচোঽয়মর্থঃ । "দ্রপ্সঃ । দ্রুতং সরতি গচ্ছতীতি দ্রপ্সঃ । পৃষোদরাদিঃ । দ্রুতং গচ্ছন্ "দশভিঃ "সহস্রৈঃ দশসহস্রসংখ্যৈরসুরৈঃ "ইয়ানঃ "কৃষ্ণঃ এতন্নামকোঽসুরঃ "অংশুমতীং নাম নদীম্ "অব "অতিষ্ঠৎ অবতিষ্ঠতে । ততঃ "শচ্যা কর্মণা প্রজ্ঞানেন বা "ধমন্তম্ উদকস্যান্তরুচ্ছ্বসন্তং যদ্বা জগদ্ভীতিকরং শব্দং কুর্বন্তং "তং কৃষ্ণমসুরম্ "ইন্দ্রঃ মরুদ্ভিঃ সহ "আবৎ প্রাপ্নোৎ । পশ্চাত্তং কৃষ্ণমসুরং তস্যানুচরাংশ্চ হতবানিতি বদতি । "নৃমণাঃ নৃষু মনো যস্য সঃ । যদ্বা । কর্মনেতৃষ্বিত্থিক্ষেকবিধং মনো যস্য স তথোক্তঃ । তাদৃশঃ সন্ "স্নেহিতীঃ । স্নেহতির্বধকর্মসু পঠিতঃ । সর্বস্য হিংসিত্রীস্তস্য সেনাঃ "অপ "অধত্ত । অপধানং হননম্ । অবধীদিত্যর্থঃ । ' অপ স্নীহিতিং নৃমণা অধদ্রাঃ' (সা. সং. ১. ১.৪.৪.১) ইতি ছন্দোগাঃ পঠন্তি । তস্যানুচরান্ হত্বা তং দ্রুতং গচ্ছন্তমসুরমপাধত্ত । হতবান্ ॥

अव॑ द्र॒प्सो अं॑शु॒मती॑मतिष्ठदिया॒नः कृ॒ष्णो द॒शभिः॑ स॒हस्रैः॑ ।
आव॒त्तमिन्द्रः॒ शच्या॒ धम॑न्त॒मप॒ स्नेहि॑तीर्नृ॒मणा॑ अधत्त ॥ १३ ॥

१. ख–ईद्रार्थ। २. ख-प-त-भ-श–गमयेदिति। ३. ख-प-श-त१-२–अंग क्षिप्रं। ४. प–अंग क्षिप्रं वेदत्। ५. ख-त-श–°पूक्तेषु; भ१–°पूक्येषु।

९३४ ऋग्वेदः [अ. ६. अ. ६. व. ३४

अव॑ । द्र॒प्सः । अं॒शु॒ऽमती॑म् । अ॒ति॒ष्ठ॒त् । इ॒या॒नः । कृ॒ष्णः । द॒शऽभिः॑ । स॒हस्रैः॑ ।
आव॑त् । तम् । इन्द्रः॑ । शच्या॑ । धम॑न्तम् । अप॑ । स्नेहि॑तीः । नृ॒ऽमनाः॑ । अ॒ध॒त्त ॥ १३ ॥

अत्रेतिहासमाचक्षते किल। कृष्णो नामासुरो दशसहस्रसंख्यैरसुरैः परिवृतः सन्नंशुमतीनामधेयाया नद्यास्तीरेऽतिष्ठत्। तत्र तं कृष्णमुदकमध्ये स्थितमिन्द्रो बृहस्पतिना सहागच्छत्। आगत्य तं कृष्णं तस्यानुचरांश्च बृहस्पतिसहायो जघानेति। केचिदन्यथा वदन्ति। तेषां कथा हेतुः। द्रप्स इत्युदककणोऽभिधीयते॰ स तु सोमो 'द्रप्सश्चस्कन्द' (ऋ. सं. १०. १७. ११) इत्यादिषु सोमपरत्वेनोक्तत्वात्। एतत्पदमाश्रित्याहुः—' अपक्रम्य तु देवेभ्यः सोमो वृत्रभयार्दितः॥ नदीमंशुमतीं नामाभ्यतिष्ठत्॰ कुरून् प्रति। तं बृहस्पतिनैकेन सोऽभ्ययाद्वृत्रहा सह॥ योत्स्यमानः सुसंहृष्टैर्मरुद्भिर्विविधायुधैः। दृष्ट्वा तानायतः सोमः स्वबलेन व्यवस्थितः॥ मन्वानो वृत्रमायान्तं जिघांसुमरिसेनया। व्यवस्थितं धनुष्मन्तं तमुवाच बृहस्पतिः॥ मरुत्पतिरयं सोम प्रेहि देवान् पुनर्विभो। सोऽमर्षीत्येति तं शक्रः स्वर्ग एव बलाद्बली। इयाय देवानादाय तं पपुर्विधिवत्सुराः॥ जघ्नुः पीत्वा च दैत्यानां समरे नवतीर्नव। तदव द्रप्स इत्यस्मिन् तृचे सर्वं निगद्यते' (बृहदे. ६. १०९–११५)। एतदनार्षत्वेनानादरणीयं भवति। एषोऽर्थः क्रमेणर्क्षु वक्ष्यते। तथा चास्या ऋचोऽयमर्थः। °द्रप्सः। द्रुतं सरति गच्छतीति द्रप्सः। पृषोदरादिः। द्रुतं गच्छन् °दशभिः °सहस्रैः दशसहस्रसंख्यैरसुरैः °इयानः °कृष्णः एतन्नामकोऽसुरः °अंशुमतीं नाम नदीम्॰ °अव °अतिष्ठत् अवतिष्ठते। ततः °शच्या कर्मणा प्रज्ञानेन वा °धमन्तम् उदकस्यान्तरुच्छ्वसन्तं यद्वा अगर्जीतिकर्त शब्दं कुर्वन्तं °तं कृष्णमसुरम्॰ °इन्द्रः मरुद्भिः सह °आवत् प्राप्नोत्। पश्चात्तं कृष्णमसुरं॰ तस्यानुचरांश्च हतवानिति वदति। °नृमणाः नृषु मनो यस्य सः। यद्वा। कर्मनेतृष्वृत्विक्ष्वेकविधं मनो यस्य स तथोक्तः। तादृशः सन् °स्नेहितीः। स्नेहतिर्वधकर्मसु पठितः। सर्वस्य हिंसित्रीस्तस्य सेनाः °अप °अधत्त। अपधानं॰ हननम्। अवधीदित्यर्थः। 'अप स्नीहितिं नृमणा अधद्राः' (सा. सं. १. ४. १.४.१) इति छन्दोगाः पठन्ति। तस्यानुचरान् हत्वा तं द्रुतं गच्छन्तमसुरमपाधत्त॰। हतवान्॥

আসলে মন্ত্রটিতে কি আছে ?

অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদীয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃসহস্রৈঃ।
আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নীহিতিং নৃমণা অধদ্রাঃ॥

পদার্থঃ

(দ্রপ্সঃ) জলবিন্দুবৎ অণুর ন্যায় জীবাত্মা (অংশুমতীম্) চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মন দ্বারা যুক্ত দেহপুরকে [প্রাণ এবাংশুঃ, চক্ষুরেবাংশুঃ। মনো হ বাংশুঃ। শ০ ১১।৫।৯।২] (অব-অতিষ্ঠৎ) প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগ করার জন্য এবং নতুন কর্ম করার জন্য পরমাত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে দেহপুরীতে আগমন করে । (কৃষ্ণঃ) কৃষ্ণ বর্ণ সূচিত তমোগুণ ['তমো বৈ কৃষ্ণং,মৃত্যুস্তমো', এতদ্বৈ পাপ্মনো রূপং যৎ কৃষ্ণং,কৃষ্ণং ইব পাপ্মা,কৃষ্ণো ভবতি, পাপ্মানং এবাপহতে মৈ০ স০ ২/৫/৬; কৃষ্ণ ইব পাপ্মা য়ৎ কৃষ্ণঃ কাঠক ০ ১৩।২] (দশভিঃ সহস্রৈঃ) দশ হাজার যোদ্ধার সাথে অর্থাৎ নিজের বিভিন্ন প্রকার গণের সহিত বিবিধ প্রকার কাম , ক্রোধ , লোভ , মোহ , মদ , মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুর সাথে (ইয়ানঃ) সেই আত্মাকে আক্রমণ করে থাকে ['লিটঃ কানজ্ বা' অষ্টা০ ৩।২।১০৬] । তখন (ধমন্তম্) বিবিধ স্থানে গমনশীল বা হিংসাকারী [ধমতিঃ গতিকর্মা বধকর্মা চ। নিঘ০ ২১৪, ২।১৯। 'পাঘ্রাধ্মা০' অষ্টা০ ৭।৩।৭৮] (তম্) সৈন্যসহিত সেই তমোগুণকে (ইন্দ্রঃ) জীবাত্মার সহায়ক পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা (শচ্যা) উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা কর্মের সহিত [শচীতি প্রজ্ঞানাম কর্মনাম চ। নিঘ ৩।৯, ২।১] (আবৎ) কাবু করে ফেলেন । তারপর (নৃমণাঃ) সজ্জন ব্যক্তির প্রতি ধ্যান ও প্রেম প্রদানকারী সেই পরমাত্মা (স্নীহিতিম্) তমোগুণের সেই হিংসক সেনাদের [স্নেহয়তিঃ বধকর্মা। নিঘ০ ২।১৯] (অপ) দূর করে দিয়ে আত্মাতে (রাঃ) সদ্গুণরূপী সম্পত্তির (অধৎ)

আধার করে দেন ['ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' অষ্টা০ নিঘ০ ৩।৪।৬] । এর অভিপ্রায় এই যে, যখন যখন দেহধারী জীবাত্মার উপর তমোগুণরূপ কৃষ্ণাসুর আক্রমণ করে , তখন তখন ঐশ্বর্যশালী পরমাত্মা তাঁকে উদ্ধার করে দেন ॥১॥

সরলার্থঃ

জলবিন্দুবৎ অণুর মতো জীবাত্মা চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় , প্রাণ এবং মন দ্বারা যুক্ত দেহপুরকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগ করার জন্য এবং নতুন কর্ম করার জন্য পরমাত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে দেহপুরীতে আগমন করে । অন্ধকাররূপ তমোগুণ দশ হাজার যোদ্ধার সাথে অর্থাৎ নিজের বিভিন্ন প্রকার গণের সাথে বিবিধ প্রকার কাম , ক্রোধ , লোভ , মোহ , মদ , মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুর সাথে সেই আত্মাকে আক্রমণ করে । তখন বিবিধ স্থানে গমনশীল বা হিংসাকারী সৈন্যসহ সেই তমোগুণকে জীবাত্মার সহায়ক পরমেশ্বর্যবান পরমাত্মা উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা কর্মের সাথে কাবু করে ফেলেন । তারপর সজ্জন ব্যক্তির প্রতি ধান ও প্রেম প্রদানকারী সেই পরমাত্মা তমোগুণের সেই হিংসক সেনাদের দূর করে দিয়ে আত্মাতে সদ্গুণরূপী সম্পত্তির আধার করে দেন ।

ভাবার্থঃ দেহে অবস্থিত জীবাত্মাকে কাম , ক্রোধ প্রভৃতি দানব পীড়িত করতে চায় , জীবাত্মার উচিত পুরুষার্থ দ্বারা এবং পরমাত্মার সহায়তা দ্বারা তাদেরকে পরাজিত করা । তবেই সকল প্রকার আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক ঐশ্বর্য প্রাপ্ত করা যাবে ।

অভিপ্রায় এই যে , যখন যখন দেহধারী জীবাত্মার উপর তমোগুণরূপ কৃষ্ণাসুর আক্রমণ করে , তখন তখন ঐশ্বর্যশালী পরমাত্মা তাঁকে উদ্ধার করে দেন ।
কত সুন্দর একটি মন্ত্রে কী আজগুবি সব গল্প আরোপ করা হয়েছিল ভেবে দেখুন!

১. তমো বৈ কৃষ্ণং , মৃত্যুস্তমো
২. এতদ্বৈ পাপ্মনো রূপং যৎ কৃষ্ণং , কৃষ্ণ ইব হি পাপ্মা
৩. কৃষ্ণো ভবতি, পাপ্মানং এবাপহতে

মৈত্রেয়ানী সংহিতা ২.৫.৬

কৃষ্ণ অর্থ যা যা আর্যসমাজের ভাষ্যকার করেছেন তার প্রমাণ -

[१२८] मैत्रायणी-संहितायाम् [काण्डं २, प्रपा० ५, अनु० ५-७

मिथुनं वै त्वष्टा च पत्नीश्च, त्वष्टारं वा एतन्मिथुनेऽप्यस्राद् प्रजननाय, तन्मिथुनं,
तस्मादेव मिथुनाद्यजमानः प्रजया च पशुभिश्च प्रजायते ॥५॥ ५

प्रजापतिः प्रजा असृजत, ता एनं सृष्टा अत्यमन्यन्त, ता अतिमन्यमाना वरुणेनाग्राहयत,
ता वरुणगृहीताः कृष्णाः पेत्वोऽध्यस्कन्दन्, तस्यानुहाय पादमगृह्णात्, तस्य शफः प्रावृहत, स
एकशितिपादभवत्, तमचाय,—दुर्यं वावासां प्रजानामवरुणगृहीतो, ऽनेनेमाः प्रजा वरुणान्
मुञ्चानी,—ति तं वारुणमालभत, तत इमाः प्रजा वरुणात् प्रामुच्यन्त, तद्वरुणप्रमोचनीय
एवैष, यो ज्योगामयावी स्यात् तमेतेन याजयेद्, वरुणेन हि वा एष पाप्मना गृहीतो, ऽथै-
तस्य ज्योगामयति, यद्वारुणो, वरुणादेवैनं तेन मुञ्चत्ये,—कशितिपाद्भवत्ये,—वमिव हि तस्य
रूपमासीत् समृद्ध्यै, द्वीपे याजये,—देता वै प्रत्यक्षं वारुणीर्यदापः, स्वे वा एतद्योनौ
प्रत्यक्षं वरुणमवयजति, समन्तमापः परिवहन्ति रक्षसामनन्ववायाय, वारुणं कृष्णं पेत्वमा-
लभेताभिचरन्, यद्वारुणो, वरुणेनैवैनं ग्राहयित्वा स्तृणुते, कृष्णो भवति, तमो वै कृष्णं,
मृत्युस्तमो, मृत्युनैवैनं ग्राहयत्ये,—तद्वै पाप्मनो रूपं यत् कृष्णं, कृष्ण इव हि पाप्मा,
पाप्मनैवैनमभिप्रुवति, तं नियुञ्ज्यात् ॥ ६

কৃষ্ণ ইব পাপ্মা যৎ কৃষ্ণঃ

কাঠক সংহিতা ১৩.২

এই অনুযায়ী ড. রামনাথ বেদালঙ্কার সামবেদের উক্ত মন্ত্রের এবং ঋগ্বেদ ৮.৯৬.১৩ এর অনুবাদে মহামহোপাধ্যায় আর্যমুনিজী ও পণ্ডিত হরিশরণ সিদ্ধান্তালঙ্কার এই স্থলে কৃষ্ণ অর্থ পাপ , মলিন ও তমোগুণ করেছেন ।

मिधेन्यः प्रजापतेर्या आप्रियस्ता आप्रियो हिरण्यगर्भवत्याघार एतस्य सूक्तस्य याज्यानुवाक्ये एतेन ह वा उपकेतू रराधऽर्ध्नोति य एतेन यजते द्वादशधा ह त्वै स प्राशित्राणि परिजहार तत्र द्वादश द्वादश धेनूर्ददौ यद् द्वादश ददाति सैव तस्य प्रतिमा यत् तार्प्यं हिरण्यमधीवासमपरिमितमेव तेनावरुन्द्धे ॥१॥ १

वारुणं कृष्णं पेत्वमेकशितिपादमालभेतामयावी ज्योगामयावी प्रजापतिः प्रजा असृजत ता एनमत्यचरँस्ता अतिचरन्तीर्वरुणेनाग्राहयत् ता जिह्माः पश्चा अशेरत वरुणगृहीतास्ताः कृष्णः पेत्व आप्नवत तस्याभिहाय पादमगृह्णात् स प्रामुच्यत स एकशितिपादभवत् ताः प्रजापता अनाथन्त सोऽपश्यद्योऽयमवरुणगृहीतस्तेनैना वरुणान्मुञ्चानीति तं वारुणमालभत तेनैना वरुणादमुञ्चद्वरुण-गृहीत एष य आमयावी यद्वारुणो वरुणादेवैनं मुञ्चति ॥ द्वीपे यजेतापो वै वरुणस्समक्षमेवैनं वरु-णान्मुञ्चति प्रजापतिः पशून् सृष्ट्वा वरुणं वरमभ्यसृजत् स एतमवृणीत तस्माद्वरुणदेवत्यः पाप्मनैष गृहीतो य आमयावी कृष्ण इव पाप्मा यत् कृष्णः पाप्मानमेवापहते यदेकशितिपाद्वरुणपाशमेव तेन प्रमुञ्चत आग्नेयमजमालभेत वारुणं कृष्णं पेत्वं बुभूषन्नृद्धया एवाग्नेयो वरुणगृहीत एष योऽलं भूत्यै सन्न भवति यद्वारुणो वरुणादेवैनं मुञ्चत्यर्धं वै पुरुषस्याग्नेयमर्धं वारुणमस्थान्याग्नेयानि माँसानि वारुणानि तयोरेवैनं भागधेयेन निष्क्रीणाति ॥ सोऽनृणो भूत्वा भवत्येव वारुणं कृष्णं श्विष्णिम-भिचरन्नालभेत मृत्युर्वै वरुणो मृत्युनैवैनं ग्राहयत्येतद्वै पाप्मनो रूपं कृष्ण इव पाप्मा यत् कृष्णः पाप्मनैवैनमभिषुवति ॥ २–४

शक्तिशाली व कुशलकर्मा

प्र म॒न्दिने॑ पितु॒मद॑र्चता॒ वचो॒ यः कृ॒ष्णग॑र्भा नि॒रह॑न्नृ॒जिश्व॑ना।
अ॒व॒स्यवो॒ वृष॑णं॒ वज्र॑दक्षिणं म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे॥ १ ॥

१. **मन्दिने**-उस आनन्दस्वरूप परमात्मा के लिए **पितुमत्**-रक्षण की प्रार्थनावाले **वचः**-वचन को **प्र अर्चत**-प्रकर्षेण अर्पित करो। उस प्रभु से ही रक्षण के लिए प्रार्थना करो **यः**-जो प्रभु **कृष्णगर्भाः**=काले मध्यवाली—मलिन भावनाओं को **निरहन्**-नष्ट कर डालते हैं। प्रभु यह करते इसलिए हैं कि **ऋजिश्वना**-ऋजिश्वा के दृष्टिकोण से, अर्थात् हम सरल मार्ग से गति करते हुए आगे बढ़नेवाले हों (श्वि गतिवृद्ध्योः)। प्रभु हमारे जीवनों में सरलता चाहते हैं। हम सरलता से गति करते हुए ही उन्नत हो सकते हैं। इस उन्नति के लिए मलिन भावों को दूर करना आवश्यक है। इन मलिनभावों को दूर करने के लिए हम प्रभु से रक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। **अवस्यवः**-रक्षण की कामनावाले हम **वृषणम्**-उस शक्तिशाली **वज्रदक्षिणम्**-(वज गतौ, दक्ष-चतुर) कुशलता से कर्मों को करनेवाले **मरुत्वन्तम्**-(वायुओं व) प्राणों वाले प्रभु को

www.aryamantavya.in (566 of 636.)

सख्याय-मित्रता के लिए **हवामहे**-पुकारते हैं। इस प्रभु की मित्रता में हम भी शक्तिशाली व कुशलता से कार्य करनेवाले बनते हैं।

भावार्थ—प्रभु से रक्षण के लिए प्रार्थना करने पर हमारी मलिन वासनाएँ व भावनाएँ दूर होती हैं। हम प्रभु की भाँति ही शक्तिशाली व कुशलकर्मा बनते हैं।

আর এভাবেই বারে বারে নিজেদের মনগড়া কাহিনীর প্রভাবে আমরা সুযোগ দিয়েছি অন্যদেরকে আমাদের ধর্মতত্ত্বকে বিকৃত করে ফেলার । আমরাই এভাবে মনগড়া অনুবাদ দিয়ে বেদের ভাষ্যে গোমাংস , উদ্ভট কাল্পনিক কাহিনী , অশ্লীল বর্ণনা ঢুকিয়ে হরফ প্রকাশনী , অক্ষয় প্রকাশনী এসবের বাড়বাড়ন্ত ঘটিয়েছি । আর এর ই সুযোগ নিয়েছে বিধর্মী , নাস্তিক , বামপন্থীরা বারেবার । কেউ খুঁজে পাচ্ছে জামাত , সালাত , কেউ পাচ্ছে যীশু , কেউ কৃষ্ণকে খুঁজে পাচ্ছে অনার্য দেবতা হিসেবে , কেউ ইন্দ্রকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করাচ্ছে । যার যা খুশি মনগড়া জিনিস বেদে পেয়েই যাচ্ছে ।

কুচক্রী স্ববিভ্রান্তিতে পরা স্বাধ্যায়হীন ভ্রান্তিকে সত্য প্রমাণের জন্য লোফাররা [সযতনে এড়িয়ে গিয়ে নিজেদের অন্ধ বাহিনীদের নিকট বাহবা পাওয়ার ধান্ধায় থাকে] এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে এবং নানা প্রকার হাস্যকর যুক্তি দিয়ে থাকে । আবার যখন তাদেরই প্রিয় পরম্পরাবাদী ভাষ্যকারগণকে টেক্কা দিয়ে [যারা কিনা নিজেরাই বেদের কদর্থ করেছেন] পূর্বাপর বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বার্থে তাদের বাহিনীদের দেখায় তাদের ভাষ্য গো হত্যা নেই ভুল নেই হ্যান ত্যান । অতঃ প্রমাণিত যে তথাকথিত পরম্পরাবাদী ভাষ্যকারগণ কি পরিমাণ ত্রুটি পূর্ণ এবং কদর্থ করেছে তা খুব সহজেই অনুমেয় ।

শতপথ ব্রাহ্মণে প্রতিমা পূজা মীমাংসা

শতপথ ব্রাহ্মণে যে প্রতিমা পূজা নেই তা নিয়ে আমরা একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম । পৌরাণিকরা তাঁর জবাবে কেবল মাত্র সায়ণের ভাষ্য তুলে দিলেও কোন যুক্তি খণ্ডন করতেই পারেনি । রাজসূয় ও অগ্নিচয়ন নিয়ে বালখিল্যময় আলাপ করলেও সেখানে একটি যজ্ঞের ধাপ কীভাবে প্রতিমা পূজা হয় বা হলেও কেন পরে সূত্রাদিতে এই ধারা রইলো না তাঁর কোন ব্যাখ্যাব এদের নেই ।

শতপথ মানেই যাদের কাছে বেদ ও সায়ণভাষ্য যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাদের নিকট এগুলোর জবাব যেন নিজেরা গৃহপালিত গবেষণায় না বানিয়ে সায়ণ থেকে দেয় তার চ্যালেঞ্জ রইলো -

1. ঋগ্বেদে সায়ণভাষ্যে কৃষ্ণ নামক অসুরের ইতিহাস খণ্ডন
2. বেদে সায়ণের নিরুক্ত বিরোধী যম-নচিকেতার গল্প খণ্ডন
3. অতিথির জন্য ছাগ-বৃষ হত্যা ? সায়ণের ভুলের খণ্ডন
4. **শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ - বিবেকানন্দ সমর্থিত অশ্লীলতা ও সদর্থ**
5. **অশ্বমেধ নিয়ে হরিবংশ- শ্রৌতসূত্রের অশ্লীল বিধি - প্রকৃত সত্য কী ?**

৪ ও ৫ নং নিবন্ধে শতপথের সায়ণ - হরিস্বামীর ভাষ্য যা কিনা প্রামাণিক পৌরাণিকদের কাছে তা তুলে দেওয়া হয়েছে । পারলে যেন তারা খণ্ডন করে । শ্রৌসূত্র মাত্রেই যাদের নিকট ১০০%
মান্য তাদের জন্যও চ্যালেঞ্জ বহাল রইলো । যদিও এটা আমরা জানি বিপদে পড়লে সায়ণাদি পিতৃব্যদের অস্বীকার করে রুমালের বিড়াল ব্যাখ্যাই আপনাদের নিকট প্রাপ্য ।

অপ-দাবিঃ বেদে খুব সুন্দর ভাবে সোনার বিগ্রহ স্থাপন করে তার উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে সামবেদ সংহিতার মন্ত্র উচ্চারণ করে উপাসনার কথা বর্ণনা করা আছে।

প্রত্যুত্তরঃ কোথায় বলা আছে?

অপ-দাবিঃ যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের ৭।৪।১।৭ মন্ত্রের প্রথমেই বলা হয়েছে, "অথ পুষ্করপর্ণমুপদধাতি..." অর্থাৎ এরপর পদ্মপুষ্পের পাপড়ি স্থাপন করা হলো।
এবং উক্ত মন্ত্রের সায়ণভাষ্য অনুসারে, সামগান করার পর এই মন্ত্রে পদ্মপুষ্পের পাপড়ি স্থাপন করা হচ্ছে।

প্রত্যুত্তরঃ শতপথ ব্রাহ্মণে কোন প্রসঙ্গে এটি বলা হচ্ছে তা আগে বলুন।

অপ-দাবিঃ তা আমরা জানি না। আমাদের কাজ হলো শুধু "যার কাছে পাই তার কাছ থেকে কপি মেরে দাবি জানাই" এভাবে কপি করে প্রচার করা। তাই এখানে কী প্রসঙ্গে এটা বলা হয়েছে তা বলতে পারব না।

প্রত্যুত্তরঃ বেশ! তবুও নিজের অবৈধ পিতাদের কাছ থেকে লেখা কপি করার কথা স্বীকার করলেন। সত্য স্বীকার করা একটি ভালো দিক। আর আপনারা বা জানবেন কিভাবে শতপথ ব্রাহ্মণের এখানে প্রসঙ্গে এসব বলা হচ্ছে। কারণ আপনাদের না আছে কোনো সাধারণজ্ঞান আর না আছে কোনো কোনো কর্মকাণ্ডীয় জ্ঞান। ফলে আপনাদের চুরি ভাণ্ডার থেকে ছলকপটপূর্ণ ও অর্ধপ্রচারণাগুলোকে গরুর মতো গোগ্রাসে গিলে পরে সেগুলো সারাদিন জাবরকাটাই আপনাদের প্রধান কাজ।

যাই হোক, আপনাদের জেনে রাখা উচিত, শতপথ ব্রাহ্মণের ৬ষ্ঠ ও ৭ম কাণ্ডে 'অগ্নিচয়ন' বিধি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। ফলে আপনারা যে পদ্মপুষ্পের পাপড়ি স্থাপনের প্রমাণ প্রদর্শন করলেন তা মূলত কোনো প্রতিমাপূজায় ব্যবহার হয়নি নয়, বরং অগ্নিচয়নে ব্যবহার হয়েছে।

अध्याय ३ १०३५-१०५४
(चयननिरूपणम्)
सोमक्रयादि १०३५, अनडुहे चर्मणि प्रथमचितीष्टकानामुपधानादि १०४८
अध्याय ४ १०५५-१०८०
(चयननिरूपणम्)
अग्निग्रहणम्, सत्यसामगानम्, पुष्करपर्णोपधानञ्च १०५५, स्वयमातृण्णेष्टकोपधानादि १०६६
अध्याय ५ १०८१-११०८

অপ-দাবিঃ অগ্নিচয়ন কী তা আমরা জানি না, এমনকি জীবনে এর নামও শুনিনি। আমরা একমাত্র প্রতিমাপূজার নামই জানি আর সেটার নাম সারাদিন জপ করে সাধারণ হিন্দুদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে ব্যবসা করি এবং আপনাদের নামে বিদ্বেষানল ছড়িয়ে বেড়াই। তাই, শতপথের এই স্থানে অগ্নিচয়নের বিষয়ে বলা হলেও সেটিকে আমরা প্রতিমা পূজার প্রমাণ হিসেবে দাবী করব। কারণ পরবর্তীতে শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৪।১।১০) বলা হচ্ছে– "অথ রুক্মমুপদধাতি। অসৌ বাঽআদিত্যঽএষ হীমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঽতিরোচতে রোচো হ বৈ তং রুক্মঽইত্যাচক্ষতে

পরোক্ষং পরোক্ষকামা হি দেবোঽঅমুমেবৈতদাদিত্যমুপদধাতি স হিরণ্ময়ো ভবতি পরিমণ্ডলঽএকবিংশতিনির্বাধস্তস্যোক্তো বন্ধুরধস্তান্নির্বাধমুপদধাতি রশ্ময়ো বাঽএতস্য নির্বাধা অবস্তদুন বাঽএতস্য রশ্ময়ঃ।।"
অর্থাৎ তারপর তিনি সেখানে একটি সুবর্ণপাত্র (রেকাব) স্থাপন করেন। এই সুবর্ণরেকাবটি ঐ আদিত্য। কারণ আদিত্য পৃথিবীতে সকল প্রাণীর উপর উজ্জ্বলভাবে শোভা পায়। উজ্জ্বল শোভাকেই তারা পরক্ষোভাবে বলেন রুক্ম (সোনার রেকাব/পাত্র)। কারণ, দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়। তিনি এইভাবে ঐ আদিত্যকে (বেদির উপর) স্থাপন করেন। এটি সুবর্ণময় ও গোলাকৃতি এবং এতে একুশটি (বোতামসদৃশ) উঁচু ফলক থাকে- এর তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। ফলকগুলিকে নিম্নমুখী করে তিনি এটি স্থাপন করেন। কারণ, ফলকগুলি সূর্যের কিরণ এবং সূর্য নীচের দিকেই কিরণ দেয়।উক্ত মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে যে পূর্বে স্থাপন করা সেই পদ্মফুলের পাপড়ির উপরে একটি গোলাকার সোনার পাত্র বা সুবর্ণ রেকাব স্থাপন করা হল। এই রেকাবটিকে আদিত্য বা সূর্যের প্রতিরূপ বলা হচ্ছে। এই সোনার পাত্রটিতে ২১ টি ফলক থাকবে যা সূর্যের রশ্মির প্রতিরূপ। সূর্য যেমন পৃথিবীর দিকে রশ্মি বিকিরণ করে সেরূপ ভাবে ফলগুলো সোনার পাত্রের নিচের দিকে অবস্থান করে, যেন সূর্য তার রশ্মি প্রদান করছে। সূর্যের প্রতিমা বা বিগ্রহটি কেমন হবে তার বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে।
এখানে খুবই সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে সামগান করে পদ্মপাপড়ির উপর বিশেষ ফলক বিশিষ্ট সোনার পাত্র রেখে তাকে সূর্য হিসেবে ধ্যান করা হচ্ছে। অর্থৎ এই ২১ ফলক বিশিষ্ট সোনার রেকাবটি যে সূর্য বিগ্রহ /প্রতিমা/মূর্তি তাই বলা হচ্ছে।

প্রত্যুত্তরঃ প্রথমত, রেকাব (রুক্ম) বস্তুটা কী তা সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণাই নাই। দ্বিতীয়ত, আপনাদের প্রদত্ত কণ্ডিকা ও তার অর্থে বিগ্রহ/প্রতিমা/মূর্তি উল্লেখ না থাকলেও রেকাবকে আপনারা সূর্যের মূর্তি হিসেবে দাবি করে নিজেদের কপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছেন।

আগে জেনে নিন রেকাব (রুক্ম) বস্তুটি কী। রেকাব হলো একটি স্বর্ণের পাত জাতীয় আভরণ, যা রাজসূয় যজ্ঞে যজমান রাজা নিজের শরীরে ধারণ করে। নিচের ছবিটি দেখলে বুঝতে পারবেন রেকাব কিভাবে ধারণ করে।

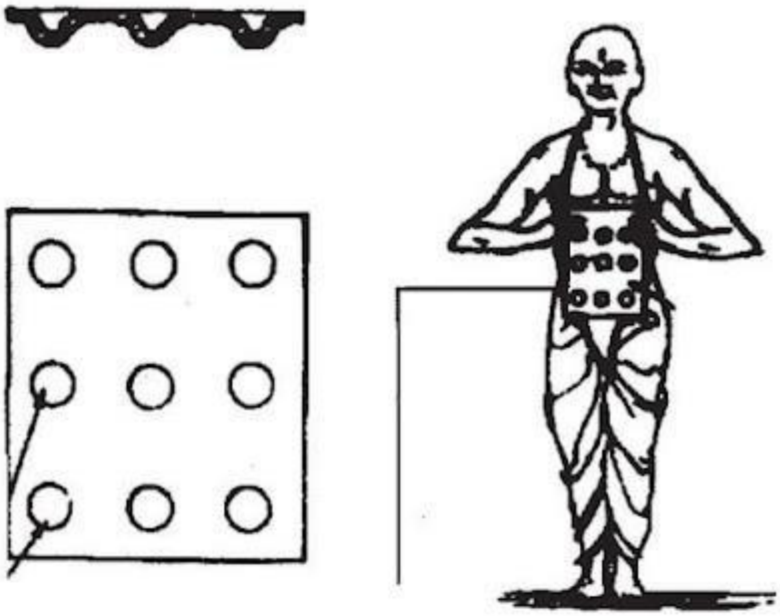

রুক্ম

আর রেকাব যজমানের শরীরে ধারণের উল্লেখ কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে আর শতপথ ব্রাহ্মণেই পাবেন। যেমন–
"যজমানঃ কণ্ঠে রুক্মং প্রতিমুঞ্চতে পরিমণ্ডলমেকবিংশতিপিণ্ডং কৃষ্ণা-জিননিষ্যূতং লোমসু শুক্লকৃষ্ণেষু শণসূত্রে ত্রিবৃত্যোতমুপরিনাভি বহিষ্পিণ্ডং দৃশানো রুক্মস্ত ইতি।।" (কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১৬।৫।১)

এখানে যজমানের কণ্ঠাদিসহ সমগ্র দেহের একবিংশতি পিণ্ডকে রুক্ম (রেকাব) দ্বারা আবৃত্ত করতে বলা হয়েছে।

यजमानः कण्ठे रुक्मं प्रतिमुञ्चते परिमण्डलमेकविं-
शतिपिण्डं कृष्णाजिननिष्यूतं लोमसु शुक्लकृष्णेषु
शणसूत्रे त्रिवृत्योतमुपरिनाभि बहिष्पिण्डं दृशानो रु-
क्म इति ॥ १ ॥

रुक्मं हि प्रकृत्य सर्वमेवैतच्छ्रूयते (श०ब्रा०६-७-१-१)। यज-
मानग्रहणाच्च स्वयमेव यजमानः प्रतिमुञ्चते। द्वादशाहे च सर्वे यज
मानाः प्रतिमुञ्चेयुः। अत ऊर्ध्वं दण्डवाद्यन्वारम्भः । एवं हि सर्वैः
कृतं भवति ॥ १ ॥

আবার **শতপথ ব্রাহ্মণেও (৬।৭।১।১)** বলা হচ্ছে,

"রুক্মং প্রতিমুচ্য বিভর্তি । সত্যং হৈতদ্যদ্রুক্মঃ সত্যং বা এতং যন্তুমর্হতি সত্যেনৈতং দেবা অবিভরুঃ সত্যেনৈবৈনমেতদ্বিভর্তি।।"

অর্থাৎ রুক্ম ধারণ করে (যজমান) নিয়ে চলে। এই রুক্ম হলো সত্য, সত্যই একে নিয়ে চলতে পারে। সত্য দ্বারাই দেবতা তাকে ওঠাতে পারে। সত্য দ্বারাই সেটি তাকে ওঠাতে পারে।

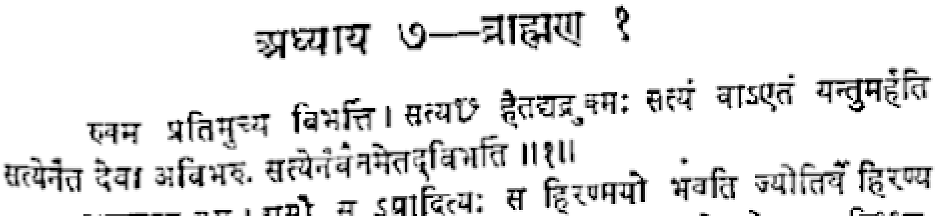
अध्याय ७—ब्राह्मण १

रुक्मं प्रतिमुच्य बिभर्ति। सत्यᳫं हैतद्यद्रुक्मः सत्यं वाऽएतं यन्तुमर्हति सत्येनैतं देवा अबिभरुः सत्येनैवैनमेतद्बिभर्ति ॥१॥

... स ऽआदित्यः स हिरण्मयो भवति ज्योतिर्वै हिरण्य ...

তাই রুক্ম (রেকাব) এখানে কোনো সূর্যের মূর্তি নয়, বরং রাজসূয় যজ্ঞে যজমানের পরিধেয় স্বর্ণের আভরণ।

অপ-দাবিঃ তাহলে উপরে রেকাবকে আদিত্য বা সূর্য বলা হলো কেন?

প্রত্যুত্তরঃ ধৈর্য ধরুন। শুধু কপিবাজি করে চললেই হয় না। ধৈর্য নিয়ে সব পড়তে হয়। ধৈর্য নিয়ে পড়তে থাকুন, সব বুঝতে পারবেন।

অপ-দাবিঃ আপনারা একবার বলছেন এটা অগ্নিচয়নের প্রকরণ। আবার সেখানে রাজসূয় যজ্ঞকে এনে শাক দিয়ে মাছ ঢাকছেন কেন? এগুলো সব আপনাদের মিথ্যাচার।

প্রত্যুত্তরঃ ওরে ভ্রষ্টাচারীগণ, একটু তো জ্ঞান রাখুন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে! সারাজীবন কপি পেস্ট করে আর চুরির জোরে কতদিন পেট চালাবেন। অগ্নিচয়ন বিধি যে রাজসূয় যজ্ঞেতেও রয়েছে তা তো জানতে হবে। নিজেকে সারাদিন গবেষক বলে দাবী করেন, অথচ এতটুকুও জানেন না!

অপ-দাবিঃ অগ্নিচয়ন রাজসূয় যজ্ঞেও রয়েছে, এর পক্ষে প্রমাণ দিন। শুধু শুধু বললে হবে না।

প্রত্যুত্তরঃ তাহলে দেখে নিন প্রমাণ **তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫।৬।৩)** থেকে–

"ভূতেষ্টকা উপ দধাত্যত্রাত্র বৈ মৃত্যুর্জ্জায়তে যত্রয়ত্রৈব মৃত্যুঙ্র্জ্জয়তে তত এবৈনমব যজতে তস্মাদগ্নিচিৎ সর্বমায়ুরেতি সর্ব্বে হ্যস্য মৃত্যবোঽবেষ্টাঃতস্মাদগ্নিচিন্নাভিচরিতবৈ প্রত্যগেন মভিচারঃ স্তৃণুতে সূয়তে বা এষ যোঽগ্নিং চিনুতে দেবসুবামেতানি হবীংষি ভবন্ত্যেতাবন্তো বৈ দেবানাং সবাজ্জ এব

অস্মৈ সবান্ প্র যচ্ছন্তি ত এনং সুবন্তে সবোঽগ্নির্ব্বরুণসবো রাজসূয়ং ব্রহ্মসবশ্চিত্যো দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং ব্রহ্মণা দেবতাভিরভি ষিঞ্চত্যন্নস্যান্নস্যাভিষিঞ্চত্যন্নস্যান্নস্যাবরুদধ্যৈ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চমভিষিঞ্চতি পুরস্তাদ্ধি প্রতীচীনমন্নমদ্যতে শীর্ষতোঽভি ষিঞ্চতি শীর্ষতো হ্যন্নমদ্যতে আ মুখাদন্ববস্রাবয়তি মূখত এবাস্মা অন্নাদ্যং দধাত্যগ্নেস্ত্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চামীত্যাহৈষ বা অগ্নেঃ সবস্তেনৈবৈনমভি ষিঞ্চতি বৃহস্পতেস্ত্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চামীত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাম্ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবৈনমভি ষিঞ্চতীন্দ্রস্য ত্বা সাম্রাজ্যেনাভি ষিঞ্চামীত্যাহেন্দ্রিয়মেবাস্মিন্নুপরিষ্টান্দধাত্যেতৎ বৈ রাজসূয়স্য রূপম্ য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুত উভাবেব লোকাবভি জয়তি যশ্চ রাজসূয়েনেজানস্য যশ্চাগ্নিচিত ইন্দ্রস্য সুষুবাণস্য দশধেন্দ্রিয়ং বীর্য্যং পরাঽপতওন্দেবাঃ সৌত্রামণ্যা সমভরনৎসূয়তে বা এষ যোঽগ্নিং চিনুতেঽগ্নিং চিত্বা সৌত্রামণ্যা যজেতেন্দ্রিয়মেব বীর্যং সম্ভৃত্যাত্মন্ধত্তে।।"

অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষে অপমৃত্যুর ব্যাপ্তি ঘটে। সর্প, ব্যাঘ্র ও চোর অধ্যুষিত দেশ বা স্থান মৃত্যুর কারণ (হেতবঃ)। সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি ইত্যাদি সময় যক্ষ রাক্ষস ইত্যাদি প্রযুক্ত (অর্থাৎ ঐ সময়ে যক্ষ-রাক্ষসদের প্রাদুর্ভাব হওয়ার কারণে, ঐ কাল) মৃত্যুকাল। দুষ্ট (দোষযুক্ত) খাদ্য আহার-ভোজন ইত্যাদি মৃত্যুর নিমিত্ত (কারণ)। ভূতেষ্টকা উপধানের দ্বারা সেই দেশ, কাল ও নিমিত্ত প্রযুক্ত (সম্পর্কিত) সরকম মৃত্যু হতে যজমান পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ মৃত্যু দুরীভূত হয়)। অতএব অগ্নিচয়নকারী নিজের পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন; তার ফলে সকল অপমৃত্যুও বিনাশিত হয়। অধিকন্তু এই অগ্নিচয়নকারী কোন আভিচারিক কর্মের বিষয়ীভূতও হন না। সেইরকম যে মূর্খ অতিচার কর্ম করে, এমন মূর্খ সেই অভিচারের দ্বারা পশ্চিমাভিমুখ (প্রত্যঙ্গুখো) হয়ে অর্থাৎ বিমুখতায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে যজমান অগ্নিচয়ন করেন, তিনি দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হন। অগ্নয়ে গৃহপতয়ে পুরোডাশম–অর্থাৎ গৃহপতি অগ্নির উদ্দেশে পুরোডাশ ইত্যাদি রাজসূয় যজ্ঞে কথিত মন্ত্রে অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণ এই যজমানের প্রেরক। অভিষেকযুক্ত যাগের নাম সব–এই হেতু কথিত হয়, এবং তা দুরকম–বরুণ-সব ও ব্রহ্ম-সব। রাজা কর্তৃক অনুষ্ঠেয় রাজসূয় হলো বরুণ-সব; কারণ বরুণ হলেন রাজাভিমানী দেবতা। কিন্তু চিত্য (অর্থাৎ চয়িত বা চয়নকৃত) অগ্নি ব্রাহ্মণের দ্বারাও অনুষ্ঠিত হয়; সেই কারণে তা (অর্থাৎ অগ্নিচয়ন) ব্রহ্মসব; যেহেতু অগ্নি হলেন ব্রাহ্মণাভিমানী দেবতা। অতএব সব-দ্বয় (যাগদ্বয়) অভিষেকের যোগ্য। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব–অর্থাৎ সবিতাদেবের প্রেরণায় (বা উৎপত্তিতে)–এই ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা সবিতা ইত্যাদি দেবতাগণের অভিষেকের বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে। এই অভিষেক চিত্য অগ্নির রাজসূয়ের স্বরূপ–এইরকম বিজ্ঞাত হয়ে যিনি অগ্নিচয়ন করেন, তিনি বরুণযাগ ও ব্রহ্মযাগ উভয় যাগের ফলস্বরূপ উভয় তোক জয় করে থাকেন (উভয়ফলং ভবতি)।

(अथ पञ्चमाष्टके षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः)।

भूतेष्टका उप दधात्यत्रात्र वै मृत्युर्जायते
यत्रयत्रैव मृत्युर्जायते तत एवैनमव यजते
तस्मादग्निचित्सर्वमायुरेति सर्वे ह्यस्य मृत्य-
वोऽवेष्टास्तस्मादग्निचिन्नाभिचरितवै प्रत्यगेन-
मभिचारः स्तृणुते सूयते वा एष योऽग्नि
चिनुते देवसुवामेतानि हवीꣳषि भवन्त्येता-
वन्तो वै देवानाꣳ सवास्त एव (१) अस्मै
सवान्प्र यच्छन्ति त एनꣳ सुवन्ते सवोऽग्नि-

[illegible]

वरुणसवो राजसूयं ब्रह्मसवश्चित्यो देवस्य त्वा
सवितुः प्रसव इत्याह सवितृप्रसूत एवैनं
ब्रह्मणा देवताभिरभि षिञ्चत्यन्नस्यान्नस्याभि-
षिञ्चत्यन्नस्यान्नस्यावरुद्ध्यै पुरस्तात्प्रत्यञ्चमभि-
षिञ्चति पुरस्ताद्धि प्रतीचीनमन्नमद्यते शीर्ष-
तोऽभि षिञ्चति शीर्षतो ह्यन्नमद्यत आ मुखा-
दन्ववस्रावयति (२) मुखत एवास्मा अन्नाद्यं
दधात्यग्नेस्त्वा साम्राज्येनाभि षिञ्चामीत्याहैष
वा अग्नेः सवस्तेनैवैनमभि षिञ्चति बृहस्प-
तेस्त्वा साम्राज्येनाभि षिञ्चामीत्याह ब्रह्म वै
देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणैवैनमभि षिञ्चतीन्द्रस्य
त्वा साम्राज्येनाभि षिञ्चामीत्याहेन्द्रियमेवा-
स्मिन्नुपरिष्टाद्दधात्येतत् (३) वै राजसूयस्य
रूपं य एवं विद्वानग्निं चिनुत उभावेव लोका-
वभि जयति यश्च राजसूयेनेजानस्य यश्चाग्नि-
चित इन्द्रस्य सुषुवाणस्य दशधेन्द्रियं वीर्यं
पराऽपतत्तद्देवाः सौत्रामण्या समभरन्त्सूयते
वा एष योऽग्निं चिनुतेऽग्निं चित्वा सौत्राम-
ण्या यजेतेन्द्रियमेव वीर्यं संभृत्याऽऽत्मन्धत्ते-
त्ते (४) ॥

(स एवान्ववस्रावयत्येतद्दश चत्वारिंशच्च) ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमाष्टके
षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

(भूतेष्टकाभिधानम्)

(अथ पञ्चमकाण्डे षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः) ।

कुम्भेष्टकाख्यकथेति द्वितीये ह्युदीरितम् ।

अथ तृतीये भूतेष्टकादिकमुच्यते । यदुक्तं सूत्रकारेण—"यतथाय त्वोप-यामाय त्वा काराय त्वार्णवाय त्वा धर्णसाय त्वा द्रविणाय त्वा सिन्धवे त्वा समुद्राय त्वा सरस्वते त्वा विश्वव्यचसे त्वा सुभूताय त्वाऽन्तरिक्षाय त्वेति द्वादश भूतेष्टकाः" इति । एते च मन्त्राः शाखान्तरगताः । तत्साध्यमुप-धानं विधत्ते—

भूतेष्टका उपेति । देशकालनिमित्तविशेषानपेक्षयाऽऽवृत्तेति वीप्सा । सर्प-व्याघ्रचोराकुलदेशा मृत्युहेतवः । संध्यामध्यरात्रादिर्ब्रह्मराक्षसादियुक्तमृत्युकालः दुराहारभोजनादीनि मृत्युनिमित्तानि । भूतेष्टकोपधानेन तत एव देशयुक्तात्का-लयुक्तान्निमित्तयुक्ताच्च सर्वस्मादपि मृत्योरेनं यजमानमपनयति । तस्मादय-मग्निचित्तस्य यावदायुः सर्वमेव प्राप्नोति । यस्मादस्य सर्वेऽप्यपमृत्यवो विना-शिताः । किंचायमग्निचिदभिचारविषयोऽपि न भवति । एवं सति यो मूर्खोऽ-भिचरति एनं मूर्खं सोऽभिचारः प्रत्यङ्मुखो भूत्वा हिनस्ति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—"अग्नीषोमीयस्य पशुपुरोडाशमष्टौ देवसुवां हवींष्यनु निर्वपति समानं तु स्विष्टकृदिडम्" इति, तदिदं विधत्ते—

सूयते वा एष इति । यो यजमानोऽग्निं चिनुते स एव देवैः सूयते प्रेर्यते । अतः प्रेरणाय हवींषि निर्वपेत् । अग्नये गृहपतये पुरोडाशमित्यादिरा-अनूयाम्नातानि देवसुवां हवींषि । तत्र श्रुता येऽग्न्यादयो देवा एतावन्त एव देवानां मध्ये प्रेरकाः । त एव देवा अस्मै यजमानाय स्वकीयाः सर्वा अनुज्ञाः प्रयच्छन्ति । तेन चानुज्ञाप्रदानेनैनं यजमानं प्रेरयन्ति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—"दक्षिणं प्रत्यपि वज्रमौदुम्बरीमासन्दीं प्रतिष्ठाप्य तस्यां कृष्णाजिनं प्राचीनग्रीवमुत्तरलोमाऽऽस्तीर्य तस्मिन्नासीनं यजमानमग्नि-मन्वारब्धं संपातैरभिषिञ्चति" इति, तदिदं विधातुं प्रस्तौति—

सवोऽग्निरिति । अभिषेकयुक्तो यागः सव इत्युक्तम् । स च द्विविधो वरुणसवो ब्रह्मसवश्च । राजकर्तृ[क]त्वाद्राजसूयं वरुणसवः । वरुणो हि राजा-भिमानी देवः । चित्योऽग्निस्तु ब्राह्मणैरप्यनुष्ठेयत्वाद्ब्रह्मसवः । अग्निर्ब्राह्मणाभि-मानी देवः । अतः सवत्वादयमभिषेकयोग्य इत्यर्थः ।

मन्त्रपूर्वकमाभिषेकं विधत्ते—

देवस्य त्वेति । ब्रह्मणा मन्त्रेण, प्रतिपाद्याभिरिति शेषः ।

सर्वौषधिरसमभिषेकद्रव्यत्वेन विधत्ते—

अन्नस्याद्यस्येति । प्रकारविशेषं विधत्ते—

पुरस्तात्प्रत्यञ्चमिति । पूर्वस्यां दिशि पश्चिमाभिमुखोऽवस्थाय प्रत्यञ्चं स्वाभिमुखं यजमानमभिषिञ्चेत् । लोके हि पुरस्तात्पात्रेऽवस्थितमन्नं स्वाभिमुखत्वेनाद्यते । शिर आरभ्याभिषिञ्चेत् । अन्नमपि शिरोदेशावस्थिते मुखे भुज्यते ।

गुणान्तरं विधत्ते—

आ मुखादन्ववेति । शिर आरभ्याऽऽनुलोम्येन मुखपर्यन्तमवस्रावयेन्न त्वधः । मन्त्रेष्वग्निबृहस्पतीन्द्रशब्दतात्पर्यं व्याचष्टे—

अग्नेस्त्वा साम्राज्येनेति । एष ओषधिरसोऽग्नेः सवोऽग्निना प्रेरितः । अतोऽग्निशब्दमुच्चारयन्नग्निसंबन्धेनैव तेनैव रसेनाभिषिञ्चति । एष वै बृहस्पतेः सव एष वा इन्द्रस्य सव इत्यप्यनुसंधेयम् । एतेऽभिषेकमन्त्राः शाखान्तर आम्नाताः । इह ब्राह्मणेन व्याख्याताः । राजसूयसाम्येनाभिषेकं प्रशंसति—

एतद्वै राजसूयस्येति । एतदभिषेचनमेवाग्नेश्चित्यस्य राजसूयस्य स्वरूपम् । एवंविदश्चिन्वानस्योभयफलं भवति । अतश्चयनाङ्गत्वेन सौत्रामणीं विधत्ते—

इन्द्रस्य सुषुवाणस्येति । सोममभिषुण्वत इन्द्रस्येन्द्रियं सोमोपद्रवपापेन दशधा भूत्वा पतितमभूत् । तदेतादिन्द्रियं देवाः सौत्रामण्या स्वाद्वीं त्वेत्यादिमन्त्रप्रतिपाद्येन यागेन सम्यक्संपादितवन्तः । एवं सत्यत्रापि योऽग्निं चिनुत एषोऽपि सोमाभिषवे प्रेर्यते । तस्मादपगतेन्द्रियसामर्थ्यसंपादनाय सौत्रामण्याख्यं यागमनुतिष्ठेत् । सौत्रामण्याश्चयनाङ्गत्वं न बोध्यते, किंतु कालविधिरयम् । तस्मादिदं वाक्यं प्रकरणादुत्कष्टव्यम् ॥

এখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, রাজসূয়যজ্ঞে ক্ষত্রিয় রাজা অগ্নিচয়ন করেন।
এরও যদি আপনাদের কর্মকাণ্ডের জ্ঞান না থাকে এবং দাবী করেন রাজসূয়যজ্ঞে অগ্নিচয়ন নাই, তবে সেটা হবে নিজেকে মূর্খ প্রমাণ করা। অবশ্য প্রথম থেকে মূর্খরা নিজেকে বা কিভাবেই আবার মূর্খ প্রমাণ করবে!

অপ-দাবিঃ #অথ পুরুষমুপদধাতি। স প্রজাপতিঃ সোঽগ্নিঃ স যজমানঃ স হিরণ্ময়ো ভবতি জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতিরগ্নিরমৃতং হিরণ্যমমৃতমগ্নিঃ পুরুষো ভবতি পুরুষো হি প্রজাপতিঃ।।

#অনুবাদ-

তারপর তিনি একটি (সুবর্ণ) পুরুষকে (অর্থাৎ সোনার পুরুষ মূর্তি) তার উপর স্থাপন করেন- তিনি প্রজাপতি তিনি অগ্নি, তিনিই যজমান। তিনি হিরণ্ময়, কারণ, হিরণ্য আলোকোজ্জ্বল এবং অগ্নিও আলোকোজ্জ্বল; হিরণ্য অমরণধর্মা, অগ্নিও অমরণ ধর্মবিশিষ্ট। (স্থাপন করা হয়) একটি পুরুষ, কারণ, প্রজাপতি পুরুষ।

**পুরো লেখার মধ্যে এই অংশটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়! কেননা এখানে বলা হচ্ছে যে পূর্বোল্লিখত সেই সূর্য বিগ্রহস্বরূপ সোনার পাত্রের উপর একটি সোনা দ্বারা নির্মিত পুরষাকৃতির মূর্তি বা বিগ্রহ বা প্রতিমা স্থাপন করা হল। এই পুরুষই

বেদের পুরুষসূক্তের বিরাটপুরুষ, হিরণ্যগর্ভসূক্তে হিরণ্যগর্ভের ও প্রজাপতি স্বরূপ অর্থৎ এটিই বেদের পরমপুরুষের বিগ্রহ।

এখানে স্পষ্টভাবে হিরণ্যগর্ভ পুরুষের বিগ্রহের কথা বলা হচ্ছে। এই পুরুষই প্রজাপতি, অগ্নি ও যজমান। পরবর্তী মন্ত্রে আরো কিছু চমক অপেক্ষা করছে!

প্রত্যুত্তরঃ

উক্ত কাণ্ডিকাটিতে ব্যবহৃত পুরুষের সুবর্ণময় মূর্তিকে আপনারা দাবী করছেন পরমাত্মার মূর্তি হিসেবে। কিন্তু আপনাদের ব্যবহৃত অনুবাদ ও মূল কাণ্ডিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- "স যজমানঃ" অর্থাৎ তিনি যজমান। অর্থাৎ এই কাণ্ডিকায় যে পুরুষের মূর্তি নিয়ে বলা হচ্ছে সেই পুরুষ মূলত যজমান। আর এই মূর্তি পরমাত্মার নয়, বরং যজমানের।

অথ পুরুষমুপদধাতি ।স প্রজাপতিঃ সোহগ্নিঃ স যজমানঃ স হিরণ্ময়ো ভবতি জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতিরগ্নিরমৃতং হিরণ্যমমৃতমগ্নিঃ পুরুষো ভবতি পুরুষো হি প্রজাপতিঃ।

শত০ ব্রা০ ৭।৪।১।১৫

অনুবাদঃ

এখন সে পুরুষকে স্থাপন করে ।সেই প্রজাপতি , সেই অগ্নি, সেই যজমান ।তা হিরণ্ময় হয় কেননা হিরণ্য হলো জ্যোতি , অগ্নিও জ্যোতি ।হিরণ্য অমৃত , অগ্নি অমৃত ।সেটি পুরুষ হয় কেননা প্রজাপতিও পুরুষ ।

अथ पुरुषमुपदधाति । स प्रजापतिः सोऽग्निः स यजमानः स हिरण्मयो भवति ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरग्निरमृतꣳ हिरण्यममृतमग्निः पुरुषो भवति पुरुषो हि प्रजापतिः ॥ १५ ॥

১। পুরুষ অর্থ পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়পক্ষেই হয় ।

অথর্ববেদ ১০।২।৩১ এ শরীরকেই অজেয় পুরী বলা হয়েছে ।

देवानाम् पूः

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ ३१॥

१. यह शरीररूप **पूः**=नगरी **देवानाम्**-सब सूर्यादि देवों की अधिष्ठानभूत है, '**सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते**'—(सूर्यः चक्षुर्भूत्वा॰ अग्निर्वाग्भूत्वा॰, वायुः प्राणो भूत्वा॰, चन्द्रमा मनो भूत्वा॰)। **अष्टाचक्रा**=इसमें 'मूलाधार' से लेकर 'सहस्रार' तक आठ चक्र—'मूलाधार' (मेरुदण्ड के मूल में), इसके ऊपर 'स्वाधिष्ठान', 'मणिपूरक' (नाभि में), 'अनाहत' (हृदय में) 'विशुद्धि' (कण्ठ में), 'ललना' (जिह्वा मूल में) 'आज्ञाचक्र' (भ्रूमध्य में) 'सहस्रारचक्र' (मस्तिष्क में) हैं। **नवद्वारा**=नौ इन्द्रिय-द्वारोंवाली यह नगरी **अयोध्या**=शत्रुओं से युद्ध में न जीतने योग्य है। सूर्य का सन्ताप इस नगरी के एक-एक छिद्र से बाहर आये हुए पसीने के रूप में जलकण को वाष्पीभूत कर सकता है, परन्तु नगरी के अन्दर उपद्रव पैदा नहीं कर पाता। २. **तस्याम्**=उस नगरी में एक **हिरण्ययः**=हितरमणीय **कोशः**=कोश है, जिसे 'मनोमय' कोश कहते हैं। यह **स्वर्गः**=आनन्दमय है, **ज्योतिषा आवृतः**=ज्योति से आवृत है। हम इसे राग-द्वेष आदि से मलिन न करें दें, तो यह चमकीला-ही-चमकीला है—यहाँ आह्लाद-ही-आह्लाद है, यह प्रभु की ज्योति से ज्योतिर्मय है।

भावार्थ—आठ चक्रोंवाली, नौ इन्द्रियाँ-द्वारोंवाली इस शरीररूप अयोध्या नामक देवनगरी में एक ज्योतिर्मय मनोमयकोश है, जो आह्लाद व प्रकाश से परिपूर्ण है। इसे हम राग-द्वेष से मलिन न करें।

গীতা ১৫।১৬ তে জীবাত্মার সময় পুরুষ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ।

पंचदशोऽध्यायः २८७

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥ १६॥

पद०—द्वौ। इमौ। पुरुषौ। लोके। क्षरः। च। अक्षरः। एव। च। क्षरः। सर्वाणि। भूतानि। कूटस्थः। अक्षरः। उच्यते॥

पदा०—(एव) निश्चय (द्वौ, इमौ, पुरुषौ, लोके) इस पुरुष लोक में यह दो (क्षरः) क्षर (च) और (अक्षरः) अक्षर हैं (क्षरः, सर्वाणि, भूतानि) सब भूत क्षर (च) और (कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते) अक्षर कूटस्थ कहा जाता है॥

অথর্ববেদ ১১।৪।১৪ তে পুরুষ শব্দটি জীবের জন্য ব্যবহৃত ।

सर्वोत्पादक 'प्राण'

अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा।
यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः॥ १४॥

१. **पुरुषः**=अन्न-रस परिणामरूप शरीर को धारण करनेवाला पुरुष **गर्भे अन्तरा**=स्त्री के गर्भाशय के मध्य में **अपानति प्राणति**=प्राण का प्रवेश होने पर अपान व प्राणन-व्यापारों को करता है। हे प्राण! तू शुक्रशोणितावस्था में ही पुरुषशरीर में प्रवेश करके उसके परिणाम के लिए प्राणापान वृत्तियों को पैदा करता है। २. हे **प्राण**=प्राणात्मन् प्रभो! **यदा**=जब आप **जिन्वसि**=गर्भीभूत पुरुष को मातृयुक्त आहार से परिणत अन्न-रस से प्रीणित(पुष्ट) करते हो, **अथ**=तब ही **सः पुनः जायते**=वह पुरुष स्वार्जित परिपक्व पुण्य-पाप के फल के उपभोग के लिए पुनः भूमि पर उत्पन्न होता है।

भावार्थ—मातृगर्भ में प्राण का प्रवेश होने पर ही प्राणापान का व्यापार चलता है। प्राण ही गर्भीभूत पुरुष को पुष्ट करके पृथिवी पर जन्म देता है।

এখানে পুরুষ অর্থ যজমান তথা জীবাত্মা তা আমরা আগেই দেখেছি । এখন এই কণ্ডিকায় পুরুষ অগ্নি ও প্রজাপতির যে সম্পর্ক বলা হয়েছে তা যে জীবাত্মারই সেটি আমরা শতপথ ব্রাহ্মণ থেকেই দেখবো ।

যদ্বেব চতুর্বিংশতিঃ । চতুর্বিংশো বৈ পুরুষো দশ হস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশ পাদ্যাশ্চত্বার্যঙ্গানি পুরুষঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতিরগ্নির্যাবানগ্নির্যাবত্যস্য মাত্রা তাবতৈবৈনমেতৎসমিন্দ্ধে ।

শত০ ব্রা০ ৬।২।১।২৩

অনুবাদঃ

পুরুষের ২৪ অঙ্গ = ১০ হাতের আঙুল , ১০ পায়ের আঙুল ও ৪ অঙ্গ [২ পা ও ২ হাত] । প্রজাপতি পুরুষ । প্রজাপতি অগ্নি ।

यद्वेव चतुर्विꣳशतिः। चतुर्विꣳशो वै पुरुषो दश हस्त्या ऽअङ्गुल्यो दश पाद्याश्चत्वार्यङ्गानि पुरुषः प्रजापतिः प्रजापतिरग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतैवैनमेतत्समिन्द्धे ॥२३॥

এছাড়াও এই রাজসূয়ের রুক্ম সম্পর্কিত প্রকরণে মৈত্রেয়াণী সংহিতায় স্পষ্ট করে পুরুষ যে যজমান জীবই তা বর্ণনা করেছে ।

স্পষ্টতঃ এখানে পুরুষ অবশ্যই জীব । কেননা জীবের দেহেই এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ।

সায়ণাদি ভ্রান্ত ভাষ্য অনুযায়ী যদি পুরুষ সূক্তে বর্ণিত বিরাট পুরুষই উপলক্ষ হতো তবে এ

খানে ২৪ অঙ্গ হতো না । কেননা সাকারবাদীগণের মতেই সেখানে সহস্র পদের বর্ণনা রয়েছে ।
তদুপরি এখানে আলোচ্য কণ্ডিকার পরবর্তী অগ্নি ও প্রজাপতি পদের পূর্ব উল্লেখও পরবর্তী কণ্ডিকার পুরুষ = জীবাত্মা এটিই প্রমাণিত করে ।

শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ শতবীর্যা , আয়ুরেব বীর্যমাপ্নোতি ॥

মৈ০ সং০ ৪।৪।৩,৪

অর্থাৎ -

শত আয়ু যুক্ত পুরুষই শতবীর্য । আয়ুই তার বীর্য বা বল স্বরূপ ।

क्षत्रस्य योनिरसि, क्षत्रस्योल्बमसि, क्षत्रस्य नाभिरसीतीन्द्रो वै यदजायत तस्य वा एषं योनिरासीद्यच्चाप्यमुल्बं पाण्डरं, नाभिरुष्णीषः, सूतवशाया अध्यजायत, सूना चतुः-पयूधरासी,—नीवाराः पीयूष,—स्तस्मान्नैवारः पुरोडाशः, पश्चाशतमन्यस्मिन्नक्षण्यानकरयैकप-ञ्चाशतमन्यस्मिन्, शतायुर्वै पुरुषः शतवीर्यो, आयुरेव वीर्यमाप्नोत्य,—पं उपस्पृशत्य,—

दैघातीन्द्रियस्य वीर्यस्यानिर्घाताय, शतमानो भवति शतक्षरः, शतायुर्वै पुरुषः शतवीर्यो,

[४] मै. २,६,१० । तै. ब्रा १,७,७,१-२,१,७,८ । वा १०,१०,१४-१५ । काण्व ११,१८,२०—२३ ।
मै० ४६

[३६२] मैत्रायणी-संहितायाम् [काण्ड ४, प्रपा० ४, अनु० ४-६

आयुरेव वीर्यमाप्नोति ॥ ४ ॥ ४

শত বৎসর আয়ু জীবাত্মার সাথেই সম্পর্কিত তা **যজুর্বেদ ৪০।২** এ স্পষ্টতঃ প্রমাণিত ।

2. (Atma Devata, Dirghatama Ṛshi)

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

Kurvanneveha karmāṇi jijīviṣecchataṁ samāḥ.
Evaṁ tvayi nānyatheto'sti na karma lipyate nare.

Only doing one's duty here should everyone wish to live for a full hundred years. Only this way—there is no other way—Karma does not smear the soul of man within.

অর্থাৎ শত আয়ু যুক্ত পুরুষই শতবীর্য। আয়ুই তার বীর্য বা বল স্বরূপ।

মৈত্রেয়াণী সংহিতার রাজসূয় যজ্ঞ প্রকরণের এসব প্রমাণ খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে আপনাদের উল্লিখিত অগ্নিচয়ন স্থলে পুরুষ হলো যজমান রাজা। তা না হলে পুরুষকে শত আয়ু বলা হত না। কোনো মূর্খও দাবি করবে না যে পরমাত্মারূপ পুরুষ হলো শত আয়ু।

আর পরিশেষে অখণ্ডনীয় একটি প্রমাণ -

চত্বারো বৈ পুরুষা ব্রাহ্মণো রাজন্যো বৈশ্যঃ শূদ্র ।
মৈo সংo ৪।৪।৬
অর্থাৎ পুরুষ ৪ প্রকার । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ।

অতঃ রাজসূয়ের অগ্নিচয়নের এই প্রকরণে পুরুষ অর্থ যে জীবাত্মা তথা যজমান রাজাই তা অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণিত ও অন্যাদি সকল ব্যাখ্যা ভ্রান্ত তাও প্রমাণিত ।

অপ-দাবিঃ এই স্থলে যদি পুরুষ অর্থ যজমান রাজা হয় তবে শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষকেই অগ্নি ও প্রজাপতি বলা হলো কেন? যজমান রাজা কিভাবে অগ্নি ও প্রজাপতি হতে পারেন?

প্রত্যুত্তরঃ
পূর্বে আমরা প্রমাণ করে এসেছি, শতপথের উক্ত কাণ্ডিকায় পুরুষ অর্থ যজমান। এখন এই কণ্ডিকায় পুরুষ অগ্নি ও প্রজাপতির যে সম্পর্ক বলা হয়েছে তা যে যজমানই সেটি আমরা শতপথ ব্রাহ্মণ থেকেই দেখবো।

i. **"যদ্বেব চতুর্বিংশতিঃ। চতুর্বিংশো বৈ পুরুষো দশ হস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশ পাদ্যাশ্চত্বার্যঙ্গানি পুরুষঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতিরগ্নির্যাবানগ্নির্যাবত্যস্য মাত্রা তাবতৈবৈনমেতৎসমিন্দ্ধে।"**

(শত০ ব্রা০ ৬।২।১।২৩)

অর্থাৎ পুরুষের ২৪ অঙ্গ = ১০ হাতের আঙু , ১০ পায়ের আঙুল ও ৪ অঙ্গ [২ পা ও ২ হাত]। (এই) প্রজাপতি পুরুষ। প্রজাপতি অগ্নি।

यद्वेव चतुर्विꣳशतिः। चतुर्विꣳशो वै पुरुषो दश हस्त्या ऽअङ्गुलयो दश पाद्याश्चत्वार्यङ्गानि पुरुषः प्रजापतिः प्रजापतिरग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतैवैनमेतत्समिन्द्धे ॥२३॥

স্পষ্টত এখানে পুরুষ অবশ্যই জীব। কেননা জীবের দেহেই এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।
সায়ণাদি ভ্রান্ত ভাষ্য অনুযায়ী যদি পুরুষ সূক্তে বর্ণিত বিরাট পুরুষই উপলক্ষ হতো তবে
এখানে ২৪ অঙ্গ হতো না। কেননা সাকারবাদীগণের মতেই সেখানে সহস্র পদের বর্ণনা রয়েছে।
তদুপরি এখানে আলোচ্য কণ্ডিকার পরবর্তী অগ্নি ও প্রজাপতি পদের পূর্ব উল্লেখও পরবর্তী কণ্ডিকার
পুরুষ = যজমান এটিই প্রমাণিত করে।

রাজাকে প্রজাপতি বলা হচ্ছে কেননা তিনি সকল প্রজাগণের স্বামী বা অধীশ্বর । এখানে প্রজা কারা ? নিঘণ্টু ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে -

(১) **প্রজা অপত্যনাম** - **নিঘ০ ২।২** = অপত্যই প্রজা

तुक् । तोक्म् । तनयः । तोक्मं । तक्मं । शेषः । अप्नः । गयः । जाः । अपत्यम् । यहुः । सूनुः । नपात् । प्रजा । [15]बीजमित्यपत्यस्य [वीर्जमिति पञ्चदशापत्यनामानि] ॥ २ ॥

(২) **প্রজা বৈ সূনু** - **শত০ ব্রা০ ৭।১।১।২৭** = সন্তানই প্রজা

तामाशिषमाशास्ते शश्वत्तमं हूयमानाय साधेति यजमानो वै हूयमानः स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावेति प्रजा वै सूनुरस्मै सा ते सुमतिर्भूत्वस्मेऽइत्याशिषमाशास्ते ॥२७॥ अथोत्तराम् । अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातोऽअरोचथा इत्ययं ते यो-

(৩) **আদ্যা হীমাঃ প্রজা বিশঃ** - **শত০ ব্রা০ ৪।২।১।১৭** = মানবই প্রজা

अथ प्रतिप्रस्थाता पर्यैति । सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्परीहीत्याद्या ह्येतमन्वाद्या हीमाः प्रजा विशस्तस्मादाह सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्परीहीत्यभि रायस्पोषेण यजमानमिति तद्यजमानायाशिषमाशास्ते यदाहाभि रायस्पोषेण यजमानमिति ॥१७॥

(৪) **মনুষ্যঃ। নরঃ। ধবাঃ। জন্তবঃ। বিশঃ। ক্ষিতয়ঃ। কৃষ্টয়ঃ। চর্ষণয়ঃ। নহুষ। হরয়ঃ। মর্যাঃ। মর্ত্যাঃ। মর্তাঃ। ব্রাতাঃ। তুর্বশাঃ। দ্রুহ্যবঃ। আয়বঃ। যদবঃ। অনবঃ। পূরবঃ। জগতঃ। তস্থুষঃ। পঞ্চজনাঃ। বিবস্বন্তঃ। পৃতনাঃ ইতি পঞ্চবিংশতির্মনুষ্যনামানি।।**

= **নিঘণ্টু ২।৩** অনুযায়ী যদু , বিশঃ, নরঃ ইত্যাদি মনুষ্যবাচক বা সমার্থক ।

मनुष्याः । नरः । धवाः । जन्तवः । विशः । क्षितयः । कृष्टयः । चर्षणयः । नहुषः । हरयः । मर्याः । मर्त्याः । मर्ताः । व्राताः । तुर्वशाः । द्रुह्यवः । आयवः । यदवः । अनवः । पूरवः । जगतः । तस्थुषः । पञ्च-जनाः । विवस्वन्तः । पृतना इति मनुष्याणाम् [पृतना इति पञ्चविंशतिर्मनुष्यनामानि] ॥ ३ ॥

(৫) **আদিত্যা বা ইমাঃ প্রজা** - **মৈ০ সং০ ৪।৪।৫** = প্রজাগণই আদিত্য । আদিত্য অর্থ যেহেতু অখণ্ডনীয় এখানে সংগঠিত প্রজাশক্তি অভিপ্রেত ।

आदित्यनामानि वा एतान्या,—दित्या वा इमाः प्रजा,—

সিদ্ধান্তঃ অতএব প্রজা অর্থ যেহেতু মানব হচ্ছে তাই প্রজাপতি অর্থ মানবগণের অধিপতি রাজা । **নিরুক্ত ১০।৪১(৪২)** অনুযায়ী ' প্রজাপতিঃ । প্রজানাং পাতা বা পালয়িতা বা ' = প্রজাগণের রক্ষক অথবা পালক ।

प्रजापतिः प्रजानां पाता वा पालयिता वा ॥ ४२ ॥

আবার এই রাজাই ক্ষত্রিয় পুরুষ কেননা ' পুরুষ প্রজাপতিঃ' ও **'প্রজাপতির্বৈ ক্ষত্রং' শত০ ব্রা০ ৮।২।৩।১১ ।**

क्षत्र वय ऽइति । प्रजापतिर्वै क्षत्रꣳ स वयोऽभवन्मयंदं छन्द ऽइति यद्वा-ऽप्रनिरुक्तं तन्मयन्दमनिरुक्तो वै प्रजापतिः प्रजापतिरेव च्छन्दोऽभवत् ॥ ११ ॥

(৩) পুরুষকে বলা হয়েছে অগ্নি । অগ্নি শব্দ দ্বারা আত্মা, মন, প্রাণ, বাণী প্রভৃতিও বাচ্যার্থ হতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে,

- **'আত্মাই অগ্নি' শত০ ৬।৭।১।২০,**

अथाध्यात्मम् । आत्मैवाग्निः प्राणाः शिक्यं प्राणैर्ह्ययमात्मा शक्नोति स्थातुं यच्छक्नोति तस्माच्छिक्यं प्राणैरेवैनमेतद्बिभर्ति षडुद्दामं भवति षड्ढि प्राणाः ॥ २० ॥

- **'মনই অগ্নি' শত০ ১০।১।২।৩**

अथाध्यात्मम् । मन एवाग्निः प्राणो महाव्रतं वाङ्महदुक्थं तस्मादेतानि सर्वाणि सहोपेयात्सह हि मनः प्राणो वाक्तद्यदग्निः प्रथमश्चीयते मनो हि प्रथमं प्राणानाम् ॥ ३ ॥

- 'প্রাণই অগ্নি' শতও ৯।৫।১।৬৮,

काममेवैनं स चिन्वीत । य. संवत्सरे जात. स्यात्प्राणो वाऽअग्निस्त-
मेतद्विभर्त्यथ ह वै रेतः सिक्तं प्राणोऽन्ववरोहति तद्विन्दते तच्चज्जात—जात

- 'বাণীই অগ্নি' শতও ৩।২।২।১৩।

इमे वै प्राणाः । मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवो वागेवाग्निः प्राणोदानौ मित्रावरुणौ
चक्षुरादित्यः श्रोत्रं विश्वेदेवा एतासु हैवास्यैतद्देवतासु हुतं भवति ॥१३॥

আর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পার্থিব অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য, বিদ্বান পুরুষ, রাজা, সেনাপতি প্রভৃতি অগ্নি শব্দের বাচ্যার্থ হয়ে থাকে।

যাস্কাচার্য নিরুক্ত (৭।১৪) তে যে নির্বচন দেখিয়েছেন, সেই অনুসারে অগ্নি শব্দ 'অগ্র-নী' যা 'অংগ-নী' দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অগ্নি এই কারণে যে তিনি অগ্র-নী অর্থাৎ অগ্র-নায়ক অথবা পথপ্রদর্শক হন বিদ্বানকেও অগ্নি বলা হয়।

अथातोऽनुक्रमिष्यामः । अग्निः पृथिवीस्थानः । तं प्रथमं व्याख्यास्यामः । अग्निः कस्मात् । अग्रणीर्भवति । अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्गं नयति सन्नममानः । अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः । न क्नोपयति न स्नेहयति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः । इतात् । अक्ताद्दग्धाद्वा । नीतात् । स खल्वेतेरकारमादत्ते गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीः परः । तस्यैषा भवति ॥ १४ ॥

এই বিষয়ে ''বিদ্বানই অগ্নি, যিনি ঋতের সংগ্রাহক এবং সত্যময় হয়ে থাকেন।' [ঋও ১।১৪৫।৫],

तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश व्रिशो देवं मर्तास ऊतये हवामहे ।
धनोरधि प्रवत आ स ऋण्वत्यभिव्रजद्भिर्वयुना नवाधित ॥ ५ ॥

भा०—उस सूर्य के समान प्रतापी पुरुष को दसों दिशा निवासिनी प्रजाएं और हम शत्रुसंहारकारी युवा पुरुष, विद्यार्थिजन जिस प्रकार गुरु को ज्ञान प्राप्ति के लिये प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रजा रक्षण के लिये बुलाते हैं। और जिस प्रकार धनुष के ऊपर दूर तक जाने वाले बाणों को रखता और शत्रु को लक्ष्य करके चढाई करने वालों से नये २ प्रदेशों को प्राप्त करता और उनको अपने अधीन रख लेता है, इसी प्रकार वह विद्वान् पुरुष उत्तम ब्रह्मपद को लक्ष्य करके जाने वाले मुमुक्षुओं के साथ मिलकर नये २ ज्ञानों को प्राप्त करे। और धनुष के बल पर बाणों के समान, दूर के देशों को भी प्राप्त करे।

'বিদ্বানই অগ্নি, যিনি বল প্রদান করে থাকেন।' [ঋ০ ৩।২৫।২] ইত্যাদি মন্ত্র প্রমাণ রয়েছে।

अग्निः सनोति वीर्याणि विद्वान्त्सनोति वाजममृताय भूषन् ।
स नो देवाँ एह वहा पुरुक्षो ॥ २ ॥

भा०—(अग्निः) ज्ञानवान्, तेजस्वी पुरुष ! (वीर्याणि) नाना बल-वीर्यों को (सनोति) प्राप्त वा प्रदान करता है। वही (विद्वान्) ज्ञानवान् होकर (भूषन्) तेज और ज्ञान से सबको सुशोभित करता हुआ (अमृताय) अमृत मोक्षसुख, दीर्घायु, उत्तम सन्तति आदि प्राप्त करने के लिये (वाजं सनोति) बल वीर्य, वाणी आदि प्रदान करता है। हे अन्नादि (पुरुक्षो) भोज्य सामग्रियों के स्वामिन् ! तू (नः) हमें (इह) यहां (देवान् आवह) विद्वानों को प्राप्त करा। अथवा (नः देवान् इह आवह) हम इच्छाशील पुरुषों को धारण कर। हमारे शासन का भार अपने ऊपर ले।

রাজাকেও অগ্নি বলা হয়। এই বিষয়ে 'হে অগ্নি! তুমি প্রজাপালক, উত্তম দাতা প্রজাদের রাষ্ট্ররূপ গৃহকে রাজা রূপে অলঙ্কৃত করো।' [ঋ০ ২।১।৮];

त्वामग्ने दम आ विश्पतिं विशस्त्वां राजानं सुविदत्रमृञ्जते ।
त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शता दश प्रति ॥८॥

भा०—हे नायक राजन् ! प्रजाएं तुझको दमन कार्य में प्रजा पालक बनाती हैं। और वे ही तुझको उत्तम दानशील, उत्तम प्राप्त ऐश्वर्य का रक्षक, उत्तम ज्ञान का रक्षक राजा बनाती हैं। हे सौम्य मुख ! हे उत्तम सैन्य के स्वामिन् ! तू सब पदार्थों का स्वामी है। और तू दस सौ हजार अर्थात् दस लाख १००००००, सैन्यों पर भी स्वामी है।

'রাজাই অগ্নি, যিনি রাষ্ট্ররূপ গৃহের অধিপতি এবং রাষ্ট্রযজ্ঞের ঋত্বিক হয়ে থাকেন।' [ঋ০ ৬।১৫।১৩] ইত্যাদি প্রমাণ রয়েছে।

अग्निर्होता गृहपतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः ।
देवानामुत यो मर्त्यानां यजिष्ठः स प्र यजतामृतावा ॥ १३ ॥

भा०—(य) जो (देवानाम्) प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोकों और ज्ञानैश्वर्य के देने वाले विद्वानों, ऐश्वर्यवानों और कामना वाले (मर्त्यानां) मरणशील मनुष्यों और अन्य प्राणधारियों के (विश्वा) समस्त

२४० ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०५।व०१९।१४

(जनिमा) उत्पत्ति के रहस्यों को (वेद) जानता है (सः) वही (जात-वेदाः) समस्त उत्पन्न पदार्थों को जानने हारा होने से ही 'जात वेदाः' है। (सः) वह (यजताम् यजिष्ठः) दानशीलों में सबसे बड़ा दानशील, (ऋत-वा) ज्ञान, सत्य न्याय, तेज और धनैश्वर्य का स्वामी परमेश्वर (अग्निः) सबका अग्रणी, सबसे पूर्व विद्यमान होने से अग्निवत् स्वप्रकाशक है और अन्यों को प्रकाशित करने से 'अग्नि' है। (सः होता) वही स्वयं सबका दाता और सबको अपने में आहुति करने वाला होने से 'होता' है और वही (गृहपतिः) गृह स्वामी के समान विश्व का पालक होने से 'गृहपति' है (सः राजा) और वही राष्ट्र में राजा के समान समस्त ब्रह्माण्ड का राजा है। 'अग्नि' देवता वाले मन्त्रों में प्रायः सर्वत्र अग्नि, विद्युत् तत्व के वर्णन के साथ २ गृहपति, राष्ट्रपति नायक राजा और कुलपति आचार्य विद्वान् और परमेश्वर का समान वाक्यरचना से ही वर्णन किया गया है। जिनका स्पष्टीकरण स्थान २ पर किया गया है।

৪। উক্ত পুরুষকে বলা হয়েছে যজমান । স্বাভাবিকভাবেই **' যদ্ যজতে তদ্ যজমান '** - **শতꣳ ব্রাꣳ ৩।২।১।১৭** = যে যজ্ঞ করে সেই যজমান । রাজসূয় যজ্ঞে রাজাই যজমান এটি সর্ববিদিত ।

स प्रोर्णुते । विष्णोः शर्मासि शर्म यजमानस्येत्युभयं वाऽएषोऽत्र भवति यो दीक्षते
विष्णुश्च यजमानश्च यदह दीक्षते तद्विष्णुर्भवति यद्यजते तद्यजमानस्तस्मादाह विष्णोः
शर्मासि शर्म यजमानस्येति ॥१७॥

প্রসঙ্গতঃ যজমানই যে প্রজাপতি ও অগ্নি সে সম্পর্কিত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হলো ।

অপ-দাবিঃ আপনারা প্রমাণ দিচ্ছেন, শতপথ ৭।৪।১।১৫ এর পুরুষ হলেন যজমান রাজা। আপনাদের প্রমাণ যথেষ্ট পোক্ত। তবুও আমরা তা অস্বীকার করব। কারণ আমাদের জন্মই হয়েছে আপনাদের প্রমাণ অস্বীকার করে আপনাদের বিরোধিতা করার জন্য। যাই হোক, শতপথ ৭।৪।১।১৫ এ পুরুষকে 'হিরণ্ময়' বলা হয়েছে। কিন্তু মানব বা যজমান বা রাজা তো হিরন্ময় হতে পারে না। তাই আপনাদের প্রমাণ ঠিক নয়।

প্রত্যুত্তরঃ হিরণ্ময় জীবাত্মা তথা মানবেরও বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে আমাদের বৈদিক বাঙ্ময়ে বহু প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করে আপনাদের শঙ্কার সমাধান হয়ে যাবে, যদি না আপনারা বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে থাকেন।

(১) **যজমানো হ্যেব স্বে যজ্ঞে প্রজাপতিরেতেন হ্যুক্তা ঋত্বিজস্তন্বতে তং জনয়ন্তি** - **শতꣳ ব্রাꣳ ১।৬।১।২০** = স্বীয় যজ্ঞে যজমানই প্রজাপতি কেননা তার কথনেই ঋত্বিকগণ যজ্ঞ বিস্তার ও সৃজন করে ।

तदाहुः । किं देवत्यान्याज्यानीति प्राजापत्यानीति ह ब्रूयादनिरुक्तो वै प्रजापतिर-
निरुक्तान्याज्यानि तानि हैतानि यजमानदेवत्यान्येव यजमानो ह्येष स्वे यज्ञे प्रजापतिरेतेन
ह्युक्ता ऋत्विजस्तन्वते तं जनयन्ति ॥२०॥

(২) আধ্যাত্মিকভাবে রুক্ম যা কিনা যজমানেরই প্রতিরূপ তা মূলতঃ যজমানকে আত্মিকভাবে বলবান করে । কেননা **' আত্মা বৈ যজ্ঞস্য যজমানঃ '** **- শতꣳ ব্রাꣳ ৯।৫।২।১৬** = যজমানই যজ্ঞের আত্মা । এই জন্যই রাজসূয় যাগে যজমানেরই প্রতিরূপ ব্যবহৃত হয় ।

स होवाच । किं नु लोमं किमलोमकमात्मा यं यज्ञस्य यजमानोऽन्त्यृ-
त्विजो यत्र वाऽआत्मा तदङ्गानि यत्रोऽअङ्गानि तदात्मा यदि वाऽऋत्विजोऽलोमका
भवन्त्यलोमकऽउ तर्हि यजमानऽउभये हि समानलोमका भवन्ति दक्षिणासु त्वेव न
संवदितव्यं संवादेनयऽर्त्विजोऽलोमका इति ॥१६॥

৫। হিরণ্য বলতে যজমানের আয়ু , তেজ ও অবিনাশী জীবাত্মা স্বরূপ বোঝায় । বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা শত প্রমাণ দিতে পারি এই বিষয়ে । বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে প্রমাণ দেওয়া হলো -

আয়ুর্বৈ হিরণ্যম্ বর্চো বৈ হিরণ্যম্

মৈ০সং০ ৪।৪।২,৪

অর্থাৎ, আয়ুই হিরণ্য, তেজই হিরণ্য ।

दैधातीन्द्रियस्य वीर्यस्यानिर्घाताय, शतंमानो भवति शतंक्षरः, शतायुर्वै पुरुषः शतवीर्यः,

[४] मै. २,६,१० । तै. ब्रा १,७,७,१-३,१,७,८ । श १०,१०,१४-१५ । काण्व ११,१८,२०-२३ । मै० ४६

[२२२] मैत्रायणी-संहितायाम् [काण्डं ४, प्रपा० ४, अनु० ४-६

आयुरेवं वीर्यमाप्नोति ॥ ४ ॥ ४

মৈ০সং০ ৪।৪।৪

इत्येतद्वाऽअं, शुक्रा वः शुक्रेण पुनामि, चन्द्रा वश्चन्द्रेण पुनामीत्या,—युर्वै हिरण्य,—मायुष्या
एवैना अक,—र्वर्चो वै हिरण्यं, वर्चस्या एवैना अक,—देवो वः सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रे-

মৈ০সং০ ৪।৪।২

অমৃতং হিরণ্যম্

মৈ০ সং০ ৪।৪।৪
অর্থাৎ অবিনাশী স্বরূপই হিরণ্য ।

वैनं परिगृह्यां,—ऽऽयुर्वै हिरण्यं,—मायुष्युः एवैनमभ्यतिक्षरन्ति, वर्चो वै हिरण्यं, वर्चस्युः एवैनमभ्यतिक्षरन्ति, वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रियं वीर्यं निरघ्नन्, यद्रुक्मसमन्त-

অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবগণের (ইন্দ্রিয়সমূহ) পুরীতে হিরণ্ময়কোশের উল্লেখ রয়েছে । একে স্বর্গ এবং জ্যোতিষাবৃত (জ্যোতি দ্বারা আবৃত) বলা হয়েছে । পরবর্তী মন্ত্রে এই হিরণ্ময়কোশের " ত্রিপ্রতিষ্ঠিত ত্র্যর " এর স্থানে " আত্মন্বৎ যক্ষ " এর স্থিতি বলা হয়েছে । একারণে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে, মন্ত্রোক্ত হিরণ্ময়কোশের স্থিতি শরীরের কোথায় অবস্থান করছে ?

বৈয়াকরণগণের মতানুসারে হিরণ্ময় শব্দ হলো ময়টপ্রত্যয়ান্ত [দ্রষ্টব্য - **'ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বীহিরণ্যয়ানি ছন্দসি'** অষ্টা০ ৬।৪।১৭৪ সূত্র দ্বারা " হিরণ্ময় " এর 'ময়ট্' এর মকারের লোপ বেদে দর্শিত করা হয়েছে । কিছু বৈদিক গ্রন্থে হিরণ্ময় শব্দেরও প্রয়োগ রয়েছে, সেখানে হিরণ্ময় এর য়কার এর লোপের উল্লেখ রয়েছে, অথবা হিরণ্যার্থক " হিরণ্ " প্রকৃত্যন্তর হয়েছে] ।

ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि ॥६।४।१७४॥

ऋत्व्य…यानि १।३॥ छन्दसि ७।१॥ स०—ऋत्व्य० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्वः ॥
अर्थः—ऋत्व्य, वास्त्व्य, वास्त्व, माध्वी, हिरण्यय इत्येतानि शब्दरूपाणि निपात्यन्ते छन्दसि विषये ॥ ऋतु वास्तु इत्येतयोः यति (४।४।११०) परतो यणादेशो निपात्यते । ऋतौ भवम् ऋत्व्यम्, वास्तौ भवं वास्त्व्यम् ॥ वास्त्वमिति वस्तुशब्दस्य अणि परतो यणादेशो निपात्यते । वस्तुनि भवो वास्त्वः ॥ माध्वी इत्यत्र मधुशब्दस्य अणि परतो स्त्रियां यणादेशो निपात्यते । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः (ऋ० १।९०।६) ॥ हिरण्ययम् इत्यत्र हिरण्यशब्दाद् विहितस्य मयटो मशब्दस्य लोपो निपात्यते । हिरण्ययेन सविता रथेन (ऋ० १।३५।२) ॥

এই পদে ময়ট্ " আনন্দময় " এর সমান প্রকৃত অর্থ্যাৎ প্রাচুর্য দ্বারা প্রস্তুত [**'তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্'** অষ্টা০ ৫।৪।২১- **প্রাচুর্যেণ প্রস্তুতং প্রকৃতম্ (কাশিকা)]** অর্থে হয়েছে ।

(१५) तत् प्रकृतवचने मयट्।२१।

प०वि०-तत् १।१ प्रकृतवचने ७।१ मयट् १।१।

स०-प्राचुर्येण कृतम्=प्रकृतम्, प्रस्तुतमित्यर्थ:। प्रकृतस्य वचनम्-प्रकृतवचनम्, तस्मिन्-प्रकृतवचने (षष्ठीतत्पुरुष:)।

अन्वय:-प्रकृतवचने तदिति प्रथमासमर्थाद् मयट्।

अर्थ:-प्रकृतवचनेऽर्थे वर्तमानात् तदिति प्रथमासमर्थात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे मयट् प्रत्ययो भवति।

उदा०-अन्नं प्रकृतम्-अन्नमयं दानम्। अपूप: प्रकृत:-अपूपमयं भोजनम्।

তদনুসার " হিরণ্ময় " শব্দের অর্থ - হিরণ্য এর প্রাচুর্য - প্রাধান্য দ্বারা নির্মিত বস্তু । এই দেবপুরী শরীরে এমন কোন অবয়ব রয়েছে, যা হিরণ্য এর প্রাচুর্য দ্বারা তৈরি হয়েছে । এই বিষয়ে শরীর-শাস্ত্র-নিষ্ণাতসমূহের কথন হলো মস্তিষ্কে এমন একটি অবয়ব রয়েছে, যা হাল্কা হলুদ (ধুসর) বর্ণের পদার্থের বাহুল্য দ্বারা তৈরি হয়েছে এই দুটির আকৃতি মনুষ্যের অঙ্গুষ্ঠ-পর্ব থেকে পাওয়া যায় । এটাই সমস্ত জ্ঞান তথা চেষ্টাতন্তুসমূহের কেন্দ্র ।এই অবয়বের অতিরিক্ত শরীরে আর কোনো এমন অবয়ব নাই যা, হাল্কা হলুদ বর্ণ বহুল পদার্থ দ্বারা তৈরি । এই হিরণ্ময় কোশকে **ঋগ্বেদ ৪।৫৮।৫**- এ " হিরণ্ময় বেতস " বলা হয়েছে ।

ऋषि:—वामदेव: ॥ देवता—अग्नि: सूर्यो वाऽपो वा गावो वा घृतं वा ॥ छन्द:—निचृदुष्णिक् ॥ स्वर:—ऋषभ: ॥

ज्ञानधाराओं में

एता अर्षन्ति हृद्यात्समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे।
घृतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्॥ ५ ॥

(१) **हृद्यात्**-हृदयदेश में रहनेवाले **समुद्रात्**-सदा आनन्दमय प्रभु से **एता:**-ये **शतव्रजा:**-शतवर्षपर्यन्त चलनेवाली व अनन्त गतियोंवाली (विविध विषयों का ज्ञान देनेवाली) ज्ञानधाराएँ **अर्षन्ति**-हमें प्राप्त होती हैं। ये **रिपुणा**-वासनात्मक शत्रु से **अवचक्षे न**-देखने के लिये नहीं होतीं। इनके होने पर वासनात्मक शत्रु का आक्रमण नहीं होता। (२) एक उपासक कहता है कि मैं **घृतस्य**-इस ज्ञानदीप्ति की **धारा:**-धाराओं को **अभिचाकशीमि**-मैं अपने चारों ओर देखता हूँ। ज्ञानसमुद्र में ही स्नान करता हूँ और देखता हूँ कि **हिरण्यय:**-वह ज्योतिर्मय **वेतस:**-अग्नि (वी गतौ, वेतस, अग् गतौ अग्नि) नामक प्रभु ही **आसाम्**-इनके **मध्ये**-मध्य में हैं 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति'।

भावार्थ—हृदयस्थ प्रभु से ज्ञानधाराओं के प्राप्त होने पर वासना का आक्रमण नहीं होता। हम अपने को इन ज्ञानधाराओं में घिरा हुआ पाते हैं और देखते हैं कि इन सबका मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रभु ही हैं।

www.aryamantavya.in

শুধু এইটুকু নয়, বেদ-এ এই হিরণ্ময়কোশকে স্বর্গও বলা হয়েছে । ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে স্বর্গকে উর্ধ্বলোক বলা হয়েছে **' উপরীব হি সুবর্গো লোকঃ ' তৈo ব্রাo ৩।২।১।৬,১২ ।**

अनु. २] भट्टभास्करभाष्योपेतम्. 57

उप समावर्तन्ते । [14]अनधस्मादयन्ति । गर्भाणां धृ-
त्या अप्रपादाय । तस्माद्गर्भाः प्रजानामप्रपादुकाः।
उपरीव निदधाति । उपरीव हि सुवर्गो लोकः ।
सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै ॥ ६ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে স্বর্গ আদিত্যলোক এবং এই শরীরের স্বর্গ মস্তিষ্কের অবয়বভূত হিরণ্ময়কোশই । উভয়ই উর্ধ্বভাগে নিহিত । আদিত্যে অজর অমর দেবগণ = কিরণে বাস করে এবং এই হিরণ্ময়কোশে দেবগণ = ইন্দ্রিয়সমূহ সূক্ষ্ম সংবেদনাত্মক শক্তির সংনিবাস । এজন্য বলা হয় " যদ্ ব্রহ্মাণ্ডে তৎপিণ্ডে " অর্থাৎ, যেমনভাবে ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হয়েছে তেমনভাবে শরীরের হয়েছে ।

৬। জ্যোতি - হিরণ্য বা অগ্নিকে জ্যোতি বলা হয়েছে তা কণ্ডিকাতেই আছে । এছাড়াও জীবাত্মাকেও জ্যোতি বলা হয়েছে ।

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্।
বিশ্বমেকো অভিচষ্টে শচীভির্ধ্রাজি রেকস্য দদৃশে ন রুপম্।
অথর্ববেদ ৯।১০।২৬

অর্থাৎ তিন প্রকাশময় [নিরুo ১২।২৬] পদার্থ তাদের প্রকাশানুসারে ব্যাখ্যাত হয় ।

ऋषि:—ब्रह्मा ॥ देवता—गौ:, विराट्, अध्यात्मम् ॥ छन्द:—भुरिक्त्रिष्टुप् ॥

त्रय: केशिन:

त्रय॑: के॒शिन॑ ऋतु॒था वि च॑क्षते संवत्स॒रे व॑पत॒ एक॑ एषाम्।
विश्व॑म॒न्यो अ॑भि॒चष्टे॒ शची॑भि॒र्ध्राजि॒रेक॑स्य ददृशे॒ न रू॒पम्॥ २६॥

१. **त्रय: केशिन:**=तीन प्रकाशमय पदार्थ हैं। 'प्रकृति' तो हिरण्मय पात्र है ही। 'आत्मा' शरीरस्थरूपेण शरीर को दीप्त किये रखता है। प्रभु 'सहस्रांशुसमप्रभ' हैं। उनकी ज्योति को योगी ही देख पाते हैं। ज्ञानी लोग **ऋतुथा विचक्षते**=(ऋतु Light, splendour) प्रकाश के अनुसार इनका व्याख्यान करते हैं—शिष्य की योग्यता देखकर उसके अनुसार इनका प्रतिपादन करते हैं। प्रकृति का ज्ञान वे इस रूप में देते हैं कि **एषाम् एक:**=इन तीनों में से एक 'प्रकृति' **संवत्सरे**=उचित काल में बीजोत्पत्ति करती है—एक बीज को साठ बीजों में करके उनका फैलाव कर देती है। '**प्रकृति: सूयते सचराचरम्**'—चराचर को यह प्रकृति ही तो उत्पन्न करती है। २. प्रकृति का यह सारा फैलाव प्रभु की अध्यक्षता में हो रहा है। वह **अन्य:**=विलक्षण प्रभु **शचीभि:**=अपनी विविध शक्तियों से **विश्वम्**=इस सारे ब्रह्माण्ड को **अभिचष्टे**=सब ओर से देख रहा है। उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् प्रभु की अध्यक्षता में इस प्रकृति के फैलाव में ग़लती नहीं होती। तीसरा एक जीव है। इस **एकस्य**=एक जीव की **ध्राजि: ददृशे**=दौड़—चहल-पहल दीखती है, **न रूपम्**=इसका स्वरूप हमारी आँखों का विषय नहीं बनता। चहल-पहल सब जीव की है। 'प्रकृति व परमात्मा' माता-पिता के समान हैं। जीव बच्चों के समान हैं। बच्चों की ही तो चहल-पहल होती है।

Pandit Lekhram Vedic Mission (293 of 606.)

প্রসদ্ধ ভস্মনা যোনিমপশ্চ পৃথিবীমগ্নে।
সংসৃজ্য মাতৃভিষ্টঃ জ্যোতিষ্মান্ পুনরাসদঃ।।
যজুর্বেদ ১২।৩৮

অর্থঃ (অগ্নে) হে সূর্যের ন্যায় (জ্যোতিষ্মান) প্রশংসিত জ্যোতির্ময় জীবাত্মা (ত্বম্) তুমি (ভস্মনা) এই জড় শরীর ভস্মের পশ্চাৎ(পৃথিবীম্) ভূমি (চ) ও (অপঃ) জলের মধ্যে (যোনিম্) দেহ ধারণের কারণকে (প্রসদ্ধ) প্রাপ্ত হও।(মাতৃভিঃ) মাতৃগর্ভে (সংসৃজ্য) সংযুক্ত হয়ে তুমি (পুনঃ) পুনরায় (আসদঃ) শরীর লাভ করো ।

38. (Agni Devata, Virupa Ṛshi)

प्र॒सद्य॒ भस्म॑ना॒ योनि॑म॒पश्च॑ पृथि॒वीम॑ग्ने ।
स॒ꣳसृज्य॑ मा॒तृभि॒ष्ट्वं ज्योति॑ष्मा॒न् पुन॒रास॑दः॥३८॥

Prasadya bhasmanā yonimapaśca pṛthivī-magne. Saṁsṛjya matṛbhiṣṭvaṁ jyotiṣmān punarā"sadaḥ.

Soul, light of consciousness and seed of life, through the ashes of the funeral pyre you rise to a new home in the celestial waters of space. Then you come down to the earth to be with the forms of herbs. And then you come in to the mother's womb and are born again in a new body.

এছাড়াও পুরুষ শব্দ বিচার কালে **অথর্ববেদ ১০।২।৩১,৩২** এ জ্যোতি শব্দটি আমরা জীবাত্মার ক্ষেত্রে পেয়েছি ।

देवानाम् पूः

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ ३१॥

१. यह शरीररूप **पूः**-नगरी **देवानाम्**-सब सूर्यादि देवों की अधिष्ठानभूत है, '**सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते**'—(सूर्यः चक्षुर्भूत्वा० अग्निर्वाग्भूत्वा०, वायुः प्राणो भूत्वा०, चन्द्रमा मनो भूत्वा०)। **अष्टाचक्रा**-इसमें 'मूलाधार' से लेकर 'सहस्रार' तक आठ चक्र—'मूलाधार' (मेरुदण्ड के मूल में), इसके ऊपर 'स्वाधिष्ठान', 'मणिपूरक' (नाभि में), 'अनाहत' (हृदय में) 'विशुद्धि' (कण्ठ में), 'ललना' (जिह्वा मूल में) 'आज्ञाचक्र' (भ्रूमध्य में) 'सहस्रारचक्र' (मस्तिष्क में) हैं। **नवद्वारा**-नौ इन्द्रिय-द्वारोंवाली यह नगरी **अयोध्या**-शत्रुओं से युद्ध में न जीतने योग्य है। सूर्य का सन्ताप इस नगरी के एक-एक छिद्र से बाहर आये हुए पसीने के रूप में जलकण को वाष्पीभूत कर सकता है, परन्तु नगरी के अन्दर उपद्रव पैदा नहीं कर पाता। २. **तस्याम्**-उस नगरी में एक **हिरण्ययः**-हितरमणीय **कोशः**-कोश है, जिसे 'मनोमय' कोश कहते हैं। यह **स्वर्गः**-आनन्दमय है, **ज्योतिषा आवृतः**-ज्योति से आवृत है। हम इसे राग-द्वेष आदि से मलिन न कर दें, तो यह चमकीला-ही-चमकीला है—यहाँ आह्लाद-ही-आह्लाद है, यह प्रभु की ज्योति से ज्योतिर्मय है।

भावार्थ—आठ चक्रोंवाली, नौ इन्द्रियाँ-द्वारोंवाली इस शरीररूप अयोध्या नामक देवनगरी में एक ज्योतिर्मय मनोमयकोश है, जो आह्लाद व प्रकाश से परिपूर्ण है। इसे हम राग-द्वेष से मलिन न करें।

ऋषिः—नारायणः॥ देवता—साक्षाद् ब्रह्मप्रकाशिन्यौ॥ छन्दः—अनुष्टुप्॥

'त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठित कोश'

तस्मिन्हिरण्यये कोशे त्र्य॑रे त्रिप्रतिष्ठिते।
तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः॥ ३२॥ (313 of 606.)

Pandit Lekhram Vedic Mission

१. **तस्मिन्**-उस **त्र्यरे**-'सत्त्व, रजस् व तमस्' रूप तीन अरोंवाले, **त्रिप्रतिष्ठिते**-'ज्ञान, कर्म, उपासना' में प्रतिष्ठित **हिरण्यये कोशे**-ज्योतिर्मयकोश में; **तस्मिन्**-उसी मनोमयकोश में **यत्**-जो **आत्मन्वत्**-सदा जीवित (animate, alive) **यक्षम्**-पूजनीय सत्ता है, **तत्**-उस सत्ता को **वै**-निश्चय से **ब्रह्मविदः**-ज्ञानी पुरुष ही **विदुः**-जानते हैं।

भावार्थ—प्रभु का निवास इस मनोमयकोश में है। तम व रज से ऊपर उठकर जब यहाँ सत्त्व की प्रधानता होती है, तब उस सदा चैतन्य, पूजनीय सत्ता का यहाँ दर्शन होता है। एक ज्ञानीपुरुष इसे 'ज्ञान, कर्म व उपासना' में प्रतिष्ठित करता है और इसमें प्रभु को देखने का प्रयत्न करता है।

৭। অমৃত **নিঘণ্টু ১।২** অনুযায়ী হিরণ্যেরই অপর নাম । '

हेम । चन्द्रम् । रुक्मम् । अयः । हिरण्यम् । पेशः । कृशनम् ।
लोहम् । कनकम् । काञ्चनम् । भर्म । अमृतम् । मरुत् । दत्रम् । जातरूप-
मिति हिरण्यस्य [जातरूपमिति पञ्चदश हिरण्यनामानि] ॥ २ ॥

অমৃতং হিরণ্যম্ ' তৈ০ ব্রা০ ১।৭।৬।৩,

चन्द्रꣳ हिरण्यम् । अमृतां अमृतेनेत्याह । अमृता
ह्यापः । अमृतꣳ हिरण्यम् ॥ ३५ ॥ स्वाहा राजसूयाये-

শত০ ব্রা০ ৯।৪।৪।৫,

अथोत्तरे । इन्दुर्दक्षः श्येन ऽऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युरित्यमृतं
वै हिरण्यममृतपक्षः शकुनो भर्तेत्येतन्महान्त्सधस्थे ध्रुव ऽआनिषत्तो नमस्तेऽअस्तु
मा मा हिꣳसीरित्यात्मनः परिदां वदते ॥ ५ ॥

তৈ০ ব্রা০ ১।৩।৭।১৮

168 तैत्तिरीयब्राह्मणम्. [अ. १. प्र. ३.

रोहति । हिरण्यमध्यवरोहति । अमृतं वै हिरण्यम् ।

নিরুক্ত ২।২০ অনুযায়ী ' অমৃতে অমরণধর্মাণৌ' = অমরণধর্মই অমৃত ।

संस्तौति । समानबन्धू समानबन्धने । अमृते अमरणधर्माणौ । अनूची [अनूच्या-
विति] । इतीतरेतरमभिप्रेत्य । द्यावा वर्ण चरतः । ते एव द्यावौ । द्योतनात् । अपि

শ্রীমদভগবদগীতা ২।২২,২৩ আত্মার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে কে না জানে -

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।२२।

पद०—वासांसि । जीर्णानि । यथा । विहाय । नवानि । गृह्णाति । नरः । अपराणि । तथा । शरीराणि । विहाय । जीर्णानि । अन्यानि । संयाति । नवानि । देही ॥

पदा०—(यथा, नरः) जैसे पुरुष (वासांसि, जीर्णानि) पुराने वस्त्रों को (विहाय) छोड़कर (नवानि) नवीन वस्त्रों को (गृह्णाति) ग्रहण करता है (तथा) इसी प्रकार (देही) जीवात्मा (जीर्णानि, शरीराणि, विहाय) पुराने शरीरों को छोड़कर (अन्यानि, नवानि, शरीराणि) अन्य नये शरीरों को (संयाति) प्राप्त होता है ॥

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

पद०—न । एनं । छिन्दन्ति । शस्त्राणि । न । एनं । दहति । पावकः । न । च । एनं । क्लेदयन्ति । आपः । न । शोषयति । मारुतः ॥

पदा०—(एनं) इस जीवात्मा को (शस्त्राणि) शस्त्र (न) नहीं (छिन्दन्ति) काटसक्के, इसको (पावकः) अग्नि (न, दहति) जला नहीं सक्ती (आपः) पानी इसको (न, क्लेदयन्ति) गला नहीं सक्के (च) और (मारुतः) वायु इसको (न, शोषयति) सुखा नहीं सक्ती ॥

জীবাত্মার প্রাণতত্ত্বকেও অমৃত বলা হয় । বৈদিক বাঙ্ময়ে প্রাণ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । পরন্তু প্রথম মন্ত্রে প্রাণকে মাথা, দেবকোশ, মস্তিষ্ক তথা অন্ন এবং মনের রক্ষক নির্দেশ করেছে । এই প্রাণ ভৌতিক বায়ু নয়, বরং জীব বাচক এটাই এই ভৌতিক শরীরে অমৃতস্বরূপ । এজন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ গুলোতে বিভিন্ন স্থানে প্রাণকে অমৃত বলা হয়েছে **[কৌ০ ব্রা০ ১১।৪ , ১৪।২ ; গো০ ব্রা০ উ০ ১।৩] ।**

यत उपच्छिन्नेऽप एव वा एतस्मात् प्राणाः क्रामन्ति य आविद्धं प्राश्नात्यद्भिर्मार्जयित्वा प्राणान् संस्पृशते वाङ् म आस्यं नित्यच्छन्तं वै प्राणा अमृतमापः प्राणानेव यथास्थानमुपाह्वयते तदु हैक आहुरिन्द्राय पर्यहरन्निति ते देवा अब्रुवन्निन्द्रो वै

ভৌতিক প্রাণবায়ু হলো নাশবান, অতএব একে অমৃত শব্দ সম্বোধন করা উপযুক্ত নয় । মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৭।৩১-এ এই মানস অগ্নিকেই জীব (আত্মা) বলা হয়েছে - ***" মানসোঽগ্নিঃ শরীরেষু জীব ইত্যভিধীয়তে "*** । জগতে জীবযুক্ত সচেতন শরীরকেই প্রাণী বলা হয়ে থাকে ।

मानसोऽग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते ।
सृष्टिः प्रजापतेरेषा भूताध्यात्मविनिश्चये ॥ ३१ ॥

समस्त शरीरोंमें मनके भीतर रहनेवाला जो अग्निके समान प्रकाशस्वरूप चैतन्य है, उसीको समष्टि जीवस्वरूप प्रजापति कहते हैं । उसी प्रजापतिसे यह सृष्टि उत्पन्न

অতএব এটা স্পষ্ট যে, প্রাণ শব্দের মুখ্যতয়া জীব বাচকই । প্রাণ অপান আদি ভৌতিক বায়ু সমূহের জন্য প্রাণ শব্দের ব্যবহার " প্রাণ = জীব " এর সাহচর্যের কারণে লক্ষণাবৃত্তিতে হয়ে থাকে ।

' প্রাণোঽমৃতম্ ' শত০ ব্রা০ ১০।২।৬।১৮ ,

अथाध्यात्मम् । यदेव पुरुषेऽन्नं तदन्नं या ऽआपस्तत्तन्नमस्योन्वेद श्रोत्रं तद्धि परिश्रिताऽ रूप मज्जानो ज्योतिस्तद्धि यजुष्मत्य'नाऽ रूप प्राणोऽमृतं तद्धयानं रूपं प्राणोऽग्निः प्राणोऽमृतमित्यु वाऽआहुः ॥ १८ ॥

' অমৃতমু বৈ প্রাণা' শত০ ব্রা০ ৯।৩।৩।১৩

द्वादश कल्पाञ्जुहोति । द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सरोऽग्निर्यावानग्नि-र्यावत्यस्य मात्रा तावतैवास्मिन्नेतत्क्लृप्तान्प्राणान्दधाति यद्वेव कल्पाञ्जुहोति प्राणा वै कल्पा ऽअमृतमु वै प्राणा ऽअमृतेनैवैनमेतदभिषिञ्चति ॥ १३ ॥

অপ-দাবিঃ #এরপর শতপথব্রাহ্মহণের ৭/৪/১/১৭ তে বলা হচ্ছে- "তং রুক্মঽউপদধাতি। অসৌ বাঽআদিত্যঽএষ রুক্মঽথ য ঽএষএতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষঃ স ঽএষ তমেবৈতদুপদধাতি।।

#অনুবাদ-
তিনি স্বর্ণময় রেকাবে তাকে(সোনার পুরুষ স্থাপন করেন। কারণ, 'সুবর্ণরেকাবই ঐ আদিত্য; ঐ আদিত্যমণ্ডলে যে-পুরুষের অবস্থান তাকেই তিনি এখন (বেদিস্থানে) স্ থাপন করেন।**এখানে সেই সোনার পুরুষ মূর্তি যাকে সূর্যবিগ্রহস্বরূপ ২১ ফলক বিশিষ্ট রেকাবে রাখা হয়েছে তাকে আদিত্যমন্ডলের আত্মাস্বরূপ পুরুষ হিসবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এই স্থাপিত পুরুষ মূর্তিটি সেই বেদের বিরটপুরুষ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, আদিত্যমন্ডলের আত্মা স্বরূপ এবং তাকে যজ্ঞ বেদীস্থানে স্থাপন করা হচ্ছে।উক্ত আলোচনা থেকে উঠে আসলো, যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে মূর্তিপূজা বা বিগ্রহ উপাসনা বা প্রতিমা দিয়ে উপাসনা বর্ণিত হয়েছে। যেখানে সূর্যের বিগ্রহ বা প্রতিমা হিসেবে ২১ ফলক যুক্ত সোনার পাত্র ও বেদের বিরাটপুরুষ/ হিরণ্যগর্ভ / প্রজাপতির বিগ্রহ বা প্রতিমা হিসেবে একটি সোনার পুরুষ বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। সূর্য বিগ্রহটি স্থাপন করা হয় পদ্মপুষ্পের পাপড়ির উপর ও পুরুষ বিগ্রহটি স্থাপন করা হয় সূর্য বিগ্রহটির উপর। বিগ্রহ স্থাপনের পূর্বে সামগান গাওয়া হয় এবং বিগ্রহ স্থাপনের পর তার উদ্দেশ্যে সামগান করা হয়। উক্ত মন্ত্রগুলের সায়ণভাষ্য সহ প্রদত্ত রয়েছে।

সুতরাং, প্রতিমাপূজা বা বিগ্রহ উপাসনা ১০০% বেদ স্বীকৃত। যারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা সনাতন ধর্মের এই অনুশাসনকে বেদ বিরোধী বলে নিজের ব্যবসার সুবিধার্থে চালায় বা এর বিরোধীতা করে তারা কখনোই সনাতনের অংশ হতে পারে না। তাদের থেকে সকলে দূরত্ব বজায় রাখুন।

প্রত্যুত্তরঃ

আদিত্য মণ্ডলস্থ ও হিরণ্যগর্ভ পুরুষের রাজনৈতিক তাৎপর্যঃ

১। আমরা পূর্বে প্রজাপতি শব্দ নির্ণয়ে দেখেছি যে আদিত্য বলতে অখণ্ডনীয় সংগঠিত প্রজাশক্তিও বোঝায় । রাজা সামগ্রিকভাবে এই প্রজাগণের থেকেই উৎপন্ন । কেননা সমগ্র সৃষ্টিই পরমেশ্বরের প্রজা । অতঃ অখণ্ডনীয় প্রজা সমষ্টির মধ্যে স্থিত রাজাই সেই পুরুষ । আবার এই পুরুষ জীবাত্মাও বটে । হিরণ্য শব্দে আমরা তা প্রমাণ করেছি । ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে -

তস্যা [বিশঃ] রাজা গর্ভঃ ।

তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ২।৭।৫

অর্থাৎ প্রজাগণই রাজার গর্ভ ।

विड्वै सप्तदशस्तस्या राजा गर्भोविश्यएव तद्रा-
जानङ्गर्भङ्करोति ॥ ५ ॥

योऽयं सप्तदशस्तोमः सविड्वैश्य एवेति परिजन एव
उभयोः प्रजापतेर्मध्यभागादुत्पत्तेः सम्बन्धः । तस्याः परिजन-
भूताया विशः राजा गर्भः गर्भवन्मध्ये वा स्थितो भवति विट्त्वेन
संस्तुतस्य सप्तदशस्तोमस्य मध्ये प्रजायतनभूता मध्यमा स्तो-

অতঃ অমৃত জীবাত্মা তথা প্রজা রাজার গর্ভ স্বরূপ তা বলাই বাহুল্য ।

আদিত্য হৃদয়ও বোঝায় । আদিত্যস্থ পুরুষ হৃদয়ে স্থিত জীবাত্মাও, প্রজাপতি যজমান । গোল রুক্ষ সেই হৃদয় ।

অথ প্রজাপতের্হৃদয়ং গায়তি । অসৌ বা আদিত্যো হৃদয়ং শ্লক্ষ এষ শ্লক্ষ্ণং হৃদয়ং পরিমণ্ডল এষ পরিমণ্ডলং হৃদয়মাত্মন্গায়ত্যাত্মন্হি হৃদয়ং নিকক্ষে নিকক্ষে হি হৃদয়ং দক্ষিণে নিকক্ষেঽতো হি হৃদয়ং নেদীয় আদিত্যমেবাস্যৈতদ্ধৃদয়ং করোত্যথো হৃদয়মেবাস্যৈতদনস্থিকমমৃতং করোতি।

শত০ ব্রা০ ৯.১.২.৪০

অর্থাৎ , হৃদয়ই আদিত্য । উভয়েই শ্লক্ষ [চিকন], পরিমণ্ডলাকার , শরীরে স্থিত । হৃদয় হাড় শূণ্য ও অমর । তাহাই যজ্ঞ বেদীয় হৃদয়ও বটে ।

লক্ষণীয়, এখানে আমরা আদিত্য মণ্ডল ব্যাখ্যা পেয়ে গেলাম এবং তা যে সায়ণ কথিতটি নয় তাও প্রমাণ হলো।

প্রজাসু চ প্রজাপতৌ চ গায়তি ।তদ্যৎপ্রজাসু গায়তি তৎপ্রজাসু হৃদয়ং দধাত্যথ যৎপ্রজাপতৌ গায়তি তদগ্নৌ হৃদয়ং দধাতি।

শত০ ব্রা০ ৯.১.২.৪১

অর্থাৎ , প্রজা ও প্রজাপতির বিষয়ে গীত হয় । প্রজা ও প্রজাপতির বিষয়ে গীত হলে হৃদয়কে যথাক্রমে প্রজাগণ ও অগ্নি বেদীতে রাখা হয় ।

अथ प्रजापतेर्हृदयं गायति । असौ वाऽआदित्यो हृदयꣳ श्लक्ष्ण ऽएष
श्लक्ष्णꣳ हृदयं परिमण्डल ऽएष परिमण्डलꣳ हृदयमात्मन्गायत्यात्मन्हि हृदयं
निकक्षे निकक्षे हि हृदयं दक्षिणे निकक्षेऽतो हि हृदयं नेदीय ऽआदित्यमेवा-
स्यैतद्धृदयं करोत्यथो हृदयमेवास्यैतदनस्थिकममृतं करोति ॥४०॥
प्रजासु च प्रजापतौ च गायति । तद्यत्प्रजासु गायति तत्प्रजासु हृदयं
दधात्यथ यत्प्रजापतौ गायति तदग्नौ हृदयं दधाति ॥४१॥

অতঃ আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ এখানে যজমান তা আবারও প্রমাণিত ।

২। আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে এখানে হিরণ্য পুরুষ বলার কারণ হলো -

যদসাবেব যজমানো যোঽসৌ হিরণ্ময়ঃ পুরুষোঽথ কতমদস্যেদং রূপমিতি দৈবো বা অস্য স আত্মা মনুষোঽয়ং তদ্যৎস হিরণ্ময়ো ভবত্যমৃতং বাঽঅস্য তদ্রূপং দেবরূপমমৃতং হিরণ্যমথ যদিয়ং মৃদঃ কৃতা ভবতি মানুষং হ্যস্যেদং রূপম্

শত০ ব্রা০ ৭.৪.২.[১৬]

অর্থাৎ , এই হিরণ্যময় পুরুষ যজমানের দৈবী শরীর । আর দ্বিযজু ইট তার মানুষী শরীর । হিরণ্য অমৃত স্বরূপ বলে সেই প্রতিমা তার দৈবী শরীর নির্দেশ করে । আর মাটির তৈরী ইট তার মানুষী রূপ ।

१०७४ माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ७. ४. २. १६-१९

ग्नी स्वर्गं लोकमैतां तेन रूपेण तत्कर्म कृत्वा स्वर्गं लोकमयानीति सा यद्द्वियजुर्नाम
द्वे ह्येते देवतेऽअपश्यतां यद्वेव द्वियजुपमुपदधाति यजमानो वै द्वियजुः ॥१६॥

তদাহুঃ । যদসাবেব যজমানো যোঽসৌ হিরণ্ময়ঃ পুরুষোঽথ কতমদস্যেদং রূপমিতি দৈবো বা অস্য স আত্মা মনুষোঽয়ং তদ্যৎস হিরণ্ময়ো ভবত্যমৃতং বাঽঅস্য তদ্রূপং দেবরূপমমৃতং হিরণ্যমথ যদিয়ং মৃদঃ কৃতা ভবতি মানুষং হ্যস্যেদং রূপম্।

শত০ ব্রা০ ৭.৪.২.[১৭]

অর্থাৎ , যদি হিরণ্ময়কে রাখার পর ইট না রাখতো তবে যজমান শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করতো । যে এই ইটকে রাখে সে যেন তার মানুষী শরীরকে রাখতে দেয় ।, এভাবে সে সম্পূর্ণ আয়ু তার শরীরের সাথেই থাকে ।

तदाहुः । यदसावेव यजमानो योऽसौ हिरण्मयः पुरुषोऽथ कतमदस्येदँ रूप-
मिति दैवो वाऽअस्य स आत्मा मानुषोऽयं तद्यत्स हिरण्मयो भवत्यमृतं वाऽअस्य
तद्रूपं देवरूपममृतँ हिरण्मयमथ यदियं मृदः कृता भवति मानुषँ ह्यस्येदँ
रूपँ ॥१७॥

সুপ্রিয় পাঠক, এরপরেও কি সন্দেহ আছে এই পুরুষ যে যজমান রাজা নয় ? আয়ু ভোগ সম্পূর্ণ জীবই করে । পুরুষ = যজমান রাজা আমাদের সমস্ত প্রমাণ দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত ।

৩। তারপরেও আমরা অম্বিকাদত্ত ব্যাস ও অনুকূলী ভণ্ডদের নির্বোধ অনুসারীগণের জন্য আরো কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করছি । অন্ততঃ এগুলো দেখার পরেও যদি তারা সায়ণ ও নিজেদের ভুল সংশোধন না করে তবে বিশেষ একটি প্রাণীর লেজের সাথে তুলনা দেওয়া ব্যতীত কোন উপায় নেই ।

অপ-দাবিঃ এই স্থাপিত পুরুষ মূর্তিটি সেই বেদের বিরটপুরুষ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, আদিত্যমন্ডলের আত্মা স্বরূপ এবং তাকে যজ্ঞ বেদীস্থানে স্থাপন করা হচ্ছে।উক্ত আলোচনা থেকে উঠে আসলো, যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে মূর্তিপূজা বা বিগ্রহ উপাসনা বা প্রতিমা দিয়ে উপাসনা বর্ণিত হয়েছে। যেখানে সূর্যের বিগ্রহ বা প্রতিমা হিসেবে ২১ ফলক যুক্ত সোনার পাত্র ও বেদের বিরাটপুরুষ/ হিরণ্যগর্ভ / প্রজাপতির বিগ্রহ বা প্রতিমা হিসেবে একটি সোনার পুরুষ বিগ্রহ স্থাপন করা হয়।

প্রত্যুত্তরঃ

সায়ণ অনুযায়ী পুরুষ দেখেই যারা বিরাট পুরুষ তথা পুরুষ সূক্তের পুরুষ মনে করেন তাদের জন্য প্রশ্ন *আপনাদের মতে সেখানে সহস্র শীর্ষ , সহস্র চক্ষু ও সহস্র পাদ মূলতঃ সাকার বোধক* । [এর খণ্ডন এখানে পড়ে নিতে পারেন - পুরুষসূক্তে উল্লেখিত পুরুষের যথাযথ স্বরূপ]

তাহলে শতপথ ব্রাহ্মণে -

(১) **দ্বিপাদ্যজমানো শতও ব্রাও ৭.৪.১.২১** = যজমানের ২ টি পা

द्वाभ्यामुपदधाति । द्विपाद्यजमानो यजमानोऽग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतैवैनमेतदुपदधाति । त्रिष्टुब्भ्यां त्रैष्टुभो ह्येष सादयित्वा सूददोहसाऽधिवदति तस्योक्तो बन्धुः ॥ २१ ॥

এতদ্বৈ দেবা এতং পুরুষমুপধায় তমেতাদৃশমেবাপশ্যন্যথৈতচ্ছুষ্কং ফলকম্- শতও ব্রাও ৭.৪.১.২২ = বীর্যহীন পুরুষ দর্শনে শুষ্ক কাষ্ঠ ফলক বোধ ।

अथ साम गायति । एतद्वै देवाऽएतं पुरुषमुपधाय तमेतादृशमेवापश्यन्यथैत-

च्छुष्कं फलकम् ॥ २२ ॥

এই অংশকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবে যে, আমাদের দেহস্থিত দেবগণ তথা ইন্দ্রিয়গণ দেহে প্রবেশের পরেও দেহে খাদ্য বা তেজের অভাববোধ হয়। খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ

[কোন মূর্খ বলবে ঈশ্বরে বীর্য নেই ও তা দেখে শুকনো তক্তার মত লাগে ?]

বৌ হীমৌ বাহূ পার্শ্বত উপদধাতি পার্শ্বতো হীমৌ বাহূ - শতও ব্রাও ৭.৪.১.৩৬ = পুরুষের বাহু ২ টি।

१०६६ माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ७. ४ १. ३६-३६

यत्स्रुचौ भवत. स्रुचौ हि बाहूऽइदमेव कपुच्छलमयं दण्डो द्वे भवतो द्वौ हीमौ बाहू पार्श्वत ऽउपदधाति पार्श्वतो हीमौ बाहू ॥ ३६ ॥

প্রাপদ্যেতাং তস্মাদ্বাহুভ্যামেবান্নং ক্রিয়তে বাহুভ্যামদ্যতে বাহুভ্যাং হি স সর্বমন্নম্প্রায়চ্ছৎ - শত০ ব্রা০ ৭.৪.১.৪০ = ২ টি হাতেই অন্ন উপার্জন ও ভোগ করা হয় ।

কাং০ ৭. ৪. १. ४०-४१ चयन-निरूपणम् १०६७

वं सर्वमन्नं प्रायच्छत्तावेनं बाहू भूत्वा प्रापद्येतां तस्माद्बाहुभ्यामेवान्नं क्रियते बाहुभ्यामद्यते बाहुभ्याᳪ हि स सर्वमन्नं प्रायच्छत् ॥ ४० ॥

তাবস্যৈতাবিন্দ্রাগ্নী এব বাহূ শত০ ব্রা০ ৭.৪.১.৪৩ = ইন্দ্রাগ্নি [বীর্য ও তেজ] পুরুষ বা জীবের দুই বাহু এজন্য হিরণ্ময় পুরুষেরও দুই বাহু ।

तावस्यैताविन्द्राग्नीऽएव बाहू । तावेन तेजसा च वीर्येण च सह प्रपद्येते स सम्प्रत्युर, पुरुषमाकाश्य यत्राभ्याप्नोति तद्यालिख्यैने ऽउपदधात्येष हैतयोर्लोकः ॥ ४३ ॥

বিরাট সহস্রশীর্ষ পুরুষের সাথে এখানে সাধারণ জীব তথা যজমানের কোন মিলই নেই ।

(২) অগ্নিচয়ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ এই প্রক্রিয়ার শুরুতেই সপ্ত ঋষি ও শরীরধারী জীবই প্রজাপতি তা স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে ।

অথ যৈতেষাং সপ্তানাং পুরুষাণাং শ্রীঃ । যো রস আসীত্তমূর্ধ্বং সমুদৌহংস্তদস্যশিরোঽভবদ্যচ্ছ্রিয়ং সমুদৌহংস্তস্মাচ্ছিরস্তস্মিন্নেতস্মিন্প্রাণা অশ্রয়ন্ত তস্মাদ্বেবৈতচ্ছিরোঽথ যৎপ্রাণা অশ্রয়ন্ত তস্মাদু প্রাণাঃ শ্রিয়োঽথ যৎসর্বস্মিন্নশ্রয়ন্ত তস্মাদু শরীরম্ - শত০ ব্রা০৬.১.১.৪

স এব পুরুষঃ প্রজাপতিরভবৎ । স যঃ স পুরুষঃ প্রজাপতিরভবদয়মেব স যোঽয়মগ্নিশ্চীয়তে - শত০ ব্রা০৬.১.১.৫

স বৈ সপ্তপুরুষো ভবতি । সপ্তপুরুষো হ্যযং পুরুষো যচ্চত্বার আত্মা ত্রয়ঃ পক্ষপুচ্ছানি চত্বারো হি তস্য পুরুষস্যাত্মা ত্রয়ঃ পক্ষপুচ্ছান্যথ যদেকেন পুরুষেণাত্মানং বর্ধয়তি তেন বীর্যেণায়মাত্মা পক্ষপুচ্ছান্যুদ্যচ্ছতি - শত০ ব্রা০ ৬.১.১.৬

অর্থাৎ , উপরে সব শ্রী একত্রিত হওয়ায় তার নাম 'শির' । প্রাণ আশ্রয় নেওয়ায় এই দেহের নাম শরীর । পুরুষ - প্রজাপতি ও অগ্নি এখানে তাৎপর্য একই [শব্দের ব্যাখ্যা আমরা আগেই করেছি] । ধড়ের চার, দুই পক্ষ ও এক প্রতিষ্ঠা সব মিলিয়ে এক জীব ।

८३८ मध्यान्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ६. १. १. ४-८

स्तदस्य शिरोऽभवद्यच्छ्रियꣳ समुदौहꣳस्तस्माच्छिरस्तस्मिन्नेतस्मिन्प्राणा ऽअश्रयन्त तस्माद्वेवैतच्छिरोऽथ यत्प्राणा ऽअश्रयन्त तस्मादु प्राणाः श्रियोऽथ यत्सर्वस्मिन्न-श्रयन्त तस्मादु शरीरम् ॥४॥

स ऽएव पुरुषः प्रजापतिरभवत् । स यः स पुरुषः प्रजापतिरभवदयमेव स योऽयमग्निश्चीयते ॥५॥

स वै सप्तपुरुषो भवति । सप्त पुरुषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि चत्वारो हि तस्य पुरुषस्यात्मा त्रयः पक्षपुच्छान्यथ यदेकेन पुरुषेणा-त्मानं वर्धयति तेन वीर्येणायमात्मा पक्षपुच्छान्युद्यच्छति ॥६॥

যজুর্বেদে বলা হয়েছে— **"সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে" (যজু০ ৩৪।৫৫)** অর্থাৎ শরীরে নেত্রাদি পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ এই সপ্ত ঋষি প্রত্যেকে নিজেদের কার্য করে থাকে।

55. **(Adhyatma & Pranas Devata, Kanva Ṛshi)**

सप्तऽऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्। सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतोऽअस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ॥५५॥

Sapta'ṛṣayaḥ pratihitāḥ śarīre sapta rakṣanti sadamapramādam. Saptāpaḥ svapato lokamīyustatra jāgṛto'asvapnajau satrasadau ca devau.

Seven sages, i.e., five faculties of perception, one mana (mind), and one buddhi (intellect), vested in the body, the seven together serve and protect the body without let up and negligence. Of the sleeping person, the seven, still there, retire with the soul into the heart. But two other sages, i.e., prana and apana, keep awake in the body and do not go to sleep.

(৩) **স্বয়মাতৃণ্ণামুপদধাতি । ইয়ং বৈ স্বয়মাতৃণ্ণেমামেবৈতদুপদধাতি তামনন্তর্হিতাং পুরুষাদুপদধাত্যন্নং বৈ স্বয়মাতৃণ্ণেয়ং বৈ স্বয়মাতৃণ্ণেয়মু বা অন্নমস্যাং হি সর্বমন্নং পচ্যতেঽনন্তর্হিতমেবাস্মাদেতদন্নং দধাত্যুত্তরামুত্তরমেবাস্মাদেতদন্নং দধাতি - শত০ ব্রা০৭.৪.২.[১]**

অর্থাৎ এই স্বর্ণ পুরুষের ওপর স্বয়মাতৃম্ণ অর্থাৎ ভেতরে ছিদ্র আছে এমন ইট দিয়ে চাপা দিতে হবে ।

অর্থাৎ এখান থেক পরিষ্কার বুঝছি এটি মূলত বেদী নির্মাণের অংশ। যেখানে সোনার রুক্মরূপী যজমানের সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণ, অন্ন প্রভৃতি প্রতীকিভাবে যোজনা করা হচ্ছে। যদি এই পুরুষ ঈশ্বর হত, আর মূর্তিপূজা প্রেক্ষিত হত, তাহলে ঈশ্বরকে এভাবে মাটিচাপা দেয়া হত ?

(৪) **তদাহুঃ । কথমেষ পুরুষঃ স্বয়মাতৃণ্ণায়ানভিনিহিতো ভবতীত্যন্নং বৈ স্বয়মাতৃণ্ণা প্রাণঃ স্বয়মাতৃণ্ণানভিঽনিহিতো বৈ পুরুষোঽন্নেন চ প্রাণেন চ**
শত০ ব্রা০ ৭.৪.২.৯

স্বয়মাতৃণ ইট অন্ন আর প্রাণের প্রতীক। অন্ন আর প্রাণ পুরুষকে ধারণ করে, এদের দ্বারা পুরুষ কখনো দেবে যায় না বা বিনষ্ট হয় না।

এখানেও স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে এই পুরুষ জীবাত্মা। প্রাণ ও অন্ন দেহে জীবাত্মার পোষণের জন্যই দরকার। অন্ন বা প্রাণের অনুপস্থিতিতে দুর্বল হয় জীবাত্মাই। প্রাণ ও অন্ন গ্রহণের সাথে পরমাত্মার দেবে যাওয়ার কোনো সম্বন্ধই নেই।

तदाहुः । कथमेष पुरुषः स्वयमातृण्णयाऽनभिनिहितो भवतीत्यन्नं वै स्वयमातृण्णा प्राणः स्वयमातृण्णाऽनभिनिहितो वै पुरुषोऽन्नेन च प्राणेन च ॥ ९ ॥

(৫) **অথ দূর্বেষ্টকামুপদধাতি । পশবো বৈ দূর্বেষ্টকা পশূনেবৈতদুপদধাতি তদ্যৈরদোঽগ্নিরনন্তর্হিতৈঃ পশুভিরুপৈত্ত এতে তানেবৈতদুপদধাতি তামনন্তর্হিতাং স্বয়মাতৃণ্ণায়া উপদধাতীয়ং বৈ স্বয়মাতৃণ্ণানন্তর্হিতাস্তদস্যৈ পশূন্দধাত্যুত্তরামুত্তরাংস্তদস্যৈ পশূন্দধাতি**

শত০ ব্রা০ ৭.৪.২.১০

এই কণ্ডিকায় দূর্বা ইটরূপী পশুকে স্থাপন করার কথা বলা হচ্ছে।

अथ दूर्वेष्टकामुपदधाति । पशवो वै दूर्वेष्टका पशूनेवैतदुपदधाति तद्यैरदोऽग्निरनन्तर्हितैः पशुभिरुपैत्तऽएते तानेवैतदुपदधाति तामनन्तर्हिताᳬ स्वयमातृण्णाया ऽउपदधातीयं वै स्वयमातृण्णाऽनन्तर्हितांस्तदस्यै पशून्दधात्युत्तरामुत्तरांस्तदस्यै पशून्दधाति ॥ १० ॥

এখান থেকেও প্রমাণিত যে, পুরুষ হলো মানব। পুরুষ ঈশ্বর হলে ঈশ্বরের ওপর পশুরূপী ইট স্থাপন করার কোনো কারণ ছিল না। যদি এই ইট বা রুক্ম মূর্তিকে পরমাত্মাজ্ঞানে পূজা করাই উদ্দেশ্য হবে, তবে এর ওপর পশুর দ্যোতক এমন বস্তু কেন স্থাপন করা হবে?

তাহলে আমরা শতপথ ব্রাহ্মণের পুরো কণ্ডিকা থেকে অগ্নিচয়নে ব্যবহৃত রুক্মবর্ণ পুরুষের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে ও শতপথ ব্রাহ্মণের ঐ অংশের তথা অগ্নিচয়নের বাস্তবিক প্রয়োগ রাজসূয় বা রাজ্যাভিষেক যজ্ঞ অন্যান্য কল্প বা ব্রাহ্মণ সমমর্যাদাসম্পন্ন সংহিতাদি থেকে দেখিয়েছি যে রাজসূয়তেও প্রকৃতপক্ষে রুক্মবর্ণ পুরুষ জীবাত্মা বা যজমানের পরক। কাজেই এখানে পরমাত্মার মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা দেখা অবোধের আস্ফালন ব্যতীত আর কিছুই না। কোনো কণ্ডিকা বুঝতে হলে মাঝখান থেকে ইচ্ছামত তিনটা শ্লোক নিয়ে কোট করে দিলেই হয় না। আমরা এতটাও বোকা না যে এতে বিভ্রান্ত হব।

আর এই অসংস্কৃতজ্ঞ ম্লেচ্ছ বর্বরেরা এতটাই অশিক্ষিত যে একটা কণ্ডিকার রেফারেন্স দিয়েছে সেটাও পুরোটা পড়ে দেখে নি। এদের জ্ঞান এতটাই ন্যূন যে নিজেরা কী দিয়েছে সেটা নিজেরাও ভালো করে পড়ে দেখে নি আগেপিছে যে কী আছে।

অথচ এত বড় প্রমাণসমৃদ্ধ কাউন্টার দেখে কী না বলবে " গরু রচনা"। যাদের আদর্শ ঠিক নেই, যাদের কোনো দর্শন নেই, যেসব খিচুড়িভূক, স্ববিরোধীদের একতার মূল কারণ আর্যসমাজ বা অগ্নিবীরের অন্ধ বিরোধিতা করা, তাদের দেখলে আমাদের হাসি লাগে। এত হাজার বছরের পরম্পরাতেও তারা কী না বিষয় ফিক্সড করতে পারছে না যে আর্যসমাজের বিরোধিতা করতে কখন কার মত গ্রহণ করবে, আর কখন কাকে ছাড়বে। এদের লেজেগোবরে অবস্থা দেখলেই মনে হয় বৈদিকেরা সত্যের পথে, ন্যায়ের পথেই রয়েছে।

এরা হল অনেকটা টোকাইয়ের মত। টোকাই যেমন আবর্জনা কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিজের জীবিকা সংস্থান করে, এরাও এর থেকে, ওর থেকে কপি করে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। এসব শাস্ত্রীয় টোকাইদের থেকে সাবধানতা অবলম্বনই শ্রেয়।

অলমিতি

কামসূত্র কি ন্যায়দর্শন ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎস্যায়ন বিরচিত ?

✅ না, ইতিহাসে একই নামের একাধিক ব্যক্তি থাকা অসম্ভব কোন বিষয় নয়। সনাতন ধর্মে চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ আছে - ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এর মধ্যে কামের উল্লেখ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় [১০।২৮] কেবল প্রজননের জন্যই কাম প্রকৃষ্টভাবে বিহিত উল্লেখ করেছেন ' প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ' । স্বাভাবিকভাবেই কাম নিজের বৈধ স্ত্রী/ স্বামীর সাথেই সম্ভব ও অনুমোদিত। ব্রহ্মচর্যের কঠিন মাহাত্ম্য আরোপিত হয়েছে শাস্ত্রে। কিন্তু কামসূত্রে আমরা দেখি -

১। বেশ্যাবৃত্তিকে সমর্থন ও প্রোৎসাহিত করা হয়েছে [৪।১-৬]

২। পরস্ত্রী সাথে পরকীয়া ও সঙ্গম কৌশল [৫।১]

৩। পরস্ত্রীর সাথে পরকীয়া করতে দূতী নিয়োগ [৫।২], যদি রাজাও পরস্ত্রী সম্ভোগ করতে চায় কী করণীয় [৫।৫]

৪। নপুংসক দ্বারা রতিক্রিয়া [৬।৯]

৫। মহর্ষি মনু গান্ধর্ববিবাহকে নিকৃষ্ট ও পাপজনক বলেছেন [৩।৪১-৪২] কিন্তু কামসূত্র তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে [২।৫।৩০]

৬। পাত্র খারাপ হওয়া সত্ত্বেও ধাত্রী বা কোন মাধ্যম দ্বারা কন্যাকে প্রলোভন দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেওয়া এবং এই আশ্বাসবাণী দেওয়া যে কন্যার পরিবার কলঙ্কের ভয় থেকে ঐ পাত্রকেই কন্যা হস্তান্তর করবে [২।৫।১১-১৫]

এদিকে ন্যায়দর্শন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন । বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য মাহাত্ম্য পড়ুন - https://www.agniveerbangla.org/2022/03/blog-post_24.html?m=1 । বেদেও ব্রহ্মচর্য পালন করেই বিবাহ করার কথা রয়েছে - https://www.agniveerbangla.org/2023/04/blog-post_24.html?m=1 । পাশাপাশি কামসূত্রেই বাৎস্যায়নের নাম উল্লেখ করে মতামত উল্লেখ করতে দেখা যায় -

১। ১।২।২৫,৩৭

২। ২।২।৪

৩। ৪।৫।৬,২৩

৪। ৬।৩।৩,৮

৫। ৬।৯।২৩,৩১

অর্থাৎ এই গ্রন্থ নিজেই মহর্ষি বাৎস্যায়নকে নির্দেশ করে, ফলে তার নাম উল্লেখ করে এভাবে বক্তব্য দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই গ্রন্থকে কখনোই বৈদিক শাস্ত্র বলা যাবে না।

২য় ভাগ আসছে, কোন প্রকার ত্রুটি লক্ষণীয় হলে তার দায় একান্ত লেখকের। প্রকাশকের নয়।